



# মহানিৰ্বাণতত্ত্ব ।

মূল ও অনুবাদ ।

ভট্টপল্লী-নিবাসী

পণ্ডিতবর শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন কর্তৃক  
সম্পাদিত ।

কলিকাতা,

১৪১ কলুটোলা স্ট্রীট, বঙ্গবাসী-শ্রীম-মোগিন প্রেসে

শ্রীঅরুণোদয় রায় দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত ।

১৩০৪ সাল ।

মূল্য ১/০ বায় আনা মাত্র ।



## সূচীপত্র ।

|                                                                                                                                                                                                                                       |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| প্রথম উল্লাস ।—মহাদেবের নিকট ভগবতীর প্রণোপক্রম, মহাদেবের অনুমতি-<br>দান এবং দেবীকর্তৃক কলিকাল-প্রাপ্ত মানবগণের নিস্তারোপায় জিজ্ঞাসা ...                                                                                              | ১   |
| ২য় উল্লাস ।—মহাদেব কর্তৃক প্রণ-প্রশংসা, কলিকালে "ভগবত অবলম্বনীয়"<br>এই আদেশ, প্রণোক্ত্যরত্ত, ব্রহ্মস্বরূপ-কথন, ব্রহ্মোপাসনা-প্রশংসা এবং ব্রহ্ম ও<br>আদ্যা এতদুভয়ের উপাসনার তুল্যতা কথন ...                                         | ৮   |
| ৩য় উল্লাস —ব্রহ্মোপাসনা-বিধি-বিষয়ে দেবীর প্রশ্ন ও মহাদেবের উত্তর দান ...                                                                                                                                                            | ১৪  |
| ৪র্থ উল্লাস ।—ভগবতী কর্তৃক নিজ সাধন বিষয়ে বিধি জিজ্ঞাসা, মহাদেবের<br>তত্বস্বরূপ, কলিকালে পশুভাবের নিষেধ, আদ্যাস্বরূপ কথন, কুলাচার-প্রশংসা,<br>কলিযুগ নিরূপণ এবং কুলাচার অনুসারে সর্বকর্মের কর্তব্যতা নিরূপণ ...                      | ৩১  |
| ৫ম উল্লাস ।—বিশেষরূপে আদ্যা-সাধন-কথন, আত্মাহিক কৃত্য, সুবিদ্যা-<br>শোধন, আদ্যামন্ত্রোক্ত্যর, বটোস্থাপন এবং পঞ্চতন্ত্র-সংস্কারাদি কথন ...                                                                                              | ৪২  |
| ৬ষ্ঠ উল্লাস ।—বিশেষরূপে পঞ্চতন্ত্র জিজ্ঞাসা, তত্বস্বরূপ কথন, ত্রিপাত্র-স্থাপন-<br>প্রকার-এবং হোমচক্র করণাদি কথন ...                                                                                                                   | ৬৫  |
| ৭ম উল্লাস ।—আদ্যার স্তোত্র, কবচ, পুরাণগ্রন্থ, কুল ও কুলাচার-তত্ত্বাদিকথন ...                                                                                                                                                          | ৮৭  |
| ৮ম উল্লাস ।—ধর্ম, আশ্রম ও বর্ণাশ্রমের আচার বিষয়ে ভগবতীর প্রশ্ন,<br>মহাদেবের তত্ত্ব-কথন প্রসঙ্গে শৈববিবাহ, ভৈরবাচরণ ও তত্ত্বচক্রের অনুষ্ঠান এবং<br>সম্যাসম্বন্ধ কথন ...                                                               | ১১১ |
| ৯ম উল্লাস ।—কুশতিকা ও দশবিধ সংস্কার কথন ...                                                                                                                                                                                           | ১২৫ |
| ১০ম উল্লাস ।—বুদ্ধিশ্রদ্ধা-বিধি, বুদ্ধিশ্রদ্ধা ও কুশতিকা-কাল, হেতু জিজ্ঞাসা,<br>পঞ্চদেবতা ও মাতৃকা-পূজাদির কর্তব্যতা, বুদ্ধিশ্রদ্ধা, পার্শ্বিন, একাদিষ্ট, অশৌচ,<br>শ্রোতশ্রদ্ধা ও শ্রোতোদেহোদ্যানাদি এবং পূর্বাভিষেকের প্রকরণ কথন ... | ১৫৫ |
| ১১ম উল্লাস ।—অকৃত-বর্ণাশ্রমধর্ম মানবের উপায় জিজ্ঞাসা, তত্বপায়<br>নির্দেশ এবং রাজধর্ম ও আয়শ্চিন্তা-বিধি ...                                                                                                                         | ১৭০ |

১২শ উল্লাস ।—দায়ভাগ-ব্যবস্থা ... ১৯৪

১৩শ উল্লাস ।—মহাকালীরূপের সম্ভাবনা জিজ্ঞাসা, তৎকর্তৃন-প্রসঙ্গে দেবতা  
ও জলাশয়াদি প্রতিষ্ঠা, বাস্তব্যাগ, গ্রহবাগ এবং দেবালয়াদির উৎসর্গবিধি ... ২০৭

১৪শ উল্লাস ।—অচল শিবলিঙ্গের প্রতিষ্ঠাবিধি ও ফলদিবসে ভগবতীৰ প্রণা,  
মহাদেবের তৎফল ও তদ্বিধি কথন ; প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গের পূজাবোধে ও  
দেবতার অন্তর্বেকল্যে কর্তব্যাতোপদেশ ; জ্ঞান ও কর্মের জন্ত জনকতা ; জ্ঞান  
ব্যতিরেকে মুক্তির অসম্ভবতা কথন এবং চতুর্বিধ অধুতলক্ষণ নির্দেশ .... ২৩৭

# মহানির্বাণতন্ত্রম্ ।

## প্রথম উল্লাসঃ ।

স্মিতীশাশ্বত্রে বসন্তে নানারূপ-  
শোভিতে । নানাবৃক্ষলতাকর্ণে নানাপক্ষিরবে-  
শুতে ॥ ১ ॥ সর্বভুতুমাগোদী-মোদিতু স্তম্বনো-  
হবে । শৈত্যমোগন্যামান্যচ্যমকটিকপবী-  
জিতে ॥ ২ ॥ অমরোণমঙ্গীত-কলধ্বনি নিন-  
দিতে । স্থিরচ্ছায়ামচ্ছায়াম্ছাদিতে স্নিগ্ধ-  
মঞ্জুষ্ম ॥ ৩ ॥ মত্তকোকিলসুন্দোহ-সংঘট-  
বিপিনান্তরে । সর্বদা সগঠৈঃ সাক্ষিগৃহবাজ-  
নিষেবিতৈ ॥ ৪ ॥ সিদ্ধচারণ-গন্ধর্ব-গাণ-  
পত্যগঠৈবৃতে । তত্র মৌনধরং দেবং চরা-

নানা প্রকার বহু দ্বারা উপশোভিত,  
বিবিধ বৃক্ষলতায় পরিব্যাপ্ত, নানা পক্ষিব-  
যুক্ত, সর্ব স্বতন্ত্র পুষ্প-গন্ধে আত্মোদিত,  
স্তম্বনোহর, শৈত্য-মোগন্যামান্যযুক্ত বায়ু  
দ্বারা উপবীজিত, অমরোণমঙ্গীত মঙ্গীতজাত  
মধুর ধ্বনি দ্বারা শব্দিত, অচঞ্চল-ছায়ামুক্ত-  
রম্যচ্ছায়া দ্বারা আচ্ছাদিত, স্নিগ্ধ অথচ  
মঞ্জুল অর্থাৎ সুন্দর, মত্ত কোকিল-সংঘ  
দ্বারা সম্যক শব্দিত-বনান্তরং সর্ব সময়ে  
ব্রহ্মাদির সহিত বাহুরাজ বসন্ত কর্তৃক  
সেবিত, সিদ্ধ চারণ গন্ধর্ব-গাণপত্য সকল,

চবঙ্গগদগদম্ ॥ ৫ ॥ সদাশিবঃ সদানন্দঃ  
করণ্যমুত্তমামরম্ । কপু রক্তা ধবলঃ সাক্ষদ্য-  
ময়ঃ বিভূম্ ॥ ৬ ॥ দিগম্বরঃ দীনাথঃ  
যোগীশ্বরঃ যোগিবহ্নঃম্ । গঙ্গানীকরমঃসিদ্ধ-  
জটামণ্ডলমণ্ডিতম্ ॥ ৭ ॥ বিভূতিভূষিতঃ  
শান্তঃ ক্যালমালাঃ কপালিনম্ । ত্রিলোচনঃ  
ত্রিলোকেশঃ ত্রিশূলবরধারিনম্ ॥ ৮ ॥ আত-  
তোষঃ স্ত্রানমঃ কৈবল্যফলদায়কম্ । নিমি-  
কমঃ নিরাতমঃ নিকীলেশঃ নিরঞ্জনম্ ॥ ৯ ॥

দ্বারা আবৃত,—এই প্রকার রমণীয় নিরীক্ষা  
অর্থাৎ কৈলাস পর্বতের নিখর। মৌনোন্মী,  
চরাচর ভগবতের স্বরূপ, দক্ষ-ভূতের সমুদ্র,  
কপু ব এবং কুন্দপুষ্পের ছায় শ্রেতবর্ণ, পরি-  
শুদ্ধ মত্তমগ্নময়, ব্যাপক পুরম সিদ্ধপদ-  
পরিধায়া, দীন মকলের নাথ, স্তম্ব যোগি-  
শেষ্ঠ, যোগিবর্ষে । প্রিয়, গঙ্গা জলকণ দ্বারা  
মহাসত্তা জটাসমূহে মণ্ডিত, ভ্রম দ্বারা অল-  
কিত, শান্ত অর্থাৎ সংযতাক্ষকরণ, স্বপমালা-  
য় । নর-কপালমালা, ত্রিলোকের অধ্বজ,  
ত্রিশূ দারী, আততোষ, স্ত্রানময়, নিমি-  
কফলদাতা, নিকীলকম, জালকারবিত্ত, নিরঞ্-

সর্বেষং হিতকর্তারং দেবদেবং নিরাময়ম্ ।  
 ঐশ্বর্যবদনুর্ বীক্ষ্য লোকানাং হিতকাম্যয়া ।  
 বিনয়াবনতা দেবী পার্শ্বতী শিবমব্রবীৎ ॥১০॥  
 শ্রীপার্কভূবাচ । দেবদো জগন্নাথ মন্নাথ  
 করুণানিধে । ত্বদধীনাশ্মি দেবেশ ত্বাক্ষ-  
 কারিণী সদা ॥ ১১ ॥ বিনাজ্ঞয়া ময়া কিকি-  
 দ্ভ্যসিতুং নৈব শক্যতে । কৃপাবলেনো মযি  
 চেৎ স্নেহোহস্তি যদি মাং প্রীতি । তদা নিবে-  
 দ্যতে কিকিমনসা যদ্বিচারিতম্ ॥ ১২ ॥ ত্বদন্তঃ  
 সংশয়শ্চাস্ত কস্ত্রিলোক্যাং মহেশ্বর । ছেত্তা  
 ভবিতুমর্হি বা সর্বজ্ঞঃ সর্বশাস্ত্রবিৎ ॥ ১৩ ॥  
 শ্রীসদাশিব উবাচ । কিমুচ্যতে মহাপ্রাজ্ঞে

শেষ, নিরঞ্জন, নিরাময়, সকলেব হিতকর্তা,  
 দেব-দেব, ঐশ্বর্য-বদন, সদানন্দ সদাশিব  
 দেবকে দর্শন করিয়া বিনয়াবনতা পার্শ্বতী-  
 দেবী লোকহিতার্থে তাঁহাকে কহিলেন  
 ১—১০ । পার্শ্বতী কহিলেন,—হে দেব-  
 দেব জগন্নাথ মন্নাথ করুণানিধে । আমি  
 ত্বদধীনা । হে দেবেশ । আমি সর্বদা  
 তোমার আর্জ্যকারিণী, তোমার আদেশ  
 ব্যতিরেকে কিকি কহিতে সমর্থ নহি ।  
 যদি আমাতে কৃপালেন থাকে এবং যদি  
 আমাতে স্নেহ থাকে, তবে, আমার মনে  
 কিকিৎ য'হা বিচারিত হইয়াছে, তাহা  
 নিবেদন করি । হে মহেশ্বর ! ত্রিলোকীর  
 মধ্যে তোমা অপেক্ষা অন্য কোন ব্যক্তি এই  
 সংশয়ের ছেদন করিতে যোগ্য হইবে ?  
 তুমি সর্বজ্ঞ এবং সর্বশাস্ত্রবেত্তা ১১—১৩ ।  
 সদাশিব কহিলেন,—হে মহাপ্রাজ্ঞে । হে

কথ্যতাং প্রাণবল্লভে । যদকথ্যং গণেশেহি  
 সন্দে সেনাপতঙ্গপি ॥ ১৪ ॥ ত্বাং কথয়ি-  
 যামি স্নোগোপ্যমপি যদ্বৈবৎ । কিমস্তি ত্রি-  
 লোকেযু গেষ্টিনীযং তবাগ্রতঃ ॥ ১৫ ॥ মম  
 রূপাসি দেবি ত্বং ন ভেদোহস্তি ত্বয়া মম ।  
 সর্বজ্ঞা কিং ন জানাসি ত্বনভিজ্ঞেব পৃচ্ছসি ॥  
 ১৬ ॥ ইতি দেববচঃ শ্রুত্ব পার্শ্বতী হৃষ্টমানসা  
 বিনয়াবনতা সাধ্বী পরিপত্রচ্ছ শঙ্করম্ ॥ ১৭ ॥  
 শ্রীমাদ্যোবাচ । ভগবন্ সর্বভূতেশ সর্বধর্ম-  
 বিদাংবব কৃপাবত্বা ভগবতা ক্রমাস্তুর্যামিণা  
 পুরা ॥ ১৮ ॥ প্রকাশিতাঃ চতুর্বেদাঃ সর্ব-  
 ধর্মোপবৃংহিতাঃ । বর্ণাশ্রমাদিনিয়মা যত্র চৈব

প্রাণবল্লভে । তুমি কি কহিতে ইচ্ছা করি-  
 য'ছ, তাহা বল । স্নোগোপ্য হইলো, শ্রিয়-  
 পুত্র গণেশ এবং সেনাপতি কার্ত্তিকেরকেও  
 যাহা অকথ্য, তাহা তোমার আগ্রহ কহিব ।  
 ত্রিলোকীতে তোমার আগ্রহ কি গোপনীয়  
 তা'ছে ? হে দেবি ! তুমি আমানন্দ রূপ,  
 তোমার সহিত আমার ভেদ নাই । তুমি  
 সর্বজ্ঞ ; কি না জান যে, অনভিজ্ঞের  
 ছায় জিজ্ঞাসা করিতেছ ? এই প্রকার  
 মহাদেবের বাক্য শ্রবণ করিয়া হৃষ্টমানসা  
 সাধ্বী পার্শ্বতী বিনয়াবনতা হইয়া শঙ্করকে  
 জিজ্ঞাসা করিলেন ১৪—১৭ । আনন্দা কহি-  
 লেন,—হে ভগবন্ ! হে সর্বভূতেশ ! হে  
 সর্বধর্মবিদাংবব । তুমি যদৈশ্বর্যশালী,  
 কৃপাবান এবং সকলের অন্তর্যামী ; তোমা  
 দ্বারা পূর্বে চতুর্বেদ প্রকাশিত হইয়াছিল ।  
 এই বেদ সকল দ্বারা সর্ব ধর্ম বৃদ্ধি-প্রাপ্ত

প্রতিষ্ঠিতাঃ ॥ ১৯ ॥ তদুক্তযোগমজ্ঞা দৈ-  
কর্ম্যভির্ভুবি মানবাঃ । দেবানাং পিতৃনৃপীণ-  
যন্তঃ পুণ্যশীলাঃ কৃত্য যুগে ॥ ২০ ॥ আধায়-  
ধান-তপসা দয়া-দানৈর্জিতে দিযাঃ । মহা-  
বলা মহাবীৰ্যা মহামত্তপাক্রমাঃ ॥ ২১ ॥  
দেবায়তনগা মর্ত্যা দেবকন্ধ্যা দৃঢ়ব্রতঃ ।  
সত্যধর্মপরাঃ সর্বৈ মাধবঃ সত্যবাদিনঃ ॥ ২২ ॥  
রাজানঃ সত্যমকল্যাণঃ প্রজাপালনতঃপরঃ ।  
মাতৃবৎ পরধোষিৎসু পুত্রবৎ পরসু ॥ ২৩ ॥  
লোষ্ট্রবৎ পরবিস্তেযু পশুস্তো মানবাস্তদা ।  
অসিনু বধর্মনিরতাঃ সদা সন্মানিত্বিনঃ ॥  
২৪ ॥ ন মিথ্যাত্তামিণঃ কেচিৎ প্রমাদরতঃ

এবং বর্ণাশ্রমাদির নিয়ম প্রতিষ্ঠিত হই-  
যাচ্ছে। সেই বেদোক্ত বর্ণ যজ্ঞাদি রূপ  
কর্ম সকল দ্বারা পৃথিবীতে পুণ্যানীল মানব  
সকল, কৃত অর্থাৎ সত্যযুগে দেবতা সক-  
লকে এবং পিতৃগণকে প্রীতিমুক্ত করিয়া-  
ছিলেন। ১৮—২০। সেই সত্যযুগে মানব-  
গণ আধায়, ধ্যান, তপসা, দয়া ও দানাদি  
দ্বারা জিতেছিলেন। তাহারা মহা-  
বল, মহাবীৰ্য্য এবং অত্যন্ত সত্যপবাক্রম  
ছিলেন। তাহারা মরণধর্মশীল মানব হই-  
যাও দেবায়তনগ অর্থাৎ স্বর্গাদি নামে সমর্থ,  
দেবভূষা, দৃঢ়নিয়মাবলম্বী, সকলেই সাধু,  
সত্যধর্মপর, সত্যবাদী ছিলেন। সেই যুগে  
রাজবর্গ সত্যমকল এবং প্রজাপালন-তঃপর  
ছিলেন; তাহাদের পরস্পরিতে মাতৃবৎ প্রজা,  
পরপুত্রে পুত্রভূষা মেহ ছিল। তদানীন্তন  
মানবগণ পরধন লোষ্ট্র-সদৃশ দেখিতেছেন:

কচিৎ । ন চৌরা ন পরমোহকারকা ন  
ভূরাশ্রয়াঃ ॥ ২৫ ॥ ন মৎসরা নাতিজ্ঞে-  
নাতিপ্রকা ন কামুকাঃ । মদন্তঃকরণাঃ সর্ব-  
সর্বদানন্দমানসাঃ ॥ ২৬ ॥ ভূময়ঃ সর্ব-  
শত্রুচাঃ পরজ্ঞাঃ কালবর্ধিণঃ । গাবোহপি  
ভূমসম্পরাঃ পাদপাঃ কলশালিনঃ ॥ ২৭ ॥  
নাকালমৃতাশ্চ ব্রাহ্মীণ ভূক্তিমাং ন বা কল্যঃ ।  
অষ্টাঃ পুষ্টাঃ সদারোগ্যাস্তোষো-রূপ-অণা-  
বিভাঃ ॥ ২৮ ॥ শ্রিয়ো ন ব্যভিচারিণাঃ পতি-  
ভক্তিপবায়ণাঃ । ভ্রাক্ষণাঃ শ্রীতিয়া বৈশা-  
শ্রুদঃ আচারবর্জিনঃ ॥ ২৯ ॥ তৈবৈ শ্রৈবৈ

তঁহারা অবর্ম-নিরত ও সম্পদাশ্রয়ী  
ছিলেন। সেই সত্যযুগে কোন ব্যক্তিই  
মিথ্যাবাদী, কোন মময়েই কেহ প্রমাদরত,  
চৌর্য্যবৃত্তি-অবলম্বী, পরমোহকারক ও ভূরা-  
শ্রয় ছিল না। ২১—২৫। কোন ব্যক্তিই  
মৎসর, অতিজ্ঞেয়ী, অতি-লোভী, কামুক  
ছিল না। সকলেই মদন্তঃকরন, সর্বদা  
আনন্দ-আনন্দ ছিলেন। সেই কালে ভূমি  
সকল সর্বশত্রুচা, মেনসকল যথাকালে  
বর্ধনকারী, গো সকল বজ্রকন্যতী, ব্রহ্ম সকল  
প্রচুর কলশালী ছিল। সেই যুগে কোন  
জীব অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইত না,  
ভূক্তি বা রোগ হইত না। প্রজাবর্গ সকলে  
অষ্টপুষ্ট, সর্বদাই আশ্রয়িত, তেজ রূপ ও  
কলমস্পন্ন ছিলেন। শ্রীলব অবর্মভট্টানি  
এবং পতিভক্তি-পরায়ণা ছিলেন। সেই  
সত্যযুগে ভ্রাক্ষণ, অরিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণ  
আচারবর্জী হইয়া বিত্ত নিয়ন্ত্রণ

যজ্ঞন্ত্যস্তে নিস্তারপদবীং গতঃ । কৃত্যে বাতীতে  
 ত্রেতায়াং দৃষ্টা ধর্মব্যতিক্রমম্ ॥ ৩০ ॥  
 বেদোক্তকর্মভির্মর্ত্যানাং ন শক্তাঃ স্বেষ্টসাধনে ।  
 বহুক্রমকরং কর্ম বৈদিকং ভূবিসাধনম্ ॥  
 ৩১ ॥ কর্তুং ন যোগ্যা মনুজাশ্চিহ্নাব্যাকুল-  
 গানসাঃ । তজ্জুং কর্তুং ন চাইত্তি সদা  
 কাতরচেতসঃ ॥ ৩২ ॥ বেদার্থযুক্তশাস্ত্রাণি  
 স্মৃতিরূপাণি ভূতলে । তদা তুং প্রকটীকৃত্য  
 তপঃসাধ্যায়ত্নকর্মলান্ । লোকাঃ তাবয়ঃ পাপাদ  
 দুঃখশোকাময়প্রদং ॥ ৩৩ ॥ ত্বাং বিনা  
 কেহন্তি জীবানাং শোবসংসারসাগরে । ভর্তা  
 পাতা মমুক্তর্তা পিতৃপ্রদকং প্রভুঃ ॥ ৩৪ ॥

বিহিত ধর্ম্যানুষ্ঠানপূর্ণক সকলেই নিস্তার  
 পদবী প্রাপ্ত হইয়াছেন । সত্যযুগ অতীত  
 হইলে, এই সকল ধর্ম্যে । ব্যতিক্রম দৃষ্ট  
 হইল । তৎকালে মানবগণ বেদোক্ত কর্ম  
 সকল দ্বারা নিজ নিজ অতীষ্ট সম্পাদনে  
 সমর্থ ছিলেন না । তখন ভূবিসাধন সম্পন্ন  
 বৈদিক কর্ম বহুক্রমকর হইয়াছিল ; মনুষ্য  
 সকল চিন্তাতে ব্যাকুল হইয়া তদাচরণ  
 করিতে সমর্থ হন নাই । অথচ বৈদিক  
 কর্ম ভোগের নানা দোষ প্রবণ হেতু তাঁহারা  
 সেই কর্ম ভোগ করিতেও সমর্থ হন নাই ।  
 প্রভুত্ব হইয়া এই অসামর্থ্য জন্ত সর্বদাই  
 কাতর-চিন্ত ছিলেন । ২৬—৩২ । সেই  
 সময়ে আপনি ভূতলে স্মৃতিরূপ বেদার্থযুক্ত  
 শাস্ত্র সকলকে প্রকাশ করিয়াছিলেন ।  
 তদ্বারা দুঃখ, শোক, রোগপ্রব পাপ হইতে,  
 তপস্যা-সাধ্যায় বিয়য়ে দুর্কল লোক সকলকে

ওতোহপি দ্বাপরে প্রাপ্তে স্মৃত্যুক্তমুক্রতো-  
 জ্জনিতে ধর্ম্মলোপে মনুষ্যে আধিব্যাধি-  
 সমাকুলে । সংহিতার্হুপিদেশেন স্ত্রৈয়েবোক্তা-  
 বিতানবাঃ ॥ ৩৫ ॥ আয়াতে পাপিনি কলৌ  
 পির্বধর্ম্মবিলোপিনি । দ্বাচারে দুপ্রপক্ষে  
 দুষ্টকর্ম্মপ্রবর্ত্তকে ॥ ৩৬ ॥ ন বেদাঃ প্রভব-  
 ক্ষত্র স্মৃতীনাং শ্রবণং কৃতং । নানেন্তি-  
 হাসমুক্তানাং নানামার্গপ্রদর্শিনাম্ ॥ ৩৭ ॥  
 বহুনাং পুরাণানাং বিনাশোভবিতা বিজ্ঞো ।  
 তদা বোদ্ধা ভবিষ্যন্তি ধর্ম্মকর্ম্মবহির্মুখাঃ ॥  
 ৩৮ ॥ চ্ছজ্ঞান মদোন্মত্তঃ পাপকর্ম্মরতঃ  
 সদা । কামুকা লোভূপাঃ ক্রুরা নির্ভূগা দুর্ম্মখাঃ  
 শঠাঃ ॥ ৩৯ ॥ অজ্ঞানমদমত্তয়ো রোগ-শোক-

আপনি ভারণ করিয়াছেন । এই ভয়ানক  
 সংসার-সমুদ্রে আপনি ভিন্ন জীব সকলের  
 ভরণকর্তা, ব্রহ্মকর্তা, উদ্ধারকর্তা, পিতার  
 স্থায় প্রিয়কাবী প্রভু আর কে আছে ?  
 তৎপরে দ্বাপর যুগ প্রাপ্ত হইলে মনুষ্যের  
 স্মৃত্যুক্ত মুক্রতি ভাগ হইল ; ধর্ম্মার্হ লোপ  
 পাইল ; মনুষ্য,—মনোব্যথা ও ব্যাধি দ্বারা  
 আকুল হইল । তখন তোমাবর্ত্তক ব্যাসাধি-  
 রূপে সংহিতা শাস্ত্রাদির উপদেশ দ্বারা সেই  
 নর সকল উদ্ধার প্রাপ্ত হইয়াছে । তৎপরে  
 পাপরূপী, সর্বধর্ম্ম-বিলোপকারী, দ্বাচার  
 দুষ্কর্ম্ম-বিস্তারকারী, দুষ্টকর্ম্ম-প্রবর্ত্তক কলি-  
 যুগ আগমন করিল । এখন বেদ সকল প্রভু  
 অর্থাৎ নাক্তিগন নছেন ; স্মৃতি সকলের  
 শ্রবণ কোথায় ? নানা ইতিহাসমুক্ত নানা  
 পথ-প্রদর্শনকারী পুরাণ সকলের বিনাশ

সমাকুলঃ । নিঃশ্রীক নিৰ্বল নীচ নীচা-  
চারপরায়ণঃ ॥ ৪০ ॥ নীচমৎসর্গনিরতঃ পর-  
বিত্তাপহারকঃ । পরনিন্দাপরদোহ-পণীবাদ-  
পরাঃ খণ্ডাঃ ॥ ৪১ ॥ প-শ্রীহরণে পাপাঃ  
শঙ্কাভয়বিবর্জিতাঃ । নিরিন্দা মলিনা দীন-  
দরিদ্রাশ্চিররোগিণঃ ॥ ৪২ ॥ বিপ্রাঃ শূদ্র-  
সমাচারঃ সন্ধ্যাবন্দনবর্জিতাঃ । অযাজ্য-  
যাজকা লুকা দুর্বৃত্তাঃ পাপকারিণঃ ॥ ৪৩ ॥  
জ্ঞানভ্রান্তাশ্চৈব মূর্খা দান্তিকা হুপ্রাপকাঃ ।  
কথাবিক্রয়িণো ভ্রাতৃত্বপোষিতপরাডম্বাঃ ॥  
৪৪ ॥ লোকপ্রত্যাহারার্থম্ জপপুঞ্জপারাবণাঃ ।

হইবে। হে বিত্তো! পুরাণাদি শাস্ত্রের  
বিনাশ হইলে সেই সময়ে লোক সকল  
ধর্মকর্মবহির্মুখ হইবে এবং শ্রদ্ধা-রহিত  
হইয়া, মদেতে উন্মত্ত, পাপকর্মের বত,  
কামুক, অতি লুকা, নির্দয়, দুঃসুখ, শত্রু,  
স্বপ্ন, মন্দবুদ্ধি, রোগ-শোকে সমাকুল  
আকুল, শ্রী-রহিত, বল-রহিত, নীচ, নীচের  
আচার-পরায়ণ, নীচমৎসর্গে নিরন্তর রত,  
পরবিত্তাপহারক, পরনিন্দায় বত, পরদোহ-  
কারী, পরগণানি পরায়ণ হইবে। পরশ্রী  
হরণে পাপশকা ও ভয়বিবর্জিত হইবে এবং  
সকলে নির্দীন, মলিন, দীন, দরিদ্র, চিররোগী  
হইবে। ৩৩—৪২। বিপ্রা সকল, সন্ধ্যা-  
বন্দনাদি-বর্জিত হইয়া শূদ্রসম আচার-  
বিশিষ্ট হইবে এবং অযাজ্য অপকষ্ট জাতির  
যাজক, লুকা, দুর্বৃত্ত, পাপকারী, মিথ্যাবাদী,  
মূর্খ, দান্তিক, হুপ্র, কথাবিত্তারকারী, কত-  
বলকারী, সংসারহীন ও উপায়া-প্রত-পরায়ণ

পায়ণ্ডাঃ পালিতসম্রাটঃ সন্ধ্যাবন্দনবিবর্জিতাঃ ॥  
৪৫ কদাহারিঃ কদাচারী মৃতকামঃ শূদ্রসেবকাঃ ।  
শূদ্রমভ্যাজিনঃ জুরা বৃষগীরতিকামুকাঃ ॥ ৪৬ ॥  
দায়ুস্তি মনলোভেন পদানান্ নীচজাতিম্ ।  
ভ্রাতৃপাতিভ্রাতৃমেজাবৎ কেবলং শূদ্রোপেয়ম্ ॥  
৪৭ ॥ নৈব পানাদিনিয়মো ভক্ষ্যভক্ষ্য-  
বিবেচনম্ । ধর্মশাস্ত্রে সদা নিন্দা সাধুতোহা  
নিরন্তরম্ ॥ ৪৮ ॥ মৎসর্গলাপমাত্মনো ন ভোগে  
মনসি কচিৎ ত্বয়া ততানি তস্মাৎ জীনো-  
দ্ধাবণং ততঃ ॥ ৪৯ ॥ নিগমগমজাতানি  
ভুক্তিভুক্তিকরানি চ । দেবানাং যত্র দেবানাং  
মজাযজ্ঞাদিসাধনম্ ॥ ৫০ ॥ কথিতা বহনো

হইবে। তাহার লোক-প্রত্যাহার নিমিত্ত  
অপ-পুঞ্জ-পরাধন, পায়ণ্ডা-ব্যবহারী, অপ-  
নাকে পশ্চিম বলিয়া গাত্ৰকাণ্ডী এবং অজ্ঞা  
ও অজ্ঞি-রহিত হইবে। কলির ভাঙ্গণ  
সকল কদম্বা আহারী ও কদম্বা আচার-  
ব্যবহারে রত এবং মৃতক অর্থাৎ নিরোদর-  
ভ্রাতৃপাতি ভ্রাতৃমেজাবর্তী, শূদ্র-সেবক, শূদ্র মভ্যাজী,  
জুরা, শূদ্রপত্রিতে রতি-মভ্যাপেয় হইবে।  
ইহারা মনলোভে নিজ জ্ঞানকে নীচ জাতিতে  
দান করিলে, ইহাদিগের ভাঙ্গণমঙ্গলী চিত্র  
কেবল শূদ্রসংস্রব মানি পাইলে এবং ভাঙ্গণ-  
দিগের পানাদির নিয়ম এবং ভক্ষ্যভক্ষ্য-  
বিচার থাকিলে না। ইহারা মৎসর্গা ধর্ম-  
শাস্ত্রের নিন্দা ও সাধু সকলের মোহ  
করিলে। ৪৩—৫০। তাহাদের মনো-বন্দন  
মৎসর্গা আচার মাত্র থাকিলে না। জীনা-  
উদ্ধাবণের নিমিত্ত তেমা কষ্টক ভ্রাতৃপাতি

ভ্রাসাঃ স্থিতিস্থিত্যাদিশঙ্কণাঃ । বন্ধপদ্যাসনা-  
দীনি গদিতাত্ত্বপি ভূবিশঃ ॥৫১॥ পশু-বীর-  
দিব্যভাবৌ দেবতামন্ত্রসিদ্ধিদাঃ । শবাসনং  
চিত্তাবোহো মুক্তসাধনম্বেব চ ॥ ৫২ ॥ লতা-  
সাধনকর্মাণি ত্রয়োক্তানি সহস্রশঃ । পশু-  
ভাব-দিব্যভাবৌ স্বয়মেব নিবারিতৌ ॥ ৫৩ ॥  
কলৌ ন পশুভাবোহস্তি দিব্যভাবঃ কুতো  
ভবেৎ । পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং স্বয়মে-  
বাহরেৎ পশুঃ ॥৫৪॥ ন শূদ্রদর্শনং কুর্ধ্যান্মনসা  
ন স্ত্রিয়ং স্মরেৎ । দব্যশ্চ দেবতাপ্রায়ঃ  
শুদ্ধান্তঃকরণঃ সদা ॥ ৫৫ ॥ ব্রহ্মাতীতো বী-  
বাগঃ সর্বভূতমমঃ স্মরী কলিকায়যুক্তানাং

কৃত হইয়াছে এবং ভোগ ও মুক্তিপ্রদ নিগম  
আগম ধর্ম-সমুদয়ও কৃত হইয়াছে । এই  
তন্ত্রাদি শাস্ত্রে দেবদেবীগণের মন্ত্র যজ্ঞাদি  
সাধন, স্থিতিস্থিতি সংহারস্বরূপ বহু ভ্রাস ও  
বন্ধ-পদ্যাসন আদি ২৩ প্রকার আসন কথিত  
হইয়াছে এবং দেবতা সকলের মন্ত্রসিদ্ধিপ্রদ  
পশুভাব, বীরভাব, দিব্যভাবও উক্ত হই-  
য়াছে । ইহাভে শবাসন, চিত্তাবোহন, মুক্ত-  
সাধন, লতাসাধনাদি অসংখ্য কর্ম সকল  
তোমা কর্তৃক উক্ত হইয়াছে । পরন্তু এই  
তন্ত্রশাস্ত্রে পশুভাব, দিব্যভাব, স্বয়ং তোমা  
কর্তৃক নিবারিত হইয়াছে । কলিতে পশু-  
ভাবই নাই; দিব্যভাব কি প্রকারে  
হইতে পারে ? কারণ, পশুভাবালসীদিগের  
কর্তব্য,--তাহারা পত্র, পুষ্প, ফল, জল,  
জগৎই-স্বাহরণ করিলে, শূদ্র দর্শন করিলে  
না, এবং মন, দ্বারাও স্ত্রী স্মরণ করিলে না ।

সর্বদান্ধিবচেতসাম্ ॥ ৫৬ ॥ মিট্রালম্ভম-  
জ্ঞানং ভাবশুদ্ধিঃ কথং ভবেৎ । বীর-  
সাধনকর্মাণি পঞ্চতন্ত্রাদিতানি চ ॥ ৫৭ ॥  
মদ্যং মাংসং তথা মৎস্তমুদোমৈথুনম্বেব চ ।  
এতানি পঞ্চতন্ত্রানি ত্রয়া প্রোক্তানি শঙ্কর ॥  
৫৮ ॥ কলিজা-মানবা লুন্নাঃ শিরোদরপরা-  
য়ণাঃ । লোভাৎ তত্র পতিযান্তি ন করি-  
যান্তি সাধনম্ ॥৫৯॥ ইন্দ্রিয়ানাং সুখার্থায় পীড়  
চ বহুশং মধু । ভবিষ্যন্তি মদোন্মত্তা-  
হিতবিবর্জিতাঃ ॥৬০॥ পরস্মীর্ষকাঃ কেচিদ্-  
দম্ভবো হিবো ভূবি । ন করিযান্তি তে মস্তাঃ

দিব্যভাবাপন্ন ব্যক্তি দেহতুলা হন, সর্বদা  
শুদ্ধান্তঃকরণ, ব্রহ্মসংহিতা, বাসনা-রহিত, সর্ব-  
ভূতে সমভাবাকামী, ক্ষমাবান হন । ইহ  
এক্ষণকার লোক কলির পাপযুক্ত, সর্বদা  
অস্থিরচিত্ত, মিট্রা ও আলম্ভে প্রসক্ত ।  
ইহাদের ভাবশুদ্ধি কি একাবে হইবে ?  
৫০--৫৭ । তে শঙ্কর । আপনা কর্তৃক  
পঞ্চতন্ত্র কথিত হইয়াছে, তাহাতে বীরসাধন  
উক্ত হইয়াছে ; মদ্য, মাংস, মৎস্ত, মুদ্রা,  
মৈথুন--এই পঞ্চতন্ত্র আপনি কহিয়াছেন ।  
কলি কাল-জাত মানুষ সকল লুন্না ও শিরো-  
দর-পরায়ণ ; তাহারা লোভ হেতু সেই  
পঞ্চতন্ত্রে পতিত হইবে, সাধন করিবে না ।  
তাহারা ইন্দ্রিয়সুখের নিমিত্ত বহুতর মধুপান  
করিয়া মদোন্মত্ত ও হিতাহিত-জ্ঞান-শূন্য  
হইবে । তাহাদের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তি  
পঞ্চভোগ্যক অর্থাৎ পরস্মীর্ষকের ভাতিভব-  
কর্তা হইবে, বহুজন চৌধ্যবৃদ্ধি অবগামন

পাপ। যোনিবিচারণম্ ॥ ৬১ ॥ অতিপানাদি-  
দোষেণ রোগিণে। বহবঃ শ্রুতিমিতো । শক্তি-  
হীন। বুদ্ধিহীন। ভূত। চ বিকলেন্দ্রিয়াঃ ॥ ৬২ ॥  
হ্রদে গর্তে প্রান্তরে চ প্রাণাদাং পৰ্বতা-  
দপি । পতিমাস্তি মরিয়াস্তি মনুজা মপ-  
বিহ্বলাঃ ॥ ৬৩ ॥ কেচিদ্ধিবাঁদ্রিয়ান্তি শুক্লভিঃ  
স্বজনৈরপি । কেচিমোনা মৃতপ্রাণা অপরে  
বহুজ্ঞানকঃ ॥ ৬৪ ॥ অকার্যকারিণঃ ত্রুণা ধর্ম-  
মর্গবিলোপকৃঃ । হিতায় যানি কৰ্ম্মানি  
কথিতানি ত্বয়া প্রভো ॥ ৬৫ ॥ যুগ্মে তানি  
মহাদেব বিপরীতানি মানবে । কোবা যোগং  
করিয়ান্তি জ্ঞানজাতানি কেহপি বা ॥ ৬৬ ॥

করিবে ; মহাপাপী সেই মত সকল যোনি-  
বিচার করিবে না । ৬৮—৬২ । অপরিমিত  
পানাদি দোষে পৃথিবীতে মদবিহ্বল বহুজন  
শক্তিহীন, রোগ, বুদ্ধিহীন এবং বিকলেন্দ্রিয়  
হইয়া হ্রদে, গর্তে, প্রান্তরে, প্রাণাদ হইতে,  
পৰ্বতে হইতে পতিত হইবে এবং মৃত্যু  
লাভ করিবে । এই সকল মত লোকেবা  
কেহ বা শুক্লবর্গের সহিত ও স্বজনবর্গের  
নহিত বিবাদ করিবে ; কেহ বা মোনা-  
লম্বী হইবে ; কেহ বা অতি পান জ্ঞান  
মৃতপ্রাণ, কেহ বা বহুভাষী হইবে । ইহা-  
অকার্যকারী, ত্রুণকর্ম্ম এবং ধর্মপথ-  
বিলোপকরী হইবে । হে প্রভো । মহাদেব ।  
হিতসাধনের নিমিত্ত যে সকল কর্ম্ম আপনা  
কর্তৃক কথিত হইয়াছে, সেই সকল কর্ম্ম  
মানবগণের পক্ষে বিপরীত হইয়া পড়িলে ।  
কোন ব্যক্তি বা যোগাশ্রয় করিবে ? কোন

জ্ঞানপাঠং যন্ত্রলিখ্যং পুণ্যচর্য্যং জগৎপতে  
যুগধর্ম্মপ্রভাবেন স্বভাবেন কলৌ নরাঃ ॥ ৬৭ ॥  
ভবিষ্যন্ত্যতিদুর্লভাঃ সর্গদা পাপকারিণঃ ।  
তেযামুপাশ্রয়ং দীনেন কৃপয়া কথয় প্রভো ॥  
৬৮ ॥ আয়ুর্ব্যোগ্যবর্জ্যং বলবীৰ্য্যবিবর্জনম্ ।  
বিদ্যানুজ্ঞাপদং নৃণামপ্রায়শ্চতুষ্করম্ ॥ ৬৯ ॥  
যেন লোকা ভবিষ্যন্তি মহাবলপরাক্রমাঃ ।  
শুকচিহ্নাঃ পরহিতা মাতাপিতৃণাঃ শ্রিয়ক্ষরাঃ ॥  
৭০ ॥ সদাননিষ্ঠাঃ পুরুষাঃ পরদ্রোহ পরাধ্বাঃ ।  
দেবতা-শুক্রভক্তাশ্চ পুত্র-স্বজনপোষকাঃ ॥  
৭১ ॥ ব্রহ্মজ্ঞা ব্রহ্মবিদ্যাশ্চ ব্রহ্মচিন্তনমানসাঃ ।

ব্যক্তি বা জ্ঞানসমূহ করিতে শক্তি হইবে ?  
কেই বা জ্ঞান পাঠ করিবে ? কোন জন  
বা ধর্ম্মাধারে পূজা বা যজ্ঞধারণ করিবে ?  
কোন ব্যক্তি বা পুণ্যচরণ করিবে ? হে  
জগৎপতে । যুগধর্ম্ম-প্রভাবেন স্বভাবতই  
মনুষ্যাগণ অতি দুর্লভ এবং সর্গদা পাপ-  
কারী হইবে । হে দীনেন প্রভো । কৃপা  
করিয়া কলিযুগে মানবগণের নিস্তারোপায়  
বুঝ, যাহাতে তাহাদের আয়ু, আরোগ্য,  
তেজ, বল ও বীৰ্য্য বৃদ্ধি হয় ; বিদ্যা-বুদ্ধি  
প্রাপ্তি হয় ; আয়ু ব্যতিরেকে পরম মঙ্গল  
লাভ হয় ;—যদিও লোক সকল মহাবল  
পরাক্রমশালী হয় ; পরিত্রস্ত হইয়া  
পরহিত রত হয় ; মাতাপিতার শ্রিয়কারী  
হয় ;—যাহাতে পুরুষ সকল সদাননিষ্ঠ ও  
পরদ্রোহবিমূখ হইয়া দেবতা-শুক্রভক্ত ও পুত্র  
স্বজনাদিন পোষক হয় ;—যে উপায় দ্বারা  
এই সকল লোক ব্রহ্মজ্ঞ, ব্রহ্মবিদ্যাগামী ও

সিদ্ধার্থঃ লোকযাত্রায়াঃ কথয়ন্ত হিতায় যৎ ॥

৭২ ॥ কর্তব্যং যদকর্তব্যং বর্ণাশ্রমবিভেদতঃ  
বিনা ত্বাং সৰ্বলোকানাং কৃতাভা ভূম-  
ন্যয়ে ॥ ৭৩ ॥

ইতি শ্রীমহানির্বাণতন্ত্রে সৰ্বভক্তোত্তমো-

ত্তমে সৰ্বধৰ্মনির্ণয়মারে শ্রীমদাদ্যাসদা-

শিবসংবাদে জীবনিষ্ঠারোপায়প্রণো-

নাম প্রথম উল্লাসঃ ॥ ১ ॥

### দ্বিতীয় উল্লাসঃ ।

ইতি দেব্যা বচঃ শ্রুত্বা শঙ্করো লোক-  
শঙ্করঃ । কথয়ামাস তত্ত্বেন মহাকারণ্য-  
বারিধিঃ ॥ ॥ শ্রীমদশিব উবাচ । সাধু পৃষ্টং

ব্রহ্মচিন্তাশীল হয়; মনুষ্যের লোক-যাত্রা  
নির্বাহের নিমিত্ত ও পারলৌকিক হিতের  
নিমিত্ত আপনি কৃপা করিয়া তাহাই কীৰ্ত্তন  
করুন । ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রাদির বর্ণ  
এবং আশ্রমভেদে যাহা কর্তব্য ও অকর্তব্য,  
তাহাও কৃপা করিয়া প্রকাশ করুন । ত্রিভু-  
বনে আপনা ব্যতিরেকে সকল লোকের  
প্রাণকর্তা কে আছে ? ৬৩—৭৩ ।

প্রথম উল্লাস সমাপ্ত ॥ ১ ॥

### দ্বিতীয় উল্লাস ।

মহাকারণ্য-সমুদ্র, লোক সকলের  
কল্যাণকর শঙ্কর, এই প্রকার আদ্যা-দেবীর  
বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রকৃত কথা কহিতে

মহাভাগে জগতঃ হিতকারিণি । এতাদৃশঃ

শুভঃ প্রণো ন কেনাপি পূন্যকৃতঃ ॥ ২

ধম্মাসি সুকৃতজ্ঞাসি হি ত্বাসি কলিকল্পনাম্ ।

যদ্বদ্বক্তং ত্বয়া ভজে গতং সত্যং যথা-

র্থকঃ ॥ ৩ ॥ সৰ্বজ্ঞা ত্বং ত্রিকালজ্ঞা ধৰ্ম্মজ্ঞা

পরমেশ্বর । ভূতং ভবন্তবিষয়ক ধৰ্ম্মযুক্তং

ত্বয়া প্রিয়ে ॥ ৪ ॥ যথাতত্ত্বং যথাত্মায়ং যথা-

যোগং ন সংশয়ঃ । কলিকল্পাধীনানাং

দ্বিজাদীনাং সুরেশ্বরী ॥ ৫ ॥ মেধ্যামেধ্যাবিচা-

রাণং ন জ্ঞানো শ্রোতকৰ্ম্মণা । ন সংহি-

তাদ্যোঃ স্মৃতিভিরিষ্টসিদ্ধিনুগাং ভবেৎ ৬ ॥

আরম্ভ করিলেন । সদাশিব কহিলেন,—

হে মহাভাগে ! তুমি জগতের হিতকারিণী,

তুমি উত্তম প্রণা করিয়াছ । তদ্বৎ মঙ্গল-

কথা পূর্বে কেহ জিজ্ঞাসা করে নাই । হে

ভজ । তুমি ধম্মা, সুকৃতজ্ঞা (অর্থাৎ

জীবের সুকৃতি তুমি জ্ঞাত আছ,) কলিকাল-

জাত সকলের তুমিই যথার্থ হিতকারিণী ;

তোমা কর্তৃক যাহা যাহা উক্ত হইল, সে

সকল অতীব সত্য, সন্দেহ নাই । হে

পরমেশ্বর । তুমি ধৰ্ম্মজ্ঞা, ত্রিকালজ্ঞা,

অতএব সৰ্বজ্ঞা । প্রিয়ে । ভূত ভবিষ্যৎ

বর্তমান ধৰ্ম্মযুক্ত বাক্য যাহা কহিলে, তাহা

যথার্থ, যথাযোগ্য ; এবং আয়োপপন্ন, এ

বিষয়ে সংশয় নাই । হে সুরেশ্বরী । কলি-

যুগে কলুষ দ্বারা দুর্গতি-বিশিষ্ট, পবিত্রা-

পবিত্র-বিচার-শূন্য ব্রাহ্মণাদি বর্ণের শ্রোত-

অর্থাৎ বেদোক্ত কৰ্ম্ম দ্বারা শুদ্ধি হইবে না ;

পুণ্য, সংহিতা এবং স্মৃতি সকল দ্বারাও

সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং সত্যং সত্যং  
ময়োচ্যতে । বিনা আগমমার্গান কলৌ নাস্তি  
গতিঃ • প্রিয়ে ॥ ৭৯ ॥ প্রতিশ্রুতিপুরাণাদৌ  
মতৈর্বোক্তং পূর্বা শিবে । আগমোক্তবিধিনেন  
কলৌ দেবানু মজেৎ সুধীঃ ॥ ৮০ ॥ কলাগমঃ  
মুখ্যতয়া যোহম্মার্গে প্রবর্ততে । ন তু  
গতিরস্তুতি সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ ॥ ৯ ॥  
সর্বৈর্বৈদৈঃ পুঠৈশ্চ স্মৃতিভিঃ সংহিতাদিভিঃ ।  
প্রতিপাদ্যোহস্মি নাহ্মোহস্তি প্রভূর্জগতি মাং  
বিনা ॥ ১০ ॥ আমনস্তি চ তে সর্বে মৎপদং  
লোকপাবনম্ । মমার্গবিমুখা লোকান্ পায়তা  
ব্রহ্মহতিনঃ ॥ ১১ ॥ অতো মমাত্মং স্বজ্য যো

মহুযোর ইষ্টসিদ্ধি হইবে না । ১—৬ ।  
হে প্রিয়ে • আমি সত্য সত্য, পুনঃ সত্য  
বলিতেছি, কলিকালে আগমোক্ত পথ  
ব্যক্তিরেকে গতি নাই । হে শিবে । পূর্বে  
ঋতি, স্মৃতি, পুরাণাদিতে আমা কর্তৃকই  
উক্ত হইয়াছে যে, কলিকালে ধীর ব্যক্তি  
আগমোক্ত সিধান দ্বারা দেবগণকে যজ্ঞন  
করিবে । হে শঙ্করি । কলিযুগে আগম-  
শাস্ত্রকে লঙ্ঘন করিয়া যে ব্যক্তি অম্ম পথে  
প্রবর্তিত হইবে, তাহার গতি নাই, ইহা  
সত্য সত্য বলিতেছি ; সংশয় নাই ।  
সকল বেদ, পুরাণ, স্মৃতি এবং সংহিতাদি  
শাস্ত্র দ্বারা আমিই প্রতিপাদ্য, অম্ম কেহ  
প্রতিপাদ্য নাই এবং জগতে আমা ভিন্ন  
সর্বের প্রভু কেহই নাই । বেদাদি শাস্ত্র  
সকল আমার পদকে লোকপাবন বলিয়া  
বোধ করান ; মৎপথ-বিমুখ লোক সকল

যৎ কর্ম সমাচরেৎ । নিশ্চলং তদবেদেবি  
কর্তাপি নারকী ভবেৎ ॥ ১২ ॥ মূঢ়ে মমাত্মং  
স্বজ্য যোহম্মাত্মমুপাভ্যসেৎ । ব্রহ্মহা পিতৃহা  
ক্রোধঃ স ভবেমাত্র সংশয়ঃ ॥ ১৩ ॥ কলৌ তদ্রো-  
দিতা মজাঃ সিদ্ধাস্তুর্নগল প্রদাঃ । শত্ৰাঃ কর্মসু  
সর্বৈষু জপযজ্ঞক্রিয়ানিসু ॥ ১৪ ॥ নিম্নাধীয়াঃ  
শ্রীতজাতীয়া নিম্নাধীনোরগা ইব । সত্যাদৌ  
সফলা আসনু কলৌ তে মৃতকা ইব ॥ ১৫ ॥  
পাকালিকা যথা ভিক্ষো সর্বৈশ্চিহ্নসমাদিতাঃ ।  
অমুরশক্তাঃ কার্যেণ তথাহ্মে মমরাময়ঃ ॥ ১৬ ॥

ব্রহ্মহাতী এবং পায়ত । এই হেতু আমার  
মতকে ত্যাগ করিয়া যে ব্যক্তি যে কর্ম  
আচরণ করে, হে দেবি । সেই কর্ম নিশ্চল  
হয় এবং সেই কর্মকর্তাও নারকী হয় ।  
যে মূঢ় আমার মত ত্যাগ করিয়া অম্ম  
মতকে আশ্রয় করে, সে ব্যক্তি ব্রহ্মহত্যা-  
কারী, পিতৃহত্যাকারী, ক্রোধাক্রোধের সমুদ্র  
পাতকী হইবে, ইহাতে সংশয় নাই ।  
৭—১৩ । কলিতে তদ্রোদিত মন সকল  
সিদ্ধ ও ভাস্ত্র ফলপ্রদ ; জপ যজ্ঞ ক্রিয়ান  
দিতে এবং সর্বকর্মে প্রশস্ত । কলিকালে  
যেদোক্ত মন সকল নিম্নাধীন মর্পের অম্ম  
বীর্ঘ্যরহিত হইয়াছে । সত্যাদি যুগে সেই  
সকল মন বসদানে শাস্ত্র ছিলেন, কলিকালে  
তাহারা মৃতের চায় নিশ্চল হইয়াছেন ।  
ভিক্ষিতে নিম্নিত পুতলিকা যেকণ চক্ৰ-  
কর্ম-নাসিকাদি সর্বৈশ্চিহ্ন-মুক্ত হইয়া  
কার্যে অর্ণব এবং বদন-গমনাদিতে অশক্ত  
হয়, সেই প্রকার তদ্রোদিত মন অম্ম মন-

অন্তঃসত্ত্বা কৃতং কৰ্ম্ম বক্ষ্যামীসঙ্গমো যথা ।  
 ন তত্র ফলসিদ্ধিঃ স্ত্যং শ্রম এব হি  
 কেবলম্ ॥১৭॥ কলাবন্তোদিতেৰ্গার্গৈঃ সিদ্ধি-  
 মিচ্ছতি যো নরঃ । তৃষিতো জাহ্নবীতীরে  
 কূপং খনতি দুৰ্ম্মতিঃ ॥১৮॥ মনস্ত্রুতুদিতং ধৰ্ম্মং  
 হিতান্ত্রকৰ্ম্মমীহতে । অমৃতং স্বগৃহে ত্যক্তা  
 ক্ষীরমার্কং স বাপ্ততি ॥ ১৯ ॥ নাস্ত্যঃ পন্থা  
 মুক্তিহেতুরিহামুত্র সুখাপ্তয়ে । যথা তন্মো-  
 দিতো মার্গো মোক্ষায় চ সুখায় চ ॥ ২০ ॥  
 তত্রাপি বহুধোক্তানি নানাখ্যানাধিতানি চ ।  
 সিদ্ধানাং সাধকানাঞ্চ বিধানানি চ ভূরিধঃ ॥  
 ২১ ॥ অধিকারিবিভেদেন পশুবাছল্যতঃ প্রিয়ে ।

রানি তত্ত্বং কার্যফলের অনিপ্পাদক হন ।  
 তন্মোক্ত ভিন্ন অল্প মন্ত দ্বারা কৰ্ম্ম অনুষ্ঠিত  
 হইলে, তাহাতে ফলসিদ্ধি হয় না ; যেমন  
 বক্ষ্যামীসঙ্গম অপত্যরূপ ফলের সাধক হয়  
 না, ইহাও সেই প্রকার, কেবল শ্রম মাত্র ।  
 যে নর এই কলিযুগে অল্প শাস্ত্রোক্ত পথ  
 দ্বারা সিদ্ধি ইচ্ছা করেন, সেই দুৰ্ম্মতি  
 তৃষিত হইয়া গাজতীরে কূপ খনন করে ।  
 আমার মুখোদিত ধৰ্ম্মকে ত্যাগ করিয়া,  
 যে মূঢ় অল্প ধৰ্ম্ম বাপ্তা করে, সে স্বগৃহস্থিত  
 অমৃত ত্যাগ করিয়া অর্কবৃক্ষজাত দুগ্ধ বাপ্তা  
 করে । তন্মোদিত পথ যেরূপ সুখ ও  
 মোক্ষের হেতু, এরূপ মুক্তিকারণ এবং ইহ-  
 লোকে ও পরলোকে সুখপ্রাপ্তির নিমিত্ত  
 অল্প পথ নাই । ১৪—২০ । হে প্রিয়ে ।  
 নানা আখ্যানযুক্ত বহু প্রকার তন্ত্র আমি  
 কর্তৃক উক্ত হইয়াছে ; সিদ্ধ সকল এবং

কুলাচারোদিতং ধৰ্ম্মং ওস্ত্যর্ণং কথিতং  
 কচিৎ ॥ ২২ ॥ জীবপ্রবৃত্তিকারীণি কানিচিৎ  
 কথিতান্যপি । দেবা নানাবিধাঃ প্রোক্তা  
 দেবোহাপি বহুঃ প্রিয়ে ॥ ২৩ ॥ ভৈরবাস্টম  
 বেতালা বটকা নায়িকাগণাঃ । শ্মাস্তাঃ শৈবা  
 বৈষ্ণবাশ্চ সৌরা গাণপত্যাদয়ঃ ॥ ২৪ ॥  
 নানামন্ত্ৰাশ্চ যজ্ঞানি সিদ্ধোপায়ানেকশঃ ।  
 ভূরিপ্রয়াসসাধ্যানি যথোক্তীফলদানি চ ॥ ২৫ ॥  
 যথা যথা কৃত্যঃ প্রমা যেন যেন যদা যদা  
 তদা তন্মোক্ষপুকারায় তথৈবোক্তং ময়া প্রিয়ে ॥  
 ২৬ ॥ সৰ্ব্বলোকোপকারায় সৰ্ব্বপ্রাণিহিতায়

সাধক সকলের বিধান ভূরি ভূরি উক্ত হই-  
 যাচ্ছে । পশু সকলের বাছল্য হেতু অধি-  
 কারি-বিভেদে কুলাচারোদিত ধৰ্ম্ম কোন  
 স্থানে গোপন করিবার নিমিত্তও কহিয়াছি ;  
 জীবগণের প্রবৃত্তিকারী কোন কোন তন্ত্র-  
 কৰ্ম্মও বলিয়াছি ; নানাবিধ দেব এবং বহু-  
 প্রকার দেবীর বিষয় বলা হইয়াছে । ভৈরব-  
 গণ, বেতালাগণ, বটকগণ, নায়িকা সকল  
 এবং শাস্ত্র, শৈব, বৈষ্ণব, সৌর, গাণপত্য  
 সকলও উক্ত হইয়াছে । নানা প্রকার  
 মন্ত্র, যজ্ঞ এবং অনেক প্রকার সিদ্ধোপায়ও  
 কথিত হইয়াছে । হে প্রিয়ে । যে যে  
 সময়ে যে যে ব্যক্তি কর্তৃক যে যে প্রকার  
 প্রমা কৃত হইয়াছে, আমি সেই সেই সময়ে  
 তাহাদিগের উপকারার্থে তদনুরূপ কহি-  
 য়াছি ২১—২৬ হে পরমহংস । সৰ্ব্বলোকের  
 উপকারের নিমিত্ত, সকল প্রাণীর হিতের  
 জন্য, মূগ-ধৰ্ম্মানুসারে যথাতথ্যরূপে, তোমা

চ । যুগধর্ম্মানুসারেণ যাযাতথোম পার্শ্বতি ॥  
২৭ ॥ ত্রয়া যাদৃকৃ কৃত্যঃ ত্রয়া ন কেনাপি  
পুবা কৃত্যঃ । তৱ মেহেন বক্ষ্যামি সারং-  
সারং পরাৎপরম্ ॥ ২৮ ॥ বেদানামা-  
গমানাক্ত তজ্জাগত্বে বিশেষতঃ । সারগুদ্ধত্য,  
দেবেশি তবাত্তে কথ্যতে ময়া ॥ ২৯ ॥ যথ  
নরেষু তজ্জজ্ঞাঃ সরিতাং জাহ্নবী যথা ।  
যথাহং ত্রিদিবেশানামগিমানামিদং তথা ॥ ৩০ ॥  
কিং বেদৈঃ কিং পুণ্যৈঃ কিং শাস্ত্রৈর্বহুভিঃ  
শিবে । বিজ্ঞাতোহস্মিন্ মহাত্মনে সর্বমিচ্ছী-  
শ্বরো ভবেৎ ॥ ৩১ ॥ যতো জগৎস্বলায়  
ত্বয়াহং বিনিযোজিতঃ অতস্তে কথয়িষ্যামি  
যদ্বিশ্বহিতকৃতবেৎ ॥ ৩২ ॥ কৃতে বিশ্বহিতে

কর্তৃক যাদৃকৃ কৃত হইল, ঐদৃশ ত্রয়  
পূর্বে কোন ব্যক্তি কর্তৃক কৃত হয় নাই ।  
তোমার স্নেহে বেশীভূত হইয়া এই সার-  
সার পরাৎপর বিষয় বলিতেছি । হে  
দেবেশি ! বেদ, আগম, বিশেষতঃ তজ্জ  
সকলের সার উদ্ধার করিয়া তোমার নিকটে  
বলিতেছি । যেমন মনুস্যের মধ্যে তজ্জ-  
জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ, যেমন নদী সকলের মধ্যে  
গঙ্গা শ্রেষ্ঠা, যেমন দেবগণের মধ্যে আমি  
শ্রেষ্ঠ, সেইরূপ সমুদায় আগম-শাস্ত্রের মধ্যে  
এই মহানির্বাণ তজ্জই শ্রেষ্ঠ । হে শিবে ।  
বেদ সকল দ্বারা, বা পুরাণ সকল দ্বারা, বা  
বহু শাস্ত্র দ্বারা কি ফল লাভ হইবে ? এক  
মাত্র এই মহাত্ম বিশেষরূপে জ্ঞাত হইলে,  
জীব সর্বমিচ্ছীশ্বর হয় । ২৭—৩১ ।  
যেহেতু জগতের মঙ্গলের নিমিত্ত তোমা-

দেবি বিশ্বেশঃ পরমেশ্বর । শীতো ভবতি  
বিশ্রামা যতো বিশ্বং তদাশ্রিতম্ ॥ ২৩ ॥ ম  
এক এব সঙ্গমঃ সত্যোহমৃতঃ পরাৎপরঃ ।  
স্বপ্রকাশঃ সঙ্গপূর্ণঃ সচ্চিদানন্দস্বরূপঃ ॥ ২৪ ॥  
নির্দ্বিকারো নিরাধারো নির্দিশো নো নিরা-  
কুলঃ । ঐশ্বর্যাতীতঃ সর্বমঙ্গী সর্বমামা  
সর্বদৃশিত্বঃ ॥ ২৫ ॥ গচ্ছঃ সর্বমু জুজু-  
সর্বব্যাপী সনাতনঃ । সর্বৈশ্বর্যব্যাভাসঃ  
সর্বৈশ্বর্যবিত্তিত্বঃ ॥ ২৬ ॥ লোকাতীতো  
লোকহেতুরবাস্তবমগোচরঃ । ম বেতি

কর্তৃক আমি নিযুক্ত হইয়াছি, অতএব যেইটা  
বিষয়ের হিতকারী হইবে, তাহা আমি বলি-  
তেছি । হে দেবি, হে পরমেশ্বর । বিশ্বের  
হিত করিলে বিশ্বের সমগ্র পীড় ঘন ;  
কাবণ তিনিই বিশ্বের আশ্রয়, বিশ্ব কঁাহাকেই  
আশ্রয় করিয়া আছে । তিনি এক, আদি-  
ভীত, সত্য, সঙ্গম, পরাৎপর, স্বপ্রকাশ,  
সর্বদা পূর্ণ এবং সচ্চিদানন্দ স্বরূপ ।  
তিনি নির্দ্বিকার, নিরাধার, নির্দিশো, নিরা-  
কুল অর্থাৎ আকুলতান্বিত ; তিনি ঐশ্বর্যাতীত,  
সর্ব প্রকার ভুভাভুত কর্ম্মের সাক্ষাৎ অর্থাৎ  
সকলের আশ্রয়, সর্বদৃশ, বিজ্ঞ । তিনি  
সর্বব্যাপী, সর্বভূতে গচ্ছমানে অবস্থিতি  
করিতেছেন অর্থাৎ আদ্যন্তশূন্য, তিনি সর্ব  
সর্বৈশ্বর্য-রহিত অথচ সকল ইচ্ছিয়া এবং  
ইচ্ছিয়-নিয়ম কঁাহা হইতে দীক্ষি পাই-  
তেছে । তিনি লোকাতীত, ত্রিজগতের  
হেতু বা গীজ স্বরূপ এবং বাক্য মনের  
অগোচর, তিনি সর্বমঙ্গ, তিনি বিশ্বেশ

বিধং সৰ্ব্বজ্ঞঃ ন জানাতি কশ্চন ॥ ৩৭ ॥  
 তদধীনং জগৎ সৰ্বং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্ ।  
 তদালম্বনভস্তিষ্ঠেদবিতৰ্ক্যমিদং জগৎ ॥ ৩৮ ॥  
 তৎসদ্যত্মপাশ্রিত্য সমুদ্ভাতি পৃথক্  
 পৃথক্ । তেনৈব হেতুভূতেন বয়ং জাতা  
 মহেশ্বরী ॥ ৩৯ ॥ কাংগং সৰ্বভূতানাং স  
 একঃ পরমেশ্বরঃ । লোকেক্ষু সৃষ্টিকৰণাৎ  
 অষ্টা ব্রহ্মেতি গীযতে ॥ ৪০ ॥ বিষ্ণুঃ পাল-  
 যিতা দেবি সংহর্তাহং তদিচ্ছয়া । ইন্দ্রাদয়ো  
 লোকপালাঃ সৰ্ব্বৈ তদ্ব্যবর্তিনঃ ॥ ৪১ ॥ হে

সকলই জানিতেছেন, তাঁহাকে কোন  
 ব্যক্তি জানে না । ৩৭—৩৯ । এই জগৎ  
 সমুদয় তদধীন, স্বাবর জগৎ সহিত এই  
 ত্রৈলোক্য তাঁহাকেই অবলম্বন করিয়া  
 আছে । এই বিতৰ্ক-বিষয়-রহিত জগৎ পব-  
 নাত্মার সত্যত্ব আশ্রয় করিয়া, এই পৃথিবী,  
 এই জল, এই বায়ু ইত্যাদি রূপে পৃথক্  
 পৃথক্ সত্যের ক্ষায় প্রকাশ পাইতেছে । হে  
 মহেশ্বরী ! সেই ব্রহ্ম হেতুভূত হওয়াতে  
 আমবাও জাত হইয়াছি । সেই পরমেশ্বর  
 সৰ্ব্ব প্রাণীর একমাত্র কাবণ ; ব্রহ্মা ( সেই  
 পরমেশ্বর কর্তৃক নিযুক্ত হইয়া ) লোক  
 সকলে সৃষ্টিকরণ হেতু অষ্টা বলিয়া কথিত  
 হইতেছেন ; তাঁহার ইচ্ছা প্রযুক্ত বিষ্ণু এই  
 জগৎকে পালন করিতে পালয়িতা বলিয়া  
 কথিত হইতেছেন ; তাঁহার ইচ্ছায় সংহার-  
 করণ প্রযুক্ত আমি জগতে সংহর্তা বলিয়া  
 অভিহিত হইতেছি । ইন্দ্রাদি লোকপাল-  
 গণও সকলেই তাঁহার বশতায়, স্ব স্ব জমি-

বেহমিকারে নিরতাস্তে শাসতি তদাজ্ঞয়া ।  
 তৎ গীবা প্রকৃতিস্তম্ভ পূজ্যাসি ভুবনভয়ে ॥  
 ৪২ ॥ তেনাজ্যমিবাপেণ তত্ত্বদ্বিষয়যোজিতাঃ ।  
 স্বস্বকৰ্ম্ম প্রকৃতিবৃত্তি ন স্বতন্ত্রাঃ কদাচন ॥ ৪৩ ॥  
 মনুষ্যাশ্রয়িতা বাতোহপি সূর্য্যাস্তপুতি যন্তয়াৎ ।  
 বর্য্যস্তি তোয়মাঃ কালৈ পুষ্পান্তি তরবো বনে ॥  
 ৪৪ ॥ কালং কালয়তে কালৈ মৃত্যোমৃত্যু-  
 ভিযো ভয়ম্ । বেদান্তবেদো ভগবান্ যজ্ঞ-  
 চ্ছাখ্যাপলক্ষিতঃ ॥ ৪৫ ॥ সৰ্ব্বৈ দেবাস্ত  
 দেবাস্ত তন্ময়াঃ সুরবন্দিতৈ । আত্রস্তম-  
 পর্য্যন্ত তন্ময়ং সকলং জগৎ ॥ ৪৬ ॥

কারে নিযুক্ত হইয়া, তাঁহারই আজ্ঞানুসারে  
 জগৎ শাসন করিতেছেন । তুমি তাঁহার  
 পরাপ্রকৃতি, এই হেতু ত্রিভুবনে পূজ্য ।  
 ৩৮—৪২ । সেই পরমাত্মা অন্তর্ধ্যামিরূপে  
 তাঁহাদিগকে সেই সেই বিষয়ে নিযুক্ত করিয়া  
 নিজ নিজ কৰ্ম্ম করান, জগৎ কোন কালেই  
 স্বাধীন নহে । হে দেবি ! তাঁহার ভয় হেতু  
 বায়ু প্রবাহিত হইতেছে ; যদ্বজ্রে ভীত  
 হইয়া সূর্য্য তাপ দিতেছেন, মেঘ সকল  
 যথাসময়ে বর্ষণ করিতেছে, যৎ-শাসনে বনে  
 তরু সকল পুষ্প-ফলিষ্ট হইতেছে । যিনি  
 প্রলয়কালে সাক্ষাৎ কালকেও নাশ প্রাপ্ত  
 করান, যিনি সাক্ষাৎ মৃত্যুর মৃত্যুধরুণ এবং  
 ভয়ের ভয়স্বরূপ, তিনিই বেদান্ত-বেদ্য ভগ-  
 বান্, তিনি ‘যৎ-তৎ’ শব্দ দ্বারা বোধিত হন ।  
 হে সুরবন্দিতৈ ! সকল দেব এবং দেবীগণ,  
 ইহারা তন্ময় অর্থাৎ পরমাত্মস্বরূপ ; আত্রস্তম-  
 পর্য্যন্ত অর্থাৎ ব্রহ্মা হইতে তৃণাদিও

তন্মিৎ স্তোত্রে জগৎ তুষ্ণং প্রীণিতে প্রীণিতং  
জগৎ । তদাৰাধনতো দেবি সৰ্বেষাং প্রীণনং  
ভবেৎ ॥ ৪৭ ॥ তন্মুগ্ধাভিষেকেন যথা  
তদুজ্জপল্লবঃ । তপ্যন্তি তদনুষ্ঠানাৎ তথা  
সৰ্বৈঃ সমরাদয়ঃ ॥ ৪৮ ॥ যথা তব চিত্তান্ধানাৎ  
পুজনা জপনাৎ প্রিয়ে । ভবন্তি তুষ্ণঃ স্তুত্যা-  
স্তথা জানীহি সূত্রেতে ॥ ৪৯ ॥ যথ গচ্ছন্তি  
সরিতে হবশেনাপি সরিতপতিম্ । তথা চ-  
দৌনি কৰ্ম্মানি তদুদ্ভিষ্টানি পার্জতি ॥ ৫০ ॥  
যো যো যানু যনু যজ্ঞেদেবানু জ্ঞানদা যদু-  
যদাপ্তযে । তত্তদদতি সোহিযাম ইত্যুদ্ভিষ্ট-  
দেবঃ ॥

গণে, শিবে ॥ ৪১ ॥ - জনার কিম্বদন্তি  
তথাতো কথ্যতে প্রিয়ে । মোক্ষ পূজা-  
সুখারাম্যন্তং বিনা নাশ্বি মুক্তয়ে ॥ ৪২ ॥  
নাম্যামো নোপসাম্যন্ত কাহকে শা ন  
বিদ্যতে । নৈমিত্তাদিনিমিত্তা নোপচাৰ্য্যন্ত  
ভূমিঃ ॥ ৪৩ ॥ ন দিকালনিচিৎ প্রোহপি ন  
মুদাচ্যামসংহতিঃ । যদমাগনে কুলেশান ত্রা-  
বিনা কোহুচ্যামসংহতিঃ ॥ ৪৪ ॥

ইতি শ্রীমহানিষ্কাশঃ স্তোত্রঃ  
ক্রমো নাম দ্বিতীয় উল্লাসঃ ॥ ২ ॥

সহকারে পূজা করেন, হে শিব ! সেই  
অধ্যক্ষ পুরুষ সেই সেই দেবগণ দ্বারা সেই  
সেই বন সেই সেই ন্যাসকে হরণ  
করেন । হে প্রিয়ে ! এ বিষয় এক আর কি  
বলিব, তোমার অঙ্গে এই মাত্র বলি, সেই  
পঃমঃ প্রাতঃসংকীর্তন মূল্যে নিমিত্ত মোক্ষ,  
পূজা এবং সুখারাম্য আর মাই । সেই মাত্র-  
বিশেষ উপাসনায় আশ্রয় নাই, -  
নাই, শরীর মঙ্গলায় কোন কষ্ট নাই, জ্ঞান-  
নাদির নিয়ম নাই, এক উপচারাদির আশ্রয়  
কতা রাখে না ; দিকৃ জাৎ কালাদি ১১৮।  
নাই ; মুদা বা নামোপসাম্যেন নাই  
হে কুলেশানি । যাহার মনে ন্যাসের  
আশ্রয় নাই, তাঁহাকে শিব মোক্ষ  
কাহাকে আশ্রয় কাহাকে ১৮। ১৮।

দ্বিতীয় উল্লাস সমাপ্ত ॥ ২ ॥

পর্যন্ত সকল জগৎ ওয়ায় অর্থাৎ পরব্রহ্ম  
স্বরূপ হন । সেই পবমায়া পরিতুষ্ট হইলে  
জগৎ পরিতুষ্ট হন ; তাহাকে পীত করিলে  
সমুদায় জগৎকে প্রীত করা হয় ; তাহান  
আরাধনা করিলে সকলেবই পীতি উৎপাদন  
করা হয় । দেবি ! যেমত বৃক্ষের মূল সেচন  
দ্বারা তাহাবি ভুজ-পল্লব সকল ভৃগু হয়,  
সেইরূপ পরমেশ্বরের আরাধনা করিলে  
অমরাদি সকলে পবিত্র হন । ৪৩-৪৮ ।  
হে সূত্রেতে প্রিয়ে ! যেমত তোমা । ভাচনা,  
ন্যাস, পূজা ও জপ দ্বারা সমুদায় দেবীগণ তুষ্ট  
হন, পরমাশ্রয় অর্চনাদি দ্বারা সেই মত  
সর্ব দেবতা প্রীত হইয়া থাকেন, তানিবে ।  
যেমন নদী-সমূহ অবশ হইয়াও সারিতপতি  
সমুদ্রে গমন কবে, সেইরূপ সর্বদেব-পূজাদি  
কৰ্ম্ম হে পার্জতি ! সেই পবমায়া উদ্ভি-  
ষ্টেই অরুষ্ঠিত হয় । যে যে ব্যক্তি যে যে  
ল লাভের নিমিত্ত যে যে দেবতাকে শ্রদ্ধা

## তৃতীয় উল্লাস ।

শ্রীদেবীবাচ । দেবদেব মহাদেব দেব-  
তানাং গুবো গুরো । বক্তা ত্বং সৰ্বশাস্ত্রাণাং  
মন্ত্রাণাং সাধনশ্চ চ ॥ ১ ॥ কথিতং যং  
পরং ব্রহ্ম পরমেশং পরাংপরম্ । যঃশ্রাপা-  
সনতো মর্ত্যো ভুক্তিং মুক্তিকং বিদতি  
কেনোপায়েন ভগবান্ পরমাত্মা প্রসীদতি ॥  
২ ॥ কিং তস্য সাধনং দেব মন্ত্রঃ কো বা  
প্রকীৰ্ত্তিতঃ । কিং ধ্যানং কিং বিধানঞ্চ  
পরেশশ্চ পরাক্রমঃ । তত্ত্বেন শ্রোতুমিচ্ছামি  
কৃপয়া কথয় প্রভা ॥ ৪ ॥ শ্রীমদাশ্বিন  
উবাচ । অতিশূন্যং পরং তত্ত্বং শৃণু মৎ-  
প্রাণবল্লভে । রহস্যমেতং কল্যাণি ন কুত্রাপি

## তৃতীয় উল্লাস ।

দেবী কহিলেন ;—হে দেবদেব ! আপনি  
দেবতাদিগের গুরুর গুরু ; হে মহাদেব !  
আপনি সকল শাস্ত্র, সকল মন্ত্র ও সকল  
সাধনের বক্তা । হে ভগবন্ । পরাংপর  
পরমেশ্বর পরব্রহ্ম, যিনি আপন কৰ্ত্তৃক  
কথিত হইলেন, যাহার উপাসনা দ্বারা রমণ-  
শীল মনুষ্যাগণ ভোগ ও মোক্ষ লাভ করিবে,  
কি উপায় দ্বারা সেই পরমাত্মা প্রসন্ন হইবেন,  
তাহার সাধনা বা কি, মন্ত্রই বা কিরূপ, ধ্যান  
এবং বিধান বা কীদৃশ ? আমি ইহার প্রকৃত  
তত্ত্ব অবগত করিতে ইচ্ছা করি, আপনি কৃপা  
করিয়া বলুন । ১—৪ । শ্রীমদাশ্বিন কহি-  
লেন ;—হে মৎপ্রাণবল্লভে ! এই পবন তত্ত্ব  
অতি শূন্য । হে কল্যাণি ! আমাকর্ত্তৃক কোন

প্রকাশিতম্ ॥ ৪ ॥ তব স্নেহেন বক্ষ্যামি  
মমপ্রাণাবিকং পরম্ । জ্ঞেয়ং ভবতি তদ্-  
ব্রহ্মসচ্চিদ্বিশ্বময়ং পরম্ ॥ ৫ ॥ যথাতথ-  
স্বরূপেণ লক্ষ্যতৈব । মহেশ্বরী । সস্তামাত্রং  
নির্বিঃশয়মণ্ডানসঙ্গোচরম্ ॥ ৬ ॥ তাস-  
ত্রিলোকীমন্তানং স্বরূপং ব্রহ্মণঃ স্মৃতম্ ।  
সমাধিষে গৈস্তত্ত্বদ্যং সৰ্বত্র সমদৃষ্টিভিঃ ।  
দ্বন্দ্বাভীষ্টৈর্নির্বিঃশয়ৈর্দেহীশ্রাদ্ধাসবর্জিতৈঃ ॥  
৭ ॥ যতো বিশ্বং সমুদ্ভূতং যেন জাতক-  
তিষ্ঠতি । যস্মিন্ সৰ্বানি লায়ন্তে জ্ঞেয়ং

হাৎনৈই রহস্য প্রকাশিত হয় নাই ; তোমার  
স্নেহপ্রযুক্ত আমি বলিতেছি ; এই তত্ত্ব  
আমার প্রাণ আপেক্ষা প্রিয়তম । হে পরমো-  
শ্বরী । মৎ, চিত্ত, জগৎ স্বরূপ সেই পর-  
ব্রহ্ম স্বরূপলক্ষণ এবং তটস্থলক্ষণ দ্বারা যথা-  
বৎ জ্ঞেয় হইল যিনি সস্তামাত্র অর্থাৎ কেবল  
পরমার্থ স্বরূপ, যিনি নির্বিঃশেষ অর্থাৎ  
দগত ভেদশূন্য এবং বাক্য মনের অগোচর ;  
যাহার সস্তায় মিথ্যাভূত ত্রিলোকীর সত্যত্ব-  
প্রতীতি হয় ; ইহাই পরব্রহ্মের স্বরূপ-  
লক্ষণ । যাহারা শত্ৰু-মিত্রপ্রভৃতি সৰ্বত্র  
সমদর্শী, যাহারা দীপ্তোজ স্বখ-দুঃখাদি দ্বন্দ্বা-  
ভীত, যাহারা নানাবিধ ভেদ-কল্পনা-শূন্য,  
যাহারা শরীরনিষ্ঠ আত্মত্ব-বুদ্ধিরহিত,—  
এবং যোগী সকল কৰ্ত্তৃক সমাদৃষ্ট যোগ  
দ্বারা ব্রহ্মস্বরূপ বেদ্য হন । যাহা হইতে এই  
বিশ্ব উৎপন্ন হইয়াছে, জাত বিশ্ব যাহাতে  
অবস্থান করিতেছে এবং প্রলয়কালে এই  
চরাচর জগৎ যাহাতে লয়প্রাপ্ত হয়, সেই

তদ্বাক্ষ লক্ষণৈঃ ॥ ৮ ॥ স্বরূপলক্ষণা যদেব  
তদেব লক্ষণৈঃ শিবে । লক্ষণৈরাণ্যু মিচ্ছাম্য  
বিহিতং । তত্র সাধনম্ ॥ ৯ ॥ তৎসাধনং  
প্রথম্যামি শৃণুযাবহিতা ত্রিয়ে ॥ তত্রাদৌ  
কথয়াম্যাদ্যে যুক্তোক্তরিং মহেশ্বিতুঃ ॥ ১০ ॥  
প্রথমং পূর্বমুক্ত্য সচ্চিদ্রূপদগুণাহরং ।  
একং পদান্তে ব্রহ্মেতি যুক্তোক্তরিং প্রকীর্ত্তয়ঃ ॥  
১১ ॥ সন্ধিক্রমেণ মিলিতং সম্বাদে হযং  
মহুর্ভূতঃ । তারহীনেন দেবেশি যদুৎপত্তি-  
হযং মহুর্ভূতং ॥ ১২ ॥ সর্বমুক্তোক্তমঃ  
সাক্ষাৎসার্থ-কাম-মোক্ষদঃ । নটক-মিচ্ছাদা-  
পেক্ষান্তি নারিমিত্রাদিদৃষণম্ ॥ ১৩ ॥ ন  
তিথির্ন চ নক্ষত্রং ন রাশিগণনং তথা ।

ব্রহ্ম এই তটস্থ-লক্ষণ দ্বারা বোধ্য হন । হে  
শিবে । স্বরূপ লক্ষণ দ্বারা যে ব্রহ্ম বোধ্য হন,  
তটস্থ-লক্ষণ দ্বারা তিনিই বোধ্য অর্থাৎ জ্ঞেয়  
হন । স্বরূপলক্ষণ দ্বারা জানিতে হইলে  
সাধনের অপেক্ষা নাই ; তটস্থ লক্ষণ দ্বারা  
ব্রহ্মপ্রাপ্তি ইচ্ছা করিলে, সাধন নিহিত  
আছে । ৫—১০ । হে ত্রিয়ে । সেই সাধন,  
অর্থাৎ তটস্থ-লক্ষণ দ্বারা বোধ্য ব্রহ্মের সাধন  
বলিতেছি ; সাবহিতা হইয়া শ্রবণ কর । সেই  
সাধনে প্রথমে মহেশ্বরের যুক্তোক্তরি কহি-  
তেছি । প্রথম প্রথম উচ্চারণ করিয়া  
'সচ্চিদ্রূপ' এই পদ কীর্ত্তন করিবে ; তৎপরে  
'একং' এই পদ, পবে 'ব্রহ্ম' এই পদ  
কীর্ত্তন করিলে যুক্তোক্তরি হইবে । সন্ধি-  
ক্রমে মিলিত হইলে এই যুক্ত সপ্তোক্তরি হয়  
(ও সচ্চিদ্রূপ লক্ষ ) । 'এই যুক্ত সপ্ত

কুলাকুলানিনিগতমা ন সংখ্যানোক্ত্য নিগাচ্ছ ।  
সর্বথা সিকমমোক্তমঃ নার কাণানিচারবা ৮  
১৪ ॥ বহুজ্ঞানান্তিক্রমে পুণ্যৈঃ সর্গমহাবলি  
লভ্যতে । তদা তদুৎপত্তো ৮৩ । জ্ঞানসামান্য-  
মাপ্যায়ং ॥ ১৫ ॥ চতুর্কণাৎ কবে কণা  
পরত্রেহ চ মোদতে ॥ ১৬ ॥ স যুক্তঃ স  
নৃত্যার্থঃ স কৃতী স চ দার্পিকঃ । স যাতঃ  
সর্বভৌতেশু সর্বমোক্তম্ দীক্ষিতঃ ॥ ১৭ ॥

দেবেশি । প্রথম-বহিত ঘটিলে, সাধন  
হইবে । ( সচ্চিদ্রূপ লক্ষ ) । এই যুক্ত—  
সর্ব-মুক্ত-শ্রেষ্ঠ ; ইনি সাধন-দক্ষ, জ্ঞান,  
কাম এবং মোক্ষপ্রদ ; এ যুক্ত মিচ্ছাদি  
চত্রেণ উচ্চারণ-অপেক্ষা নাই এবং ইচ্ছা  
অগ্নি-মিত্রাদি দোষে দূষিত হয় না । এ  
যুক্তপ্রাপ্তি তিথি, নক্ষত্র, রাশি, কুলাকুল  
প্রভৃতি চত্রে গণনার নিয়ম নাই এবং  
দশবিধ সংসারেরও অপেক্ষা নাই । এই  
যুক্ত সর্বথা সিক ; ইহাতে কোনরূপ বিচা-  
রের অপেক্ষা করে না । বহু-জ্ঞান-তিক্রম  
পুণ্যমলে যদি কীব সাধন-লাভ করে,  
তবে সেই ব্যক্তির মূল হইতে নির্গত এই  
যুক্ত লাভ করিলে, তৎসাধন-ও সাধন  
হয় । সেই ব্রহ্মোপাসক কীব, দক্ষিণ-কাম-  
মোক্ষ এই চতুর্কণাৎ হস্তগত করিয়া ইহ-  
লোকে এবং পরলোকে আনন্দ ভোগ  
করিতে থাকেন । ১১—১৭ । ব্রহ্ম-মহাবলি  
মহামণি যাতার কর্ণ-পথোপায়-প্রাপ্ত  
হইয়াছেন, তিনিই যুক্ত, তিনিই কুলাকুল  
জিহিষ্ট নটী জিহিষ্ট দার্পিক তিনিই সর্ব

সর্বশাস্ত্রেণ নিষাভঃ সর্বলোকপ্রতিষ্ঠিতঃ ।  
 যন্ত কৰ্ণপথোপান্তপ্রাপ্তো যন্তমহামনিঃ ॥১৮॥  
 ধন্য মাতা পিতা তন্ত পবিত্রং তৎকুলং  
 শিবং । পিতবস্তন্ত সন্তুষ্টা মোদন্তে ত্রিদশৈঃ  
 সহ । গাযন্তি গায়ন্তীং গাথং পুণ্যকাক্ষিতং  
 বিগ্রহাঃ ॥ ১৯ ॥ অস্মৎকুলে কুলশ্রেষ্ঠা  
 জাতো ব্রহ্মোপদেশিকঃ । কিমস্মাকং গয়া-  
 পিণ্ডঃ কিং তীর্থশ্রাদ্ধতর্পণৈঃ ॥ ২০ ॥ কিং  
 দানৈঃ কিং জপৈর্হোমৈঃ কিমৈতৈর্বজমাধনৈঃ ।

তীর্থযাত্রা, সেই ব্যক্তিই সর্বযজ্ঞে দীক্ষিত,  
 তিনিই সর্বশাস্ত্রে নিপুণ এবং তিনিই সর্ব-  
 লোকে প্রতিষ্ঠিত—ইহা বলিতে হইবে ।  
 হে শিবে ! যিনি ব্রহ্ম-মন্ত্র-প্রাপ্ত হইয়া-  
 ছেন, তাঁহার মাতা ধন্য, পিতা ধন্য, তাঁহার  
 কুল পবিত্র, তাঁহার পিতৃগণ সন্তুষ্ট হইয়া  
 দেবগণের সহিত আনন্দ অনুভব করিতে  
 থাকেন এং তাঁহারা পুণ্যকিত শবীরে এই  
 গাথা গান করেন,—“আমাদের কুলে  
 উৎপন্ন পুত্র ব্রহ্মমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া কুল  
 পবিত্র করিয়াছেন; আমাদেরই নিমিত্ত  
 গয়াতে পিণ্ড দানে আর আবশ্যক কি ?  
 তীর্থ, তীর্থশ্রাদ্ধ ও তীর্থ-তর্পণেই বা  
 আবশ্যক কি, আমাদের উদ্দেশ্যে দানেই বা  
 প্রয়োজন কি, জপেই বা প্রয়োজন কি,  
 হোমেই বা প্রয়োজন কি, অস্ত্রাণ্ড বও ধ  
 সাধনেই বা প্রয়োজন কি,—আমাদের ই  
 সৎপুত্র সদগুরুব নিকট ব্রহ্মমন্ত্রে দীক্ষা-  
 গ্রহণ-রূপি যে সাধন করিল, তাহাতেই  
 আমরা অক্ষয় তৃপ্তি লাভ করিলাম ।”

বয়স্করত্নত্বাঃ স্যঃসৎপুত্রজ্ঞানসাধনাং ॥২১॥  
 শৃণু দেবী জগদ্বন্দ্যে সত্যং সত্যং ময়োচ্যতে  
 পরব্রহ্মোপাসকানং কিমৈতঃসাধনান্তরৈঃ  
 ২২ ॥ যন্তগ্রহণমাত্রেন দেহী ব্রহ্মমযো ভবেৎ  
 ব্রহ্মভূতন্ত দেবেশি কিমপিং জগজ্জয়ে ।  
 ২৩ ॥ কিং কুরুষ্ণি এহা কৃষ্টা বেতালা-  
 শ্চেটকাদয়ঃ পিশাচা শুষ্ককা ভূতা ডাকিণ্ডে  
 মাতৃকাদয়ঃ ॥২৪॥ তন্ত দর্শনমাত্রেন পুলায়ন্তে  
 পরাজুখাঃ ॥ ২৫ ॥ বন্ধিতো ব্রহ্মমন্ত্রেণ  
 প্রাবৃতো ব্রহ্মভূতজমা । কিং বিভেতি গ্রহ-  
 দিভ্যো মাতৃক ইব চাপবঃ ॥ ২৬ ॥ তৎ দৃষ্ট্বা  
 ভয়মাপন্যঃ সিংহং দৃষ্ট্বা যথাগজাঃ । বিদে-

১৮—২২ । হে জগদ্বন্দ্যে ! আমি সত্য সত্য  
 বলিতেছি, শ্রবণ কর; ব্রহ্মমন্ত্র-উপাসক  
 সকলের অন্ত সাধনান্তরের প্রয়োজন নাই ।  
 এই ব্রহ্মমন্ত্র গ্রহণ করিবারাত্রি দেহী ব্রহ্মময  
 হয় । হে দেবেশি ! যিনি ব্রহ্মভূত, তাঁহার  
 সমক্ষে ত্রিজগতে কি হুস্ত্রাপ্য আছে, সবল  
 বস্তুই তাঁহার লক্ষ্য হইয়াছে । গ্রহগণ,  
 বেতালাগণ, চেটকগণ, পিশাচগণ, শুষ্কগণ,  
 ভূতগণ, ডাকিনীগণ এবং মাতৃকাদিগণ কষ্ট  
 হইয়া, তাঁহার কি করিতে পারে ? তাহারা  
 ব্রহ্মোপাসকের দর্শনমাত্রেই পরাজুখ হইয়া  
 পলায়ন কবে । তিনি ব্রহ্মমন্ত্রে বন্ধিত,  
 তিনি ব্রহ্মভূত দ্বারা সম্যক আবৃত, তিনি  
 দ্বিতীয় সূর্যস্বরূপ, সূতরাং তিনি কি  
 গ্রহাদি হইতে ভয় প্রাপ্ত হন ? কদাপি  
 ভীত হন না । হস্তিগণ যেমন সিংহকে  
 দেখিয়া ভীত হইয়া পলায়ন করে, সেই

বজ্রি চ মন্ত্রাভিপত্ত্বা ইধ পাবকে ॥ ২৭ ॥  
ন তস্মা হুরিতং কিকিৎসানিষ্ঠম্ দেহিনীং ।  
সত্যপুত্ৰম্ শুক্লম্ সৰ্ব্বপ্রাণিহিতম্ চ । কো  
পাপস্রবম্বিচ্ছদা পশ্যাতকং যিনা ॥ ২৮ ॥  
যে জহন্তি শলাঃ পাপাঃ পরব্রহ্মোপ-  
দেশিনে । ক্ষমোহং তে প্রকৃষ্ণন্তি নাতিশিত্য-  
যতঃ সত্যঃ ॥ ২৯ ॥ স তু সৰ্ব্বহিতঃ সধুঃ সৰ্ব্ব-  
মাং প্রিয়ক-রকঃ । তস্মানিষ্টে কৃতে দেবি কো  
বা স্মারিকপদ্মবুঃ ॥ ৩০ ॥ মন্ত্ৰার্থং মন্ত-  
চৈতন্যং যো ন জানাতি সধুকঃ । শূন্তলক্ষ-  
প্রক্ৰান্তোহপি তস্য মন্ত্ৰা ন সিধ্যতি ॥ ৩১ ॥  
অতোহম্মার্থক চৈতন্যং কথ্যামি শৃণু প্রিয়ে ।

অকারেন জগৎপাতা সংহর্তা স্মারিকাতঃ ।  
মকারেন জগৎজষ্টা প্রদত্তা উদ্যুতঃ ॥ ৩২ ॥  
সম্ভ্রাজেন সদা স্মারি চিচ্চকৃৎ প্রকীৰ্ত্তি-  
তম্ । একমবৈতমীশামি ব্রহ্মাদ্যস্মা নীয়াতে ॥  
৩৩ ॥ মন্ত্ৰার্থঃ কথিতো দেবি স্মারিকাভী-  
সিদ্ধিঃ ॥ ৩৪ ॥ ইচ্ছাচৈতন্যমেতন্নি জ্ঞা-  
নিষ্ঠাতা দেবতা । তজ্জ্ঞানম্ পরমেশামি  
ভক্তানাং সিদ্ধিদায়কম্ ॥ ৩৫ ॥ উচ্চাধিষ্ঠাত  
দেবেশি সৰ্ব্বপ্রাণি মনাতনম্ । অবিতর্ক্য  
নিরাকারং বাচ্যতীতং নিরঞ্জনম্ ॥ ৩৬ ॥

মন্ত্ৰার্থ এবং মন্ত্ৰ-চৈতন্য জ্ঞানেন মা, তিনি  
শূন্তলক্ষ জপ করিলেও, তাঁহার মন্ত্ৰ-সিদ্ধি  
হয় না । হে প্রিয়ে । এইজন্য আমি এই  
মন্ত্ৰের অর্থ ও চৈতন্য বর্ণিতছি, জ্ঞাপন  
কর । অ উ ম এই তিন বর্ণ মিলিত  
হইয়া, 'ওঁ' এই মন্ত্ৰ হইয়ছে । অকারের অর্থ  
জগৎপ্রস্রাবকর্তা, উকারের অর্থ জগৎ সংহার-  
কর্তা, মকারের অর্থ জগৎ-সিদ্ধিকর্তা—  
প্রণবের এই অর্থ কথিত হইল । 'সং'  
মন্ত্ৰার্থ সদা বিদ্যমান, 'চৈ' মন্ত্ৰার্থ চৈতন্য,  
'এক' মন্ত্ৰের অর্থ অবৈত । হে ঐশানি !  
ব্রহ্ম হেতু জগৎ বলিয়া কথিত । হে দেবি !  
সাধক সকলের আত্মীক-সিদ্ধিপ্রদ এই মন্ত্ৰার্থ  
কথিত হইল । ৩০—৩৬ । হে পরমেশামি !  
মন্ত্ৰের আধিষ্ঠাত-দেবতাই ইচ্ছাচৈতন্য ; এই  
মন্ত্ৰাধিষ্ঠাত-দেবতা নিরাকার জ্ঞান—অজ্ঞান-  
দিগের সিদ্ধিদায়ক । হে দেবতামি । তিনি  
মন্ত্ৰের আধিষ্ঠাত-দেবতা, তিনি সৰ্ব্বজন  
পদার্থ-ব্যাপনশীল ; তিনি সত্য ব্রহ্ম অকার

মত এই সাধককে দর্শন করিয়া, প্রকীৰ্ত্তন  
গ্রহণিগণ পলীখন করেন ; এবং পতঙ্গগণ  
যেমন অগ্নিতে বিনষ্ট হয়, সেইমত  
গ্রহণিগণ তাঁহার তেজে নষ্ট হইয়া  
থাকেন । সেই ব্রহ্মনিষ্ঠ সাধক সত্যপুত্ৰ,  
শুক্লভঃকবণ, সৰ্ব্বপ্রাণি-হিতকারী, তাঁহাকে  
কখন পাপ স্পর্শ করিতে পারে না । আগ্ন-  
ধাতী ব্যতিবেকে কোন ব্যক্তি ঐশ্বর্য মহা-  
য়ার উপভোগ করিতে ইচ্ছা করে ? যে সকল  
খলপজীব পাপাত্ম ব্যক্তি, পরব্রহ্মোপ-  
দেশিচরণে আবৃত হয়, তাহারা আপনাই  
অনিষ্ট করে ; পরব্রহ্মোপাসক সংস্রব জগৎ  
হইতে ভিন্ন নহেন । ২৩—২৯ । হে দেবি ।  
সেই ব্রহ্মোপাসক সকলের হিতকারী,  
সাধু ও সকলের প্রিয়কারী ; ঐশ্বর্য মহায়ার  
অনিষ্ট করিয়া কোন ব্যক্তি নিরুপজবে  
অবস্থান করিতে পারে ? যে সাধক,—



সম্যাসোক্তবিধনা সাধনঃ সুসমাহৃতঃ ।  
 হৃদাদি-করণধাতুমেবমেব বিধীয়তে ॥ ৪৩ ॥  
 প্রাণায়ামঃ ততঃ কুর্বাৎ মূলেন প্রণবেন বা ।  
 মধ্যমানামিকাত্মক দক্ষহস্তস্ত পার্বতি ॥ ৪৪ ॥  
 বামনাসাপুটে ০ ধৃত্বা দক্ষনাসাপুটেন চ  
 পুরষেৎ পবনং মজী মূলমষ্টমিতং জপনু ॥  
 ৪৫ ॥ অঙ্গুষ্ঠেন দক্ষনাসাং ধৃত্বা কুন্তক-  
 যোগতাং । জপেদ্বাত্রিংশতাং ০ ততো  
 দক্ষিণনাশ্রী ॥ ৪৬ ॥ শনৈঃ শনৈস্ত্যজোহাযুঃ  
 জপনু যোড়শা মনু ০ বামনাসাপুটে-

হৃদোত্তর পুর-কুন্তক-রেচকম্ ॥ ৪৭ ॥ পুন-  
 দ দ্বিগতঃ কুর্বাৎ পূর্ববৎ সূর্যপূজিতে ।  
 প্রাণায়ামবিধিঃ প্রোক্তা ব্রহ্মমন্ত্রস্ত সাধনে ॥  
 ৪৮ ॥ ততো ধ্যানং প্রকৃষ্যত স'ধকাতীষ্ট-  
 সাধনম্ ॥ ৪৯ ॥ ঈদয়কমলমযো নিক্ষে-  
 শেষং নিরীহং হরি-হর-বিধিবেদ্যং  
 যোগিভির্ধ্যানগম্যম্ । জনন মরণতীতিভ্রংশি  
 সচিৎস্বরূপং সকলভূতনবীজং ব্রহ্ম চৈতন্য-  
 মীড়ে ॥ ৫০ ॥ ধ্যাত্তেজসং পরমং ব্রহ্ম মানসৈ-  
 রুপচারৈকৈঃ । পূজয়েৎ পরয়া তত্ত্বা

হইয়া, আসোক্ত বিধি অনুসারে বরতাস  
 করিবে ; এইরূপে হৃদাদি কব পর্যাণ্ড যথ-  
 বিধানে করিবে । হে পার্বতি । তৎপরে  
 মূল মন্ত্র, অথবা প্রণব দ্বারা প্রাণায়াম  
 করিবে । দক্ষিণহস্তের মধ্যমা ও অনামিকা  
 অঙ্গুলী দ্বারা বাম-নাসাপুট ধারণ করিয়া  
 দক্ষিণ-নাসাপুটে দ্বারা বায়ু আকর্ষণকালে  
 অষ্টবার মূলমন্ত্র কিংবা প্রণব জপ করিবে  
 ৪১—৪৫ । অনন্তর অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা দক্ষিণ  
 নাসা ধারণপূর্বক কুন্তক (খামরোধ)  
 করিয়া দ্বাত্রিংশৎ বার ত্রৈরূপ জপ করিবে ।  
 অনন্তর দক্ষ-নাসা দ্বারা অঙ্গ অঙ্গে নিশ্বাস  
 ত্যাগ করিতে করিতে যোড়শবার ত্রৈ মন্ত্র  
 জপ করিবে । পশ্চাৎ ত্রৈরূপ বাম-নাসা-  
 পুটেও পূর্ব কুন্তক রেচক করিবে, অর্থাৎ  
 অষ্টবার মন্ত্র জপ করিতে করিতে দক্ষনাসা-  
 পুটে শনৈঃ শনৈঃ বায়ু আকর্ষণ করিবে ;  
 পশ্চাৎ বায়ু রোধ করিয়া দ্বাত্রিংশৎবার মন্ত্র  
 জপ করিবে । পরে বাম নাসাপুটে ত্যাগ

করিয়া তদ্বারা শনৈঃ শনৈঃ বায়ু পরিত্যাগ  
 করিতে করিতে যোড়শবার মন্ত্র জপ  
 করিবে । আবার বাম-নাসাপুটে এই  
 প্রকাব পূর্বক কুন্তক রেচক করিবে । হে  
 সূর্যপূজিতে ! পূর্বের দ্বায় দক্ষিণ-নাসাতেও  
 পূর্বক কুন্তক রেচক করিবে ; ব্রহ্মমন্ত্র-  
 সাধনে প্রাণায়াম-বিধি তোমার নিকটে  
 কথিত হইল । অনন্তর সাধকের অতীষ্ট-  
 সাধন, ধ্যান করিবে । যিনি নিক্ষেপ  
 অর্থাৎ নানারূপ তেদশূন্য ; যিনি নিরীহ  
 অর্থাৎ চেদ্বারহিত, যিনি ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর  
 বস্তুক জেয়, যিনি যোগীদিগের ধ্যানগম্য,  
 যাহা হইতে জন্ম মরণের ভয় দূর হয়, যিনি  
 নিত্য স্বরূপ ও জ্ঞান স্বরূপ, যিনি নাশল  
 ভূতের বীজ স্বরূপ, তাদৃশ চৈতন্য স্বরূপ  
 ব্রহ্মকে ঈদয়-কমলমযো ধ্যান করি ।  
 ৪৬—৫০ । ব্রহ্ম-সামুদ্র্য লাভের নিমিত্ত  
 পরা তত্ত্ব দ্বারা পরম ব্রহ্মকে এই প্রকার  
 ধ্যান করিয়া, মনঃকলিত উপচার দ্বারা পূজি ।

ব্রহ্মসামুদ্র্যহেতবে ॥ ৫১ ॥ গন্ধং দদ্যাম-  
হীওত্বং পুষ্পমাকীর্ণমেব চ । ধূপং দদ্যাদ্ধায়ু-  
তত্ত্বং দীপং তেজঃ সমর্পয়েৎ । নৈবেদ্যং  
তোয়তত্ত্বেন প্রদদ্যাত্ পরমাত্মনে ॥ ৫২ ॥  
ততো জপ্ত্বা মহামন্ত্রং মনসা সাধকোত্তমঃ ।  
সমর্প্য ব্রহ্মণে পশ্চাদ্বহিঃ পূজাং সমারভেৎ ॥  
৫৩ ॥ উপস্থিতানি স্রব্যানি গন্ধপুষ্পাদি-  
কানি চ । বস্ত্রালঙ্কারাদীনি ভক্ষ্যপেয়ানি  
যানি চ ॥ ৫৪ ॥ মন্ত্রেণানেন সংশোধ্য ধ্যাত্বা  
ব্রহ্ম সনাতনম্ । নিমীল্য নেত্রে মতিমা-  
নর্পয়েৎ পরমাত্মনে ॥ ৫৫ ॥ ব্রহ্মার্চনং ব্রহ্ম  
হবিষ্যদ্রক্ষ্যমৌ ব্রহ্মণা ত্বম্ । ব্রহ্মৈব তেন

গুণ্ডব্যং ব্রহ্মকর্ম-সমাধিনা ॥ ৫৬ ॥ ততো  
নেত্রে সমুদীল্য জপ্ত্বা মূলং দৃশ্যজিতং ।  
ওজপং ব্রহ্মসাত্ কৃত্বা স্তোত্রৈকং কবচং  
পাঠং ॥ ৫৭ ॥ স্তোত্রং শৃণু মহেশানি ব্রহ্মণঃ  
পরমাত্মনঃ । যৎ শ্রুত্বা সাধিকো দেবি ব্রহ্ম-  
সামুদ্র্যমগ্নুতে ॥ ৫৮ ॥ ওঁ নমস্তে সতে তে  
সর্বলোকান্তরায় নমস্তে চিতে বিশ্বরূপা-  
য়কায । নমোহদ্বৈততত্ত্বায় মুক্তিপ্রদায়  
নমো ব্রহ্মণে ব্যাপিনে নির্ভুগায় ॥ ৫৯ ॥  
ত্বমেব শরণ্যঃ ত্বমেকং বরেন্যং ত্বমেকং  
জগৎকারণং বিশ্ব-রূপম্ । ত্বমেকং জগৎকর্তৃ  
পাতৃ প্রহর্তৃ ত্বমেকং পরং নিশ্চলং নির্বি-

করিবে। মাংস-পূজাতে ঈশ্বরকে ভূত-ভুত  
অর্পণ করিকে—পৃথিবী-তত্ত্বকে গন্ধ, আকাশ  
তত্ত্বকে পুষ্প, বয়ু তত্ত্বকে ধূপ, তেজ-তত্ত্বকে  
দীপ, জল-তত্ত্বকে নৈবেদ্য কলনা করিয়া,  
সেই পরমাত্মাকে প্রদান করিবে। অনন্তর  
সাধকশ্রেষ্ঠ, মানস দ্বারা পূর্বোক্ত (ওঁ  
সচ্চিদ্রূপং ব্রহ্ম) মহামন্ত্র জপ করিয়া,  
ব্রহ্মে জপ সমর্পণপূর্বক বাহুপূজা আরম্ভ  
করিবে। গন্ধ-পুষ্প দি, বস্ত্রালঙ্কারাদি এবং  
ভক্ষ্যপেয়াদি যে সকল স্রব্য উপস্থিত, সে  
সকল স্রব্য এই মন্ত্র দ্বারা সংশোধন করিয়া,  
নেত্রদ্বয় নিমীলনপূর্বক মতিমান ব্যক্তি  
সনাতন ব্রহ্মকে ধ্যান করত পরমাত্মাকে  
সমর্পণ করিবে। সংশোধন এবং অর্পণের  
এই মন্ত্র। অর্পণ অর্থাৎ যজ্ঞপাত্র ব্রহ্ম।  
পৃথিবী অর্থাৎ হর্বনীয় স্রব্য যাহা অর্পণ করিতে  
হইবে, তাহাও ব্রহ্ম। যিনি আত্ম-প্রদান-

কারী অর্থাৎ অর্পণ করিতেছেন, তিনিও  
ব্রহ্ম এইরূপে যিনি ব্রহ্মে চিত্ত একাগ্র-  
রূপে স্থাপন করেন, তিনি ব্রহ্মকেই প্রাপ্ত  
হন। অনন্তর যথার্থকি মুশমন্ত্র জপ  
করিয়া, নেত্রদ্বয় উন্মীলনপূর্বক “ব্রহ্মার্চন-  
মন্ত্র” এই মন্ত্র উচ্চরণ করিয়া, ব্রহ্মে জপ  
সমর্পণ করিয়া, স্তব ও কবচ পাঠ করিবে।  
হে মহেশানি! হে দেবি! পরমাত্মা ব্রহ্মের  
স্তব শ্রবণ কর, যাহা শ্রবণ করিলে সাধক;  
ব্রহ্মসামুদ্র্য প্রাপ্তি হন। ৫১—৫৮। তুমি  
নিত্য, তুমি সর্বলোকের আশ্রয়—তোমাকে  
নমস্কার করি। তুমি জ্ঞান স্বরূপ; বিশ্বের  
আত্মা স্বরূপ, অদ্বৈত-তত্ত্ব, মুক্তি-দায়ক,—  
তোমাকে নমস্কার। তুমি সর্বব্যাপী  
নির্ভুগ ব্রহ্ম,—তোমাকে নমস্কার। তুমি  
একমাত্র শরণ্য অর্থাৎ আশ্রয়, তুমি  
অদ্বিতীয় বরনীয়, তুমি একমাত্র জগৎপ-

কল্পম্ ॥৬০॥ ভয়ানাং ভয়ং ভীষণং ভীষণানাং  
গতিঃ প্রাণিনাং পাবনং পাবনাম্ ।  
মহোচ্চৈঃপদানাং নিয়ন্তু ত্বমেকং পবেষাং  
পবং রক্ষকং রক্ষকাম্ ॥৬১॥ পরেশ প্রভো  
সর্বরূপাবিনাশিনির্দেহ সর্বৈশ্বিয়াগম্য  
সত্য । অচিন্ত্যাকর ব্যাপকাব্যক্ততত্ত্ব জগ-  
তাসকাধান পায়াদপায়াং ॥ ৬২ ॥ তদেকং  
স্বরামস্তদেকং জপামস্তদেকং জগৎসামি-  
রূপং সত্যমঃ । সদেকং নিধানং নিরালম্ব-

কারণ, তুমি বিশ্বরূপ ; একমাত্র তুমি জগ-  
তের সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা এবং অন্তে  
সংহারকর্তা, তুমি একমাত্র, পবন পুরুষ,  
নিশ্চল ও নানাবিধ কল্পনাশূন্য । তুমি  
ভয়ের ভয়, তুমি ভয়ানকেব ভয়ানক, তুমি  
প্রাণীদিগের একমাত্র গতি, পাবিত্র্য-জনক  
সকলের পাবিত্র্য-জনক । তুমি উচ্চপদা-  
ধিষ্ঠিত ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর প্রভৃতির নিয়ামক,  
তুমি শ্রেষ্ঠ পদার্থ সকলের শ্রেষ্ঠ ও রক্ষক-  
দিগের রক্ষক । হে পরেশ । ( ব্রহ্মাদি-  
দেবাধিপ ) হে প্রভো, তুমি সন্যাসরূপ,  
অবিনাশী, অ ন দিগ্ধ এবং সর্বৈশ্বিয়াগম্য-  
কোন ইন্দ্রিয়ের গোচর নহ । হে সত্য-  
রূপ ! হে অচিন্ত্য ! হে অক্ষর । হে  
ব্যাপক ! হে অব্যক্ত-তত্ত্ব ! জগতাসকাধান ।  
( জগত্তাসক চন্দ্র সূর্যাদির অধীশ্বর ) অথবা  
হে জগতাসক ! হে অধীন ! তুমি আমা-  
র মিলকে অপায় অর্থাৎ ভক্তিবিপ্লব ও  
জ্ঞানবিপ্লব হইতে রক্ষা কর । সেই এক-  
মাত্র ব্রহ্মকে আমরা স্মরণ করি সেই

গীশং ভবাত্তোষিপোতং শরণং ব্রহ্মমঃ ॥  
৬৩ ॥ পদারদমিদং স্তোত্রং ব্রহ্মণঃ পরমা-  
ত্মনঃ । যঃ পঠেৎ প্রয়তো ভূত্বা ব্রহ্ম-  
সামুদ্রমাপ্নুয়াৎ ॥ ৬৪ ॥ প্রদোষে হৃদঃ পঠে-  
মিত্যং সোমবারে বিশেষতঃ । আবয়ে-  
দ্বোদশে প্রোক্তো ব্রহ্মনিষ্ঠানু স্যাক্তবানু ॥৬৫॥  
ইতি তে কাথিতং দেবি পদারদং মহেশিতুঃ ।  
কবচং শৃণু চার্বাক জগন্মঙ্গলনামকম্ ।  
পঠনাকান্বণাদু যস্য ব্রহ্মস্টোত্রং কথিতং লভমম্ ॥  
৬৬ ॥ পরমাত্মা শিরঃ পাত্ কদম্বং

অদ্বিতীয় ব্রহ্মকে আমরা স্মরণ করি ; সেই  
এক জগৎসাক্ষী পরূপ ব্রহ্মকে আমরা প্রণাম  
করি । সেই তুমি সৎ, একমাত্র জগতের  
নিধান অর্থাৎ ভাস্করভূত, অমর নিরালম্ব  
অর্থাৎ আভায়শূন্য ; সেই তুমি অনন্ত, ভগ-  
নমুদ্রের পোতসরূপ ; আমরা তোমার  
আশ্রয় গ্রহণ করিলাম । ৫৯-৬৩ । পর-  
মাত্মা ব্রহ্মের পদারদ নামক এই স্তোত্র যিনি  
সংযত হইয়া পাঠ করেন, তিনি ব্রহ্মসামুদ্র  
প্রাপ্ত হন । প্রত্যহ প্রদোষ-কালে এই  
পদারদ স্তোত্র পাঠ করিলে । বিশেষতঃ  
সোমবারে শুক্রাবর্তি ব্রহ্মনিষ্ঠ সাক্ষী  
ব্রহ্মসামুদ্রকে এই স্তোত্র শ্রবণ করাইবেন  
এবং সুখাইয়া দিবেন । হে দেবি । মহে-  
শ্বরের পদারদ নামক স্তোত্র তোমার নিকটে  
আমি কতক কথিত হইল । হে চার্বাক ।  
কাহার জগন্মঙ্গল নামক কবচ প্রাপ্ত কর,  
যে কবচ পাঠ এবং ধারণ করিলে, নিশ্চয়ই  
ব্রহ্মজ্ঞানী হইবে । পরমাত্মা আমার

পরমেশ্বরঃ । কঠং পাতু জগৎপাতা বদনং  
সর্বদৃষ্টিভুঃ ॥ ৬৭ ॥ করৌ মে পাতু বিশ্বাশ্রা  
পাদৌ রক্ষতু চিত্রায়ঃ । সর্বাস্তং সর্বদা পাতু  
পরমব্রহ্ম মন ভবম্ ॥ ৬৮ ॥ শ্রীজগন্মঙ্গল-  
শাস্ত্র কবচশ্চ সদাশিবঃ । কথিত্তদেহানুষ্ঠে-  
বিত্তি পরমব্রহ্ম দেবতা । চতুর্কর্গফলাবাপ্ত্যে  
বিনিয়োগঃ প্রাপ্তিভুঃ ॥ ৬৯ ॥ যঃ পঠেদ-  
ব্রহ্মকবচমুপাযিত্তাসপুংসরম্ । স ব্রহ্মজ্ঞান-  
মাসাদ্য সাক্ষাদব্রহ্মময়ো ভবেৎ ॥ ৭০ ॥  
ভূর্জো বিত্তিখ্য গুটিকাং স্বর্ণহাং ধারয়েদ-  
যদি । কঠে বা দক্ষিণে বাহৌ সর্বসিদ্ধৌ-  
ধরৌ ভবেৎ ॥ ৭১ ॥ ইত্যেতৎ পরমব্রহ্ম-  
কবচং তে প্রকাশিতম্ । দদ্যৎ প্রিয়ায়

নিরোদেশ রক্ষা করুন ; পরমেশ্বর হৃদয়  
রক্ষা করুন ; জগৎপাতা কঠ রক্ষা করুন ;  
সর্বদর্শী বিভূ বদন রক্ষা করুন ; বিশ্বাশ্রা  
আমার হস্তরয় রক্ষা করুন ; চিত্রায় আমার  
চরণরয় রক্ষা করুন ; সনাতন পরব্রহ্ম  
সর্বদা আমার সর্বদা রক্ষা করুন ।  
৬৪—৬৮ । এই জগন্মঙ্গল কবচের ঋষি—  
সদাশিব, ছন্দঃ—অনুষ্টুপ, দেবতা—পরম-  
ব্রহ্ম, ফল—চতুর্কর্গপ্রাপ্তির নিমিত্ত বিনি-  
য়োগ । যিনি ঋষিছাস করিয়া, এই ব্রহ্ম-  
কবচ পাঠ করিবেন, তিনি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ  
করিয়া, সাক্ষৎ ব্রহ্মময় হইবেন । যিনি  
এই কবচ ভূর্জপত্রে লিখিয়া, স্বর্ণ-গুটি-  
কার মধ্যে স্থাপনপূর্ব্বক কঠে বা দক্ষিণ-  
বাহতে ধারণ করেন, তিনি সর্বপ্রকার  
সিদ্ধির ঈশ্বর হন । তেঁহার নিকট

দ্রুশিষ্যায় গুরুভক্ত্যয় ধীমতে ॥ ৭২ ॥ পাঠিত্তা  
শ্রোত্রকবচং প্রণমেৎ সাধকাত্মনীঃ ॥ ৭৩ ॥  
ও নমস্তে পরমং ব্রহ্ম নমস্তে পরমাত্মনে ।  
নির্ভুলায় নমস্তস্ত্যং সঙ্গীপায় নমো নমঃ ॥  
৭৪ ॥ বাচিকং কাযিকং বাপি মানসং বা  
যথামতি । আরাধনে পদেষ্টা ভাবগুণ-  
বিধীয়াতে ॥ ৭৫ ॥ এবং সংপূজ্য মতি-  
মান্ স্বজনৈর্বা কবেঃ সুহ । মহাপ্রসাদং  
স্বীকৃষ্যাদব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ ॥ ৭৬ ॥ পূজনে  
পরমেশশ্চ নাবাহন-বিসর্জ্যহে । সর্বত্র  
সর্বকালেসু সাধুহেদব্রহ্মসাধনম্ ॥ ৭৭ ॥

এই পরব্রহ্মের কবচ আমি প্রকাশ  
করিলাম । ইহা গুরুভক্ত বুদ্ধিমান, প্রিয়  
শিষ্যকে প্রদান করিবে । সাধক-শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি  
শ্রোত্র-কবচ পাঠ করিয়া (পশ্চীহৃত মন্ত্র  
পাঠপূর্ব্বক) প্রণাম করিবে । তুমি পরম  
ব্রহ্ম, তোমাকে নমস্কার । তুমি পরমাত্মা,—  
তোমাকে নমস্কার । তুমি গুণাতীত,—  
তোমাকে নমস্কার । তুমি নিত্যস্বরূপ,  
তোমাকে পুনঃপুনঃ নমস্কার করি । ৬৯—  
৭৪ । পরমব্রহ্মের আরাধনাতে কাযিক,  
বাচনিক, বা মানসিক,—যে রূপ ইচ্ছা,—  
ত্রিবিধ নমস্কারই করা যাইতে পারে । পরম  
যাহাতে অন্তঃকরণ শুদ্ধ হয়, এমন বিধান  
করিবে । জ্ঞানী ব্যক্তি এইরূপে ব্রহ্মের  
পূজা করিয়া, আত্মীয় স্বজনগণের সহিত  
মহাপ্রসাদ গ্রহণ করিবে । পরমব্রহ্মের  
পূজার সময়, আবাহনও নাই, বিসর্জ্যও  
নাই । সকল সময়ে সকল স্থানেই ব্রহ্ম-

অস্মাতো বা কুতজামো ভুজো বাপি বুজ-  
ক্ষিতঃ । পূজয়েৎ পরমাত্মানং সদা নির্মলঃ  
মানসঃ ॥ ৭৮ ॥ অনেক ব্রহ্মমন্ড্রণ ভূম্য-  
পেয়াদিকং যৎ । দীযতে পরমেশ্বর উদেব  
পাবনং মহৎ ॥ ৭৯ ॥ গজাতোয়ে শিলাদৌ চ  
স্পৃষ্টদোষোহপি বর্ততে । পরব্রহ্মার্পিতে দ্রব্যে  
স্পৃষ্টাস্পৃষ্টং ন বিদ্যতে ॥ ৮০ ॥ পকং বাপি  
ন পকং বা ময়োনানেন\* মল্লিতম্ । সাধকো  
ব্রহ্মস্যাং কৃদ্ধা ভুঞ্জীয়াৎ স্বজনৈঃ সহ ॥ ৮১ ॥  
নাত্র বর্ণবিচারোহস্তি নোচ্ছিষ্টাদিবিবেচনম্ ।  
ন কালনিয়মোহপ্যত্র শৌচাশৌচং তৈথৈব  
চ ॥ ৮২ ॥ যথাকালে যথাদেশে যথাযোগেন

সাধন হইতে পারে । স্নাতই হউক বা  
অস্নাতই হউক, ভুজই হউক বা অভুজই  
হউক, যে কোন অবস্থা বা যে কোন কালেই  
হউক, বিস্তৃকচিত্ত হইয়া পরমাত্মার পূজা  
করিবে । এই ব্রহ্ম-মন্ত্র দ্বারা যে কোন  
ভূম্য-পেয়াদি বস্তু পরমব্রহ্মে সমর্পণ করা  
হয়, তাহা মহাপবিত্রকারী হইবে । গজা-  
জলে বা শালগ্রাম-শিলা প্রভৃতিতে অর্পিত  
বস্তুর স্পর্শ-দোষ থাকিতে পারে ; পরন্তু  
পরম-ব্রহ্মার্পিত বস্তুতে স্পর্শ-দোষ হয় না ।  
৭৫—৮০ । যে কোন দ্রব্য, পকই হউক  
বা অপকই হউক, উক্ত মন্ত্র দ্বারা তাহা  
ব্রহ্মস্যাং করিয়া সাধক-ব্যক্তি স্বজনগণের  
সহিত তাহা ভোজন করিবে । ব্রহ্ম-নিবে-  
দিত-বস্তু-ভোজনে ব্রাহ্মণাদি বর্ণের বিবে-  
চনা নাই, উচ্ছিষ্টাদি বিচারও নাই ।  
ইহাতে কালকালের নিয়ম নাই, শৌচা-

লভ্যতে । ব্রহ্মস্যাংকৃতনৈবেদ্যমস্মীয়ানবিচার-  
হন ॥ ৮৩ ॥ আনীতং স্বপচেনাপি যমুখাদপি  
নিঃসৃতম্ । তদমং পায়মং দেবি দেবানামপি  
তুর্লভম্ ॥ ৮৪ ॥ কিং পুনর্যমুখাদীনামং  
বক্তব্যং দেববন্দিতে ॥ ৮৫ ॥ মহাপাতক-  
যুক্তো বা যুক্তো বাপ্যচ্যপাতকৈঃ । সততং  
প্রসাদগ্রহণমুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৮৬ ॥  
পরমেশ্বর নৈবেদ্যমেব ন দৃ যৎ ফলং ভবেৎ ।  
সার্কজিকোটিতীর্থেষু জ্ঞানদানেন যৎ ফলম্ ।  
৫২ ফলং লভতে মার্ক্যো ব্রহ্মার্পিতনিষে-  
বণাৎ ॥ ৮৭ ॥ অগ্নিমোদাদিভির্ঘটৈজ্জরিষ্টা যৎ

শৌচেরও ব্যবস্থা নাই । যে কালে, যে  
স্থানে, যাহা দ্বারা ব্রহ্মার্পিত নৈবেদ্য প্রাপ্ত  
হওয়া যাইবে, তাহা বিচার না করিয়াই  
ভোজন করিবে । ব্রহ্মস্যাংকৃত জ্ঞান যদি  
চণ্ডালে আনয়ন করে, কি বুকুর-মুখ হইতে  
আনীত হয়, তথাপি তাহা পবিত্র ; এই  
জ্ঞান দেবতাদিগেরও তুর্লভ । যে বুকুর-  
বন্দিতে । ( এই জ্ঞান যখন দেবতাদিগেরও  
তুর্লভ, তখন আর ) মনুষ্যাদির তুর্লভতার  
বশা কি বলিব । যদি কোন ব্যক্তি মহা-  
পাতক-গুরু হয়, অথবা অগ্নি কোন পাপযুক্ত  
হয়, তথাপি যদি একবার মাত্র প্রসাদ  
গ্রহণ করে, তাহা হইলেও সমুদায় পাপ  
হইতে মুক্ত হইবে, ইহাতে কোন সন্দেহ-  
মাত্র নাই । সার্ক জিকোটি তীর্থে জ্ঞান  
ও দান করিলে যে ফল হয়, ব্রহ্মার্পিত বস্তু  
মেবন করিলে মানবগণ সেই ফল লাভ  
করে । \* গমুযাগন, অগ্নিমোদাদি ঘর্ষণ করিয়া

কলমগুণ্ডে । ভক্ষিতে ব্রহ্মনৈবেদ্যে ভক্ষ্যে  
কোটিগুণ্ডে ভক্ষ্যে ॥ ৮৮ ॥ জিহ্বাকোটি-  
সহস্রৈস্ত বক্তব্যকাটিনৈবপি । মহাপ্রসাদ-  
মাহাত্ম্যং বর্ণিতুং নৈব শক্যতে ॥ ৮৯ ॥  
যত্র কুত্র স্থিতো বাপি প্রাপ্য ব্রহ্মার্চিতা-  
মৃতম্ । গৃহীত্বা কীকশো বাপি ব্রহ্মসামুদ্র্য-  
মাপ্নুয়াৎ ॥ ৯০ ॥ যদি স্মারীচজাতীঃসম্মলং  
ব্রহ্মণি ভাবিতুম্ । তদগ্ৰং ব্রহ্মণৈগ্রাহমপি  
বেদান্তপারগৈঃ ॥ ৯১ ॥ জাতিভেদো ন  
কর্তব্যঃ প্রসাদে পবমানসঃ । যেহংক-  
বুদ্ধিং কুরুতে স মহাপাতকী ভবেৎ ॥ ৯২ ॥  
বরং পাপশতং কুর্যাদবরং বিপ্রবধঃ প্রিয়ে ।

যে ফল ভোগ করে, ব্রহ্মনিবেদিত বস্তু  
ভক্ষণ করিলে তাহা হইতে কোটিগুণ  
অধিক ফল লাভ করে । ৮১—৮৮ । যদি  
সহস্র কোটি জিহ্বা হয়, যদি শত কোটি  
মুখ হয়, তথাপি মহাপ্রসাদের মাহাত্ম্য বর্ণন  
করিতে সমর্থ হওয়া যায় না । যে কোন  
স্থানে স্থিত হউক, ব্রহ্মার্চিত মহাপ্রসাদ  
প্রাপ্ত হইয়া, গ্রহণ করিলে, চণ্ডাল-জাতীয়  
লোকও ব্রহ্মসামুদ্র্য প্রাপ্ত হয় । যদি নীচ-  
জাতীয় লোকের অন্তঃ হয়, কিন্তু যদি তাহা  
ব্রহ্মসমর্পিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে  
বেদান্তে পারদর্শী ব্রাহ্মণও সেই অন্তঃ গ্রহণ  
করিতে পারিবে । পরমব্রহ্মের মহাপ্রসাদ  
ভক্ষণের সময় জাতিভেদ বিচার করিবে না ।  
যিনি এই মহাপ্রসাদ ( নীচ জাতির স্পর্শে )  
অশুদ্ধ বোধ করিবেন, তিনি মহাপাতকী  
হইবেন । প্রিয়ে । বরং শত পাপ করিবে,

পবত্রহ্মার্চিত্তে হ্যস্মৈ ন কুর্যাদবহেলনম্ ॥  
৯৩ ॥ যে তাজ্জি নরা মূঢ়া মহামজ্জেন  
সংস্কৃতম্ । অন্নতোষাদিকুং ভজে পিতৃশ্রু-  
পাতয়ন্ত্যধঃ ॥ ৯৪ ॥ স্বয়মপ্যর্কভামিজে  
পতন্ত্যভূতমপ্লবম্ । ব্রহ্মসামুদ্র্যনৈবেদ্য-  
ঘেষ্টপাং নাস্তি নিকৃতিঃ ॥ ৯৫ ॥ পুণ্যায়ত্তে  
ক্রিয়াঃ সর্বাঃ সুযুপ্তিঃ সুকৃতায়ত্তে । স্বেচ্ছা-  
চারোহর বিহিতো মহামজ্জস্ত সাধনে ॥ ৯৬ ॥  
কিং তত্র বৈদিকাচারৈস্তাজ্জৈকর্বাণি তস্ত  
কিম্ । ব্রহ্মনিষ্ঠস্ত যিহুমঃ স্বেচ্ছাচারো বিধিঃ  
স্মৃতঃ ॥ ৯৭ ॥ কৃতেনাস্ত ফলং নাস্তি নাকৃতে-

বরং ব্রহ্মহত্যা করিবে, তথাপি ব্রহ্মার্চিত  
অস্মৈ অবহেলা করিবে না ৮৯—৯৩ ।  
ভজে । যে সকল মূঢ় ব্যক্তি এই মহামজ্জ  
দ্বারা সংস্কৃত অন্ন জন প্রভৃতি পরিত্যাগ  
করে, তাহার পিতৃগণকে অধঃপতন করার  
এবং তাহার স্বয়ং প্রায়শ্চাল পর্যন্ত  
অকৃত্যমিত্র নামক নরকে পতিত হইয়া  
অবস্থান করে । যাহাদের ব্রহ্ম-নিবেদিত  
অস্মৈ দেব, তাহাদের কিছুতেই নিকৃতি  
নাই । যাহারা মহামজ্জ সাধন করেন, তাঁহা-  
দের অপুণ্য কর্ম-সুমুদায়ও পুণ্যকর্ম হয় ;  
সুযুপ্তিও সুকর্ম স্বরূপ হয় এবং স্বেচ্ছাচারও  
বিহিত কর্মের মধ্যে পরিগণিত হয় । যে  
ব্যক্তি ব্রহ্মনিষ্ঠ জ্ঞানী, তাঁহার বৈদিকা-  
চারেই বা প্রয়োজন কি, তাজ্জিক অনুষ্ঠানেই  
বা প্রয়োজন কি, তাঁহাব স্বেচ্ছাচারেই বিধি-  
স্বরূপ কথিত হইয়াছে । ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তিরা, যে  
সমস্ত বৈধকর্মের অনুষ্ঠান করেন, তাহাতে

নাপি কিঞ্চিৎ । ন বিদ্যঃ প্রত্যবায়োহু  
ব্রহ্মমন্ত্রস্য সাধনাং ॥ ৯৮ ॥ অস্মিন ধর্মো  
মহেনি ত্যঃ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ । পরে প-  
কারনিরতো নির্বিকারঃ সদাশিবঃ ॥ ৯৯ ॥  
মাৎসর্যাহীনোহদন্তী চ দয়াবান্ শুদ্ধমনসঃ ।  
মাতাপিত্রোঃ প্রীতিকারী তয়োঃ সৈব ব্র-  
হ্মপুত্রঃ ॥ ১০০ ॥ ব্রহ্মজ্যোতা ব্রহ্মমত্তা ব্রহ্মা-  
বেষণমানসঃ । যতাত্মা দৃঢ়বুদ্ধিঃ ত্যঃ  
সাক্ষাদব্রহ্মেন্তি ভাবয়ন্ ॥ ১০১ ॥ ন মিথ্যা-  
ভাষণং কুধ্যায় পরানিষ্টচিত্তমন্ ৩ পবিত্রী-  
গমনকৈব ব্রহ্মমন্ত্রী বিবর্জয়েৎ ॥ ১০২ ॥

তঁাহাদের কোন কল হই না এবং তঁাহারা  
যে বৈধ-কর্মের অনুষ্ঠান না করেন, তাহা-  
তেও তঁাহাদের কোন পার্শ্ব স্পর্শ হয় না ।  
ব্রহ্মমন্ত্র-সাধন হেতু তঁাহাদিগের কোন বিষয়  
বা প্রত্যবায় হয় না । ৯৪—৯৮ ৭ হে মহে-  
শ্বর ! এই ধর্মের অনুষ্ঠান করিতে হইলে  
সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, পরোপকারপরায়ণ,  
নির্বিকার-চিত্ত ও সদাশয় হইতে হয় ।  
ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি মাৎসর্য-বিহীন, দত্তবহিত,  
দয়ালু, বিশুদ্ধ হৃদয়, মাতাপিতার প্রিয়কারী  
ও মাতাপিতার সেবায় স্তম্ভ হইবেন ।  
তিনি সর্বদা ব্রহ্ম-প্রতিপাদক বাক্য শ্রবণ  
করিবেন, ব্রহ্মচিন্তা করিবেন ও সর্বদা  
ব্রহ্মের অনুসন্ধান বা তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করি-  
বেন । তিনি সর্বদা মৎসর্যচিন্তা ও দৃঢ়বুদ্ধি  
হইবেন, তিনি সর্বদা 'ব্রহ্ম সাক্ষাৎ' ইহা  
ভাবনা করিবেন । তিনি কখন মিথ্যা কহি-  
বেন না, পরের অনিষ্ট করিবেন না । ব্রহ্ম-

তৎসাদৃশি বদেদেব জারজে সর্বকর্মণাম্ ।  
লক্ষ্যার্ণবমন্ত্য বাক্যং পানভোজনকুশাগে ॥  
১০৩ ॥ যেনোপায়েন মন্ত্রানাম্ লোকযাত্রা  
প্রসিধ্যতি তদেব কাযং লক্ষ্যৈকনিমগ্নমন্ত্রং  
মনাতনম্ ॥ ১০৪ ॥ অথ সক্ষা-বিধিং ব্রহ্মা  
লক্ষ্যমন্ত্য শান্তবি । যাং কৃৎস্না ব্রহ্মসম্পত্তিং  
লভতে ভূবি মানবাঃ ॥ ১০৫ ॥ প্রাতর্মধ্যাহ্ন-  
মায়াহ্নে যথাদেশে যথামনে । পূর্ববৎ পরমলগ্ন  
ধ্যাত্বা সাধকসমুদয়ঃ ॥ ১০৬ ॥ অষ্টোক্তরূপতঃ  
দেবি গায়ত্রীজপমাচরেৎ । জপং সমর্প্য  
বিধিবৎ পূর্ববৎ প্রণমেৎ স্রবীঃ ॥ ১০৭ ॥

মন্ত্রোপাসক ব্যক্তি পরপ্রীগমন করিবেন না ।  
ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি, সকল কর্মের আরম্ভে, 'তৎ  
সৎ' এই বাক্য উচ্চারণ করিবেন । দেবি ।  
ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি, পান ভোজন প্রভৃতি সমু-  
দায় কর্মে 'ব্রহ্মার্ণবমন্ত্য' এই বাক্য বলি-  
বেন । 'যে উপায় দ্বারা, যজুয়া সকলের  
উত্তমরূপে লোকযাত্রা নির্বাহ হয়, ব্রহ্মস্ব  
ব্যক্তি তাহাই করিবেন । ইহাই মনাতন ধর্ম  
৯৯—১০৪ । হে শান্তবি । অতঃপরে ব্রহ্মমন্ত্রের  
মন্ত্রোপাসনা-বিধি বলিতেছি । এই সক্ষা-  
বন্দনা কারিয়া মানবগণ পৃথিবীতে ব্রহ্মরূপ  
সম্পত্তি লাভ করিতে পারেন । হে দেবি ।  
সাধকগণে কৃৎস্না ব্যক্তি প্রাতঃকালে, মধ্যাহ্ন-  
কালে ও সন্ধ্যাকালে, উপযুক্ত স্থলে যথোচিত  
আমনে পূর্ববৎ উপবিষ্ট হইয়া, পরমব্রহ্মের  
ধ্যান কারিয়া একশত আট বার গায়ত্রী জপ  
করিবেন । পরে যথাবিধানে ( 'ব্রহ্মার্ণবমন্ত্য'  
এই বলিয়া ) জপ সমর্পণ করিয়া পূর্ববৎ

এষা সক্ষা ময়া প্রোক্তা সর্বথা ব্রহ্মসাধনে ।  
 যদমুষ্ঠনিতো মন্ত্রী শুদ্ধান্তঃকরণো ভবেৎ ॥  
 ১০৮ ॥ গায়ত্রীং শৃণু চার্বক্ষি সর্বপাপ-  
 প্রণাশিনীম্ । পরমেশ্বরং তেহস্তমুত্তম বিদাহে  
 তদনন্তরম্ ॥ ১০৯ ॥ পরতত্ত্বায় পদতো  
 ধীমহীতি বদেৎ প্রিয়ে । তদনন্তরমীশানি  
 তন্নো ব্রহ্ম প্রচোদয়ৎ ॥ ১১০ ॥ ইয়ং  
 ত্রীব্রহ্মগায়ত্রী চতুর্কর্গপ্রদায়িনী ॥ ১১১ ॥  
 পূজনং যজ্ঞনৈকৈব স্নানং পানঞ্চ ভোজনম্ ।

প্রণাম করিবেন এই আমি তোমার  
 নিকটে ব্রহ্মমন্ত্রদান বিষয়ক সক্ষা-বিধি বলি-  
 লাম । এই সক্ষার অনুষ্ঠান করিলে সাধক  
 ব্যক্তির অন্তঃকরণ শুদ্ধ হয় । ১০৫—১০৮ ।  
 হে চার্বক্ষি । যাহা দ্বারা সর্বপাপ বিনষ্ট হয়,  
 এক্ষণে সেই গায়ত্রী বলিতেছি, শ্রবণ কর ।  
 প্রথমতঃ চতুর্থীর একবচন-বিত্ত্যন্ত পরমে-  
 শ্বর পদ অর্থাৎ “পরমেশ্বরায়” উচ্চারণ  
 করিয়া পরে “বিদাহে” এইটী উচ্চারণ  
 করিতে হইবে । তৎপরে “পরতত্ত্বায়” পদ  
 উচ্চারণ করিয়া “ধীমহি” এই পদ উচ্চারণ  
 করিতে হইবে । হে ঈশানি । তৎপরে  
 “তন্নো ব্রহ্ম প্রচোদয়ৎ” এই পদ উচ্চারণ  
 করিতে হইবে । ( সমুদায় পদ ঘোষণা  
 করিয়া ) এইরূপ গায়ত্রী হইবে, যথা,—  
 “পরমেশ্বরায় বিদাহে পরতত্ত্বায় ধীমহি  
 তন্নো ব্রহ্ম প্রচোদয়ৎ” ) এই ব্রহ্ম-গায়ত্রী  
 হইতে, ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতু-  
 র্কর্গফল লাভ করিতে পারা যায় । পূজা,  
 ধর্ম, স্নান, পান, ভোজন প্রভৃতি যে যে কর্ম

যদ্বৎ কর্ম প্রকুবর্ত্ত ব্রহ্মমন্ত্রেণ সাধয়েৎ  
 ১১২ ॥ ব্রাহ্মো মুহূর্ত্তে প্রোক্তঃ প্রণম্য  
 ব্রহ্মদং গুরুম্ । ধ্যাত্বা চ পরমং ব্রহ্ম যথা-  
 শক্তি মর্ন্তুং শরৎ ॥ পূর্ব্ববৎ প্রণমেদ ব্রহ্ম  
 প্রাতঃকৃত্যমিদং শ্রুতম্ ॥ ১১৩ ॥ দ্বাত্রিংশতা  
 সহস্রৈশ জপৈনাম্র পূর্ব্বকিয়া । তদনন্তরেন  
 হবনং তর্পণং তদনন্তরং ॥ ১১৪ ॥ সেচনং  
 তদনন্তরেন তদনন্তরেন স্নন্দরি । ব্রাহ্মণানু  
 ভোজয়েন্নম্রী পূর্ব্বচরণকর্ম্মণি ॥ ১১৫ ॥  
 ভক্ষ্যাত্তক্ষ্যবিচারোহত্র ত্যাজ্যং গ্রাহ্যং ন  
 বিদ্যতে । ন কালশুদ্ধিনিয়মো ন বা স্নান-

করিতে হয়, তাহা এই ব্রহ্মমন্ত্র দ্বারা সাধন  
 করিবে । ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে উক্তি হইয়া ব্রহ্ম-  
 মন্ত্রদাতা গুরুকে প্রণাম করিবারন্তর পরম-  
 ব্রহ্মের ধ্যান করিয়া, যথাশক্তি মন্ত্র স্মরণ  
 করিবে । অনন্তর ব্রহ্মকে পূর্ব্ববৎ নমস্কার  
 করিবে । ব্রহ্মোপাসকদিগের ইহাই প্রাতঃ-  
 কৃত্য বর্ণিত হইয়াছে । ১০৯—১১৩ ।  
 ব্রহ্ম এই মন্ত্রের পূর্ব্বচরণ করিতে হইলে,  
 দ্বাত্রিংশৎ সহস্র জপ করিতে হইবে ।  
 জপের দশমাংশ হোম, হোমের দশমাংশ  
 তর্পণ করিতে হইবে । তর্পণের দশমাংশ  
 ভাষিক । হে স্নন্দরি । মন্ত্রসাধক ব্যক্তি  
 পূর্ব্বচরণ-কর্ম্মে ভাষিকের দশমাংশ  
 ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে । ব্রহ্ম-পূর্ব-  
 চরণ করিবার সময়ে ভক্ষ্যাত্তক্ষ্য বিচার  
 নাই, ত্যাজ্যাত্যাজ্য বিচার নাই, কাল-  
 শুদ্ধিরও নিয়ম নাই, স্নানেরও নিরূপণ  
 নাই । ভুক্ত হউক বা ভুক্তই হউক,

নিরূপণম্ ॥ ১১৬ ॥ অভূক্ষ্যে বাপি ভূক্ষ্যে  
বা স্নাতো বাস্নাত এব, বা । সাধয়েৎ পরমং  
মন্ত্রং স্বচ্ছাচারেণ সাধকঃ ॥ ১১৭ ॥ বিনা-  
য়াসং বিনা কেশং স্বেচ্ছাক্রমে কবচং বিনা । বিনা  
জামং বিনা মূর্দ্ধাং বিনা সেতুং বরাননে ॥  
১১৮ ॥ বিনাচৌরগণেশাদিজপঞ্চ কুণ্ডলঞ্চ  
বিনা । অকম্পাৎ পরমব্রহ্মসাক্ষাৎকারো  
ভবেদ্বৈশ্বনরম্ ॥ ১১৯ ॥ সঙ্কল্পে হস্মিন্ মহামন্ত্রে  
গানমঃ পরিকীর্তিতঃ । সাধনে ব্রহ্মমন্ত্রস্ত  
ভাবস্তদ্বিধীয়তে ॥ ১২০ ॥ সর্বং ব্রহ্মসং  
দেবি ভাবয়েদ্বৈশ্বনরম্ । ন চান্ত প্রত্য-  
বায়োহস্তি নাক্ষবৈশ্বনরমেব চ । মহামনে :

স্নাত হউক বা স্নাতই হউক, যথেষ্টানু-  
সারে এই পরম মন্ত্রের সাধনা করিবে । এই  
ব্রহ্মসাধন বিষয়ে রোম নাই, আয়াস নাই,  
স্তব বা কবচ পাঠ করিতে হয় না, জাম বা  
মূর্দ্ধা প্রদর্শন করিতে হয় না । হে বরাননে ।  
অন্ত মন্ত্রে যে প্রকার হৃদয়ে সেতুচিন্তা  
করিতে হয়, সে প্রকার সেতুচিন্তা ইহাতে  
আবশ্যক নাই । ১১৪—১১৮ । এই ব্রহ্ম-  
মন্ত্র-সাধন বিষয়ে চৌরগণেশাদি ব্রহ্ম জপ  
করিতে হয় না, কুণ্ডল কাণ্ড বিগ্রহাঙ্গ করিতে হয়  
না । এই সমুদায় অমুষ্ঠান ব্যতিক্রমেও  
অজ্ঞানবশত মধ্যো নিশ্চয়ই পরমব্রহ্মের  
সাক্ষাৎকার লাভ হয় । এই মহামন্ত্র-সাধন  
বিষয়ে গানমিক সঙ্কল্প কথিত হইয়াছে ।  
ইহাতে ভাবস্তদ্বিধি নিত্য আবশ্যক ।  
দেবি ! ব্রহ্মসাধক ব্যক্তি সমুদায় ব্রহ্মময়  
ভাবনা করিবেন । এই ব্রহ্মসাধনে ক্রীড়া

সাধনে তু ন্যস্তং সাধ্যতে কামম্ ॥ ১২১ ॥  
কলৌ পাপমুগে ধোনে পাপহীনহৃতি-  
তুস্তরে । নিস্তারবীজমেতাবদ্বক্ষ্যাম্যহম-  
মম্ ॥ ১২২ ॥ সাধনানি বহুকানি নানাতন্ত্রা-  
গমাদিগু । কলৌ তুর্লবজীনাগমসামান্যনি  
মহেশ্বরী ॥ ১২৩ ॥ অজ্ঞায়মঃ স্বজবুদ্ধা জ্ঞা-  
দীনাগবঃ শ্রিয়ে । পূজা ধনোপার্জনে ব্যাঘ্রাঃ সপা-  
চগণমানসাঃ ॥ ১২৪ ॥ সমাধাৎস্থিরমিযো  
যোগাক্ষমমধিফলঃ । তেমাৎ দ্বিতীয়  
মৌল্যায় নক্ষত্রাণোহমমীরিতঃ ॥ ১২৫ ॥

হইলে অদ্বৈতবৃত্তি ঘটে না এবং প্রত্যাবায়ও  
হয় না । এই মহামন্ত্রের সাধনে, কোন স্থল  
অপহীন হইলেও, তাহা নিশ্চয় সাক্ষ হইয়া  
উঠে । এই আতি তুস্তর তপস্বীহীন ধোনে  
পাপময় কলিমুগে, ব্রহ্মমন্ত্রের সাধনই এক  
মাত্র নিস্তারের উপায় হইয়াছে । হে  
মহেশ্বরী । নানা তন্ত্রে ও নানা আগমাদি  
শাস্ত্রে নানাপ্রকার সাধনের বিষয় বলিয়াছি ;  
পবন কলিমুগে তুর্লব জীনের পক্ষে সেই  
সমুদায়ই অসাধ্য । ১১৯—১২৩ । শ্রিয়ে ।  
কলিমুগের গানবগণ অজ্ঞায় ; তাহারা সম-  
দিক অমুষ্ঠান করিতে পারে না । তাহারা  
অমগতপ্রাণ । তাহারা লজ, ধনোপার্জনে  
ব্যাঘ্র ও সর্বদা চলাচলিত । সমাধিতে  
তাহাদের বুদ্ধি স্থির থাকিবে না । তাহারা  
যোগজনিত কোমলতা করিতে অপারগ,  
অতএব তাহাদের দ্বিতীয় নিমিত্ত এবং  
মোক্ষের নিমিত্ত এই ব্রহ্মসাধন, অল্প  
আগি প্রকাশ করিলাম । মোহ । জ্ঞান

কলৌ নাশ্ত্যাব নাশ্ত্যাব সত্যং সত্যং  
ময়োচ্যতেন ব্রহ্মদীক্ষাং বিনা দেবি কৈবল্যায়  
সুখায় চ ॥ ১২৬ ॥ প্রাতঃকৃত্যং প্রাতঃরেব  
সন্ধ্যাং কুর্ধ্যাৎ ত্রিকালতঃ । মধ্যাহ্নে পূজনং  
কুর্ধ্যাৎ সৰ্ব্বতজ্জেষয়ং বিধিঃ পরব্রহ্মা-  
পাসনে তু সাধকেচ্ছাবিধিঃ শিবে ॥ ১২৭ ॥  
বিধয়ঃ কিস্করা যত্র নিষেধাঃ প্রভবোহপি  
ন । স্বেচ্ছাচারেণৈষ্টমিচ্ছিস্তদ্বিনা কোহম-  
মাত্রায়ৈ ॥ ১২৮ ॥ ব্রহ্মজ্ঞানিগুরুং প্রাপ্য  
শান্তং নিশ্চলমানসম্ । যত্না তচ্চরণান্তোজ্য  
প্রার্থয়েদ্ ভক্তিভাবতঃ ॥ ১২৯ ॥ করুণাময়  
দীনেশ তবাহং ধরণং গতঃ । ত্বংপদান্তো-

সত্য সত্য বলিতেছি, কলিয়ুগে ব্রহ্মদীক্ষা  
ব্যতিরেকে সুখের ও মুক্তির নিমিত্ত অল্প  
কোন উপায় নাই । ১২৪—১২৬ । সৰ্ব্ব  
তজ্জেষয় বিধি এই আছে যে, প্রাতঃকালে  
প্রাতঃকৃত্য সমাধা করিয়া ত্রিকাল সন্ধ্যা  
করিবে এবং মধ্যাহ্নে পূজা করিবে । শিবে ।  
পরমব্রহ্মের উপাসনাতে সাধকের ইচ্ছাই  
বিধিবরূপ গণ্য করিতে হইবে ব্রহ্মসাধনে  
শাস্ত্রীয় বিধি সমুদায় কিস্কর স্বরূপ হন,  
নিষেধ সমুদায়ও প্রভুত্ব করিতে পারে না,—  
স্বেচ্ছানুসঙ্গ আচরণ দ্বারাই ইষ্টমিচ্ছা হয় ;  
ঈদৃশ ব্রহ্ম-সাধন ব্যতিরেকে আর কি অব-  
লম্বন করা যাইতে পারে ? শিরচিস্ত প্রশান্ত  
ব্রহ্মজ্ঞানী গুরুকে প্রাপ্ত হইলেই তাঁহার  
চরণ-কমল ধারণ করিয়া, ভক্তিভাবে প্রার্থনা  
করিবে যে, “হে করুণাময় ! হে দীনজনের  
ঈশ্বর ! আমি আপনার শরণাগত হইলাম ।

কহচ্ছায়াং দেহি মূৰ্ধি যশোধন ॥ ১৩০ ॥  
ইতি প্রার্থ্য গুরুং পশ্চাত্ পূজয়িত্বা  
স্বশক্তিতঃ । কৃতাজলিপুটে ভূত্বা ভূমীং  
তিষ্ঠেদ্গুরোঃ পূৰ্বং ॥ ১৩১ ॥ গুরুবিচার্য  
বিধিবদ্যথোক্তং নিয়ালক্ষণম্ । জাহ্নয়  
কৃপাদানদয়াং সচ্ছিত্যয় মহামমুম্ ॥ ১৩২ ॥  
উপবিষ্টাসনে জ্ঞানী প্রাজুখো বাপুদমুখঃ ।  
স্ববাসে শিষ্যমানীয় কারুণ্যোণাবলোক-  
য়েৎ ॥ ১৩৩ ॥ ততঃ শিষ্যস্ত শিরসি ঋষি-  
ত্বাসপুঃসরম্ । জপেদষ্টমতং মন্তং সাধক-  
শ্রেষ্ঠমিচ্ছয় ॥ ১৩৪ ॥ দক্ষকর্ণে ব্রাহ্মণানা-  
মিতরেযাক বামতঃ । সন্তুধা আবয়েম্মন্তং  
সদৃগুরুঃ করুণানিধিঃ ॥ ১৩৫ ॥ উপদেশবিধিঃ

হে যশোধন ! আপনি আমার মস্তকে আপ-  
নার চরণ-কমলের ছায়া প্রদান করুন ।”  
১২৭—১৩০ । শিষ্য এইরূপ প্রার্থনা করিয়া  
যথাশক্তি গুরুর পূজা করিবে ; পরে গুরুর  
মস্তকে কৃতাজলিপুটে ভূমীভূত হইয়া  
থাকিবে । অনন্তর গুরু যথাবিধানে যথোক্ত  
শিষ্য-লক্ষণ পরীক্ষাপূর্বক মন্ত শিষ্যকে  
আহ্বান করিয়া কৃপাবিষ্ট-হৃদয়ে মহামন্ত  
প্রদান করিবেন । পরে সেই জ্ঞানী গুরু  
পূর্বমুখ বা উত্তরমুখ হইয়া আসনে উপ-  
বেশনপূর্বক শিষ্যকে আপনার বামদিকে  
বসাইয়া করুণাপূর্ণ হৃদয়ে অবলোকন করি-  
বেন । অনন্তর সাধকের ইষ্টমিচ্ছির নিমিত্ত  
ঋষিত্বাস করিয়া শিষ্যের মস্তকে একশত আট  
বার মন্ত জপ করিবেন । পরে করুণানিধি  
সদৃগুরু ব্রাহ্মণের দক্ষিণ-কর্ণে, অস্ত্র জাতির

প্রোক্তো ব্রহ্মমন্ত্রঃ কালিকে । নাত্র পূজায়া-  
পেক্ষান্তি সঙ্কল্পং মানসং চরেৎ ॥ ১৩৬ ॥  
ততঃ ত্রীশ্রুপাদাভ্যে দণ্ডবৎ পতিতুং  
শিশুম্ । উৎসর্গপদ্যেদুঃস্বপ্নং স্নেহাদিমং মঙ্গলমুদী-  
রয়ন ॥ ১৩৭ ॥ উত্তিষ্ঠ বৎস মুক্তোহসি ব্রহ্ম-  
জ্ঞানপরো ভব । জিতেন্দ্রিয়ঃ সত্যবাদী বলা-  
রোগাৎ সদা স্ত তে ॥ ১৩৮ ॥ তত উৎসর্গ শ্রুত্বৈ  
যথামন্ত্রাভ্যুসারতঃ । সন্ধিগাং শ্বং ফলং  
বাপি দদ্যাৎ সধকমন্তমঃ । গুরোরাক্ষ-  
বনীভূয় বিহরেদেববহুবি ॥ ১৩৯ ॥ মন্ত্র-  
গ্রহণমাত্রেণ তদাত্মা তদায়েভ্যে ভবেৎ ॥ ব্রহ্ম-

বাক্যকর্মে সপ্তবার মন্ত্র শ্রবণ করাইবেন ।  
১৩১—১৩৫ । হে কালিকে । এই তোমার  
নিকট ব্রহ্মমন্ত্রের উপদেশ-বিধি কহিলাম ।  
ইহাতে পূজাদির অপেক্ষা নাই । ইহাতে  
কেবল মানসিক সঙ্কল্প করিতে হইবে ।  
অনন্তর শিষ্য, গুরুর পাদপদ্মে দণ্ডবৎ  
পতিত হইলে, গুরু তাঁহাকে স্নেহ প্রসূক্ত  
এইমন্ত্র পাঠপূর্বক উত্থাপন করিবেন যে,  
“৬৭স । তুমি উত্তিষ্ঠ হও, তুমি মুক্ত  
হইয়াছ ; তুমি ব্রহ্মজ্ঞান-পরায়ণ হও ;  
তুমি সত্যবাদী ও জিতেন্দ্রিয় হও ; সর্বদা  
তোমার বল ও আরোগী অক্ষত রূপে  
থাকুক ” অনন্তর সেই সাধকশ্রেষ্ঠ উত্তিষ্ঠ  
হইয়া গুরুকে যথামন্ত্র দক্ষিণা স্বরূপ ধন  
বা ফল প্রদান করিবেন । পরে গুরুর  
অক্ষর বশবর্তী হইয়া দেবতার আয়  
ভূমণ্ডলে বিচরণ করিবেন । যিনি ব্রহ্মমন্ত্র  
ক্লেশ বহন, তাঁহার আত্মা মন্ত্র গ্রহণ

ভূতস্য দেবেশি কিমৈশ্বর্যমসাধয়েৎ । ইতি  
মন্ত্রোক্তপতো ব্রহ্মদীক্ষা তে কথিতা শ্রিয়ে ॥  
১৪০ ॥ গুরুকার্য্যমাত্রেণ ব্রহ্মদীক্ষা সমা-  
চরেৎ ॥ ১৪১ ॥ শাক্তাঃ শৈবঃ বৈষ্ণবাঃ  
সৌরা গাণপত্যাদিগণা । বিভ্রা বিভ্রোত্তরানৈক  
মর্কেষুপাত্তাধিকারিণঃ ॥ ১৪২ ॥ অহং মৃত্যুভয়ে  
দেবি দেবদেবো জগদুত্তমঃ । পোচ্ছাচারী  
নির্দিকতো মলমাস্ত্র প্রসাদতঃ ॥ ১৪৩ ॥ তামু-  
মেব ব্রহ্মমন্ত্রং মন্তঃ পূর্বমুপাসিতাঃ । ব্রহ্মা  
ব্রহ্মর্ষিশ্চাপি দেবা দেবর্ষয়স্তথা ॥ ১৪৪ ॥  
দেবর্ষিভূতাননয়স্তেভ্যো ব্রাহ্মণ্যঃ শ্রিয়ে ।

করিবামাত্র তুময় হইয়া যায় । দেবি । যিনি  
ব্রহ্মস্বরূপ হইয়াছেন, তাঁহার আর অস্ত  
বহু সাধনে আবশ্যক কি ? শ্রিয়ে । এই  
তোমার নিকট সংক্ষেপে ব্রহ্মদীক্ষা  
কহিলাম । ১৩৬—১৪০ । যে সময়ে গুরুর  
করণা হইবে, সেই সময়েই ব্রহ্মমন্ত্রে  
দীক্ষা গ্রহণ করিবে । শাক্ত হউক  
বা শৈব হউক, বৈষ্ণব হউক বা সৌর  
হউক, অথবা গাণপত্য হউক,—যে কোন  
মন্ত্র উপাসক হউক, ব্রাহ্মণ হউক বা তান্ত্রিক  
কোন জাতীয় হউক, সকলেই এই ব্রহ্ম-  
মন্ত্রে অধিকারী । দেবি । আমি এই মন্ত্রের  
প্রসাদে মৃত্যুভয়, দেবদেব, জগদুত্তম, পোচ্ছা-  
চারী ও নির্দিকজ হইয়াছি । পূর্বে ব্রহ্মা  
এবং ভৃগু প্রভৃতি ব্রহ্মর্ষিগণ, ইন্দ্র প্রভৃতি  
দেবগণ ও নারদ প্রভৃতি দেবর্ষিগণ, আমি  
হইতে এই ব্রহ্মমন্ত্র প্রাপ্ত হইয়া উপাসনা  
করিয়াছিলেন । হে শ্রিয়ে । নারদ প্রভৃতি

উপাসিতা ব্রহ্মভূতাঃ পরমাত্মপ্রসাদতঃ ॥  
 ১৪৫ ॥ ব্রাহ্মো মনো মহেশানি বিচারো নাস্তি  
 কুত্রচিৎ । দ্বীয়মঙ্গলং গুরুদ্যচ্ছিয়োভো  
 হবিচারয়ন ॥ ১৪৬ ॥ পিতাপি দীক্ষয়েৎ  
 পুত্রান্ ভাতা ভ্রাতৃন পতিঃ স্ত্রিয়ম্ । মাতুলো  
 ভাগিনেয়াশ্চ নপুত্রান্ মাতামহোহপি চ ॥  
 ১৪৭ ॥ স্বমঙ্গদানে যো দোষস্তথা পিত্রাদি-  
 দীক্ষয়া । সিদ্ধে ব্রহ্মমহামন্ত্রে তদোষো নৈব  
 বিদ্যতে ॥ ১৪৮ ॥ ব্রহ্মজ্ঞানি মুখ চক্ৰতঃ যেন  
 কেন বিধানতঃ । ব্রহ্মভূতো নরঃ পুতঃ পুণ্য-  
 পাপৈর্ন লিপ্যতে ॥ ১৪৯ ॥ ব্রহ্মমলোপাসিতা

হইতে ব্যাসাদি মুনিগণ এবং তাঁহাদিগের  
 নিকট হইতে জনকাদি রাজর্ষিগণ এই  
 মহামন্ত্র প্রাপ্ত হইয়া পরমেশ্বার প্রসন্নতা  
 প্রযুক্ত ব্রহ্মরূপ লাভ করিয়াছিলেন ।  
 ১৪১—১৪৫ । হে মহেশ্বর । ব্রহ্মমন্ত্রে  
 কোন বিষয়েই বিচার নাই । গুরু অবি-  
 চারিত-চিত্তে শিষ্যকে নিজ মন্ত্র প্রদান  
 করিতে পারেন । পিতা পুত্রকে, ভ্রাতা  
 ভ্রাতাকে, পতি স্ত্রীকে, মাতুল ভাগিনেয়কে  
 এবং মাতামহ দৌহিত্রকে দীক্ষিত করিতে  
 পারেন । নিজমন্ত্র প্রদানে যে দোষ কীৰ্ত্তিত  
 হইয়া থাকে এবং পিত্রাদি-কৃত দীক্ষায় যে  
 দোষ উল্লিখিত আছে, এই মহাসিদ্ধ ব্রহ্ম-  
 মন্ত্রে সে সমুদায় দোষ ঘটিবে না । ব্রহ্ম-  
 জ্ঞানী গুরুর মুখে, যে কোন বিধানে ব্রহ্ম-  
 মন্ত্র শ্রবণ করিলে, মনুষ্য ব্রহ্মভূত ও পবিত্র  
 হয়, সুতরাং সে আর পুণ্য-পাপে লিপ্ত হয়  
 না । যে সকল ব্রাহ্মণ বা অন্তর্জাতী

যে গৃহস্থা ব্রাহ্মণাদয়ঃ । দ্বন্দ্ববর্ণোত্তমাস্তে তু  
 পূজ্যা মায়া বিশেষতঃ ॥ ১৫০ ॥ ব্রাহ্মণা  
 যতয়ঃ সাক্ষাদিতরে ব্রাহ্মণৈঃ সমাঃ । তস্মাৎ  
 সর্বে পূজয়েদ্বৈতমজ্ঞান ব্রহ্মদীক্ষিতম্ ॥ ১৫১ ॥  
 যে চ তানবগম্যন্তে তে নরা ব্রহ্মযাতিমঃ ।  
 পতন্তি বোরনরকে যাবতাস্কর-তারকম্ ॥  
 ১৫২ ॥ যৎ পাপং স্ত্রীবধে প্রোক্তং যৎ পাপং  
 ভ্রূণঘাতনে । তস্মাৎ কোটিগুণং পাপং  
 ব্রহ্মোপাসকনিদনং ॥ ১৫৩ ॥ যৎ ব্রহ্মোপ-  
 দেশেন বিমুক্তঃ সর্বপাতকৈঃ । গচ্ছন্তি  
 ব্রহ্মসার্বভৌমং তথৈব তব সাধনাৎ ॥ ১৫৪ ॥  
 ইতি তৃতীয়োহঙ্গমঃ ॥ ৩ ॥

ব্যক্তি ব্রহ্ম-মন্ত্রের উপাসনা করেন, তাঁহারা  
 নিজ বর্ণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পূজ্য ও বিশেষরূপে  
 মাতৃ হন । ১৪৬—১৫০ । ব্রহ্মোপাসক  
 ব্রাহ্মণগণ সাক্ষাৎ যতি স্বরূপ এবং অপর-  
 জাতীয় ব্যক্তির ব্রাহ্মণের সদৃশ । এইজন্য  
 সকলেরই ব্রহ্মমন্ত্রে দীক্ষিত ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির  
 পূজা করা কর্তব্য । যাহারা ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিকে  
 অবমাননা করে, তাহারা ব্রহ্মযাতক এবং  
 তাহারা, যে পর্য্যন্ত সূর্য ও তারা থাকিবে,  
 সে পর্য্যন্ত ঘোর মরকে অবস্থান করিবে ।  
 স্ত্রীহত্যা কিংবা ভ্রূণহত্যায় যে পাতক হয়,  
 ব্রহ্মোপাসকের নিন্দাতে তাহা হইতে কোটি-  
 গুণাধিক পাপ হয় । ব্রহ্মমন্ত্রে উপদিষ্ট হইলে  
 লোক যেমন সর্বপাপ হইতে বিনির্মুক্ত  
 হইয়া ব্রহ্ম-সার্বভৌম লাভ করে, তোমার  
 সাধনদ্বারাও সেইরূপ হয় । ১৫১—১৫৪ ।  
 তৃতীয় উল্লাস সমাপ্ত ॥ ৩ ॥

চতুর্থ উল্লাসঃ ।

ব্রহ্মা সমাক্রান্তঃ পরমেশ্বরঃ ।  
পারমহংসম্পন্নঃ শঙ্করঃ পরিপূর্ণত্বাৎ ॥  
১ ॥ ত্রীদেব্যাচ্চ । কথিতং যৎ ত্বয়া নাথ  
ব্রহ্মোপাসনমুত্তমম্ । সর্বলোকপ্রিয়করং  
সাক্ষাদব্রহ্মপদপ্রদম্ ॥২॥ তেজোবুদ্ধিবৈশিষ্ট্য  
দায়কং সুখদায়কম্ । তুম্যামি জগদীশ ন  
তব বাক্যমুত্তমম্ ॥ ৩ ॥ যত্নতঃ কৰুণা-  
মিক্রো যথী ব্রহ্মনিবেশনং । গচ্ছন্তি ব্রহ্ম-  
সামুজ্যং তথৈব মম সাধনং ॥ ৪ ॥ এতদ-  
বেদিতুমিচ্ছামি মদীয়সাধনং পরম্ । ব্রহ্ম-  
সামুজ্যজননং যৎ ত্বয়া কথিতং প্রভো ॥ ৫ ॥

চতুর্থ উল্লাসঃ ।

অনন্তর ভগবতী, পরমব্রহ্ম উপা-  
সনা বিধিরূপে প্রশংসা করিয়া, পরমানন্দ-  
হইয়া শঙ্করকে ভিজ্ঞাসা করিলেন,—নাথ ।  
আপনি যে ব্রহ্মোপাসনার বিষয় বলিলেন,  
ইহা সর্বলোকের প্রিয় ও সাক্ষাৎ ব্রহ্মপদ-  
দায়ক । এই ব্রহ্ম-সাধন হইতে তেজ,  
বুদ্ধি, বল ও ঐশ্বর্য বৃদ্ধি হয় এবং ইহা  
সর্বস্থানের সাধন । জগদীশ্বর । আমি  
তোমার বাক্যরূপ অমৃত দ্বারা আদৃত ও  
পরিতৃপ্ত হইয়াছি । কৰুণামিক্রে । আপনি  
বলিয়াছেন যে, ব্রহ্মসাধন দ্বারা যেরূপ ব্রহ্ম-  
সামুজ্য লাভ হয়, সেইরূপ আমার সাধন  
দ্বারাও ব্রহ্মসামুজ্য লাভ করিতে পারে ।  
প্রভো । যাহা আপনি বলিয়াছেন, যহ দ্বারা

বিধানতঃ কৌতুহল উক্ত সাধনং কেনং যত্নতঃ ।  
মন্তঃ কো বাত্র বিহিতো ধ্যানপূজাদিকক-  
কিম্ ॥ ৬ ॥ সবিশেষতঃ সারশেষমা মুলাবস্থা-  
মহংস । মম প্রীতিকরং দেব লোকানাং  
হিতকারকম্ । কো হ্যত্রাহ্মণ্যুতে শস্তো তব-  
ব্যাবিভিষগ্-গুণঃ ॥৭॥ ইতি দেব্যা বচঃ শ্রুত্বা  
দেবদেবো মহেশ্বরঃ । উবাচ পরমা প্রীত্যা  
পার্বতী পার্বতীপতিঃ ॥ ৮ ॥ ত্রীদশাশিব  
উবাচ । শৃণু দেবি মহাভাগে ত্বাভাষন-  
কারণম্ । তব সাধনতো যেন ব্রহ্মসামুজ্য-  
মগ্নুতে ॥৯॥ তৎ পরা প্রকৃতিঃ সাক্ষাৎ ব্রহ্মণঃ

ব্রহ্মসামুজ্য লাভ হয়, তাদৃশ মদীয় সাধন,  
আমি জ্ঞাত হইতে ইচ্ছা করি । ১-৫ ।  
মদীয় সাধনের বিধি এবং কিরূপে পথ অব-  
লম্বন করিয়াই বা সাধন করিতে হইবে ?  
তাহার মন্ত কি, ধ্যান পূজা প্রভৃতিই বা  
কি ? দেবদেব । আপনি এই সমুদায়  
বিশেষরূপে ও সম্পূর্ণরূপে আদ্যোপান্ত  
বলুন । ইহাতে আমার প্রীতি ও লোকের  
হিতানুষ্ঠান হইবে । শস্ত্রে । আপনি ব্যতি-  
রেক কোন ব্যক্তি সম্ভাররূপ ন্যাদি নিবারণ  
করিতে সমর্থ হইবে ? আপনি সঠিক এবং  
উপদেশী । পার্বতীপতি দেবদেব মহাদেব,  
পার্বতীর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া, যার-পর-  
নাই প্রীতিপূর্বক কহিলেন,—হে মহা-  
ভাগে । হে দেবি । মানবগণ তোমার সাধন  
দ্বারা ব্রহ্মসামুজ্য লাভ করিতে পারে, এই-  
জন্য আমি তোমার আরাধনার বিষয়  
বলিতেছি, শ্রবণ কর । তুমি সাক্ষাৎ

পরমাত্মনঃ । ত্বত্তা জ্ঞাতং জগতং সৰ্ব্বং  
ত্বং জগজ্জননী শিবে ॥ ১০ ॥ মহাদাদ্যু-  
পর্যন্তং যদেতং পচরাং ত্বৈবোপাদিতং  
ভদ্রে ত্বদধীনমিদং জগৎ ॥ ১১ ॥ ত্বাদ্যা  
সৰ্ববিদ্যানামস্মাকমপি জ্ঞাতুঃ । ত্বং জানাসি  
জগৎ সৰ্বং ন হ্যং জানাতি কশ্চন ॥  
১২ ॥ ত্বং কালী জাগ্রী কুর্গা যোড়নী  
ভুবনেশ্বরী । ধূমাবতী ত্বং বগলা ভৈরবী  
ছিন্নমস্তকা ॥ ১৩ ॥ ত্বমম্পূর্ণা বাগদেবী ত্বং  
দেবী কমলালয়া । সৰ্বশক্তিধরা ত্বং  
সৰ্বদেবময়ী তনুঃ ॥ ১৪ ॥ ত্বমেব সূক্ষ্মা

পরমব্রহ্মা । পরম প্রকৃতি, অর্থাৎ শক্তি ।  
এই সমুদায় জগৎ তোমা হইতেই উৎপন্ন  
হইয়াছে । শিবে । তুমি সমুদায় জগতের  
জননী । ৬—১০ ॥ ভদ্রে । মহত্ত্ব অর্থাৎ  
পরমাণু পর্যন্ত এং সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম সমুদায়  
স্বাবর-জগৎ-স্বরূপ জগৎ তোমা কর্তৃকই  
উৎপাদিত হইয়াছে । এই সমুদায় জগৎ  
তোমাদেই অধীন । তুমি সুক্লেব আদ্যা  
অর্থাৎ অদিভূতা । সমুদায় বিদ্যা এবং  
আমরা সকলে, তোমা হইতেই উৎপন্ন  
হইয়াছি । সমুদায় জগতের সমুদায় শিব,  
তুমি জানিতে পারিতেছ । তোমাকে কেহই  
জানিতে পারে না । তুমি কালী, তুমি  
জাগ্রী, তুমি কুর্গা, তুমি যোড়নী, তুমি  
ভুবনেশ্বরী, তুমি ধূমাবতী, তুমি বগলা, তুমি  
ভৈরবী, তুমি ছিন্নমস্তা, তুমি অম্পূর্ণা, তুমি  
বাগদেবী, তুমি কমলালয়া কম্মী, তুমি  
সৰ্বশক্তিধরা এবং তুমি সৰ্বদেবময়ী ।

সূক্ষ্মা ত্বং ব্যক্তাব্যক্তস্বরূপিণী । নিরাকারপি  
সাকারা বত্বং বেদিতুমর্হসি ॥ ১৫ ॥ উপা-  
সকানাং কার্যার্থং জ্ঞেয়মে জগতামপি ।  
দানবানাং বিনাশায় ধ্বংস নানাবিধাস্তনুঃ ॥  
১৬ ॥ চতুর্ভুজা ত্বং দ্বিভুজা যতুভুজা ষ্ঠভুজা  
তথা । ত্বমেব বিশ্বাক্ষার্থং নানাসস্ত্র-  
ধারিণী ॥ ১৭ ॥ তত্ত্বদ্রুপভেদেন মন্ত্রযজ্ঞ দি-  
সাধনম্ কথিতং সৰ্বভক্ত্যে ভাবাস্ত কথিতা-  
স্তঃ ॥ ১৮ ॥ পশুভঃ কলৌ নাস্তি দিব্য-  
ভাবোহপি দুর্লভঃ । বীরসাধনকীর্ণানি প্রত্য-  
ক্ষানি কলৌ যুগে ॥ ১৯ ॥ কুল এং বিনা  
দেবি কলৌ নিকির্ন জায়তে । ৥ ২০ ॥ সৰ্ব-  
প্রযত্নেন সাধয়েৎ কুলসাধনম্ ॥ ২১ ॥ কুলা-

তুমি সূক্ষ্মা; তুমিই সূক্ষ্মা; তুমি ব্যক্ত-স্বরূপিণী,  
তুমিই অব্যক্ত-স্বরূপিণী; তুমি নিরাকারা  
হইয়াও সাকারা । তোমাকে কেহই জানিতে  
পারে না । ১১—১৫ । তুমি উপাসকদিগের  
কার্যের নিমিত্ত, জগতের মঙ্গলের নিমিত্ত  
এবং দানাদিগের সংহারের নিমিত্ত সময়ে  
সময়ে নানাবিধ দেহ ধারণ করিয়া থাক ।  
তুমি বিশ্ব-বক্ষার্থ কখন চতুর্ভুজা, কখন  
দ্বিভুজা, কখন যতুভুজা কখন বা ষ্ঠভুজা,  
হইয়া নানাপ্রকার অস্ত্র শস্ত্র ধারণ করিয়া  
থাক । সমুদায় তন্ত্রে সেই নানা রূপেই  
নানারূপ মন্ত্র, নানারূপ যজ্ঞাদি ও নানা  
সাধন কথিত হইয়াছে । পশু, দিব্য এবং  
বীর—এই তিন প্রকার ভাব কথিত আছে  
কলিযুগে পশুভাৱ নাই । দিব্যভাৱও দুর্লভ ।  
কলিযুগে, বীর-সাধনই প্রত্যক্ষ ফলদায়ক ।

চ'রেন দেবেশি ব্রহ্মজ্ঞানং প্রজ্ঞাপ্যতে । ব্রহ্ম-  
জ্ঞানযুক্তো মর্ক্যো জীবগুক্তো ন সংশয়ঃ ॥  
২১ ॥ জ্ঞানেন মেধ্যমধিলমমেধ্যং জ্ঞানতো  
ভবেৎ । ব্রহ্মজ্ঞানে সমুৎপাদে মেধ্যামেধ্যং ন  
বিদ্যতে ॥ ২২ ॥ যো জানাতি পরং ব্রহ্ম  
সর্বব্যাপি সনাতনম্ ।\* কিমন্তমেধ্যং  
তস্তাগ্রে সর্বং ব্রহ্মেতি জ্ঞানতঃ ॥ ২৩ ॥ অং  
সর্বরূপিনী দেবী সর্বৈষাং জননী পরা ।  
তুষ্টিয়াক্ষ তুমি দেবেশি সর্বৈষাং তোষণং  
ভবেৎ ॥ ২৪ ॥ স্বষ্টেরাদৌ ত্বমেকাশীস্তমো-  
রূপমগোচরম্ । ত্বজ্ঞা জাতং জগৎ সর্বং

হে দেবী! কলিযুগে কুলাচার ব্যতীত সিদ্ধি  
হইতে প'বে না । অতএব সর্বপ্রযত্ন দ্বারা  
কুল সাধন-কুরিবে । ১৬—২০ । দেবী !  
কুলাচার দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান জন্মে । যে মহুযোব  
ব্রহ্মজ্ঞান হইয়াছে, তিনি জীবমুক্ত, তাহাতে  
সন্দেহ নাই । শাস্ত্রোথিত জ্ঞান দ্বারা সমু-  
দায় বস্ত পবিত্র বোধ হয় এবং শাস্ত্রোথিত  
জ্ঞান দ্বারাই সমুদায় বস্তু অপবিত্র বোধ  
হইয়া থাকে । কিন্তু যখন ব্রহ্মজ্ঞান  
লাভ হয়, তখন পবিত্র অপবিত্র কোন  
বস্তুই থাকে না । যিনি জ্ঞানেন, সনাত-  
ন পরব্রহ্ম সর্বব্যাপী, তাহাব কাছে  
কোন বস্তু অপবিত্র আছে ? কারণ, তিনি  
সকল জগৎ ব্রহ্ম বলিয়া জ্ঞানেন । দেবেশি !  
তুমি সর্বরূপিনী এবং সংসাররূপ চক্র  
দ্বারা ক্রীড়া-কর্তা ও সকলের পরম জননী ।  
কুমি পরিতুষ্ট হইলে সকলেরই পরিতোষ  
জন্ম । স্বষ্টির আদিতে একমাত্র তুমিই

পরব্রহ্মসিদ্ধম্ ॥ ২৫ ॥ মহত্ত্বাদি-ভূতাত্ত্ব-  
ত্বয়া স্বষ্টমিদং জগৎ । নিমিত্তমাত্মা তদুত্তম  
সর্বকারণকারণম্ ॥ ২৬ ॥ সদৃশং সর্বতো  
ব্যাপি সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি । সৈদকরূপং  
চিদাত্মং নির্লিপ্তং সর্ববস্তব ॥ ২৭ ॥ ন  
করোতি ন চায়াতি ন গচ্ছতি ন তিষ্ঠতি ।  
সত্যং জ্ঞানমনাদ্যন্তমবজ্ঞানমগোচরম্ ॥ ২৮ ॥  
তন্তোচ্ছ্রামাত্মমালম্ব্য অং মহাযোগিনী  
পরা । কবোষি পাসি হংসাত্তে জগদেত-  
চ্চরাচরম্ ॥ ২৯ ॥ তব রূপং মহাকালো

তমঃ অর্থাৎ প্রকৃতিরূপে বিদ্যমান ছিলে ।  
তোমার সেই রূপ,—বাক্য ও মনের  
অগোচর । পরমব্রহ্মেব সিদ্ধম্ হেতু,  
তোমা চইতে সর্বজগৎ উৎপন্ন হইয়াছে ।  
২১—২৫ । মহত্ত্বং অবধি মহাত্ত্বত পৃথিবী  
পর্যন্ত সর্বজগৎ তোমা হইতেই স্বষ্ট ।  
সর্বকারণের কারণ, সেই ব্রহ্ম নিমিত্তমাত্ম ।  
তিনি সংস্করূপ ও সর্বব্যাপী, সমুদয়  
জগৎকে বেগেন করিয়া অবস্থান করিতেছেন,  
সর্ববস্ততে সর্বদা একরূপ পরিণম-গ্রহিত,  
চিদাত্ম এবং নির্লিপ্ত । তিনি কোন কাণ্ড  
করেন না ; তিনি ভ্রমণ করেন না, গমন  
করেন না । কোন বস্তুবিষয়ে তাহার  
অবস্থিতি নাই । তিনি নিষ্ক্রিয় ; তিনি সত্য-  
রূপ ; তিনি আদি-অন্ত-গ্রহিত ; তিনি  
বাক্য এবং মনের অগোচর । তুমি পরা-  
পরা মহাযোগিনী । তুমি তাঁহার ইচ্ছামাত্র  
অবগমন করিয়া, এই মচরাচর জগৎ স্বষ্টি  
করিতেছ, এই জগৎকে পালন করিতেছ

জগৎসংহারকারকঃ । মহাসংহারসময়ে  
কালঃ সর্বত্র প্রসিধ্যতি ॥ ৩০ ॥ কলনাৎ  
সর্বভূতানাং মহাকালঃ প্রকীর্তিতঃ । মহা-  
কালস্ত কলনাৎ ত্রয়াদ্যা কালিকা পরা ॥ ৩১ ॥  
কালসংগ্রহসনাৎ কালী সর্বৈষামাদিরূপিনী ।  
কালত্বাদাদিভূতত্বাদাদ্যা কালীতি গীৰ্ণসে ॥  
৩২ ॥ পুনঃ স্বরূপমাসাদ্য তমোরূপং নিরা-  
কৃতিঃ । বাচাতীতং মনোগম্যং ত্রয়ৈকৈবাব-  
শিষ্যসে ॥ ৩৩ ॥ সাকারাপি নিরাকারা  
মায়য়া বহুরূপিনী । ত্বং সর্বাদিরনাদিস্ত্বং

এবং সর্বশেষে সর্বজগৎকে সংহার করি-  
তেছ । জগৎসংহারকারক মহাকাল,—  
ইহা তোমার একটী রূপ । এই মহাকাল,  
মহাসংহার সময়ে সমুদায় গ্রাস করিবেন ।  
২৬—৩০ । সর্বপ্রাণীকে কলন অর্থাৎ  
গ্রাস করেন বলিয়া, তিনি মহাকাল নামে  
প্রকীর্তিত হইয়াছেন । তুমি মহাকালকে  
কলন অর্থাৎ গ্রাস কর, এই নিমিত্ত তোমার  
নাম আদ্যা পরমা 'কালিকা' । তুমি কালকে  
গ্রাস কর, এই নিমিত্ত তুমি 'কালী' । তুমি  
সকলের আদি । তুমি সকলের কালস্বরূপ ।  
এবং আদিভূতা, এই নিমিত্ত তোমাকে  
লোকে আদ্যাকালী বলিয়া কীর্তন করে ।  
তুমি সর্বসংহার সময়ে—প্রলয়কালে বাক্যের  
অতীত, মনের অগম্য, তমোময়, আকৃতি-  
বিহীন স্বরূপ অবলম্বন পূর্বক একমাত্র  
অবশিষ্ট থাক । তুমি সাকারা হইয়াও  
নিরাকারা । তুমি মায়্যা দ্বারা বহুরূপ ধারণ  
কর; তুমি সকলের আদি, অনাদি, কলী,

কলী হলী চ পালিকা ॥ ৩৪ ॥ অতন্তে  
কথিতং ত্ত্রে ব্রহ্মমন্ডলং দীক্ষিতঃ ।  
যৎ ফলং সমবাপ্নোতি তৎ ফলং তৎ  
সাধনাৎ ॥ ৩৫ ॥ নানাচারেণ ভাবেন দেশ-  
কালাদিকারিণাম্ । বিশেষদ্বয়ং কথিতং দেবি  
কুন্তেচিদন্তপ্তসাধনম্ ॥ ৩৬ ॥ যো যত্রাধিকৃত্য  
মর্ত্যান্তে তত্র ফলভাগিনঃ । ভবিষ্যন্তি তদ্বি-  
যান্তি মানুষা গত্যকিম্বিষাঃ ॥ ৩৭ ॥ বহু-  
জ্ঞমার্জিতৈঃ পুণ্যৈঃ কুলাচরে মতির্ভবেৎ ।  
কুলাচারেণ পুত্ৰায়া সাক্ষাচ্ছিবময়ো ভবেৎ ॥  
৩৮ ॥ যত্রাস্তি ভোগবাহল্যং তত্র যোগস্ত  
কা কথা । যোগেহপি ভোগবিরহঃ কোল-

হলী এবং পালিকা । ত্ত্রে । অর্থাৎ এই  
হেতু তোমার নিকট বলিগ্রাহি যে, ব্রহ্মমন্ডলে  
দীক্ষিত ব্যক্তি, যে ফল লাভ করে, তোমার  
সাধন দ্বারাও তাহার সেই ফল লাভ হইতে  
পারে । ৩১—৩৫ । দেবি । দেশ, কাল  
ও অধিকারভেদে, নানা আচার ও ভাব  
প্রকাশ করিয়াছি । কোন কোন তন্ত্রে  
শুশ্রূষাধনও আমাকর্তৃক কথিত হইয়াছে ।  
ইহার মধ্যে যে সকল মানুষ যেরূপ সাধনে  
অধিকারী, তাহার উদভূরূপ অনুষ্ঠান  
করিলে, ফলভাগী হইবে এবং পাপ-রহিত  
হইয়া ভব-সাগর পার হইবে । বহু জ্ঞা-  
র্জিত পুণ্য দ্বারা জীবের কুলাচরে মতি  
হয় । কুলাচার দ্বারা যাহার আত্মা পবিত্র  
হইয়াছে, তিনি সাক্ষাৎ নিবময় হন । যে  
স্থলে ভোগ-বাহল্য আছে, সে স্থলে যোগের  
সম্ভাবনা কি আছে? যেস্থলে যোগের

সুভয়মস্ম তে ॥ ৩৯ ॥ একশেষে কুলতত্ত্বজ্ঞঃ  
পূজিতো যেন সূত্রতে । সর্বৈ দেবাস্তে  
দেবাস্তে পূজিতা জ্ঞানী সঃ ॥ ৪০ ॥  
পৃথিবীং হেমসম্পূর্ণাং সত্ত্বা যং ফলমাপ্নয়াৎ ।  
তস্মাৎ কোটিভুগং পুণ্যং লভতে কোলিকা-  
র্চনাৎ ॥ ৪১ ॥ খপচেহপি কুলজ্ঞানী  
ব্রাহ্মণাদতিরিচ্যতে । কুলাচারবিহীনস্ত  
ব্রাহ্মণঃ খপচাধমঃ ॥ ৪২ ॥ কোলধর্ম্যাৎ  
পরো ঋশ্যা নাস্তি জ্ঞানে তু মাগকে ।  
যন্তু চুষ্ঠানমাত্রেণ ব্রাহ্মজ্ঞানী নরো ভবেৎ ॥  
৪৩ ॥ সত্যং ব্রবীমি তে দৌবি ছদি

অনুষ্ঠান আছে, সেখানে ভোগেরও সম্ভাবনা  
সৃষ্টিগোচর হয় না । কুলাচারে প্রবৃত্ত জীব,  
ভোগ ও ক্ষেত্র—এই উভয় ভোগ করি-  
বেন । সূত্রতে । যে ব্যক্তি কর্তৃক কুলতত্ত্ব-  
জ্ঞানী একজন সাধক পূজিত হন, তাঁহা  
কর্তৃক সর্বদেব এবং সর্বদেবী পূজিত হন,  
তাঁহাতে সংশয় নাই । ৩৬—৪০ । সুবর্ণ-  
পরিপূর্ণা পৃথিবী দান করিলে যে ফল লাভ  
করিতে পারা যায়, কুলাচার-নিবৃত্ত এক  
ব্যক্তির পূজা করিলে তাহার কোটিভুগ পুণ্য  
লাভ হয় । যদি চণ্ডালও কুলতত্ত্বজ্ঞানী  
হন, তবে তিনি ব্রাহ্মণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ ।  
কিন্তু ব্রাহ্মণ যদি কুলাচার-হীন হন, তাহা  
হইলে তিনি চণ্ডাল অপেক্ষাও অধম হন ।  
আমাকে জানিতে হইলে, কুলধর্ম্য অপেক্ষা  
শ্রেষ্ঠতর অস্ত্র কোন ধর্ম্য নাই । এই যে  
কুলধর্ম্য—ইহার অনুষ্ঠান মাত্রে মানবগণ  
ব্রাহ্মজ্ঞানী হন । দেবি । আমি তোমাকে

কৃত্যবধারণয় । সর্বধর্ম্যোক্তমাৎ কোলাৎ পরো  
ধর্ম্যো ন বিদ্যতে ॥ ৪৪ ॥ অগ্নয় পরমো  
মার্গো শুভ্রোহস্তি পশুসন্ধটে । নক্ষীভবি-  
য়াত্যাচিরাৎ সংব্রজে প্রবলে কলৌ ॥ ৪৫ ॥  
কলিকালে প্রব্রজে তু সত্যং সত্যং ময়োচ্যতে ।  
ন শ্রাম্যস্তি বিনা কোলান্ পশাবো মানবা ভুবি  
৪৬ ॥ যদাতু বৈদিকী দীক্ষা দীক্ষা পৌরাণিকী  
তথা । ন শ্রাম্যস্তি বরারোহে তদৈব প্রবলঃ  
কলিঃ ॥ ৪৭ ॥ যদা তু পুণ্যপাপানাং পরীক্ষা  
বেদসম্ভবা । ন শ্রাম্যস্তি শিবে শাস্ত্রে তদৈব  
প্রবলঃ কলিঃ ॥ ৪৮ ॥ কচিস্থিমা কচিস্থিমা

সত্য কথা বলিতেছি, তুমি সত্য মর্মে  
অবধারণ কর । কুলধর্ম্য—সর্বধর্ম্য অপেক্ষা  
উত্তম ; ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অস্ত্র কোন ধর্ম্য  
নাই । এই পরম পথ, পশুসমূহে ও পু  
আছে । যখন প্রবল কলি প্রবৃত্ত হইবে, তখন  
অচিরে এই পথ প্রকাশ হইয়া উঠিবে ।  
৪১—৪৫ । আমি সত্য সত্য বলিতেছি,  
যখন কলিকাল প্রকৃষ্টরূপে ব্যক্তি হইবে,  
তখন কোলাচারী মনুষ্য ভিন্ন পশুচারী  
মনুষ্য পৃথিবীতে থাকিবে না । বরারোহে ।  
যখন দেখিবে যে, বৈদিকী দীক্ষা ও পৌরা-  
ণিকী দীক্ষা পৃথিবীতে থাকিবে না, তখন  
বুঝিবে যে, কলি প্রবল হইয়াছে । শাস্ত্রে ।  
শিবে । যৎকালে পাপ-পুণ্যের বেদোক্ত  
পরীক্ষা থাকিবে না, তখনই বিবেচনা করিবে  
যে, কলি প্রবল হইয়াছে । কুলেশ্বর ।  
যৎকালে সূর-ভরদ্বিজী কেবল শিবে,  
কোলাও ভিন্ন হইবেন, তখনই বুঝিবে যে,

যদা সুবতরঙ্গিণী । ভবিষ্যতি কুলেশানি  
তদৈব প্রবলঃ কলিঃ ॥ ৪৯ ॥ যদা তু  
শ্লেচ্ছজাতীয়া বাজানো ধনলোলুপাঃ । ভবি-  
ষ্যতি মহাপ্রাজ্ঞে তদৈব প্রবলঃ কলিঃ ॥ ৫০ ॥  
যদা প্তিরোহতি দুর্দান্তঃ কৰ্কশাঃ কলহে  
বতাঃ । গর্হিষ্যতি চ ভক্তীরং তদৈব প্রবলঃ  
কলিঃ ॥ ৫১ ॥ যদা তু মনবা ভূমো  
ক্রাজিতাঃ কামকিন্ধবাঃ । দ্ৰুহতি গুরুমিত্র-  
দীংস্তদৈব প্রবলঃ কলিঃ ॥ ৫২ ॥ যদা ক্ষৌণী  
প্লব্ধফলা ভোয়দাঃ স্তোকবধিগাঃ । অসম্যক-  
ফলিনো বৃক্ষাস্তদৈব প্রবলঃ কলিঃ ॥ ৫৩ ॥  
ভাতরঃ স্বজনামাত্য । যদা ধনকণেহয়া ।  
মিথঃ সংগ্রহিষ্যতি তদৈব প্রবলঃ কলিঃ ॥  
৫৪ ॥ প্রকৃটে মদ্যমাংসাদৌ নিন্দা-দণ্ড-

কলি প্রবল হইয়াছে । মহাপ্রাজ্ঞে ।  
যৎকালে শ্লেচ্ছজাতীয়েরা বাজা হইবে এবং  
তাহারা ধনলোলুপ হইবে, তখনই বুঝিবে  
যে কলি প্রবল হইয়াছে । ৪৬—৫০ ।  
যৎকালে জীগণ অতি দুর্দান্ত, কৰ্কশভাষিণী  
ও কলহ-নিরতা হইয়া স্বামীর নিন্দা করিবে,  
তখনই বুঝিবে যে, কলি প্রবল হইয়াছে ।  
যৎকালে পৃথিবীতে মনুষ্যগণ,—কামকিন্ধর  
ও স্ত্রীর বশীভূত হইয়া গুরু, মিত্র প্রভৃতির  
অবমাননা করিবে, তখনই বুঝিবে যে, কলি  
প্রবল হইয়াছে । যখন পৃথিবী প্লব্ধফলা  
মেষগমূহ, প্লব্ধবর্ষী ও বৃক্ষগমূহ প্লব্ধফল  
হইবে, তখনই বুঝিবে যে, কলি প্রবল  
হইয়াছে । যৎকালে ভাতরগণ, স্বজনগণ ও  
অমাত্যগণ বিস্তারিত-আকাজ্ঞা দ্বারা পর-

বিবর্জিত । গুড়পানং চরিষ্যতি তদৈব  
প্রবলঃ কলিঃ ॥ ৫৫ ॥ সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর-  
যথা মদ্যাদিসেবনম্ । কল্যাবপি তথা কুর্ঘ্যাৎ  
কুলধর্ম্মানুসারকঃ ॥ ৫৬ ॥ যে • কুর্ষতি  
কুলাচারং সত্যপুত্র জিতেশ্রিয়াঃ । ব্যক্তা-  
চাৰা দয়শীলা ন হি তান্ বাধতে কলিঃ ॥  
৫৭ ॥ গুরুশ্রাবণে যুগ্মা ভক্তা মাতৃপদা-  
নুজে । অনুবক্তাৎ স্বদরেণ ন হি তান্  
বাধতে কলিঃ ॥ ৫৮ ॥ সত্যবতাঃ সত্যনিষ্ঠাঃ  
সত্যধর্ম্মপরাধনাঃ । কুলমাধনমন্ত্যা যে ন

স্বাব বিবাদ করিয়া গ্রহাব করিবে, তখনই  
বুঝিবে যে, কলি প্রবল হইয়াছে । যৎকালে  
প্রকাশ্য স্থানে মদ্য-মাংস খাইলে নিন্দা ও  
দণ্ড বর্জিত হইবে, এবং সকলে গুড়রূপে  
সুরাপান করিবে, তখনই বুঝিবে যে, কলি  
প্রবল হইয়াছে । ৫১—৫৫ । সত্য, ত্রেতা  
ও দ্বাপর যুগে প্রকাশ্যে যে প্রকাব মদ্যাদি  
সেবন করা হইত, সেইরূপে কলিযুগেও  
কুল-ধর্ম্মানুসারে সেবন করিতে পারিবে ।  
যাহারা সত্য দ্বারা পবিত্র ও জিতেশ্রিয়  
হইয়া কুলাচারের অনুষ্ঠান করিবেন, যাহা-  
দের আচার সর্বত্র ব্যক্ত হইবে, যাহারা  
দয়ালীল হইবেন, কলি তাঁহাদিগকে পীড়া  
দিতে পারিবে না । যাহারা গুরু-শ্রাব্য  
নিযুক্ত থাকিবেন, যাহারা মাতার চরণ-কমলে  
ভক্তি করিবেন, যাহারা স্বপত্নীতেই অনু-  
রক্ত থাকিবেন, কলি তাঁহাদিগকে পীড়া  
দিতে পারিবে না । যাহারা সত্যবত  
সত্যনিষ্ঠ ও সত্যধর্ম্ম-পরাধন হইয়া, কুল-

• হি তান্ বাধতে কলিঃ ॥ ৫৯ ॥ কুলমার্গেণ  
তত্ত্বানি শোণিতানি চ যোগিনে । যে দ্ব্যুঃ  
সত্যবচসে নহি তান্ বাধতে কলিঃ ॥ ৬০ ॥  
হিংসা-মাৎসর্য্য-বিহীনা দম্ভদ্বেষমিবর্জিতাঃ ।  
কুলধর্ম্মেণ নির্মাণা যৈ নহি তান্ বাধতে  
কলিঃ ॥ ৬১ ॥ কৌলিকৈঃ সহ সৎসর্গং  
বসতিং কুলমাধু । কুর্কন্তি কৌলসেবাং  
যে ন হি তান্ বাধতে কলিঃ ॥ ৬২ ॥ নানা-  
বেশধরাঃ কৌলাঃ কুলাচারেণ নিশ্চলাঃ ।  
সেবন্তে ত্রাং কুলাচারৈর্নহি তান্ বাধতে  
কলিঃ ॥ ৬৩ ॥ জ্ঞানং দানং তপস্ত্যাগং ত্র্যম্বকং

সাধনকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিবেন,  
কলি তাঁহাদিগকে পীড়া দিতে পারিবে না ।  
যাঁহারা কুলধর্ম্মের পদ্ধতি অহুঁমাবে গোপিত  
মন্ত্র, মাৎস, মদ্য প্রভৃতি, সত্যবাদী  
যোগীকে প্রদান করিবেন, কলি তাঁহাদিগকে  
পীড়া দিতে পারিবে না । ৫৯—৬০ ।  
যাঁহারা হিংসা ও মাৎসর্য্য-বিহীন ; যাঁহারা  
দম্ভ ও দ্বেষণহীন এবং যাঁহারা কুলধর্ম্মনিষ্ঠ,  
কলি তাঁহাদিগকে পীড়া দিতে পারিবে না ।  
যাঁহারা কৌলিকদিগের সহিত সৎসর্গ করেন,  
কুলমাধুদিগের নিকট বসতি করেন, কুল-  
মধুদিগের সেবা করেন, কলি তাঁহাদিগকে  
পীড়া দিতে পারিবে না । যে সকল কুলধর্ম্ম-  
বলম্বী, কুলাচার হইতে বিচলিত না হইয়া  
বিবিধ বেশ ধারণপূর্ব্বক কুলাচারক্রমে  
ভোমার পূজা করেন, কলি তাঁহাদিগকে  
পীড়া দিতে পারিবে না । যাঁহারা কুলাচার  
অনুসারে, জ্ঞান, দান, তপস্যা, তীর্থদর্শন,

তর্পণম্বেব চ । যে কুর্কন্তি কুলাচারৈর্নহি  
তান্ বাধতে কলিঃ ॥ ৬৪ ॥ জীবসেকাদি-  
সংস্কারাঃ পিতৃশ্রাদ্ধাদিকাঃ ত্রিঘ্নাঃ । যে  
কুর্কন্তি কুলাচারৈর্নহি তান্ বাধতে কলিঃ ॥  
৬৫ ॥ কুলতন্ত্রং কুলজ্ঞানং কুলযোগিনেব চ ।  
নমস্করন্তি যে ভক্ত্যা নহি তান্ বাধতে  
কলিঃ ॥ ৬৬ ॥ কৌটিল্যানুতর্হীনানাং  
অচ্ছানাং কুলমার্গিনাম্ । পরোপকাবলতিনাং  
সাবুনাং কিঞ্চিৎ কলিঃ ॥ ৬৭ ॥ কলসেদ্য-  
সমুদ্রস্তা মহানিবো গুণাং ত্রিঘ্নে । সত্য-  
প্রতিজ্ঞকৌলানাং ত্র্যম্বকং সঙ্গজমাত্তমঃ ॥ ৬৮ ॥  
অপরে হু যুগে দেবি পুণ্যং পাপক মানসম্ ।

বস্ত ও তর্পণ করেন, কলি তাঁহাদিগকে  
পীড়া দিতে পারিবে না । যাঁহারা কুলাচার  
অনুসারে গভাধান প্রভৃতি সাধনের সংস্কার  
হইয়া পিতৃশ্রাদ্ধ প্রভৃতি ত্রিঘ্নাকলাপ করেন,  
কলি তাঁহাদিগকে পীড়া দিতে পারিবে না ।  
যাঁহারা ভক্তিপূর্ব্বক কুলতন্ত্র ও কুলজ্ঞানের  
আর্চনা করেন এবং কুলযোগীকে নমস্কার  
করেন, কলি তাঁহাদিগকে পীড়া দিতে পারিবে  
না । ৬১—৬৩ । কুটিলতা ও মিথ্যাচার-  
বিহীন, নিশ্চলচিত্তকর, কুলমার্গানুসারী,  
পরোপকান-বলে দানিক, নহি কলি মা-  
ধুদিগের দাম-বস্ত্রপ চইয়া থাকে । যে যি যে  
বিবিধ দোষ-সমুদ্রের মধ্যে ভ্রমণ করিয়া  
গুণ আছে যথা—মাৎসর্য্য-বিহীন কৌলিক  
গণের সঙ্গজমাত্তম শোভোলাভ হয় । যে  
দোষী । অর্থাৎ মানবগণের পাপ পুণ্য  
মানসিক ভিল, অর্থাৎ মদ্য ভ্রমণ, হইত,

নৃণামাসীৎ কলৌ . পুণ্যং কেবলং নতু  
 দুষ্কৃতম্ ॥ ৫৯ ॥ কুলাচারৈর্বিহীনা যে সত্যত-  
 সত্যভাষিণঃ । পরজ্ঞোহপরা যে চ তে নরাঃ  
 কলিকিঙ্করাঃ ॥ ৬০ ॥ কুলবর্জ্যস্তত্ত্বা যে  
 পরযোষিৎসু কাযুকাঃ । ষেষ্ঠারঃ কুল-  
 নিষ্ঠানাং তে জ্ঞেয়াঃ কলিকিঙ্করাঃ ॥ ৬১ ॥  
 স্গাচারপ্রমত্তেন কলেঃ প্রাবল্যলক্ষণম্ ।  
 মৎক্ষপাৎ কথিতং ভদ্রে প্রীতয়ে তব  
 পার্শ্বতি ॥ ৬২ ॥ একটোহন কলৌ দেবি সর্ক্স  
 ধর্ম্মাশ্চ দুর্ব্বলাঃ । দ্বাশ্রত্যেকং সত্যমাত্রং  
 তস্যাং সত্যময়ো ভবেৎ ॥ ৬৩ ॥ সত্যধর্ম্মং সম-  
 শ্রিত্য যৎ কর্ম্ম কুপ্যতে নরঃ । তদেব সফলং  
 কর্ম্ম সত্যং জানীহি সূত্রতে ॥ ৬৪ ॥ নহি

কলিয়ুগে কেবল মানসিক পুণ্য হইবে,—  
 পাপ হইবে না । যাহারা সত্যত মিথ্যা-বাক্য  
 করে, যাহারা পরেব অনিষ্টাচরণে তৎপর,  
 যাহারা কুলাচার-বিহীন, সেই সকল মনুষ্য  
 কলির কিকর । যাহারা কুলগার্গে অভক্তি  
 করে, যাহারা পরজ্ঞী-কাযুক এবং যাহারা  
 কুলাচার-নিরত ব্যক্তিদিগের দ্বেষ করে,  
 তাহাদিগকে কলি ব দাস বলিয়া জানিতে  
 হইবে । ৬৭—৭১ । হে পার্শ্বতি । হে  
 ভাদে ! স্গাচার-প্রমত্তে ভোগাব প্রীতির  
 নিমিত্ত সৎক্ষেপে কলি ব প্রবলতার লক্ষণ  
 কথিত হইল । হে দেবি ! এই কলি প্রবল  
 হইলে সমুদায় ধর্ম্মই দুর্ব্বল হইবে, কিন্তু  
 একমাত্র সত্যই থাকিবে । অতএব সত্যময়  
 হওয়া সকলেবই কর্তব্য । হে সূত্রতে !  
 মানব, সত্যধর্ম্ম আশ্রয় কবিয়া যে কর্ম্ম

সত্যং পদো ধর্ম্মো ন পাপমমৃত্যুং পবম্ ।  
 তস্যাধী সর্ক্সান্না মর্ত্যঃ সত্যমেকং সমাপ্রয়েৎ ॥  
 ৭৫ ॥ সত্যহীনো বৃথা পূজা সত্যহীনো বৃথা  
 জপঃ । সত্যহীনং তপো ব্যর্থম্ যদেব বপনং  
 যথা ॥ ৭৬ ॥ সত্যরূপং পরং ব্রহ্ম সত্যং হি  
 পরমং তপঃ । সত্যমূল্যঃ ক্রিয়াঃ সর্ক্সাঃ সত্যং  
 পরতরো নহি ॥ ৭৭ ॥ অতএব সয়া প্রোক্তং  
 দুষ্কৃতে প্রবলে কলৌ । কুলাচরোহপি  
 সত্যেন কর্তব্যো । ব্যক্তভাবতঃ ॥ ৭৮ ॥  
 গোপনাকীর্ত্তে সত্যং ন শুশ্রীষনুতং বিনা ।  
 তস্যাং প্রকাশতঃ কুর্য্যাৎ কৌলিকঃ কুলসাধ-  
 নম্ ॥ ৭৯ ॥ কুলধর্ম্মশ্চ শুশ্রীষ্য নানুতং

করিবে, সেই কর্ম্মই সফল হইবে, ইহা  
 সত্য বলিয়া জানিবে । সত্য-অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ  
 ধর্ম্ম আর কিছুই নাই ; মিথ্যা হইতে  
 পাপ-কার্য্য আর কিছুই নাই । অতএব  
 মানবের কর্তব্য এই যে, সর্ক্সাবস্থায় একমাত্র  
 সত্য অবলম্বন করা । দ্বার-ভূমিতে বীজ-  
 বপন যেমন নিষ্ফল, সেইরূপ সত্যহীন পূজা  
 বৃথা, সত্যহীন জপ বৃথা, সত্যহীন তপস্যাও  
 বৃথা । ৭২—৭৬ । সত্যরূপই পরমব্রহ্ম,  
 সত্যই পরম তপস্শব্দরূপ, সকল ক্রিয়াই  
 সত্যমূলক ; সত্য হইতে শ্রেষ্ঠতব আর  
 কিছুই নাই । অতএব আমি কর্তব্য উক্ত  
 হইল যে, পাপময় কলি প্রবল হইলে সত্য  
 অবলম্বনপূর্ব্বক প্রকাশভাবে, কুলাচারেব  
 অনুষ্ঠান করিবে । গোপন করিলে সত্যের  
 হানি হয় । মিথ্যা-বাক্য ব্যতীত গোপন  
 সম্ভব হয় না, অতএব কৌলিক-ব্যক্তি

শ্রীজ্ঞাপিতম্ । যত্নঃ কুলতঃ স্মৃন শস্ত্রং  
প্রবলে কলৌ ॥ ৮০ ॥ কুতে ধর্মশ্রুতাদ-  
স্ত্রেতয়াং পাদহীনকঃ । দ্বিপাদো দ্বাপবে  
দেবি পাদমাত্রং কলৌ যুগ্ম ॥ ৮১ ॥ তত্রাপি  
সত্যং বলবৎ তপঃ ধর্মঃ দয়াপি চ । সত্য-  
পাদে কুতে লোপে ধর্মলোপঃ প্রজায়তে ।  
তস্যাং, সত্যং, সমাজিত্য সর্গকর্ম্মাণি  
সাধয়েৎ ॥ ৮২ ॥ কুলাচারং বিনা যত্র  
নাষ্টপত্রঃ কুলেশ্বরী । তত্রানুতপ্রবেশশ্চেৎ  
কুতো নিঃশ্রেয়সং ভবেৎ ॥ ৮৩ ॥ সর্গথা  
সর্গপুত্ৰা মনুখেরিতবর্জনা । সর্গং কস্য  
নবঃ কুর্যাৎ স্বস্ববর্ণপ্রমোদিতম্ ॥ ৮৪ ॥

প্রকাশ্যভাবে কুলসাধন করিবে । আমি  
পূর্বে কুলশ্রেণে বলিয়াছি যে, কুলধর্ম্মের  
রক্ষার নিমিত্ত মিথ্যা-বাক্য নিষিদ্ধ নহে;  
কিন্তু কলির প্রবলতা হইলে, এই উপদেশ  
প্রশস্ত নহে । সত্যযুগে চতুষ্পাদ অর্থাৎ  
পরিপূর্ণ ধর্ম্ম ছিল । ত্রেতাযুগে তাহার এক  
পদ হীন হইয়া ত্রিপাদ হয় । দ্বাপব যুগে  
ধর্ম্ম দ্বিপাদমাত্র । কলিযুগে সেই ধর্ম্মের  
এক পাদমাত্র অবশিষ্ট আছে । ৭৭—৮১ ।  
সেই একপাদ ধর্ম্মেরও তপস্যা ও দয়া  
রূপ দুই অংশ ভগ্ন হইয়াছে,—একমাত্র  
সত্যংশই বলবৎ আছে । এক্ষণে সেই  
সত্যরূপ পাদ ভগ্ন করিলে, ধর্ম্ম লোপ হইয়া  
যাইবে । হে কুলেশ্বরী ! সেই কারণে সত্যকে  
সম্যকরূপে অবলম্বন করিয়াই সমুদায়  
কর্ম্ম সাধন করিবে । যে কলিকালে কুলাচার  
ব্যতিরেকে উপায়াস্তর নাই, সেই কলিকালে

দীক্ষাং পূজাং জপং হোমং পুণ্ডরীকতর্পণম্ ।  
অতোদ্যাহৌ পুংসবনং গীমন্তোদয়নং তথা ॥  
৮৫ ॥ জাতকর্ম্ম তথা নাম-চুড়াকরণমেব  
চ । সূতক্রিয়াং পিতৃশ্রাদ্ধং কুর্যাদাগম-  
সম্মতম্ ॥ ৮৬ ॥ তীর্থজ্ঞং রয়োৎসর্গং  
শারদোৎসবমেব চ । যাত্রাং গৃহপ্রবেশক  
নববস্ত্রাদিধারণম্ ॥ ৮৭ ॥ বাপীকপত্ভাগা-  
নাং সংস্কারং তিথিকর্ম্ম চ । গৃহারম্ভ-  
প্রতিষ্ঠাক দেবানাং স্থাপনং তথা ॥ ৮৮ ॥  
দিবাকৃত্যং নিশাকৃত্যং পর্ষকৃত্যং তৈষব চ ।  
ঋতুস-বর্ষকৃত্যং নিত্যং নৈমিত্তিকম্ যৎ ॥  
৮৯ ॥ কর্তব্যং যদকর্তব্যং ত্যাক্ত্যং প্রায়শ্চ-  
যত্তবেৎ । যতোক্তেন বিধানেন তৎ সর্গং

যদি মিথ্যা আচার প্রবেশ করে, তাহা হইলে  
কখনই মুক্তিলাভ হয় না । অতএব  
সর্গতোভাবে সত্য দ্বারা পরিজ্ঞাত হইয়া,  
সংকথিত পথানুসারে মানবগণ স্ব স্ব বর্ণ  
এবং আশ্রমেব উপযোগী দীক্ষা, পূজা, জপ,  
হোম, পুণ্ডরীক, তর্পণ প্রভৃতি সমুদায় কর্ম্ম  
আচরণ করিবে । বিশেষতঃ এইরূপে তাত,  
উদাহ, পুংসবন, গীমন্তোদয়ন, জাতকর্ম্ম,  
নামকরণ, চুড়াকরণ, অস্ত্রোপক্ৰিয়া, পিতৃ-  
শ্রাদ্ধ আগম সংগত করিবে । তীর্থজ্ঞ,  
রয়োৎসর্গ, শারদোৎসব, যাত্রা, গৃহ-প্রবেশ,  
নবন বস্ত্রাদি রাপি পরিধান, বাপী কপ  
তভাগ প্রভৃতি ধন ও সংস্কার, তিথিকৃত্য-  
কর্ম্ম, গৃহারম্ভ, গৃহপ্রতিষ্ঠা, দেবতা-স্থাপন,  
দিবাকৃত্য, রাতিকৃত্য, পর্ষকৃত্য, মাসকৃত্য,  
ঋতুকৃত্য, বর্ষকৃত্য, নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্ম,

সাধয়েন্নরঃ ॥ ৯০ ॥ ন কুর্যাদৃযদি মোহেন  
 দুর্গত্যপ্রকৃতিপি বা । বিনষ্টঃ সর্ব্বকর্ম্মভ্যো  
 বিষ্ঠায়াং স ভবেৎ কৃমিঃ ॥ ৯১ ॥ যদি  
 মন্যতমুৎস্রজ্য মহেশি প্রবলে কনৌ  
 যনা যৎ ক্রিয়তে কর্ম্ম বিপরীতায় তত্বেৎ ॥  
 ৯২ ॥ মন্যতামন্যতা দীক্ষা সাধকপ্রাণ-  
 ষাতিনী । পূজাপি বিফলা দেবি ছত্ৰং  
 ভস্মার্ণবং যথা ॥ ৯৩ ॥ দেবতা কুপিতা  
 তস্য বিঘ্নস্তস্য পদে পদে ॥ ৯৪ ॥ কলিকালে  
 প্রবৃক্ষে তু জ্ঞাতা মচ্ছাস্ত্রমগ্নিকে । যোহন্ত্ৰ-

কর্তব্য-কর্ম্ম, অকর্তব্য-কর্ম্ম, ত্যাজ্য-কর্ম্ম,  
 গ্রাহ্য-কর্ম্ম—এই সমুদায় মহাজ্ঞ বিধানানু-  
 সারে সাধন করিবে। ৮২—৯০। যদি  
 কোন ব্যক্তি মোহে বশতঃ, দুর্ব্বুদ্ধি বশতঃ  
 অথবা অপ্রজ্ঞা বশতঃ উক্ত কার্য্য সমুদায়  
 মহাজ্ঞ বিধানানুসারে সাধন না করে, তাহা  
 হইলে সে ব্যক্তি সর্ব্ব-কর্ম্ম-বহিষ্কৃত হইয়া  
 পরিশেষে বিষ্ঠাতে ক্রিমি হইয়া জগদ্রহণ  
 করিবে। হে মহেশ্বর! কলিযুগ প্রবল  
 হইলে যদি কেহ আমার মত পরিত্যাগ  
 করিয়া কর্ম্ম করে, তাহা হইলে ঐ কর্ম্ম  
 বিপরীত-ফলজনক হইবে। হে দেবি!  
 আমার মতের অসম্মত দীক্ষা, সাধকের  
 প্রাণষাতিনী হইবে এবং ভস্মে আচ্ছতি-  
 প্রদানের জ্ঞায় তাহার পূজাও নিষ্ফল হইবে।  
 বিশেষতঃ তাহার প্রতি দেবতা কুপিতা হই-  
 বেন এবং তাহার পদে পদে বিঘ্ন হইবে।  
 হে অগ্নিকে! কলিকাল প্রবল হইলে যে  
 ব্যক্তি মৎকথিত শাস্ত্র অবগত থাকিয়াও,

মার্গেঃ ক্রিয়াং কুর্য্যাৎ স মহাপাতকী ভবেৎ ॥  
 ৯৫ ॥ ত্রতোদ্বাহৌ প্রকুর্বাণৌ যে হন্ত্য  
 মার্গেণ মানবঃ । স যাতি নরকং যোয়ং  
 ধাবচ্চাদিবা কুরৌ ॥ ৯৬ ॥ ত্রতে ত্রয়াংধঃ  
 প্রোক্তঃ ত্রাতো । মাণবকো ভবেৎ । কেবলং  
 সূত্রবাহোহসৌ চাশ্বিনাদধমোহপি সঃ ॥ ৯৭ ॥  
 উদ্বাহিতাপি বা নারী জ্ঞানীয়াং সা তু  
 গাহিতা । উদ্বোঢ়াপি ভবেৎ পাপী সংসর্গাৎ-  
 কুলনাগ্নিকে । বেষ্টাগমমজং প্রাপ্য তস্য  
 পুংসো দিনে দিনে ॥ ৯৮ ॥ তদ্বস্তাদম-  
 তোয়াদি নৈব গুরুস্তি দেবতাঃ পিতরো-  
 হপি ন চান্ধস্তি যতস্তম্মলপুষ্পবৎ ॥ ৯৯ ॥

অন্য পথ অনুসারে কর্ম্ম করিবে, সে মহা-  
 পাতকী হইবে। ৯১—৯৫। ঐ ব্যক্তি অন্য  
 পথ অবলম্বন করিয়া ব্রত বা বিবাহ করিবে,  
 যতকাল চন্দ্র-সূর্য্য থাকিবে, সেই ব্যক্তি  
 ততকাল নরকবাসী হইবে। অন্য মতে  
 উপনয়ন হইলে ব্রহ্মহত্যা পাতক হইবে;  
 যাহার উপনয়ন হইবে, সে ব্রাত্য হইবে;  
 সে ব্যক্তি কেবল সূত্রবাহী এবং সে  
 চাণ্ডাল অপেক্ষাও অধম হইবে। হে  
 কুলনাগ্নিকে! তন্ত্র পদ্ধতি অনুসারে যে  
 নারী বিবাহিতা হইবে, সে নিন্দিতা এবং ঐ  
 বিবাহকারী পুরুষও তাহার সংসর্গে পাপী  
 হইবে, ইহা জানা উচিত। তাদৃশ বিবাহিতা  
 স্ত্রী গমনে, পুরুষের দিনে দিনে বেষ্টাগমন-  
 জনিত পাপ হইবে। দেবতারা সেই নারীর  
 হস্ত হইতে অন্ন-জলাদি গ্রহণ করিবেন না,  
 পিতৃলোকও তাহা শুষ্কণ বা পান করিবেন

ভয়োরপত্য কানীনঃ সৰ্ব্বধৰ্ম্মবহিকৃতঃ ।  
দৈবে পৈত্রে কুলাচারে নাদিকারোহুতঃ  
জায়তে ॥ ১০০ ॥ অশান্তিবন মার্গেণ  
দেবতাস্থাপনং চরেৎ । ন সান্নিধ্যং ভবেৎ  
তত্র দেবতাস্থাঃ কথংকন । ইহামুত্র ফলং  
নাস্তি কাশ্যকেশো ধনদায়কঃ ॥ ১০১ ॥ আগ-  
মোক্তবিধিং হিত্বা যঃ শ্রীকৃত্য কুরুতে নরঃ ।  
শ্রীকৃত্য তদ্বিকলং মোহপি পিতৃভির্নরকং  
ব্রজেৎ ॥ ১০২ ॥ তন্তোয়ং শোণিতসমং  
পিণ্ডো মলময়ো ভবেৎ । তস্মান্মর্ত্যঃ প্রয-  
ত্নেন শাক্ষরং মৃতমাত্রিয়েৎ ॥ ১০৩ ॥ বহুনা

না ; কারণ, তাহা মল-পুষ্পের তুল্য ।  
সেই শ্রী-পুষ্কযের যে সন্তান হইবে, সে  
কানীন এবং সৰ্ব্ব-ধৰ্ম্ম-বহিকৃত ৯৭—১০০  
সুতরাং অশান্তিব শাস্ত্র অর্থাৎ তন্ত্র ত্রিগ শাস্ত্র  
দ্বারা তাহার দৈবকর্ম, পিতৃকর্ম ও কুলাচার  
কর্মের অধিকার থাকিবে না । অশান্তিব  
অর্থাৎ তন্ত্র ত্রিগ শাস্ত্র-পদ্ধতি অনুসারে  
দেবমূর্তি স্থাপন করিলে, ঐ মূর্তিতে দেবতার  
সান্নিধ্য হইবে না ; তাহার হহলোক ও  
পরলোকে কোন ফল হইবে না । তাহার  
কেবল কাশ্যকেশ ও ধনদায়কতা সার হইবে ।  
যে ব্যক্তি আগমোক্তা বিধি ত্যাগ করিয়া  
শ্রীকৃত্য করিবে, তাহার সেই শ্রীকৃত্য নিষ্ফল  
হইবে এবং শ্রীকৃত্য, পিতৃলোকের সহিত  
নরকে গমন করিবে । তৎপ্রদত্ত জল  
শেষমিত-সদৃশ ও পিণ্ড মলময় হইবে ।  
অতএব মনুষ্যের সর্বতোভাবে শাক্ষর-  
প্রদর্শিত মৃত আশ্রয় করা কর্তব্য । যে

কিমুক্তেন সত্যং সত্যং ময়োচ্যতে ।  
অশান্তিবং কৃত্য কৰ্ম্ম সৰ্ব্বং দেবি নিরর্থ-  
কম্ ॥ ১০৪ ॥ অজ্ঞ তাবৎ পরো ধর্ম্মঃ  
পূর্বধর্ম্মোহপি নশ্রুতি । শান্ত্বাচারহীনশ্র  
নরকাগ্নেয় নিকৃতিঃ ॥ ১০৫ ॥ মনুদীরিত-  
মার্গেণ নিত্যনৈমিত্তিককর্মণাম্ । সাধনং  
যদাহোনি তদেব তব সাধনম্ ॥ ১০৬ ॥  
বিশেষাশ্রাধনং তত্র মন্ত্রযজ্ঞানিসংযুতম্ ।  
ভেদজং কলিরোগাপাৎ ভায়তাং গদতো  
মম ॥ ১০৭ ॥  
ইতি শ্রীমহানির্বানতন্ত্রে পরাক্রান্তিসাধনো-  
পক্রমো নাম চতুর্থ উল্লাসঃ ॥ ৪ ॥

দেবি । এখানে অধিক আর কি বলিব ?  
আমি সত্য সত্য বলিতেছি, শিবের অসম্মত  
যে কর্ম করিবে, সে সমুদায়ই নিষ্ফল  
হইবে । যাহারা মনুপ্রোক্ত আচার-হীন,  
তাহাদের তন্ত্র-কর্ম-জাত ধর্ম্ম নরকে থাকুক,  
পূর্ব সন্ধিত ধর্ম্মও নষ্ট হইবে এবং তাহাদের  
আর নরক হইতে উদ্ধার হইবে না । যে  
মহেশানি । মনুজ পদ্ধতি অনুসারে যে  
নিত্য-নৈমিত্তিক কর্মের সাধন, তাহাই  
তোমার সাধন হইবে । তাহার মধ্যে কলিরূপ  
রোগের ঔষধ প্রকৃপ বহুবিধ মন্ত্র ও যজ্ঞাদি-  
সংযুক্ত তোমার বিশেষ আরাধনা আমি  
বলিতেছি, শ্রবণ কর । ১০১—১০৭ ।

চতুর্থ উল্লাস সমাপ্ত ॥ ৪ ॥

## পঞ্চম উল্লাসঃ ।

শ্রীমদানির্ব্ব উবাচ । ত্বাদ্যা পবমা  
শক্তিঃ সর্ব্বশক্তিস্বরূপিণী । তব শক্ত্যা বঃ  
শক্তাঃ সৃষ্টি স্থিতি-লয়াদियু ॥ ১ ॥ তব  
রূপাণ্যনন্তানি নানাবর্ণাকৃতীনি চ । নানা-  
প্রয়াস-সাধ্যানি বর্ণিতুং কেন শক্যতে ॥ ২ ॥  
তব কার্যলেশেন কুলতজাগমাদিয়ু । তেষা-  
মর্চা-সাধনানি কথিতান যথামতি ॥ ৩ ॥  
গুপ্তসাধনমেতৎ তু ন কুত্রাপি প্রকাশিতম্ ।  
অন্ত প্রসাধাৎ কল্যাণি ময়ি তে করুণে-  
দৃশী ॥ ৪ ॥ ত্বয়া পৃষ্টমিদানীং তন্মাহং গোপ-

## পঞ্চম উল্লাসঃ ।

শ্রীমদানির্ব্ব কহিলেন,—তুমি আদ্যা ও  
পরমা-শক্তি । তুমি সর্ব্বশক্তি-স্বরূপা ।  
তোমার শক্তিপ্রভাবে আমার সৃষ্টি, স্থিতি  
ও প্রলয়াদি নানা-কার্য্যে সমর্থ হইয়াছি ।  
তোমার নানা বর্ণ, নানা আকার-বিশিষ্ট  
এবং বহুপ্রয়াসে সাধনার অনন্ত রূপ আছে ।  
কোন ব্যক্তি সে সমুদায় রূপ বর্ণন করিতে  
পারে ? তোমার রূপালেশ দ্বারা কুলতজ  
প্রভৃতি এবং আপন সমুদায়ে তোমার সেই  
সমুদায় রূপের পূজা ও সাধন যথামতি  
বলিয়াছি । কিন্তু এই গুপ্তসাধন কোথাও  
প্রকাশ করি নাই । হে কল্যাণি ! এই  
গুপ্তসাধন-প্রসাধে আমার প্রতি তোমার  
এতদূরী কৃপা হইয়াছে । প্রিয়ে । এমনে  
তোমা কর্তৃক পৃষ্ট হইয়া গোপন করিতে

দিতুং ক্ষমঃ । কথয়ামি তব প্রীত্যৈ মম  
প্রাণাধিকুং প্রিয়ে ॥ ৫ ॥ সর্ব্বহুঃখ-প্রাণমনঃ  
সর্ব্বাপত্তিনিবারকম্ । তৎপ্রাপ্তিমূলমচিরাৎ  
তব সন্তোষকারণম্ ॥ ৬ ॥ কলিকালস্যদীনানাং  
নুনাং স্বপ্নায়ুধাং প্রিয়ে । বহুপ্রয়াসানন্তানা-  
মেতদেব পরং ধনম্ ॥ ৭ ॥ ন চাত্র শ্রাস-  
বাহল্যং নোপবাসাদিসংযমঃ । সুখসাধা-  
মবাহল্যং ভুক্তানাম্ ফলদং মহৎ ॥ ৮ ॥  
তত্রাদৌ শৃণু দেবেশি মজ্জোদ্ধারক্রেমুং শিবে ।  
যন্ত অবশমাত্রেণ জীবনুক্তঃ প্রজায়তে ॥ ৯ ॥  
প্রাণেশৈস্তেজসীকৃতো ভৈরুণ্ডাব্যোমবিন্দুমান্ ।

সমর্থ হইলাম না । অতএব তাহা আমার  
প্রাণ অপেক্ষাও সমধিক প্রিয়তর হইলেও  
তোমার প্রীতির নিমিত্ত বলিতেছি—  
এই গুপ্তসাধন,—সর্ব্বহুঃখ-শান্তিজনক সর্ব্ব-  
বিপদ-বিনাশকারক ; এই গুপ্তসাধন তোমার  
সন্তোষের কারণ এবং ইহা দ্বারা অচিরাৎ  
তোমাকে প্রাপ্ত হওয়া যায় । প্রিয়ে ।  
কলিকালে স্বপ্নায়ু, কলিকাল্যুধ দ্বারা কাতর ও  
বহুপরিশ্রমে অসমর্থ মনুষ্যদিগের পক্ষে এই  
গুপ্তসাধনই পরম ধন । এই গুপ্তসাধনে,  
শ্রাস-বাহল্য নাই, উপবাস প্রভৃতি সংযমও  
নাই । এই সাধন সুখসাধ্য, সংক্ষিপ্ত ;  
অথচ ভুক্তগণের চতুর্কর্গ-ফলদাতা, সুতরাং  
ইহাই প্রেষ্ঠ । হে দেবেশি ! হে শিবে ।  
আমি প্রথমতঃ সে বিষয়ের মন্ত্রে দ্বারের ক্রেম  
বলিতেছি—অবশ কর । মনুষ্যগণ ইহা  
অবশ করিবাগাত্র জীবনুক্ত হইবে । হে  
প্রিয়ে । তৈজসে অর্থাৎ রেফে আকৃত

বীজমেতৎ সমুদ্ভূতং দ্বিতীয়মুক্তরং প্রিয়ে ॥  
১০ ॥ মক্ষা রক্ষসমাক্রুতা বামমেন্ত্রেন্দু-  
সংযুতা তৃতীয়ং শূন্য কল্যাণি দীপসংস্থঃ  
প্রজাপতিঃ ॥ ১১ ॥ গোবিন্দবিন্দুসংযুক্তঃ  
সাধকানাং সুখাবহঃ । বীজত্রয়াস্তে পরমেশ্বর  
সম্বোধনং পদম্ ॥ ১২ ॥ বহ্নিকান্তাবধিঃ  
প্রোক্তো দশাঙ্কোহয়ং মনুঃ শিবে । সর্ববিদ্যাস-  
ময়ী দেবী বিদ্যোঃ পবনেশ্বরী ॥ ১৩ ॥  
আদ্যত্রয়াণং বীজানাং প্রত্যেকং ত্রয়-

প্রাণেশ অর্থাৎ হকারে ভেক্তা (ঐ) যোগ  
করিয়া তাহাকে বোমবিন্দু অর্থাৎ অনুস্বাব-  
বিশিষ্ট করিবে, (ক্রীং) বীজ উচ্চারণ করিয়া,  
দ্বিতীয় বীজ উচ্চারণ করিবে । ৬—১০ । মক্ষা  
(ক্ষ) রক্তের (ব) উপর আব্রোহণ করিবে,  
তাহাতে বামমেন্ত্র (ঐ), ইন্দু অর্থাৎ  
অনুস্বাব যোগ করিয়া দ্বিতীয় মন্ত্র (ক্রীং)  
হইবে, কল্যাণি । পঞ্চাৎ তৃতীয় মন্ত্র অবন  
কর । প্রজাপতি (ক), দীপের (রেকের)  
উপর থাকিবে । তাহাতে গোবিন্দ (ঐ)  
এবং বিন্দু (ং) সংযোগ করিতে হইবে ।  
এই (ক্রীং) বীজ সাধকদিগের সুখজনক ।  
এই বীজত্রয়ের পবে “পবনেশ্বরী” এই  
সম্বোধন পদ । এই মন্ত্রের শেষাংশে  
বহ্নিকান্তা, ‘স্বাহা’ এই পদ, থাকিবে ; হে  
শিবে । (ক্রীং ক্রীং ক্রীং পরমেশ্বরী স্বাহা)  
এই দশাঙ্কের মন্ত্র কথিত হইল । সর্ব-  
বিদ্যা স্বরূপা এই মন্ত্রাঙ্গিকা • দেবী, পর-  
মেশ্বরী বিদ্যা । সাধকগ্রেষ্ঠ সর্বাভীষ্ট-  
দাত্রী । নিমিষ, ছাপা বীজত্রয়ের মধ্যে,

মেব বা । আজপেৎ সাধকাদীশঃ সর্ব-  
কামার্থসিদ্ধয়ে ॥ ১৪ ॥ বীজাদ্যত্রয়ং দ্বিতী-  
মস্ত নাপি দশাঙ্করী । কামবাগুজব-  
ত্তরাদ্যা সস্ত নষ্টাঙ্করী ত্রিধা ॥ ১৫ ॥  
দশাঙ্কমন্ত্রপদাৎ কালিকে পদমুচ্চরেৎ ।  
পুনরাদ্যত্রয়ং বীজং বহ্নিকান্তা ততো  
বদেৎ ॥ ১৬ ॥ যোড়শীং সমাখ্যাতা সর্ব-

একটি একটি বীজ কিংবা তিনটিই জপ  
করিবে । মন্ত্র-প্রথম বীজত্রয় (ক্রীং ক্রীং  
ক্রীং) পরিত্যাগ করিলে, কথিত দশাঙ্কর  
মন্ত্র একটি সপ্তাঙ্কর মন্ত্র (পরমেশ্বর  
স্বাহা) রূপেও পরিণত হয় এবং এই  
সপ্তাঙ্কর মন্ত্রের পূর্বে কাম-বীজ (ক্রীং)  
বা বীজ (ক্রীং) তার (ওঁ) যোগ করিয়া  
দিলে, তিনটি অষ্টাঙ্করী মন্ত্র হয় । (যথা—  
ক্রীং পরমেশ্বরী স্বাহা । ক্রীং পরমেশ্বরী  
স্বাহা । ওঁ পরমেশ্বরী স্বাহা) । ১১—১৫ ।  
পূর্বেক্ত দশাঙ্কর মন্ত্রের সম্বোধন পদের  
অন্তে, ‘কালিকে’ এই পদ উচ্চারণ করিবে ।  
তৎপরে আদ্য বীজত্রয় (ক্রীং ক্রীং ক্রীং)  
উচ্চারণ করিয়া, বহ্নিবিন্দু (স্বাহা) পদ  
বলিবে । (ক্রীং ক্রীং ক্রীং পরমেশ্বরী  
কালিকে ক্রীং ক্রীং ক্রীং স্বাহা) এই  
যোড়শ-বর্ণময়ী মন্ত্র যোড়শী বলিয়া  
আখ্যাতা ; সমুদায় তন্ত্রে শুভা আছেন ।  
এই মন্ত্রের আদিতে যদি বনু (স্বীং)  
অথবা (ওঁ) যোগ করা যায়, তাহা হইলে  
হুইটী সপ্তদশাঙ্কর মন্ত্র হইবে । (যথা—  
স্বীং ক্রীং ক্রীং ক্রীং পরমেশ্বরী কালিকা

তন্ত্রেযু গোপিতা । বধ্বাদ্যা প্রণবাদ্যা চেদেযা  
সম্পদশীর্ণবিধা ॥ ১৭ ॥ তব মন্ত্রা অসংখ্যাতাঃ  
কোটিকোটিবর্ষনাস্তথা । সংক্ষেপাদত্র কথিতা  
মন্ত্রাণাং দ্বাদশ প্রিয়ে ॥ ১৮ ॥ যেযু যেযু চ  
তন্ত্রেযু যে যে মন্ত্রাঃ প্রকীর্তিতাঃ তে সর্বৈ  
তব মন্ত্রাঃ সূত্রমাদ্যা প্রকৃতির্ধ্বজঃ ॥ ১৯ ॥  
এতেষাং সর্বমন্ত্রাণামেবমেব হি সাধনম্ ।  
কথয়ামি তব শ্রীতৈ তথা লোকহিতায় চ ॥  
২০ ॥ কুলাচারং বিনা দেবি শক্তিমন্ত্রে ন  
সিদ্ধিঃ । তস্যাং কুলাচারতঃ সাধয়েচ্ছক্তি-  
সাধনম্ ॥ ২১ ॥ মদ্যং মাংসং তথা মৎস্যং মূত্রা  
মৈথুনমেব চ । শক্তিপূজাবিধানাদ্যে পঞ্চ-  
তন্ত্ৰং প্রকীর্তিতম্ ॥ ২২ ॥ পঞ্চতন্ত্ৰং বিনা

ক্রীং ক্রীং ক্রীং স্বাহা । ওঁ ক্রীং ক্রীং ক্রীং  
পরমেশ্বরী কালিকে ক্রীং ক্রীং ক্রীং স্বাহা) ।  
হে প্রিয়ে ! তোমার কোটি কোটি অর্বুদ,  
সুতরাং অসংখ্য মন্ত্র । এখানে সংক্ষেপে  
দ্বাদশটী মাত্র কথিত । যে যে তন্ত্রে যে যে মন্ত্র  
কথিত হইয়াছে, তৎসমুদায়ই তোমার  
মন্ত্র । যেহেতু তুমিই আদ্যা প্রকৃতি । এই  
সমুদায় ভিন্ন ভিন্ন মন্ত্রে সাধন একই  
প্রকার ; আমি জগতের হিতসাধন এবং  
তোমার শ্রীতির নিমিত্ত সেই সাধন বলি-  
তেছি । ১৩—২০ । হে দেবি ! কুলাচার  
বিনা শক্তি-মন্ত্র সিদ্ধিপ্রদ হয় না । অতএব  
কুলাচারে নিরত হইয়া, শক্তি সাধন করিতে  
হইবে । হে আদ্যা ! শক্তি পূজা-বিধানে  
মদ্য, মাংস, মৎস্য, মূত্রা, মৈথুন—এই  
পঞ্চতন্ত্ৰ কীর্তিত হইয়াছে । পঞ্চতন্ত্ৰ ব্যতীত

পূজা অভিচারায় বজ্রতে । নেষ্টসিদ্ধির্ভবেৎ  
তন্ত্ৰ বিদ্বস্তস্ত পদে পদে ॥ ২৩ ॥ শিলায়াং  
শস্ত্রবাপে চ যথা নৈবাকুরো ভবেৎ । পঞ্চতন্ত্ৰ  
বিহীনায়াম্ পূজায়াম্ ন ফলে ভবঃ ॥ ২৪ ॥  
প্রাতঃকৃত্যং বিনা দেবি নাদিকারী তু কস্মিন্ ।  
তস্মাদাদৌ প্রথম্যামি প্রাতঃকৃত্যং যথো-  
চিতম্ ॥ ২৫ ॥ রজনীশেষয়ামস্ত্র শেবার্জ-  
মরুণোদয়ঃ । তদা সাধক উথায় মুক্তস্বাপঃ  
কৃতাসনঃ । ধ্যায়ৈচ্ছিমি শুক্লান্ত্রে দ্বিনেত্রং  
দ্বিভুজং গুরুম্ ॥ ২৬ ॥ শ্বেতাস্বরপরিধানং  
শ্বেতমাল্যানুলেপনম্ । বরাভয়করং শান্তং  
করুণাময়বিগ্রহম্ ॥ ২৭ ॥ বাসেনোৎপল-

পূজা করিলে, তাহা অভিচারেব নিমিত্ত  
অর্থাৎ প্রাণধাতক হইয়া উঠে । তাহাতে  
সাধকের ইষ্টসিদ্ধি হয় না এবং পদে পদে  
বিদ্ব হয় । প্রস্তরের উপরে শস্ত্র বপন  
করিলে যেমন ভাস্কর হয় না, সেইরূপ  
পঞ্চতন্ত্ৰ-বিহীন পূজাতে ফল জন্মিতে পারে  
না । হে দেবি ! প্রাতঃকৃত্য না করিলে  
কস্মি অধিকার হয় না, তজ্জন্ম সর্বাত্মো  
যথোচিত প্রাতঃকৃত্য বলিতেছি । ২১—২৫ ।  
রজনীর শেষ প্রহরের শেষার্ধ্বে অরুণোদয়  
সময় বনে ; সেই সময়ে সাধক নিদ্রা-  
পরিত্যাগপূর্বক উষিত হইয়া আমন বন্ধ  
করিয়া, মস্তকে শুক্ল-পদ্মে উপবিষ্ট, দ্বিভুজ,  
দ্বিনেত্র গুরুকে ধ্যান করিবেন । তিনি  
শুক্ল-বস্ত্র পরিধান করিয়া আছেন, তিনি  
শ্বেতমাল্য-যুক্ত ও শ্বেতচন্দন দ্বারা অলু-  
গিষ্ঠ এবং একহস্তে বর ও এক হস্তে

ধারিণ্যা শস্যালিঙ্গিতবিগ্রহম্ । মোরানরং  
সুপ্রসন্নং সাধকাভীষ্টদায়কম্ ॥ ২৮ ॥ •এবং  
ধ্যাত্বা কুলেশানি মানসৈরুপচারৈকৈঃ । পূজ  
য়িত্বা জপেশ্বরী বাগ্ভবং বীজমুত্তমম্ ॥ ২৯ ॥  
যথাশক্তি জপং কৃত্বা সমর্প্য দক্ষিণে করে ।  
ততস্তত্র প্রণমেদ্যমান্ মন্ত্রোপনয়নৈঃ সদুত্তরম্ ॥  
৩০ ॥ ভবপাশবিনাশায় জ্ঞানদৃষ্টিপ্রদর্শিনে ।  
নমঃ সদুত্তরবে তুভ্যং ভুক্তি-মুক্তিপ্ৰদায়িনে ॥  
৩১ ॥ নরাকৃতিপরব্রহ্ম-রূপায়জ্ঞানহারিনে ।  
কুলধর্মপ্রকাশায় তমৈঃ শ্রীগুরুবে নমঃ ॥ ৩২ ॥

অভয় দ্বান করিতেছেন । তিনি শান্ত এবং  
করণাময়-শরীর, অর্থাৎ শরীর দেখিলেই  
তঁাহাকে দয়ালু বলিয়া বোধ হয় । বাম-ভাগ-  
স্থিতা উৎপলেশ্বরী তদীয় শক্তি তঁহার  
শরীর আলিঙ্গন করিয়া রহিয়াছেন । তঁহার  
বদন ঈষৎ হাস্যযুক্ত, তিনি সুপ্রসন্ন এবং  
সাধুদিগকে অভীষ্ট বর প্রদান করিতেছেন ।  
হে কুলেশ্বরী ! মন্ত্র-সাধক ব্যক্তি এইরূপ  
ধান করিয়া, মানসিক উপচার দ্বারা পূজা  
করিয়া গুরু-মন্ত্র-শ্রেষ্ঠ বাগ্ভব বীজ (ওঁ )  
জপ করিবে । সুবুদ্ধি ব্যক্তি এইরূপে  
যথাশক্তি জপ করিয়া, দক্ষিণ-হস্তে জপ  
সমর্পণপূর্বক, বাম্যমাণ মন্ত্র পাঠ করিয়া,  
মঙ্গলরূপে প্রণাম করিবে । আপনি সমস্ত  
শুভাল-মোচনের জন্ত জ্ঞানোদয় উদীয়িত  
করিয়া দিয়াছেন এবং আপনি ভোগ ও  
মোক্ষ প্রদান করিয়া থাকেন । অতএব  
আপনি সদুত্তর ;—আপনাকে নমস্কার, ।  
যিনি মনুষ্যরূপী হইয়াও পবনস্বভাবরূপ

প্রণেতা এবং গুরু তত্ত্ব চিন্তয়েমিচ্ছদেতাং ।  
পূর্ববৎ পূজয়িত্বা তৎ মূলমন্ত্রজপং চরেৎ ॥  
৩৩ ॥ যথাশক্তি জপং কৃত্বা দেব্যা বামকরে-  
হর্পয়েৎ । মন্ত্রোপনয়নৈঃ মতিমান প্রণমেদ্যিষ্ট-  
দেবতাম্ ॥ ৩৪ ॥ নমঃ মল্লম্বরূপিণী জগ-  
দ্ধাত্রো নমো নমঃ । আদ্যাট্যে কালিকাট্যে  
তে কট্যে হট্যে নমো নমঃ ॥ ৩৫ ॥ নমস্কা  
বহির্গচ্ছেদামপাদপুংসম্ । তাত্ত্বিক মূর-  
পূরীযক দত্তদায়নমোচরেৎ ॥ ৩৬ ॥ ততো গুরা  
জলাভ্যামে জ্ঞানং কৃত্বা যথাবিধি । আদ্যাবপ  
উদ-শ্রুত প্রবিশেৎ সলিলে ততঃ ॥ ৩৭ ॥

যিনি অজ্ঞান-বিনাশক এবং কুলধর্ম প্রকা-  
শক, সেই শ্রীগুরুকে নমস্কার । ২৬ ৩২ ।  
এইরূপে গুরুকে প্রণাম করিয়া, নিজ দেব-  
তাকে চিন্তা করিবে । অনন্তর পূর্ববৎ  
অর্থাৎ মানস-উপচার দ্বারা নিজ দেবতাব  
পূজা করিয়া মূল-মন্ত্র জপ করিবে । যথা-  
শক্তি জপ করিয়া দেবীর বাম-হস্তে জপ  
সমর্পণ করিবে এবং জ্ঞানী ব্যক্তি নক্ষত্র-ম-  
ন্ত্র দ্বারা ইষ্টদেবতাকে নমস্কার করিবে, —  
তুমি মল্লম্বরূপিণী,—তোমাকে নমস্কার ।  
তুমি জগদ্ধাত্রী,—তোমাকে পুনঃপুনঃ নম-  
স্কার এবং তুমি জগদ্ধাত্রী-মন্ত্র-সাধারন  
আদ্যা কালিকা,—তোমাকে পুনঃপুনঃ  
নমস্কার । এইরূপে ইষ্টদেবতাকে প্রণাম  
করিয়া অগ্রে বামচরণে অগ্রেপপূর্বক বহির্গমন  
করিবে । পরে মল-মূর পরিমাণ করিয়া  
মুস্তদাবন করিবে । অনন্তর বিন্দুশব্দে  
নিবর্তি গমন পূর্বক জ্ঞানম-মোচন করিয়া

নাভিমাংসজলে স্থিত্বা মলানামপনুত্তয়ে ।  
সকল জ্ঞান তথোন্মাদ্য মন্ত্রমাচমনং চরেৎ ॥  
৩৮ ॥ আত্মবিদ্যাশিবৈষ্ণবৈঃ সাহাঈঃ  
সাধকগ্রন্থীঃ । ত্রিঃ প্রাণাপো দ্বিরমৃত্যু  
চাচমেৎ কুলসাধকঃ ॥ ৩৯ ॥ কুলযজ্ঞং মন্ত্রগর্ভং  
বিগিহ্য মণিলে সুধীঃ । মূলমন্ত্রং দ্বাদশধা  
তথোপরি জপেৎ প্রিয়ে ॥ ৪০ ॥ তেজোরূপং  
জগৎ ধাত্বা সূর্য্যমুদ্যত্বা দেশিকঃ । তন্তে যৈ-  
জ্যগলীনা দত্ত্বা তেনৈব পাথমা ত্রিধা । অভি-  
যিচ্য স্বমূর্দ্ধানং সপ্তচ্ছিদ্রাণি রোধয়েৎ ॥ ৪১ ॥  
ততস্ত দেবতাপ্রীত্যে ত্রির্নিমজ্জ্য জগান্তরে ।

জলে অবতরণ করিবে । ৩৩—৩৭ । নাভি-  
মাংস জলে অবস্থিত হইয়া, শরীরের  
মল অপনয়ন নিমিত্ত একবারমাত্র স্নান  
করিয়া, উন্নয়ন হইয়া মন্ত্রাচমন করিবে ।  
সাধকগ্রেষ্ঠ কুলসাধক “আত্মতত্ত্বায় সাহা,  
বিদ্যাভ্যাসায় সাহা, শিবতত্ত্বায় সাহা” এই মন্ত্র  
দ্বারা তিনবার জলপান পূর্বক দুইবার  
ওষ্ঠাবর মার্জ্জমরূপ আচমন করিবে ।  
সুধী ব্যক্তি, জলেত্রিকোণ কুলযজ্ঞ লিখিয়া,  
তন্মধ্যে মূলমন্ত্র লিখিবে । হে প্রিয়ে । তাহার  
উপর দ্বাদশবার মূলমন্ত্র জপ করিবে । পরে  
সাধক, সেই মন্ত্রপুত জলকে তেজোরূপ  
ভাবনা করিয়া, সূর্য্যদেবের উদ্দেশে তিন  
অঞ্জলি জল প্রদান পূর্বক, সেই জল দ্বারা  
তিনবার আপনার মস্তক অভিযিজ্ঞ করিয়া  
মুখ, নাসিকাধর, কর্ণধর ও চক্ষুধর—এই  
সপ্তচ্ছিদ্র রোধ করিবে । অনন্তর দেবতার  
প্রীতির নিমিত্ত জলমধ্যে তিনবার নিমগ্ন

উথায় গাত্রং সংমার্জ্জ্য পিদধ্যাক্কুণ্ডলমস্মা ॥ ৪২ ॥  
সূর্য্যদ্যা ভগ্নানা বাপি ত্রিপুণ্ড্রং বিন্দুসংযুতম্ ।  
ললাটে তিলকং কুর্ধ্য দণ্ডায়ত্যা বন্ধকুণ্ডলঃ ॥ ৪৩ ॥  
বৈদিকীং তান্ত্রিকীংৈব যথাক্রমমযোগতঃ ।  
সম্ব্যং সমাটরেগজী তান্ত্রিকীং শৃণু কথ্যতে ॥  
৪৪ ॥ আচম্য পূর্ববৎ তোরৈস্তীর্থাত্মাবাহয়ে-  
চ্ছিবৈ ॥ ৪৫ ॥ গঙ্গে চ যমুনে চৈব  
গোদাবরি সরস্বতি । নর্ম্মদে সিন্ধু কাবেরি  
জলেহস্মিন্ সন্নিধিৎ কুরু ॥ ৪৬ ॥ মন্ত্রেণানেন  
মতিমান্ মুদ্রয়াক্কুণ্ডলং জয়া । আবাহ্য তীর্থং  
মণিলে দ্বীপং দ্বাদশধা জপেৎ ॥ ৪৭ ॥ তত-

হইয়া উত্থানপূর্বক গাত্র মার্জ্জনে করিয়া  
শুদ্ধ বস্ত্রদ্বয় অর্থাৎ উত্তরীয় ও পরিধেয় বস্ত্র  
ধারণ করিবে । ৪৩—৪২ । অনন্তর গায়ত্রী  
দ্বারা শিখা বহান করিয়া, মস্তিকা অথবা  
ভস্ম দ্বারা ললাটে বিন্দুযুক্ত ত্রিপুণ্ড্র তিলক  
ধারণ করিবে । সাধক, যথাক্রমে বৈদিকী  
ও তান্ত্রিকী সন্ধ্যা করিবে । তান্ত্রিকী সন্ধ্যা  
বলিতেছি—প্রাণ কর । হে শিব । জল  
দ্বারা পূর্ববৎ মন্ত্রে আচমন করিয়া বক্ষ্যমাণ  
মন্ত্র দ্বারা নানাতীর্থের আবাহন করিবে ।  
মন্ত্র,—হে গঙ্গে । হে যমুনে । হে  
গোদাবরি । হে সরস্বতি । হে নর্ম্মদে ।  
হে সিন্ধু । হে কাবেরি । তোমরা এই  
জলে সন্নিহিত হও । বুজিমান ব্যক্তি এই  
মন্ত্র পাঠ করিয়া অকুণ্ডল-মুদ্রা দ্বারা জলমধ্যে  
তীর্থ আবাহন করিবে এবং আবাহিত  
তীর্থ-জলের উপর দ্বাদশবার মূলমন্ত্র জপ  
করিবে । ৪৩—৪৭ । পরে মূলমন্ত্র উচ্চারণ-

স্তোত্রোত্তরো বিষ্ণুস্তোত্রা ভূমৌ যিনিষ্কিপেৎ ।  
মধ্যমাণামিকাযোগানুলোচনপূর্বকম্ ॥৪৮॥  
সম্ভবানং সমুদ্রানগভিষিচ্য ততো জলম্ ।  
বামহস্তে সগাদায় চ্ছাদয়েদক্ষপানিমা ॥৪৯॥  
জ্ঞান-বায়ুবরণ-বহ্নীজ-বীজপঞ্চকম্ । প্রজপা  
বেদধা তেয়ং দক্ষহস্তে সমানয়েৎ ॥ ৫০ ॥  
বীজ্য তেজোময়ং ধাত্বা চৈভ্যাকৃত্য সাধকঃ ।  
দেহান্তঃ কলুষং তেন রেচরেৎ পিঙ্গাখ্যায় ॥  
৫১॥ নিকৃষ্য শুরভৌ বজ্রশিলায়া যজ্ঞমুচ্চ নু ।  
ত্রিবারং তাড়য়ন্ যজ্ঞী হস্তৌ প্রক্ষালয়েৎ  
ততঃ ॥ ৫২ ॥ আচম্যোক্তেন মন্ত্রেণ সূর্য্য-

পূর্বকং সেই জল হইতে পরস্পর-সংযুক্ত  
মধ্যমা ও অনামিকা অঙ্গুলি দ্বারা ভূমিতে  
তিনবার জলক্ষিপ্য মন্ত্রেণ করিবে ।  
ঐরূপে ঐ জলবিদ্যু দ্বারা আপনার মস্তক  
অভিষিক্ত করিবে । পরে কিঞ্চিৎ জল  
বাম-করতলে গ্রহণ করিয়া দক্ষিণ হস্ত দ্বারা  
আচ্ছাদন করিবে । পরে ঐ বাম-হস্ত  
জলের উপর জ্ঞানবীজ, (হং), বায়ুবীজ,  
(যং), বরণবীজ, (বং), বহ্নীবীজ (বং) ইন্দ্র-  
বীজ (লং), এই—পাঁচটি বীজ, চারিবার  
জপ করিয়া, সেই জল দক্ষিণ-হস্তে গ্রহণ  
করিবে । পরে সাধক সেই জলকে দক্ষিণ  
এবং তাহাকে তেজোময় ভাবনা করিয়া,  
ইড়া (বাম-নাসিকা) দ্বারা অকর্ষণপূর্বক  
সহি জলের সহিত শারীরিক ও মানসিক  
পাপ পিঙ্গল্যাদায়ী নাড়ী (দক্ষিণ-নাসিকা)  
দ্বারা নিঃসারিত করিবে । সাধক, কলুষ  
নিঃসারিত করিয়া, 'মহী' এই মন্ত্র উচ্চারণ

সূর্য্যং নিবেদয়েৎ ॥ ৫৩ ॥ তারমাহংস-  
ইতি ঘৃণিষ্য ততঃ পরম্ । ইদমর্ঘ্যং তুভ্য-  
মুক্তা দদ্যাম্ স্বাহেতুর্দীপয়ন্ ॥ ৫৪ ॥ ততো  
ধ্যায়েন্নাহাদেবীং গায়ত্রীং পরদেবতাম্ ।  
প্রাতঃসম্যাহ্নমাহ্নে ত্রিকপাং গুণভেদতঃ ॥  
৫৫ ॥ প্রাতঃসম্যাহ্নে রক্তবর্ণাং দ্বিজুজা  
কুমারিকাম্ । কমণ্ডলুং তীর্থপূর্ণমক্ষমালাক  
বিন্ধতীম্ । কৃষ্ণাজিনাঃসমধরাং হংসাকৃতাং  
শুচিষিতাম্ ॥ ৫৬ ॥ মধ্যাহ্নে তাম্ শ্যাম-  
বর্ণাং বৈকবীক চতুর্ভুজাম্ । শ্যামচক্র-  
গদাপদ্মধারিণীং গরুড়াসনাম্ ॥ ৫৭ ॥  
পীনোত্তুঙ্গকুচবদ্রাং বনমালাবিভূষিতাম্ ।

করত সমুখে কল্পিত বজ্রশিলার উপরিভাগে  
সেই জল তিনবার তাড়িত করিয়া হস্তদ্বয়  
প্রক্ষালন করিবে । ৪৮—৫২ । অনন্তর  
আচমন করিয়া, বক্ষ্যমাণ এসিদ্ধ মন্ত্র দ্বারা  
সূর্য্যার্য্য প্রদান করিবে । তার (ওঁ), মায়া  
(স্বীং), ইহার পর 'ঘৃণি স্বর্ঘ্য' তাহার পর  
'ইদমর্ঘ্যং তুভ্যং' বলিয়া 'স্বাহা' পদ উচ্চারণ  
করত অর্ঘ্য দান করিবে । অনন্তর প্রাতঃ-  
কালে, মধ্যাহ্নকালে এবং সন্ধ্যাকালে, এবং  
তারতম্যানুসারে ত্রিকপিনী পরম-দেবতা  
মহাদেবী গায়ত্রীর ধ্যান করিবে । প্রাতঃকালে  
রক্তবর্ণা, দ্বিজুজা কুমারী, তীর্থোদক-পূর্ণ  
কমণ্ডলু এবং মিশ্রল মালা-ধারিণী, কৃষ্ণাজিন-  
পরিধানা, হংসাকৃতা এবং বিভূষিতা-  
শোভিতা ব্রাহ্মী ব্রহ্ম শক্তিকে ধ্যান করিবে ।  
মধ্যাহ্নকালে শ্যামবর্ণা, চতুর্ভুজা, শ্যামচক্র-  
গদা-পদ্মধারিণী, গরুড়াসনা, যবতী, পীন ও

সুবর্তীং সততং ধ্যায়ৈশ্বর্যো মার্জিতমণ্ডলে ॥  
 ৫৮ ॥ সাগায়ে বরদাং দেবীং গায়ত্রীং  
 সংসারেন্দ্রিতিঃ । শুক্লাং শুক্লাশ্রবধরাং বুধাসন-  
 কৃতান্তরাম্ ॥ ৫৯ ॥ ত্রিনেত্রাং বরদাং পাশাং  
 শূলকং নৃকরোটিকাম্ । বিভ্রতীং কবপদ্বন্দ্বা-  
 নুজাং গলিতযৌবনাম্ ॥ ৬০ ॥ এবং ধ্যান্তা  
 মহাদেবৈঃ জ্ঞানানামঞ্জলিত্রয়ম্ । দত্বা জপেৎ  
 তু গায়ত্রীং দশধা শতধাপি বা ॥ ৬১ ॥  
 গায়ত্রীং শৃণু দেবেশি বদামি তব ভাবতঃ ।  
 আদ্যাট্যৈ পদমুচ্চাৰ্য্য বিদ্রাহে তদনন্তরম্ ॥  
 ৬২ ॥ পরমেশ্বর্যো ধীমহি তন্নঃ কালী প্রচো-

উচ্চস্তনী বনমালা-বিভূষিতা বৈষ্ণবী শক্তিকে  
 রবিমণ্ডলে সতত ধ্যান করিবে । ৫০—৫৮ ।  
 জিতেজিয় ব্যক্তি সাংকালে শুকবর্ণা, শুক-  
 বস্ত্র-পরিধারী, বুধাসনে আসীন, ত্রিনেত্রা,  
 কক্কমল-চতুষ্টয়ে বর, পাশ, শূল ও নৃকপাল  
 ধারিণী বৃদ্ধা এবং বিগত যৌবনা বরদা  
 গায়ত্রী-দেবীকে স্মরণ করিবে । এইরূপ  
 ধ্যান করিয়া মহাদেবীকে তিন অঞ্জলি জল  
 প্রদানপূর্ব্বক শতবার কিংবা দশবার গায়ত্রী  
 জপ করিবে । হে দেবেশি ! আমি তোমার  
 অভিপ্রায় অনুসারে গায়ত্রী বলিতেছি—  
 জপ কর : প্রথমতঃ ‘আদ্যাট্যৈ’ পদ উচ্চা-  
 রণ করিয়া, পরে ‘বিদ্রাহে’ এই পদ উচ্চারণ  
 করিবে । পরে পরমেশ্বর্যো ধীমহি তন্নঃ  
 কালী প্রচোদয়াৎ’ ইহা বলিবে । (‘আদ্যাট্যৈ  
 বিদ্রাহে পরমেশ্বর্যো ধীমহি তন্নঃ কালী  
 প্রচোদয়াৎ’ এই সম্পূর্ণ গায়ত্রী । ইহার  
 অর্থ,—আমরা আদ্যা পরমেশ্বরীকে প্রাণ

দয়াৎ । এমাত্তু তব গায়ত্রী মহাপাপ-  
 প্রণাশিনী ॥ ৬৩ ॥ ত্রিগুণামেত্যাং প্রাজপম্  
 সন্ধ্যায়াঃ ফলমাপ্নুয়ৎ । ততস্ত তপয়েদ্-  
 ভজে দেবর্ষিপিতৃ দেবতাঃ ॥ ৬৪ ॥ প্রণবঃ  
 সন্ধিতীর্থাখ্যাতপঃ মি নমঃপ্ৰদম্ । শব্দো  
 তু প্রণবে মায়াং নমঃস্থানে দ্বিষ্টং বদেৎ ॥  
 ৬৫ ॥ মূলান্তে সর্ব্বভূতান্তে নিবাসিষ্টো পদং  
 বদেৎ । সর্ব্বস্বরূপাং ঐশ্বর্য্যো মায়াধাপি  
 তথা পঠেৎ ॥ ৬৬ ॥ সাবরণাং সচতুর্থীং

হইবার নিমিত্ত যাহাকে চিন্তা করি ও  
 যাহাকে সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করি, সেই জগৎ  
 কারণ-স্বরূপা কালী আশাদিগকে ঈশ্বর, অর্থ,  
 কাম ও মোক্ষে বিনিযুক্ত করুন ।) মহাপাপ-  
 ধ্বংসকারিণী এই তোমার গায়ত্রী বলিলাম ।  
 ৫৮—৬৩ । হে ভজে । যিনি ত্রিগুণা  
 ইহা জপ করেন, তিনি নিত্য ত্রিগুণা-  
 কবণের ফল লাভ করেন । পবে দেব,  
 ঋষি, পিতৃগণ এবং ঐষ্টদেবতাকে তর্পণ  
 করিবে । প্রথমতঃ প্রণব উচ্চারণ করিয়া,  
 দ্বিতীয়ান্তে তত্ৎ নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক  
 পরিশেষে ‘তপয়ামি নমঃ’ এই পদ উচ্চারণ  
 করিবে । শক্তি-বিষয়ে অর্থাৎ ঐষ্টদেবতা-  
 তর্পণে প্রণবস্থলে মায়াগীজ (হ্রীং) যোগ  
 করিয়া, ‘নমঃ’ স্থানে দ্বিষ্ট অর্থাৎ ‘স্বাহা’  
 যোগ করিবে । মূল-মন্ত্রের ( হ্রীং ক্রীং ক্রীং  
 পরমেশ্বরী স্বাহা এই মন্ত্রের ) পর ‘সর্ব্বভূত’  
 এই পদ, তৎপরে ‘নিবাসিষ্টো’ এই পদ  
 উচ্চারণ করিবে । অনন্তর ‘সর্ব্বস্বরূপাং’  
 এই পদ উচ্চারণ করিয়া, ‘সায়ুধাট্যৈ’

উক্ত দেব পরাংপরাম্ । অদ্যাদ্যে কালিকাঠে  
তে ইদমর্থ্যং ততো দ্বিত্যং ॥ ৬৭ ॥ অনেন্দ্রিয়ার  
মহাদেবৈক মত্যা মূলং অপেৎ সুধীঃ । যথা-  
শক্তি জপং কৃতা দেব্যা বামকরে পূর্ণয়েৎ ॥ ৬৮ ॥  
প্রথম্য দেবীং পূজার্থং জলমাদায় সাধকঃ ।  
নত্যা তীর্থং পঠন্ স্তোত্রং দেবতাদ্ব্যাম-  
তৎপরঃ ॥ ৬৯ ॥ যগ্নমগ্নপমাগত্য পানি-  
পাদৌ বিশোধয়েৎ । ততো দাবস পুরতঃ  
সামান্যার্থ্যং প্রকল্পয়েৎ ॥ ৭০ ॥ ত্রিকোণ-  
বৃত্তভূমিস্থং মণ্ডলং রচয়েৎ সুধীঃ । আধার-  
শক্তিং মংপূজ্য তত্রাধারং নিয়োজয়েৎ ॥ ৭১ ॥

এই পদ পাঠ করিবে । অনন্তর 'সাবরণাঠে  
পর্যাপরাঠে অদ্যাদ্যে কালিকাঠে' এই পদ  
উচ্চারণ করিয়া, 'ইদমর্থ্যং প্রাহা' ইহা  
বলিবে । সুধী ব্যক্তি, এই মন্ত্র দ্বারা মহা-  
দেবীকে অর্ঘ্য দান ও তৎপরে যথাশক্তি  
মূল-মন্ত্র জপ করিয়া, দেবীর বামহস্তে জপ  
সমর্পণ করিবে । ৬৪—৬৮ । পরে সাধক,—  
দেবীকে প্রণাম, পূজাব নিমিত্ত জলগ্রহণ  
এবং তীর্থকে নমস্কার কবিয়া স্তব পাঠ করিতে  
করিতে ইষ্টদেবতার ধ্যানে তৎপর হইয়া  
যাগমন্ত্রপে 'আগমনপুষ্পক' হস্ত পদ শোষণ  
করিবে ; তদনন্তর দ্বারদেবতার সামুদ্রিক  
সামান্যার্থ্য স্থাপন করিবে । সামান্যার্থ্য করি-  
বার বিবরণ এই,—জ্ঞানবান্ ব্যক্তি একটি  
ত্রিকোণ, তাহার বহির্দেশে একটি গোলা-  
কার মণ্ডল, তাহার বহির্দেশে একটি চক্ৰ-  
ফোপ মণ্ডল রচনা করিয়া তাহাতে ( 'ও  
আধারশক্তি' নমঃ 'এই মন্ত্র পাঠপূর্বক

অন্তেণ স্তোত্রং প্রকাল্য জগদ্রাজ্য প্রপূর্য চ ।  
নিখিপ্য নক্ষত্র পুষ্পক তীর্থপ্রাবাহয়েৎ ততঃ  
॥ ৭২ ॥ আধার পাঠেত্তোত্রমু বহুর্কলশিম্বঃ  
চমু । পূজয়িত্ত্বতদনন্তর্য মায়াবীজেন মন্ত্রয়েৎ ৭৩  
প্রদর্শয়েৎকৈরুযোনিং সামান্য্য যামিদং স্মৃতম্ ।  
ততস্তজ্জলপুষ্পক পুষ্পে দ্বারদেবতাঃ ॥ ৭৪ ॥  
গণেশং দেব পালকং বটুকং যোগিনীং তথা ।  
গজাংক যমুনাটকং লক্ষ্মীং বালীং ততো

গজ-পুষ্পাদি দ্বাবা ) আধারশক্তির পূজা  
করিয়া, তাহাতে আধার স্থাপন করিবে ।  
অনন্তর 'অত্রায় মটু' এই মন্ত্র দ্বারা পাঠ  
প্রকালন করিয়া, ( 'ঐ পাঠ রাখিয়া ) 'নমঃ'  
এই মন্ত্র দ্বারা তাহা জল-পুণ্ডিত করিবে,  
তাহাতে গজ-পুষ্প নিষ্কলন করিয়া তীর্থ  
সকল আনাহন করিবে । আধারে অগ্নির,  
পাঠে সূর্য্যমণ্ডলের এবং জলে চন্দ্রমণ্ডলের  
পূজা করিয়া, দলবার সামান্যীজ ( 'ঐ' ) জপ  
দ্বারা সেই জল মন্ত্রপুত করিবে । অনন্তর  
তৎপরি ধেনুমজা ও যোগিনীমো প্রদর্শন  
করিবে । এইটি সামান্যার্থ্য বলিয়া বুদ্ধিত ;  
পরে সেই জল ও পুষ্প দ্বারা দ্বারদেবতা-  
দিগের পূজা করিবে । ৭২—৭৪ । এই  
দ্বারদেবতাগণেরা মদো গণেশ, ক্ষেত্রপাল,  
বটুক, যোগিনী, গজা, যমুনা, লক্ষ্মী ও মর-  
জতী—ইত্যাদিগকে ( গং গণেশায় নমঃ, ক্ষে-  
ত্রপালায় নমঃ, বং বটুকায় নমঃ, গাং  
যোগিনৌ নমঃ, গাং দক্ষাটয় নমঃ, গাং  
যমুনাটয় নমঃ, জীং লক্ষ্মীয়া নমঃ, গীং মর-  
জতৌ নমঃ, এই সমুদ্র য মন্ত্র দ্বারা ) পূজা

যজ্ঞে ॥ ৭৫ ॥ ক্রিষ্ণে স্পৃশ্যে বামশাখাঃ  
 বামপাদপূরঃসূর্য্যে মারুতে দেব্যাঃ পদা-  
 ভ্রোজঃ মণ্ডপঃ ত্রিংশৎ সূর্য্যঃ ॥ ৭৬ ॥  
 নৈমিত্ত্যাদি দ্বিগুণা দ্বিগুণা ত্রিগুণা সম-  
 র্চয়ন্তু । সামান্যার্থ্য্য ভোজেন প্রোক্ষ্যেৎ-  
 যাগমন্দিরম্ ॥ ৭৭ ॥ অনন্তরং সাধকেন্দ্রো-  
 দিব্যদৃষ্টাবলোকনৈঃ । দিব্যানুসারয়েদ্বিরা-  
 নস্তাতিশ্যাস্ত্রিঙ্গগান্ ॥ ৭৮ ॥ পার্শ্বদ্বাভ্য-  
 ত্তিষ্ঠিতৌমানিতি শিষ্টান্ নিবারণয়েৎ ।  
 চন্দনামৃতকম্বুরীকপূৈর্য্যাগমণ্ডপম্ ॥ ৭৯ ॥  
 ধূপেণ্ডে স্বোপবেশার্থং চতুঃস্রং ত্রিকোণকম্ ।

করিবে । পরে জ্ঞানবান ব্যক্তি দ্বাবস্থিত  
 চতুঃস্রের বামদিকের কাষ্ঠ ক্রিষ্ণে স্পর্শ  
 পূর্ব্বক বামপাদ অগ্রসর করিয়া, ভগবতীর  
 পাদপদ্ম স্পর্শ করিতে করিতে পূজাগৃহে  
 প্রবেশ করিবে । পরে পূজাগৃহ মধ্যে  
 নৈমিত্তিকোণে (ও বাস্তপুরুষায় নমঃ ও ঈশায়  
 নমঃ, ও ব্রহ্মণে নমঃ এইরূপ মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক  
 গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা) বাস্তপুরুষ, ঈশ ও  
 ব্রহ্মার আর্চনা করিয়া সামান্যার্থ্যের জল  
 দ্বারা যাগমন্দির প্রোক্ষিত করিবে । পরে  
 সাধকেন্দ্র, অনিমেঘ-নয়নে উর্দ্ধদর্শন দ্বারা  
 দিব্য বিদ্র সর্বল বিদূরিত করিবে এবং ‘ফট্’  
 এই মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক জলক্ষেপে আকাশ-  
 সম্বন্ধা যঃ বিদ্র দূর করিবে । পবে  
 তিনবার পদতলপার্শ্ব আত্মতে ভৌম  
 বিদ্র নিবারণ করিবে । চন্দন, অমৃত,  
 কম্বুরী ও কম্বুরী দ্বারা পূজাগৃহ আয়ো-  
 দিত করিবে । আপনার উপবেশনার্থ,

বিলিখ্য পূজয়েৎ তত্র কামরূপায় নমঃ ॥  
 ৮০ ॥ তদাসনং সমাপ্তীর্ঘ্য কামমাদার-  
 শক্তিভ্যঃ কমলাসনায় নমো মন্ত্রেণ বাসনং  
 যজ্ঞে ॥ ৮১ ॥ উপনিষ্ঠাসনে বিদ্বান্  
 প্রোক্ষ্যথা পূজয়ন্তু ॥ ৮২ ॥ বিজয়াং  
 পরিমোদয়েৎ ॥ ৮৩ ॥ তারং মায়াং  
 সমুচ্চর্য্য অমৃতং অমৃতোত্তমং । অমৃতবর্ষিনি  
 ততে হমুত্তমাকর্ষয় দিবা ॥ ৮৪ ॥ মক্ষিৎ দেহি  
 ততো ক্রাব্যং কালিকং মে তত্তৎ পশু বশ-  
 মানয় ঠংসয় সংবিদ শোভনে মন্ত্রে ॥ ৮৫ ॥  
 মূলমন্ত্রং দ্ব্যুবারং প্রোক্ষ্য দিজ্যোপবি ।  
 অ বাহুদ্ব্যধিগুদং ধেমুযে নিং প্রদর্শয়েৎ ॥ ৮৬

ত্রিকোণ গর্ভ, চতুঃস্র মণ্ডল লিখিয়া, ঐ  
 মণ্ডলে কামরূপকে “কামরূপায় নমঃ” এই  
 মন্ত্র দ্বারা পূজা করিবে । ৭৫—৮০ । পবে  
 সেই মণ্ডলের উপরি, আসন বিস্তারিত  
 করিয়া কম্বুরী (কীং) উচ্চারণপূর্ব্বক  
 “আধারশ্রুয়ে কমলাসনায় নমঃ”—এই  
 মন্ত্র দ্বারা অসনকে পূজা করিবে । ধর্ম্মজ্ঞ  
 সাধক ব্যক্তি পূর্ব্বমূল বা উত্তরমূল হইয়া  
 বীর সন যদ্যে সেই পূজিত আসনে উপবেশন  
 পূর্ব্বক বিজয়া শোধন করিবে । তার (ও)  
 ও মায়াগীত্র (হ্রীং) উচ্চারণ করিয়া,  
 “অমৃতং অমৃতোত্তমং অমৃতবর্ষিনি অমৃত-  
 মাকর্ষয়াকর্ষয় দিক্টিং দেহি কালিকাং মে  
 বশমানয় স্বাহা ।” সংবিদ শোভনের এই  
 মন্ত্র । অনন্তর সেই বিজয়ার উপরি সাতবার  
 মূলমন্ত্র জপ করিয়া, আবাহনী, স্থাপনী,  
 সন্নিধাপনী, সম্বিরোধিনী, সমুখীকরণী, ধেমু

৩৩২ গাংগা সরস্বতী যথা মতে কল্পদ্রুম ।  
 ত্রিষ্টম তর্গগোন্দবীং জ্বলন্ত মনুচ্চরন্ত ॥  
 ৮৬ ॥ বাগ্ভবং বদন্ত্যন্য বাগ্ভানিনি পদং  
 ততঃ । মন জিহ্বাগ্রে স্থিতিভব সর্বমন্ত-  
 বগন্ধম্ । স্বাহাত্তেইব মনুন্মা জুহুয়াং কুণ্ডলী-  
 মুখে ॥ ৮৭ ॥ স্বীকৃত্য সংবিদ্যাং বাগবর্তোক্তে  
 শ্রী গুরু বসম্ । দক্ষিণে চ গণেশানন্দাদ্যং  
 মধ্যে মনাতনীম্ ॥ ৮৮ ॥ কুম্ভাঙ্কিণ্ডো  
 জ্বল দেবীধামপরাযণঃ । পূজাজ্যাদি  
 সর্বাদি দক্ষিণে স্থাপয়েৎ সুধাঃ । বামে  
 সুবাসিতং ত্রৈলোক্যং কুলদ্রব্যাদি ধনি চ ॥ ৮৯ ॥  
 অস্ত্রাংস্তমূলমন্ত্রেণ স্যামান্ত্রার্থোদকেন চ ।

এবং যোনিমুদ্রা প্রদর্শন করিবে। যেকোন  
সংস্কৃতমুদ্রা অর্থাৎ শুদ্ধপদিস্ত তত্ত্বমুদ্রা দ্বারা  
সহজাব পদো, বিজয়া দ্বারা তিনবার শুদ্ধাব  
তর্পণ করিবে; সেইরূপ মূল মন্ত্র উচ্চারণ  
করিয়া, হৃদয়ে তিনবার দেবীর তর্পণ করিবে।  
৮১-৮৬। বাগ্‌ভব (ঐঃ) পরে 'বদ বদ'  
তাহার পর 'বাং দিনি' এই পদ; অনন্তর  
যেম জিহ্বাগ্রে স্থিৰীভব সর্বসম্মানকবি  
স্বাস্ত্য এই মন্ত্র, অর্থাৎ "ঐঃ বদ বদ  
বাং দিনি সর্বসম্মান বশস্বরি স্বাস্ত্য" ইহা পাঠ  
করিয়া, কুণ্ডলী-মুখে দিয়া দ্বারা অর্পিত  
দিবে। উক্তরূপে বিজয়া প্রণ করিয়া,  
বাগ্‌কর্ণের উচ্চদেশে ক্রীতরূপে, দক্ষিণ-  
কর্ণের উচ্চদেশে গণেশকে এবং মধ্য-  
স্থানে সনাথনীর আদ্যা কালীকে লেপন  
করিবে। সুবুদ্ধি মনক কঠোরনিপুটে  
দেবীকে দ্যান করিয়া সকল পুণ্যদায়া

১০ ॥ সর্বদা সর্বদা সর্বদা সর্বদা ॥  
 ১১ ॥ সর্বদা সর্বদা সর্বদা সর্বদা ॥  
 ১২ ॥ সর্বদা সর্বদা সর্বদা সর্বদা ॥  
 ১৩ ॥ সর্বদা সর্বদা সর্বদা সর্বদা ॥  
 ১৪ ॥ সর্বদা সর্বদা সর্বদা সর্বদা ॥  
 ১৫ ॥ সর্বদা সর্বদা সর্বদা সর্বদা ॥  
 ১৬ ॥ সর্বদা সর্বদা সর্বদা সর্বদা ॥  
 ১৭ ॥ সর্বদা সর্বদা সর্বদা সর্বদা ॥  
 ১৮ ॥ সর্বদা সর্বদা সর্বদা সর্বদা ॥  
 ১৯ ॥ সর্বদা সর্বদা সর্বদা সর্বদা ॥  
 ২০ ॥ সর্বদা সর্বদা সর্বদা সর্বদা ॥

দক্ষিণে এবং জুলাসিত জা. ও যাহা কুল-  
দ্রব্য, তৎসমুদায় বামে স্থাপিত। মূল-  
মন্ডলের আশে 'ফট' যোগ করিয়া তাহা পাঠ  
করত সামান্যার্থের অংশীভূত জন দ্বারা  
সমুদায় পূজোপকরণ প্রোক্ষিত করিয়া জন-  
দ্বারা দিয়া বেষ্ঠন করিবে। পরে বহির্দ্বার  
(২২) মন্ত্র দ্বারা বহিঃপ্রার্থন করিবে।  
পরে করতলকি করিবার জন্য দুই হস্তে চন্দন-  
সংযুক্ত দুগ্ধ গ্রহণপূর্ব্বক "কঃ" এই মন্ত্র  
পাঠ করত ঐ মচন্দন দুগ্ধ যথন বরিষা  
ফেলিয়া দিবে, ৮৭—৯১। হে শিবো।  
পূজ্যব-মিলিত তর্জিনী ও মধ্যমা তর্জুনি  
দ্বারা নাম-হস্ত-তলে নামে ওঁ. কঃ দীক্ষা-  
বার হাতি দিয়া 'কঃ' এই মন্ত্র পাঠ করত  
ছোটিকা (অক্ষুণ্ণি দানি) দ্বারা দশাননদান  
ও তৎপশ্চাৎ ভূঃস্বর্গ্য করিবে। ভূঃস্বর্গ্য  
বিবরণ এই,—মানকশেঠ, পীঠ প্রোক্ষণে  
উচ্চারণ (টিং) করত শব্দ স্বাপন এই 'দম-  
স্ত্র মনকে নৃগাবান (প্রাণ চক্ষু) মনি

ভাম্ । স্বাধিষ্ঠানং সমানীয তত্ত্বং তেজো  
নিয়োজয়েৎ ॥ ৯৪ ॥ গন্ধাদিজ্ঞানসংযুক্তাং  
পৃথিবীমপ্য সংহরেৎ । রসাদি জিহ্বয়া  
সার্কং জলমুগৌ বিলাপয়েৎ ॥ ৯৫ ॥ রূপাদি  
চক্ষুযা সার্কমগ্নিং বায়ৌ বিলাপ্য চ । স্পর্শা-  
দিত্তগুণতঃ বায়ুযাকালেশ্চবিলাপয়েৎ ॥ ৯৬ ॥  
অহঙ্ক বে হরেদ্যোম সশব্দং তদাহত্যপি । মহ-  
ত্বেৎ প্রাকৃতৌ তাং ত্র্যক্ষণি বিলাপয়েৎ ॥ ৯৭ ॥  
ইথাং বিলাপ্য মতিমান বায়ুশ্চৌ বিচি-  
ন্তয়েৎ । পুরুষং কৃষ্ণবর্ণং রক্তশাশ্বতবিলো-

বেশিত করিয়া ত্র্যক্ষণ দ্বারা কুণ্ডলীকে উত্থা-  
পন এবং পরে “হংস” এই মন্ত্র পাঠ করিতে  
করিতে পৃথিবীর সহিত তাঁহাকে স্বাধিষ্ঠানে  
( দ্বিতীয় চক্রে নাভিমূলে ) আনয়নপূর্বক  
পৃথিবী প্রভৃতি সকল কার্যতত্ত্ব, যথাক্রমে  
জলাদি কারণ-তত্ত্বে প্রবেশিত করিবে ।  
ত্র্যপেন্দ্রিয়, গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ এবং শব্দের  
সহিত পৃথিবীকে জলে সংহত করিবে,  
রসেন্দ্রিয় এবং রসাদিগুণ চতুর্দ্বয়ের সহিত  
জলকে অগ্নিতে ( তেজে ) বিলীন করিবে ।  
রূপাদিগুণত্রয় এবং চক্ষুস সহিত অগ্নিকে  
( তেজ ) বায়ুতে বিলীন করিয়া স্পর্শ, শব্দ,  
ত্বক-ইন্দ্রিয়-সমন্তিব্যাহত বায়ুকে আকাশে  
বিলীন করিবে । ৯২—৯৬ । শব্দ, অর্থাৎ  
শব্দ ও শ্রোত্র সহ আকাশকে অহঙ্কারে  
এবং অহঙ্কারকে বুদ্ধিতত্ত্বে সংহত করিবে ।  
বুদ্ধিতত্ত্বকে প্রকৃতিতে এবং সেই সর্ব-  
প্রাসিনী প্রকৃতিকে ত্র্যক্ষে লীন করিবে ।  
অবুদ্ধি ব্যক্তি এইরূপে তত্ত্ব সকল বিলীন

চক্ষু ॥ ৯৮ ॥ খড়্গা-চর্ম্মধবং ত্রুক্ষ্মমধুঃ-  
পরিমণকম্ । সর্বপাপপ্লবপঞ্চ সর্বদা-  
ধে'মুখস্থিতম্ ॥ ৯৯ ॥ ততস্ত বামনাসায়াং  
“বং” বীজং ধূমার্ণবম্ । সংচিন্ত্য পুরয়েৎ  
তেন বায়ুং ফেড়শমাত্রয়া । তেন পাপিত্তাবৎ  
দেহং শোষয়েৎ সাধকাত্মনীঃ ॥ ১০০ ॥  
নাভৌ “১২” রক্তবর্ণং ধ্যান্তা তজ্জাতবহ্নিনা ।  
চতুঃষষ্টিয়া কুন্তকেন দহেৎ পাপপ্লবং তনুম্ ১০১  
ললাটে বারুণং বীজং শুক্রবর্ণং বিচিন্ত্য চ ।  
দ্বাত্রিংশতা বেচঃ কন প্ল বয়েদমৃতাস্তম্ ॥ ১০২

কবিয়া বায়ু কুন্তিকে, কৃষ্ণবর্ণ তাত্র-লোহিত-  
শাশ্বত, আরক্ত-নয়ন, খড়্গা-চর্ম্মধারী, ত্রোধা-  
বিষ্ট, অসুষ্ঠমাত্র-পরিমিত, সর্বদা অধোমুখে  
অবস্থিত, সর্বপাপ প্লব পুরুষকে চিন্তা  
করিবে । তাহার পর বাম নাসিকায় ধূম-  
বর্ণ “বং” বীজ চিন্তা করিয়া ষোড়শবার ঐ  
বীজ জপ করিতে করিতে সেই বামনাসা  
দ্বারা বায়ু আবির্ষণ করিবে । অনন্তর সাধকো-  
ক্তম সেই আকৃষ্ট বায়ু দ্বারা পাপপ্লব দেহকে  
শোষিত করিবে । নাভিতে রক্তবর্ণ ( রং )  
বীজ ধ্যান করত কুন্তক ( নিশাম-প্রশাম  
রোধ ) করিয়া চতুঃষষ্টিবার ঐ বীজ জপ  
করিতে করিতে তজ্জাত অগ্নি দ্বারা পাপ  
পরাধু নিজ দেহ দহ করিবে । ৯৭—১০১ ।  
ললাটে শুক্রবর্ণ বারুণ বীজ ( বং ) চিন্তা  
করিয়া আকৃষ্ট ও তৎপশ্চাৎ কুন্তিত নিশাম  
বায়ু ত্যাগ করত ঐ বীজ দ্বাত্রিংশৎবার জপ  
করিতে করিতে তজ্জপন অমৃত-জল দ্বারা  
দহ প্লবীকে প্লাবিত করিবে । এইরূপে

আপাদ-লীয়াপধ্যস্তমাপ্রা-ব্য তদনন্তরম্ । উৎ-  
পন্নং ভাবয়েদেহং নবীনং দেবতাময়ম্ ॥  
১০৩ ॥ পৃথিবী-বীজং পীতবর্ণং মূলাধারে  
বিচিস্তম্ । তেন বিদ্যাবলোকেন দৃষ্টী-  
কুৰ্য্যানিজাং তনম্ ॥ ১০৪ ॥ হৃদয়ে হস্তমাদায  
জাং জ্বীং জ্যোং হং ম উচ্চবন্ । সোহহং  
মমেন তদেহে দেব্যাঃ প্রাণানুনিলাপয়েৎ ॥  
১০৫ ॥ ভূতশুদ্ধিঃ বিধায়েতং দেবী-স্বরূপ-  
ময়ঃ । সমাহিতমনাঃ কুৰ্য্যানাত্মকাত্মাসম-  
ন্বিকৌ ॥ ১০৬ ॥ মাতৃকায়া ঋষিভ্যঃ গায়ত্রী চন্দ্র-  
ঈরিতম্ । দেবতা মাতৃকা দেবী বীজং ব্যঞ্জন-  
সংজ্ঞকম্ ॥ ১০৭ ॥ পরাশ্রিত্য শ্রীভগবতঃ সর্গঃ

পাদ ইহিতে মস্তক পর্যন্ত সম্পূর্ণরূপে  
প্লাবিত কবিয়া তাহার পর দেবতাময় নব-  
শরীর উৎপন্ন হইয়াছে—ইহা ভাবিবে ।  
পরে মূলাধার-চক্রে পীতবর্ণ পৃথিবী-বীজ  
( লং ) চিত্তা করত ঐ বীজ উচ্চারণ ও  
অনিমেঘ-দর্শনে অচির-জাত নিজ শরীরকে  
দৃঢ় করিবে । স্ত্রী বর্ণে হস্ত স্থাপন করিয়া,  
'জাং জ্বীং জ্যোং হংসঃ' উচ্চারণের পর  
'সোহহং' যোগ কবিয়া ঐ মন্ত্র দ্বারা সেই  
নবজাত দেবতাময় দেহে দেবী-প্রাণ-  
প্রতিষ্ঠা করিবে । ১০৬ অঙ্গিকৈ । এইরূপে  
ভূতশুদ্ধি বিধান করিয়া "আমি দেবী-স্বরূপ"  
এই চিন্তা করত একাগ্র-চিত্তে মাতৃকাত্মাস  
করিবে । ১০২—১০৬ । ( মাতৃকাত্মাস  
বর্ণ— ) এই মাতৃকাত্মাসের অঙ্গ—নাথ,  
গায়ত্রী—চন্দ্র, মাতৃকা সর্বস্বতী-দেবী--দেবতা,  
ব্যঞ্জনবর্ণ—গীং, ধ্রুববর্ণ—খাঁকি এবং বিসর্গ

কীলক-পরিণীতম্ । লিপিক্রাসে ময়া  
দেবি বিনিয়োগপ্রয়োগিতা । ঋষিভ্যাসং বিধা-  
য়েবং করাজ্ঞাসমাচরেৎ ॥ ১০৮ ॥ জাং জ্বাং  
মধ্যে কবর্গক হ্রীং জ্বীং-মধ্যে চবর্গকম্ । উৎ-  
উৎ-মধ্যে টবর্গক এবং ঐং-মধ্যে তবর্গকম্ ॥  
১০৯ ॥ ওং উৎ-মধ্যে পবর্গক যাদি-জাতং  
ববাননে । বিম্বমর্গাক্ষরালে চ যড়জে মম  
ঐরিতং ॥ ১১০ ॥ বিম্বমর্গাক্ষরালিখিতা যাদ্যেভ্যাত্ম-

—কীলক বলিয়া বীজিত হইয়াছে । হে  
মহাদেবি । লিপিক্রাসে বিনিয়োগ প্রয়োগ  
করিবে । এইরূপে ঋষিভ্যাস করিয়া কব-  
ক্রাস এবং হৃদয়াদি জ্ঞানক্রাস করিতে-  
হইবে । ( ১ ) 'জাং' 'জ্বাং' এই দুই বর্ণের  
মধ্যে কবর্গ ( ককাবাদি পদ্যবর্ণ ) অর্থাৎ  
প্রথমে 'জাং' তাহার পর 'কং খং গং ঘং  
ঙং' পবে 'জ্বাং' ( এইরূপ অর্থ আশ্রয়  
জানিবে ) । ( ২ ) 'হ্রীং' 'জ্বীং' এই দুই  
বর্ণের মধ্যে চকাবাদি পদ্যবর্ণ, ( ৩ ) 'উৎ'  
'উৎ' দুই বর্ণের মধ্যে টকাবাদি পদ্যবর্ণ,  
( ৪ ) 'ঐং' 'ঐং' ইহার মধ্যে তকাবাদি  
পদ্যবর্ণ, ( ৫ ) 'ওং' 'ওং' এই দুই বর্ণের  
মধ্যে পকাবাদি পদ্যবর্ণ, ( ৬ ) 'আজুং' এর  
( জাং ) ও বিসর্গ ( অ ) ইহার মনো য  
হইতে য পদ্যাস্ত্র তাৎপর্য বন, করজ্ঞাস এবং  
জ্ঞানক্রাসমন্ত্ররূপে করিত হইয়াছে । জ্ঞাস-  
বিধি অক্ষরমাত্র ( অর্থাৎ পূর্বেজ্ঞান এক এক  
জেনী মন উচ্চারণ ৪ ৩২পবে মনোভাষে )  
( ১ ) অক্ষরভাষাৎ নমঃ, ( ২ ) অক্ষরভাষাৎ  
স্বাহা, ( ৩ ) মনোভাষাৎ স্বাহা, ( ৪ )

সরস্বতীম্ ॥ ১১১ ॥ পঞ্চাশত্তিপিত্তিবিভক্ত-  
মুখদোঃ পঞ্চাবক্ষঃস্থলাং ভাস্বগৌলিনিবন্ধ-  
চন্দ্রলকলামপীনতুঙ্গস্তনীম্ । মুদ্রমক্ষণং  
স্থধাত্যকলমং বিদ্যাং হস্তাশুট্টৈর্বিভ্রাণাং  
বিশদপ্রভাং ত্রিনয়নাং বাগেদবতাযাত্রাং ১১২  
ধ্যাতৈবং মাতৃকাং দেবীং ষট্ চক্রেষু বিভ্রা-  
সেৎ । হৃদ্যো লমধাগে পদে কঠে চ ষোড়শ  
খণ্ডান্ ॥ ১১৩ ॥ হৃদয়জ্ঞে হৃদি-ঠাত্তান্ বিভ্রা-  
কুলসাধকঃ । ডাদি-ফাত্তান্ নাভিদেহে বাদি-

অনামিকাত্তাং জং (৫) কনিষ্ঠাত্তাং  
শৌযট্ (৬) করতলপৃষ্ঠাত্তাং অস্ত্রায  
ফট্ উচ্চারণ—এই করত্মাস-বিধি,—তাহার  
পর ত্রৈলোক্য মন্ত্র উচ্চারণপূর্বক (১) হৃদয়ায়  
নমঃ, (২) শিরসে স্বাহা, (৩) শিখাটায়  
স্বয়ট্, (৪) কবচায় জং, (৫) নেত্রত্রয়ায়  
শৌযট্, (৬) করতল-পৃষ্ঠাত্তাং অস্ত্রায ফট্  
উচ্চারণ—অঙ্গত্মাস বিধি অনুসারে কব ও  
অঙ্গত্মাস করিয়া মাতৃকা-সরস্বতীর ধ্যান  
করিবে । ১০৭—১১১ । ধ্যান যথা ;—  
স্বাহার মুখ, বাহু, পাদ, কটিদেশ এবং বক্ষঃ-  
স্থল—পঞ্চাশদ্বর্ণে বিভক্ত, স্বাহাব কীরীট—  
উজ্জ্বল-শনিকলা-নিবন্ধ, স্বাহার স্তন—পীন  
ও উচ্চ এবং ঘিনি কর-কমলচতুষ্ঠয়ে তত্ত্ব-  
মুদ্রা, অক্ষমালা, অমৃতপূর্ণ কলস এবং বিদ্যা  
ধারণ করিতেছেন, সেই স্বরূপা ত্রিনয়না  
বাগেদতাকে আশ্রয় করি । এইরূপে মাতৃকা-  
দেবীর ধ্যান করিয়া ষট্ চক্রে মাতৃকাত্মাস  
করিবে ;—কুলসাধক, জ-মধ্যস্থিত পদে 'হ'  
'ক' এই দুই বর্ণের, কঠস্থিত পদে অকারাদি

লাস্তা ষট্ লিঙ্গকে ॥ ১১৪ ॥ মূলধারে চতুঃপদে  
বাদিসাত্তান্ প্রবিষ্টাসেৎ । ইত্যন্তর্গমনসা গ্র্যস্ত  
মতৃকার্ণান্ বহির্ন্যাসেৎ ॥ ১১৫ ॥ ললাট-  
স্থবরুক্ষাঙ্কি-প্রতি-প্রাণেযু গণ্ডয়োঃ । ওষ্ঠ-  
দন্তোস্তমাস্ত্রাদোঃ পংস্কাগ্রাণেযু চ ॥ ১১৬ ॥  
পার্শ্ববেঃ পৃষ্ঠকো নাভৌ জঠরে হৃদয়াং-  
সয়োঃ । কঙ্কদ্যংসে চ জংপূর্বং পানিপাদ-  
যুগে ততঃ ॥ ১১৭ ॥ জঠরামনয়োর্নাশ্চোন্মাতৃকার্ণান্  
যথাক্রমম্ । ইৎখং লিপিং প্রবিষ্টস্ত প্রাণ-  
রামং সমাচরেৎ ॥ ১১৮ ॥ মায়াবীজং ষোড়শধা

বিসর্গান্তে ষোড়শ প্রেরব এবং হৃৎপদে ক  
হইতে ঠ পর্য্যন্ত বর্ণ বিভ্রাস করিয়া নাভি-  
দেশে ড হইতে ফ পর্য্যন্ত, লিঙ্গমূলে বর্ণীয়  
ব হইতে ল পর্য্যন্ত এবং চতুর্দল মূলধার  
চক্রে অস্ত্রম্ ব হইতে ম পর্য্যন্ত বর্ণের ত্মাস  
করিবে । এইরূপ অস্ত্রের মাতৃকাবর্ণ ত্মাস  
করিয়া বহির্দেশেও ঐ মাতৃকাবর্ণের ত্মাস  
করিবে ;—ললাট, মুখ, চক্ষুদ্বয়, বর্ণদ্বয়,  
নাসিকাদ্বয়, গণ্ডদ্বয়, ওষ্ঠ, অধর, উভয় দন্ত-  
পঙ্ক্তি, মস্তক, আশ্রবিবর, বাহুদ্বয়ের  
সন্ধি ও অগ্রভাগ, পদদ্বয়ের সন্ধি ও  
অগ্রভাগ, পার্শ্বদ্বয়, পৃষ্ঠ, নাভি, উদর,  
হৃদয় ক্ষুদ্রদ্বয়, ককুদ, হৃদয় হইতে  
দক্ষিণ-বাহু, হৃদয় হইতে বাম-বাহু, হৃদয়  
হইতে দক্ষিণ-পদ, হৃদয় হইতে বাম-পদ,  
অনন্তর হৃদয় হইতে জঠর ও হৃদয় হইতে  
মুখ,—এই সকল স্থানে যথাক্রমে সকল  
মাতৃকাবর্ণ ত্মাস করিবে । এইরূপ বর্ণত্মাস  
করিয়া, প্রাণায়াম করিবে । ১১২—১১৮ ।

জপ্তা বামেন বায়ুনা । পুরয়েদাঙ্গনো দেহং  
চতুষ্টয়া তু কুস্তয়েৎ ॥ ১১৯ ॥ কনিষ্ঠানা-  
মিকাঙ্গুষ্ঠৈর্ধ্বজা নামাঙ্গয়ং সূর্য্যীঃ । দ্বাত্রিংশ-  
মতাঙ্গপদং বীজং বায়ুং দক্ষিণং রেচয়েৎ ॥  
১২০ ॥ পুনঃপুনঃস্মিরান্বিত্য প্রাণায়াম ইতি  
স্মৃতঃ । প্রাণায়ামং বিধয়েৎখম্বিত্যাসং  
সমাচবেৎ ॥ ১২১ ॥ অস্ত্র মস্ত্রঞ্চ স্বয়ং  
ব্রহ্মা ব্রহ্মাৰ্য্যসুখা ।\* গায়ত্রীাদীনি চ্ছন্দাঃসি  
দ্ধাদ্যা কালী তু দেবতা ॥ ১২২ ॥ অদ্যা-  
বীজং বীজমিতি শক্তির্গয়া প্রকটিতং ।  
কমলা কীলকং প্রোক্তং স্মানেষেতেষু  
বিদ্যন্তেৎ । শিরো-বদন-হৃদ-গুহ-পাদ-  
সর্বাঙ্গকেষু চ ॥ ১২৩ ॥ মূলমন্ত্রেণ হস্তাভ্যা-

মায়াবীজ (ক্রীং) ষোড়শবার জপ করত  
বাগ-নাসায় আকৃষ্ট বায়ু দ্বারা নিজ শরীর  
পূর্ণ করিবে। দক্ষিণ-হস্তের কনিষ্ঠা, অনাগিকা  
এবং অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা নামাঙ্গয় ধারণ করিয়া  
চতুষ্টয়বার জপ করত কুস্তক করিবে।  
অনন্তর অঙ্গুষ্ঠ ত্যাগ করিয়া কেবল দুই  
অঙ্গুলি দ্বারা বাগ-নাসা ধারণ করিয়া দ্বাত্রিংশ-  
মবার জপ করত দক্ষ-নাসা দ্বারাই ক্রমে  
ক্রমে বায়ু পরিত্যাগ করিবে। তিনবার এই  
কার্য্য, প্রাণায়াম বলিয়া স্মৃত হইয়াছে।  
এইরূপে প্রাণায়াম করিয়া, ঋষিচ্যাম করিবে।  
ব্রহ্মা ও ব্রহ্মাৰ্য্যগণ এই মন্ত্রের স্বামী; গায়ত্রী  
ব্রহ্মী ইহার চন্দ; আদ্যা কালী ইহার  
দেবতা; ক্রীং ইহার বীজ; আদ্যা মায়া  
ইহার শক্তি; কমলা ক্রীং ইহার  
লীলক। ইহা নিরোদেশে, মুখে, হৃদয়ে,

মাপাদ-মস্ত্রকাবধি। মস্ত্রকাং পাদপর্য্যন্ত  
মস্ত্রধা বা ত্রিধা জপেৎ । অথবা  
ব্যাপকচ্যাসো যথোক্তফলসিদ্ধিঃ ॥ ১২৪ ॥  
যন্নীজাদ্যা ভাবেদ্বিদ্যা তদ্রোক্তেনাঙ্গকল্পনা  
অথবা মূলমন্ত্রেণ যজ্ঞনীর্থেণ বিনা ক্রিয়ে।  
১২৫ ॥ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং তর্জনীভ্যাং মধ্যমাভ্যাং  
তর্জিব চ । অনামাভ্যাং কনিষ্ঠাভ্যাং করয়ো-  
স্তলপৃষ্ঠয়োঃ । নমঃ পাহা নমঃ হং চ বৌয়ট্  
ফট্ কেমশঃ সূর্য্যীঃ ॥ ১২৬ ॥ হৃদয়ায় নমঃ  
পূর্বে শিরসে বহিঃস্থতা । শিখায়ৈ যযড়ি-  
ভাস্ত্রং কবচায় হুমীরিতম্ ॥ ১২৭ ॥ নেত্র-  
ত্রায়ায় বৌয়ট্ চ অস্ত্রায় ফড়িতি জমাৎ ।

গুহে, চরণদ্বয়ে ও সর্বাঙ্গে যথাক্রমে জাম  
করিতে হইবে। ১১৯—১২৩। মূলমন্ত্র  
পাঠপূর্ব্বক হস্তদ্বয় দ্বারা চরণ হইতে মস্তক  
পর্য্যন্ত এবং মস্তক হইতে চরণ পর্য্যন্ত  
সাতবার বা তিনবার জাম করিবে। এই  
ব্যাপকচ্যাস, যথোক্ত ফলসিদ্ধি দানেন সমর্থ।  
যে মূলমন্ত্রের আদ্যঙ্গরে যে বীজ হইবে,  
তাহাতে জেমশঃ চরণী দীর্ঘম্বর—আ ঙ্গি  
ইত্যাদি যোগ করিয়া, অথবা তদ্যতিরেকে  
অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা বীজ দ্বারা আঙ্গুষ্ঠাম করিবে।  
অঙ্গুষ্ঠদ্বয়ে, তর্জনীদ্বয়ে, মধ্যমাঙ্গয়ে, অনা-  
গিকাদ্বয়ে, কনিষ্ঠাদ্বয়ে, করতল-পৃষ্ঠে জেমশঃ  
নমঃ, পাহা, নমঃ, হং, বৌয়ট্, ফট্ মন্ত্র উক্ত  
হইয়াছে। আদিত্তে হৃদয়ে নমঃ, মস্তকে  
বহিঃস্থতা (পাহা), শিখাতে যযড়ি—এই  
মন্ত্র কথিত হইয়াছে,—কবচদ্বয়ে হং, নেত্র-  
ত্রায়ে বৌয়ট্ এবং (করতল-পৃষ্ঠদ্বয়ে) অস্ত্রায়

যজ্ঞানি নিধায়েত পীঠস্থাসং সমাচরেৎ ॥  
 ১২৮ ॥ আধারশক্তিঃ কুর্শ্বক শেযং পৃথ্বীং  
 তথৈব চ । সুধামুখিঃ মণিহীপং পারিজাত-  
 তরুং ততঃ ॥ ১২৯ ॥ চিত্তামনিগৃহ্যৈকং  
 মণিমানিক্যবেদিকাম্ । তত্র পদ্মাসনং বীরো  
 বিষ্ণুসেদ্ধদগ্ন্যজ্ঞে ॥ ১৩০ ॥ দক্ষবামাংসয়ো-  
 র্ণামকটৌ দক্ষকটৌ তথা । ধর্ম্মং জ্ঞানং  
 তথৈব ধর্ম্মং বৈরাগ্যং ক্রমতো জ্ঞাসেৎ ॥ ১৩১ ॥  
 মুখপার্শ্বে নাভিসঙ্গপার্শ্বে সাধকস্তমঃ । নত্র  
 পূর্বাণি চ তাচ্ছৈব ধর্ম্মাদীনি যথাক্রমম্ ॥ ১৩২ ॥  
 আনন্দকমলং হৃদয়ে সূর্য্যং সোমং ততশনম্ ।  
 সত্ত্বং রজস্তমশ্চৈব বিন্দুযুক্তাদিমাক্ষরৈঃ ॥

নট—ইহা উক্ত হইয়াছে । সুদী-ব্যক্তি  
 ক্রমে ক্রমে এইরূপ যজ্ঞস্থাস করিয়া পীঠ-  
 স্থাস করিবে । ১২৪—১২৮ । পীঠস্থাস  
 যথা—বীর সাধক স্বীয় হৃৎপদ্মে আধার-  
 শক্তি, কুর্শ্ব, অনন্ত, পৃথ্বী, সুধামুখি, মণিহীপ,  
 পারিজাত-তরু, চিত্তামনি-গৃহ, মণিমানিক্য-  
 বেদিকা ও তৎস্থিত পদ্মাসন—এই সমুদায়ের  
 স্থাস করিবে । দক্ষিণ-পক্ষে, বাম-কটিতে,  
 দক্ষিণ-কটিতে ক্রমশঃ ধর্ম্ম, জ্ঞান, ঐশ্বর্য্য ও  
 বৈরাগ্যের স্থাস করিবে । সাধকোক্তম,—  
 মুখ, বাম-পার্শ্বে, নাভিতে, দক্ষিণ-পার্শ্বে,  
 নত্র পূর্ষক সেই ধর্ম্মাদির ( অর্থাৎ অধর্ম্ম,  
 অজ্ঞান, অনৈশ্বর্য্য ও অবৈরাগ্যের ) যথা-  
 ক্রমে স্থাস করিবে । পরে হৃদয়ে আনন্দকমল,  
 সূর্য্য, সোম, অগ্নি এবং আদ্যাক্ষরের অনুসার  
 ধোণ করিয়া, সত্ত্ব, রজ, তম এবং কেশর  
 সকল ও কর্ণিকায় স্থাস করিয়া, হৃৎপদ্মের

কেশরান কর্ণিকাক্ষর পদেযু পীঠনায়িকাঃ ॥  
 ১৩৩ ॥ মঙ্গলা বিজয়া ভদ্রা জয়ন্তী চাপরা-  
 জিতা । নন্দিনী নারসিংহী চ বৈষ্ণবীত্যষ্ট  
 নায়িকাঃ ॥ ১৩৪ ॥ অসিতাঙ্গো রুক্মচণ্ডঃ  
 ক্রোধোদ্রক্তো ভয়ঙ্করঃ । কপালী ভীষণ-  
 শৈব সংহারীত্যষ্ট - ভৈরবাঃ । দলাগ্রেষু  
 জ্ঞাসেদেতান্ প্রাণায়ামং ততশ্চরেৎ ॥ ১৩৫ ॥  
 গন্ধ-পুষ্পে সমাদায় করকচ্ছপমুদ্রয়া । হৃদি  
 হৃক্কৌ সমাধায় ধ্যানেদেবীং সনাতনীম্ ॥  
 ১৩৬ ॥ ধ্যানকৃৎ দ্বিবিধং প্রোক্তং সক্রপাক্রপ-  
 ভেদতঃ । অক্রপং তব যজ্ঞানমধাত্ত-  
 মনসগোচরম্ ॥ ১৩৭ ॥ অব্যক্তং সর্ব্বতো  
 ব্যাপ্তমিদমিখং বিবর্জিতম্ । অগম্যং

পত্র সমুদায়ে পীঠনায়িকাদিষ্টে স্থাস  
 করিবে । ১২৯—১৩৩ । অষ্টনায়িকার নাম  
 যথা—মঙ্গলা, বিজয়া, ভদ্রা, জয়ন্তী, অপরা-  
 জিতা, নন্দিনী, নারসিংহী ও বৈষ্ণবী ।  
 অসিতাঙ্গ, রুক্ম, চণ্ড, ক্রোধোদ্রক্ত, ভয়ঙ্কর,  
 কপালী, ভীষণ ও সংহারী—এই অষ্টজন  
 ভৈরবকে অষ্টদল হৃৎপদ্মের প্রত্যেক দলের  
 অগ্রভাগে স্থাস, পরে প্রাণায়াম করিবে ।  
 অনন্তর কচ্ছপমুদ্রা-যুক্ত করতলে গন্ধ-  
 পুষ্প গ্রহণ করিয়া হৃদয়ে হস্তদ্বয় স্থাপন-  
 পূর্ষক সনাতনী দেবীর ধ্যান করিবে । ধ্যান  
 দুই প্রকার ;—সক্রপ ও অক্রপ, অর্থাৎ  
 সাকার ও নিরাকার । সক্রপ অর্থাৎ সাকার  
 অক্রপ অর্থাৎ নিরাকার এইরূপ বিষয়-ভেদে  
 ধ্যান দুই প্রকার কথিত হইয়াছে । তোগার  
 নিরাকার-বিষয়ক যে ধ্যান, তাহা বাক্য ও

যোগিভির্গম্য কৃষ্ণৈর্বহুমগাবিভিঃ ॥ ১৩৭ ॥  
মনসে ধারণার্থ্য শীঘ্রং স্বাভীষ্টসিদ্ধয়ে ।  
স্বপ্নাধ্যানপ্রবোধায় স্থলধ্যানং বদামি তে ॥  
১৩৯ ॥ অরূপায়াঃ কালিকয়াঃ কালমাতৃ-  
র্মহাত্মতেঃ ১০ গুণক্রিয়ানুসারেণ ক্রিচ্ছতে  
রূপবল্লভা ॥ ১৪০ ॥ মেঘাসীং শশিশেখরাং  
ত্রিনয়নাং রক্তাঙ্গরাং বিভ্রতীং পানিভ্যাম্ভয়ং  
বরকং বিকসদ্বরজারবিদম্বিতাম্ । নৃত্যন্তং  
পুরতো নিপীয মধুরং মাধ্বীকমদ্যং মহা-  
কাং বীজ্য বিকাসিতাননবরামাদ্যাং ভজে  
কালিকাম্ ॥ ১৪১ ॥ এবং ধাতুঃ শশিরসি

মনের অগোচর, স্মৃতির অবিদ্য, সর্বব্যাপী,  
“ইহা এইরূপ” ইত্যাদি সাধারণের ক্ষুণ্ণ,  
উপদেশ-বহির্ভূত এবং বহু কষ্টে বহু সমাদি  
দ্বারা কেবল যোগিগণের জ্ঞেয় । ১৩৮—  
১৩৯ । এক্ষণে মনের ধারণার জন্ত, শীঘ্র  
স্বাভীষ্ট-সিদ্ধির জন্ত এবং স্বপ্নাধ্যান অর্থাৎ  
নিরাকার ধ্যান প্রবোধের জন্ত তোমায় স্থল  
ধ্যান বলিতেছি । বস্তুতঃ নিরাকার কাল-  
জননী মহাত্মা কালিকার গুণ-ক্রিয়ানুসারে  
রূপকল্পনা করা হয় । বাহার ভাজ মেঘের  
ছায় কৃষ্ণবর্ণ, বাহার লুলাটদেশে চন্দ্ররেখা  
বিরাজিত, যিনি ত্রিলোচনা, যিনি রক্তাঙ্গর  
পরিধান করিয়া রহিয়াছেন, যিনি পানি-  
যুগল দ্বারা অভয় ও বর অর্থাৎ এক  
হস্তে অভয় ও অপর হস্তে বর ধারণ  
করিতেছেন, যিনি প্রস্তুটিত রক্ত পদোর  
উপরি অবস্থিতি করিতেছেন এবং মধুর  
মাধ্বীক অর্থাৎ মধুর-পুষ্পজাত মদ্য

পুষ্পং দত্তা তু সাধকঃ । পূজয়েৎ পরমা  
ভক্ত্যা মনসৈরুপচারকৈঃ ॥ ১৪২ ॥ অংগ-  
গাম্যং দদ্যাৎ সহস্রাচ্যুতামৃতৈঃ । পাদ্যং  
চরণয়োদ দ্যামানজ্জ্বাৎ নিবেদয়েৎ ॥ ১৪৩ ॥  
ভোমামৃতেনাচমনং জানীয়মপি কলয়েৎ ।  
আকাশতত্ত্বং বসনং গন্ধকং গন্ধতত্ত্ববম্ ॥  
১৪৪ ॥ চিত্তং প্রবজয়েৎ পুষ্পং ধূপং  
প্রণাম প্রবজয়েৎ ॥ তেজস্তত্ত্বং দীপার্থে  
নৈবেদ্যকং সুধাশুধিম্ ॥ ১৪৫ ॥ অনাহত-  
ধ্বনিং স্বণ্ট্যং বায়ুতত্ত্বকং চামম্ । নৃত্য-  
মিত্রিয়কর্ম্মাণি চাঞ্চল্যাং মনসস্তথা ॥ ১৪৬ ॥

পানানন্তর নৃত্য-পরায়ণ মহাকালকে সমুখে  
দর্শন করিয়া বাহার বদনকমল প্রদর্শন  
হইয়াছে, সেই আদ্যা কালিকাকে ভজনা  
করি । সাধক নিজের মস্তকে পুষ্প প্রদান-  
পূর্বক এইরূপ ধ্যান করিয়া, পরম ভক্তি-  
সহকারে মানস উপচার দ্বারা পূজা করিবে ।  
মানস-পূজার বিবরণ যথা,—আমনরূপে অং-  
গদ্বয়ে প্রদান করিবে, সহস্র-দল কমলচ্যুত  
অমৃত দ্বারা চরণদ্বয়ে পদ্য প্রদান করিবে;  
মনকে অর্থা করিয়া নিবেদন করিবে । সেই  
অর্থাৎ সহস্রদল-কমলচ্যুত অমৃত দ্বারাই  
আচমনীয় ও জানীয় ভগ্ন, বসনরূপে  
আকাশতত্ত্ব এবং গন্ধরূপে গন্ধতত্ত্ব কথিত  
করিবে । চিত্তকে পুষ্পরূপে কথনা  
করিবে । পদ্য প্রাপকে ধূপরূপে কথনা  
করিবে । দীপ স্থানে তেজস্তত্ত্ব, সুধাশুধিকে  
নৈবেদ্যরূপে, অনাহত-ধ্বনিকে স্বণ্ট্যামি-  
ত্বপে, বায়ুতত্ত্বকে চামর এবং ইন্দ্রিয়ের

পুষ্পং নানাবিধং দদাদাশুনো ভাবমিক্রয়ে ॥  
 ১৪৭ ॥ অমায়মনহকারমবাগমমদং তথা ।  
 অমোহকমদন্তক অদেবাকোভকে তথা ।  
 অমাংসমধ্যমলোভক দশ পুষ্পং প্রকৌর্তিতম্ ॥  
 ১৪৮ ॥ অহিংসা পরমং পুষ্পং পুষ্পমিন্দ্রিয়-  
 নিগ্রহঃ । দয়া ক্ষমা জ্ঞানপুষ্পং পঞ্চ পুষ্পং  
 উত্তমং পরম্ ॥ ১৪৯ ॥ ইতি পঞ্চদশৈঃ পুষ্পৈ-  
 র্তাবরূপৈঃ প্রপূজয়েৎ । সুধানুধিং মাংস-  
 নৈলং ভর্জিতং মৌনপর্বতম্ ॥ ১৫০ ॥  
 মুদ্রারামিং সুভক্তকং যতাক্তং পায়সং তথা ।  
 কুণামৃতকং তৎপুষ্পং পীঠস্থাপনাবিচ ॥  
 ১৫১ ॥ কামক্ৰোধৌ বিদ্রুভৌ বজ্রং দত্তা

যাবতায় কার্য্য এ মনো চাক্ষর্য্যকে নৃত্যরূপ  
 কল্পনা করিবে । আপন'ব অভ্যষ্ট-মিদ্ধি  
 অষ্ট নানাবিধ পুষ্প দেবীকে প্রদান করিবে ।  
 মীমা-রাহিত্য, অহঙ্কারাভাব, রাগবাহিত্য,  
 মদরাহিত্য, মোহরাহিত্য, দম্ভরাহিত্য, ছেদ-  
 রাহিত্য, ক্লেভরাহিত্য, মাংসমধ্য-রাহিত্য,  
 লোভরাহিত্য—এই দশ বিধ পুষ্প বলিয়া  
 কৌর্তিত হইয়াছে । ১৪৭—১৪৮ । তাহার  
 পর অহিংসারূপ পরম পুষ্প, ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ-  
 রূপ পুষ্প, দয়ারূপ পুষ্প, ক্ষমারূপ পুষ্প  
 এবং জ্ঞানরূপ পুষ্প—এই পঞ্চপুষ্প প্রদান  
 করিবে । এইরূপ পঞ্চদশবিধ তাবরূপ পুষ্প  
 দ্বারা পূজা করিবে । পবে সুবার মাগর,  
 মাংসের পর্বত, ভর্জিত মৎস্যের পর্বত,  
 অর্থাৎ প্রভূত মৎস্য মাংস, মুদ্রার রাশি,  
 উত্তম রস, যতাক্ত পায়স, কুণামৃত অর্থাৎ  
 শক্তিঘটিত অমৃত-বিশেষ, তৎপুষ্প অর্থাৎ

জপং চরেৎ । মালা বর্ণময়ী প্রোক্তা কুণ্ডলী-  
 সূত্রযুক্ততা ॥ ১৫২ ॥ গাবিন্দুং মূলমুচ্চার্য্য  
 মূলমন্ত্রং সমুচ্চরেৎ । অকারাদি-লকারাবৃত্ত-  
 মনুগোম ইতি স্মৃতঃ ॥ ১৫৩ ॥ পুনর্লকার  
 মারভ্য ক্রীকণ্ঠ্যং মনুং জপেৎ । বিশোগ  
 ইতি বিখ্যাতঃ ক্ষারো মেরুক্ষতাতে ॥ ১৫৪ ॥  
 অষ্টবর্ণাতিমৈববর্ণৈঃ সহমূলমথাষ্টকম্ । এব-  
 মষ্টোত্তবক্ষতং জপ্ত্বানেন সমর্পয়েৎ ॥ ১৫৫ ॥  
 সর্বান্তবায়নিলয়ে স্বান্তজ্যোতিঃস্বরূপিণি ।

মৌপুষ্প প্রাং পীঠস্থাপন বারি অর্থাৎ শ্রী-  
 লোকের অঙ্গবিশেষ-প্রাকালন-জগ মনে মনে  
 দেবীকে প্রদানপূর্বক বিদ্রুকারী কাম এবং  
 ক্রোধক বলি দিয়া জপ আরম্ভ করিবে ।  
 কুণ্ডলীসূত্রে গ্রথিত বর্ণময়ী মালা জপমালা  
 বলিয়া কথিত হইয়াছে । প্রথমতঃ বিন্দুসহিত  
 অকারাদি লকারান্ত বর্ণ উচ্চারণ করিয়া,  
 মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিবে । আং হ্রীং ক্রীং  
 পরমেশ্বরী স্বাহা আং হ্রাং ইত্যাদি এই  
 জপ অনুগোম বলিয়া স্মৃত হইয়াছে ।  
 ১৪৯—১৫০ পুনর্লকার বিন্দুযুক্ত লকার  
 হইতে অকার পর্য্যন্ত প্রত্যেক বর্ণের এক  
 একটি কবিয়া বিন্দুযুক্ত আটটি জপ করিবে ।  
 ইহা বিশোগ জপ বলিয়া বিখ্যাত । ক্ষ,  
 ইহার মেরু স্বরূপ । অনন্তব অষ্ট বর্ণের  
 অর্থাৎ স্বরবর্ণ, ককারাদি পঞ্চ, টবর্ণ, তবর্ণ,  
 পবর্ণ, যকারাদি চারবর্ণ ও লকারাদি পঞ্চ-  
 বর্ণের অষ্টম বর্ণের সহিত মূলমন্ত্র যোগে  
 একশত আট বার জপ করিবা, উহা বক্ষ্য-  
 মান মন্ত্র দ্বারা সমর্পণ করিবে । মন্ত্র

গৃহাণাত্তুর্জপং মাতবাদ্যে কালি নমোহস্ত  
তে ॥ ১৫৬ ॥ সমর্প্য অপমেতেন সীষ্টাঙ্গং  
প্রণমেক্ষিয়া । ইত্যন্তর্যজনং কীতা বহিঃপূজাং  
সমারভেৎ ॥ ১৫৭ ॥ বিশেষার্থ্যাং সংস্কার-  
স্ত্রাদ্যাদৌ কথ্যতে শৃণু । যন্ত স্থাপনমাত্রেন  
দেবতা মুপ্রসীদতি ॥ ১৫৮ ॥ দৃষ্ট্বা পীতং  
যোগিত্তো ব্রহ্মাদাং দেবতাগণাঃ । ভৈরবা  
অপি নৃত্যন্তি ত্রীত্যা সিদ্ধিং দদত্যপি ॥ ১৫৯ ॥  
স্ববাসে পুরতো ভূমৌ সামান্যার্থ্যাং বারিণা ।  
মায়াগর্তং ত্রিকোণকং বৃত্তং চতুষ্কাকম্ ॥ ১৬০ ॥

যথা,—ইহ সর্বাস্তঃকরণ-বাসিনি । হে  
অস্ত্ররাজ-জ্যোতিঃস্বরূপে । হে মাতঃ । হে  
অদ্যো কালিক । তোমাকে প্রণাম করি ;  
আমার এই মানস-জপ গ্রহণ কর । এই  
মন্ত্র দ্বারা অঙ্গ-সমর্পণ করিয়া, মনে মনে  
সীষ্টাঙ্গে প্রণাম করিবে । এইরূপে মানস-  
পূজা করিয়া, বাহ্য-পূজা করিতে আরম্ভ  
করিবে । প্রথমতঃ সেই বিশেষার্থ্যে  
সংস্কার বলিতেছি—প্রবণ কর । যাহা  
স্থাপনমাত্র দেবতা প্রদত্ত হন । ১৫৪—১৫৮  
ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণ, যোগিনীগণ ও  
ভৈরবগণ, অর্ধ্যপাত্র দর্শন করিয়া নৃত্য  
করিতে থাকেন এবং পীতরূপে  
সিদ্ধি প্রদান করেন । আপনার বামদিকে,  
মঙ্গলস্থলে, সামান্যার্থ্যে অঙ্গ দ্বারা একটি  
ত্রিকোণ-মণ্ডল, তদাধো মায়াবীজ ( ক্রীং )  
দ্বারা, ত্রি ত্রিকোণ মণ্ডলের বাহিরে  
একটি গোলাকার, মণ্ডল এবং তাহার  
বাহিরে, একটি চতুষ্কোণ, মণ্ডল লিখিয়া,

বিলিখা পুঙ্খমেতৎ তত্র মায়াবীজপূরঃসরম্ ।  
ভেদস্তামাধারশক্তিকং নমঃশস্যমগানিকাম্ ॥  
১৬১ ॥ ততঃ প্রাকালিতাধারং দিষ্ট্বা  
মণ্ডলেপরি । মং বহিমণ্ডলাং ভেদস্তং  
দশকলাভ্রমে ততঃ ॥ ১৬২ ॥ নমোহস্তেন  
চ সংপূজ্য দ্বালয়েদর্ধ্যপাত্রকম্ অস্ত্রেন  
স্থাপয়েৎ তত্র আধারোপরি সাধকঃ ॥ ১৬৩ ॥  
অমর্কমণ্ডলায়োক্তম্ দ্বাদশাভ্যুপাধানে ।  
নমোহস্তেন যজ্ঞং পাত্রং মূলে নৈব প্রপু-  
য়েৎ ॥ ১৬৪ ॥ ত্রিভাগমলিমাপূর্বা শেষং  
তোয়েন সাধকঃ । গদাপুষ্পে তত্র দস্তা  
পুঙ্খয়েদমুনাসিকৈ ॥ ১৬৫ ॥ যট্টপদং বিমু-  
গুতং ভেদস্তং নৈ চন্দ্রমণ্ডলম্ । মোড়শাস্ত্রে

তাহাতে “ক্রীং আধারশক্তিকং নমঃ” এই মন্ত্র  
দ্বারা আধার-শক্তির পূজা করিবে । পরে  
সেই মণ্ডলের উপরি প্রাকালিত পাত্র স্থাপন  
করিয়া, তাহাতে “মং বহিমণ্ডলায় দশ-  
কলাভ্রমে নমঃ” মন্ত্র দ্বারা পূজা এবং “মট্”  
মন্ত্র দ্বারা অর্ধ্য পাত্র প্রাকালিত করিয়া,  
সেই আধারে উপরি স্থাপন করিবে ।  
১৫৯—১৬৩ । হে অমিকে । পরে “মং  
অমর্কমণ্ডলায় দ্বাদশকলাভ্রমে নমঃ” এই মন্ত্র  
দ্বারা পূজা করিবে । অনন্তর মল-মল দ্বারা  
অর্ধ্যপাত্র পুণিত করিবে । তৎপরে মানক  
তিন ভাগ মদ্য ও অবশিষ্ট ভাগ জল দ্বারা  
এই অর্ধ্যপাত্র পূর্ণ করিয়া তাহাতে গদা-  
পুষ্প প্রদান করিবে । অনন্তর নৃত্যমন্ত্র  
দ্বারা তাহাতে পূজা করিবে । “উং চন্দ্র-  
মণ্ডলায় মোড়শকলাভ্রমে নমঃ” এই মন্ত্র

কলাশজাদাব্জানে নম ইত্যপি ॥ ১৬৬ ॥  
 ততস্ত্রৈফলে পত্রে বস্ত্রচন্দনচাৰ্চনম্ ।  
 দুর্বাপুষ্পাং সাক্ষতক কৃত্বা তত্র নিধাপয়েৎ ॥  
 ১৬৭ ॥ মূলেণ তীর্থমাবাহ্য তত্র দেবীং  
 বিভাব্য চ । পূজয়েদগ্নিপুষ্পাত্যাং মূলং  
 দ্বাদশধা জপেৎ ॥ ১৬৮ ॥ ধেনুযোনী দর্শ-  
 যিত্বা ধূপদীপৌ প্রদর্শয়েৎ । তদমু প্রোক্ষণী-  
 পাত্রে কিকিঁমিঞ্চিপ্য সাধকঃ ॥ ১৬৯ ॥  
 আত্মানং দেয়বস্তুনি প্রোক্ষয়েৎ তেন মজ্জিবৎ  
 পূজাসমাপ্তিপৰ্য্যন্তমৰ্য্যপাত্রং ন চালয়েৎ ॥  
 ১৭০ ॥ বিশেষার্থস্য সংস্কারঃ কথিতোহহং  
 শুচিশিতে । যম্মরাজং প্রোক্ষ্যামি সমস্ত-  
 পুরুষার্থদম্ ॥ ১৭১ ॥ মায়াগৰ্ভং ত্রিকোণক

দ্বারা পূজা করিয়া বিজপত্রে রক্তচন্দনাক্ত  
 দুর্বা, পুষ্প ও আতপ-তণুল রাখিয়া তৎ-  
 সমুদায় পাত্রেব অগ্রভাগে স্থাপন করিবে ।  
 অনন্তর তাহাতে মূলমন্ত্র দ্বারা তীর্থ আবাহন-  
 পূর্বক দেবীর ধ্যান করিয়া, গন্ধ-পুষ্প দ্বারা  
 পূজা করিবে । পরে দ্বাদশবার মূলমন্ত্র জপ  
 করিবে । ১৬৪—১৬৮ । অনন্তর সাধক  
 ধেনুমুত্রা ও যোনিমুত্রা দেখাইয়া ধূপ দীপ  
 প্রদর্শন করাইবে । অনন্তর সেই জল,  
 কিকিঁ প্রোক্ষণীপাত্রে নিম্নিপু করিয়া, সেই  
 জল দ্বারা আপনাকে ও দেয় জব্য-সমুদায়কে  
 প্রোক্ষিত করিবে । মন্ত্রজ ব্যক্তি পূজা-  
 সমাপ্তি পর্যন্ত বিশেষার্থ্য-পাত্র চালিত  
 করিবে না । হে নির্মলশিতে ! এই  
 বিশেষার্থ্যের সংস্কার কহিলাম, ধর্ম্ম অর্থ,  
 কাম, মোক্ষ—এই চতুর্কর্গপ্রদ যম্মরাজ অর্পণ

তদ্বাহ্যে বৃন্তসূচকম্ । তযোর্মধ্যে যুগ্মযুগ্ম-  
 ক্রেমাৎ<sup>১</sup> যোড়শ কেশরান্ ॥ ১৭২ ॥ তদ্বাহ্যে-  
 হষ্টদলং পদ্মং তদ্বহির্ভূপুং নলিখেৎ ।  
 চতুর্দ্বাবিসমায়ুক্তং জুবেখং জুমনোহরম্ ॥  
 ১৭৩ ॥ স্বর্গে বা রাজতে তাত্রে কুণ্ডগোল-  
 বিশেষপিতে । স্ময়ভুকুসুমৈশু ক্রে চন্দনাগু-  
 কুসুমৈঃ ॥ ১৭৪ ॥ কুশীদেনাত্ব বা লিখেৎ  
 স্বর্গময্যা শলাকয়া । মালুরকণ্টকেনাপি  
 মূলমন্ত্রং সমুচ্চরন্ । বিলিখেদ্যম্মরাজস্ত  
 দেবতাভাবসিদ্ধয়ে ॥ ১৭৫ ॥ অথবোৎকীল-  
 বেখাভিঃ ফাটিকে বিক্রমেহপি বা । বৈদর্য্যে

তাহার লেখন-বিধি বলিতেছি । একটী  
 ত্রিকোণ মণ্ডল লিখিয়া তন্মধ্যে মায়াবীজ<sup>১</sup>  
 লিখিবে । তাহার বাহিরে গোলাকাব মণ্ডল-  
 দ্বয় লিখিবে । ঐ গোলাকাব মণ্ডলদ্বয়ের  
 মধ্যে দুইটী দুইটী কবিতা যোড়শ কেশর  
 লিখিবে । ঐ বৃন্তদ্বয়ের বহির্দেশে অষ্টদল  
 পদ্ম লিখিবে । ঐ পদ্মের বাহিরে চতুর্দ্বাবি-  
 যুক্ত, মবল-বেখা-বিশিষ্ট, জুমনোহর ভূপুং  
 লিখিবে । ১৬৯—১৭৩ । কুণ্ড দ্বারা, গোল  
 দ্বারা ( শক্তিবিশেষের পুষ্প ) অথবা স্ময়ভু-  
 কুসুম ( অগ্নাস্ত শক্তিবর্জিত পুষ্প ) দ্বারা  
 তিপ্ত, চন্দন, অগুৎ ও কুসুম দ্বারা, অথবা  
 কেবল রক্তচন্দন দ্বারা তিপ্ত জুবর্ণময় পাত্রে,  
 রাজতময় পাত্রে অথবা তাম্রময় পাত্রে স্বর্গময়  
 শলাকা দ্বারা, অথবা মালুরকণ্টক দ্বারা মূলমন্ত্র  
 উচ্চারণ করিতে করিতে দেবতার ভাব-  
 সিদ্ধির নিমিত্ত উক্ত যম্মরাজ লিখিবে ;  
 ফাটিক-নির্মিত পাত্রে কিংবা প্রবাল-

কাবচেন্দ্রমুখঃ কারুকেণ সুনির্মিতা ॥ ১৭৬ ॥  
 শুভপ্রতিষ্ঠিতঃ কুলা স্থাপয়েদেবমাস্ত্রবে ।  
 নশ্যন্তি তুষ্টিভূতানি গ্রহরোগভয়ানি চ ॥ ১৭৭ ॥  
 পুত্রপৌত্রসুখৈশ্বৰ্য্যৈর্ঘোষোদতে তীক্ষ্ণ মন্দিরম্ ।  
 দাতা ভক্তা যশসী চ ভবেদু যশপ্রসাদতঃ ॥  
 ১৭৮ ॥ এবং যজ্ঞং সমালিখ্য বৎসিংহাসনে  
 পুরঃ । সৎস্থাপ্য পীঠস্থাসো ক-সিগিনা  
 পীঠদেবতাম্ । সৎপূজ্য কর্ণিকামঘো পূজয়ে-  
 যুদেবতাম্ ॥ ১৭৯ ॥ কলসস্থাপনং বক্ষ্যে  
 চক্রসুষ্ঠানমেব চ । যেন সুষ্ঠুগমায়েন  
 দেবতা সূত্রগীদতি । মজ্জসিদ্ধির্ভবেন্নান-  
 সিচ্ছাসিদ্ধিঃ প্রজায়তে ॥ ১৮০ ॥ কলং

কলং গৃহীত্ব তু দেবানাং শিবকর্মণা ।  
 নির্মিতোহংসদেব যশাং কলমাস্ত্রেনকণায়ে ॥  
 ১৮১ ॥ সাত্বেদমদঙ্গুলামামং মোড়শাঙ্গুল-  
 মুচ্চদেবঃ । চতুঃস্কন্ধকং বর্ধ্য মুখং ত্রয়া  
 যতুঙ্গুলম্ । পঞ্চাঙ্গুলিমিতং মূলং বিদ্যনং  
 পটনির্মিতো ॥ ১৮২ ॥ সৌবর্ণং বাজিতং  
 তাম্রং কাংক্ষজং মুস্তিকোক্তম্ । পামাণং  
 কাচকং বাপি পটমস্তুতমদমে । কাবচেন-  
 দেবতাপীঠো বিস্তার্য্য নিবর্ত্যয়েৎ ॥ ১৮৩ ॥  
 সৌবর্ণং ভোগদং প্রোক্তং রাজতং মোক্ষ-  
 দায়কম্ । তাম্রং প্ৰীতিকরং ক্ষেয়ং কাংক্ষজং  
 পুষ্টিবর্জনম্ ॥ ১৮৪ ॥ কাচং বশ্যকরং প্রোক্তং

নির্মিত পাল্লব বা বৈদর্ভ্যনির্মিত পাত্র,  
 উত্তম শিলানিপুণ কারুকের দ্বারা, যজ্ঞরেখা  
 ক্রোদিত করিয়া প্রতিষ্ঠাপূর্বক গৃহাভ্যন্তরে  
 স্থাপন করিবে। এইরূপ করিলে, ঐ যজ্ঞ-  
 প্রসাদে তুষ্টি ভূত সমুদায়, গ্রহ সমুদায়,  
 রোগ সমুদায় ও ভয় বিদ্বিত হয়। তাহার  
 গৃহ,—পুত্র, পৌত্র, সুখ ও বৈশ্বৰ্য্য-প্রাপ্তি  
 আনন্দিত হয় এবং প৩২ সেই ব্যক্তি এই  
 যজ্ঞেব প্রসাদে দাতা, ভক্তা ও যশসী  
 হইবে। ১৭৪—১৭৮। এইরূপে যজ্ঞ লিখিয়া,  
 সমুখস্থিত বৎসিংহাসনে স্থাপনপূর্বক  
 পীঠস্থাসোক্ত বিধি-অঙ্গুসারে পীঠদেবতা-  
 দিগেব পূজা করিয়া, কর্ণিকামঘো মূল-  
 দেবতার পূজা করিবে। এসময়ে কলস-  
 স্থাপন ও চক্রসুষ্ঠান বলিতেছি,—যাহা  
 করিবামাত্র নিশ্চয়ই দেবতার সূত্রগীতা,  
 মজ্জসিদ্ধি ও ইচ্ছাসিদ্ধি হইয়া পাবে। বিশ্ব-

কর্মা কতক দেবতাদিগেব এক এক কলা  
 (অংশ) গ্রহণ করিয়া ইহা নির্মিত হইয়াছে  
 বলিয়া তাহা 'কলশ' শব্দে কথিত। ইহা  
 ৩৬ অঙ্গুলি অর্থাৎ দেড় হস্ত বিস্তৃত,  
 মোড়শ অঙ্গুলি উন্নত, চারি অঙ্গুলি ইহার  
 কর্ণের পরিমাণ, মুখেব বিস্তার (পদ) ত্রয়া  
 অঙ্গুলি এবং ভলদেনেব পরিমাণ পাঁচ  
 অঙ্গুলি,—কলসনির্মানেব এই বিধি।  
 দেবতান পীঠির নিমিত্ত এই সূত্রময়,  
 রাজতময়, তাম্রময়, কাংক্ষময়, বশ্যময়,  
 পামাণময় বা কাচময় কোন অঙ্গুস অঙ্কিত  
 পট নিৰ্ম্মাণ করাইবে। ইহাতে বিস্তার্য্য  
 করিবে না। ১৭৯-১৮৩। সূত্রময় কলস  
 ভোগ প্রদান বনে- ইহা-ভক্ত হইয়াছে;  
 রাজতময় কলস, মোক্ষপ্রদ হয়; -তাম্রময়  
 কলস, প্ৰীতিকর—ইহা জাতব্য; কাংক্ষ-  
 ময়, কলস, পুষ্টিবর্জনক; কাচময় কলস,

পাশাণং শুভ্রকর্ণাণি । মূলায়ং সৰ্বকারণ্যমু  
 সুদৃশ্যং সুপরিষ্কৃতম্ ॥ ১৮৫ ॥ স্বাগমভাগে  
 যট্টকোণং ত্রয়াধ্যৈ ব্রহ্মবজ্রায়ম্ । তদ্বহির্ভূত-  
 মালিখ্য চতুঃস্রয়ং ততো বাহঃ ॥ ১৮৬ ॥  
 সিন্দূর-রজমা বাপি বস্ত্রচন্দনকেন বা ।  
 নির্মায় মণ্ডলং তত্র যজ্ঞেদধারদেবতাম্ ॥  
 ১৮৭ ॥ মায়ামাধারশক্তিক ৬-নমে'হস্ত'ং  
 সমুচ্চরেৎ ॥ ১৮৮ ॥ নমসা কালিতাধা ২  
 স্থাপয়েমশুলোপরি । অস্ত্রোণ কালিতং  
 কুন্তং তত্র ধারে নিবেশয়েৎ ॥ ১৮৯ ॥ অকা-

করণে প্রশস্ত বলিয়া কথিত হইয়াছে ;  
 পাশাণ-নির্মিত কলস শুভ্রম কার্ণ্যে এবং  
 মূলায় কলস, সকল কার্ণ্যেই প্রশস্ত হইবে  
 পূর্বেও জ্ঞেয় দ্বারা নির্মিত সকল প্রকার  
 কলসই সুদৃশ্য ও সুপরিষ্কৃত হইবে । নিজ  
 বামভাগে একটা যট্টকোণ মণ্ডল, ত্রয়াধ্য  
 একটা শূন্য এবং ত্রি যট্টকোণ মণ্ডলের  
 বাহিরে একটা গোলাকার মণ্ডল লিখিয়া  
 তাহার বহির্ভাগে একটা চতুঃকোণ মণ্ডল  
 লিখিবে । এইরূপে সিন্দূর, রজঃ বা রক্ত-  
 চন্দন দ্বারা মণ্ডলকে লিখিয়া তাহাতে অধাব  
 দেবতার পূজা করিবে । অধাব-দেবতার  
 পূজায় 'হ্রীং' 'মাধাবশ'ক্রে 'নমঃ' এই মন্ত্র  
 উচ্চারণ করিবে অনন্তর 'নমঃ' এই মন্ত্র  
 দ্বারা প্রক্ষালিত আধার (মুখপিণ্ডাদি)  
 মণ্ডলোপরি স্থাপন করিবে । পরে 'ফট্'  
 এই মন্ত্র দ্বারা কুন্ত প্রক্ষালিত করিয়া ত্রি  
 কুন্ত আধারে উপর স্থাপন করিবে ।  
 ১৮৪--১৮৯ । মন্ত্রজ্ঞ, ব্যক্তি, হইতে

রাটোয়রকারাটোবর্ভৈর্দ্বিসমায়ুতৈঃ । মূলং  
 সমুচ্চরন্তু মন্ত্রী কারণেন প্রাপুংয়েৎ ॥ ১৯০ ॥  
 অধারকুন্তভীর্যে ব্রহ্মকর্ণশিমুগলম্ ।  
 পূর্ষৎ পূজয়েদ্বিধান দেবীভাষপরায়ণঃ ॥  
 ১৯১ ॥ রক্তচন্দন-সিন্দূর-বস্ত্রমালালু-  
 লেপনৈঃ । ভূষয়িত্ব তু কলসং পক্ষীকরণ-  
 মাচরেৎ ॥ ১৯২ ॥ ফট্টা দর্ভেণ সমুদ্যত  
 বীজেনাবগুষ্ঠয়েৎ । হ্রীং দিব্যদৃষ্ট্যা সৎসীক্ষ্য  
 নমসাত্ম্যধ্বং চরেৎ । মূলেণ গন্ধং ত্রির্দদ্যাৎ  
 পক্ষীকরণমীরিতম্ ॥ ১৯৩ ॥ প্রণম্য কলসং  
 বস্ত্রপুষ্পং দত্ত্ব বিশোধয়েৎ ॥ ১৯৪ ॥ এক-

অকার পর্যন্ত বৈপরীত্যে সম্মিলিত  
 বর্ণসমুদায় বিন্দুযোগ করিয়া ত্রি সকল  
 মন্ত্র উচ্চারণ ও অনন্তর মূল-মন্ত্র উচ্চ-  
 রণ করত কাবণ (মদ্য) দ্বারা কুন্ত  
 পুরিত করিবে । কুলাচারজ্ঞ ব্যক্তি, দেবী-  
 ভাব-পরায়ণ হইয়া, আধারে বস্ত্রমণ্ডল,  
 কুন্তে স্বর্ধ্যমণ্ডল ও কুন্তস্থিত পূর্বেও  
 মদ্যেও চন্দ্রমণ্ডলের পূজা করিবে । পরে  
 রক্তচন্দন, সিন্দূর, রক্তমালা অলুগোপন দ্বারা  
 কলস ভূষিত করিয়া পক্ষীকরণ করিবে ।  
 'ফট্' এই মন্ত্র পাঠ করত কলস দ্বারা কলসে  
 তাম্রনা করিয়া, 'হ্রীং' মন্ত্র পাঠ করত অধ-  
 গুষ্ঠ ১ মূল দ্বারা কলস আওঁ গুষ্ঠ করিবে ।  
 পরে 'হ্রীং' বীজ পাঠ করত অনিমেয দর্শনে  
 সকল নিরীক্ষণ করিয়া 'নমঃ' মন্ত্র পাঠ করত  
 জল দ্বারা কলস অভ্যক্ষিত করিবে । মূলমন্ত্র  
 দ্বারা তিনবার কলসে চন্দন প্রদান করিবে ।  
 হ্রীং পক্ষীকরণ নামে, কথিত । পরে

মেব গিরং হৃদা হৃদ-স্বাস্থ্যমঃ, কদম্ব ।  
কচোক্তং ব্রহ্মহত্যাং তেন তে নান্যায়ামহম্ ॥  
১৯৫ ॥ সূর্য্যামণ্ডলমধ্যস্থে বক্রণালয়মস্তবে ।  
রমাবীজময়ে দেবি শুক্রশীপাঙ্গিমুচাতাম্ ॥  
১৯৬ ॥ দেবানাং প্রণবো বীজং ব্রহ্মানন্দ-  
মহৎ যদি, তেন সন্তোষ্য তে দেবি ব্রহ্ম-  
হত্যা ব্যাপোহতু ॥ ১৯৭ ॥ হ্রীং হংসঃ শুচি-  
সমুদ্রস্তরীক্ষসন্ধৌতা বেদিমদতিথিছুরৌ-  
লসৎ, নৃনম্বর্ষদ্বতমদ্যোমসদভা, গোজা  
ঋতজা অজ্রিজা ঋতং বৃহৎ ॥ ১৯৮ ॥  
বাক্রণেন চ বীজেন যদুদীর্ঘবভাজিনা ।  
ব্রহ্মণাপবিশকান্তে মোচিতাট্যৈ পবং বদেৎ ।  
সুধাদেবো নমঃ পশ্চাৎ সপথ্য ব্রহ্মশাপনুৎ ॥  
১৯৯ ॥ অক্ষুণ্ণং দীর্ঘবট্টকেন নৃৎ ক্রীমায়না

কন্যাকে প্রণাম ও তৎস্থিত সুবাস্তে ব্রহ্ম-  
পুণ্ড্র প্রদান করিয়া, ব্যাকরণ মন্ত্র দ্বারা সুধা  
শোধন করিবে। ১৮৯—১৯৪ । পরমব্রহ্ম  
অধিতীয় স্থল ও সূর্য্যামণ্ডল এবং নিত্য । আমি  
তঁহার দ্বারা কচঅনিত-ব্রহ্মহত্যা নান্য  
করি। হে দেবি ! হে সূর্য্যামণ্ডল-মধ্যস্থে ।  
হে সমুদ্রগর্ভ-সমুদ্রে ! হে অমাবীজময়ি !  
তুমি শুক্রশীপ হইতে উদ্ভূত হও ব্রহ্মময়  
প্রণব বেদের বীজপদপ । হে দেবি ! সেই  
সত্য দ্বারা তোমার ব্রহ্মহত্যা নান্য হউক ।  
বক্রণ-বীজে ( ২২ ) ব্রহ্মশাপ দ্বয়টি দীর্ঘপর  
যোগ করিয়া, 'ব্রহ্ম' শব্দের পর 'মোচিতাট্যৈ'  
পদ বলিতে, পশ্চাৎ 'সুধাদেবো নমঃ' এই  
ধন্য উচ্চারণ করিবে। এই মন্ত্র মণ্ডবার  
পঠ করিলে ব্রহ্মশাপ-মোচন হইবে। মন্ত্র

মন্ত্র । সুধা পান্যং ব্রহ্মশাপং মোচয়েতি  
পদং ততঃ । অম্বুদং ভাবয়েদুদং দ্বিষ্টস্তো  
মনুবীজিতঃ ॥ ২০০ ॥ এবং ধাপাণো চরিত্তা  
যজ্ঞং তত্র সমাহিতঃ । আনন্দট্টেরবৎ  
দেবমানন্দট্টেরবীং তথা ॥ ২০১ ॥ সহস্রমল-  
শকাভ্যে বরমুং মিলিতং বদেৎ । আনন্দ-  
ট্টেরবৎ দেহভ্যং বদন্তো মনুর্ষ্যঃ ॥ ২০২ ॥  
অম্বুদং বিপরীতকঃ প্রাণে নামলোচনা ।  
সুধাদেবো বৌমডন্তো মনুর্ষ্যঃ প্রপূজনে ॥  
২০৩ ॥ গাহিরম্বুৎ তয়োস্তন ব্যাধা

যথা,—বা বী বৃ বৈ বৌ বঃ ব্রহ্মশাপ বিমো-  
চিতাট্যৈ সুধাদেবো নমঃ । ১৯৫—১৯৯ ।  
ব্রহ্মশাপ অর্থাৎ "ব্রহ্ম" এই পদ দীর্ঘপর  
দ্বয়টি যোগ করিয়া ( হ্রীং ) ক্রীবীজ ও  
মামাবীজ ( হ্রীং ) যোগ করিতে হইবে ।  
ইহার পর "সুধা" পদ, পরে "ব্রহ্মশাপং  
মোচন" এই পদ । পরে "অম্বুদং ভাবয়  
অম্বুদং" শব্দে 'স্বাধা' এই মন্ত্র কথিত হই-  
যাচ্ছে । এইরূপে শাপ মোচন করিয়া, একাক্ষ-  
রাদয়ে তাহাতে আনন্দট্টেরব ও আনন্দট্টের-  
বীং পূজা করিবে । "সহস্রমল" পদের পর  
'বরমুং' ইহার সহিত মিলিত করিয়া 'আনন্দ  
ট্টেরবৎ' বলিবে, শব্দে বসট্ থাকিবে ;—  
ইহা আনন্দট্টেরবের মন্ত্র । আনন্দট্টেরবীং  
পূজার সময়, 'সহস্রমলবরমুং' এই মন্ত্রের  
অর্থ অর্থাৎ মূল বর্গের বিপরীত অর্থাৎ  
"হ্রীং" পাঠ করিবে, প্রাণে অর্থাৎ উদার-  
স্থানে বাহ্যলোচ । অর্থাৎ ঈশ্বর পাঠ  
করিবে, পশ্চাৎ সুধাদেবো 'বৌমট্ট' এই

তদমৃতপ্লুতম্ । ত্র্যায় বিজ্ঞান্য ততোহর্জি  
মূলং দ্বাদশধা জপেৎ ॥ ২০৪ ॥ মূলেন দেবতা-  
বুদ্ধা দত্তা পুষ্পাঞ্জলিঃ ততঃ । দর্শয়েদ-  
রূপ-দীপৌ চ যট্টাবাননপূর্বকম্ ॥ ২০৫ ॥  
ইথা তীর্থস্ত সংস্কারঃ সর্বদা দেবপূজনে ।  
ব্রতে হে মে বিবাহে চ তথৈবোৎসবকর্মণি ॥  
২০৬ ॥ মাংসমানীয় পূবতস্তি কাণমণ্ডলা-  
পরি । ফটাভুক্ষ্য বায়ু-বহ্নিবীজাভ্যাং  
মন্ত্রেণ ত্রিধা ॥ ২০৭ ॥ কবচেনাবগুষ্ঠাথ  
সংরক্ষ্যেচ্চাস্ত্রমন্ত্রতঃ । ধেয়া বসমুতীকৃত্য

দুইটা পদ প্রয়োগ করিতে হইবে (ইহাতে  
মন্ত্রাকার যথা — হসক্ষমগবরয়ীং আনন্দ-  
ভৈরবৈ বৌষট্ । অনন্তর সেই কলসে  
আনন্দভৈরব ও আনন্দভৈরবীর সম-বসতা  
ধান করিয়া, তদমূল দ্বারা সংসিক্ত হইয়াছে  
ভাবনা করিয়া, তদুপরি দ্বাদশ বার মূলমন্ত্র  
জপ করিবে । ২০০-২০৪ । অনন্তর  
দেবতাবোধে সেই মন্দের উপরি মূলমন্ত্র  
পাঠ করিয়া তিনবার পুষ্পাঞ্জলি প্রদান  
করিবে । অনন্তর যট্টাধ্বনিপূর্বক তাহাতে  
রূপ দীপ প্রদর্শন করিবে । দেবপূজা, ব্রত,  
হোম, বিবাহ ও অগ্ন্যাদি উৎসবে এইরূপে  
সুত্র-সংস্কার । সমুদ্রাঙ্কিত ত্রিকোণ মণ্ডলের  
উপরিভাগে আনয়নপূর্বক ‘কট্’ মন্ত্র দ্বারা  
অভ্যুজ্জিত করিয়া বায়ুবীজ ( ফ ) ও বহ্নি-  
বীজ ( ক ) দ্বারা ইহা তিনবার অভিমুখিত  
করিবে । পরে কবচ অর্থাৎ ‘কুং’ এই মন্ত্র  
পাঠপূর্বক অবগুষ্ঠনমুদ্রা দ্বারা অবগুষ্ঠিত  
করিয়া অস্ত্র অর্থাৎ ‘ফট্’ মন্ত্র দ্বারা রক্ষা

মন্ত্রমেতমুদারয়েৎ ॥ ২০৮ ॥ । বনোৎসবমাণ  
যা দেবী যা দেবী শঙ্করস্ত চ । মাংসং মে  
পবিত্রীকুরুকুরু তদ্বিধোঃ পরমং পদম্ ॥ ২০৯ ॥  
ইথা মীনং লমানীয় প্রোক্তমন্ত্রেণ সাংস্ক-  
তম্ । মন্ত্রোপাঙ্গনন মতিমাংস্তুং মীনমন্তি-  
মন্ত্রেণ ॥ ২১০ ॥ ত্র্যয়কং যজ্ঞাগ্নেহ সুরগন্ধি-  
পুষ্টিবর্জনম্ । উর্ঝাককমিব বন্ধনান্মুতো-  
র্গুনীয় মামতাং ॥ ২১১ ॥ তথৈব মূজামাদায়  
শোধয়েদমুনা ত্রিয়ে ॥ ২১২ ॥ তদ্বিধোঃ  
পরমং পদং সদা পশুস্তি সুরঃ । দিবীব  
চক্ষুরাততম্ ॥ ২১৩ ॥ তু তদ্বিধা না বিপ-  
ণ্যনা জাগ্রবাংসঃ সমিক্রান্তে । বিধো যৎ  
পরমং পদম্ ॥ ২১৪ ॥ অথবা সর্বতত্ত্বানি

করিবে । পরে ‘বং’ এই মন্ত্র পাঠপূর্বক  
ধেনুগুদ্রা দ্বারা উহা অমৃতীকৃত করিয়া,  
বক্ষ্যমাণ মন্ত্র পাঠ করিবে । যে দেবী বিষ্ণু  
বক্ষ্যঃস্থলে এবং যে দেবী শঙ্করের বক্ষ্যঃস্থলে  
থাকেন, তিনি আমার এই মাংস পবিত্র  
করুন—তিনি আমার সমক্ষে বিষ্ণুর প্রধান-  
পদ করুন । ( ইহা মাংসপোষণ ) । ২০৫—  
২০৯ । কুলধর্ম্যস্ত ব্যক্তি ত্রৈরূপে মংস  
আনয়নপূর্বক উক্ত মাংস-শোধন-মন্ত্র দ্বারা  
শোধিত করিয়া বক্ষ্যমাণ মন্ত্র দ্বারা অভি-  
মুখিত করিবে । হে ত্রিয়ে । অনন্তর মূজা  
আনয়ন করিয়া, “তদ্বিধোঃ পরমং পদং  
সদা পশুস্তি সুরঃ” ইত্যাদি, “তু তদ্বি-  
প্রোমোবিপ” ইত্যাদি মন্ত্রদ্বয় দ্বারা উহা  
শোধন করিবে । অথবা মূলমন্ত্র দ্বারাই  
পবিত্র শোধন করিবে । যিনি মূলমন্ত্রে

মূলে নৈব বিশোধয়েৎ । মূলে তু শ্রদ্ধা নো  
যঃ কিং তত্র দণ্ডশাখায়া ॥ ২১৫ ॥ কেবলং  
মুগমস্ত্রৈণ যদ্রব্যং শোধিতং ভবেৎ । উদেব  
দেবতাপ্রীত্য স্প্রশস্তং ময়েচ্চাতে ॥ ২১৬ ॥  
যথাকালম্ সংক্ষেপাৎ সধকানবকাশতঃ ।  
সৰ্বং মূলেণ সংশোধ্য মহাদেবায় নিবে-  
দয়েৎ ॥ ২১৭ ॥ ন চাত্র প্রত্যবায়োহস্তি  
নাঙ্গবৈগুণ্যদূষণম্ । সত্যং সত্যং পুনঃ  
সত্যমিতি শঙ্করশাসনম্ ॥ ২১৮ ॥

ইতি শ্রীমহানির্ঝাণতন্ত্রে মন্ত্রোক্তার-  
কলসম্বাপন-তন্ত্রসংস্কারো নাম  
পঞ্চম উল্লাসঃ ॥ ৫ ॥

শ্রীকাম্বিত, ঐহিক শাখা-পরিবে প্রয়োজন  
কি? কেবল মুগমস্ত্র দ্বারা যে দ্রব্য পরি-  
শোধিত হইবে, তাহাই দেবত-প্রীতির  
নিমিত্ত স্প্রশস্ত হইবে,—ইহা আমি বলি-  
তেছি । যখন সময় সংক্ষেপ হইবে, যখন  
সাধকের অবসর থাকিবে না, তখন সকল  
দ্রব্যই মুগমস্ত্র দ্বারা পরিশোধিত করিয়া মহা-  
দেবীকে নিবেদন করিবে । মুগমস্ত্র দ্বারা  
শোধিত তত্ত্বসমুদায় দেবীকে নিবেদন  
করিলে, কোন প্রত্যবায় হইবে না, কোন  
অঙ্গবৈগুণ্য-দোষও ঘটিবে না । ইহা সত্য  
সত্য ; পুনর্বার বলিতেছি—ইহা সত্য,—  
ইহা শঙ্করের শাসন । ২১০—২১৮ ।

পঞ্চম উল্লাস সমাপ্ত ॥ ৫ ॥

ষষ্ঠ উল্লাসঃ ।

শ্রীদেবীবাচ ।

যৎ ত্বয়া কথিতং পকাততঃ পূজাদি-  
কৰ্ম্মণি । বিশিয়া কৰ্ম্মতোঃ নাথ যদি তেহপি  
কৃপা ময়ি ॥ ১ ॥ শ্রীমদাদিব উবাচ । গোড়ী  
পৈপ্পী তথা মাধ্বী ত্রিবিধা চোক্তমা সুরা ।  
সৈব নানাবিধা প্রোক্তা তালখর্জুরমস্ত্রবা ॥  
২ ॥ তথা দেশভেদেন নানাদ্রব্য-ভেদতঃ ।  
বজ্রধ্বং সমাখ্যাতা প্রশস্তা দেবতাস্তনে ॥ ৩ ॥  
যেন কেন সমুৎপন্ন। যেন কেনাকুতাপি বা ।  
নাত্র জাতিভেদোহস্তি শোধিতা সৰ্ব-  
সিদ্ধিদা ॥ ৪ ॥ মাংসম্ ত্রিবিধং প্রোক্তং

ষষ্ঠ উল্লাসঃ

শ্রীদেবী জিজ্ঞাসিলেন,—নাথ ! আপনি  
পূজাদি কৰ্ম্ম সময়ে পকাত আমাকে কহিয়া-  
ছেন ; যদি আমার প্রতি আপনার কৃপা  
থাকে, তাহা হইলে তাহা এখন বিশেষরূপে  
বলুন । শ্রীমদাদিব কহিলেন,—উত্তম সুরা  
তিন প্রকার ;—গোড়ী, পৈপ্পী এবং মাধ্বী ।  
এই সুরা তাল-খর্জুরাদি-মস্ত্র হওয়াতে  
নানারূপে কথিত হইয়া থাকে । তত্ত্বাৎ  
দেশভেদে এবং নানাদ্রব্য-ভেদে এই সুরা  
অনেকরূপে উক্ত আছে । এই সকল সুরাই  
দেবী-অর্চনায় প্রশস্ত । এই সুরা যে  
কোনরূপেই সমুৎপন্ন হউক, যে কোন ব্যক্তি  
দ্বারা অনীত হউক, শোধিত হইলে সৰ্ব-  
সিদ্ধি প্রদান করে । সুরানিযয়ে জাতি-

জল-ভূচর-খেচরম্ । যস্যাম্ উস্মাৎ সমানীতঃ  
 যেন তেন বিস্মৃতিতম্ । তৎ সৰ্ব্বং দেবতা  
 শ্রীতৈঃ ভবেদেব ন সংশয়ঃ ॥ ৫ ॥ সাধ-  
 কেচ্ছ। বলবতী দেয়ে বস্তনি দৈবতে ।  
 যদ্যদাশ্রয়ঃ জ্বাৎ তত্তদিষ্টায় কল্পয়ৎ ॥  
 ৬ ॥ বলিদানবিধৌ দেবি বিহিতঃ পুরুষঃ  
 পশুঃ । স্ত্রীপশুর্ন চ হস্তবান্ধ্রো শান্তব-  
 শাসমাৎ ॥ ৭ ॥ উত্তমাপ্তিবিধা মৎস্যঃ শাল-  
 পাঠীন বোহিতাঃ । মধ্যমাঃ কণ্টকৈর্হীন্য  
 অধমা বহুকণ্টকঃ । তেহপি দেবৈ  
 প্রদাতব্যা যদি স্তুষ্ট বিতর্জিতঃ ॥ ৮ ॥  
 মুদ্রপি ত্রিবিধা প্রোক্তা উত্তমাদিবিভেদতঃ ।  
 চন্দ্রবিন্দুনিভঃ শুভ্রঃ শালিতপ্তসম্ভবম্ ॥ ৯ ॥

বিশেষ নাই । মাংস ত্রিবিধ ;—জলচর,  
 ভূচর এবং খেচর । এই মাংস যে কোন  
 স্থান হইতে অনীত হউক, যে কোন  
 ব্যক্তি কর্তৃক বাতিত হউক, তৎসমুদায়  
 দেবতার শ্রীতির নিমিত্ত হইবে—সন্দেহ  
 নাই । দেবতা-বিষয়ে দেয় বস্তুতে সাধকে  
 ইচ্ছাই বলবতী । যে যে বস্তু আপ-  
 নার শ্রিয়, তাহাই ইষ্ট দেবতাকে দিবে ।  
 ১—৬ । দেবি । বলিদানে পুরুষ পশুই  
 বিহিত হইয়াছে । মহাদেবের শাসন হেতু  
 স্ত্রী-পশু হনন করিলে না । শাল, বোয়াল  
 ও কুই মাছ,—এই তিন প্রকার মাছই  
 উত্তম । আশ্রিত কণ্টকহীন মৎস্য মধ্যম,  
 বহু-কণ্টকযুক্ত মৎস্য অধম । বহু-কণ্টক-  
 যুক্ত মৎস্যও সুন্দররূপে সাজিয়া, দেবীকে  
 দেওয়া যাইতে পারে । মুদ্রাও উত্তম, মধ্যম

যব গোমুগ্ধং বাপি ঘৃতপকং মনোহরম্ ।  
 মুদ্রমুস্তমা মধ্যা ভূষ্টধাত্বাদিহাভবা । ভাজ্য-  
 তাল্লজ্বীষানি অধমা পরিকী ত্ততা ॥ ১০ ॥  
 মাংসং মীনঞ্চ মুদ্রা চ কলমুগানি যানি চ ।  
 সুধাদানে দেবত বৈ সংজ্ঞেয়াঃ শুদ্ধীরিতা ॥  
 ১১ ॥ বিনা শুদ্ধা হেতুদাঃ পূজনাঃ  
 তর্পনং তথা । নিষ্ফলং ত্রাহতে দেবি দেবতা  
 ন প্রসীদতি ॥ ১২ ॥ শুদ্ধিঃ বিনা মদ্যপানং  
 কেবলং বিষভঞ্জনম্ । চিররোগী ভবেন্দ্রী  
 স্তল্ল যুতিযতেহচিরং ॥ ১৩ ॥ শেযতত্ত্বং মহে-  
 শানি নিকীর্যে প্রবলে কলৌ । প্রকীয়া

এবং অধম,—ত্রিবিধ হইয়া থাকে । যাহা  
 চন্দ্রবিন্দু-সদৃশ শুভ্র, যাহা শালিতপ্তস দ্বারা  
 প্রস্তুত, অথবা যাহা যব বা গোমুগ দ্বারা  
 প্রস্তুত হইবে এবং যাহা ঘৃতপক ও মনোহর,  
 তাহা মুদ্রাই উত্তম । যাহা ভূষ্ট ধাত্ব  
 প্রভৃতি দ্বারা প্রস্তুত, তাহা মধ্যম মুদ্রা ।  
 যাহা অল্প প্রকার শস্ত ভাজিয়া প্রস্তুত  
 হইবে, তাহা অধম মুদ্রা বলিয়া কীর্তিত  
 হইবে । ৭—১০ । দেবীকে সুধা দান  
 করিবার সময় যে মাংস, মৎস্য, মুদ্রা, কল,  
 মূল প্রভৃতি হইবে, তৎসমুদায় শুদ্ধি শব্দে  
 অভিহিত হইবে । শুদ্ধি বিনা দেবীকে  
 সুধাদান করিয়া পূজা বা তর্পণ করিলে  
 সমস্ত নিষ্ফল হইবে এবং তাহাতে দেবতা  
 প্রসন্ন হইবেন না । শুদ্ধি বিনা মদ্যপান  
 করিলে, তাহা কেবল বিষ ভঞ্জন হয় এবং  
 চিররোগী ও দল্লভ হইয়া অচিরং মৃত্যু  
 হয় । মহেশানি ! নিকীর্য বলি প্রবল

কেবলা জেয়া সর্বদোষ-বিবর্জিতা ॥ ১৪ ॥  
অথ বাজ স্বমুদ্রাদি কুসুমং প্রাণ-স্নেহে ।  
কথিতং তৎপ্রতিনিবোধো কুযৌঃ পবিত্রীকৃতি-  
তম্ ॥ ১৫ ॥ অনোরধিতানি তু ত্বনি পত্র-পুষ্প-  
ফলানি চ । নৈব দদ্যামহকেটেয়া যত্না বৈ  
নারকী ভবেৎ ॥ ১৬ ॥ ত্রীপাত্রস্থাপনং  
কুৰ্য্যাৎ স্বীয়য়া গুণশীলয়া । অভিমুখেৎ  
কারণেন স্নাতাত্যাদৌদকেন বা ॥ ১৭ ॥  
আদৌ বাজঃ সমুচ্চর্য ত্রিপুরাটয় ততো  
বদেৎ । নমঃসকলবদানে চ ইমাং শক্তি-  
মুদীরেৎ ॥ ১৮ ॥ পবিত্রীকৃতশব্দে মম  
শক্তিঃ কুরু শক্তিঃ ॥ ১৯ ॥ অদীক্ষিতা যদা

হইলে, শেষস্বত্বস্বাধীন একমাত্র সর্বদোষ-  
বিবর্জিত স্বকীয়া পরীতেই সম্পন্ন হইবে ।  
প্রাণস্নেহে । অথবা আমি কে স্বমুদ্র-  
কুসুমাদির কথা বলিয়াছি, তৎপ্রতিনিবিশলে,  
রক্তচন্দন কথিত হইল । ১১-১৫ । উক্ত  
পত্রতত্ত্ব এবং ফল, মূল, পত্র, শোধান না  
করিয়া দেবীকে দান করিলে না ; করিলে  
নরকগামী হইতে হইবে । গুণশীলা স্বীয়  
পরী দ্বারা ত্রীপাত্র স্থাপন করিবে এবং  
ঐ পরীকে কারণ দ্বারা, সামান্যাত্মের জল  
দ্বারা অভিষিক্ত করিবে । অভিষেক মন্ত,—  
প্রথমতঃ “ঐং ক্রীং মোঃ” উচ্চারণ করিবে,  
পরে “ত্রিপুরাটয় নমঃ” উচ্চারণ করিবে,  
তৎপরে “ইমাং শক্তিঃ” এই পদ বলিবে ;  
পরে “পবিত্রীকুরু” এই শব্দের অন্তে “মম  
শক্তিঃ কুরু স্বাহা” এই পদ উচ্চারণ  
করিবে । যদি নারী অদীক্ষিতা থাকে, তবে

নারী কর্ণে মায়াং সমুচ্চরেৎ । শঙ্করোচ্চর্য  
পূজনীয়া নারী স্নাতনকর্ম্মণি ॥ ২০ ॥ অথবা-  
যজ্ঞোর্ম্মধ্যে মায়াগর্ভঃ ত্রিকোণকম্ । বৃক্কঃ  
যট্ কোণমালিখা চতুঃপ্রাং লিখেন্নরিঃ ॥ ২১ ॥  
অত্র কোণে পূর্বশৈলমুদ্রায়ানং ত্রৈলোক্য  
আমন্ত্র্যঃ কামরূপঃ সচতুর্থী-নামোদগুণকম্ ।  
নিজনাগাদিবীজাচ্চ পূজয়েৎ সমকোষমঃ ২২  
যট্ কোণেনু যজ্ঞানি মূলে নৈব ত্রিকোণকম্ ।  
মায়ায়াধারশক্তিঃ নমোদগুণ প্রপূজয়েৎ ॥  
২৩ ॥ নমসা ক্ষালিতাধারঃ সংস্থাপ্য তত্র

তাহার কর্ণে মায়াবীজ উচ্চারণ করিবে ।  
মৈশ্বরতত্ত্ব-সম্পাদনার নিমিত্ত অন্যত্র যে  
সমুদায় পরকীয়া শক্তি থাকিলে, তাহা-  
দিগকে পূজা করিবে । ১৬-২০ । অনন্তর  
আপনি ও যজ্ঞ—এই উভয়ের মধ্যে একটি  
ত্রিকোণ মণ্ডল লিখিয়া, তাহার মধ্যে  
মায়াবীজ লিখিবে । পর ঐ ত্রিকোণ  
মণ্ডলের বাহিরে একটি যট্ কোণ মণ্ডল  
লিখিয়া, তাহার বাহিরে একটি চতুঃকোণ  
মণ্ডল লিখিবে । অনন্তর সমকোষমঃ,  
ঐ চতুঃকোণ মণ্ডলের চারি কোণে “পূঃ  
পূর্বশৈলায় পীঠায় নমঃ, উঃ উত্তীর্ণায়  
পীঠায় নমঃ, জঃ জালদায় পীঠায় নমঃ,  
কঃ কামরূপায় পীঠায় নমঃ” এই মন্ত-  
চতুষ্টয় পূর্বশৈল, উত্তীর্ণায়, জালদায়,  
কামরূপ—এই পীঠচতুষ্টয়ের পূজা করিবে ।  
পরে যট্ কোণ বৃক্কের দ্বয় কোণে, “স্বঃ স্বঃ  
স্বীং নমঃ, বৃঃ বৃঃ বৈঃ নমঃ, দৌঃ দৌঃ  
দঃ নমঃ” এই ছাতি ৩ বার তাহা পূজা করিবে ।

পূর্ববৎ । বৃক্শোপরি যজ্ঞবহ্নেঃ কলাঃ  
ব্রহ্মাদিমামহৈঃ ॥ ২৪ ॥ ধূমার্চির্জালিনী  
সূক্ষ্মা জালিনী বিষ্ণুলিঙ্গিনী । সূত্রীঃ সূরুপা  
কপিলা হব্যকবাহা তপা ॥ ২৫ ॥ সচতুর্থী  
নমোহন্তেন পূজ্যা বহ্নেঃ কলা দশ ॥ ২৬ ॥  
মৎ বহ্নিমণ্ডলায়েতি দশান্তে চ কলাগানে  
অবসানে নমো দত্তা পূজয়েদ্বহ্নিমণ্ডলম্ ॥  
২৭ ॥ ততোহর্ঘ্যপাত্রমানীয় ফট্কারেন  
বিশোধিতম্ । আধারে স্থাপয়িত্ব তু কলাঃ  
সূর্য্যম্ দাদশ । কভাদিবর্ণবীজেন ঠডান্তেন  
প্রপূজয়েৎ ॥ ২৮ ॥ তপিনী তাপিনী ধূম্

অধিষ্ঠাত্রী দেবতার পূজা করিবে । পরে  
ত্রিকোণ মণ্ডলে “হ্রীং সাধারণ-শব্দে নমঃ”  
এই মন্ত্র পাঠপূর্বক সাধারণ-দেবতার পূজা  
করিবে । অনন্তর ‘নমঃ’ এই মন্ত্র দ্বারা  
প্রক্ষালিত সাধারণ পূর্বের জায় সেই স্থানে  
সংস্থাপন করিয়া, তাহাতে স্ব স্ব আদিম  
অক্ষর উচ্চারণপূর্বক বহ্নির দশ কলা পূজা  
করিবে । দশ কলার নাম ;—ধূম্, অর্চিঃ,  
জালিনী, সূক্ষ্মা, জালিনী, বিষ্ণুলিঙ্গিনী,  
সূত্রী, সূরুপা, কপিলা ও হব্যকবাহা ।  
২১—২৫ । এই সমুদায় শব্দে চতুর্থী  
বিত্তি প্রয়োগ করিয়া, অন্তে ‘নমঃ’ শব্দ  
প্রয়োগপূর্বক বহ্নির দশ কলা পূজা  
করিবে । অনন্তর “মৎ বহ্নিমণ্ডলায় দশ-  
কলাগানে নমঃ” এই মন্ত্র পাঠপূর্বক বহ্নি-  
মণ্ডলের পূজা করিবে । অনন্তর ফট্কার  
দ্বারা বিশোধিত আর্ঘ্যপাত্র অনাখনপূর্বক,  
আধারে স্থাপন করিয়া, কভ প্রভৃতি ঠড

মরীচির্জালিনী কচিঃ । সূরুপা ভোগদা  
বিশ্বাবোধিনী দারিনী ক্ষমা ॥ ২৯ ॥ অং  
সূর্য্যমণ্ডলায়েতি দ্বাদশান্তে কলাগানে ।  
নমোহন্তেনার্ঘ্যপাত্রে তু পূজয়েৎ সূর্য্য-  
মণ্ডলম্ ॥ ৩০ ॥ বিলোমগাত্তাৎ উদগুণ-  
মণ্ডলং সমুচ্চরন্ । ত্রিভাগং পূরয়েদ্বাকী কলস-  
থেন হেতুনা ॥ ৩১ ॥ বিশেষার্থ্যজৈঃ  
শেষং পুরয়িত্ব সমাহিতঃ । যোড়শব্র-  
বীজেন নামমজ্ঞেণ পূজয়েৎ । সচতুর্থী-  
নমোহন্তেন কলাঃ সোমস্ত যোড়শ ॥ ৩২ ॥  
অমৃত মানদা পূজা তুষ্টিঃ পুষ্টী রতিধৃতিঃ ।

পর্যন্ত বর্ণ বীজ পূর্বক উচ্চারণপূর্বক  
সূর্য্যের দাদশ কলার পূজা করিবে । দাদশ  
কলার নাম ;—তপিনী, তাপিনী, ধূম্, অর্চিঃ,  
জালিনী, কচিঃ, সূরুপা, ভোগদা,  
বিশ্বা, বোধিনী, দারিনী ও ক্ষমা । অনন্তর  
জর্ঘ্যপাত্রে “অং সূর্য্যমণ্ডলায় দ্বাদশকলা-  
গানে নমঃ” এই মন্ত্র দ্বারা সূর্য্যমণ্ডল পূজা  
করিবে । ২৬—৩০ । পরে মন্ত্রস্ত ব্যক্তি  
স্বাকার হইতে অকার পর্য্যন্ত বিলোম গাত্তকা-  
বর্ণ ও উদন্তে মুণ-মন্ত্র উচ্চারণ করিতে  
করিতে, কলসস্থ জ্বা দ্বারা আর্ঘ্য-পাত্রের  
তিন ভাগ পূর্ণ করিবে । অনন্তর সমাহিত-  
চিত্ত বিশেষার্থ্যের জল দ্বারা, আর্ঘ্য-পাত্রের  
শেয়াংশ পূরণ করিয়া, যোলটি ব্র বীজের  
অন্তে চতুর্থান্ত নাম উচ্চারণ করিয়া, অন্তে  
‘নমঃ’ শব্দ প্রয়োগপূর্বক চল্লিশ যোড়শ  
কলা পূজা করিবে । যোড়শ কলার নাম ;—  
অমৃত, মানদা, পূজা, তুষ্টি, পুষ্টী,

শশিনী চক্ষিকাকান্তির্জ্যোত্স্নাত্ত্রীঃ প্রীতি-  
রঙ্গদা । পূর্ণাপূর্ণামৃত কামদায়িনীঃ শশিনীঃ  
কলাঃ ॥ ৩৩ ॥ উৎ সোমমণ্ডলায় যোড়-  
শান্তে কলায়নে । নমোহস্তেন যজ্ঞমজী  
পূর্ববৎ সোমমণ্ডলম্ ॥ ৩৪ ॥ দূর্বাঙ্কতং  
রক্তপুষ্পং বর্ষরামপরাজিতাম্ । মায়য়া  
প্রসিপেৎ পাত্রে তীর্থগাবাহয়েদপি ॥ ৩৫ ॥  
কবচেনাবগুষ্ঠ্যাস্তমুদ্রয়া রক্ষণং চরেৎ । ধেনা  
চৈব মৃতীকৃত্য চ্ছাদয়েৎ স্তমুদ্রয়া ॥ ৩৬ ॥  
মূলং মঞ্জপা দর্শধা দেবতাবাহনং চরেৎ ।  
আবাহ্য পুষ্পাঞ্জলিনা পুজয়েদিষ্টদেবতাম্ ।  
অথ ঔদৈত্যঃ পঞ্চমৈজম্ভয়েৎ তদনন্তম্ ॥  
৩৭ ॥ অথ ঔৎকরসানন্দাকরে গরস্থধাঙ্গনি ।

রতি, ধৃতি, শশিনী, চক্ষিকা, কান্তি,  
জ্যোত্স্না, ত্রী, প্রীতি, অঙ্গদা, পূর্ণা ও  
পূর্ণামৃত; এই ষোড়শ কলা কামদায়িনী  
অর্থাৎ কামনা-ফলদাত্রী । পরে ঐ অর্ঘ্য  
পাত্রের জলে “উৎ সোমমণ্ডলায় যোড়শ-  
কলায়নে নমঃ” এই মন্ত্র পাঠপূর্বক সোম-  
মণ্ডলের পূজা করিবে । তৎপরে দূর্বা,  
‘অঙ্কত, রক্তপুষ্প, বর্ষরামজ, অপরাজিতা  
পুষ্প - এই সমুদায় গ্রহণ করিয়া, ‘হ্রীং’ এই  
মন্ত্র দ্বারা পাত্রে নিক্ষেপ করিয়া, তীর্থ  
আবাহন করিবে । পরে ‘হুং’ এই বীজ  
পাঠপূর্বক অবগুষ্ঠনমুদ্রা দ্বারা অর্ঘ্য-পাত্রের  
সুপ্রান্তস্থিত করিয়া, অঙ্গমুদ্রা দ্বারা রক্ষা  
করিবে । অনন্তর ধেনুমুদ্রা দ্বারা অমৃতাকৃত  
করিয়া, উহা মৎস্যমুদ্রা দ্বারা আচ্ছাদন  
করিবে । অনন্তর সেই অর্ঘ্যপাত্রস্থ স্বরার

স্বচ্ছন্দস্বরধামজা নিবেদ্যি কুলরূপিনি ॥ ৩৮ ॥  
অনন্তরামৃতাকারে শুদ্ধজ্ঞানকল্যবরে ।  
অমৃতং নিবেদ্যমিহ বস্তনি ক্রিয়রূপিনি ॥  
৩৯ ॥ তদাপৈককণ্ঠ্যং কণ্ঠ্যং তৎসন্না-  
পিনি । ভুত্বা কুলামৃতাকারমপি বিপ্লবণং  
কুত্ব ॥ ৪০ ॥ ত্র্যঙ্গাশ্রম-সমুত্তমশেষরম-সমুত্তম ।  
আপুৰিতং মহাপাত্রে পীযুষরসমাবহ ॥ ৪১ ॥  
অহস্তাপাত্রভরিতনিদন্তাপরমামৃতম্ । পরা-  
হস্তাময়ে বহৌ হোমসীকারলক্ষণম্ ॥ ৪২ ॥  
ইতামগ্ন্যা ততস্তম্ভিনি শিবয়োঃ সামন্ত্যকম্ ।

উপরি দর্শনার মূলমন্ত্র জপ করিয়া, তাহাতে  
ইষ্টদেবতার আবাহনপূর্বক পুষ্পাঞ্জলি দিয়া  
অর্ঘ্য প্রভৃতি পঞ্চমজ দ্বারা সূত্রা অভিমুখিত  
করিবে । ৩১—৩৭ । পাঠ্য মন্ত্রের অর্থ  
যথা ;—( ১ ) হে কুলরূপিনি । তুমি এই  
পরম সুধাময় বস্তুতে অর্ঘ্য একমাত্র সান্ত-  
রম ও সান্তানন্দ-প্রদায়িনী । তুমি অর্ঘ্য  
সুর্ভুক্ত প্রদান কর । ( ২ ) তুমি অনন্ত  
অমৃত পদ্বী, নিরুজ্ঞানই তোমার শরীর ।  
তুমি ক্রিয়রূপ এই বস্তুতে “অমৃত” নিদান  
কর । ( ৩ ) হে সুপ্রান্তরূপিনি । তুমি অর্ঘ্য  
ম পূর্বরসরূপে এই পুষ্পাশ্রম মদ্য  
ত্রিকার অর্থাৎ অর্ঘ্য সামান্য সামান্য করিয়া  
কুলামৃতরূপ হইয়া আমার পূজা সামান্য  
কর । ( ৪ ) হুং দ্বারা পূর্ণ এই মহাপাত্র  
ত্র্যঙ্গাশ্রমরূপ, অশেষ রসের আবরণ ও  
পীযুষ রসময় কর । ( ৫ ) অপরূপ  
পাত্রের দ্বারিত ইদন্তাপরম অমৃত, মদ্য-  
রূপ বস্তুতে অহস্তাদি পাত্র ইদন্তাদির

বিভাব্য পূজয়েদ্ধূপ-দীপাবপি চ দর্শয়েৎ ॥  
 ৪৩ ॥ ইতি শ্রীপাত্ৰসংস্কারঃ কথিতঃ  
 কুলপূজনে । অকুহা পাপভাজ্ঞী পূজা  
 চ বিফলা ভবেৎ ॥ ৪৪ ॥ খট শ্রীপাত্ৰয়োঃ-  
 র্মাধো পাত্ৰাণি স্থাপয়েদ্বুধঃ । গুরুপাত্ৰং  
 ভোগপাত্ৰং শক্তিপাত্ৰমতঃ পরম্ ॥ ৪৫ ॥  
 যোগিনী-বীরপাত্রে চ বলিপাত্ৰং ততঃ  
 পরম্ । পাদ্যচমনয়োঃ পাত্ৰং শ্রীপাত্রেণ  
 নব ক্রমাৎ । সামান্যার্থাশ্চ বিধিনা পাত্ৰাণাং  
 স্থাপনং চরেৎ ॥ ৪৬ ॥ কলসস্থ মূর্তেনৈব  
 ত্রিভাগং পরিপূর্য্য চ । মায়প্রমাণং পাত্রেণ  
 শুদ্ধিখণ্ডং নিয়োজয়েৎ ॥ ৪৭ ॥ বাম চুঠা-

সহিত স্বীকার-লক্ষণ হোম জাহতি প্রদান  
 কর । এইরূপে সুরা অভিমন্ত্রিত করিগা  
 তাহাতে শিব-শিবীর সম-রসজা ধাম ও  
 পূজা করিগা ধূপ-দীপ প্রদর্শন করিবে ।  
 কুলপূজা বিষয়ে এই শ্রীপাত্ৰ-সংস্কার ভোগার  
 নিকট কথিত হইল । মন্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি যদি  
 এইরূপে সংস্কার না করে, তাহা হইলে  
 পাপভাগী হইবে এবং তাহার পূজা বিফল  
 হইবে । জানী ব্যক্তি খট এবং শ্রীপাত্ৰের  
 মধ্যস্থলে গুরুপাত্ৰ, ভোগপাত্ৰ, শান্তিপাত্ৰ,  
 আতঃপর যোগিনীপাত্ৰ, বীরপাত্ৰ, বলিপাত্ৰ,  
 আচমন-পাত্ৰ ও পাদ্যপাত্ৰ, শ্রীপাত্ৰের সহিত  
 এই নয়টি পাত্ৰ স্থাপন করিবে । সামান্যার্থা  
 স্থাপনের বিধি অনুসারে পাত্ৰ-স্থাপন  
 কর্তব্য ৩৮—৪৬ । অনন্তর ঐ সকল  
 পাত্ৰের তিন ভাগ কলসস্থিত সুধা দ্বারা  
 পুণ্ডিত করিগা, ঐ সমুদয় পাত্ৰে মায়প্রমাণ

নামিকাত্যামমৃতং পাত্ৰসংস্থিতম্ । গৃহীত্ব  
 শুদ্ধিখণ্ডেন দক্ষযা তত্তমুদ্রয়া । সর্বত্র  
 তর্পণং কুর্যাদবিধিরেখ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ৪৮ ॥  
 শ্রীপাত্ৰাং পরমং বিন্দুং • গৃহীত্ব শুদ্ধি-  
 সংযুক্তম্ । আনন্দভৈরবং দেবং ভৈরবীক  
 প্রতর্পয়েৎ ॥ ৪৯ ॥ গুরুপাত্ৰামূর্তেনৈব  
 তর্পয়েদ্বগুরুসম্মতিম্ । সহস্রাবে নিজগুরুং  
 সপতীকং প্রতর্প্য চ । বাগ্ভবদ্যস্বস্বনামা  
 তদ্বদ্বগুরুচতুষ্টয়ম্ ॥ ৫০ ॥ ততঃ স্বহৃদয়া-  
 ভোজ্যে ভোগপাত্ৰমূর্তেন চ । আদ্যাং  
 কালীং তর্পয় মি নিজবীজপূঃসবম্ ॥ ৫১ ॥

শুদ্ধিখণ্ড নিম্নপ করিবে । পরে বামকরের  
 অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকা দ্বারা পত্রস্থিত অমৃত  
 শুদ্ধিখণ্ডের সহিত গ্রহণ করিগা, তত্তমুদ্রিত  
 দক্ষিণ হস্ত দ্বারা সমুদায় পাত্রেই তর্পণ  
 করিবে । এই তর্পণের বিধি পরে বলি-  
 তেছি । শ্রীপাত্ৰ হইতে শুদ্ধিখ সহিত পরম  
 বিন্দু অর্থাৎ সুধাবিন্দু লইয়া আনন্দভৈরব  
 এবং আনন্দ-ভৈরবীর তর্পণ করিবে ।  
 পরে গুরুপাত্ৰস্থ অমৃত দ্বারা গুরু-সমূহকে  
 তর্পণ করিবে । ব্রহ্মরজ্জ্বস্থিত সহস্রদল-  
 কমলে পতীর সহিত নিজ গুরু তর্পণ  
 করিগা, বাগ্ভব বীজ অর্থাৎ ঐ বীজ  
 আদিতে যোগ করিগা পশ্চাৎ গুরু-  
 চতুষ্টয়ের অর্থাৎ গুরু, পবনগুরু, পরাপব  
 গুরু ও পরমেশ্বরী গুরু নিজ নিজ নামো-  
 চ্চঃপূর্ব্বক তর্পণ করিবে । মন্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি  
 পরে নিজ হৃৎপদ্মে ভোগপাত্ৰস্থ অমৃত দ্বারা  
 প্রথমে জ্ঞানবীজ হ্রীং শ্রীং ক্রীং পরমেশ্বরী

স্বাহাশ্রুতনাদ্রা মন্ত্রা তপসোদেবতাম্ ।  
শক্তিপাতাশ্রুতমুদ্রাদেবতাম্ ॥ ৫০ ॥  
যোগিনীপাতসংস্থেন সাযুধাং সপরীকরাম্ ।  
মন্ত্রপা কালিকামাদ্যাং বটুকৈভো বলিং  
হরেৎ ॥ ৫১ ॥ স্ববামভাগে সান্নিধ্যং মণ্ডলং  
রচয়েৎ সুধীঃ । সংপূজ্য স্থাপয়েৎ তত্র  
সান্নিধ্যং সুধাধিতম্ ॥ ৫২ ॥ বামভাগে  
কমলাবক বটুকায় নমঃপদম্ । সংপূজ্য পূর্ব-  
ভাগে চ বটুকায় বলিং হরেৎ ॥ ৫৩ ॥ ততঃ  
বাং যোগিনীভ্যঃ স্বাহা যাম্যং হবদ্বলিম্ ॥  
৫৪ ॥ বডুদীর্ঘমুখং সমীকৃতং মেম্পালায়

আম্রুঃ । অনেন মেম্পালায় বলিং দদ্যাৎ  
তু পশ্চিমে ॥ ৫৫ ॥ খাণ্ডবীজং সমুচ্চা-  
বডুদীর্ঘমুখং ॥ ৫৬ ॥ গণপাত-  
কৌভো বহিঃজামাং ততো বদেৎ ॥ ৫৭ ॥  
উত্তরভাগে গণেশায় বলিং দেতুম্ কৰ্ম্মযেৎ ।  
মধ্যে তথা সর্গভূতবলিং দদ্যাৎমধ্যস্থিতম্ ॥  
৫৮ ॥ ক্রীং ক্রীং সর্গভূতভোক্তাং বিষ্ণু-  
কৃত্যস্ততো বদেৎ । সর্গভূতভোক্তা ইত্যু-  
ক্তং বটু স্বাহা মনুস্মৃতঃ ॥ ৫৯ ॥ ততঃ শিবায়ৈ  
বিধিবদ্ভগ্নমেবং প্রকল্পয়েৎ । গুরু দেবি  
মহাভাগে শিব কালান্ধরীপতি ॥ ৬০ ॥

স্বাহা, তৎপরে জাদ্যাং কালীং তর্পয়ামি,  
অন্তে স্বাহা এই মন্ত্রে তিন বার ইষ্টদেবতার  
তর্পণ করিবে, তৎপরে ঐ শক্তিপাত্রেব অমৃত  
দ্বারা অঙ্গদেবতা ও আবরণ-দেবতার তর্পণ  
করিবে । ৪৭—৫২ । যোগিনী-পাত্রে অমৃত  
দ্বারা অস্ত্র এবং পরিকরের সহিত বর্তমান  
জাদ্যা-কালিকার তর্পণ করিয়া বটুকাদি-  
দিগকে বলি প্রদান করিবে । সুধী ব্যক্তি  
নিজ বামভাগে একটা সামান্য চতুষ্কোণ  
মণ্ডল রচনা করিবে । অনন্তর তাহা অর্চনা  
করিয়া তাহাতে মদাযুক্ত সান্নিধ্য অন্ন স্থাপন  
করিবে । বাকু ( ক্রীং ), মাদ্রা ( ক্রীং ),  
কমলা ( ক্রীং ) ও 'বক' পদে 'বটুকায় নমঃ'  
এই—পদ, এই মন্ত্র দ্বারা মণ্ডলেব পূর্ব-  
ভাগে বটুকের বলিদান করিবে । ৫৩—৫৫ ।  
তদন্তর "বাং যোগিনীভ্যঃ স্বাহা" এই মন্ত্র  
দ্বারা মণ্ডলের দক্ষিণদিকে যোগিনীদিগকে  
বলি প্রদান করিবে । পরে ছয় দীর্ঘমুখ-

মুখ মানবর্জ ( ক্র ) অর্থাৎ ক্রীং ক্রীং ক্রীং  
ক্রীং ক্রীং ক্রীং, অর্থাৎ "মেম্পালায় নমঃ"  
এই মন্ত্র দ্বারা মণ্ডলের পশ্চিম-দিকে মেম্পা-  
পালেব বলি প্রদান করিবে । ৫৬—৫৭ ।  
ছয়টি দীর্ঘমুখ ( বা ) এই বর্ণের অস্ত্র বীজ  
( গ ) অর্থাৎ গং গীং ইত্যাদি উচ্চারণ করিয়া,  
চতুর্দীর এক-চতুস্ত গণপতি শব্দ ( গণ-  
পতয়ে ) উচ্চারণপূর্বক অনন্তর বহিঃজামা  
( স্বাহা ) পদ উচ্চারণ করিবে ; এই মন্ত্র  
দ্বারা মণ্ডলের উত্তরদিকে গণেশের বলি  
প্রদান করিবে এবং মণ্ডলের মধ্যভাগে  
যথাবিধি সর্গভূতের বলি প্রদান করিবে ।  
"ক্রীং ক্রীং সর্গ" এই পদ উচ্চারণ করিয়া,  
অনন্তর "বিষ্ণুভোক্তাঃ" এই পদ উচ্চারণ  
করিবে । পরে "সর্গভূতভোক্তাঃ" এই পদ  
বলিয়া "কুং কুং স্বাহা" এইরূপ উচ্চারণ  
করিবে । ইহাই সর্গভূত-বলি-গঙ্গা-বলিয়া  
স্মৃত হইয়াছে । তৎপরে "গুরু দেবি

শুভাশুভং ফলং ব্যক্তং ত্রিহি গৃহ বলিং  
তব । মূলমেষ বলিঃ পশ্চাৎ শিবায়ে নম  
ইত্যপি । চক্রানুষ্ঠানমেতৎ তু তথাগ্রে  
কথিতং শিবে ॥ ৬২ ॥ চন্দনগুণ্ডবস্তুরী-  
বাসিতং স্তম্বনোহরম্ । পুষ্পং গৃহীত্বা  
পানিভ্যাং কবকচ্চপমুদ্রয়া ॥ ৬৩ ॥ নীত্রা  
স্বহৃদয়াজোজে ধ্যায়ৈদাদ্য্যং পরাংপরাম্ ॥  
৬৪ ॥ মহাস্থায়ৈ মহাপদ্যে স্তম্বায় ত্র্যক্ষাং স্তম্বায় ।  
নীত্রা সানন্দিতাং কৃত্বা বৃহদ্বিধাসবর্জনা ।  
দীপাদীপান্তুরমিধ তত্র পুষ্প নিযোজ্য চ ॥  
৬৫ ॥ যন্তে নিধাপেষমগ্নী দৃঢ়ভক্তিসমমিতঃ

মহাভাগে । শিবে কালাগ্নিক পণি । শুভাশুভং  
ফলং ব্যক্তং ত্রিহি গৃহ বলিং তব” মূলমন্ত্র  
( “ক্রীং ক্রীং” ইত্যাদি ) “এষ বলিঃ” তৎ-  
পশ্চাৎ “শিবায়ৈ নমঃ” অর্থ্যাৎ হে দেবি ।  
হে মহাভাগে । হে শিবে । হে কালাগ্নি-  
রূপিণি । গ্রহণ কর । আমার শুভাশুভ  
ব্যক্তরূপে বল । তোমার এই বলি গ্রহণ  
কর, এই বলি শিবাকে দিলাম । এই মন্ত্র  
পাঠ করিয়া যথাবিধি শিবকে একটী বলি  
প্রদান করিতে হইবে । হে শিবে । এই  
আমি তোমার নিকট চক্রানুষ্ঠান করিলাম ।  
৬২—৬৩ । অনন্তর চন্দন, অগুরু, কুস্তুরী  
দ্বারা অতিশয় সূক্ষ্মীকৃত স্তম্বনোহর পুষ্প,  
কচ্চপ-মুদ্রিত হস্তদ্বয়ে গ্রহণ করিয়া, নিজ  
হৃদয়-পদ্যে পরাংপর আদ্যা কালীকে  
আনিয়া ধ্যান করিবে । অনন্তর স্তম্বরূপ  
ত্র্যক্ষপথ দ্বারা ভগবতীকে “মহাস্থায়ৈ মহাপদ্যে  
নমঃ” গিয়া, নির্মল স্তম্ব দ্বারা তাঁহাকে

কৃতাজলিপুটে ভূত্বা প্রার্থয়েদিষ্টদেবতাম্ ॥  
৬৬ ॥ দেবেশি ভক্তিমূলভে পরিবারসমমিত ।  
যথীং ত্বাং পূজয়িষ্যামি তবং ত্বং স্তুতি ।  
ভব ॥ ৬৭ ॥ ক্রীমাদ্যে কালিকৈ দেবি পরি-  
বারাদিভিঃসহ । ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ উচ্চারণ  
ইহুতিষ্ঠ দ্বিধা পুনঃ ॥ ৬৮ ॥ ইহর্ষক্যং সন্নি-  
ধেহি ইহ-সন্নিপদ্যং ততঃ । কৃধ্যস পদমাত্ময়া  
মম পূজাং গৃহাণ চ ॥ ৬৯ ॥ ইখমাবাহনং  
কৃত্বা দেব্যঃ প্রাণান্ প্রতিষ্ঠয়েৎ ॥ ৭০ ॥  
আং ক্রীং ক্রোং ক্রীং বহ্নিজয়া প্রতিষ্ঠামগ্ন  
স্মরিতুঃ । অমুখ্যা দেবতায়ান্ত প্রাণা ইহ

আনন্দিতা করিয়া, বৃহৎ নিখাসকপ পথ দ্বারা,  
প্রদীপ হইতে প্রজালিত অন্ন প্রদীপের  
দ্বারা ভগবতীকে হস্তস্থিত সেই পুষ্প  
সংক্রমণপূর্বক যন্তে স্থাপন করিয়া, পরে  
মন্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি, দৃঢ় ভক্তিমুক্ত হইয়া কৃতাজলি-  
পুটে ইষ্টদেবতার নিকট প্রার্থনা করিবে ;—  
হে দেবেশি । হে ভক্তিমূলভে । হে বহু-  
পরিবার-পরিবৃত্তে । আমি যে পর্য্যন্ত তোমার  
পূজা করিব, সে পর্য্যন্ত তুমি স্তুতিরা হও ।  
“ক্রীং আদ্যে কালিকে দেবি । পরিবারা-  
দিভিঃ সহ ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ” উচ্চারণ  
করিয়া, “ইহুতিষ্ঠ ইহুতিষ্ঠ,” পরে “ইহ” শব্দ,  
পরে “সন্নিধেহি,” অনন্তর “ইহ সন্নি” পদ,  
পরে “কৃধ্যস” পদ বলিয়া, “মম পূজাং  
গৃহাণ” পাঠ করিবে । এই প্রকার দেবীর  
আবাহন করিয়া প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিবে ।  
৬৩—৭০ । অর্থ্যাৎ “আং ক্রীং ক্রোং ক্রীং  
বহ্নিজয়া ( বাহা ) আদ্যাকালীদেবতায়ঃ

উক্তঃ পরম্ । প্রাণা ইতি তত্ত্বঃ পঞ্চ বীজানি  
তদনন্তরম্ ॥ ৭১ ॥ অমুখ্যা জীব ইহ চ  
স্থিত ইত্যুচ্চারণে পুনঃ । পঞ্চ বীজান্যমুখ্যাশ্চ  
সর্কেল্লিগানি কীর্তয়েৎ ॥ ৭২ ॥ পুনশ্চ  
পঞ্চবীজানি অমুখ্যা বচনান্ততঃ । বাঙ্মনো-  
নয়ন-প্রাণ-প্রোক্ত-ত্বকৃপদতো বিদেৎ ॥ ৭৩ ॥  
প্রাণা ইহাগত্য সূখং চিরং তিষ্ঠন্তু ঐশ্বর্যম্ ॥  
৭৪ ॥ ইতি ত্রিধা যজ্ঞমাধা লোণহানাদ্য-  
মুদ্রয়া । সংস্থাপ্য বিধিবৎ প্রাণান কৃতাজলি-  
পুটো বদেৎ ॥ ৭৫ ॥ আদ্যে কালি স্বাগতং  
তে সূস্বাগতমিদং তব । আসনকেণিমত্র

প্রাণা ইহ" তদনন্তর "প্রাণাঃ" ইহা, পরে  
উক্ত পঞ্চবীজ ( আং হ্রীং ইত্যাদি ),  
তদনন্তর "আদ্যাকালীদেবতাসা জীব ইহ  
স্থিতঃ" ইহা উচ্চারণ করিবে । পুনর্বার সেই  
"পঞ্চবীজ আং হ্রীং ইত্যাদি আদ্যাকালী-  
দেবতাসাঃ সর্কেল্লিগানি" উচ্চারণ করিবে ।  
পুনর্বার সেই "পঞ্চবীজ আদ্যাকালীদেব-  
তাসাঃ" কথাতে "বাঙ্মনোনফ ন গন্তোক্ত্রকৃ"  
পদ, অনন্তর "প্রাণা ইহাগত্য সূখং চিরং  
তিষ্ঠন্তু ঐশ্বর্যম্ ( স্বাগত )" পাঠ করিবে ।  
অর্থাৎ আদ্যাকালীর প্রাণ এই স্থানে প্রাণ,  
আদ্যাকালীর জীবাত্মা এই স্থানে বাঙ্মন,  
আদ্যাকালীর সকল ইঞ্জিগ, আদ্যাকালীর  
বাক্য, মন, চক্ষু, নাসা, কর্ণ, ত্বকৃ এবং  
প্রাণ ইহাতে বহুকাল স্থখে অবস্থিতি  
করুক । যজ্ঞমধ্যে এইরূপ প্রাণপ্রতিষ্ঠা-মত  
তিনবার পাঠ করিয়া লোণহানমুদ্রা দ্বারা  
উহাতে দেবীর প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া,

স্বাগতং পরমেস্বরী ॥ ৭৬ ॥ ততো  
বিশেষার্থ্যজটিলিমা মূলং সমুচ্চরন্ । প্রোক্ত-  
য়েদেবজ্ঞার্থং যড়ৈশ্বঃ সকলীকৃতিঃ ॥ ৭৭ ॥  
দেবতাসে যড়শানাং শ্রাসঃ শ্রাৎ সকলী-  
কৃতিঃ । ততঃ সংপূজয়েদেবীং যোড়শৈ-  
রূপচারৈকঃ ॥ ৭৮ ॥ পাদ্যার্থ্যচমনীয়ঞ্চ শ্রানং  
বসন-ভূষণে গন্ধ পুষ্পে ধূপ-দীপো নৈবেদ্যা-  
চমনে তবা ॥ ৭৯ ॥ অমৃতং তাম্রলং  
তর্পণং নমস্ক্রিয়া । তাম্রোজযেদার্কনায়া-  
মুপচারেণৈব যোড়শ ॥ ৮০ ॥ আদ্যা বীজ-  
মিদং পাদ্যং দেবতাসে নমঃ পরম্ । পাদ্যং

কৃতাজলিপুটে বলিবে,—হে আদ্যে কালি।  
তোমার স্বাগত? সূস্বাগত? তোমার  
এই আসন আছে, হে পরমেস্বরী । ইহাতে  
তুমি উপবেশন কর । ৭১—৭৩ । পরে  
দেবতাস্তম্ভের নিমিত্ত তিনবার মন্ত্র উচ্চারণ  
করত বিশেষার্থ্যের জল দ্বারা দেবীকে  
প্রোক্ষিত করিবে, পরে যড়শ-মন্ত্র দ্বারা  
সকলীকরণ করিবে । দেবতার আক্ষে  
যড়শ-শ্রাস সকলীকরণ । ৬২পঞ্চাং  
যোড়শোপচার দ্বারা দেবীর পূজা করিবে ।  
পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, শ্রান, বসন, ভূষণ,  
গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, পুনরা-  
চমনীয়, অমৃত, তাম্রল, তর্পণ, নমস্কার,-  
দেবাপূজার সময় এই যোড়শ উপচার  
প্রযোজিত করিবে । আদ্যা বীজ ( হ্রীং  
শ্রীং কোং পরমেস্বরী স্বাহা ) "ইদং পাদ্যং  
আদ্যে কালো নমঃ" এই মন্ত্র দ্বারা চরণ  
দ্বয়ে পাদ্য প্রদান করিবে; পরে তাম্রপ

চরণয়োর্মধ্যস্থিত্যর্থাৎ নিবেদয়েৎ ॥ ৮১ ॥  
 স্বাহাপদেন মতিমান্ অধোভ্যচমনীয়কম্  
 মুখে নিয়োজয়েন্নী মধুপর্কং মুখায়ুজৈঃ  
 বৎসধেতি সগুচ্চার্য পুনরাচমনীয়কম্ ॥ ৮২ ॥  
 স্বানীয়ে সর্ষগাত্রেয় বসনং ভূষণানি চ  
 নিবেদয়ামি মনুনা দদ্যাৎদেতানি দেশিকঃ ॥  
 ৮৩ ॥ মধ্যমানামিকাত্যাক গন্ধ দদ্যা-  
 ত্তদন্তুজৈঃ । নমোহন্তেন চ মন্ত্রেণ বৌষড়ন্তেন  
 পুষ্পকম্ ॥ ৮৪ ॥ ধূপ-দীপৌ চ পুরতঃ  
 সংস্থাপ্য প্রোক্ষণাদিভিঃ । নিবেদয়ামি  
 মন্ত্রেণ উৎসর্জ্য তদনন্তরম্ ॥ ৮৫ ॥ জয়ধ্বনি-

( 'নমঃ' পদের পরিবর্তে ) স্বাহান্ত মন্ত্র দ্বারা  
 মস্তকে অর্ঘ্য নিবেদন করিবে; জ্ঞানী  
 সাধক ঐরূপ ( নমঃ পদের পরিবর্তে )  
 স্বধাত্ত মন্ত্র দ্বারা মুখে আচমনীয় ও উক্ত  
 মন্ত্র দ্বারা দেবীর মুখপদ্মে মধুপর্ক প্রদান  
 করিবে; এই মন্ত্রের অন্তে ( কেবল স্বধার  
 পরিবর্তে ) "নিবেদয়ামি" মন্ত্র দ্বারা দেবীর  
 সর্ষগাত্রে স্বানীয়ে, বসন, ভূষণ, এই সকল  
 প্রদান করিবে। ৭৭—৮৩। ( সর্ষ  
 প্রথমে মত ) অন্তে 'নমঃ' পদযুক্ত মন্ত্র  
 দ্বারা মধ্যমা এবং অনামিকা দ্বারা দেবীর  
 হৃদয়-কমলে গন্ধ দান করিবে, পরে নমঃ  
 পদের পরিবর্তে বৌষট্-মন্ত্রে মন্ত্র-দ্বারা  
 পুষ্প প্রদান করিবে। তৎপরে ধূপ দীপ  
 সমুখে সংস্থাপনপূর্বক প্রোক্ষণাদি দ্বারা  
 সংশোধিত ও ( বৌষট্ পদের পরিবর্তে )  
 "নিবেদয়ামি" অন্ত মন্ত্র দ্বারা উৎসর্গ করিয়া  
 তদনন্তর জ্ঞানী ব্যক্তি জয়ধ্বনিমন্ত্র "মাতঃ

মন্ত্রমাতঃ আহোতি মন্ত্রপূর্বকম্ । ম-পূজ্য  
 যন্তাং স্বামেন বাদয়ন্ দক্ষিণেন তু ॥ ৮৬ ॥  
 ধূপং গৃহীত্বা মতিমান্ নামিকাত্যো নিয়ো-  
 জয়েৎ । দীপক দৃষ্টপর্ষাত্ত দশর্ষা জাময়েৎ  
 পুঃ ॥ ৮৭ ॥ ততঃ পাত্রক শুদ্ধিঞ্চ সমাদায়  
 করয়ৈঃ । মূলং সমুচ্চরন্ মন্ত্রৌ যজ্ঞমধ্যে  
 নিবেদয়েৎ ॥ ৮৮ ॥ পবমং বারুণীকম্  
 কোটিকলান্তকারিণি । গৃহাণ শুদ্ধিসম্বিতং  
 দেহি মে মোক্ষমব্যয়ম্ ॥ ৮৯ ॥ ততঃ  
 সামান্তবিধিনা পুনরিত্য গণ্ডলং তিথেৎ ।  
 ততোপরি ত্রয়ে পাত্রং নৈবেদ্যপরিপূরিতম্ ॥  
 ৯০ ॥ প্রোক্ষণকাবণ্ডঠকা রক্ষণকাগৃভীকৃতম্ ।

স্বাহা" এই মন্ত্র পাঠপূর্বক 'যন্তা' পূজা  
 করিয়া, উহা কীম-হস্ত দ্বারা বাদন করিতে  
 করিতে দক্ষিণ-হস্ত দ্বারা ধূপ গ্রহণ করিয়া  
 দেবীর নামিকার নিম্নে নিয়োজিত করিবে;  
 দীপকে দেবীর সমুখে চক্ষু পর্ষাত্ত দশবার  
 ভ্রমণ করাইবে। পরে পানপাত্র এবং  
 শুদ্ধি ( মাংসাদি ) হস্তদ্বয়ে গ্রহণ করিয়া  
 মূলমন্ত্র পাঠপূর্বক যজ্ঞ-মধ্যে নিবেদন  
 করিবে। ৮৪—৮৮। হে কোটিকলান্ত-  
 কারিণি! এই পরম বারুণীকম্ শুদ্ধি  
 সম্বিত গ্রহণ কর, আমাকে অক্ষয় যুক্তি  
 প্রদান কর—এই প্রার্থনা করিবে। তদনন্তর  
 সামান্ত বিধি অনুসারে সমুখে গণ্ডা  
 লিখিয়া, তদুপরি নৈবেদ্য-পু ত পাত্র  
 স্থাপন করিবে। পরে 'ফে' এই মন্ত্র দ্বারা  
 নৈবেদ্য-প্রোক্ষণ, 'তৎ' মন্ত্র দ্বারা অবগৃহণ,  
 'ফট' মন্ত্র দ্বারা 'রক্ষণকরণ' এবং 'মন্ত্র' দ্বারা

মূলেন সপ্তবাহিনী। অধ্যাত্তিবিবেদয়েৎ ॥  
 ৯১ ॥ মূলমন্ত্রে তু সিদ্ধং সর্কোপকরণা-  
 দ্বিহ্ম। নিবেদয় যৌষ্টদেবৈঃ জুয্যেভ্যঃ  
 হবিঃ শিবে ॥ ৯২ ॥ ততঃ প্রাণাদিমুদ্রাতিঃ  
 পকতিঃ প্রাণৈয়কবিঃ ॥ ৯৩ ॥ ব'মে নৈবেদ্য-  
 মুদ্রাং বিকচেৎ পশমসমিত্তাম্। ঈদর্শৈয়গ্ন  
 মন্ত্রেণ প নার্ব্য তীর্থপুত্রিতম্ ॥ ৯৪ ॥ কলমং  
 বিনিবেদ্য পুনরাচমনীকম্। ততঃ  
 ত্রীপাত্রেমং হেনামুতেন তর্পয়েৎ ত্রিনা ॥ ৯৫ ॥  
 উত্তমাজ-হৃদাধার-পাদমর্কজবেষু চ। পক-  
 পুষ্পাঞ্জলীন্ দত্ত্বা মূলমন্ত্রেণ দেশিকঃ ॥ ৯৬ ॥  
 কৃতাজলিপুটো ভূত্বা প্রাণৈয়দ্বিষ্টদেবতাম্।

অমৃতীকরণ করিয়া মূলমন্ত্র দ্বারা সপ্তবার  
 অভিমুখিত করিয়া অর্ঘ্যাজ্ঞ দ্বারা নিবেদন  
 করিবে। মূলমন্ত্র ( “হ্রীং স্রীং ইত্যাদি )  
 “সর্কোপকরণাবিতং সিদ্ধমং ইষ্টদেবতায়ৈ  
 নিবেদয়ামি শিবে হবিঃসদং জুয্যে” ইহা  
 নিবেদনের মন্ত্র। অনন্তর প্রাণাদি পঞ্চমুদ্রা  
 প্রদর্শনপূর্বক দেবীকে হবিঃ ( ভোজ্য )  
 ভোজন করাইবে। পরে বাম-হস্তে  
 প্রাণুটিত-পদ্মাকৃতি নৈবেদ্য মুদ্রা প্রদর্শন  
 করাইবে, অনন্তর মূল-মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক  
 পানার্থ তীর্থ-পুত্রিত ( সুরা পুত্রিত ) কলম  
 এবং পুনরাচমনীয় নিবেদন করিয়া, অনন্তর  
 ত্রীপাত্তিহিত অমৃত দ্বারা ত্রিনবার তর্পণ  
 করিবে। সাধক মূলমন্ত্র দ্বারা দেবীর  
 নিবেদনেশে, হৃদয়ে, আধারে, চরণ-গুণ্ণে  
 এবং সর্বদেহে পকপুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া  
 কৃতাজলিপুটে ইষ্টদেবের নিকটে প্রার্থনা

তবাবরণদেৱাং পূজয়ামি নমো বদেৎ ॥ ৯৭ ॥  
 অগ্নিনিষ্কৃতিবায়োশপুত্রতঃ পৃষ্ঠতঃ ত্রেমাং ।  
 যজ্ঞানি চ সংপূজ্য গুরুপংক্তীঃ সন্মর্চয়েৎ ॥  
 ৯৮ ॥ গুরুক পরমাদিক পবাপরগুরুং তথা ।  
 পরমেষ্ঠীগুরুকো যজ্ঞে কুলগুরুনিমান্ ॥  
 ৯৯ ॥ গুরুপাত্রায়ুঃ তৈনৈ ত্রিভিঃ স্তব্ধমাচরেৎ ।  
 ততোহষ্টদশমঘো তু পূজয়েদষ্ট নায়িকাঃ ॥  
 ১০০ ॥ মঙ্গলা বিজয়া ভদ্রা জয়ন্তী চাপ-  
 রাজিতা । নন্দিনী নারসিংহী চ কোমারী-  
 ত্যষ্টে মাতরঃ ॥ ১০১ ॥ দশাংগো যজ্ঞেদষ্ট

করিবে এবং “তা আবরণদেবান্ পূজয়ামি  
 নমঃ” অর্থাৎ তোমার আবরণদেবতাদের  
 পূজা করি—ইহা বলিবে। ৯৭—১০১। যজ্ঞের  
 অগ্নি, মৈত্রী, বায়ু ও ঈশানকোণ, সমুখ  
 প্রদেহ ও পশ্চাৎগে যথাক্রমে যজ্ঞ পূজা  
 করিয়া গুরুপংক্তির আর্চনা করিবে। গুরু,  
 পরমগুরু, পরাপরগুরু এবং পরমেষ্ঠীগুরু—  
 এই সকল কুলগুরুর আর্চনা করিবে।  
 গুরুপাত্রহিত অমৃত দ্বারা ত্রিনবার তর্পণ  
 করিবে \* অনন্তর অষ্ট দশ মঘো অষ্ট-  
 নায়িকার পূজা করিবে। মঙ্গলা, বিজয়া,  
 ভদ্রা, জয়ন্তী, অপরাজিতা, নন্দিনী, নার-  
 সিংহী এবং কোমারী—এই অষ্ট জন  
 ( নায়িকা ) মাতা। ৯৮—১০১। সাধক-  
 ত্রোষ্ঠে,—দশাংগে অসিতাজ, রত্না, চণ্ড,

\* তর্পণের মন্ত্র গণা ;—প্রথমে “ও” পরে  
 যাহার তর্পণ করিবে, ত্রিতীয়াত্ত মের নামের  
 উল্লেখ ; তৎপরে “তর্পয়ামি নমঃ” । দশা : —  
 “ও” গুরু তর্পয়ামি নমঃ ইত্যাদি ।

ভৈরবান্ মাধকে স্তমঃ ॥ ১০২ ॥ অসিতাঙ্গো  
কুরুচক্ৰঃ ক্রোধে যাত্তে ভয়ঙ্করঃ । কপালী  
ভীষণদৈব সংহাবোহস্তৌ চ ভৈরবঃ ॥ ১০৩ ॥  
ইন্দ্রাদিদিশদিকৃপালান্ ভূপুংসুঃ প্রপূজয়েৎ ।  
তোয়ামস্তানি তদ্বহে পূজয়েৎ তপস্বয়েৎ  
ততঃ ॥ ১০৪ ॥ সর্কোপচারৈঃ সম্পূজ্য বলিং  
দদ্যাৎ সমাহিতঃ ॥ ১০৫ ॥ মৃগচ্ছাগশ্চ  
মেঘচ্চ শূলাপঃ শূকরস্তথা । শরকী শশকো  
গোধা কুশ্মঃ খড়্গী দশ স্মৃতাঃ ॥ ১০৬ ॥  
অস্ত্রানপি পশুন্ দদ্যাৎ সাধকেচ্ছানুসারতঃ ॥  
১০৭ ॥ সুলক্ষণং পশুং দেব্যা অগ্রে

ক্রোধোন্মত্ত, ভয়ঙ্কর, কপালী, ভীষণ এবং  
সংহার—এই অষ্টভৈরবের পূজা করিবে ।  
ভূপুংসু ইন্দ্রাদি দিশদিকৃপালগণের পূজা  
করিবে, তদ্বহির্ভাগে দিকৃপালগণের অস্ত্র-  
সমূহের পূজা করিবে \* অনন্তর দিকৃপাল-  
গণকে তর্পণ করিবে । এইরূপে একাগ্র-  
চিত্তে পাদ্যাদি সর্কোপচার দ্বারা দেবীর  
পূজা করিয়া বলি প্রদান করিবে । মৃগ, ছাগ,  
মেঘ, মহিষ, শূকর, শরকী, শশক, গোধা,  
কুশ্ম ও গজার—এই দশবিধ পশু বলিদানে  
প্রশস্ত, বলিয়া স্মৃতি হইয়াছে ১০২—১০৬ ।  
সাধকের ইচ্ছানুসারে অস্ত্রাণ্ড পশুও বলি  
প্রদান করিবে । মঙ্গলবিৎ সুধী সাধক  
রোগাদিশূন্য সুলক্ষণ পশুকে দেবী-সম্মুখে

\* বিশেষ মন্ত্র কথিত না হইলে প্রথমে  
“ও” মন্ত্রে চতুর্নাম ও অগ্রে “নমঃ” একত্রে  
মন্ত্র বলিয়া নিদিষ্ট । যথা;—ও গঙ্গনায়ে  
নমঃ ইত্যাদি ।

সংস্থাপ্য মঙ্গলবিৎ । অর্ঘ্যোদকেন সংপ্রোক্ষ্য  
ধেনুগুদামৃতীকৃতম্ ॥ ১০৮ ॥ কুশা চ্ছাগায়  
পূশবে নম ইত্যমুনা সুধীঃ । সম্পূজ্য গন্ধ-  
মিন্দুব-পুষ্পা-নৈবেদ্য-পাথসা । গায়ত্রীং  
দক্ষিণে কর্ণে জপেৎ পাশবিমোচনীম্ ॥ ১০৯ ॥  
পশুপাশায় শব্দন্তে বিদ্যাং পদমুচ্চরেৎ ।  
দিশকর্মণে চ পদাদ্ ধীমহীতি পদং বদেৎ ॥  
১১০ ॥ ততঃ চোদীরয়েমস্তী তমো জীঃ  
প্রচোদয়াৎ । এষা তু পশুপায়ত্রী পশুপাশ-  
বিমোচনী ॥ ১১১ ॥ ততঃ খড়্গাং সমাদায়  
কূর্চবীজেন পূজয়েৎ । তদগ্র-মধ্য-মূলেষু  
ক্রমতঃ পূজয়েদিমান্ ॥ ১১২ ॥ বাণীশ্বরীক

স্থাপন, অর্ঘ্যাজল দ্বারা প্রোক্ষণ এবং ধেনু-  
গুদা দ্বারা অমৃতীকরণ করিয়া “ছাগায় পূশবে  
নমঃ” যথাসম্ভব ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা গন্ধ,  
মিন্দুব, পুষ্প, নৈবেদ্য ও জল দ্বারা পূজা  
করিয়া পশুর দক্ষিণ-কর্ণে পাশবিমোচনী  
গায়ত্রী জপ করিবে । “পশুপাশায়” শব্দের  
পর “বিদ্যাং” পদ উচ্চারণ করিবে, পরে  
“দিশকর্মণে” এই পদের পর “ধীমহি” পদ  
বলিবে; অনন্তর “তমো জীঃ প্রচোদয়াৎ  
উচ্চারণ করিবে । ইহাই পশুপাশ-বিমো-  
চনী পশুপায়ত্রী\* । অনন্তর সাধকশ্রেষ্ঠ  
খড়্গগ্রহণপূর্বক কূর্চবীজ অর্থাৎ “কুং”  
এই মন্ত্র দ্বারা যথাক্রমে খড়্গের অগ্র,

\* যেস্থলে এইরূপ মন্ত্র উক্ত হইয়াছে ও  
হইবে, তথ্যেই চন্দের অমুরোধে ঋতু যত  
ভাবে প্রযুক্ত উক্ত পদগুলিকে একত্রিত  
করিলে যতব্য মন্ত্র উদ্ধৃত হইবে ।

ব্রহ্মাণ্য লক্ষ্মী-নারায়ণৌ ততঃ । উমা-  
মহেশ্বরৌ মূলে পূজয়েৎ সাধকে স্তমঃ ॥ ১১৩ ॥  
অনন্তরং ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিব-শক্তিযুতায় চ ।  
খড়্গায় নম ইত্যন্তমনুনা খড়্গাপূজনম্ ॥  
১১৪ ॥ মহাবাক্যেন চোৎসৃজ্য কৃতাজ্জলি-  
পুটো বদেৎ । যথোক্তেন বিধানেন তুভ্যমস্ত  
সমর্পিতম্ ॥ ১১৫ ॥ ইথা নিবেদ্য চ পুস্তক  
ভূমিসংস্থ কীরয়েৎ ॥ ১১৬ ॥ দেবীভক্তি-  
পরো ভূতা হস্তা তীর্থপ্রহারতঃ । স্মরং বা  
ভ্রাতৃপুত্রৈর্বা ভ্রাতা বা সূহৃদৈব বা ।  
সপি শুমাথবা চেদ্যো নারিপক্ষং নিযোজ-  
য়েৎ ॥ ১১৭ ॥ ততঃ কবোধ্যং রুধিরং

মধ্য ও মূলপ্রদেশে বাগীশ্বরী-ব্রহ্মা, লক্ষ্মী-  
নারায়ণ, উমা-মহেশ্বরের পূজা করিবে ।  
১০৭—১১৩ । অনন্তর “ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিব-  
শক্তিযুতায় খড়্গায় নমঃ” এই মন্ত্র দ্বারা  
খড়্গা পূজা করিবে । অনন্তর “মহাবাক্য  
দ্বারা পুস্তক উৎসর্গ করিয়া কৃতাজ্জলিপুটে  
“যথোক্তেন বিধানেন তুভ্যমস্ত সমর্পিতম্”  
ইহা পাঠ করিবে । এইরূপ বিধানানুসারে  
নিবেদন করিয়া, পুস্তকে ভূমিসংস্থ করিবে ।  
দেবীভক্তি-পরায়ণ হইয়া তীর্থ প্রহারে  
পুস্তকেদন করিবে । পুস্তকেদন,—স্মরং,  
ভ্রাতা, ভ্রাতৃপুত্র, সূহৃৎ অথবা সপিণ্ড এই  
সকল দ্বারা কর্তব্য ; শত্রুপক্ষকে কদাপি  
নিযুক্ত করিবে না । অনন্তর “এম কবোধ্য-  
রুধিরবলিঃ ও বটুকেন্দ্ৰো নমঃ” এই মন্ত্র  
উচ্চারণপূর্বক বটুকগণকে ভগদেব ( মদ্যো-  
নির্গত ) রুধিরবলি দিবে এবং “এম মগ্র-

বটুকেন্দ্ৰো বলিৎ হরেৎ । মগ্রদীপনীর্থ-  
বলির্নমো দেব্যা নিবেদয়েৎ ॥ ১১৮ ॥ এবং  
বলিবিধিঃ প্রোক্তঃ কোলিকানাং কুলার্চনে ।  
অন্থথা দেবতাপ্রীতির্জায়তে ন কদাচন ॥  
১১৯ ॥ ততো হোমং প্রাকুর্ন্যত তদ্বিধানং  
শুণু শ্রিয়ে ॥ ১২০ ॥ স্বদক্ষিণে বাহুকান্তি-  
র্গুণ্ডমং চতুঃস্রবম্ । চতুঃস্রপরিমিতং কৃত্বা  
মূলে ন বীজমম্ । অঙ্গেন ভাঙয়িত্ব চ তেনৈব  
প্রোক্ষণং চরেৎ ॥ ১২১ ॥ কাকবীজেনাবশুষ্ঠা  
দেবতানামপূর্বকম্ । স্তুতিয়ায় নম ইতি  
যজ্ঞে সাধকসম্মতঃ ॥ ১২২ ॥ প্রাগজ্ঞা উব-  
গপ্রাণ্চ রেখাঃ প্রাদেশমংমিতাঃ । তিস্তিস্তি-  
বিধাতব্যাস্তত্র সম্পূজয়েদিমান্ ॥ ১২৩ ॥

দীপ-নীর্থবলিঃ ও হ্রীং দেব্যা নমঃ” এই  
বলিয়া দেবীকে নীর্থবলি প্রদান করিবে ।  
কোলিকগণের কুলার্চনে এইরূপ বলিবিধি  
উক্ত হইয়াছে ; অন্থথা অর্থাৎ ইহা না  
করিলে, কদাপি দেবতার প্রীতি জন্মে না ।  
হে শ্রিয়ে ! তদনন্তর হোম করিবে, তাহার  
বিধান বলিতেছি—শ্রবণ কর । সাধকশ্রেষ্ঠ  
আপনার দক্ষিণদিকে বাহুকান্তি দ্বারা  
চতুঃস্র-পরিমিত চতুঃস্র মণ্ডল করিয়া  
মূলমন্ত্র দ্বারা বীজম, আর ( বট ) মন্ত্র দ্বারা  
ভাঙনা, উক্ত মন্ত্র দ্বারাই প্রোক্ষণ এবং  
কাকবীজ ( কং ) দ্বারা আবৃত্তন করিয়া,  
দেবতা-নামোচ্চারণপূর্বক “স্তুতিয়ায় নমঃ”  
এই মন্ত্র উচ্চারণ করত “স্তুতিলের পূজা  
করিবে । ১১৪—১২২ । পরে ( স্তুতিলে )  
প্রাদেশ-পরিমিত তিনটা পূর্বপ্রাণ ও তিনটা

আগ্রাশ্রু চ রেখাশ্রু মুকুলেশপুন্দরান ।  
 ত্রক্ষাশ্রু বসন্তেশ্রু চ উত্তরাশ্রু পুষ্করম্ ॥  
 ১২৪ ॥ ততঃ স্থিত্যমধো তু হমোঃ গভঃ  
 ত্রিকোণকম্ । যট্ কোণঃ তদ্বহির্ভুক্তঃ  
 ততে হৃষ্টদলপদ্মকম্ । ভূপুং তদ্বিঃ বিধান  
 বিলিখেন্দু যজমুহমম্ ॥ ১২৫ ॥ মূলে ন পুষ্পা-  
 ঞ্জলিনঃ সংপূজ্য প্রণবন তু । হোমস্রব্যানি  
 সংপ্রোক্ষ্য কণিকায়াং যজ্ঞঃ সুধীঃ  
 মায়ামাধাদনভ্যাগীন প্রত্যেকং বা প্রপু-  
 জয়েৎ ॥ ১২৬ ॥ অগ্নাদিকোণে ধর্ম্যক জ্ঞানং

উত্তরাগ্র রেখা বিধান করিবে ; তাহাতে এই  
 অর্থাৎ বক্ষ্যমান দেবগণের পূজা করিবে ।  
 পূর্বাগ্র রেখাত্রে মুকুল, ঈশ, পুন্দরের  
 এবং উত্তরাগ্র রেখাত্রে ত্রক্ষা, বৈবস্বত ও  
 ইন্দুর যথাক্রমে পূজা করিবে । তৎপরে  
 বিচক্ষণ সাধক হৃষ্টদলমধো ত্রিকোণ মণ্ডল  
 করিবে, তাহার মধ্যে হমোঃ এই শব্দ  
 থাকিবে । ত্রিকোণ মণ্ডলের বহির্ভাগে  
 যট্ কোণ, তাহার বহির্ভাগে বৃত্ত ও তাহার  
 বহির্ভাগে অষ্টদল পদ্ম ও তাহার বহির্ভাগে  
 ভূপুং বিলিখন করিবে ; এইরূপে উত্তম  
 যজ্ঞ রচনা করিবে ; পরে মূলমন্ত্র পাঠ করিয়া  
 পুষ্পাঞ্জলি দ্বারা লিখিত যজ্ঞ পূজা এবং  
 পশ্চাৎ প্রণবোচ্চারণ দ্বারা হোমস্রব্য  
 প্রোক্ষণ করিয়া, অষ্টদল পদ্মের কণিকাতে  
 মায়াবীজ অর্থাৎ হ্রীং উচ্চারণপূর্বক আধার-  
 শক্তিগণের একদা পূজা করিবে বা প্রত্যেক-  
 কের পৃথক পৃথক পূজাবিধান করিবে ।  
 ১২৫—১২৬ । যজ্ঞের অগ্নি প্রভৃতি চতুর্দিকে

বৈরাগ্যমব চ । ঐশ্বর্য্য পুষ্করিকা তু  
 পূর্ব দিগ্ দিগ্ ক্রমাৎ ॥ ১২৭ ॥ অধর্ম্যমজ্ঞান-  
 মিতি অটোরাগ্যমন্তরম্ । অনৈশ্বর্য্য  
 বিজ্ঞানমো মধোহনন্তক পদ্মকম্ ॥ ১২৮ ॥  
 কলামহিউর্ধ্যাস্ত তথা সোমশ্র মণ্ডলম্ ।  
 আগাদিকেশরেষু যথা চৈত্যাঃ প্রপুজয়েৎ ॥  
 ১২৯ ॥ পীতা শ্বেতারুণা কৃষ্ণা ধূমা তীত্ৰা  
 তথৈব চ । ফুলিজিনী চ কচিরা জলিনীতি  
 তথা ক্রমাৎ ॥ ১৩০ ॥ প্রণবানিনমে হস্তেন  
 সর্ষত পুজমং চরেৎ । বহু বহু গিনায়েতি  
 নমোহস্তেন প্রপুজয়েৎ ॥ ১৩১ ॥ বাগীশ্বরী-  
 মৃতুম্নাতা নীলেন্দীবরলোচনাম্ । বাগীশ্বরেণ  
 সংযুক্তাং ধাতা মন্ত্রী তদামন ॥ ১৩২ ॥

ধর্ম্য-জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্যের এবং  
 পূর্বাগ্নি চতুর্দিকে, অধর্ম্য, অজ্ঞান, অটো-  
 রাগ্য ও অনৈশ্বর্য্যের যথাক্রমে পূজা করিয়া,  
 সাধক মুখ্যে অনন্ত, পদ্ম, কলা-মহিত সূর্য্য-  
 মণ্ডল ও সোমমণ্ডলের পূজা করিয়া,  
 আগাদি কেশরে যথাক্রমে পীত, শ্বেত,  
 অরুণা, কৃষ্ণা, ধূমা, তীত্ৰা, ফুলিজিনী,  
 কচিরা ও জলিনী—ইহাদিগকে পূজা  
 করিবে । সর্ষত দেবতার নামের আদিত  
 প্রণব ও অস্তে নমঃ শব্দ যোগ করিয়া পূজা  
 করিবে । “বহু বহু গিনায়েতি” এই মন্ত্র  
 দ্বারা বহির আমন পূজা করিবে । অনন্তর  
 সাধক, মৃতুম্নাতা নীলেন্দুবরলোচনা বাগী-  
 শ্বরীকে ধ্যান করিয়া ঐ বহু্যামনে মাত্রা  
 (হ্রীং) বীজ উচ্চারণ করিয়া, ঐহাদের  
 অর্পণ বাগীশ্বর ও বাগীশ্বরীর পূজা করিবে ।

গায়ত্রী তৌ প্রপূজ্যেণ বিশেষতঃ স্মার্যেৎ ।  
মূলেন বীক্ষ্যেৎ কৃত্বা ফটোবাহনমাচরেৎ ॥  
১৩৩ ॥ প্রণবঞ্চ ততো বহ্নিঃ স্যাদগ্নীপীঠায়  
সম্যগ্ । যন্তে পীঠে পূজয়িত্ব দিগ্ চৈব  
প্রপূজয়েৎ । বামা জ্যোষ্ঠা তথা বোদী  
অন্বিক্রান্তি যথাক্রমাৎ ॥ ১৩৪ ॥ তন্তে-  
হমুখ্যাদেবতায়ঃ স্তুতিয়ায় নমঃ পশু ॥ ইতি  
স্বপ্নমপূজ্য তদ্ব্যবস্থা মূলপিত্তম্ ॥ ১৩৫ ॥  
যাত্বা বামীপদেবীং বহ্নিগৌরবপুংসং  
বহ্নিমুক্তা মূলান্তে কুর্চমন্তঃ সমুচ্চন ॥  
১৩৬ ॥ ক্রব্যাদেভ্যঃ বহ্নিঃ স্যাদগ্নীপীঠায়  
শ্রিত্যেৎ ॥ অন্তেণ বহ্নিঃ স্যাদগ্নীপীঠায়  
শ্রিত্যেৎ ॥ ১৩৭ ॥ যথা চৈবামৃতীকৃত্য

অনন্তর বিশ্রাম্যমারে অগ্নি জালয়নী করিবে ;  
পরে মূলমন্ত দ্বারা অগ্নিগৌরব এবং 'ফট'  
এই মন্ত পাঠপূর্বক আবাহন করিবে ।  
প্রণব, পরে, "বহ্নিঃ স্যাদগ্নীপীঠায় নমঃ" মন্ত  
দ্বারা বহ্নিপীঠের পূজা করিয়া, পীঠ পূর্বাদি  
চতুর্দিকে বামা, জ্যোষ্ঠা, বোদী ও অম্বিকার  
যথাক্রমে পূজা করিবে । ১২৭ - ১৩৪  
তৎপরে "অমুখ্যাদেবতায়ঃ স্তুতিয়ায় নমঃ"  
এই মন্ত দ্বারা স্তুতিপূজা করিয়া তদ্ব্যবস্থা  
মূলপিত্তম বীক্ষ্যেৎ দেবীকে দান করিয়া  
বহ্নিবীজ ( ২২ ) উচ্চারণপূর্বক অগ্নি উদ্ভূত  
করিয়া মূলমন্ত পাঠান্তর কুর্চবীজ ( ২২ )  
ও অস্ত্র ( ফট ) এই মন্ত উচ্চারণ করত  
"ক্রব্যাদেভ্যঃ" পরে বহ্নিজ্যোষ্ঠা ( ১৩৫ )  
উচ্চারণপূর্বক বামগণের দেয় অংশ  
দক্ষিণদিকে নিক্ষেপ করিবে । তদনন্তর

হস্তাভ্যাগমিমুক্তয়েৎ । প্রাদক্ষিণ্যক্রমেণাগ্নি  
ভ্রাময়ন্ত স্তুতিলোপরি ॥ ১৩৮ ॥ ত্রিধা জ্যো-  
ষ্ঠভূমিঃ নিববীজং বিচিত্তয়ন্ত । আশ্রমো-  
হহিমুখীকৃত্য যোনিয়ন্তে নিগোচ্চয়েৎ ॥  
১৩৯ ॥ ততো মায়্যং সমুচ্চর্য বহ্নিমুক্তি-  
ভেদুতাম্ । নমোহ্যন্তন প্রপূজ্যেণ স্ব  
বহ্নিপুংসং সুধীঃ । চৈতন্যে নমো বহ্নি-  
শৈতন্যে পরিপূজয়েৎ ॥ ১৪০ ॥ নমসা  
বহ্নিমুক্তিঃ চৈতন্যে পত্রিকয়া চ । প্রজালয়েৎ  
ততো বহ্নিঃ স্যাদগ্নীপীঠায় ॥ ১৪১ ॥

অস্ত্রবীজ ( ফট ) দ্বারা অগ্নিকে বীক্ষণ  
করিয়া কুর্চবীজ ( ২২ ) দ্বারা অবগুষ্ঠন  
( তর্জনী-ভ্রামণ দ্বারা বহ্নিবেষ্টন ) করিবে ।  
যেহুগুদা দ্বারা অমৃতীকরণ করিয়া হস্তদ্বয়  
দ্বারা অগ্নি উত্থাপিত করিবে এবং প্রাদক্ষিণ  
ক্রমে স্তুতিপূজার উপরিভাগে তিনবার ভ্রামণ  
করিয়া অগ্নিকে অস্ত্রবীজ বহ্নিয়া চিত্তা করত  
জ্যোষ্ঠা দ্বারা ভূমি পার্শ্বপূর্বক দ্বিজভিগুণ  
করিয়া যোনিয়ন্তের উপর স্থাপন করিবে ।  
১৩৫—১৩৯ । অনন্তর স্ত্রী-সাদক মায়ী-  
বীজ ( ২২ ) এবং পরে চতুর্থী বিভক্তির  
একবচনান্ত বহ্নিমুক্তি শব্দোচ্চারণ ও অন্তে  
নমঃ শব্দ যোগ করিয়া বহ্নিমুক্তির পূজা  
করিবে এবং "২২ বহ্নি" পরে "চৈতন্য  
নমঃ" অর্থাৎ বহ্নিচৈতন্যের পূজা করিবে ।  
"নমঃ" মন্ত দ্বারা বহ্নিমুক্তি ও বহ্নিচৈতন্য  
মনে মনে পরিকল্পনা করিয়া এই ( বহ্নি-  
মন্ত ) মন্ত পাঠপূর্বক অগ্নি প্রজালিত  
করিবে । প্রথমে প্রণবোচ্চারণ পূর্বক

প্রথম পূর্বমুক্ত্য চিৎপিঙ্গলপদং তথা ।  
 হনয়্যৎ দহ দহ পচ পচেতি ততো  
 বদেৎ ॥ ১৪২ ॥ সর্বজ্ঞাপয় স্বাহা  
 বহ্নিপ্রজ্ঞালনে মনুঃ । ততঃ কৃতাজলিভূত্যা  
 প্রকুর্যাদগ্নিবন্দনম্ ॥ ১৪৩ ॥ অগ্নিং প্রজ্ঞ-  
 লিতং বদে জাতবেদং ছতানম্ । সূবর্ণবর্ণ-  
 মমলং সগন্ধং সর্বতোমুখম্ ॥ ১৪৪ ॥  
 ইত্যপশ্যত্য দহনং ছাদয়েৎ শ্রুতিং কুর্শেঃ ।  
 স্কেন্দ্রনাম বহ্নিনাম কৃত্যভ্যর্চনমাত্রৈঃ ॥  
 ১৪৫ ॥ তারো বৈশ্বানরপদাজ্জাতবেদঃপদং  
 বদেৎ । ইহাবহাবহেভ্যাক্তা লোহিতাক্ষ-  
 পদান্তরম্ ॥ ১৪৬ ॥ সর্বকর্মানি পদতঃ

সাধরাভ্যেহগ্নিবন্দন । ইত্যভ্যর্চ্য হিরণ্যাদি-  
 মস্তজিহ্বাঃ প্রাপুজয়েৎ ॥ ১৪৭ ॥ সহস্রার্চিঃ-  
 পদং ভেদন্ত্য হৃদযায় নমো বদেৎ । বডুজ-  
 পুজয়েৎ স্কেন্দ্রতো মূর্ত্যর্গজেঃ সূবীঃ । জাত-  
 বেদঃ প্রভূতয়ো মূর্ত্যুর্ভূত্যা প্রাকীর্ষিতাঃ ॥  
 ১৪৮ ॥ ততো যজেনঃ শত্রৌত্রিঙ্গাদ্যাস্তদ্-  
 নন্তরম্ । পদাদ্যষ্টনির্মিত্য যজেন্দ্রাদি-  
 দিকৃপত্তীন্ ॥ ১৪৯ ॥ বজ্রাদ্যস্তানি মংগুভ্যা  
 প্রাদেশপরিমাণকম্ । কুশপত্রদ্বয় নীত্যা  
 ঘৃতমধ্যে নিধাপয়েৎ ॥ ১৫০ ॥ বামে ঘ্যায়ৈ-  
 দিভ্যঃ নাভীং পিঙ্গলীং দক্ষিণে তথা । মধ্যে  
 সূর্য্যায় গন্ধিত্য দক্ষিণাগং সমাধিতঃ ॥ ১৫১ ॥

“চিৎপিঙ্গল” পদ, তৎপরে “হন হন”  
 তৎপরে “দহ দহ” এবং তৎপরে “পচ পচ”  
 পাঠ করিবে । ১৪০—১৪২ । অনন্তর  
 “সর্বজ্ঞাপয় স্বাহা” এই মন্ত্র বহ্নি-  
 প্রজ্ঞালনে নির্দিষ্ট হইয়াছে । পরে কৃতাজলি  
 হইয়া অগ্নিবন্দনা করিবে । প্রজলিত, সূবর্ণ  
 (তুলা, নির্মাল, প্রদীপ্ত ও সর্বতোমুখ, জাত-  
 বেদ ছতানকে বন্দনা করি,—এইরূপে  
 অগ্নিবন্দনা করিয়া, কুশ দ্বারা শ্রুতিং আচ্ছা-  
 দিত করিবে । অনন্তর নিজ ইষ্টদেবতার  
 নামোচ্চারণপূর্বক বহ্নি-নামোচ্চারণ করিয়া  
 অভ্যর্থনা করিবে । প্রথম ( ৩ ) “বৈশ্বানর”  
 পদ, তদনন্তর “জাতবেদ” পদ উচ্চারণ  
 করিবে । তৎপরে “ইহাবহাবহ” এই বাক্য  
 কথনান্তে “লোহিতাক্ষ” পদ, পরে “সর্ব-  
 কর্মানি” পদ, পরে “সাধয়” তদন্তে অগ্নি-  
 বন্দনা অর্থাৎ “স্বাহা” এইরূপঃ মন্ত্র পাঠ-

পূর্বক বহ্নি অভ্যর্থনা করিয়া হিরণ্যাদি  
 মস্তজিহ্বাব পূজা করিবে । ১৪৩—১৪৭ ।  
 অনন্তর সূবী মধক, চতুর্থী বিভক্তি ব এক  
 বচনান্ত সহস্রার্চিঃ শব্দ অর্থাৎ ‘সহস্রার্চিয়ে  
 জনয়ায় নমঃ’ বলিয়া, হৃদযাদি বহ্নি-বডুজ  
 পূজা করিবে ; পরে বহ্নিমূর্তির পূজা  
 করিবে । জাতবেদঃ প্রভৃতি বহ্নির অষ্টমূর্তি  
 পূর্বকই বলা হইয়াছে । পরে ত্রিঙ্গী  
 প্রভৃতি অষ্টমূর্তির পূজা করিবে । তদনন্তর  
 পদাদি অষ্টনির্মিত পূজা করিয়া, ইত্যাদি  
 দিকৃপত্তীগণের পূজা করিবে এবং দিকৃপতি-  
 গণের বজ্রাদি অস্ত্রগণের পূজা করিয়া  
 প্রাদেশ-পরিমিত কুশপত্রদ্বয় গ্রহণপূর্বক  
 ঘৃতমধ্যে স্থাপিত করিবে । ১৪৮—১৫০ ।  
 ঘৃতের বামে ইড়া, দক্ষিণে পিঙ্গলা ও মধ্যে  
 সূর্য্য নাভীকে চিত্তা করিয়া, পরে একাগ্র-  
 চিত্তে দক্ষিণভাগ হইতে ঘৃত লইয়া সূর্য্য

অঙ্গায় গৃহীত্ব মতিমান দক্ষনেত্রে ততো-  
নিকৃঃ । মঙ্গলানেন জুহুয়াৎ প্রণবান্তেহগ্নয়ে  
পদম্ ॥ ১৫২ ॥ স্বাহান্তো মনুরাখ্যাতো  
বামভাগান্নিহ্নিরেৎ । বামনেত্রে ত্রৈলোক্যেরোৎ  
সোমায় দ্বিষ্ঠো মনুঃ ॥ ১৫৩ ॥ মধ্যভাগ্যৎ  
সমানীয় ললাটে হননং চরেৎ । অগ্নী-  
যোমো সপ্রণবো তুর্যাদিবচনাদিতো ॥ ১৫৪ ॥  
স্বাহান্তোহগ্নয়ং মনুঃ প্রোক্তঃ পুনর্দক্ষিণতো  
হবিঃ । গৃহীত্বা নমস্ মা মগ্নী প্রণবং  
পূর্বমুক্তবেৎ ॥ ১৫৫ ॥ অগ্নয়ে চ দ্বিষ্ট-  
কৃতে বহ্নিকান্ত্যৎ ততো বদেৎ । ত্রৈলোক্যেন

নিহ্নিবদনে জুহুয়াৎ সাধকোঽগ্নয়ঃ । তুর্ভুঃ-  
স্বিষ্ঠান্তেন ব্যাহৃত্য হোমমাত্ররেৎ ॥ ১৫৬ ॥  
তারো বৈশ্বানরপদজ্ঞাতবেদ ইহাবহা ।  
বহ লোহি-পদান্তে চ তান্ন সর্বপদং বদেৎ ।  
কর্মানি সাধয় স্বাহা ত্রিধানেন্নজতীহ্নিরেৎ ॥  
১৫৭ ॥ ততোহগ্নৌ দ্বিষ্টমাবহা দীর্ঘদৈর্ঘ্য-  
মহ পূজনম্ । কৃত্বা স্বাহ তুমহুনা মূলে  
পদবিংশতীঃ ॥ ১৫৮ ॥ তত্রা বহ্ন্যাগ্নৌ-  
দেব্যা ত্রৈকং সত্যবয়নং দিষ্টা । একাদশা-  
ভতীহ্নি মূলেদেন্নদেবতাঃ ॥ ১৫৯ ॥ তত্রা  
সকামগুদিশ্য ত্রিলাভ্যামগুদিশ্যৈতঃ পূর্ন-  
বিজদলৈর্দাপি যথাবিহিতবশতঃ ॥ ১৬০ ॥

সাধক, এই বক্ষ্যমাণ মন্ত্রানুসারে অগ্নিব  
দক্ষিণ নেত্রে আছতি প্রদান করিবে । প্রথমে  
প্রণব, তদনন্তর “অগ্নয়ে” এই পদ, তান্ত্রে  
“স্বাহা” শব্দ;—ইহাই মন্ত্র বলিয়া আখ্যাত ।  
বামভাগ হইতে হবিঃ গ্রহণ করিবে এবং  
অগ্নির বাম-নেত্রে আছতি প্রদান করিবে;  
ইহার মন্ত্র,—“ওঁ সোমায় স্বাহা” মধ্যভাগ  
হইতে আত্ম্য গ্রহণপূর্বক বহ্নিললাটে  
আছতি প্রদান করিবে । ওঙ্কারযুক্ত চতুর্থী  
বিভক্তির বিগচনাত “অগ্নীষোম” শব্দ অর্থাৎ  
ওঁ “অগ্নীষোমাত্মম্ ।” পরে “স্বাহা” ইহা  
ললাটে আছতি প্রদানের মন্ত্র বলিয়া উক্ত  
হইয়াছে পরে মন্ত্রের ব্যক্তি নমঃ” শব্দ  
দ্বারা দক্ষিণ-ভাগ হইতে পুনর্বার হবিঃ  
গ্রহণ করিয়া প্রথমে প্রণবোচ্চারণ করিবে,  
“অগ্নৌ দ্বিষ্টকৃতে” এবং তদনন্তর বহ্নি-  
জায়া (স্বাহা) শব্দ উচ্চারণ করিবে ।  
সাধক এই মন্ত্র দ্বারা অগ্নিমুখে হোম

করিবে । পরে প্রথমে প্রণব ও আত্ম্য  
স্বাহা যোগ করিয়া ক্রমান্বয়ে ভুঃ, ভুঃ ও  
স্বঃ—এই তিন ব্যাহতি দ্বারা হোম করিবে ।  
১৫১—১৫৬ । অনন্তর প্রথমতঃ প্রণব,  
পরে “বৈশ্বানর” পদ, তৎপরে “জ্ঞাতবেদ  
ইহাবহাবহ লোহি” তৎপরে “তান্ন সর্ব-  
কর্মানি সাধয় স্বাহা” এই পদ উচ্চারণ  
করিবে । এইরূপ মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া  
তিনবার আছতি প্রদান করিবে । তদনন্তর  
অগ্নিতে অগ্নৌ ঈদেবতাকে আবাহনপূর্বক  
সৌমাদি মন্বিত জাহাব পূজা করিয়া স্বাহান্ত  
মন্ত্রমন্ত্র দ্বারা অগ্নিগর্ভে অকলিংশত আছতি  
প্রদান করিয়া, বাক দ্বারা বাহু, দেবী ও নিজ  
আত্ম্য ব ত্রৈক্য চিন্তা করত মন্ত্র দ্বারা  
একাদশ আছতি দান করিয়া অগ্নিদেবতার  
উদ্দেশ্য করিয়া হোম করিবে । অনন্তর  
সকামিনা উদ্দেশ্য করিয়া ত্রিলাভ্যামগুদিশ্য

যথাশক্ত্যাহতিং দদ্যাদাষ্টনামাং প্রকল্পয়েৎ ॥  
 ১৬১ ॥ ততঃ পূর্বাছতিং দদ্যাৎ ফলপত্র-  
 সমন্বিতাম্ । স্বাহান্তমূলমন্ত্রেণ ততঃ সংহার-  
 মুদ্রয়া । ওম্বাদেবীং সমানীয় স্থাপয়ে-  
 দ্ভদ্রাদানুজ্ঞে ॥ ১৬২ ॥ ক্ষমস্তুতি চ মন্ত্রেণ  
 বিদ্যুজ্ঞে তৎ হতশনম্ । কৃতদক্ষিণকে  
 মন্ত্রী অচ্ছিন্নমবধারয়েৎ ॥ ১৬৩ ॥ হতশেষং  
 ক্রবোর্মমো ধারয়েৎ সাধকোত্তমঃ ॥ ১৬৪ ॥  
 এষ হোমবিধিঃ প্রোক্তঃ সর্বত্রাগমকর্মণি ।  
 হোমকর্ম সমাপ্যেবং সাধকো জপমাচারেৎ ॥  
 ১৬৫ ॥ বিধানং শৃণু দেবেশি যেন বিদ্যা

মিশ্রিত পুষ্প, বিলদল কিংবা যথাবিহিত  
 বস্ত্র দ্বারা যথাশক্তি আছতি প্রদান করিবে ।  
 অষ্ট সংখ্যার ন্যূন আছতি দিবে না ।  
 ১৫৭—১৬১ । অনন্তর স্বাহান্ত মূলমন্ত্র দ্বারা  
 অগ্নিতে ফল ও তাম্বুল-সমন্বিত পূর্বাছতি  
 প্রদান করিবে । পরে সংহারমুদ্রা দ্বারা  
 দেবীকে অগ্নি হইতে আনয়নপূর্বক হৃৎ-  
 পদ্মে স্থাপন করিবে । অনন্তর সাধক  
 “(জঃ) ক্ষমস্তু” এই মন্ত্র পাঠ করিয়া  
 অগ্নি বিসর্জন করিবে । পরে দক্ষিণান্ত  
 করিয়া অচ্ছিন্নাবধারণ করিবে । তদন্তর  
 সাধকশ্রেষ্ঠ হতাবশিষ্ট ভব্যা (ঘৃতমিশ্রিত  
 ভস্ম) জলয়ের মধ্যদেশে ধারণ করিবে ।  
 সন্মল আগমকর্মে এইরূপ হোম-বিধি উক্ত  
 হইল । অনন্তর সাধক এইরূপে হোমকর্ম  
 সমাপ্ত করিয়া জপ করিবে । হে দেবেশি ।  
 যাহা দ্বারা বিদ্যা প্রদত্ত হইল, আমি তাদৃশ  
 জপাচ্ছতানের বিধান বলিতেছি—শ্রবণ কর ।

প্রদীপতি । দেবতা গুরুমন্ত্রাণামৈক্যাং সম্ভব-  
 যেক্ষিমা ॥ ১৬৬ ॥ মন্ত্রাণাং দেবতা প্রোক্তা  
 দেবতা গুরুকুপিণী । অভেদেন যজ্ঞে দৃশ্য  
 তত্ৰ সিদ্ধিরমুত্তমা ॥ ১৬৭ ॥ গুরুং শিরসি  
 সন্ধিত্য দেবিতাং ভদ্রাদানুজ্ঞে । রসমাধ্যং  
 মূলবিদ্যাং তেজোরূপাং বিচিত্রা চ ।  
 ত্রয়াণাং তেজসাত্মানমেকীভূতং বিচিন্তয়েৎ ॥  
 ১৬৮ ॥ তাদেণ সংপূর্তীকৃত্য মূলমন্ত্রং  
 সপ্তধা । জপ্ত্বা তু সাধকঃ পশ্চাত্মাতৃকা-  
 পুষ্টিতং শ্যবেৎ ॥ ১৬৯ ॥ মায়াবীজং  
 দশধা প্রকল্পেৎ স্থধীঃ । বদনে  
 প্রণবং তৎ পুনর্যায়ং হৃদয়জ্ঞে । প্রজপা

মানে মনে দেবতা, গুরু ও মন্ত্রের ঐক্য  
 চিন্তা করিবে । ১৬২—১৬৬ । মন্ত্রাণাং,  
 দেবতা বলিয়া উক্ত হইয়াছেন এবং দেবতা  
 গুরু-কুপিণী ; যে ব্যক্তি এই তিনের অভেদ  
 জানে পূজা করিবেন, তাঁহাব অন্তঃসমা-  
 সিদ্ধি লাভ হইবে । মন্ত্রকে গুরুকে চিন্তা  
 করিয়া হৃদয়-কমলে দেবতাকে এবং রস-  
 নাতে তেজোরূপ মূলমন্ত্রাঙ্কিকা বিদ্যাকে  
 চিন্তা করিয়া গুরু, দেবতা ও মূলমন্ত্র—এই  
 তিনের তেজঃ দ্বারা একীভূত আত্মাকে চিন্তা  
 করিবে । মূলমন্ত্রকে প্রণব-সংপূর্টিত কর-  
 নাতে সপ্তবার উহা জপ করিয়া পরে  
 মাতৃকাপুষ্টিত করিয়া সপ্তবার শ্রবণ করিবে ।  
 বিচক্ষণ সাধক নিজ নিরোদেশে মায়াবীজ  
 (হ্রীং) দশবার জপ করিবে । সেইরূপ  
 স্বীয় মুখে দশবার প্রণব জপ করিবে ।  
 পুনরায় হৃৎপদ্মে সপ্তবার মায়াবীজ বীজ

সমুদ্রা মস্তী প্রণাম্যামঃ সমাচরেৎ ॥ ১৭০ ॥  
ততো মালাং সমাদায় প্রাণাদিসমুদ্ভবাম্ ।  
মালে মালে মহামালে সৰ্বশক্তিধরপিতৃ ॥  
১৭১ ॥ চতুর্দশর্গে চিত্তস্তম্ভায়া সিদ্ধি-  
ভব । ইতি সম্পূজ্য তাম্ মালাং ত্রীপাত্র-  
গুণেন চ ॥ ১৭২ ॥ ত্রিধা মুক্তেন সন্তপ্য  
স্থিরচিত্তো জপং চরেৎ । \*অষ্টোত্তমসহস্র-  
বাপ্যথবাষ্টোত্তরং শতম্ ॥ ১৭৩ ॥ প্রাণায়ামঃ  
ততঃ কৃৎ ত্রীপাত্রজলপুষ্পটেকঃ । ওষ্ঠাতি-  
শুভগোপ্ত্রী তৎ গৃহাণ সাক্ষতঃ জপম্ ।  
সিদ্ধির্ভবতু মে দেবি ত্বং প্রাসাদামহেশ্বরী ॥  
১৭৪ ॥ ইতি মন্ত্রেণ মতিমান্ \*দেব্যা  
বাক্যকরাশুভে । তোজোরূপং জপকনং

করিয়া পূর্ববৎ প্রাণায়াম করিবে । তদনন্তর  
প্রাণাদি-নির্মিত মালা গ্রহণ করিয়া, হে  
মালে । হে মালে । হে মহামালে ! হে সর্ব-  
শক্তিধরপিতৃ । ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ,  
এই চতুর্দশই তোমাতে বিদ্যন্ত আছে,  
সেই হেতু তুমি আমাকে সিদ্ধি প্রদান কর,  
—এই মন্ত্র দ্বারা সেই মালাব পূজনাতে  
মূলমন্ত্র উক্ত বৎপূর্বক ত্রীপাত্রস্থিত গমুত  
দ্বারা তিনবার মালার তর্পণ করিয়া স্থিরচিত্তে  
অষ্টোত্তর-সহস্র অথবা অষ্টোত্তর-শতবার  
মূলমন্ত্র জপ করিবে । ১৬৭—১৭৩ ।  
তদনন্তর প্রাণায়াম করিয়া হৃদয় মাধক,  
হে দেবি । হে মহেশ্বরী । তুমি শুণ্য  
আত্মপ্রহা ও রক্ষাবর্ত্তী ; তুমি আমাকর্তৃক  
কৃত জপ গ্রহণ কর । তোমার প্রসাদে  
আমার সিদ্ধিলাভ হউক,—এই মন্ত্র পাঠ-

সমপ্য প্রণামেদুবি ॥ ১৭৫ ॥ ততঃ কৃতজ্ঞা-  
র্ভুত্বা স্তোত্রক কবচং পরেৎ ॥ ১৭৬ ॥ ততঃ  
প্রদক্ষিণীকৃত্য বিশেষাখ্যায় \*সাধকঃ ।  
বিলোমাখ্যপ্রদানেন কুর্যাদায়াসমর্পণম্ ॥  
১৭৭ ॥ ইতঃ পূর্বং প্রাণবুদ্ধিদেহধর্ম-  
দিকারতঃ । জাগ্রৎসপ্নসুপ্ত্যন্তে অবস্থাস্থ  
প্রকীর্তয়েৎ ॥ ১৭৮ ॥ মনসাভ্যন্তে বদেধাচা  
কর্মণা তদনন্তরম্ । হস্তাভ্যং পদতঃ  
পাধ্যামুদরেণ ততঃ পরম্ ॥ ১৭৯ ॥ শিগয়া  
যৎ কৃতকোত্তম যৎ স্মৃৎ পদতো বদেৎ ।  
যজুস্তং তৎ সর্বমিতি ব্রহ্মাণ্যমুদীরয়েৎ ।  
ভবন্তো মাং মদীরং সকলং তদনন্তরম্ ॥  
১৮০ ॥ আদ্যাকালীপদান্তে জে অপর্ণামি

পূর্বক ত্রীপাত্র-স্থিত জল ও পুষ্প দ্বারা  
দেবীর বাম-করকমলে স্তোত্র রূপ তৎপাল  
সমর্পণ করিবে । সমর্পণ করি । ভূতলে  
প্রণাম করিবে । পরে কৃতজ্ঞ হইয়া  
স্তব ও কবচ পাঠ করিবে । পরে সাধক  
প্রদক্ষিণ করিয়া বিলোম মন্ত্র উদ্যোতনপূর্বক  
স স্থাপিত বিশেষাখ্য-প্রদান হতে দেবীকে  
জাগ্রৎসমর্পণ করিবে । “ইতঃ পূর্বং প্রাণ-  
বুদ্ধিদেহধর্মাদিকারতঃ জাগ্রৎসপ্নসুপ্তি”  
এই পদের পর “অবস্থাস্থ” পদ কীর্তন  
করিবে ; পরে “মনসা” তৎপরে “বাচা  
কর্মণা” পদ বলিবে ; তৎপরে “হস্তাভ্যং”  
এই পদের পর “পাধ্যামুদরেণ”, তদনন্তর  
“শিগয়া যৎ কৃতং” এই পদোচ্চারণান্তে  
“যৎ স্মৃৎ” পদ, তৎপরে “যজুস্তং তৎ সর্বং”  
পাঠ করিবে ; তদনন্তর “ব্রহ্মাণ্যমুদীরং” এই

পদং বদেৎ । প্রণবং তৎসদিভ্যাক্তা  
কুৰ্যাদাশাসমর্পণম্ ॥ ১৮১ ॥ ততঃ কৃতাজলি-  
ভূক্তা প্রার্থয়েদিষ্টদেবতাম্ । মায়াবীজং  
সমুচ্চর্য্য শ্রীমাদ্যো কালিকে বদেৎ ॥ ১৮২ ॥  
পূজিতাসি যথাশক্ত্যা ক্ষমস্বেন্তি বিশ্বজ্য চ ।  
সংহারমুদ্রয়া পুষ্পমাত্রায় স্থাপয়েদ্ধৃদি ॥  
১৮৩ ॥ ত্রিশাঙ্গাং মণ্ডলং কৃত্ব ত্রিকোণং  
স্থপরিষ্কৃতম্ । তত্র সংপূজয়েদেবীং নির্ঘাল্য-

শব্দ উচ্চারণ করিবে । তৎপরে “ভবতু”  
তদন্তে “নাং মদীরং সকলং,” তৎপরে  
“আদ্যাকালী-পদাত্তোজৈ অর্পয়ামি” (অর্থাৎ  
ইহার পূর্ব-প্রাণ-বুদ্ধি-দেহ-ধর্ম্মাধিকারে  
জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুশুপ্ত এই তিন অবস্থাতে  
মন, বাক্য, কর্ম্ম, হস্তদ্বয়, পদদ্বয়, উদর ও  
উপস্থ দ্বারা যথাসম্ভব বাহ্য কৃত, স্মৃত ও  
উক্ত হইয়াছে ; তৎসমস্তই ত্র্যম্বকে আর্পিত  
হউক, আগিও যাবতীয় বস্তুতে আমার  
বলিয়া অভিমান আছে, তাহা আদ্যাকালীর  
ত্রীচরণ-কমলে নর্পণ-বা-লাম ) এই পদ  
পাঠ করিবে । তদন্তর প্রণব (ওঁ) তৎ-  
সং উচ্চারণ করিয়া দেবীকে আশ্রয়সমর্পণ  
করিবে । ইহা আশ্রয়সমর্পণের মন্ত্র ।  
১৭৪—১৮১ । তৎপরে (সাদক) কৃতাজলি  
হইয়া ইষ্টদেবতাব নিকট প্রার্থনা করিবে ।  
মায়াবীজ (হ্রীং) উচ্চারণ করিয়া  
“শ্রীমাদ্যো কালিকে” এই পদ উচ্চারণ  
করিবে, তৎপরে “যথাশক্ত্যা পূজিতাসি  
ক্ষমস্ব” এই বলিয়া প্রার্থনা করিবে । এই-  
রূপে ইষ্টদেবতাকে বিসর্জনপূর্বক সংহার

পুষ্পবারিণা । হ্রীং নির্ঘাল্যপদকোত্তরা  
বাসিনৈম্ নম ইত্যপি ॥ ১৮৪ ॥ ত্র্যম্ব-বিষ্ণু-  
শিবাদিত্যঃ সর্বদেবে ভ্যএব চ । নৈবেদ্যং  
বিতরেৎ পশ্চাদ্গৃহীয়াং শক্তিসাধকঃ ॥  
১৮৫ ॥ স্বীয়শক্তিং বামভাগে সংস্থাপ্য  
পৃথগাসনে । একামনোপবিষ্টো বা পাত্রে  
কুৰ্য্যাগ্নেনোরমম্ ॥ ১৮৬ ॥ পানপাত্রং প্রবুদ্ধীত  
ন পকতোলকাধিকম্ । তোলকত্রিতয়া-  
ন্যনং স্বাৰ্ণং রাজতমে চ ॥ ১৮৭ ॥ অথবা  
কাচজনিতে নারিকেলেন্দ্রবক বা । অধারে-  
পরিপ্লবংস্থাপ্য শুক্লিপাত্রস্ত দক্ষিণে ॥ ১৮৮ ॥

মুদ্রা দ্বারা গৃহীত পুষ্পের ক্ষীড়াণ লইয়া  
দেবীকে স্বহৃদয়ে স্থাপন করিবে । অনন্তর  
সৈন্যনকোণে স্থপরিষ্কৃত ত্রিকোণ মণ্ডল  
করিয়া, তাহাতে নির্ঘালা পুষ্প ও জল দ্বারা  
নির্ঘাল্য এই পদ উচ্চারণ করিয়া পরে  
“বাসিনৈম্ নমঃ” ইহা বলিয়া দেবীকে  
(হ্রীং নির্ঘাল্য-বাসিনীকে) পূজা করিবে ।  
অনন্তর শক্তি সাধক ত্র্যম্ব, বিষ্ণু ও শিব  
প্রভৃতি সকল দেবগণকে নৈবেদ্য বিতরণ  
করিবে এবং পশ্চাৎ দ্রব্যং গ্রহণ করিবে ।  
বামভাগে ত্রিম আসনে স্বীয় শক্তিকে  
স্থাপন করিয়া অথবা তৎসহিত একা-  
সনে উপবিষ্ট হইয়া পানাদি জল মনোরম  
পাত্র স্থাপন করিবে । পরিমাণে পক-  
তোলকের, অনধিক এবং ত্রিতোলকের  
অন্যান সর্গময় দ্রব্য বা রাজত বা কাচনির্মিত  
অথবা নারিকেল-সম্প্রত পানপাত্র করিবে ।  
শুক্লিপাত্রের দক্ষিণভাগে, আধারোপরি

মহাপ্রসাদমণীয় পাত্রেণ পরিবেশয়েৎ ।  
 স্বয়ং বা ভ্রাতৃপুত্রৈর্বা জ্যেষ্ঠানুক্রমতঃ স্তবীঃ ॥  
 ১৮৯ ॥ পানপাত্রে স্তব্দা দেয়া শৌক্যো শুদ্ধা-  
 দিকানি চ । ততঃ সাময়িকৈঃ সার্কিং পান-  
 ভোজনমাচরেৎ ॥ ১৯০ ॥ আদ্যবাস্তবার্থায়  
 গৃহীয়াচ্ছুদ্ধিমুত্তমম্ । ততোহতিশষ্টমনস্য  
 সমস্তঃ কুলসাধকঃ ॥ ১৯১ ॥ স্বস্বপাত্রং  
 সমাদায় পরমামৃতপুরিতম্ । মূলধারা-  
 দ্বিজিহ্বাত্তাং চিহ্নপাং কুলকুণ্ডলীম্ ॥ ১৯২ ॥  
 বিভাব্য তনুখাস্তোজৈ মূলমুগ্ধং সমুচ্চরন্ ।  
 পরস্পরাজ্ঞামাদায় জুহুয়াৎ কুণ্ডলীমুখে ॥  
 ১৯৩ ॥ জলিপানং কুলজ্ঞীর্ণং গন্ধদ্বীকার-

সংস্থাপিত করিয়া, বিচক্ষণ সাধক, মহা-  
 প্রসাদ আনয়নপূর্বক স্বয়ং, ভ্রাতা বা পুত্র  
 দ্বারা জ্যেষ্ঠানুক্রমে পাত্রে পরিবেশন করা-  
 ইবে । ১৮২—১৮৯ । পানপাত্রের স্তব্দা এবং  
 শুদ্ধিপাত্রের শুদ্ধি (মাংস-মৎস্যাদি) প্রদান  
 করিবে । অনন্তর দেবীর পূজা সময়ে সমা-  
 গতগণের সহিত পান-ভোজন করিবে ।  
 প্রথমতঃ আস্তরণের জন্ত উত্তমা শুদ্ধি  
 (মাংসাদি) গ্রহণ করিবে । পরে সমস্ত  
 কুলসাধক অতিথয় আনন্দিতচিত্তে উৎকৃষ্ট  
 মদ্যপুরিত স্ব স্ব পাত্র গ্রহণ করিয়া, মূলধার  
 হইতে জিহ্বা পর্যন্ত ব্যাপিনী চৈতন্যরূপা  
 কুলকুণ্ডলিনীকে চিন্তা করিয়া, তাঁহার মুখ-  
 কণ্ঠে মূলমুগ্ধ সমুচ্চারণপূর্বক পরস্পরের  
 অঙ্গের গ্রহণ করিয়া কুণ্ডলীমুখে পরমাশ্রুত  
 হোম করিবে । কুলজাগণের পক্ষে মদ্য-  
 গন্ধ-গ্রহণই জলিপান এবং গৃহস্থ সাধক-

লক্ষণম্ । সাধকানাং গৃহস্থানাং পঞ্চপাত্রং  
 প্রকীর্তিতম্ ॥ ১৯৪ ॥ অতিপানং কুলীনাং  
 সিদ্ধিহানিঃ প্রজায়তে ॥ ১৯৫ ॥ যাবদ্ চাল-  
 দেদৃষ্টিং যাবদ্ চালয়েন্ননঃ । তাবৎ পানং  
 প্রকুব্বীত পশুপানমতঃ পরম্ ॥ ১৯৬ ॥ পানে  
 জাতিভেদদৃশস্ত দ্বী চ শক্তিসাধকে । স  
 পপিষ্ঠে কথং কামাদাদ্যাৎ কালীং ভজাম্যহম্ ॥  
 ১৯৭ ॥ যথা ব্রহ্মার্চিত্তেহমাদৌ স্পৃষ্টদোষো  
 ন বিদ্যতে । তথা তব প্রসাদেহপি জাতি-  
 ভেদং বিবর্জয়েৎ ॥ এবমেব বিধানেন কুর্য্যাৎ  
 পানক ভোজনম্ । হস্তপ্রক্ষালনং নাস্তি তব  
 নৈবেদ্যসেবনে । লোপাপনোদনং কুর্য্যাদ্বজ্রেন  
 পাথসাপি বা ॥ ১৯৯ ॥ ততো নির্মাল্য-

গণের পক্ষে পঞ্চপাত্র-পুরণিত মদ্যপান  
 জলিপান বলিয়া পরিকীর্তিত হইয়াছে ।  
 ১৯০—১৯৪ । কুলসাধকগণের, অতিরিক্ত  
 পান করিলে সিদ্ধিহানি হয় । মদ্যপান  
 যে পর্যন্ত দৃষ্টিকে ঘূর্ণিত করিতে না পারে,  
 তাবৎ পর্যন্ত পান করিবে । ইহার অতি-  
 রিক্ত পান পশুপান-তুল্য । পানে যাহার  
 চিত্তবৈকল্য জন্মে এবং যে শক্তিসাধকে  
 দ্বন্দ্বা করে, সে পাপিষ্ঠ "আমি জাদ্যা  
 কালীকে ভজনা করি" এ কথা ক্রমে  
 বলিবে ? যেমন ব্রহ্মে সমর্পিত অগ্নিদিতে  
 স্পর্শদোষ নাই, অর্থাৎ জাতিভেদ বর্জিত  
 হইয়াছে, তদ্রূপ তোমার প্রসাদেও জাতি-  
 ভেদ বর্জন করিবে । এই প্রকার বিধানামু-  
 সারে পান-ভোজন করিবে । তোমার  
 নৈবেদ্য-সেবনে হস্ত-প্রক্ষালন নাই; এবং

কুসুমং বিধৃত্য নিরসা সুধীঃ । যজ্ঞপেপং  
কর্চ্চ দেশে, বিধবেদেবভুবি ॥ ২০০ ॥

ইতি শ্রীমহানির্বাণতন্ত্রে শ্রীপাত্রস্থাপন-হোম-  
চক্রানুষ্ঠানকথনং নাম যষ্ঠ উল্লাসঃ ॥ ৬ ॥

### সপ্তম উল্লাসঃ ।

অন্যাকালিকাদেব্যা মন্ত্রোক্তাঃ মহা-  
ফলম্ । সৌভাগ্যমোক্ষজননং ব্রহ্মজ্ঞানৈক-  
সাধনম্ ॥ ১ ॥ প্রাতঃকৃত্যং তথা জ্ঞানং সন্ধ্যাং  
সংবিদিশোধনম্ । গ্রামপূজাবিধানকং বাহ্য-  
জ্যোত্তরভেদতঃ ॥ ২ ॥ বলিপ্রদানং হোমকং  
চক্রানুষ্ঠানমেব চ । মহাপ্রসাদস্বীকারঃ

বা জল ধারা হস্তলেপাপনয়ন করিবে ।  
অনন্তর সুধী মাধক মস্তকে নির্মালা কুসুম  
ধারণ করিয়া লেপদ্রব্য জয়গল-মধ্যে ধারণ  
করিবে,—দেবতুল্য হইয়া ভূতলে বিচরণ  
করিবে । ১৯৫—২০০ ।

যষ্ঠ উল্লাস সমাপ্ত ॥ ৬ ॥

### সপ্তম উল্লাস ।

মহাফল-জনক, সৌভাগ্য ও মোক্ষ-  
প্রদ, ব্রহ্ম-জ্ঞানলাভের অদ্বিতীয় সাধন,  
আন্যাকালিকাদেবীর মন্ত্রোক্তার, প্রাতঃকৃত্য,  
জ্ঞান, সন্ধ্যা, সংবিদিশোধন, বাহ্য-মানস-  
ভেদে গ্রাম ও পূজাবিধান, বলিদান, হোম,  
ভৈরবী ও তন্ত্র-চক্রানুষ্ঠান এবং মহাপ্রসাদ-

পার্বতী হইয়াছেন । বিনয়াবনতা দেবী,  
প্রোবাচ শঙ্করং প্রতি ॥ ৩ ॥ শ্রীদেবীবাচ ।  
মদামিব জগন্নাথ জগতাং হিতকারক ।  
কৃপয়া কথিতং দেব পরাপ্রাপ্তিসাধনম্ ॥ ৪ ॥  
সংপ্রাণিহিতকরং ভোগমোক্ষৈককারণম্ ।  
বিশেষতঃ কলিযুগে জীবানামাশু সিদ্ধিদম্ ॥  
৫ ॥ তব বাগমুতাম্বোধৌ নিমজ্জগাম মানসম্ ।  
নোখাতুমীহতে স্নেহং ভুগুঃ প্রার্থয়তে-  
হচিরাং ॥ ৬ ॥ পূজাবিধৌ মহাদেব্যাঃ সৃচিতং  
ন প্রকাশিতম্ । শ্তোত্রক কবচং দেব তদি-  
দানীং প্রকাশয় ॥ ৭ ॥ শ্রীমদাম্বী উবাচ ।  
শৃণু দেবি জগদ্বন্দ্যো শ্তোত্রমেতদমুস্তমম্ ।

গ্রহণ শ্রবণ করিয়া হৃষ্টচিত্তা পার্বতী দেবী  
বিনয়াবনতা-হইয়া শঙ্করকে বলিলেন,—  
হে মদাম্বী । হে জগন্নাথ । হে জগতের  
হিতকর্ত্তা দেব । তুমি কৃপা-পরবশ হইয়া  
আমার নিকট,—প্রাণিগণের হিতকর ভোগ  
ও মোক্ষের অদ্বিতীয় সাধন, বিশেষতঃ  
কলিযুগে জীবগণের আশু সিদ্ধিপ্রদ পরমা-  
প্রাকৃতি-সাধন করিলে । তোমার বাক্যরূপ  
অমৃত-সাগরে ক্রমে নিমগ্নপ্রায় আমার মন  
আগ্নে আগ্নে উত্তিত হইবার জন্ত চেষ্টা  
করিতেছে না, বরং পুনর্বার তৎপ্রাপ্তির  
জন্ত প্রার্থনা করিতেছে । মহাদেবীর পূজা-  
বিধিতে শ্তোত্র ও কবচ-পাঠের সূচনা  
করিয়াছ, কিন্তু তাহা প্রকাশ কর নাই ।  
হে দেব । এক্ষণে তাহা প্রকাশ কর ।  
১—৭ । শ্রীমদাম্বী বলিলেন,—হে  
জগদ্বন্দ্যো । হে দেবি । এই মর্কোস্তম

পঠনাস্ত্রবণাদ্বয়ং সৰ্বসিদ্ধিপ্রদং ভবেৎ ॥ ৮ ॥  
 অসৌভাগ্যপ্রশমনং সুখসম্পদ্বির্জনম্ ।  
 অকালমৃত্যুহরণং সৰ্বাপদিনিবারণম্ ॥ ৯ ॥  
 ক্রীমদাদ্যাকালিকায়াঃ সুখসামিধ্যাকরণম্ ।  
 স্তবস্ত্রাশ্চ প্রসাদেন ত্রিপুরারিহিং শিবে ॥  
 ১০ ॥ স্তোত্রস্ত্রাশ্চ ঋষির্দেবিসদাশিব উদা-  
 ছতঃ । ছন্দে হনুষ্ঠুকেবৃতাদ্যা কালিকা পরি-  
 কীৰ্ত্তিতা । ধর্মার্থকামমোক্ষেষু বিনিয়োগঃ  
 প্রকীৰ্ত্তিতঃ ॥ ১১ ॥ হ্রীং কালী ক্রীং করালী চ  
 ক্রীং কল্যাণী কলাবতী । কমলা কলিদর্পণী  
 কপদীশকুপাবিতা ॥ ১২ ॥ কালিকা কাল-  
 মাতা চ কালানলসমজ্যতিঃ । কপদিনী করা-

স্তোত্র বলিতেছি—শ্রবণ কর । যাহার  
 পাঠে বা শ্রবণে, সৰ্বসিদ্ধির ঈশ্বর হয় ।  
 ইহা দ্বারা অসৌভাগ্যের বিনাশ ও সুখ-  
 সম্পত্তির বৃদ্ধি হয় ; ইনি অকাল-মৃত্যুকে  
 হরণ ও আপদ-সমূহের নিবারণ করেন ।  
 হে শিবে । এই স্তোত্র আদ্যা কালিকা-  
 দেবীর সুখজনক-সমিধান-লাভের কারণ ।  
 আমি এই স্তবের প্রসাদেই ত্রিপুরারি  
 হইয়াছি । হে দেবি । সদাশিব এই  
 স্তোত্রের ঋষি বলিয়া উদাহৃত হইয়াছেন ;  
 ছন্দ অনুষ্ঠপ এবং আদ্যাকালিকা দেবতা-  
 রূপে কীৰ্ত্তিতা হইয়াছেন ; ধর্ম, অর্থ, কাম  
 ও মোক্ষ—এই চতুর্কর্মে বিনিয়োগ কীৰ্ত্তিত  
 হইবে । ৮—১১ । স্তোত্র কথা ;—হ্রীং-  
 রূপা কালী, ক্রীং রূপা করালী এবং ক্রীং-  
 রূপা কল্যাণী । কলাবতী, কমলা, কলিদর্প-  
 নাশিনী, মহাদেবের প্রতি কুপাবতী ।

লাত্যা করুণামৃতসাগরা ॥ ১৩ ॥ কুপাময়ী  
 কুপাধারা কুপাপারা কুপাগমা । কুশান্তঃ  
 কপিলা কুম্ভা কুম্ভানন্দবিবর্জিনী ॥ ১৪ ॥  
 কালরাত্রিঃ কামরূপা কামপাশবিমোচিনী ।  
 কাদম্বিনী কলাধারা কলিকামনানিনী ॥ ১৫ ॥  
 কুমারীপূজনপ্ৰীতা কুমারীপূজকালয়া । কুমারী-  
 ভোজনানন্দা কুমারীরূপধারিনী ॥ ১৬ ॥ কদম্ব-  
 বনমধারা কদম্ববনবাসিনী । কদম্বপুপ-  
 সম্ভোয়া কদম্বপুপমালিনী ॥ ১৭ ॥ কিশোরী  
 কনকঠা চ কলনাদমিনাদিনী । কাদম্বরীপান-

কালিকা, কালমাতা অর্থাৎ কালেরও  
 আদিভূতা, কালানল-সমজ্যতি অর্থাৎ যাহার  
 তেজ প্রায়কালীন আগ্নির সদৃশ, কপদিনী,  
 করালবদনা, করুণারূপ ভগ্নুতের মগ্নুতুল্য  
 অর্থাৎ যাহার করুণা অপার অপরিমেয়  
 এবং অক্ষয় । কুপাময়ী, কুপাধারা, কুপা-  
 পারা, কুপাগমা অর্থাৎ যাহার নিজ কুপাবলে  
 যাহাকে জানিতে পারা যায় । কুশান্তঃ,  
 অর্থাৎ, অগ্নিরূপা, কপিলা, কুম্ভা, কুম্ভানন্দ-  
 বিবর্জিনী । কালরাত্রি, কামরূপা, কামপাশ-  
 বিমোচনী অর্থাৎ কামবন্ধ-চ্ছেদিনী,  
 কাদম্বিনী ( মেঘমালারূপা ), কলাধারা,  
 কলিপাপহারিনী । ১২—১৫ । কুমারী পূজন-  
 প্ৰীতা অর্থাৎ যিনি কুমারী-পূজনে প্ৰীতি-  
 যুক্তা হন, কুমারীপূজকালয়া অর্থাৎ কুমারী-  
 পূজকের নিকটেই অবস্থান করেন, কুমারী-  
 ভোজনানন্দা অর্থাৎ কুমারীদিগকে ভোজন  
 করাইলে আনন্দিত হন, কুমারী-রূপধারিনী ।  
 কদম্ববন-মধারা ( কদম্ববন-বিচারিনী ),

রক্তা তথা কাদম্বরীপ্রিয়া ॥ ১৮ ॥ কপাল-  
পাত্রনিরুতা কঙ্কালমাল্যধারিণী । কমলাসন-  
সমুদ্ভা কমলাসনবাসিনী ॥ ১৯ ॥ কমলালয়-  
মধ্যস্থা কমলামোদমোদিনী । কলহংসগতিঃ  
কৈবল্যমালিনী কামরূপিণী ॥ ২০ ॥ কামরূপ-  
কৃতাবাসা কামপীঠবিলাসিনী । কমলীয়া  
কমলতা কমলীয়াবিভূষণা ॥ ২১ ॥ কমলীয়া-

কদম্ববন বাসিনী, কদম্বপুষ্প-মন্তোষা অর্থাৎ  
কদম্বপুষ্প ঘাঁহার মন্তোষ হয়, কদম্বপুষ্প-  
মালিনী অর্থাৎ যিনি কদম্বপুষ্পের মাল্য  
ধারণ করিয়া থাকেন । কিশোরী, কলকঠা  
অর্থাৎ ঘাঁহার কণ্ঠস্থ অতীব মধুর, কলনাদ-  
নিনাদিনী ( কোকিলবৎ সুস্বরা ), কদম্ববী-  
পানরতা অর্থাৎ মদ্যপান-রতা, কাদম্বরী  
প্রিয়া । কপালপাত্র-নিরুতা অর্থাৎ ঘাঁহার  
পানপাত্র নর-কপাল, কঙ্কাল-মাল্যধারিণী  
অর্থাৎ যিনি অস্থিমাল্য ধারণ করিয়া  
থাকেন । কমলাসন-সমুদ্ভা, অর্থাৎ ব্রহ্মার  
প্রতি সমুদ্ভা, কমলাসন-বাসিনী অর্থাৎ  
পদ্মাসীনী । কমলালয়-মধ্যস্থা, কমলামোদ-  
মোদিনী অর্থাৎ কমলগন্ধে ঘাঁহার আনন্দ  
লাভ হয় । কলহংসগতি ( রাজহংসবৎ  
সুন্দরগামিনী ), কৈবল্যমালিনী ( ভক্তহৃৎখ-  
হারিণী ), কামরূপিণী, কামরূপ-কৃতাবাসা  
( কামরূপ প্রদেশে ঘাঁহার স্থিতি ), কামপীঠ-  
বিলাসিনী । কমলীয়া, কমলতা ( যিনি  
কমলগতাব ত্রায় সাধকাতীষ্ট সম্পূর্ণ করেন ),  
কমলীয়াবিভূষণা । ১৬—২১ । কমলীয়া-  
গুণাবস্থা অর্থাৎ কমলীয়া গুণসমূহই ঘাঁহার

গুণাবস্থা কোমলাঙ্গী কুশোদরী । কারণমৃত-  
মন্তোষা কারণানন্দসিদ্ধিদা ॥ ২২ ॥ কারণ-  
নন্দাপেষ্ঠা কারণার্চনহার্ষতা । কাবলার্ণব-  
সংমগা কারণব্রতপালিনী ॥ ২৩ ॥ কন্তুরী-  
সৌরভামোদক কন্তুরীতিশোকজ্জ্বলা । কন্তুরী-  
পূজনরতা কন্তুরীপূজকপ্রিয়া । কন্তুরীদাহ-  
জননী কন্তুরীমৃগতোষিণী ॥ ২৪ ॥ কন্তুরী-  
ভোজনপ্রীতা কপূরামোদমোদিতা । কপূর-

আরাধনা-সাধন । কোমলাঙ্গী, কুশোদরী,  
কারণমৃত-মন্তোষা অর্থাৎ মদ্যরূপ অমৃত  
দ্বারা ঘাঁহার মন্তোষ হইয়া থাকে, কারণানন্দ-  
সিদ্ধিদা ( কারণ-পানে ঘাঁহার আনন্দ হয়  
অর্থাৎ যে যথার্থ কুলসাধক, যিনি তাহাকে  
সিদ্ধি প্রদান করেন ), কারণানন্দ-জাপেষ্ঠা  
অর্থাৎ কুলসাধকগণ জপাদি দ্বারা ঘাঁহাকে  
অর্চনা করিয়া থাকে, কারণার্চন-হার্ষতা  
অর্থাৎ কারণ দ্বারা পূজা করিলে যিনি প্রীতা  
হইয়া থাকেন, কাবলার্ণবসংমগা অর্থাৎ  
মিগোকাধার কারণ-সমুদ্রের অন্তর্নিহিতা,  
কারণব্রত-পালিনী । কন্তুরী-সৌরভামোদা  
( কন্তুরীগন্ধে যিনি আনন্দিতা হইয়া থাকেন,  
কন্তুরীতিশোকজ্জ্বলা ( কন্তুরী-তিশক  
ধারণ করায় বিচিত্র কান্দিমালিনী ), কন্তুরী  
পূজনরতা অর্থাৎ কন্তুরী দ্বারা পূজা করিলে  
ঘাঁহার অতি মন্তোষ হয়, কন্তুরী-পূজক-  
প্রিয়া ( যে কন্তুরী দ্বারা পূজা করে, সে  
ঘাঁহার প্রিয় ), কন্তুরীদাহ-জননী, কন্তুরীমৃগ-  
তোষিণী । কন্তুরীভোজন-প্রীতা, কপূর-  
মোদমোদিতা অর্থাৎ কপূর-গন্ধে আনন্দিতা,

মালাভরণা কপূরচন্দনোক্ষিতা ॥২৫॥ কপূর-  
কারণাঙ্কনা কপূরামৃতপায়িনী । কপূরসাগর-  
জাতা কপূরসাগরালয়া ॥ ২৬ ॥ কূর্চগৌজ-  
জপত্ৰীতা কূর্চজাপপরায়াণা । কুলীনা কোলি-  
কারাধ্যা কোলিকগণপ্রিয়কারিণী । কুলাচারা  
কৌতুকিনী কুলমার্গপ্রদর্শিনী ॥ ২৭ ॥ কানী-  
শ্বরী কষ্টহন্ত্রী কানীশ-বরদায়িনী । কানীশ্বর-  
কৃতামোদো কানীশ্বরমনোরমা ॥ ২৮ ॥ কল-  
মঞ্জীরচরণা কণকাকীবিভূষণা । কাকনাভি-

কৃতাগারা কাকনাভিকৌমুদী ॥২৯॥ কামবীজ-  
জপানন্দা কামবীজমুদ্রাপিণী । কুমতিধী কুলী-  
নার্তিনাশিনী কুলকামিনী ॥ ৩০ ॥ ক্রীৎ ক্রীৎ  
ক্রীৎ মঙ্গলধ্বন্যে কালকটকবাতিণী ॥ ৩১ ॥  
ইত্যাদ্যাক্যালিকাদেব্যাঃ শতনাম প্রকীৰ্ত্তিতম্  
ককারকটকটিতং কালীমুদ্রাপদমকম ॥ ৩২ ॥  
পূজাকালে পাঠেদ্যস্ত কালিকাকৃতমানসঃ ।  
মঙ্গলিঙ্গিভবেদান্তে তত্র কালী প্রসীদতি ॥  
৩৩ ॥ বুদ্ধিঃ বিদ্যাঞ্চ শতভেদে গুরোঃপ্রদে-  
শমাত্রতঃ । ধনবান্ কীর্ত্তিমান্ ভূয়াদানন্দীলো-

কপূর-মালাভরণা ( কপূরবাসিত-মালাবিভূ-  
ষিতা ), কপূরচন্দনোক্ষিতা অর্থাৎ যিনি  
কপূর-মিশ্রিত চন্দন দ্বারা চর্চিতা । ২৫—  
২৬ । কপূরকারণাঙ্কনা ( কপূরমিশ্রিত  
সুখা যাহার আনন্দ উৎপাদন করে ),  
কপূরামৃতপায়িনী অর্থাৎ যিনি কপূর-বাসিত  
সুখ পান করিয়া থাকেন, কপূরসাগর-জাতা  
অর্থাৎ যিনি কপূর-সুবাসিত জগরাশিতে স্নান  
করেন, কপূরসাগরালয়া অর্থাৎ যিনি কপূর-  
সাগরে অবস্থান করেন । কূর্চগৌজ জপ-  
ত্ৰীতা অর্থাৎ যিনি 'কূর্চ' এই গৌজরূপে ত্ৰীত  
হন । কূর্চজাপ-পরায়াণা, কুলীনা, কোলিকা-  
রাধ্যা ( কোলিকগণের উপাধ্যায় ), কোলিক-  
প্রিয়কারিণী অর্থাৎ যিনি কোলিকগণের প্রিয়-  
কার্য্য-সাধনে তৎপর, কুলাচারা, কৌতু-  
কিনী, কুলমার্গ-প্রদর্শিনী । কানীশ্বরী, কষ্ট  
হন্ত্রী, কানীশবরদায়িনী অর্থাৎ যিনি শিবকে  
বর দিয়া থাকেন । কানীশ্বর-কৃতামোদা  
( মহাদেব যাহার আনন্দ-বিধানে সমর্থ )  
কানীশ্বর-মনোরমা অর্থাৎ কানীশ্বরের মনো-

মোহিনী । কলমঞ্জীর-চরণা অর্থাৎ যাহার  
চরণযুগলে মধুর-শব্দ ন্যূর বিরাজ করি-  
তেছে, কণকাকী-বিভূষণা অর্থাৎ শঙ্কায়-  
মানকাঞ্চীদাম-ভূষিতা । কাকনাভি-কৃত-  
াগারা অর্থাৎ সুরেন্দ্র-পর্বতবাসিনী, কাকনা-  
চণ-কৌমুদী ( সুরেন্দ্র-পর্বতের জ্যোৎস্না-  
মুদ্রাপা ) । কামবীজ-জপানন্দা অর্থাৎ যিনি  
'কাম' এই বীজ-রূপে আনন্দিত হন, কাম-  
বীজ-মুদ্রাপিণী, কুমতিধী অর্থাৎ কুমতি-  
নাশিনী কুলীনার্ত্তি-নাশিনী ( কুলাচারিগণের  
ক্লেশহারিণী ), কুলকামিনী এবং ক্রীৎ ক্রীৎ  
ক্রীৎ মঙ্গলধ্বন্যে কালকটক-বাতিণী  
অর্থাৎ যমভয়-নাশিনী । ২৬—৩১ । হে  
দেবি ! ককারকটকটিতং কালীমুদ্রাপদম  
আদ্য-কালিকা-দেবীর এই শতনাম স্তোত্র  
কীর্ত্তিত হইল । যে ব্যক্তি কালিকায় মন  
অর্পণ করিয়া পূজাকালে এই স্তোত্র পাঠ  
করে, সীত তাহার মঙ্গলিঙ্গি হয় এবং কালী  
তাহার প্রতি প্রসন্ন হন । গুরোঃ উপদেশ-

দয়াবিতঃ ॥ ৩৪ ॥ পুত্রপৌত্রমুখৈশ্বৰ্য্যৈর্মোদতে  
সাধকো ভুবি ॥ ৩৫ ॥ ভৌমাবাস্তানিশাভাগে  
মপঞ্চকসমিহঃ । পূজয়িত্বা মহাকালীমাদ্যাং  
ত্রিভুবনেশ্বরীম্ ॥ ৩৬ ॥ পঠিত্বা শতনামানি  
সাক্ষাৎ কালীময়ো ভবেৎ । নামাধ্যাং বিদ্যাতে  
তস্ত্র ত্রিমূ লোকেষু কিঞ্চন ॥ ৩৭ ॥ বিদ্যায়াং  
বাকুপতিঃ সাক্ষাদ্ ধনে ধনপতির্ভবেৎ । সমুদ্র-  
ইব গান্তীর্থো বলে চ পবনোপমঃ ॥ ৩৮ ॥  
তিষ্ঠাৎশুরিব হুস্ত্রাক্ষাঃ শশিচ্ছতদর্শনঃ ।  
রূপে মূর্ত্তিধরঃ কামো যোষিতাং হৃদয়ঙ্গমঃ ॥  
৩৯ ॥ সৰ্ব্বত্র জয়মাপ্নোতি স্তবস্ত্রান্ত্র প্রমা-

মাত্রে তাহার বুদ্ধি ও বিদ্যালাত্ত হয় (পরি-  
শ্রম করিতে হয় না) । সে ধনবান, কীর্ত্তি-  
মান, দাতা ও দয়ালু হয় । এবং সেই সাধক  
পৃথিবীতলে পুন পৌত্র মুখ ঐশ্বৰ্য্যে আন-  
ন্দিত থাকে । ৩২—৩৫ । হৃঙ্গলবার অমা-  
বস্থা নিশাভাগে মদ্য প্রভৃতি পকতত্ত্ব-যুক্ত  
হইয়া ত্রিভুবনেশ্বরী আদ্যা কালীকে পূজা  
করিয়া এই শতনামস্তোত্র পাঠ করিলে  
সাক্ষাৎ কালী-স্বরূপ হয় ;—ত্রিভুবনে  
তাহার কিছুই অসাধ্য থাকে না । বিদ্যায়া  
সাক্ষাৎ বাকুপতি (বৃহস্পতি), ধনে ধনপতি  
(কুবের), গান্তীর্থো সরিৎপতি (সমুদ্র)  
এবং বলে পবনোপম হয় । উষ্ণরশ্মির  
(সূর্য্যের) জায় হৃদর্শন এবং শশধরবৎ  
সৌম্যদর্শন হয় ; রূপে মূর্ত্তিমান কামদেবের  
জায় হইয়া নারীগণের হৃদয়ে বিরাজ করে ।  
৩৬—৩৯ । এই স্তব প্রমাদে সৰ্ব্বত্র বিজয়  
লাভ করে । যে যে কামনা করিয়া এই

দত্তঃ ॥ ৪০ ॥ যঃ যঃ কামঃ পুরুষোত্তমো  
মেতদুদীরয়েৎ । তঃ তঃ কামমবাপ্নোতি  
শ্রীমদাদ্যা প্রমাদকঃ ॥ ৪১ ॥ রণে রাজকুলে  
দ্যুতে বিবাদে প্রাণসঙ্কটে । দম্ভাগ্রস্তে গ্রাম-  
দাহে সিংহরাজ্যাবৃতে তথা ॥ ৪২ ॥ অরণ্যে  
প্রান্তরে হুর্গে গ্রহরাজভয়েহপি বা জর-  
দাহে চিরব্যাধৌ মহারোগাদিসঙ্কুলে ॥ ৪৩ ॥  
বালগ্রহাদিরোগে চ তথা হুঃস্বপ্নদর্শনে ।  
হুস্তরে সলিলে বাপি পোতে বাতবিপদগতে ॥  
৪৪ ॥ বিচিন্ত্য পরমাং মায়ামাদ্যাং কালীং  
পরাম্পরাম্ । যঃ পঠেচ্ছতনামানি দৃঢ়ভক্তি-  
সমধিতঃ । সৰ্ব্বাপদভ্যো বিমুচ্যেত দেবি-  
সত্যং ন সংশয়ঃ ॥ ৪৫ ॥ জ পাপেভ্যো  
ভয়ং তস্ত্র ন রোগেভ্যো ভয়ং কচিৎ ।

স্তব পাঠ করিবে, শ্রীআদ্যা কালিকার  
প্রমাদে সেই সেই অতীষ্ট ফল প্রাপ্ত  
হইবে ;—যুদ্ধে, রাজসভায়, দাতৃকীডায়,  
বিবাদে (মোকদ্দমায়), প্রাণসঙ্কট সময়ে,  
গ্রামদাহে, দম্ভাপূর্ণ স্থানে, সিংহ-ব্যাভ্রাদি  
হিংস্রজন্তু-সঙ্কুল স্থানে, প্রান্তরে, হুর্গে, গ্রহ-  
ভয়ে, রাজভয়ে, জরদাহে, চিরব্যাধিতে,  
মহারোগাদির আক্রমণে, বালগ্রহাদিযোগে,  
হুঃস্বপ্নদর্শনে, হুস্তর-সমুদ্রে কিংবা বায়ুজনিত  
বিপদাপন্ন পোতাপরি বিপদে যে ব্যক্তি  
পরাম্পরা পরমা-মায়া আদ্যাকালীকে ধ্যান-  
পূর্ব্বক দৃঢ়ভক্তি-সমধিত হইয়া এই শতনাম-  
স্তোত্র পাঠ করিবে, সে সত্যই সকল বিপদ  
হইতে মুক্তিলাভ করিবে,—হে দেবি ! ইহাতে  
সন্দেহ নাই । তাহার কোন স্থলেই পাপ-

সর্বত্র বিজয়ন্ত্য ন ক্রাপ পরভবঃ ॥ ৪৬ ॥  
তস্য দর্শনমাত্রেণ পলায়ন্তে বিপদগণাঃ ॥ ৪৭ ॥  
স বক্তা সর্বশাস্ত্রাণাং স ভোক্তা সর্বম্প-  
দাম্ । স কৰ্ত্তা জাতিধৰ্ম্মাণাং জাতীনাং প্রভু-  
রেব সঃ ॥ ৪৮ ॥ বাণী তস্য বসেধন্তে কমলা  
নিষ্ঠলা গৃহে । তন্ময়া মানবাঃ সৰ্ব্বৈঃ প্রা-  
মত্তি সমস্তমঃ ॥ ৪৯ ॥ দৃষ্ট্য তস্য তৃপায়ন্তে  
অগ্নিমান্যুষ্টমিকয়ঃ ॥ ৫০ ॥ আদ্যাকালীস্বরূ-  
পাখ্য শতনাম প্রকীৰ্ত্তিতম্ । অরৌত্তর-  
শতাবৃত্তা পুৰুষাশ্চ নীরতে ॥ ৫১ ॥ পু-  
ষ্টিয়াবিত্তং স্তোত্রং সৰ্ব্বাতীতফলপ্রদম্ ॥ ৫২ ॥

ভয় থাকে না, রোগভয়ও থাকে না ;  
তাহার সর্বত্র জয় হইয়া থাকে,—কোন  
স্থানে পরাভব হয় না ; তাহার দর্শনমাত্রেই  
বিপদসমূহ পলায়ন করে । ৪০—৪৭ । সে  
ব্যক্তি সর্বশাস্ত্রের বক্তা হয় ; সে সমস্ত  
সম্পত্তি ভোগ করে ; সে জাতি ও ধর্ম্মের  
কর্ত্তা হয় এবং জাতিবর্গের প্রভু হয় ।  
সরস্বতী তাহার মুখে ও লক্ষ্মী নিষ্ঠলা  
হইয়া তাহার গৃহে বাস করেন । সমস্ত  
মানব-মণ্ডলী তাহার নাম শ্রবণমাত্রেই  
সমস্তমে প্রাপ্য করে । অগ্নিমান্যুষ্টমিকি-  
গণ তাহার দর্শনমাত্রেই তৃপৎ প্রতীক্ষমান  
হয় । ( অর্থাৎ এমন পুরুষ দর্শনমাত্রেই  
অগ্নিমান্যুষ্টমিকি বা ততোধিক কোন  
বিষয় লাভ করা যায় ) ; আদ্যাকালী  
স্বরূপাখ্য শতনাম-স্তোত্র কীৰ্ত্তিত হইল ।  
এই স্তোত্রের পুৰুষের অরৌত্তর-শতনার  
পাঠ দ্বারা হইবে—ইহা কথিত হইয়াছে ।

শতনামস্ততিমিমামাদ্যাকালীস্বরূপিণী । পাঠে  
পাঠয়েদ্যপি শৃণুয়াচ্ছ্রায়েদপি ॥ ৫৩ ॥ সর্ব-  
পাপবিনিস্কৃতো ব্রহ্মসামুদ্রামাপুয়তি ॥ ৫৪ ॥  
কথিতং পরমং ব্রহ্ম প্রকৃতং ত্বনং মহৎ ।  
আদ্যায়াঃ শ্রীকালিকায়াঃ কবচং শৃণু-  
মাত্মনাম্ ॥ ৫৫ ॥ ত্রৈলোক্যবিজয়ত্মক-  
বচ-  
চম্ম ঋষিঃ শিবঃ ছন্দোহুগুপ্তেব দেবতা চ  
আদ্যা কালী প্রকীৰ্ত্তিতা ॥ ৫৬ ॥ মায়াবীজং  
বীজমিতি ব্রহ্ম শক্তি রুদ্রহুতা । ক্রীং কীলকং  
কাম্যমিকৌ বিনিয়োগঃ প্রকীৰ্ত্তিতঃ ॥ ৫৭ ॥  
হ্রীমাদ্যা মে শিবঃ পাতু ত্রীং কালী বদনং  
মম । হৃদয়ং ক্রীং পরা শক্তিঃ পাশাৎ কর্ণং

এই স্তোত্র কৃত-পুৰুষের হইলে, সকল  
অভীষ্ট ফল প্রদান করেন । যে ব্যক্তি এই  
আদ্যাকালী-স্বরূপিণী শতনাম স্ততি পাঠ-  
করে বা পাঠ করায়, শ্রবণ করে, বা শ্রবণ  
করায়, সে সর্বপাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া  
ব্রহ্মসামুদ্রা প্রাপ্ত হয় । ৪৮—৫৪ । হে  
দেবি । তোমার নিকট পরম ব্রহ্মস্বরূপ  
প্রকৃতির মহৎ স্তোত্র কহিলাম । ইদানীং  
আদ্যা শ্রীকালিকার কবচ শ্রবণ কর । এই  
ত্রৈলোক্য-বিজয় কবচের—শিব ঋষি, অহুগুপ্ত  
ছন্দ, আদ্যাকালী—দেবতা, মায়াবীজ  
( ক্রীং ) ও ব্রহ্মবীজ ( শ্রীং ) শক্তি বসিয়া  
কথিত হইয়াছে, ক্রীং কীলক এবং কাম্য-  
মিকিতে ইহার বিনিয়োগ কীৰ্ত্তিত হইবে ।  
“হ্রীং” রূপা আদ্যা আমার মস্তক এবং শ্রীং  
রূপা কালী আমার বদন রক্ষা করুন । “ক্রীং”  
রূপা পরাশক্তি হৃদয় এবং পাশাপরা কর্ণ

পরাম্পরা ॥ ৫৮ ॥ নেত্রে পাতু জগদ্ধাত্তী  
কর্ণে রক্ষতু শঙ্করী । দ্বাণং পাতু মহামায়া  
রসনাং সূর্যমঙ্গলা ॥ ৫৯ ॥ দন্তানু রক্ষতু  
কৌমারী কপোলো কমলালয়া । ওষ্ঠাধরো  
ক্ষমা রঞ্জেতিবুকং চাকুহাসিনী ॥ ৬০ ॥  
গ্রীবাং পায়ং কুলেশানী ককুং পাতুকুপাময়ী ।  
দ্বৌ বাহু বাহুদা রঞ্জেং করৌ কৈবল্যদায়িনী ॥  
৬১ ॥ ক্ষকৌ কপর্দিনী পাতু পৃষ্ঠং  
ত্রৈলোক্যতারিণী । পার্শ্ব পায়াদপর্ণা মে কটিং  
মে কন্ঠাসনা ॥ ৬২ ॥ নাভৌ পাতু বিশালাক্ষী  
প্রজাহানং প্রভাবতী । উরু রক্ষতু কল্যাণী  
পাদৌ মে পাতু পার্শ্বতী ॥ ৬৩ ॥ জয়চূর্ণাবতু  
প্রাণানু সর্ষাকং সর্ষসিদ্ধিদা ॥ ৬৪ ॥

রক্ষা করুন । জগদ্ধাত্তী নয়নদ্বয় রক্ষা করুন,  
শঙ্করী কর্ণদ্বয় রক্ষা করুন । মহামায়া নাসিকা  
ও সূর্যমঙ্গলা জিহ্বা রক্ষা করুন । কৌমারী  
দন্তশ্রেণী এবং কমলালয়া কপোলদ্বয় রক্ষা  
করুন । ক্ষমা ওষ্ঠাধর এবং চাকুহাসিনী  
চিবুক রক্ষা করুন । ৫৮—৬০ । কুলেশানী  
গ্রীবাদেশ ও কুপাময়ী ককুং ( বক্ষরা ) রক্ষা  
করুন । বাহুদা বাহুদ্বয় এবং কৈবল্য-  
দায়িনী করদ্বয় রক্ষা করুন । কপর্দিনী  
ক্ষয়দ্বয় এবং ত্রৈলোক্য-তারিণী পৃষ্ঠ রক্ষা  
করুন । অপর্ণা আমার পার্শ্বদ্বয় এবং  
কন্ঠাসনা আমার কটিদেশ রক্ষা করুন ।  
বিশালক্ষী নাভিদেশাবচ্ছদে ( আমাকে )  
অর্থাৎ আমার নাভিদেশ এবং প্রভাবতী  
প্রজাহান রক্ষা করুন । কল্যাণী উরুদ্বয়  
এবং পার্শ্বতী আমার পদদ্বয় রক্ষা করুন ।

রক্ষাহীনক যৎ স্থানং বার্জিতং কবচেন চ ।  
তৎ সর্ষং মে সদা রক্ষমায়া কালী সনা-  
তনী ॥ ৬৫ ॥ ইতি তে কথিতং — দিব্যং  
ত্রৈলোক্যবিজয়াভয়ম্ । কবচং কালিকা-  
দেব্যা আদ্যায়ঃ পরমাদৃতম্ ॥ ৬৬ ॥ পূজা-  
কালে পঠেৎ যন্ত আদ্যাধিকৃতমানসঃ । সর্বান  
কামান্বাপ্নোতি ত্রৈলোক্য সুপ্রসন্নীতি ॥ ৬৭ ॥  
মন্ত্রসিদ্ধিভেদাশু কিসরাঃ সুসিদ্ধয়ঃ ॥ ৬৮ ॥  
অপুত্রো লভতে পুত্রং ধনাথী প্রাপুয়াত্তনম্ ।  
বিদ্যাথী লভতে বিদ্যাং কামী কামানবপ্নয়াৎ ॥  
৬৯ ॥ সহস্রাক্ষপাঠেন বর্ষণোহস্ত পুর-

জয়চূর্ণা পঞ্চপ্রাণ এবং সর্ষসিদ্ধিদা আমার  
সর্ষাক রক্ষা করুন । যে স্থান কবচে  
বার্জিত ও রক্ষাহীন অর্থাৎ উল্লিখিত অক্ষ-  
প্রত্যঙ্গ ভিন্ন, সনাতনী আদ্যাকালী সর্বদা  
সেই সেই স্থান রক্ষা করুন । হে দেবি ।  
তোমার নিকট ত্রৈলোক্যবিজয় নামক  
আদ্যাকালিকা-দেবীর দিব্য কবচ কথিত  
হইল । যে ব্যক্তি পূজাকালে আদ্যায়-  
চিত্তে আদ্যাকালিকার এই পরমাদৃত কবচ  
পাঠ করে, সে, সকল অতীষ্টফল প্রাপ্ত হয়  
এবং আদ্যাকালী তাহার প্রতি সুপ্রসন্ন  
হন,—শীঘ্র তাহার মন্ত্রসিদ্ধি হয় । সুদ  
অর্থাৎ কথিত ফলের নিকট তুচ্ছ অগ্নিমাди  
সিদ্ধিগণ, তাহার কিস্কবদ্রূপ হয় । ৬১—৬৮  
অপুত্রক ব্যক্তি পুত্র লাভ করে, ধনাথী ধন  
প্রাপ্ত হয়, বিদ্যাথী বিদ্যা লাভ করে ও  
কামী ব্যক্তি কামাফল লাভ করে । সহস্র-  
বাব পাঠ দ্বারা এই কবচের পুরস্কার

ক্ষি য়া । পূর্বচরণসম্পন্নং যথোক্তফলদং  
ভবেৎ ॥ ৭০ ॥ চন্দনাগুরুকস্তুরী কুঙ্কুমৈ  
রক্তচন্দনৈঃ । ভূর্জৈ বিলিখ্য গুটিকুং  
স্বর্ণস্বাং ধারয়েদু যদি ॥ ৭১ ॥ শিখামাং দক্ষিণে  
বাহৌ কর্ণে বা সাধকোত্তমঃ । তস্তাদ্যা  
কালিকা বশ্যা বাঞ্ছিতার্থপ্রযচ্ছতি ॥ ৭২  
ন কুত্রাপি ভয়ং তস্ত সর্বত্র বিজয়ী কবিঃ ।  
অরোগী চিরজীবী স্নানবান ধারণক্ষমঃ ॥  
৭৩ ॥ সর্ববিদ্যাশু নিপুণঃ সর্বশাস্তার্থ-  
তত্ত্ববিৎ । বশে তস্ত মহাপালা ভোগ-  
মোক্ষৌ করস্থিতৌ ॥ ৭৪ ॥ কলিকায়-  
যুক্তানাং নিঃশ্রেয়সকরক পরম্ ॥ ৭৫ ॥  
শ্রীদেব্যবাচ । কথিতং কুপয়া নাথ স্তোত্রং

হইবে । এই কবচ পূর্বচরণ সম্পন্ন হইলে  
যথোক্ত ফলপ্রদ হয় । যদি সাধক, অগুরুচন্দন  
কস্তুরী, কুঙ্কুম বা রক্তচন্দন দ্বারা ভূর্জপত্রে  
এই কবচ লিখিয়া ( মণ্ডলীকৃত ) ভূর্জপত্র-  
রূপা গুটিকা স্বর্ণস্থ করিয়া শিখাতে, দক্ষিণ-  
বাহতে, কর্ণে, কিংবা কটিদেশে ধারণ করে,  
আদ্যাকালী তাহার বশীভূতা হইয়া বাঞ্ছিত  
ফল প্রদান করেন । কুত্রাপি তাহার ভয়  
থাকে না ; সে সর্বস্থানে বিজয়ী, কবি,  
অরোগী, বলবান, ধারণক্ষম, চিরজীবী, সর্ব-  
বিদ্যায় নিপুণ ও সর্বশাস্তার্থ-তত্ত্বের মর্শ্বজ্ঞ  
হয় । মহাপালগণ তাহার বশীভূত হন  
এবং ভোগ ও মোক্ষ তাহার করতলে থাকে ।  
এই কবচ কলিকালে পাপযুক্ত মানবগণের  
মোক্ষজনক, অতএব অতীব শ্রেষ্ঠ । ৬৯ -  
৭৫ । শ্রীদেবী কহিলেন,—হে নাথ ।

কবচমেব চ । অধুনা শ্রোতুমিচ্ছামি  
পূর্বচর্যাবিধিং, বিভো ॥ ৭৬ ॥ ত্রীমদাম্বি  
উগাচ । যো বিবিলং স্মরণাণাং পূর্বচরণ-  
কর্মণি । স এবাদ্যাকালিকায়া সজ্জাণাং  
বধিরিষ্যতে ॥ ৭৭ ॥ অশক্তঃ সাধকে দেবি  
জপপূজাজ্ঞাদিয । পূজা সংক্ষেপতঃ কার্য্য।  
পূর্বচরণমেব চ ॥ ৭৮ ॥ যতো হি নিরন্ত-  
ষ্ঠানাং সজ্জানুষ্ঠানমুত্তমম্ । সংক্ষেপপূজনং  
ভদ্রে তত্রাদৌ শূন্য কথ্যতে ॥ ৭৯ ॥  
আচম্য মূলমঙ্গলম্ অঘিষ্ঠাসং সমা-  
চরেৎ । করস্তদ্বিৎ ততঃ কুর্য্যাদ্যাসকং বর-  
দেহয়োঃ ॥ ৮০ ॥ সর্বাঙ্গব্যাপকং কৃতা  
প্রাণায়ামং চরেৎ স্মরীঃ । ধ্যানং পূজাং

তুমি কৃপা করিয়া স্তোত্র ও কবচ বলিলে,  
হে বিভো । মস্ত্রাতি পূর্বচরণবিধি শ্রবণ  
কারিতে ইচ্ছা করিতেছি । ত্রীমদাম্বি  
কহিলেন,—ব্রহ্মমঙ্গলের পূর্বচরণ-কর্ম্মে যে  
বিধি, তাহাই আদ্যাকালিকা মঙ্গলের পূর্বচরণ  
কার্য্যে বিধি বলিয়া কথিত হইয়াছে । হে  
দেবি ! সাধক, জপ-পূজা-হোমাদি কার্য্য  
করিতে অশক্ত হইলে, সংক্ষেপতঃ পূজা ও  
পূর্বচরণ করিবে । যেহেতু অকরণ অপেক্ষা  
স্বাক্ষরণও উত্তম । হে ভদ্রে । তাহার  
মাধ্য প্রথমে সংক্ষেপ-পূজা-বিধি কথিত  
হইতেছে—শ্রবণ কর । মূলমঙ্গল দ্বারা  
আচমন করিয়া অঘিষ্ঠ্যম করিবে । তদ-  
নন্তর করস্তদ্বিৎ, কবচ্যাস এবং অঙ্গচ্যাস  
করিবে । পরে বিচরণ ব্যক্তি, সর্বঙ্গ,  
ব্যাপক ( ব্যাপক ) গ্রাম করিয়া, প্রাণায়াম

জপধেতি সংক্ষেপপূজনে বিধিঃ ॥ ৮১ ॥  
 পূর্বক্ৰিয়ায়াং মন্ত্রাণাং যত্র যো বিহিতো  
 জপঃ । তস্মাচ্চতুর্ভুগজপাং পূর্বচর্যা  
 বিধীয়তে ॥ ৮২ ॥ অথবাষ্টপ্রকারেণ পূর্ব-  
 চরণমুচ্যতে ॥ ৮৩ ॥ কৃষ্ণাং চতুর্দশীং প্রাপ্য  
 কোজে বা শনিবাসরে । পঞ্চতত্ত্ব সমানীয়  
 পূজয়িত্বা জগন্ময়ীম্ ॥ ৮৪ ॥ মহানিশায়া-  
 মযুতং জপেনমন্ত্রমন্ত্রধীঃ । ভোজয়িত্বা ব্রহ্ম-  
 নির্জান পূর্বচরণকৃতবেৎ ॥ ৮৫ ॥ কুজবাসর-  
 মারভ্য যাবন্মজলবাসরম্ । প্রত্যহং প্রজপে-  
 ন মন্ত্রং সহস্রপারিসংখ্যায় ॥ ৮৬ ॥ বসুসংখ্যা-  
 জপেনৈব ভবেন্নম্রপূর্বক্ৰিয়া ॥ ৮৭ ॥ ত্রীজাদি-

ধ্যান, পূজা, এবং জপ (যথাক্রমে)  
 করিবে। সংক্ষেপ-পূজাতে এই বিধি।  
 ৮১-৮০। মন্ত্রের পূর্বচরণে যে মন্ত্রে  
 যৎসংখ্যক জপ নির্দিষ্ট হইয়াছে, অন্তর্গত  
 হোমাদি অকরণে তাহার চতুর্ভুগ জপ  
 দ্বারাই পূর্বচরণ বিহিত হইয়াছে। অথবা  
 অন্য প্রকারে পূর্বচরণবিধি কথিত হই-  
 তেছে। মঙ্গল অথবা শনিবাসরে কৃষ্ণা  
 চতুর্দশী প্রাপ্ত হইলে, সেই দিবস বজ্রনী-  
 যোগে পঞ্চতত্ত্ব আনয়নপূর্বক জগন্ময়ীর  
 পূজা করিয়া, মহানিশাতে একাগ্রমনে দশ  
 সহস্র বার মন্ত্র জপ করিবে। অনন্তর  
 ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইয়া কৃত-  
 পূর্বচরণ হইবে। (অন্য পূর্বচরণ-বিধি)  
 এক মঙ্গলবার হইতে আরম্ভ করিয়া অগ্ন্য-  
 বহিষ্ঠ-পরবর্তী মঙ্গলবার পর্যন্ত প্রত্যহ  
 সহস্রসংখ্যক মন্ত্র জপ করিবে; অষ্টমহা-

কালিকামদাঃ সিদ্ধমন্ত্রাঃ স্তুতিসিদ্ধিঃ । সদা  
 মর্কযুগে দেবি কলিকালে বিশেষতঃ ॥ ৮৮ ॥  
 কালীরূপাদিবস্তব্যং কলৌ জাগ্রতি পার্শ্বতি ।  
 প্রবলে কলিকালে তু রূপমেতজ্জগদ্ধিতম্ ॥  
 ৮৯ ॥ নার্ত্র সিদ্ধাদ্যক্ষেপাঙ্গি নারিমিত্রাদি-  
 দূষণম্ । নিয়মানিয়মো নাপি জপনাদ্যাং  
 প্রসাদয়েৎ ॥ ৯০ ॥ ব্রহ্মজ্ঞানমবাপ্নোতি  
 ত্রীমদাদ্যা-প্রসাদতঃ । ব্রহ্মজ্ঞানযুক্তো মর্ত্যো  
 জীবমুক্তো ন সংশয়ঃ ॥ ৯১ ॥ ন চ প্রয়াস-  
 বাহুলাং কায়কেশোহপি ন প্রিয়ে । আদ্যা  
 কালীগোধকানাং সাধনং সুপসাধনম্ ॥ ৯২ ॥

সংখ্যক জপ দ্বারাই মন্ত্রেব পূর্বচরণ হইবে।  
 ৮১-৮৭। হে দেবি! আদ্যাকালিকায়  
 মন্ত্র সকল—দ্বিদ্ধ মন্ত্র; মর্কযুগে সকল  
 সময়ে স্তুতি প্রদান করিয়া থাকেন,  
 বিশেষতঃ কলিকালে। হে পার্শ্বতি!  
 কলিকালে বহুপ্রকার কালীরূপ জাগরিতা  
 থাকেন। বিশেষতঃ প্রবল কলিকালে এই  
 রূপই জগতের হিতজনক। এই মন্ত্রে  
 সিদ্ধাদি-চক্রগণনার অপেক্ষা নাই; অরি-  
 মিত্রাদি দোষ নাই। এই মন্ত্রে বিশেষ-  
 নিয়মানিয়ম নাই। এই মন্ত্র জপ কথিয়া  
 আদ্যাকালীকে প্রসন্ন করিবে। এই মন্ত্র  
 জপ করিলে ত্রীমদাদ্যাকালীর প্রসাদে ব্রহ্ম  
 জ্ঞান লাভ হয়, ব্রহ্মজ্ঞানযুক্ত মনুষ্য জীবমুক্ত  
 হইতে সংশয় নাই। হে প্রিয়ে, এই  
 মন্ত্রসাধনে বিশেষ প্রয়াস নাই, কায়কেশও  
 নাই। আদ্যাকালী-সাধকগণের সাধনা  
 সর্বোৎকৃষ্ট সুখ-সম্পাদ্য। ৮৮-৯২। এই

চিহ্নমন্ত্ৰাদিভেদাৎ মাতিপাৎ কলমাদিনি ॥  
যাবন্ন চিত্তকলিলং হাতুমংসহতে ব্রতী ॥  
৯৩ ॥ তাবৎ কৰ্ম্ম প্রবৃত্তীঃ কুলভুক্তি-  
সমবিতঃ ১, যথাবদ্বিহিতং কৰ্ম্ম চিত্তশুদ্ধৌ  
হি কারণম্ ॥ ৯৪ ॥ আদৌ মন্ত্ৰং গুরো-  
র্বক্তৃদগৃহীষাদ্ ব্রহ্মমন্ত্রং । প্রাতঃকৃত্যাদি-  
নিয়মান্ কৃত্বা কুর্য্যাৎ পূৰ্ব্বস্থি যাম্ ॥ ৯৫ ॥  
চিত্তে শুদ্ধে মহেশানি ব্রহ্মজ্ঞানং প্রজায়তে ।  
ব্রহ্মজ্ঞানে সমুৎপন্নৈ কৃত্যাকৃত্যং ন বিদ্যতে ॥  
৯৬ ॥ শ্রীপার্বত্যুবাচ । কুলং কিং পরমে-  
শান কুলাচারম্ কিং বিভো । লক্ষণং  
পঞ্চতত্ত্বম্ শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ ॥ ৯৭ ॥  
শ্রীমদাশ্বিনী উবাচ । সম্যক্ পৃষ্টং কুলে-

নানি মানবানাং হিতৈষিনী । যথ্যাদি  
তব প্রীত্যে যথাবদবধানম্ ॥ ৯৮ ॥ জীব-  
প্রকৃতিতত্ত্বং দিক্ কালাকাশম্ চ  
ক্ষিত্যথোজোবায়বম্ কুলমিত্যভিধীয়তে ।  
৯৯ ॥ ব্রহ্মবুদ্ধ্যা নির্বিকল্পমেবেণাচরণ-  
ম্ । কুলাচারঃ স এবাদৌ ধৰ্ম্মকামার্থ-  
মোক্ষদঃ ॥ ১০০ ॥ বহুজ্ঞমার্জিতৈঃ পুণ্যৈ-  
শ্চ পোদাননুচরিতৈঃ । ক্ষীণাবানাং সাধকানাং  
কুলাচারে মতিৰ্ভবেৎ ॥ ১০১ ॥ কুলাচার-  
গতা বুদ্ধিৰ্ভবেদাশ্চ সূনিৰ্ম্মলা । তদান্যা-  
চরণাভোজে মতিশ্চেযাং প্রজায়তে ॥ ১০২ ॥  
সদৃশরোঃ সেবয়া প্রাপ্য বিদ্যামেনাং  
পরাম্ পরাম্ । কুলাচারবতা ভূত্বা পঞ্চতত্ত্বৈঃ

বিষয়ে চিত্তশুদ্ধিই সাধকগণের প্রধানাধিনি ।  
ব্রতী যতদিন চিত্তেব মাতিপাৎ-দুবীকরণে  
সমর্থ না হইবে, ততদিন কুলভুক্তি-সমবিত  
হইয়া কৰ্ম্ম করিবে । কারণ যথাবিধি কৰ্ম্মানু-  
ষ্ঠানই চিত্তশুদ্ধির উপায় । ব্রহ্মমন্ত্রের  
গ্রন্থ এই মন্ত্ৰও প্রথমতঃ গুরুমুখ হইতে  
গ্রহণ করিবে । প্রাতঃকৃত্যাদি নিয়মানুষ্ঠান-  
পূৰ্ব্বক পুণ্যচরণ করিবে । হে মহেশানি !  
চিত্ত শুদ্ধ হইলেই ব্রহ্মজ্ঞান উৎপন্ন হয়  
এবং ব্রহ্মজ্ঞান উৎপন্ন হইলে আর কৃত্য-  
কৃত্য থাকে না । শ্রীপার্বত্যী কহিলেন,—  
হে পরমেশান ! হে বিভো ! কুল কি ?  
কুলাচারই বা কি ? তাহা এবং পঞ্চতত্ত্বের  
লক্ষণ সাধাতথ্যরূপে প্রবণ করিতে ইচ্ছা  
করি । ৯৩—৯৬ । শ্রীমদাশ্বিনী কহিলেন,—  
হে কুলেশানি ! তুমি সাধকগণের হিতৈষিনী,

তুমি ঐশ্বর্য প্রদ করিয়াছ । তোমার প্রীতির  
জন্ত তত্ত্বতঃ তাহা বলিতেছি—প্রবণ কর ।  
জীব, প্রকৃতিতত্ত্ব, দিক্, আকাশ, পৃথিবী,  
জল, তেজ ও বায়ু কুল নামে অভিহিত । হে  
আদ্যো ! এই সকল বস্তুতে ব্রহ্মবুদ্ধি  
দ্বারা বিকল্পশূন্য যে আচরণ, তাহাই কুলাচার  
এবং এই কুলাচার ধৰ্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ  
এই চতুর্ধর্গপ্রদ ; তপস্যা, দান ও ব্রতের  
বদ্যচর্যাাদি দ্বারা বহুজ্ঞমার্জিত পুণ্যফলে  
নিঃস্পন্দ সাধকদিগেরই কুলাচারে মতি  
হয় । কুলাচারগতা বুদ্ধি মগ্নরই সূনিৰ্ম্মল  
হয় । তখন তাহাদিগের আদ্যাকালীর  
পাদপদ্মে মতি হয় । ৯৮—১০১ । সদৃশ-  
রোমেণ পরাম্পরা এই মন্ত্ৰরূপা বিদ্যা লাভ-  
পূৰ্ব্বক কুলাচারে নিরত হইয়া, পঞ্চতত্ত্ব  
দ্বারা কুলেশ্বরী আদ্যাকালিকার পূজাপ্রদান

কুলেশ্বরীম্ ॥ ১০৩ ॥ যজ্ঞস্তু কালকামাদ্যাং  
কুলজ্ঞাঃ সৃষ্টিকোত্তমাঃ । ইহ ভুক্তা খিলান-  
ভোগান্ ব্রজন্ত্যন্তে নিরাময়ম্ ॥ ১০৪ ॥ মহো-  
যধঃ যজ্ঞীবানাং দুঃখবিশাবকং মহৎ ।  
আনন্দজনকং যচ্চ তদাদ্যতত্ত্বলক্ষণম্ ॥  
১০৫ ॥ অদ্বৈতত্বং যৎ তত্ত্বং মোহদং ভ্রম-  
কারণম্ । বিবাদঃ রাগজনকং ত্যজ্যং কোলৈঃ  
সদা শ্রিয়ে ॥ ১০৬ ॥ গ্রামাণ্যব্যবস্থানা-  
দুচ্ছৃতং পুষ্টিবর্দ্ধনম্ । বুদ্ধিতেজোবলকবৎ  
দ্বিতীয়তত্ত্বলক্ষণম্ ॥ ১০৭ ॥ জলোদ্ভবং যৎ  
কল্যাণি কমলীষং সুখপ্রদম্ । প্রজাবৃদ্ধি-  
করঞ্চাপি তৃতীয়তত্ত্বলক্ষণম্ ॥ ১০৮ ॥ সুলভং  
ভূমিজাতঞ্চ জীবানাং জীৱনকং যৎ । আয়ু-

ব্যক্তিগণ—কুলজ্ঞ এবং সাধকোত্তম; ইহারা  
ইহলোকে নিখিণ স্রুতোগ্য বস্ত্র ভোগ কবিয়া  
চরমে মোক্ষলাভ করেন । জীব সকলের  
যাহা মহোষধ দুঃখবিস্মারক মহৎ অথচ  
আনন্দজনক সেইটী আদ্যতত্ত্বের লক্ষণ । যে  
তত্ত্বশোধিত না হইলে, কেবল মোহপ্রদ,  
ভ্রমজনক এবং বিবাদ ও রোগের কারণ,  
—হেপ্রিয়ে । কোলিবগণ তাহা সর্বথা  
পরিত্যাগ করিবে । যাহা গ্রাম্য ( ছাগাদি ),  
বায়ব্য ( হারীতাদি পক্ষিগণ ), বন্য  
( মৃগাদি )—যাহাদের শরীরোদ্ভূত, পুষ্টি-  
বর্দ্ধন এবং বুদ্ধি, তেজ ও বলপ্রদ; তাহাই  
দ্বিতীয় তত্ত্বের লক্ষণ । ১০২—১০৭ । হে  
কল্যাণি ! যাহা জল হইতে সমুদ্ভূত,  
অতি সৌভাগ্যীয় সুখপ্রদ এবং প্রজাবৃদ্ধি-  
কর, তাহাই তৃতীয় তত্ত্বলক্ষণ । যাহা সুলভ,

মৃগং ত্রিভুবাভ্যং চতুর্থতত্ত্বলক্ষণম্ ॥ ১০৮ ॥  
মহানন্দকরং দেবি প্রাণিনাং সৃষ্টিকারণম্ ।  
অনাদ্যতত্ত্বজগদ্ব্যুৎপত্ত্যেব লক্ষণম্ ॥ ১১০ ॥  
আদ্যতত্ত্বং বুদ্ধি তেজো দ্বিতীয়ং পবনং  
প্রিয়ে । অপভূতীয়ং জানৌহ চতুর্থং পৃথিবীং  
শ্রিবে ॥ ১১১ ॥ পঞ্চমং জগদাধারং বিষাধিক্তি  
বরাননে ॥ ১১২ ॥ ইথং জ্ঞাত্বা কুলেশানি  
কুলং তত্ত্বানি পঞ্চ চ । আচারং কুলধর্ম্মম্  
জীবন্যুক্তো ভবেন্নরঃ ॥ ১১৩ ॥

ইতি ত্রীমহানির্ণাণতন্ত্রে স্তোত্র-কবচ-কুল-  
তত্ত্বলক্ষণকথনং নাম সপ্তম উল্লাসঃ ॥ ৭ ॥

ভূমিজাত জীবগণের জীবনস্বরূপ এবং  
ত্রিভুবনেব পরমায়ুর্নিদান, তাহাই চতুর্থ-  
তত্ত্বলক্ষণ । ১০৮ দেবি । মহানন্দ-জনক,  
প্রাণিগণের সৃষ্টি কারণ এবং আদ্যস্ত-  
রহিত জগতেব মূল,—ইহা শেষ তত্ত্বের  
লক্ষণ । হে প্রিয়ে । আদ্যতত্ত্বকে তেজ  
বলিয়া জানিও; দ্বিতীয় তত্ত্ব—পবন;  
তৃতীয় তত্ত্বকে জল বলিয়া জানিও; চতুর্থ  
তত্ত্বকে পৃথিবী বলিয়া জানিও । হে বরা-  
ননে । পঞ্চম তত্ত্বকে জগদাধার নভোমণ্ডল  
বোধ কর । হে কুলেশানি ! মনুষ্য এই  
প্রকারে কুল, পঞ্চতত্ত্ব এবং কুলধর্ম্মের  
আচার পরিজ্ঞাত হইয়া ( কর্ম্ম করিলে )  
জীবন্যুক্ত হয় । ১০৮—১১৩ ।

সপ্তম উল্লাস সমাপ্ত ॥ ৭ ॥

### অষ্টম উল্লাসঃ ।

এহা ধর্ম্মান বহুবিধান ভগানী ভব-  
মোচনী । দ্বিতীয় জগতাক্রান্তা ভূতঃ  
শঙ্করমন্ত্রায় ॥ ১ ॥ ঐন্দ্রব্যবাত । প্রতঃ  
বহুবিধ ধর্ম্মমিহায়ুত সুখপ্রদম্ । ধর্ম্মার্থ-  
কামদং বিঘ্নহবৎ \* নির্বাণকারণম্ ॥ ২ ॥  
সাম্প্রতঃ শ্রোতুমিচ্ছামি ক্রুহি বর্ণপ্রমানে  
বিভো । তত্র যে বিহিতাচাৰাঃ কৃপয়া বদ  
তানপি ॥ ৩ ॥ ঐন্দ্রব্যবাত উবাচ । চত্বারঃ  
কথিতা বর্ণা আশ্রমা অপি সূত্রতে । আচাৰা-  
শ্চাপি বর্ণাশ্রমশ্রয়ানাং পৃথক্ পৃথক্ ॥ ৪ ॥  
কৃতাদৌ কলিকালে তু বর্ণঃ পক প্রকীৰ্ত্তিঃ ॥ ১ ॥

### অষ্টম উল্লাসঃ ।

সংসার-মোচনী ভবানী মাতা বহুবিধ ধর্ম্ম  
প্রবণ কবিতা জগতের হিতের জন্য পুনর্কীর্ত্তন  
শঙ্করকে কহিলেন,—ইহলোক ও পরলোকে ও  
সুখপ্রদ, ধর্ম্ম, অর্থ ও কামপ্রদ, মোক্ষজনক,  
বিঘ্ননাশক বহুবিধ ধর্ম্ম কথ প্রবণ কহিলাম ।  
হে বিভো । সাম্প্রতি বর্ণ ও আশ্রম এবং  
সেই সেই বর্ণ ও আশ্রমে যে আচার  
বিহিত আছে, তাহা প্রবণ করিতে ইচ্ছা  
করি ; কৃপা করিয়া সেই সকল কীর্ত্তন  
কর । ঐন্দ্রব্যবাত কহিলেন, হে সূত্রতে ।  
সত্য প্রভৃতি চতুর্গুণে চতুর্কর্ণ, চতুরাশ্রম  
এবং সেই সেই বর্ণ ও আশ্রমের আচাৰ  
ভিন্ন ভিন্ন রূপে কথিত হইয়াছে ; কিন্তু

বর্ণাশ্রমঃ প্রকীর্ত্তনো বৈশাঃ শূদ্রা সামান্ত্র্য এব চ ॥  
৫ ॥ এতেষাং সর্ববর্ণানামাশ্রমো হৌ  
মহেশ্বরী । তেষামাচারদর্শনো চ \* শূন্য দেহ  
বদামি তে ॥ ৬ ॥ পুত্রৈব কথিতং ত্রৈলোক্য  
কলিসমুদ্রচেষ্টিতম্ । তপঃপ্রাধায়াহীনানাং  
গুণামাজায়ুম্মপি । ক্লেবপ্রায়াশাশ্রমানাং  
কুন্তো দেহপরিজ্ঞাঃ ॥ ৭ ॥ ব্রহ্মচর্যাশ্রমো  
নাস্তি বানপ্রস্থোহপি ন প্রিয়ে । গার্হস্থ্যো  
ভিক্ষুকশ্চৈব আশ্রমো হৌ কলৌ যুগে ॥  
৮ ॥ গৃহস্থ্য ক্রিয়াঃ সর্বা আশ্রমোক্তাঃ  
কলৌ শিবে । নাশ্রম গৈঃ ক্রিয়াগির্নিঃ  
কদাপি গৃহমেধিনাম্ ॥ ৯ ॥ তৈত্তির্য্যেকং প্য—

কলিকালে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র  
এবং সামান্ত্র্য—এই পাঁচ বর্ণের বর্ণ কীর্ত্তিত  
হইয়াছে । এই সমস্ত বর্ণসমূহের আশ্রম  
দুই প্রকাৰ । হে আদ্যো ! হে মহেশ্বরী ।  
তোমাকে সেই সকল বর্ণ ও আশ্রমের  
আচার ও ধর্ম্ম কহিতেছি—প্রবণ কর ।  
১—৬ । কলিকাল-সমুদ্র মনুষ্যগণের বখা  
পুর্বেই বলিয়াছি । \* তপস্যা ও বেদপাঠ-  
বিহীন, অজ্ঞা, ক্লেব ও প্রায়াসে অশঙ্ক  
মনুষ্যগণের কায়িক পরিজ্ঞা অসম্ভব । হে  
প্রিয়ে । কলিযুগে ব্রহ্মচর্যাশ্রম নাই,  
বানপ্রস্থ্যশ্রমও নাই । গার্হস্থ্য ও তৈত্তির্য্যক—  
এই দুইটি আশ্রম । হে শিবে । কলি-  
কালে গৃহস্থগণের সকল ক্রিয়াই আশ্রমোক্ত  
অর্থাৎ তত্ত্বমতে কণ্ডব্য ; গৃহস্থগণের  
অন্যরূপ পথে কদাপি ক্রিয়া-গির্নিঃ হইবে  
না । হে দেবি ! হে তত্ত্বজ্ঞে । কলিযুগে

শ্রমে দেবি বেদোক্তং দত্তদ্বারণম্ । কলৌ  
নাশ্ত্যাপি তত্ত্বজ্ঞ যতন্তু স্তোতসংস্কৃতিঃ ॥ ১০ ॥  
শৈবসংস্কারবিধিনামুত্তমমধারণম্ । তদেব  
কথিতং ভদ্রে সন্ন্যাসগ্রহণং কলৌ ॥ ১১ ॥  
বিপ্রাণামিতরেষাঞ্চ বর্ণনাং প্রবলে কলৌ ।  
উভয়ত্রাশ্রমে দেবি সর্কেষামধিকারিতা ॥ ১২ ॥  
সর্কেষামেব সংস্কারাঃ কৰ্ম্মাণি শৈববর্জনা ।  
বিপ্রাণামিতরেষাঞ্চ কৰ্ম্মলিঙ্গং পৃথক্ পৃথক্ ॥  
১৩ ॥ জাতমাত্রে গৃহস্থঃ শ্রীং সংস্কারাদা-  
শ্রমী ভবেৎ । গার্হস্থ্যং প্রথমং বুধ্যাদ্  
যথাবিধি মহেশ্বরী ॥ ১৪ ॥ তত্ত্বজ্ঞানে  
সমুৎপাদে বৈরাগ্যং জায়তে যদা । তদা  
সর্কেষং পরিত্যজ্য সন্ন্যাসাশ্রমমাশ্রয়েৎ ॥ ১৫ ॥

তৈত্তির্য্যকাশ্রমেও বেদোক্ত দত্তদ্বারণ নাই ;  
কারণ, তাহা বৈদিক সংস্কার । হে  
ভদ্রে ! কলিকালে শৈব সংস্কার-বিধি  
অনুসারে অবধূতাশ্রম ধারণ—তাহাই  
“সন্ন্যাসগ্রহণ” নামে কথিত হইয়া থাকে ।  
হে দেবি ! কলিযুগে প্রবল হইলে ব্রাহ্মণ  
এবং ক্ষত্রিয় সকল বর্ণেরই এই উভয় আশ্রম  
অধিকার থাকিবে । ১—১২ । শৈব বিধি  
অনুসারে সকলেরই সংস্কার ও ক্রিয়া-কলাপ  
হইবে, কিন্তু ব্রাহ্মণ ও অপর বর্ণগণের কৰ্ম্ম-  
প্রণালী পৃথক্ পৃথক্ হইবে । হে মহেশ্বরী !  
মানব, জন্মমাত্রেই গৃহস্থ হয় ; অনন্তর  
সংস্কার-বলে আশ্রমী হয় । প্রথমেই যথা-  
বিধি গার্হস্থ্যশ্রম করিবে । তত্ত্বজ্ঞান  
অর্থাৎ সুংসারে নিয়ত চুঃখাদিজ্ঞান সমুৎপন্ন  
হইলে যখন বৈরাগ্য জন্মিবে, তখন সমুদায়

বিদ্যামুপার্জয়েচ্ছালো ধনং দারাদ্য যৌনেন ।  
শ্রৌতে ধর্ম্মাণি কৰ্ম্মাণি চতুর্থে প্রব্রজেৎ  
সুখী ॥ ১৬ ॥ মাতরং পিতরং বৃদ্ধং ভাৰ্য্যা-  
কৈঃ পতিব্রতাম্ । শিশুক তনয়ং, হিত্বা নাব-  
ধূতাশ্রমং ব্রজেৎ ॥ ১৭ ॥ মাতুঃ পিতৃনু শিশুনু  
দরানু স্বজনানু বাধ্যবানপি । যঃ প্রব্রজতি  
হিতৈঃ তানু স মহাপাতকী ভবেৎ ॥ ১৮ ॥ মাতৃহা  
পিতৃহা স শ্রীং স্ত্রীবধী জন্মযাতকঃ । অম-  
ন্তর্য্যাপি জাতীনু যো গচ্চেচ্ছিকুকাশ্রমে ॥ ১৯ ॥  
ব্রাহ্মণা বিপ্রাভিন্নাঃ স্তম্ভবর্ণোক্তসংস্কৃতিয়াম্ ।

পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসাশ্রম অশ্রম  
করিবে । বাল্যকালে বিদ্যোপার্জন, যৌবনা-  
বস্থায় ধনোপার্জন ও বিবাহ এবং শ্রৌতা-  
বস্থায় ধর্ম্মজনক কৰ্ম্ম করিবে ; পরে সুখী-  
অর্থাৎ ক্ষণভঙ্গুর সংসারের প্রকৃত মর্ম্মজ্ঞ  
হইয়া চতুর্থ অবস্থায় অর্থাৎ বৃদ্ধবয়সে  
সন্ন্যাসাশ্রম করিবে । বৃদ্ধ পিতামাতা,  
পতিব্রতা ভাৰ্য্যা বা শিশু তনয় পরিত্যাগ  
করিয়া অধূতাশ্রম প্রাপ্ত হইবে না । যে  
ব্যক্তি মাতাপিতা, শিশুপুত্র, পত্নী, স্বজন,  
জ্ঞাতিবর্গ ও বন্ধু-বান্ধব ইহাদিগকে ত্যাগ  
করিয়া প্রব্রজ্য করে, সে মহাপাতকী হয় ।  
যে ব্যক্তি স্বীয় গিতাদির তৃপ্তি উৎপাদন  
না করিয়া শুকুকাশ্রমে গমন করিবে, সে  
মাতৃহন্তা, পিতৃহন্তা, স্ত্রীঘাতী এবং ব্রহ্ম-  
হাতক ; অর্থাৎ এই সমস্ত কার্যে যাদৃশ  
পাপ হয়, সে ব্যক্তি তাদৃশ পাপে বলুযুক্ত ।  
ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণভিন্ন, শৈব-পথানুসারেই  
স্বীয়-স্বীয় বর্ণানুসারে বিহিত সংস্কারের

শৈবেন বজ্রনা কুর্যাদেয় ধর্ম্যঃ কলৌ যুগে ॥  
২০ ॥ শ্রীদেব্যাচ । কো বা ধর্মো গৃহস্থ  
ভিক্ষুক্য চ কিং বিভো । বিপ্রস্য বিপ্র-  
ভিন্নানাং সংস্কারাদীনি মে বদ ॥ ২১ ॥  
শ্রীমদানিব উবাচ । গার্হস্থ্য প্রথমং ধর্ম্যং  
সর্বেষাং মনুজমানাম্ । তদেব কথয়ম্যাদৌ  
শৃণু কৌলিনি তত্ত্বতঃ ॥ ২২ ॥ ব্রহ্মনিষ্ঠা  
গৃহস্থঃ স্রাক্ষসজ্ঞানপরায়ণঃ । যদ্যং কৰ্ম  
প্রকুর্বাতি তদ্বক্ষ্যি সমর্পয়েৎ ॥ ২৩ ॥ ন  
মিথ্যাভাষণং কুর্য্যাম চ শাঠ্যং সমাচরেৎ ।  
দেবতাভিষিপু ব্রাহ্ম গৃহস্থো নিরতে ভবেৎ ॥  
২৪ ॥ মাতরং পিতরকৈব সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ-  
দেবতাম্ । মত্না গৃহী নিষেবেত সদা

অনুষ্ঠান করিবে, তাহাই কলিযুগে ধর্ম্য ।  
১৩—২০ । শ্রীদেবী কহিলেন,—হে বিভো ।  
গৃহস্থের ধর্ম্য কি ? ভিক্ষকের ধর্ম্যই বা কি ?  
তাহা এবং বিপ্র ও বিপ্র ভিন্ন অপর সক-  
লের সংস্কারাদি আমার নিকট বল ।  
শ্রীমদানিব কহিলেন,—হে কৌলিনি ।  
গার্হস্থ্য ধর্ম্যই সকল মানবের আদি এবং  
ধর্ম্যজনক ; অতএব প্রথমে যথার্থরূপে  
তাহাই বলিতেছি—শ্রবণ কর । গৃহস্থ,—  
ব্রহ্মনিষ্ঠ এবং ব্রহ্মজ্ঞান-পরায়ণ হইবে ।  
সে, যে যে কৰ্ম করিবে, তৎসমস্তই ব্রহ্মে  
সমর্পণ করিবে । গৃহস্থ মিথ্যানাক্য কহিবে  
না, শাঠ্যতা করিবে না এবং দেবতা-অভিষি-  
পুজনে তৎপর হইবে । গৃহস্থ, মাতা-  
পিতাকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ-দেবতা জ্ঞান  
করিয়া সর্বদা মনস্করকম প্রায়ঃ তাহা-

সর্বপ্রথমতঃ ॥ ২৫ ॥ তুষ্টায়াং মাতরি শিবে  
ভুই পিতরি পার্শ্বতি । তব প্রীতির্ভবেদেবি  
পরব্রহ্ম প্রসীদতি ॥ ২৬ ॥ তুমিহি জগতঃ  
মাতা পিতা ব্রহ্ম পরাৎপরম্ । যুগয়োঃ  
প্রীণনং যস্যাম্ তস্যাম্ কিং গৃহিণীং  
তপঃ ॥ ২৭ ॥ আমনং শয়নং বস্ত্রং পানং  
ভোজনমেব চ । তত্ত্বংসময়সাক্ষ্যায় মাত্রে  
পিত্রে নিযোজয়েৎ ॥ ২৮ ॥ আব্রহ্মণ্যকুল্যঃ  
বাণীং সর্বদা প্রিয়মাচরেৎ । পিত্রোবা-  
জ্ঞানানুসারী স্যাম্ সৎপুত্রঃ কুলপানবঃ ॥ ২৯ ॥  
ঐক্যত্বং পরিহাসকং তর্জমং পরিভাষণম্ ।  
পিত্রোরগ্রে ন কুর্বাতি যদীচ্ছদজ্ঞানো-  
হিতম্ ॥ ৩০ ॥ মাতরং পিতরং বীক্ষ্য

দিগের সেবা করিবে । ২১—২৫ । হে  
শিবে ! হে পার্শ্বতি ! মাতাপিতা সন্মুখে  
হইলে তোমার প্রীতি হইয়া থাকে । হে  
দেবি ! তোমার প্রীতি হইলেই পরব্রহ্ম  
প্রদত্ত হন । হে আদ্যে ! তুমিই জগতের  
মাতা এবং পরাৎপর ব্রহ্মই জগতের পিতা ।  
অতএব যে যে কার্য্য হইতে গৃহস্থগণ  
তোমাদের প্রীতি জন্মায়, গৃহিণীদের তাহা  
হইতে আব তপস্যা কি আছে ? তত্ত্ব  
সময় বিবেচনা করিয়া মাতাপিতাকে আমন,  
শয্যা, বস্ত্র, পানীয় ও ভোজ্য-বস্তু প্রদান  
করিবে । কুলপানন সৎপুত্র তাহাদিগকে  
কোমল বাক্য শুনাইবে । সর্বদা তাহা-  
দিগের প্রিয় কার্য্য করিবে । মাতাপিতার  
জ্ঞানানুসারী হইবে । যদি আপন্থর মঙ্গল-  
কামনা করে তাহা হইলে কদাপি মাতা-

নভোস্তিষ্ঠেৎ সন্নমঃ । বিনাজ্ঞয়া নোপ-  
 নিশেৎ সংশ্লিষতঃ পিতৃশাসনে ॥ ৩১ ॥ বিদ্যা-  
 ধনমদোগাতৌ যঃ কুৰ্ঘ্যাৎ পিতৃহেমনম্ । স  
 যাতি নরকং ধোবৎ সৰ্ব্বধৰ্ম্মবহিকৃতঃ ॥ ৩২ ॥  
 মাতরং পিতরং পুত্রং দাবানতিথিসৌদবান্ ।  
 হিঙ্গা গৃহী ন ভুঞ্জীয়াৎ ত্রাণৈঃ কৰ্ণগঠৈবপি ॥  
 ৩৩ ॥ বধায়িত্বা গুরুনু বহুনু যো ভূক্তে  
 শ্বোদরভয়িঃ । ইহৈব লোকে গর্হ্যোহিসৌ  
 পরত্র নারকী ভবেৎ ॥ ৩৪ ॥ গৃহস্থো গোপয়ে-  
 দারান্ বিদ্যামভ্যাসয়েৎ স্তুভান্ । পে.যয়েৎ  
 সজ্জনান্ বহুনেয ধৰ্ম্মঃ সনাতনঃ ॥ ৩৫ ॥ জনস্তা

বর্জিতো দেহো জনকেন প্রযোজিতঃ ।  
 নভ্যনৈঃ নিশ্লিষতঃ পীত্যা মোহধমস্তান্  
 পরিত্যজৎ ॥ ৩৬ ॥ এষামর্থো মহেশানি  
 কৃত্বা কষ্টশতানি । শ্রীগয়েৎ সততং  
 শক্ত্যা ধৰ্ম্মো হ্যেষ সনাতনঃ ॥ ৩৭ ॥ স ধৰ্ম্মা-  
 পুত্রাযো লোকে স কৃতী পরমার্থবিৎ । ব্রহ্ম-  
 নিষ্ঠঃ সত্যমকো যো ভবেদ্ধবি মানবঃ ॥ ৩৮ ॥  
 ন ভাৰ্ঘ্যাৎ তাড়য়েৎ কাপি মাতৃবৎ পালয়েৎ  
 সপা । ন ত্যজেদেবারকষ্টেহপি যদি সাধ্বী  
 পতিব্রতা ॥ ৩৯ ॥ স্থিতেষু শ্রীমদারেষু স্ত্রিয়মভ্য-  
 ন সংস্পৃশেৎ । ভূষ্টেন চেষ্টস্য বিধানস্তথা

পিতার নিকট ঔদ্ধত্য, পবিত্রাঙ্গ, ওজ্জ্বল বা  
 অপ্রিয়-বাক্য প্রয়োগ করিবে না ।  
 ২৬—৩০ । পিতৃশাসনানুযায়ী পুত্র মাতা  
 পিতার দর্শন যাত্রেই অণাগ করিয়া গাত্রো-  
 থান করিবে এবং তাঁহাদিগের আত্মা ব্যতীত  
 উপবিষ্ট হইবে না । যে ব্যক্তি বিদ্যা ও  
 ধনমদে মত্ত হইয়া মাতাপিতাকে ছেলা করে,  
 সে (ইহলোকে) সৰ্ব্বধৰ্ম্মে অনধিবাসী হইয়া  
 অস্ত্রে ঘোর নরকে যায় । গৃহস্থ, কৰ্ণগত-প্রাণ  
 হইলেও মাতা, পিতা, পুত্র, ভাৰ্ঘ্যা, অতিথি  
 ও সহোদর—ইহাদিগকে ত্যাগ করিয়া  
 ভোজন করিবে না । যে ব্যক্তি গুরু সকল  
 (মাতাপিতা প্রভৃতি) ও সকল বহুকে  
 (সহোদরাদিদিগকে) বধনা করিয়া ভোজন  
 করে, সেই নরকীয় উদরভরি ইহলোকে  
 নিশ্লিষত হয় এবং পবলোকে নরকে গমন  
 করে । গৃহস্থ,—পত্নীকে রক্ষা করিবে,

পুত্রগণকে বিদ্যা শিক্ষা দিবে, স্বজন ও বন্ধ-  
 গণের পে যন করিবে;—ইহাই সনাতন  
 ধৰ্ম্ম । জননী কর্তৃক দেহ বর্জিত হয়, জনক  
 কর্তৃক দেহ প্রযোজিত হয় ও স্বয়ং সজ্জনগণ  
 কর্তৃক শ্রীতিধূরক নিশ্লিষত হইয়া থাকে ;  
 সে অধম,—যে ইহাদিগকে পরিত্যাগ  
 করে ৩১—৩৬ । হে মহেশানি । ইহা-  
 দিগের নিশ্লিষত শত শত কষ্ট করিয়াও যথা-  
 সমা ইহাদিগকে সৰ্ব্বদা শ্রীতিধূরক করিবে,  
 —ইহাই সনাতন ধৰ্ম্ম । যে মানব পৃথিবীতে  
 ব্রহ্মনিষ্ঠ ও সত্যপ্রতিজ্ঞ হয়, সেই মহা-  
 পুরুষই ধন্য এবং সেই পুরুষই পরমার্থবিদ ।  
 কদাপি ভাৰ্ঘ্যাকে তাড়না করিবে না,—সতত  
 মাতার আয় পালন করিবে । যদি ভাৰ্ঘ্যা  
 সাধ্বী এবং পতিব্রতা হয়,—দোর কষ্টে  
 পতিত হইলেও তাহাকে ত্যাগ করিবে না ।  
 বিজ্ঞ ব্যক্তি দ্বায় পত্নী বিদ্যমান থাকিতে

নারকী ভবেৎ ॥ ৪০ ॥ বিরলে শয়নং নামং  
ত্যাগেৎ প্রাজ্ঞঃ পরজিগ্মা । অযুক্তভাষণৈকৈব  
ক্লিষ্টং শৌৰ্য্যং ন দর্শয়েৎ ॥ ৪১ ॥ যুনেন  
বাসসা ধোয়া ত্রাক্ষ্যামৃতভাষনৈঃ । সন্ততং  
তোষয়েদানু নাশ্রিয়ং কচিদাচরেৎ ॥ ৪২ ॥  
উৎসবে লোকযাত্রায়াং তীর্থেথানিকেতনে ।  
ন পক্ষীং প্রেয়েৎ প্রাজ্ঞঃ পুত্রসমাত্য-  
বিবর্জিতাম্ ॥ ৪৩ ॥ যস্মিন্ নরে মহেশানি  
তুষ্ঠা ভাৰ্য্যা পতিব্রতা । সর্কো ধর্ম্যঃ কৃত-  
শ্চেন ভবতীশ্রিয় এব সঃ ॥ ৪৪ ॥ চতুর্কর্ম্ম-  
বধি স্ত্রীতানু লালয়েৎ পালুয়েৎ পিতা । ততঃ

হুষ্ঠভাবে পরস্ত্রীকে স্পর্শ করিবে না । অন্যথা  
অর্থাৎ স্পর্শ করিলে, নরকগামী হইবে ।  
প্রাজ্ঞ ব্যক্তি পরস্ত্রীর সহিত বিরলে শয়ন,  
বিরলে বাস এবং অযুক্ত ভাষণ ত্যাগ করিবে  
এবং স্ত্রীলোককে শৌর্য্য দেখাইবে না ।  
৩৭—৪১ । ধন, বস্ত্র, প্রেম, প্রীতি ও সুমধুর  
বাক্য দ্বারা সন্তত ভাৰ্য্যাকে সন্তুষ্ট করিবে,—  
কখনই তাহার অশ্রিয়াচরণ করিবে না ।  
সংসার-তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি,—উৎসব, লোকযাত্রা,  
তীর্থ এবং অন্য ব্যক্তির গৃহে পুত্র অথবা  
অমাত্যকে সঙ্গে না দিয়া স্ত্রীকে পাঠাইবে  
না । হে মহেশানি । পতিব্রতা ভাৰ্য্যা  
যে পুরুষের প্রতি পরিতুষ্টা, (পতিব্রতা  
ভাৰ্য্যার সন্তোষেই) তৎকর্তৃক সকল ধর্ম্ম  
কৃত হয়, অর্থাৎ সে ব্যক্তি সর্ব্ব ধর্ম্মাঙ্গুষ্ঠান-  
জনিত ফল প্রাপ্ত হয় এবং তোমার প্রিয়  
হয় । পিতা চারি বৎসর পর্যন্ত পুত্রের  
সংলগ্ন-পালন করিবে, তাহার পর যোড়শ

যোড়শপর্যন্তও স্ত্রীতানু বিদ্যাধিক শিক্ষয়েৎ ॥  
৪৫ ॥ বিংশত্যাদি বয়স পূর্ণ হইলে এবং যোড়শ  
গৃহকর্ম্মসমাপ্ত হইলে, তৎপরে অন্যভাবে মত্রে গৃহস্থ  
প্রদর্শয়েৎ ॥ ৪৬ ॥ কষ্টাপোষং পালনায়া  
শিক্ষণীয়াত্মকং । দেয়া বন্যায় বিত্তম্  
ধনরত্নসমধিতা ॥ ৪৭ ॥ এবং ত্রিমেন  
ভাতৃপুত্র স্বজাতস্তুতানপি । জ্ঞানানুগোচিন

বৎসর পর্যন্ত বিদ্যা ও সকল গুণ শিক্ষা  
করাইবে । পালন ও শিক্ষায় বিংশতি বর্ষ  
অতিবাহিত হইলে, বিংশতি-বৎসরাধিক-  
বয়স্ক পুত্রদিগকে (বিচ্ছুকাল) গৃহ-কর্ম্মে  
নিয়োজিত করিবে । তৎপরে অর্থাৎ গৃহ-  
কর্ম্ম উপযুক্ত হইলে, আত্মজ্ঞা বোধ  
করিয়া গৃহ প্রদর্শন করিবে । ৪২—৪৬ ।  
কষ্টকেও এইরূপ পালন করিবে এবং অতি  
যত্নে শিক্ষা দিবে ; কষ্টকে ধনরত্ন সমধিতা  
করিয়া, জ্ঞানবান বরকে প্রদান করিবে ।  
গৃহী এইরূপে জ্ঞাতা, ভগিনী, ভাগিনেয়,  
ভাতৃপুত্র, জ্ঞাতি, মিত্র ও ভৃত্যদিগের  
পালন এবং তুষ্টিসাধন করিবে । তদনন্তর  
গৃহস্থ সৎসর্গনিবৃত্ত, একগ্রামবাসী, অভ্যাগত-  
গণ এবং উদাসীনগণকেও পরিপালন  
করিবে । \* হে দেবি । গৃহস্থ, নিজস্ব

\* নাত্মাদি পালনে। সামান্য থাকিলে,  
সৎসর্গনিবৃত্ত একগ্রাম নিবাসীন্দে । পালন  
কর্তব্য,—ইতি জানান্যন্য । জ্ঞান নাত্মাদি  
উদ্যোগান্তর মতে "৩৩" ধর্ম্মাদি তদনন্তর  
কৃত্যাদি ব্যবস্থা করিয়াছে ।

ভৃত্যংচ পালয়েৎ ভোষয়েদৃগৃহী ॥৪৮॥ ততঃ  
সধর্ম্মনিরতানেকগ্রামনিবাসিনঃ । অভ্যা-  
গতানুদাসীনান্ গৃহস্থঃ পরিপালয়েৎ ॥ ৪৯ ॥  
যদ্যেবং নাচরেন্দবি গৃহস্থো বিভবে সতি ।  
পশুরেব স বিজ্ঞেয়ঃ স পাপী লোকগর্হিতঃ ॥  
৫০ ॥ নিদ্রালস্যং দেহযজ্ঞং কেশবিভ্রাসমেব  
চ । অগস্তিমশনে বস্ত্রে নাতিরিক্তং  
সমার্চয়েৎ ॥ ৫১ ॥ যুক্তাহাবো যুক্তনিদ্রো  
মিতবাঙ মিতমৈখনঃ । স্বচ্ছো নত্রঃ শুচির্দক্ষো  
যুক্তঃ শ্রাৎ সর্ব্বকর্ম্মশু ॥ ৫২ ॥ শূরঃ শত্রৌ  
বিনীতঃ শ্রাদ্ধাবশে গুরুসমিধৌ । জুগুপ্সিত'ন্  
ন-সংশ্রুত নাবমশ্রুত মানিনঃ ॥ ৫৩ ॥

থাকিতে যদি এইরূপ আচরণ না করে,  
তাহা হইলে, সে পশু বলিয়াই জ্ঞাতব্য এবং  
সে-পাপী, লোক-সমাজে নিন্দিত হয়।  
নিদ্রা, আলস্য, দেহের প্রতি যত্ন, কেশ-  
বিভ্রাস, ভোজন এবং বস্ত্রে অগস্তি, অতি-  
রিক্ত করিবে না। ৪৭—৫১। গৃহস্থ  
পরিমিত-ভোজী, পরিমিত-নিদ্র, নিষ্পা-  
প্রকৃতি, পরিমিত-ভাষা, পরিমিত মৈখন,  
নত্র, শুচি, নিপুণ, নিরালস্য এবং সর্ব্বকর্ম্মে  
তৎপর হইবে। শত্রুর নিকট শূর এবং  
বান্ধব ও গুরুর সমিধানে বিনীত হইবে।  
নিন্দিত ব্যক্তিকে আদর করিবে না। মান্য-  
গণকে অবজ্ঞা করিবে না। পরস্পর সহবাস  
ও বিচার দ্বারা লোকের স্বভাব, সৌহার্দ্য,  
ব্যবহার, প্রবৃত্তি ও প্রকৃতি জানিয়া, তাহার  
উপর বিশ্রাম স্থাপন করিবে। বুদ্ধিমান  
ব্যক্তি ক্ষুদ্র শত্রু হইতেও ভয় করিবে এবং

সৌহার্দ্য ব্যবহারংচ প্রবৃত্তিঃ প্রকৃতিঃ  
নুপাম্ । সহবাসেন তর্কৈশ্চ বিদিত্বা বিশ-  
মেৎ তীতঃ ॥ ৫৪ ॥ 'ত্রাসেদ্যেধুপি ক্ষুদ্রাৎ  
সময়ং বীক্ষ্য বুদ্ধিমান্ । প্রদর্শয়েদাভাবান্  
নৈব ধর্ম্মং বিলজ্জয়েৎ ॥ ৫৫ ॥ 'স্বীয়ং যশঃ  
পৌরুষঞ্চ গুপ্তয়েৎ কথিতঞ্চ যৎ । কৃতং  
যত্নপকারায় ধর্ম্মজ্ঞো ন প্রকাশয়েৎ ॥ ৫৬ ॥  
জুগুপ্সিতপ্রবৃত্তৌ চ নিশ্চিতেষুপি পরাজয়ে ।  
গুরুণা লঘুনা চাপি যশস্বী ন নিবাদয়েৎ ॥ ৫৭ ॥  
বিদ্যাধনযশোধর্ম্মান্ যতমান উপার্জ্জয়েৎ ।  
ব্যসনকামতাং সজ্জং মিথ্যাজোহং পরি-  
ত্যজেৎ ॥ ৫৮ ॥ অবস্থানুগতাস্চেষ্টাঃ সময়া-

সময় বিবেচনা করিয়া নিজভাব প্রদর্শন  
করাইবে; কিন্তু ধর্ম্ম লজ্জমন কবিবেই না।  
ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তি, স্বীয় যশ, পৌরুষ ও যাহা অত্র  
লোক, প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়া বলি-  
যাচ্ছে এবং যাহা পবোপকারের জন্য কৃত হই-  
যাচ্ছে, তাহা প্রকাশ করিবে না। ৫২—৫৬।  
যশস্বী ব্যক্তি, নিশ্চয় জয়ের সম্ভাবনা  
থাকিলেও কদাপি লোকগর্হিত কার্য্যে  
প্রবৃত্ত হইবে না এবং গুরু বা লঘু ব্যক্তির  
সহিত বিবাদ করিবে না। যত্নপূর্ব্বক বিদ্যা,  
ধন, যশ ও ধর্ম্ম উপার্জ্জব করিবে। অসত্য,  
ব্যসন, ( দাত্তক্রীড়া প্রভৃতি ) কুসংসর্গ,  
মিথ্যা-কথা, পরদোহ পরিত্যাগ করিবে।  
চেষ্টা—অবস্থার অনুগত এবং ক্রিয়া—  
সময়ের অনুগত, অতএব অবস্থা ও সময়  
পর্যালোচনা করিয়া কর্ম্ম করিবে। গৃহীরা  
যোগক্ষেমে অর্থাৎ অলস ন্যায় অর্জ্জনে এবং

পুণ্যতাঃ ক্রিয়াঃ । তস্যাদনন্দ্যঃ সমঃ  
বীক্ষ্য কৰ্ম্ম সমাচরেৎ ॥ ৫৯ ॥ যোগেশ্বর  
রতো দক্ষঃ ধার্মিকঃ প্রিয়বাক্যঃ । মিত-  
বাও মিত্বাসঃ স্মার্যাক্তো তুঃশেষতঃ ॥ ৬০ ॥  
জিতেন্দ্রিয়ঃ প্রমত্তা স্ফুটিত্যঃ স্ফুটব্রতঃ ।  
অপ্রমত্তো দীর্ঘদর্শী মাত্ৰাপ্পর্শান্ বিচারয়েৎ ॥  
৬১ ॥ সত্যং যুজু প্রিয়ং দীর্ঘো বাক্যং হিত-  
করং বদেৎ । স্ফোজ্যৎকরং তথা নিদাং  
পরেয়াং পরিবর্জয়েৎ ॥ ৬২ ॥ জ্ঞানমাস্ত  
বৃক্ষাশ্চ বিশ্রামগৃহমধ্বনি । সেতুঃ প্রাতি-  
ষ্ঠিতো যেন তেন লোকত্রয়ং জিতম্ ॥ ৬৩ ॥  
সক্তদ্বৌ পিতরৌ বশ্মিন্নুরক্তাঃ স্ফুটপদাঃ ।  
গায়ন্তি যদৃশো লোকান্তেন লোকত্রয়ং  
জিতম্ ॥ ৬৪ ॥ সত্যমেব ব্রতং যস্য দয়া

লক্ষ্য বস্তুর বক্ষণে অনুরক্ত হইবে । দক্ষ,  
ধার্মিক ও প্রভাবতই মিতভাষী এবং মিত-  
বাক্য হইবে ( অর্থাৎ অধিক বাক্য ও উচ্চ  
অধিক হাশ্য ব্যবহার করিবে না ), বিশেষতঃ  
মাতৃ-বাক্তির নিকট । জিতেন্দ্রিয়, নির্মল-  
প্রভাব, স্ফুটিত্য, স্ফুটব্রত, প্রমত্ত-বহিত এবং  
দীর্ঘদর্শী হইয়া বিষয়োপভোগের কর্তব্য-  
কর্তব্য বিচার করিবে । ৫৭—৬১ । ধীর  
জ্ঞান,—সত্য, কোমল, সন্তোষজনক,  
শুভকর বাক্য ব্যবহার করিবে ; আত্ম-  
গৌরব প্রকাশ ও পরনিন্দা করিবে না ।  
যে জন পথে জলাশয়, বিশ্রামগৃহ ও সেতু  
প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকেন, তিনি ত্রিভুবন জয়  
করেন, অর্থাৎ সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট পদ লাভ  
করেন । মাতা পিতা বাহার উপর সন্তোষ,

দীনেষু সর্কথা । কামক্রোধৌ বশে যস্য তেন  
লোকত্রয়ং জিতম্ ॥ ৬৫ ॥ বিরক্তঃ পব-  
দারেযু নিঃস্পৃহঃ পরবজ্ঞা । দুষ্ট-মাৎসর্য-  
হীনো যন্তেন লোকত্রয়ং জিতম্ ॥ ৬৬ ॥  
ন বিভেতি রূপাদৃশা তৈঃ সংগ্রামেহপ্য-  
পরাজুথঃ । ধর্ম্মযুক্তো যতো বাপি তেন লোক-  
ত্রয়ং জিতম্ ॥ ৬৭ ॥ অসংশয়া স্ফুট-  
শাস্ত্রবাচারতৎপরঃ । সচ্ছামেনহিতো যন্ত  
তেন লোকত্রয়ং জিতম্ ॥ ৬৮ ॥ জ্ঞানিনা  
লোকযাত্রায় সর্কত্র সমদৃষ্টিনা । ত্রিপুরন্তে  
যেন কৰ্ম্মানি তেন লোকত্রয়ং জিতম্ ॥ ৬৯ ॥

মিত্রসমূহ বাহার উপর অমুরাগী, লৌকি-  
সমূহ বাহার যশোগন কবিতা থাকে, সেই  
জন বড়ক ত্রিভুবন জিত থাকে । সত্যই  
যাহার ব্রত, যাহার দীনের প্রতি সর্কদা  
দয়া আছে, কাম ও ক্রোধ বাহার বশীভূত,  
সেই ব্যক্তি বড়ক ত্রিভুবন জিত হইয়াছে ।  
যে জন পরজীভে বিরক্ত ও পর-বজ্ঞতে  
অভিলাষ-হীন, যে ব্যক্তি দুষ্ট ও মাৎসর্য-  
বিহীন, সেই ব্যক্তি বড়ক ত্রিভুবন জিত  
হইয়া থাকে । যে ব্যক্তি রূপে ভীত হয়  
না ও পরাজু হইয়া না এবং যে ব্যক্তি ধর্ম্ম-  
যুক্তো যতো হয়, সেই ব্যক্তি বড়ক ত্রিভুবন  
জিত হয় । ৬২—৬৭ । বাহার মনে  
সন্দেহ নাই, যে ব্যক্তি নিশ্চাসমুক্ত পাশ-  
পতাচার-নিরত এবং আত্মর আত্ম প্রতি-  
পালন করে, সেই ব্যক্তি বড়ক ত্রিভুবন  
জিত হয় । যে জ্ঞানী,—যে হইতে মিত্রের  
প্রতি সমদৃষ্টি করিয়া কেবল সমসামান্যতা

ধীচন্দ্র দ্বিবিৎ দেবী বহুভাষ্যভেদঃ  
ব্রহ্মণ্যজ্ঞাপনং যৎ তচ্ছৌচমাণ্ডরিকং স্মৃতম্  
॥ ৭০ ॥ অতিৰ্বা ভগ্নবা বাপি মণানামপ-  
কৰ্ণনম্ । দেহশুদ্ধিৰ্ভবদেবন বহিঃশৌচং  
তদুচ্যতে ॥ ৭১ ॥ গঙ্গা নদ্যা হ্রদা বাণ্য-  
স্তথা কুপাশ্চ স্মৃগকাঃ । সৰ্ব্বং পবিত্রজনন  
স্বৰ্ণদী ক্রমতঃ প্রিয়ে ॥ ৭২ ॥ ভস্ম ত্র  
যাজ্ঞিকং ত্রৈষ্ঠং মৃৎস্মা তু মলবর্জিতা ।  
বাসে হজিনতৃণাদীনি মৃদজ্জানীহি স্মৃততে ॥  
৭৩ ॥ কিমত্র বহনোক্তেন শৌচাশৌচবিধৌ

নির্ব্বাহার্থ বিহিত কৰ্ম্মানুষ্ঠান করিয়া  
থাকিল, সেই ব্যক্তি কর্তৃক সংসার জিত  
হইয়া থাকে । হে দেবি ! শৌচ দুই  
প্রকার ;—বাহ্য এবং জ্ঞাত্তব । ব্রহ্মে যে  
জ্ঞানসমর্পণ অর্থাৎ পরমাত্মাতে যে মনের  
একাগ্রতা, তাহা আশুত্রিক শৌচ বলিয়া  
কথিত হয় । জল কিংবা ভস্ম দ্বারা মলাপ-  
নয়ন জন্ম যে দেহ-শুদ্ধি হয়, তাহাকে বাহ্য  
শৌচ বলা যায় । হে প্রিয়ে ! স্মৃদ্র জলা-  
শয়, কুপ, বাপী, হ্রদ, নদী, গঙ্গা ও স্বর্ণদী  
ইহারা যথাক্রমে অধিক পবিত্রতার জনক  
অর্থাৎ এই সকল তীর্থজলে অবগাহন  
করিলে দেহ শুদ্ধ হয় । \* হে স্মৃততে ।  
বহিঃ-শৌচ-বিষয়ে যাজ্ঞিক ভস্মই প্রশস্ত ।  
নির্ম্মল মৃত্তিকা দ্বারাও ঐরূপ স্নানে শুদ্ধ  
হইতে পারে । বস্ত্র, মৃগচৰ্ম্ম, তৃণ প্রভৃতিও

\* মূল, 'ক্রমতঃ' শব্দে পাঠক্রম গ্রাহ্য  
নহে, কিন্তু অর্থক্রম গ্রাহ্য ।

শিবে । মনঃ পুতং ভবেদেব গৃহস্থস্ত  
তদাচর্য ॥ ৭৪ ॥ নিদ্রান্তে মৈথুনশান্তে  
ত্যান্তে মনমুদ্ররোঃ ১ ভোজনান্তে মলে  
স্পৃষ্টে বহিঃশৌচং বিধীয়তে ॥ ৭৫ ॥ সন্ধ্যা  
ত্রৈকালিকী কাষ্ঠা বৈদিকী তাজিকী ক্রমাৎ ।  
উপাসনায়া ভেদেন পূজাং কুর্ধ্যদ্ব্যথাবিধি ॥  
৭৬ ॥ ব্রহ্মমজোপাসকানাং গায়ত্রীং জপতাং  
প্রিয়ে । জ্ঞানাদব্রহ্মোক্তি তদ্ব্যচ্যং সন্ধ্যা ভবতি  
বৈদিকী ॥ ৭৭ ॥ অষ্টোমসং বৈদিকী সন্ধ্যা  
সূর্যোপস্থানপূৰ্ব্বকম্ । অর্থাদানং দিনেশায়  
গায়ত্রীজপনং তথা ॥ ৭৮ ॥ অষ্টোত্তরং

মৃত্তিকা-সদৃশ শুদ্ধি-জনক ; হে শিবে ।  
এই শৌচ ও অশৌচ বিষয়ে অধিক বলি-  
বার আবশ্যক নাই,—যাহাতে মন পবিত্র  
হয়, গৃহস্থ তাহাই আচরণ করিবে ।  
৬৮—৭৪ । নিদ্রার পর, মৈথুনের পর,  
মন-মুদ্র-পরিভ্রাণের পর, ভোজনের পর,  
এবং মল স্পর্শ হইলে উক্ত প্রকার বহিঃ  
শৌচ বিধান করিতে হয় । ত্রিকালে অর্থাৎ  
প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন, অপরাহ্নে বৈদিকী ও  
তাজিকী সন্ধ্যা যথাক্রমে সম্পাদন করিবে  
এবং উপাসনা-ভেদে যথাসিদ্ধ পূজা  
করিবে । প্রিয়ে ! যাহারা ব্রহ্মমজোপাসক,  
তাহারা গায়ত্রী-জপ-কালে 'গায়ত্রীর অতি-  
পাণ্য—ব্রহ্ম' এইরূপ ভাবনা করিবেন ;  
তাহা হইলে বৈদিকী সন্ধ্যা হইবে । যাহারা  
ব্রহ্মোপাসক নহেন, তাহাদিগের বৈদিকী  
সন্ধ্যা, সূর্যোপস্থান ও গায়ত্রী জপ করিতে  
হইবে । হে ভদ্রে ! সমস্ত আত্মিক-কার্যেই

সহস্রং বা শতং বা দশধাপি বা । জপানাং  
নিয়মো ভজে সৰ্বব্রাহ্মিককৰ্ম্মণি ॥ ৭৯ ॥  
শূদ্রসামান্যজাতীনামধিকারোহস্তি কেবলম্ ।  
জাগমোক্তবিধৌ দেবি সৰ্বসিদ্ধিগতো  
ভবেৎ ॥ ৮০ ॥ প্রাতঃ সূর্যোদয়ঃ কালো  
মধ্যাহ্নস্তদনন্তরম্ । সায়ং সূর্যাস্তময়নিকাল-  
নাময়ং ক্রমঃ ॥ ৮১ ॥ শ্রীদেবীবাচ বিপ্রাদি-  
সৰ্ববর্ণানাং বিহিতা তাজিকী ক্রিয়া । ত্বয়ৈব  
কথিতা নাথ সম্প্রাপ্তে প্রবলে কলৌ ॥ ৮২ ॥  
তদ্বাদনীং কথং দেব বিপ্রান্ বৈদিককৰ্ম্মণি  
নিযাজয়সি তৎ সৰ্বং বিশেষাচ্ছতুমর্হসি ॥  
৮৩ ॥ শ্রীমদাম্বিবাচ । সত্যং ব্রহ্মীয

তত্ত্বং সৰ্বসমাং তাদিকী ক্রিয়া । শোকানাং  
ভোগমোক্ষায় সৰ্বকৰ্ম্মণি সিদ্ধি ॥ ৮৪ ॥ ইন্দ্র-  
ব্রহ্মসাবিত্রী যথা ভবতি বৈদিকী । তথৈব  
তাজিকী ক্ষেয়া প্রাপ্তোভয়কৰ্ম্মণি ॥ ৮৫ ॥  
ততোহন্য কথিতং দেবি দ্বিজানাং প্রবলে  
কলৌ । গায়ত্র্যামধিকারোহস্তি নাথসদেব-  
কর্হিচিৎ ॥ ৮৬ ॥ তায়ান্য কামান্য চ  
বাগ্ভবাদ্যা যথাক্রমাৎ । ব্রাহ্মণকৃত্রিয়বিশাং  
সাবিত্রী কথিতা কলৌ ॥ ৮৭ ॥ দ্বিজাদীনাং  
প্রভেদার্থং শূদ্রেভ্যঃ পরমেশ্বরি । সক্ষোয়ং  
বৈদিকী প্রোক্তা প্রাপ্তেবাহ্মিককৰ্ম্মণাম্ ॥ ৮৮ ॥  
অম্বাশাশ্রুতৈর্মার্গৈঃ কেবলৈঃ সিদ্ধিভাগ্-

অষ্টোত্তর সহস্র বা অষ্টোত্তর শত কিংবা  
দশবার জপ করিবার নিয়ম আছে । হে  
দেবি । শূদ্র-জাতির ও সাধারণ জাতির কেবল  
অগমোক্ত বিধিতেই অধিকার আছে ।  
তাহাতেই তাহাদের সকল প্রকার সিদ্ধি  
হইবে । ৭৫—৮০ । প্রাতঃসঙ্গ সূর্যোদয়-  
কালে করিবে । এইরূপ মধ্যাহ্ন সন্ধ্যা ও  
সায়ংসন্ধ্যা মধ্যাহ্নকালে এবং সূর্যাস্ত-  
সময়ে করিতে হইবে ;—এই সন্ধ্যা-বন্দনার  
ত্রিকাল নির্দিষ্ট আছে । শ্রীদেবী কহিলেন,  
—হে নাথ । তুমি শ্রবণ বলিয়াছ যে, কলি  
প্রবল হইলে ব্রাহ্মণ প্রভৃতি সমুদায় বর্ণের  
একমাত্র তাজিকী ক্রিয়া বিহিতা আছে ।  
দেবদেব । এক্ষণে কি হেতু তুমি ব্রাহ্মণ-  
দিগকে বৈদিক ক্রিয়াতে নিয়োজিত করি-  
তেছ ? এতৎসমুদায় বিশেষরূপে বর্ণন  
কর । শ্রীমদাম্বিবাচ কহিলেন,—হে তত্ত্বজ্ঞে ।

তুমি যথার্থই বলিয়াছ । কলিমুগে সকল  
বর্ণের পক্ষেই একমাত্র তাজিকী ক্রিয়া,—  
ভোগ ও মোক্ষের নিমিত্ত হয় এবং সমুদায়  
কার্যেই সিদ্ধি দান করে । এই ব্রাহ্মসাবিত্রী  
যেমন বৈদিকী, সেইরূপ তাজিকী হইতে  
পারে এবং উভয় কৰ্ম্মেই প্রাপ্ত । হে দেবি ।  
এই জন্যই আমি এম্বলে বলিয়াছি যে, কলি  
প্রবল হইলে ব্রাহ্মণ-সমূহের গায়ত্রীতেই  
অধিকার আছে,—অন্য কোন বৈদিকগানে  
অধিকার নাই । ৮১—৮৬ । কলিকালে  
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের গায়ত্রী যথাক্রমে  
“ওঁ”, “শ্রীং” এবং “ঐং” পূর্বিকা হইবে  
অর্থাৎ ব্রাহ্মণের গায়ত্রীর পূর্বে ওঁ, ক্ষত্রিয়ের  
গায়ত্রীর পূর্বে শ্রীং বৈশ্যদিগের গায়ত্রীর  
পূর্বে ঐং যোগ করিবে । পরমেশ্বর । শূদ্র  
হইতে বিজগৎকে পৃথক করিবার জন্য  
জাহান্নিগের তাজিক-প্রাককালে বৈদিক-

ভবেৎ । সত্যং দত্তং পুনঃ সত্যং সত্যমেতন্  
সংশয়ঃ ॥ ৮৯ ॥ কালাত্যয়েহপি সাক্ষ্যায়  
কর্তব্যং দেববন্দিতে । তন্তমদ্বন্দ্ব চোচ্যে  
মোক্ষোপাভিরনাতুরৈঃ ॥ ৯০ ॥ আসনং  
বসনং পাত্রং শয্যাং যানং নিকেতনম্ ।  
গৃহকং বস্ত্রজাতকং স্বচ্ছং স্বচ্ছং প্রশস্তং ॥  
৯১ ॥ সমাপ্যাহ্নিককর্ম্ম পি স্বাধ্যায়ং গৃহ-  
কর্ম্ম বা । গৃহস্থো নিত্যং কুর্য্যামৈব  
তিষ্ঠেন্নিকদ্যমঃ ॥ ৯২ ॥ পুণ্যতীর্থে পুণ্য-  
তিথৌ গ্রহণে চন্দ্রসূর্য্যয়োঃ । জপং দানং  
প্রকুর্য্যণঃ শ্রেয়সাং নিগম্যো ভবেৎ ॥ ৯৩ ॥

সাক্ষ্যাব বিধি কথিত হইয়াছে । অত্যা-  
জ্ঞার্থ্য বৈদিক সাক্ষ্য না করিয়াও কেবল  
শৈব-পদ্ধতি দ্বারা সিদ্ধিলাভ হইবে,—ইহা  
সত্য, সত্য, বিশেষ সত্য, সন্দেহ নাই ।  
হে দেববন্দিতে ! অনাত্ম মুমুক্শু ব্যক্তি  
সাক্ষ্যাব যথোক্ত সময় অতীত হইলেও, “ত-  
তং মৎ ব্রহ্ম” উচ্চারণ করিয়া এই সাক্ষ্য  
করিবেন ।\* আসন, বসন, পাত্র, শয্যা,  
যান, গৃহ, গৃহোপকরণ-সমূহ পরিক্ষিত হইতে  
পরিক্ষিততর হইলেই প্রশস্ত । গৃহস্থ আহ্নিক  
কার্য্য সমাধা করিয়া স্বাধ্যায় বা গৃহকর্ম্ম  
করিবে,—নিকদ্যম হইয়া অবস্থান করিবে  
না । ৮৭—৯২ । পুণ্যতীর্থে, পুণ্যতিথিতে,  
চন্দ্রগ্রহণে ও সূর্য্যগ্রহণে জপ ও দান করিলে

\* আত্মবৈব পক্ষে বিশেষ নিয়ম না রাখি-  
বার অভিপ্রেতে “মনাত্মা” বিশেষণটি প্রদত্ত  
হইয়াছে ।

কণ্ডমণ্ডপপ্রাণা নোপবাসঃ প্রশস্তাভে । উপ-  
বাসপ্রতিনিধাবেকং দানং বিধীয়তে ॥ ৯৪ ॥  
কণো<sup>১</sup> দানং, মহেনানি সর্কসিদ্ধিকরং  
ভবেৎ । তৎপাত্রং কেবলং ক্ষেত্রো<sup>২</sup> দরিদ্রঃ  
সংক্রিয়াযিতঃ ॥ ৯৫ ॥ মাস-২২ম-পক্ষাণা-  
মারন্তুদিনমন্বিকে । চতুর্দশী<sup>৩</sup> শুক্লা  
তথৈবৈকাদশী কুরুঃ ॥ ৯৬ ॥ নিজজন্মদিন-  
কৈব পিত্রোর্মরণবাসরঃ । বৈধোৎসবদিন-  
কৈব পুণ্যকালঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ৯৭ ॥ গঙ্গা-  
নদী মহানদ্যো গুরোঃ সদনমেব চ ।  
প্রসিদ্ধং দেবতাক্ষেত্রং পুণ্যতীর্থং প্রকী-  
র্ত্তিতম্ ॥ ৯৮ ॥ ত্যক্ত্বা স্বাধ্যায়নং পিত্রোঃ  
শুক্রায়াং দারবক্ষণম্ । নরকায় ভবেৎ তীর্থং  
তীর্থায় ব্রজতাং নৃণাম্ ॥ ৯৯ ॥ ন তীর্থ-

মঙ্গলেব পাত্র হয় । কলিযুগে মানবগণ  
আগত প্রাণ, স্মৃতরাং উপবাস প্রশস্ত  
নহে কলিযুগে উপবাসেব প্রতিনিধি-কণে  
একমাত্র দানই বিহিত । হে মহেনানি ।  
কলিযুগে দানই সর্ক সিদ্ধিকর । সংক্রিয়া-  
পিত দরিদ্র ব্যক্তিকেই তাহার ( দানের )  
পাত্র বলিয়া জানিবে । হে অন্বিকে ! মাসের  
বৎসরের ও পক্ষের আন্ত-দিন, চতুর্দশী,  
অষ্টমী, শুক্লপক্ষের একাদশী, অমাবস্তা,  
নিজ জন্মদিন, পিতামাতার মরণ-দিন এবং  
বৈধ-উৎসব-দিন, পুণ্যকাল বলিয়া কীর্ত্তিত  
রহিয়াছে । গঙ্গানদী, মহানদী, গুরুগৃহ  
ও প্রসিদ্ধ দেবতাক্ষেত্র, পুণ্যতীর্থ বলিয়া  
কীর্ত্তিত হইয়াছে । স্বাধ্যায়ন, মাতা ও  
পিতার শুক্রায়া এবং দারবক্ষণ পরিত্যাগ

সেবা নারীনাং নোপাসাদিকাঃ ক্রিয়াঃ ।  
নৈব ব্রতানাং নিয়মো ভর্তুঃ শুশ্রূষণং বিনা ॥  
১০০ ॥ ভর্তৃঃ যোযিতাং তার্থং তপো দানং  
ব্রতং গুরুঃ । তস্যাং সৰ্ব্বাঙ্গানা নারী পতি-  
সেবাং সমাহুয়েৎ ॥ ১০১ ॥ পত্ন্যঃ প্রিয়ং  
সদা কুর্যাদ্ভগ্না পরিচর্যায়া । তদাজ্ঞানুচরী  
ভূষা তোযয়েৎ পতিবাক্যান্ ॥ ১০২ ॥  
নেক্ষেৎ পতিং ক্রুরদৃষ্ট্যা প্রাবয়েনৈব দুৰ্ব্বচঃ ।  
নাশ্রিয়ং মনসা বাপি চরেদ্ভর্তুঃ পতিব্রতা ॥  
১০৩ ॥ কায়েন মনসা বাচা সৰ্ব্বদা প্রিয়-  
কৰ্ম্মভিঃ । বা শ্রীপয়তি ভর্তারং সৈব ব্রহ্ম

কবিষা ক্ষীৰ্ণ-গমন, পুরুষদিগের নবকেব  
কাবণ হয় । ৯৩—৯৯ । নারীদিগের ভর্তৃ-  
শুশ্রূষা ব্যতীত তীর্থসেবা নাই, উপবাসাদি  
ক্রিয়া নাই, ব্রত করাব নিয়ম নাই অর্থাৎ  
এই সকল কৰ্ম্মজনিত ফল,—মাত্র স্বামি-  
শুশ্রূষায় লাভ হয় ; সুতরাং এই সকল কার্য্য  
করা বিহিত হয় নাই । স্বামীই জীলোক-  
দিগের তীর্থ, তপস্যা, দান, ব্রত এবং গুরু ।  
অতএব নারী সৰ্ব্বাঙ্গব্যবণে পতিসেবা  
করিবে । বাক্য দ্বারা, পরিচর্যা দ্বারা সৰ্ব্বদা  
স্বামীর প্রিয়কার্য্য করিবে এবং সৰ্ব্বদা  
তাঁহার আজ্ঞানুবর্তিনী থাকিয়া পতি-বাক্য-  
গণকে তুষ্ট করিবে । পতিব্রতা স্ত্রী, পতিকে  
ক্রুরদৃষ্টিতে অবলোকন করিবে না,  
দুৰ্ব্বাক্যও শুনাইবে না । মন দ্বারাও  
স্বামীর অশ্রিয়-কার্য্য করিবে না । যে  
স্ত্রী কায়মনোবাক্যে সৰ্ব্বদা প্রিয়-কার্য্যানুষ্ঠান  
দ্বারা ভর্তাকে পরিতুষ্ট করেন, তিনি ব্রহ্ম-

পদং লভেৎ ॥ ১০৪ ॥ ন'ব্রহ্মকং নিরীক্ষেত  
নাশ্রয়ঃ সন্তাষণং চরৎ ॥ ন চাঙ্গং দর্শয়েদজ্ঞান  
ভর্তুরাঙ্গানুসারিনী ॥ ১০৫ ॥ তিষ্ঠেৎ পিত্রো-  
বশে বাল্যে ভর্তুঃ সস্তাপ্রযোবনে । বার্জক্যে  
পতিবন্ধনাং ন পতঙ্গা ভবেৎ কচিৎ ॥ ১০৬ ॥  
অজ্ঞাত-পতিমর্যাদাগজ্ঞাত-পতিসেবনাম্ ।  
নোদ্বাহয়েৎ পিতা শল্যমজ্ঞাতধর্ম্মশাসনাম্ ॥  
১০৭ ॥ নরমাংসং ন ভুঞ্জীয়াদ্ভুক্তিপশু-  
স্তথা । বহুপকারকান্ গাং মাংসাদান  
বশবর্জিতান্ ॥ ১০৮ ॥ মলানি গ্রাম্য-বহ্মানি  
মূলানি বিবিধানি চ । ভূমিজাতানি সৰ্ব্বানি  
ভোজ্যানি স্বেচ্ছয়া শিবে ॥ ১০৯ ॥ অধ্যাপনং  
যাজনকং বিপ্রাণাং ব্রতমুত্তমম্ । অশক্ণো

পদ লাভ করেন । ভর্তার আঙ্গানুসারিনী  
নাথী, অশ্রু পুরুষের মুখ দেখিবে না, অশ্রু  
পুরুষের সহিত সন্তাষণ করিবে না, অশ্রু  
পুরুষকে স্ত্রীয়া অঙ্গ দেখাইবে না । ১০০—  
১০৫ । স্ত্রীজাতি বাল্যকালে পিতার বশবর্তিনী,  
যৌবনকালে ভর্তার বশবর্তিনী, বার্জক্যাবস্থায়  
পতি-বাক্যবগণের বশবর্তিনী থাকিবে,—কোন  
অবস্থাতেই স্বাধীন হইতে পারিবে না ।  
পিতা,—পতিমর্যাদানাজ্ঞাত, পতিসেবান-  
ভিজ্ঞা, ধর্ম্মশাসনে অনভিজ্ঞা বালিকা কজ্ঞার  
বিবাহ দিবে না । নরমাংস, নরাকৃতি-পশু  
মাংস, বহুপকারক গো এবং রমহীন মাংস-  
ভোজী জন্তু ভোজন করিবে না । হে শিবে !  
ভূমিজাত-গ্রাম্য ও বহ্ম নানাবিধ মল-  
মূল স্বেচ্ছানুসাবে ভক্ষণ করিতে পারিবে ।  
অজ্ঞানের অধ্যাপন এবং যাজনক—এই দুটো

ক্ষত্রিয়বিশাং বৃত্তৈর্নিক্সাহমাচরেৎ ॥ ১১০ ॥  
 রাজ্ঞানাক্ষত্রিয়সংগ্রামো ভূমিশাসনম্ ।  
 অত্রাশক্তৌ বনিগৃহং শূদ্রবৃত্তমথাপ্রয়েৎ ॥  
 ১১১ ॥ বাণিজ্যশক্ৰৈশ্চান্য শূদ্রবৃত্তম-  
 দুষণম্ । শূদ্রণাং পরমেশানি সেবা বৃত্তি  
 বিধীয়তে ॥ ১১২ ॥ সমাজ্ঞানাক্ষত্র বর্ণনাং  
 বিশ্রবৃত্তাবৃত্তি। অধিকারোহস্তি দেবেশি  
 দেহযাত্রাপ্রসিক্ষয়েৎ ॥ ১১৩ ॥ অদ্বৈতঃ নির্মমঃ  
 শান্তঃ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিঃ । নির্মমঃ সরো  
 নিকপটঃ স্ববৃত্তৌ ব্রাহ্মণো ভবেৎ ॥ ১১৪ ॥  
 অধ্যাপয়েৎ পুত্রবৃত্ত্য শিষ্যান্ সমাগ-

বৃত্তি উত্তম । অশক্ত হইলে ক্ষত্রিয়-বৃত্তি,  
 তাহাতে অশক্ত হইলে বৈশ্য-বৃত্তি দ্বারা  
 জীবিকানির্কাহ করিবে । সংগ্রাম ও  
 প্রজাপালনই ক্ষত্রিয়দিগের সদ্বৃত্তি । এই  
 বৃত্তি দ্বারা অশক্ত হইলে, বৈশ্য-বৃত্তি,  
 তাহাতেও অশক্ত হইলে শূদ্র-বৃত্তি  
 আশ্রয় করিবে । হে পরমেশানি ! বাণিজ্য  
 অসমর্থ বৈশ্যদিগের শূদ্র বৃত্তি অশ্রয় দৃশ-  
 য় নহে । শূদ্রদিগের সেবা-বৃত্তি বিহিত  
 আছে । ১১০—১১২ । হে দেবেশি ।  
 সমাজ্ঞ বর্ণ- ( পরাম-বর্ণ ) দিগের দেহ-রক্ষার  
 জন্ত ব্রাহ্মণবৃত্তি ভিন্ন সকল বৃত্তিতেই  
 অধিকার আছে । স্ববৃত্তি-স্থিত ব্রাহ্মণ,—  
 দ্বৈতশূদ্র, মমতাবর্জিত, শান্ত, সত্যবাদী,  
 জিতেন্দ্রিয়, মামসর্ঘ্যবহিত ও অকপট  
 হইবেন ; সংপথাবলম্বী শিষ্যদিগকে পুত্র-  
 গোষ্ঠে অধ্যয়ন করাইবেন ; মর্ক্সলোক-  
 হিতৈষী ও পক্ষপাত-শূন্য হইবেন ।

বর্ত্তিনঃ । মর্ক্সলোকহিতৈষী স্ত্রাং পক্ষ  
 পাতনিনির্মুখঃ ॥ ১১৫ ॥ মিথ্যালাপমস্ত্যাক  
 বাসনীপ্রিয়ভাষণম্ । নীচৈঃ প্রসক্তিং দত্তক  
 মর্ক্সথা ব্রাহ্মণস্ত্যাজেৎ ॥ ১১৬ ॥ যুগ্মসা  
 গহিতা মর্ক্সো মম্যাতৈঃ সন্ধিরক্ষণা । মৃত্যু-  
 র্জয়ো বা যুদ্ধে দু রাজ্ঞান্যং বরাননে ॥  
 ১১৭ ॥ আলোভী স্ত্রাং প্রজাবিতে গৃহীয়াং  
 মগ্নিতং করম্ । রক্ষণক্ষীকৃতং ধর্ম্যং পুত্র-  
 বৎ পালয়েৎ প্রজাং ॥ ১১৮ ॥ স্ত্রাং যুদ্ধং  
 তথা সন্ধিং কৰ্ম্মাণ্যস্তানি যানি চ ।  
 মগ্নিভিঃ সহ কুব্ধীত বিচার্য মর্ক্সথা  
 নৃপঃ ॥ ১১৯ ॥ ধর্ম্মযুদ্ধেন যোদ্ধব্যং স্ত্রায়েদন্ত-  
 পুত্রক্ষিণাঃ । করণীয়া যথাসক্তিং সন্ধিং  
 কুর্ঘাদযথাবলম্ ॥ ১২০ ॥ উপাটৈঃ সাধয়েৎ

ব্রাহ্মণ,—মিথ্যা-কথা, অস্থয়া, বাসন  
 ( মগ্নাদ্যুতাদি ), অপ্রিয় বাক্য, নীচলোকের  
 সহিত মৎসর্গ এবং দত্ত মর্ক্সথা করিবেন  
 না । হে বরাননে ! ক্ষত্রিয়দিগের পক্ষে  
 সন্ধি অবধারণ হইলে যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা  
 নিন্দনীয় । সম্মানপূর্ব্বক সন্ধি স্থির  
 রাখিবেন এবং যুদ্ধে জয় বা মৃত্যু—উভয়ই  
 উত্তম । রাজা, প্রজার ধনে আলোভী  
 হইবেন, নিঃসমত কর গ্রহণ করিবেন এবং  
 পীকৃত ধর্ম্ম রক্ষাপূর্ব্বক প্রজাসমূহকে পুত্র-  
 বৎ প্রতিপালন করিবেন । ১১৩—১১৮ ।  
 স্ত্রাং, যুদ্ধ, সন্ধি এবং অস্ত্রাচ্ছ রাজকীয়  
 কার্য্য সকল, রাজা সর্বদা মমিগণের সহিত  
 বিচারপূর্ব্বক করিবেন । ধর্ম্মসম্মত যুদ্ধ  
 করিবেন, স্ত্রায়েতঃ দত্ত ও পুত্রক্ষার করিবেন

কার্য্যং যুদ্ধং সাক্ষিক শত্রুভিঃ । উপায়ানুগতঃ  
সৰ্ব্বা জয়ক্ষেমবিভূতয়ঃ ॥ ১২১ ॥ শ্রীচ-  
ক্ষত্রিরতঃ সদা বিজয়প্রিয়ঃ । ধীরো  
বিপত্তৌদম্বেচ শীঘ্রবান্ সঙ্গি ভব্যী ॥ ১২২ ॥  
নিপুণো দুর্গমংকারে শত্রুনিগ্রহবিচক্ষণঃ ।  
স্বমৈত্র্যভাবাঘেযী আচ্ছিন্নয়েদ্রণকৌশলম্ ॥  
১২৩ ॥ ন হস্তমুচ্ছিতং যুদ্ধে ভ্যক্তশস্ত্রিন্  
পরাভূষম্ । বলানীতান্ রিপূন দেবি  
রিপুনাশিশুনপি ॥ ১২৪ ॥ জয়দক্ষানি  
বস্ত্রানি সন্ধিপ্রাপ্তানি বাসি চ । বিত্তবেৎ  
তানি মৈত্র্যভ্যো যথাযোগ্যবিভাগতঃ ॥  
১২৫ ॥ শৌৰ্য্যং বৃদ্ধক যোদ্ধাং জেতুং

এবং বলানুসাবে যথাশাস্ত্র সন্ধি করিবেন ।  
উপায় দ্বারা কার্য্য সম্পন্ন করিবেন এবং  
শত্রুগণের সহিত যুদ্ধ ও সন্ধি, উপায় দ্বারা  
করিবেন । যেহেতু সমস্ত জয়, মঙ্গল এবং  
ঐশ্বর্য্য—উপায়ানুগত । নীচদক্ষে রত  
হইবেন না, সৰ্ব্বদা পশ্চিমগণের প্রিয়  
হইবেন ; কার্য্যকুশল, সুশীল, পরিমিতব্যয়ী  
ও বিপত্তি সময়ে ধৈর্য্যশালী হইবেন ।  
দুর্গমংকারে নিপুণ, শত্রুনিগ্রহায় বিচক্ষণ ও  
মিজ নিজ মৈত্র্যগণের ভাবাঘেযী হইবেন  
এবং তাহাদিগকে রণ-কৌশল শিখাইবেন ।  
হে দেবি । যুদ্ধে মুচ্ছিত, ভ্যক্ত-শাস্ত্র, পশায়ন-  
ভংগব অথবা বলপূর্ব্বক আনীত শত্রুকে  
এবং শত্রুদিগেব জী ও শিশু-সন্তানদিগকে  
বিনাশ করিবেন না । যে সকল দ্রব্য জয়-  
লাভ বা সন্ধি দ্বারা প্রাপ্ত, তৎসমস্ত যথা-  
যোগ্য বিভাগে মৈত্র্যদিগকে বিতান

রাজ্য পৃথক্ পৃথক্ । বহুমৈত্র্যধিপং নৈকং  
কুৰ্য্যাদাক্ষহিতে রতঃ ॥ ১২৬ ॥ নৈকামান্  
বিশ্বমেদ্রজা নৈকং চ্যাবে মিমোজয়েৎ ।  
সাম্যং ক্রৌড়োপহাসক নীচৈঃ সহ বিব-  
র্জয়েৎ ॥ ১২৭ ॥ বহুভক্তঃ পলভ্যী  
জিজ্ঞাসুর্জানবানপি । বতমানোহপি নিদম্বে  
ধীরো দত্ত-প্রদানয়োঃ ॥ ১২৮ ॥ জয়ং বা  
চরদৃষ্ট্য বা প্রজ্ঞাভাবান্ বিলোকয়েৎ । এবং  
সজনভৃত্যানাং ভাবান্ পশ্যেৎসদাশি । ॥ ১২৯ ॥  
ক্রোধাদস্তাং প্রমাদাদ্ভা সম্মানং শাসনং তথা  
সহমা নৈব কর্তব্যং শাসিনা তদুদর্শিনা ॥  
১৩০ ॥ মৈত্র্যমেনাধিপামাত্য-বনিতাপত্য-

করিবেন । যোদ্ধাদিগের বীৰ্য্য ও চরিত্র  
রাজার পৃথক্ পৃথক্ ভাবে জানা উচিত ;  
আত্মহিতে নিরত রাজা, এক ব্যক্তিকে বহু  
মৈত্র্যের অধিপতি করিবেন না । ১১৯—১২৩  
রাজা এক ব্যক্তিকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিবেন  
না, এক ব্যক্তিকে বিচারে নিযুক্ত করিবেন  
না এবং নীচ লোকের প্রতি সমভাব প্রদর্শন  
ক্রৌড়া ও উপহাস পরিত্যাগ করিবেন ।  
নানা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইলেও মিত্রভাগী,  
জ্ঞানবান্ হইলেও জিজ্ঞাসু, বত সম্মান-  
পাত্র হইলেও দান্তশূন্য হইবেন । তিনি  
দত্ত-প্রদান বা প্রসন্নতার সময় ধীর হইবেন,  
অর্থ্য উভয় সময়েই আকাবক্ষিতে সম-  
ভাব অবলম্বন করিবেন । নরপতি অয়ং  
অথবা চারিদৃষ্টি দ্বারা প্রজাগণের আভিপ্রায়  
প্রাপ্ত করিবেন এবং তিনি প্রজা-  
তন্ত্রব্যবস্থার স্থান দর্শন করিবেন—

মোক্ষার্থঃ । পালনায়ঃ সদোদ্যমোচ্চৈঃ পালন-  
যথাবিধি ॥ ১৩১ ॥ উদ্যমঃ সত্যমর্থঃ  
বাল্যঃ চ মৃতবান্ধবান্ জরাভিভূতান্ বৃদ্ধাংশ্চ  
রক্ষয়েৎ পিতৃবনুশ্চ ॥ ১৩২ ॥ বৈশ্যানাং  
কৃষিগণিজ্যং বৃদ্ধং বিক্রি সনাতনম্ যেনো-  
পায়েন লোকানাং দেহযাত্রা প্রসিধ্যতি ॥ ১৩৩ ॥  
অতঃ সর্বাঙ্গনাং দেবি বাণিজ্যকৃষিকর্মসু ।  
প্রমাদব্যসনাশ্চ মিথ্যা শঠ্যং বিবর্জয়েৎ ॥  
১৩৪ ॥ নিশ্চিত্য বস্ত্রত্মাণ্যমুদয়োঃ সম্যগে-  
শিবে । পরস্পরাঙ্গীকরণং ক্রয়সিক্কিস্ততো  
ভবেৎ ॥ ১৩৫ ॥ মস্ত-বিগ্নিপ্ত-বালানামবি-

স্বামী ক্রোধ, দণ্ড বা প্রমাদ বশতঃ সহসা  
সম্মান বা শাসন করিবেন না । সৈন্যগণের,  
সেনাপতির ও অমাত্যবর্গের স্ত্রী, কন্যা,  
পুত্র ও ভৃত্যবর্গ রক্ষার পালনীয় ; যদি  
দোষযুক্ত হয়, তাহা হইলে যথাবিধি দণ্ডনীয়  
হইবে । ১২৭—১৩১ । উদ্যম, অসমর্থ,  
বালক, পীড়াভিভূত ও বৃদ্ধ—ইহারা মৃত-  
বান্ধব হইলে রাজা তাহাদিগকে পিতার  
জায় রক্ষা করিবেন । কৃষি-বাণিজ্যকেই  
বৈশ্যদিগের সনাতন বৃত্তি বলিয়া জানিও ;  
বৈশ্যকৃত যে কৃষি-বাণিজ্যরূপ উপায় দ্বারা  
সমস্ত লোকের শরীর রক্ষা হইয়া থাকে ।  
হে দেবি । এই হেতু বাণিজ্য ও কৃষিকর্মের  
অনবধানতা, ব্যসন, আলস্য, মিথ্যা ব্যবহার  
ও শঠতা, সর্বদা সর্বতোভাবে পরিত্যাগ  
করিবে । হে শিবে । ক্রেতা ও বিক্রেতা—  
উভয়ের সম্যতিক্রমে বস্ত্র ও ত্মাণ্য অব-  
পারিত হইলে, পরস্পর স্বীকার করিলে,

প্রাণদান প্রিয়ে । বোগাবলাস্তবুদ্ধানা-  
মসিক্কো দান-বিক্রয়ো ॥ ১৩৬ ॥ ক্রয়সিক্কি-  
রদৃষ্টানাং গুণশ্রবণতো ভবেৎ । বিপর্যয়ে  
তদগুণানামগ্ৰাণা ভবতি ক্রয়ঃ ॥ ১৩৭ ॥  
কুঞ্জরোষ্ট্ররক্ষাণাং গুণশ্রবণতো ভবেৎ ।  
বিপর্যয়ে তদগুণানামগ্ৰাণা ভবতি ক্রয়ঃ ॥  
১৩৮ ॥ কুঞ্জরোষ্ট্ররক্ষাণাং গুণদোষপ্রকা-  
শনাৎ । বর্ষাতীতেহপি তৎ ক্রয়মগ্ৰাণা  
কর্ত্তুমর্কতি ॥ ১৩৯ ॥ ধর্মার্থকামমোক্ষাণাং  
ভোজনং মানবং বপুঃ । অতঃ কুলেশি তৎ-  
ক্রয়ো ন সিধ্যোগ্য শাসনাৎ ॥ ১৪০ ॥ যব-  
গোধূমধাত্যানাং লাভোহর্ষেণৈবগতেপ্রিয়ে । যুক্ত-

ক্রয় সিক্ক হইবে । হে প্রিয়ে । মস্ত,  
বিগ্নিপ্ত, শোকার্ত্ত, বিশেষ উৎকণ্ঠিত,—  
বালক, শত্রু-গৃহীত এবং রোগ-প্রভাবে  
ভ্রান্ত-বুদ্ধিদিগের কৃত দান-বিক্রয় অসিক্ক ।  
অদৃষ্ট বস্ত্রব গুণ শ্রবণেই ক্রয় সিক্ক হয়,  
কিন্তু তদগুণের বিপর্যয় হইলে বিক্রয়  
অসিক্ক হইবে । হস্তী, উষ্ট্র ও অশ্বদিগের  
গুণ-শ্রবণে ক্রয়সিক্কি হয় ; পরন্তু যদি  
বর্ণিত গুণ না থাকে, তাহা হইলে সেই  
ক্রয় অসিক্ক হইবে । হস্তী, উষ্ট্র ও  
অশ্বদিগের গুণদোষ প্রকাশ হইলে এক  
বৎসর পরেও সেই ক্রয় অগ্ৰাণা করিতে  
পারিবে । ১৩২—১৩৯ । হে কুলেশ্বরী !  
মানবদেহ—ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের  
ভোজন স্বরূপ । অতএব আমার শাসন  
হেতু, এই শরীরক্রয় সিক্ক হইবে না ।  
হে প্রিয়ে । যব, গোধূম ও ধাত্যের

শচুর্ধো ধাতুনামষ্টবঃ পবিকীর্তিতঃ ॥ ১৪১ ॥  
 স্বপ্ন কুর্যো চ বাণিজ্যে তথা সার্কেষু কৰ্ম্মসু ।  
 যদ্বদঙ্গীকৃতং মৰ্ত্ত্যৈশ্চ কাৰ্য্যং শাস্ত্রসংগতম্ ॥  
 ১৪২ ॥ দক্ষঃ শুচিঃ সত্যভায়ী জিতেন্দ্রিঃ ।  
 জিতেন্দ্রিয়ঃ । অশ্রমশো নিরালস্যঃ সেবা-  
 বৃত্তো ভবেদ্রঃ ॥ ১৪৩ ॥ প্রভূর্নিত্যমগ্নো  
 মাত্ত্বশৃঙ্গায় জ্ঞানীসমা । মাত্ত্বশৃঙ্গায়  
 ভূতৈরিহামুত্র স্থধেপুভিঃ ॥ ১৪৪ ॥ ভর্তৃ-  
 মিত্রানি মিত্রানি জানীযাৎ তদরীনরীন্ ।  
 সতীতিঃ সৰ্ব্বদা তিষ্ঠেৎ প্রভোবাজ্ঞাং প্রতী-  
 ক্ষয়ন্ ॥ ১৪৫ ॥ অপমানং গৃহচ্ছিত্তং শুশ্রূষাং

( ঋণ ) বৎসবাস্তে মনের চতুর্থ অংশমাত্র  
 লাভ অর্থাৎ বৃদ্ধি হইবে। দ্বিত্যং  
 ( ঋণ ) এক বৎসবে অষ্টম অংশ  
 লাভ সিদ্ধিষ্ট হইয়াছে। স্বপ্ন, কৃষিকর্মা,  
 বাণিজ্য এবং অশ্রম সমুদায় কার্য্যই  
 মনুষ্যাগণ শাস্ত্রসংগত যাহা প্রীতি করিবে,  
 সেই করাই কবিবে। সেবা-বৃত্তিযুক্ত  
 ব্যক্তি,—দক্ষ অর্থাৎ কার্য্যকুশল, পবিত্র,  
 সত্যবাদী, জিতেন্দ্রি, জিতেন্দ্রিয়, মনোবান ও  
 নিরালস্য হইবে। ইহলোকে ও পরলোকে  
 সুখাভিলাষী ভূত্যাগণ, প্রভুকে বিমুখ হ্রাস  
 সন্মান করিবে, ভৎসনকে মাতবৎ মাত্ত্ব  
 করিবে এবং প্রভু বাক্যদিগকে দেবতাতুল্য  
 সন্মান করিবে। প্রভুব মিত্রদিগকে নিজ  
 মিত্র জ্ঞান করিবে, প্রভুর শত্রুদিগকে নিজ  
 শত্রু জ্ঞান করিবে। সকল সময়েই প্রভুর  
 আজ্ঞার প্রতীক্ষা করত মনুষ্য হইয়া আশ্রয়  
 করিবে ॥ ১৪০—১৪৫ ॥ অপমান, গৃহচ্ছিত্ত,

কথিতক যৎ । ভর্তৃপালনিকরং যচ্চ  
 গোপায়দতিমতঃ ॥ ১৪৬ ॥ অশোভঃ স্যাৎ  
 প্রামিধনে সদা প্রামিহিতে ২৩৩ । তৎসমি-  
 ধাবসদ্যং ক্রৌড়াং হাশ্বং গতিতাজ্জং ॥ ৪৭ ॥  
 ন পাপমনসা পশ্চাদপি উদ্বাহিকং যীঃ ।  
 বিবিক্তশয্যাং হাশ্বকং তাভিঃ সহ বিবর্জয়েৎ ॥  
 ১৪৮ ॥ প্রভোঃ শয্যাসনং যানং বসনং  
 ভাজনানি চ । উপানদ্রয়ণং শস্ত্রং নাত্মার্থং  
 বিনিয়োজয়েৎ ॥ ১৪৯ ॥ ক্ষমাং কৃতাপরা-  
 ধম্ভং প্রার্থয়েদত্রৈঃ প্রভোঃ । প্রাগলভ্যং  
 শ্রৌতবাদকং সাম্যাচারং বিবর্জয়েৎ ॥ ১৫০ ॥  
 সৰ্ব্বৈ বর্ণাঃ সসংবৈব্রীক্ষে দ্ব হং তথামনম

গোপনের জন্তু কথিত বাক্য এবং যাহা  
 প্রভুর পালনিকর, তাহা অতি যত্নে গোপন  
 করিবে। প্রামি-ধনে লোভশূন্য হইবে,  
 সৰ্ব্বদা প্রামি-হিতে রত থাকিবে। তাঁহার  
 মন্থধানে অসদ্যাক্য উচ্চারণ, ক্রৌড়া ও  
 হাশ্ব, পরিত্যাগ করিবে। শাস্ত্রের গৃহ-  
 দাসীদিগকেও পাপমনে দর্শন করিবে না।  
 তাহাদের সহিত বিবর্তনে শয়ন ও হাশ্ব  
 বোতুক বর্জনে করিবে। প্রভুর শয্যা,  
 আসন, যান, বসন, ভাজন অর্থাৎ পানাদি  
 পাত্র, পাছুকা, ভূষণ, শস্ত্র—আপনার প্রয়ো-  
 জনে নিয়োজিত করিবে না। যদি ভৃত্য  
 অপরাধ করে, তাহা হইলে, প্রভুর সমীপে  
 ক্ষমা প্রার্থনা করিবে। প্রভুর নিকট রহিতা,  
 শ্রৌতবাদ ( স্মার্ত্তাধি ও শাস্ত্রোক্ত ) কথা )  
 সমমতা-প্রদর্শন পরিত্যাগ করিবে। হে  
 শিব! ঐশ্বর্য্যচক্র ও তত্ত্বচক্র ব্যতীত

কুর্দারনু ভৈরবীচক্রাৎ উত্তরচক্রাদুত্তে শিনে ॥  
 ১৫১ ॥ উত্তর মহেশানি শৈবোচ্চাঃ  
 প্রকীৰ্ত্তিতঃ । তথাদানে চ পানে চ বর্ণভেদো  
 ন বিদ্যতে ॥ ১৫২ ॥ শ্রীদেবীবাচ । কিমিদং  
 ভৈরবীচক্রং উত্তরচক্রং কীদৃশম্ । তৎ সৰ্বং  
 শ্রোতুমিচ্ছামি কৃপয়া বক্তুমর্হসি ॥ ১৫৩ ॥  
 শ্রীমদাশ্বিন উবাচ । কুলপূজাবিধৌ দেবি  
 চক্রানুষ্ঠানমীরিতম্ । বিশেষপূজা সময়ে ৬৭  
 কার্যং সাধকোক্তমৈঃ ॥ ১৫৪ ॥ ভৈরবীচক্র-

সকল বর্ণ স্ব স্ব বর্ণের সহিত ব্রাহ্মবিবাহ ও  
 ভোজন করিলে । কিন্তু হে মহেশানি ।  
 উত্তর মলেই অর্থাৎ উত্তরচক্রে ও ভৈরবী-  
 চক্রে নৈব-বিবাহ কথিত হইয়াছে এবং  
 ঐ মলে অদন অর্থাৎ ভোজন ও পানের  
 সময় বর্ণভেদ নাই । তাৎপর্য্য ( এই হুই  
 শ্লোকের ) এই যে, নৈব-বিবাহে বর্ণবিচার  
 নাই এবং নৈব-বিবাহে বিবাহিতা স্ত্রী চক্র-  
 দ্বয়ে প্রশস্ত,—অতঃ সকল কার্যে ব্রাহ্ম  
 বিবাহে বিবাহিতা পত্নীই প্রশস্ত ; চক্রদ্বয়ে  
 আহারে জ্ঞাতিভেদ নাই,—অতঃ সময়ে  
 আছে । ১৪২—১৫২ । শ্রীদেবী কহিলেন,—  
 এই ভৈরবীচক্রে কি উত্তরচক্রই বা কিরূপ ?  
 আমি তৎসমস্ত প্রণ কহিতে ইচ্ছা করি,  
 কৃপা করিয়া বল । শ্রীমদাশ্বিন কহিলেন,—  
 হে দেবি । কুলপূজা-বিধিতে চক্রানুষ্ঠান  
 কথিত হইয়াছে । সাধকোক্তমদিগের বিশেষ  
 পূজা-সময়ে তাহা কৰ্ত্তব্য হে প্রিয়ে ।  
 ভৈরবীচক্র বিষয়ে তাদৃশ কোন নিয়ম  
 নাই ; যে কোন সময়ে এই শুভ ভৈরবী-

বিষয়ে ন তাদৃশ নিয়মঃ প্রিয়ে । বথাসময়ঃ  
 মানাদ্য কুর্য্য চক্রমিদং শুভম্ ॥ ১৫৫ ॥  
 বিধনমগ্ৰ বহ্য্যামি সাধকানাং শুভাবহম্ ।  
 আরাধিতা যেন দেবী তুৰ্ণং যচ্ছক্তি বাঞ্ছিতম্ ॥  
 ১৫৬ ॥ কুমাচার্য্যো রম্য ভূমিত্যে  
 মূষমম্ । কামাদ্যনাস্ত্রীজেন সংশোধো-  
 গনির্শেৎ ততঃ ॥ ১৫৭ ॥ সিন্দুরেন কুসীদেন  
 কেবলেন জলেন বা । ত্রিকোণং চতুঃশ্রক  
 মণ্ডলং রচয়েৎ সুবীঃ ॥ ১৫৮ ॥ বিচিত্রখট-  
 মানীয় দধ্যাক্তনিমুক্তিতম্ । ফলপত্রবসংযুক্তং  
 সিন্দুভিলকান্বিতম্ ॥ ১৫৯ ॥ সুবাসিতজল-  
 পূর্ণং মণ্ডলে তত্র সাধকঃ । প্রণম্য তু-  
 সংস্থাপ্য ধূপ-দীপো-প্রদর্শয়েৎ ॥ ১৬০ ॥  
 সংপূজ্য গন্ধপুষ্পাদ্যাং চিত্তয়েদিষ্টদেবতম্ ।

চক্র করিবে । সাধকগণের মঙ্গল-কর ভৈরবী-  
 চক্রের বিধান বলিতেছি ; যদ্বারা আরা-  
 ধিতা হইলে, ভগবতী মন্তর বাঞ্ছিত ফল  
 প্রদান করেন । কুমাচার্য্য রম্য ভূমিতে  
 উত্তম আসন বিছাইয়া কামাদ্য অগ্ন অর্থাৎ  
 “ক্লীং ফট্” এই মন্ত্র দ্বারা ঐ আসন  
 শোধনান্তর তাহাতে উপবেশন করিবেন ।  
 সুবুদ্ধি ব্যক্তি,—সিন্দুর, রক্তচন্দন অথবা  
 কেবল অগ্ন দ্বারা ত্রিকোণ ও চতুর্ভুজ  
 চতুঃশ্রক মণ্ডল প্রস্তুত করিবেন । সাধক,  
 বিচিত্র খট আনয়ন করিবে তাহাকে ক্রমে  
 দবি ও অক্ষত-যুক্ত, ফল-পত্রবোপেক্ত, সিন্দুর-  
 ভিলকযুক্ত এবং সুবাসিত-জল-পূর্ণ করিয়া  
 প্রণবোচ্চারণান্তে সেই মণ্ডলে স্থাপনপূর্ব্বক  
 ধূপ দীপ দেখাইবে । ১৫৩—১৬০ । গণ-

সংক্ষেপপূজাবিধি। তত্র পূজাঃ সমাচরেৎ ॥  
 ১৬১ ॥ বিশেষমাত্র বক্ষ্যামি শৃণুধামরবন্দিতে  
 গুৰ্বাদিনবপাত্রাণাং নাত্র স্থাপনমিধ্যাক্ত ॥  
 ১৬২ ॥ যথেষ্টং তত্ত্বমাদায় সংস্থাপ্য  
 পুরতো ত্রতীং প্রোক্ষয়েদকমলৈঃ দিব্য-  
 দৃষ্ট্যাবলোকয়েৎ ॥ ১৬৩ ॥ অলিঘ্রৈঃ গন্ধ-  
 পুষ্পাং দত্ত্বা তত্র বিচিন্তয়েৎ । আনন্দ-  
 ভৈরবীং দেবীমানন্দভৈরবং তথা ॥ ১৬৪ ॥  
 নবযৌবনসম্পন্নং তরুণাকর্ণবিগ্রহাম্ ।  
 চাক্রহাসামৃতভাসোন্নসদনপঙ্কজাম্ ॥ ১৬৫ ॥  
 নৃত্যগীতকৃতামোদাং নানাভরণভূষিতাম্ ।  
 বিচিত্রবসনাং ধ্যায়েদ্রাভিষেকরাসুজাম্ ॥ ১৬৬ ॥

পুষ্প দ্বারা অর্চনা করিয়া ইষ্টদেবতার ধ্যান  
 করিবে এবং সংক্ষেপপূজা বিধি অনুসারে  
 তাহাতে পূজা করিবে । হে সুর-বন্দিতে ।  
 ইহাতে যাহা বিশেষ আছে, তাহা বলিতেছি  
 অৰণ কর । ইহাতে গুরু প্রভৃতির নয়টি  
 পাত্র স্থাপন প্রয়োজনীয় নহে । ত্রতী,  
 যথেষ্ট তত্ত্ব সমুখে সংস্থাপন করিয়া  
 অক্স অর্থাৎ 'ফট্' মন্ত্র দ্বারা প্রোক্ষিত  
 করিয়া দিব্যদৃষ্টি অর্থাৎ অনিমিত্ত-দর্শন  
 দ্বারা অবলোকন করিবে । অনন্তর অলিঘ্রৈঃ  
 অর্থাৎ মন্যপাত্রে গন্ধপুষ্প প্রদান করিয়া,  
 তাহাতে আনন্দভৈরবী দেবী ও আনন্দ-  
 ভৈরবের ধ্যান করিবে । (আনন্দভৈরবীর  
 ধ্যান) বালসূর্য্যের আয় দীপ্যমানমূর্ত্তি,  
 মনোরম-হাস্য-সুধার কমলীয় কান্তি দ্বারা  
 শোভমান-মুখ-কমলা, নৃত্যগীতে আনন্দিতা,  
 নানালঙ্কার-বিভূষিতা, বিচিত্র-বসনা, বরাভয়-

ইত্যনন্দময়ীং ধাত্বা আরোহণানন্দভৈরবম্ ॥  
 ১৬৭ ॥ কর্পূরপুৰুষবলং কমলায়তাকং  
 দিব্যাস্ররাত্রপভূষিতদেহকান্তিম্ । বামেণ  
 পানিকমলেন সুধাত্যপাত্রং দক্ষিণে শুদ্ধি-  
 গুটিকাং দধতং স্মরামি ॥ ১৬৮ ॥ ধ্যায়েৎ সমু-  
 ভ্রমং তত্র সামরত্বে বিচিন্তয়ন । প্রপদাদি-  
 নমোহন্তেন নামমন্ত্রেণ দেশিকঃ । সংপূজ্য  
 গন্ধ-পুষ্পাভ্যাং শোধয়েৎ কারণং ততঃ ॥  
 ১৬৯ ॥ পাশাদিত্রিকবীজেন গাহান্তেন  
 কুলার্চকঃ । অষ্টোত্তরশতশ্রুত্যা জপন  
 হেতুং বিশোধয়েৎ ॥ ১৭০ ॥ গৃহকাঠৈক-  
 চিত্তনাং গৃহিণাং প্রবলে কলৌ । আদ্যতব-

করাকে ধ্যান করিবে । ১৬১—১৬৬ ।  
 এইরূপে আনন্দভৈরবীর ধ্যান করিয়া,  
 আনন্দভৈরবকে স্মরণ করিয়া ধ্যান করিবে ।  
 (আনন্দভৈরবের ধ্যান) কর্পূর-রাশির আয়  
 শুক্রবর্ণ, কমলের আয় বিশালনেত্র, দিব্য-  
 বসনে ও দিব্য-ভূষণে বিভূষিত দেহকান্তি,  
 বাম-পানিকমল দ্বারা সুধাপূর্ণ পাত্র এবং  
 দক্ষিণ-পানিকমল দ্বারা শুদ্ধি-গুটিকাধারীকে  
 স্মরণ করি । সাধক এইরূপে উভয়ের ধ্যান  
 করিয়া সেই সুরাপাত্রে উভয়ের সম-রসতা  
 চিন্তা করত আদ্যতে প্রব, অস্তে নমঃ-সং-  
 যুক্ত নাম-মন্ত্র পাঠ করিয়া গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজা  
 করণানন্তর সুরা শোধন করিবে । কুলপূজক,  
 গাহান্ত-পাশাদি বাজত্ৰয় অর্থাৎ "জাং হ্রীং  
 ত্রেলাং জাহা" এই মন্ত্র একশত অষ্টবার জপ  
 করিয়া হেতু অর্থাৎ সুরা শোধন করিবেন ।  
 প্রবল কলিকালে একমাত্র গৃহকার্য্য ।

প্রতিনিধি বিধেয়ং মধুরত্বম্ ॥ ১৭১ ॥  
 ত্বং সিতা গান্ধিকঞ্চ বিজ্ঞেয়ং মধুরত্বম্ ।  
 অলিপমিদং মত্বা দেবতায়ৈ নিবেদয়েৎ ॥  
 ১৭২ ॥ স্তম্ভাবাং কলিজ্ঞানঃ কামবিভ্রান্ত  
 চেতসঃ । তদ্রূপেণ ন জানন্তি শক্তিং  
 সামান্তবুদ্ধয়ঃ ॥ ১৭৩ ॥ অতন্তেয়াং প্রতি-  
 নিধৌ শেষতত্ত্ব পার্শ্বতি । ধ্যানং দেব্যাঃ  
 পদান্তোজৈঃ স্বেষ্টমঙ্গলপত্থা ॥ ১৭৪ ॥  
 ততস্ত্ব প্রাপ্ততত্ত্বানি পল্লবাদীনি যানি চ ।  
 প্রত্যেকং শতধামেন মনুনা চাভিমন্ত্রয়েৎ ॥  
 ১৭৫ ॥ সর্বং ব্রহ্মময়ং ধাত্বা নিমীল্য

কামনাং নিবিষ্টচিত্ত গৃহস্থদিগের আদ্যভক্তের  
 প্রতিনিধি পক্ষে মধুরত্ব বিধেয় ।  
 ১৬৭—১৭১ । ত্বং সিতা অর্থাৎ চিনি ও  
 মধু মধুরত্ব বলিয়া জ্ঞাতব্য । ইহাকে অলি-  
 রূপ অর্থাৎ গদ্যস্বরূপ মনে করিয়া দেবতাকে  
 নিবেদন করিবে । কলিজাত মনুষ্য সকল  
 স্তম্ভাবতঃ কাম দ্বারা বিভ্রান্ত-চিত্ত, অতএব  
 সামান্ত-বুদ্ধি; শক্তিকে অর্থাৎ নারীকে  
 শক্তিরূপে জানিতে পারিবে না । হে  
 পার্শ্বতি । অতএব তাহাদিগের পক্ষে শেষ-  
 তত্ত্বের অর্থাৎ গৈথুন-তত্ত্বের প্রতিনিধিতে  
 দেবীর পাদপদ্ম ধ্যান ও ইষ্টমঙ্গল জপ  
 করিতে হইবে । অনন্তর মাংস প্রভৃতি  
 যাহা প্রাপ্ত অর্থাৎ কলিকালে আদুষিত;  
 প্রত্যেক, সমস্ত তত্ত্বের উক্ত মন্ত্র ( আং  
 ক্রীং ক্রোং স্বাহা ) দ্বারা শতবার অভিমন্ত্রিত  
 করিবে । পরে আনীত সমুদায় বস্তু ব্রহ্মময়  
 জ্ঞান করিয়া নয়নদ্বয় নিমীলনপূর্বক

নয়নদ্বয়ম্ । নিবেদ্য পূর্ববৎ কালো পান-  
 ভোজনমাচরেৎ ॥ ১৭৬ ॥ ইদং তৈরবী-  
 চক্রং সর্বতন্ত্রেযু গোপিতম্ । তবাত্রে  
 কথিতং ভজে সারংসারং পরাংপরম্ ॥ ১৭৭ ॥  
 বিবাহো তৈরবীচক্রে তত্ত্বচক্রেহপি পার্শ্বতি ।  
 সর্বথা সাধকশ্রেষ্ঠে কৰ্ত্তব্যঃ শৈববর্জনা ॥ ১৭৮ ॥  
 বিনা পরিণয়ং বীরঃ শক্তিসেবাং সমাচরন ।  
 পরস্ত্রীগামিণাং পাপং প্রাপ্নুয়ামাত্র সংশয়ঃ ॥  
 ১৭৯ ॥ সম্প্রাপ্তে তৈরবীচক্রে সর্বৈ বর্ণা  
 দ্বিজোত্তমাঃ । নিবৃন্তে তৈরবীচক্রে সর্বৈ  
 বর্ণাঃ পৃথক্ পৃথক্ ॥ ১৮০ ॥ মাত্র জাতি-  
 বিচারোহস্তি নোচ্ছিষ্টাদিবিবেচনম্ । চক্রে  
 মধ্যগতা বীরা মম রূপা নচাশ্রিতা ॥ ১৮১ ॥

পূর্ববৎ কালীকে নিবেদন করিয়া পান  
 ও ভোজন করিবে । ১৭২—১৭৬ । হে  
 ভজে । এই তৈরবীচক্র,—সার হইতেও  
 সার, শ্রেষ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠ । সর্বতন্ত্রে  
 গোপিত আছে । ইহা তোমার নিকট  
 কথিত হইল । হে পার্শ্বতি । তৈরবীচক্রে  
 ও তত্ত্বচক্রে শৈব-পদ্ধতিক্রমে বিবাহ-কার্য্য  
 সম্পাদন করা সাধকশ্রেষ্ঠের কৰ্ত্তব্য । বিনা  
 পরিণয়ে শক্তিসেবী বীর সাধক, পরস্ত্রী-  
 গামীদিগের পাপ অর্থাৎ তৎপাপ সদৃশ পাপ  
 প্রাপ্ত হইবে, ইহাতে সন্দেহ নাই । তৈরবী-  
 চক্রে আরক্ত হইলে সর্বজাতীয় ব্যক্তিই  
 দ্বিজশ্রেষ্ঠ । তৈরবীচক্র সমাপ্ত হইলে  
 সমুদায় বর্ণই পৃথক্ পৃথক্ । এই তৈরবী-  
 চক্রে মধ্যে জাতি-বিচার নাই, উচ্ছিষ্টাদি-  
 বিচারও নাই । চক্রমধ্য-গত বীর সাধকগণ

ন দেশকালনিয়মো ন বা পাত্ৰবিচারণম্ ।  
যেন কেনাছত্তং জব্যং চক্রেহস্মিন্ বিনি-  
যোজয়েৎ ॥ ১৮২ ॥ দূরদেশাৎ সমাজীতং  
পকং বাপকমেব বা । বীরেণ পশুনা বাপি  
চক্রমধ্যগতং • শুচিঃ ॥ ১৮৩ ॥ চক্রারস্তে  
মহেশানি বিদ্যাঃ সৰ্ব্বৈ ভ্রাকুলাঃ । বিভীতা-  
স্তে পলায়ন্তে বীরাণাং ব্রহ্মতেজসা ॥ ১৮৪ ॥  
পিণ্ডাচা শুষ্কা যক্ষা বেতলাঃ জুরজাতয়ঃ ।  
শ্রুত্বা ভৈরবীচক্রং দূরং গচ্ছন্তি মাধবসম ॥  
১৮৫ ॥ তত্র তীর্থানি সৰ্ব্বানি মহাতীর্থাদি-  
কানি চ । সেত্ৰামরণাঃ সৰ্ব্বৈ তত্রানচ্ছন্তি  
সাদরম্ ॥ ১৮৬ ॥ চক্রস্থানং মহাতীর্থং  
সৰ্ব্বতীর্থবিকং শিবে । ত্রিশা যত্র বাস্তুতি

আমারই স্বরূপ, অত্যা নাহি । ১৭৭—১৮১  
এই চক্রে দেশ-কাল-নিয়ম নাহি, পাত্ৰ-  
বিচার নাহি । যে কোন ব্যক্তি কর্তৃক  
আহৃত জব্য নিয়োজিত করিবে । বীরাচারী  
বা পশুচারী কর্তৃক দূরদেশ হইতে আনীত  
পক বা অপক জব্য চক্রমধ্যগত হইলেই  
পবিত্র । হে মহেশ্বর ! ভৈরবীচক্রের  
আরম্ভ সময়ে বীরগণের ব্রহ্মতেজঃ-প্রভাবে  
উদ্ভিন্ন ও ভীত হইয়া বিদ্রমমুদয় পলায়ন  
করে । পিণ্ডাচ, শুষ্ক, যক্ষা, বেতাল এবং  
অপরূপ সমস্ত জুরজাতি, ভৈরবীচক্র  
শ্রবণ করিষ্যমাত্র জয় পাইয়া দূরে গমন  
করে । সেই স্থানে সমুদায় তীর্থ, মহাতীর্থ  
প্রভৃতি এবং দেবরাজের সহিত সকল  
দেবগণ আদর-সহকারে আগমন করেন ।  
হে শিবে । চক্রস্থান মহাতীর্থ, স্তুরাং

তব নৈবেদ্যমুত্তমম্ ॥ ১৮৭ ॥ স্নেহেন  
খপচেনাপি কিরাতেনাপি হৃণুনা । আমং  
পকং যদানীতং বীরহস্তাপিতং শুচিঃ ॥ ১৮৮ ॥  
দৃষ্টা তু ভৈরবীচক্রং মম রূপাংচ সাধকানু ।  
মুচ্যন্তে পাপপাশেষা কলিকায়দমিতাঃ ॥  
১৮৯ ॥ এবল কলিকালে তু ন কুর্ধ্যাচ্চক্র-  
গোপনম্ । সৰ্বত্র সৰ্বদা বীরা সাধয়েৎ  
কুলসাধনম্ ॥ ১৯০ ॥ চক্রমধ্যে বৃথালপং  
চাক্ষাৎ বহুভাষণম্ । নিষ্ঠাবনমধোবাযং  
বর্ণভেদং বিবৰ্জয়েৎ ॥ ১৯১ ॥ জুরানু  
খলানু পশুনা পাপানু নাস্তিকানু কুলদুষকানু ।  
নিদকানু কুলশাস্ত্রাণাং চক্রাদুরতরং

সমুদায় তীর্থ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ; যাহাতে  
দেবতারাও তোমার উত্তম নৈবেদ্য দানে  
ইচ্ছা করেন । ১৮২-১৮৭ । স্নেহে,  
খপচ, কিরাতে অথবা হৃণ কড়ক আনীত  
আম বা পক জব্য বীর-হস্তে অর্পিত হইলেই  
শুচি হইবে । কলি-কলুষ-দূষিত ব্যক্তি-  
গণ,—ভৈরবীচক্র এবং মৎস্বরূপ সাধক-  
গণকে দর্শন করিলেই পাপপাশ হইতে  
মুক্ত হয় । এবল কলিকালে চক্রানুষ্ঠান  
গোপন করিবার আবশ্যকতা নাহি । বীরা-  
চারী সকল স্থানে সকল সময়ে কুলসাধন  
করিবেন । চক্রমধ্যে বৃথালপ, চপলতা,  
বাচালতা, নিষ্ঠাবন বা অধোবায, নিঃসারণ  
এবং বর্ণভেদ অর্থাৎ বর্ণ-বিচার করিবে না ।  
জুর, খল, পশুচারী, পাপী, নাস্তিক, কুল-  
দুষক এবং কুলশাস্ত্রের নিদকদিগকে চক্র  
হইতে দূরে ত্যাগ করিবে । যেহেতু তা

তাজে ॥ ১১২ ॥ মেহাভয়াদানুরক্তা পশু-  
চক্রে প্রবেশয়ন । কুলধর্ম্মাৎ পরিভ্রষ্টো  
বীরোহপি নরকং ভ্রাজে ॥ ১১৩ ॥ ব্রাহ্মণাঃ  
ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রাঃ সামান্ত্যজাতয়ঃ ।  
কুলধর্ম্মাভিতা যে বৈ পূজ্যাস্তে দেববৎ  
সদা ॥ ১১৪ ॥ বর্ণাভিমানাচক্রে তু বর্ণভেদং  
করোতি যঃ । স যাতি বোরনিরয়মপি  
বেদান্তপারগঃ ॥ ১১৫ ॥ চক্রান্তর্গতকোলামাং  
সাধুনাং শুদ্ধচেতসাম্ । সাক্ষাচ্ছিবস্বরূপাণাং  
পাপাশঙ্কা ভবেৎ কৃতঃ ॥ ১১৬ ॥ যাবদ্-  
। সন্তি চক্রেষু বিপ্রাদ্যাঃ শৈবমার্গিণঃ ।  
গবন্তু শান্তবাচারাংচরেয়ুঃ শিবলাসনাং ॥  
১১৭ ॥ চক্রাধিনিঃসৃত্যঃ সর্বে স্বধবর্ণা-  
গ্রমোদিতম্ । লোকযাত্রাপ্রসিদ্ধাধিঃ কুর্গ্যাঃ

অনুরাগ হেতুক পঞ্চাচারীদিগকে চক্রে  
প্রবেশ করাইলে বীরাচারীও কুলধর্ম্ম-ভ্রষ্ট  
হইয়া নরকে গমন করিবে । ১১৮—১১৩ ।  
যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র বা সামান্ত্য  
জাতি, কুলধর্ম্মাবলম্বী হইবে, তাঁহার সর্বদা  
দেববৎ পূজ্য । যিনি বর্ণাভিমান বশতঃ  
চক্রে বর্ণভেদ করিবেন, তিনি বেদান্তপারগ  
হইলেও বোর-নরকগামী হইবেন । পবিত্র-  
মনা সাধু এবং সাক্ষাৎ শিবস্বরূপ চক্রান্তর্গত  
কৌলিকদিগের কোথা হইতে পাপাশঙ্কা  
হইবে ? শৈব-মার্গাবলম্বী বিপ্রাদিগণ যাবৎ  
চক্রমধ্যে অবস্থিতি করেন, শিবের আদেশ-  
ক্রমে তাহা শান্তবাচার অনুষ্ঠান করিবেন ।  
ইহারা সকলে চক্র হইতে বিমুক্ত হইয়া  
লোকযাত্রা-নির্বাহের নিমিত্ত স্ব স্ব বর্ণ ও

কর্ম্ম পৃথক পৃথক ॥ ১১৮ ॥ পুরুষা-  
শতেনাপি শব্দমুচ্চিৎসনাৎ ॥ চক্রমধ্যে  
সংজ্ঞাপ্তা তৎফলং লভতে সুখীঃ ॥ ১১৯ ॥  
ভৈরবীচক্রমাধ্যাত্য কো বা যিকুং ধামো  
ভবেৎ । সফদেতৎপ্রকুর্বাণঃ সর্কেঃ পাপৈঃ  
প্রগুচ্যতে ॥ ১২০ ॥ যগামং ভূমিপালঃ স্ত্রীধ্বং  
মৃত্যুঞ্জয়ঃ স্বয়ম্ । নিত্যং সমাচরনু গঠো  
ব্রহ্মনির্বাণমাপ্নয়াৎ ॥ ১২১ ॥ বহুনা কিমি-  
হোক্তেন সত্যং জানীহি কালিকে । ইহা-  
মুক্ত সুখাবাপ্তো কুলমার্গো হি নাপরঃ ॥ ১২২ ॥  
কলেঃ প্রাবল্যসময়ে সর্কধর্ম্মবিবর্তিজতে ।  
গোপনাৎ কুলধর্ম্মাচ্চ কোলোহপি নারকী  
ভবেৎ ॥ ১২৩ ॥ কথিতং ভৈরবীচক্রং

আশ্রমোক্ত কর্ম্ম পৃথক পৃথক সম্পাদন  
করিবেন । শবাসন, মূণ্ডাসন ও চিতাসনে  
জরাজ হইয়া শত পুরুষচরণ করিলে যে ফল  
লাভ হয়, জ্ঞানী সাধক চক্রমধ্যে একবার  
জপ করিলে সেই ফল লাভ করেন ।  
১১৪—১১৯ । ভৈরবীচক্রের মাধ্যাত্য কোন  
ব্যক্তি বলিতে সমর্থ হইবে । একবার ইহা  
করিলে সমুদায় পাপ হইতে মুক্ত হয় ।  
ছয়মাস ইহা করিলে ভূপতি এবং এক  
বৎসর ইহা করিলে মৃত্যুঞ্জয় হয় । নিত্য  
আচরণ করিলে নির্বাণ-মুক্তি প্রাপ্ত হয় ।  
হে কালিকে ! এ বিষয়ে আধিক কথায়  
প্রয়োজন কি ? হে শ্রুততে । সত্য জানিও  
যে, কুলপদ্ধতি ব্যতীত ঐহিক ও পারিত্রিক  
সুখ-লাভের উপায়ান্তর নাই । সর্কধর্ম্ম-শূন্য  
কলির প্রাদুর্ভাবসময়ে কুলধর্ম্ম গোপন

ভোগমোক্ষসাধনম্ । তত্ত্বচক্রং কুলে-  
শানি সাপ্রতং বচমি তত্ত্বগু ॥ ২০৪ ॥  
তত্ত্বচক্রং চক্ররাজং দিব্যচক্রং তত্ত্বচ্যতে ।  
নাভ্রাধিকারঃ সর্বেষাং ব্রহ্মজ্ঞান সাধকান্  
বিনা ॥ ২০৫ ॥ পরব্রহ্মোপাসকো যো ব্রহ্মজ্ঞা  
ব্রহ্মতৎপরঃ । শুদ্ধাত্তঃকরণাঃ শান্তাঃ  
সর্বপ্রাণিহিতে রতাঃ ॥ ২০৬ ॥ নির্বিকারা  
নির্বিকল্যা দয়ালীনা দৃঢ়ব্রতাঃ । সত্য-  
সঙ্কল্পকা ব্রাহ্মাস্ত্র এবাত্রাধিকারিণঃ ॥ ২০৭ ॥  
ব্রহ্মভাবেণ তত্ত্বজ্ঞে যে পশ্যন্তি চরাচরম্ ।  
তেষাং তত্ত্ববিদাং পুংসাং তত্ত্বচক্রেহধি-  
কারিতা ॥ ২০৮ ॥ সর্বং ব্রহ্মময়ং ভাব-

করিলে কোলও নারকী হইবেন । ভোগ ও  
মোক্ষের একমাত্র সাধন ভৈরবীচক্র কথিত  
হইল । হে কুলেশ্বরী ! অধুনা তত্ত্বচক্র  
ধলিতেছি, তাহা শ্রবণ কর । তত্ত্বচক্র, চক্র  
সকলের রাজা । ইহা দিব্যচক্র বলিয়া  
কথিত হয় । ব্রহ্মজ্ঞ সাধক ব্যতীত ইহাতে  
সকলের অধিকার নাই । যাহারা পরমব্রহ্মের  
উপাসক, ব্রহ্মজ্ঞ, ব্রহ্ম-তৎপর, পবিত্রাত্ত-  
করণ, সর্বপ্রাণীর হিতাচরণে রত, শান্ত,  
নির্বিকার, তনু ও গুরুবাক্যে বিশ্বাসী, দয়া-  
শীল, দৃঢ়ব্রত, সত্যসঙ্কল্প এবং ব্রাহ্ম,  
ঐহ্যারাই এই তত্ত্বচক্রে অধিকারী ।  
২০০—২০৭ । হে তত্ত্বজ্ঞে ! যাহারা এই  
চরাচরকে ব্রহ্মভাবে অবলোকন করেন,  
সেই সকল তত্ত্বজ্ঞ পুরুষদিগের এই তত্ত্ব-  
চক্রে অধিকার আছে । হে দেবি ! এই  
তত্ত্ব নামক চক্রে যাহাদের "সকলই ব্রহ্মময়"

চক্রেহধিঃস্তত্ত্বমংজ্ঞকে । যেষামুৎপদ্যতে  
দেবি ত এষ তত্ত্বচক্রিণঃ ॥ ২০৯ ॥ ন  
ষট্শাপনাভ্রান্তি ন বাহুল্যেন পূজনম্ ।  
সর্বত্র ব্রহ্মভাবেণ সাধয়েৎ তত্ত্বসাধনম্ ॥  
২১০ ॥ ব্রহ্মমজী ব্রহ্মনিষ্ঠো ভবেন্দ্রকেশ্বরঃ  
প্রিয়ে । ব্রহ্মজ্ঞঃ সাধকৈঃ সার্কং তত্ত্বচক্রং  
সমারভেৎ ॥ ২১১ ॥ রম্যো স্তুনির্মলে দেশে  
সাধকানাং সুখাবহে । বিচিত্রাসনমানীয়  
কল্পয়েদ্বিমলাসনম্ ॥ ২১২ ॥ তত্রোপবিষ্টা  
চক্রেণঃ সহিতো ব্রহ্মসাধকৈঃ । আনাদয়েতু  
তত্ত্বানি স্থাপয়েদগ্রতঃ শিবে ॥ ২১৩ ॥  
তারাদিপ্রাপবীজাত্তং শতাবৃত্তা জপন  
মমুম্ । সর্বতত্ত্বেন চক্রেণ ইমং মন্ত্রগুদী-  
রয়েৎ ॥ ২১৪ ॥ ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবিত্র ব্রাহ্মণৌ

এইরূপ ভাব হয়, ঐহ্যারাই তত্ত্বচক্রী অর্থাৎ  
ঐহ্যাদিগেরই তত্ত্বচক্রে অধিকার আছে ।  
ইহাতে ষট্শাপনা নাই, বাহুল্যরূপে পূজা  
নাই । সকল স্থলেই ব্রহ্মভাবে তত্ত্ব সাধন  
করিবে । হে প্রিয়ে ! ব্রহ্ম-মহোপাসক ও  
ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি চক্রেণঃ হইবেন । তিনি  
ব্রহ্মজ্ঞ সাধকদিগের সহিত তত্ত্বচক্র আরম্ভ  
করিবেন । রমণীয় ভক্তি নির্মল এবং সাধক-  
দিগের সুখজনক এদেশে বিচিত্র আসন  
আনয়ন করিয়া, বিমল আসন কল্পনা করি-  
বেন । হে শিবে ! চক্রেণঃ সেই স্থানে  
ব্রহ্ম-সাধকদিগের সহিত উপবেশন করিয়া  
তত্ত্ব সমুদায় আশ্রয় করিবেন ও অনন্তর  
সম্মুখে স্থাপন করিবেন । চক্রেণঃ, সকল  
তত্ত্বের আদিতে তার অর্থাৎ উপরে প্রাণ-

ব্রহ্মণা হৃতম্ । ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্ম-  
কর্মসমাদিনা ॥ ২১৫ ॥ সমুদ্রা বা ত্রিধা জ্ঞেয়া  
তানি সর্বানি শোধয়েৎ ॥ ২১৬ ॥ ততো  
ব্রাহ্মণ মনুনা সমর্প্য পবমাননে । ব্রহ্মজ্ঞেঃ  
পাঠকৈঃ সাক্ষিঃ বিদ্যাং পানভোজনম্ ॥ ২১৭ ॥  
অচক্রে মহেশানি বর্ণভেদং বিবর্জয়েৎ ।  
দেশ-কালনিয়মো ন পাত্রনিয়মস্তথা ॥ ২১৮ ॥  
য কুর্ষতি নবা মুচা দিব্যচক্রে প্রমাদতঃ ।  
লভেদং বর্ণভেদং ॥ ২১৯ ॥ তে গচ্ছন্ত্যধমাং

গীত্র “হংসং” এই মন্ত্র শতবার জপ করিয়া  
এই অর্থাৎ ব্রহ্মাণ গজ পাঠ করিবে ।  
দ্বারা যজ্ঞে যতাদি আর্পণ করা যায়, তাহা  
অর্পণ-পদবাচ্য অর্থাৎ জ্ঞানাদি, তাহা ব্রহ্ম;  
তাহা অর্পিত হইতেছে অর্থাৎ যতাদি,  
তাহাও ব্রহ্ম; ব্রহ্ম-অগ্নিতে স্বয়ং ব্রহ্ম-  
কর্তৃক হৃত হইতেছে অর্থাৎ অগ্নি এবং  
হোমকর্ত্তাও ব্রহ্ম; এইরূপ ব্রহ্মকর্মে যাহার  
চৈতন্যব্রতা জন্মে, তিনি ব্রহ্মলভই  
করিয়া থাকেন ॥ ২০৮—২১৫ ॥ পূর্বোক্ত  
মন্ত্র (“ব্রহ্ম—ধিনা” মূল) সাতবার কিংবা  
তিনবার জপ করিয়া তৎসমস্ত তত্ত্ব শোধন  
করিবে । অনন্তর ব্রহ্ম মন্ত্র দ্বারা তৎসমুদায়  
পরমাত্মাতে উৎসর্গ করিয়া, ব্রহ্মজ্ঞ সাধক-  
গণের সহিত, একত্র পান ও ভোজন  
করিবে । হে মহেশ্বর! এই ব্রহ্মচক্রে  
জ্ঞাতিগত পার্থক্য পরিত্যাগ করিবে ।  
ইহাতে দেশ-কালের নিয়ম কিংবা পাত্র-  
নিয়ম নাই । যে সকল মুচা নর এই দিব্য-  
চক্রে অবস্থামতা বশতঃ বৎসরত কিংবা

গতিম্ ॥ ২১৯ ॥ অতিঃ সর্বপ্রযত্নেন ব্রহ্মজ্ঞেঃ  
সাধকোত্তমৈঃ । তত্ত্বচক্রমনুষ্ঠেয়ং ধর্ম্য-  
কামার্থ-মুক্তয়ে ॥ ২২০ ॥ শ্রীদেবীবাচ ।  
গৃহস্থানামনেষণ ধর্ম্যানকথ্যং প্রভো ।  
সন্ন্যাসবিহিতানু ধর্ম্যান কপয়া বভূবুর্হসি ॥  
২২১ ॥ শ্রীসদাশিব উবাচ । অবধূতা-  
শ্রমো দেবি কথো সন্ন্যাস উচ্যতে । বিধিনা  
যেন কর্তব্যস্তং সর্বং শৃণু সাস্ত্রাতম্ ॥ ২২২ ॥  
ব্রহ্মজ্ঞানে সমুৎপন্নে বিরতে সর্বকর্মণি ।  
অধ্যাত্মবিদ্যানিপুণঃ সন্ন্যাসাশ্রমমশ্রয়েৎ ॥  
২২৩ ॥ বিহায় বৃদ্ধৌ পিতরৌ ক্ষিত্যে জার্যাং  
পতিব্রতম্ । তাত্ত্বাহমর্ষান বৃদ্ধাঃ চ প্রব্রজন্ত

জ্ঞাতিগত বৈষম্য করিয়া থাকে, তাহা বা  
অতি নিকৃষ্টগতি প্রাপ্ত হয় । অতএব ব্রহ্মজ্ঞ—  
সাধক-প্রধান,—ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের  
নিমিত্ত সর্বপ্রকার যত্নে তত্ত্বচক্রের অনুষ্ঠান  
করিবেন ॥ ২১৬—২২০ ॥ শ্রীদেবী কহিলেন,  
—হে প্রভো ! আপনি আশেষ প্রকার গৃহস্থ-  
দিগের ধর্ম কহিয়াছেন, এক্ষণে অনুগ্রহ-  
পূর্বক সন্ন্যাস-বিহিত ধর্ম্য-সমুদায় বলুন ।  
শ্রীসদাশিব কহিলেন,—হে দেবি ! কলিযুগে  
অবধূতাশ্রমই সন্ন্যাস বলিয়া কথিত । যে  
বিধি দ্বারা সন্ন্যাস আশ্রম কর্তব্য, তাহা  
এক্ষণে প্রবণ কর । ব্রহ্মজ্ঞান, উৎপন্ন  
হইলে, সমুদায় কাম্য-কর্ম রহিত হইলে,  
অধ্যাত্ম-বিদ্যা-বিশারদ ব্যক্তি সন্ন্যাসাশ্রম  
অবলম্বন করিবেন । বৃদ্ধ পিতামাতা, শিশু  
পুত্র, পতিব্রতা ভার্যা, অসমর্থ বন্ধুবর্গ—  
এই সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া, যিনি প্রব্রজ্য

নারকী ভবেৎ ॥ ২২৪ ॥ ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো  
বৈশ্যঃ শূদ্রঃ সামান্ত্র্য এব চ । কুলাবধূত-  
সংস্কারে পঞ্চানামধিকারিতা ॥ ২২৫ ॥  
সম্পাদ্য গৃহকৰ্ম্মানি পরিতোষ্য পবানপি ।  
নির্মমো নিগম্যাস্তেহমিকায়ো বিজিতে-  
স্ত্রিয়ঃ ॥ ২২৬ ॥ অহুয় স্বজ্ঞান বন্ধুনা গ্রাম-  
জ্ঞান প্রতিবাসিনঃ । । প্রীত্যানুমতিমধিচ্ছদু-  
গৃহাঙ্জিগমিযুর্জনঃ ॥ ২২৭ ॥ তেষামধুজ্ঞা-  
মানাঃ প্রথম্য পরদেবতাম্ । গ্রামং প্রদ-  
ক্ষিণীকৃত্য নিরপেক্ষা গৃহাদিয়াৎ ॥ ২২৮ ॥  
মুক্তঃ সংসারপাশেভ্যঃ পরমানন্দনির্বৃত্তঃ ।  
কুলাবধূতং ব্রহ্মজ্ঞং গতা সংপ্রার্থয়েদিদম্ ॥  
২২৯ ॥ গৃহাশ্রমে পরব্রহ্মনু মঠেভ্যঃ

কবিবেন, তিনি নরকে গমন করিবেন ।  
কুলাবধূত-সংস্কারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য,  
শূদ্র ও সামান্ত্র্য জাতি—এই পাঁচ বর্ণেরই  
অধিকার আছে । সাধক, গৃহস্থোচিত  
কৰ্ম্ম সম্পাদন করিয়া, আত্মীয়-স্বজন  
সকলকেই পরিতুষ্ট করিয়া, যমতা-শূদ্র,  
কামনা-শূদ্র ও জিতেস্ত্রিয় হইয়া গৃহ হইতে  
নির্গত হইবে । গৃহস্থাস্রম ত্যাগ করিয়া  
গমন করিতে অভিলাষী ব্যক্তি,—আত্মীয়-  
স্বজন, বন্ধু ও প্রতিবেশিগণকে এবং গ্রামস্থ  
জনগণকে ডাকিয়া প্রীতিপূর্ণ-মনে অনুমতি  
প্রার্থনা করিবে । পরে সকলের অনুমতি  
গ্রহণান্তর অতীষ্ট-দেবতাকে প্রণাম-  
পূর্বক গ্রাম প্রদক্ষিণ কবিয়া নিরপেক্ষ-  
হৃদয়ে গৃহ হইতে নির্গত হইবে । সংসার-  
বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া পরমানন্দ-লাভে

বয়ঃ । প্রসাদং কুরু মে নারী সম্যগগ্রহণং  
প্রতি ॥ ২৩০ ॥ নিবৃত্তগৃহকৰ্ম্মানুং বিচার্য  
বিধিবদুগ্ৰঃ । শান্তং বিবেকিনং বীক্ষ্য  
দ্বিতীয়াশ্রমমাদিশেৎ ॥ ২৩১ ॥ ততঃ শিষ্যঃ  
কৃতজ্ঞানো যতাত্মা বিহিতাহিকঃ । ঋণত্রয়-  
বিমুক্ত্যর্থং দেবর্ষীনর্চয়েৎ পিতৃনু ॥ ২৩২ ॥  
দেবা ব্রহ্মা চ বিমুক্ত ব্রহ্মসং স্বর্গগৈঃ সহ  
ঋণঃ সনকাদ্যসং দেব-ব্রহ্মর্ষয়স্তথা ॥ ২৩৩ ॥  
অত্র যো পিতরঃ পূজ্যা বধ্যায়ামি শৃণু  
ভানপি ॥ ২৩৪ ॥ পিতা পিতামহশ্চৈব

সুখা হইয়া, কুলাবধূত ব্রহ্মজ্ঞের নিকট  
গিয়া ইহা প্রার্থনা করিবে, “হে পরব্রহ্মনু ।  
গৃহস্থাস্রমে আমার এই বয়স কাটিয়া  
গিয়াছে । হে নাথ । আমি এক্ষণে সম্যগ-  
গ্রহণেব নিমিত্ত উপস্থিত হইয়াছি,—  
আমার প্রতি প্রসন্ন হউন ।” ২২১—২৩০ ।  
ওর বিচার করিয়া নিবৃত্ত-গৃহকৰ্ম্মা সেই  
ব্যক্তিকে শান্ত ও বিবেক-যুক্ত দেখিয়া  
দ্বিতীয় আশ্রম আদেশ করিবেন । তদনন্তর  
শিষ্য জ্ঞান করিয়া সংযতাত্মা হইয়া  
আহিককৰ্ম্ম সমাধাপূর্বক ঋণত্রয় হইতে  
মুক্তিলাভের নিমিত্ত দেবগণ, ঋষিগণ ও  
পিতৃগণের তর্পণ করিবেন । দেবগণ—  
ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও অমৃত্যগণেব সহ ব্রহ্ম ;  
ঋষিগণ—সনক প্রভৃতি দেবর্ষি ও ব্রহ্মর্ষি-  
গণ । যে সকল পিতৃগণ সম্যগ-গ্রহণের  
সময় পূজ্য, তাহা তোমার নিকট বলি-  
তেছি—ভাবণ কর । হে দেবি । পিতা,  
পিতামহ, প্রপিতামহ,—মাতা, পিতামহী,

প্রপিতামহ এবচ্চ । মাতা পিতামহী দেবি  
তথৈব প্রপিতামহী । মাতামহাদয়োহপ্যেবং  
মাতামহাদয়োহপি চ ॥ ২৩৫ ॥ প্রাচ্যাম্বীনু  
যজ্ঞেদেবানু দক্ষিণম্ভ্যং পিতৃনু যজ্ঞেৎ । মাতা-  
মহান্ প্রতীচ্যাক পূজয়েম্যাসকর্ম্মণি ॥ ২৩৬ ॥  
পূর্ব্বাদিক্রমতো দদ্যাদাসমানাং দ্বয়ং দ্বয়ম্ ।  
দেবাদীনু ক্রমতন্তত্রাবাহু পূজাং সমাচরেৎ ।  
সমর্চ্য বিধিবৎ তেষাং পিতৃনু দদ্যাৎ  
পৃথক্ পৃথক্ ॥ ২৩৭ ॥ পিতৃপ্লদানবিধিনা  
দত্ত্বা পিতৃং যথাক্রমম্ । কৃতাজ্জলিপুটো  
ভূত্বা প্রার্থয়েৎ পিতৃদেবতাঃ ॥ ২৩৮ ॥  
তৃপ্যধ্বং পিতরো দেবা দেবর্ষিগাতৃকাগণাঃ ।  
ঔর্ণাতীতপদে যুযমনুগী কুরুতাচিয়াৎ ॥ ২৩৯ ॥

প্রপিতামহী,—মাতামহ, প্রমাতামহ, বৃদ্ধ-  
প্রমাতামহ,—মাতানন্দী, প্রমাতামহী, বৃদ্ধ-  
প্রমাতামহীকে পূজা করিতে হইবে ।  
সম্যাস গ্রহণ করিবার সময় পূর্ব্বদিকে দেব-  
গণের ও ঋষিগণের পূজা করিতে হইবে ;  
পশ্চিমদিকে মাতামহ-পক্ষের পূজা করিবে ।  
পূর্ব্বদিক্ হইতে আবস্ত করিয়া দুই দুই  
আসন স্থাপন করিবে । এই আসনে  
ক্রমশঃ দেবপ্রভৃতির আবাহন করিয়া  
পূজা করিতে আরম্ভ করিবে । অনন্তর  
যথাবিধানে সকলের অর্চনা করিয়া পৃথক্  
পৃথক্ পিণ্ডদান করিবে । ২৩১—২৩৭ ।  
এইরূপে পিণ্ডদানের বিধানানুসারে যথা-  
ক্রমে পিণ্ডদান করিয়া পিতৃগণের ও দেব-  
গণের নিকট প্রার্থনা করিবে ; “হে পিতৃগণ ।  
হে মাতৃগণ । হে দেবগণ । হে দেবর্ষিগণ ।

ইত্যনুগাং প্রার্থয়িত্বা প্রথম চ পুনঃপুনঃ ।  
ঋণজয়বিনির্মুক্ত আত্মাত্মকং প্রকণ্ডয়েৎ ॥  
২৪০ ॥ পিতা হ্যষ্টোব সর্বেষাং তৎপিতা  
প্রপিতামহঃ । আত্মাত্মার্পণার্থম্, কুর্যাদা-  
ত্মক্রিয়াং সুখীঃ ॥ ২৪১ ॥ উত্তরাভিমুখো ভূত্বা  
পূর্ব্ববৎ কলিত্বাসনে । আবাহ্যাপিতৃনু দেবি  
দদ্যাৎ পিতৃং সমর্চয়ন্ ॥ ২৪২ ॥ প্রাগগ্রানু  
দক্ষিণাগ্রাংচ পশ্চিমাগ্রানু যথাক্রমাৎ ।  
পিণ্ডার্থমাস্তরেদভীকুদগগ্রানু , স্বকর্ম্মণি ॥  
২৪৩ ॥ সমাপ্য আককর্ম্মণি গুরুদর্শিত্বা

আমি ঔর্ণাতীত-পদে গমন করিতেছি,  
আপনারা শীঘ্র আমাকে ঋণ হইতে মুক্ত  
করুন ।” এইরূপে দেবগণ, ঋষিগণ,  
পিতৃগণ ও মাতৃগণের নিকট বারংবার  
প্রণাম করিয়া এবং তাঁহাদের নিকট আপ-  
নার আনুগা প্রার্থনা করিয়া ঋণজয়-বিনির্মুক্ত  
সাধক আত্মাত্মক করিবে । আত্মাই সকলের  
পিতা পিতামহ ও প্রপিতামহঃ, অতএব  
জ্ঞানী ব্যক্তি পরমাত্মাতে আত্ম-সমর্পণ,  
করিবার নিমিত্ত আপনার আক করিবেন,  
হে দেবি । পূর্ব্ববৎ পরিকলিত আসনে  
উত্তরাভিমুখ হইয়া উপবেশন করিবে এবং  
নিজ পিতৃগণকে আবাহন করিয়া অর্চনা  
করত পিণ্ডদান করিবে । দেবগণের ঋষি-  
গণের ও পিতৃগণের পিণ্ডদানের, নিমিত্ত  
যথাক্রমে পূর্ব্বাগ্র, দক্ষিণাগ্র, পশ্চিমাগ্র  
এবং আপনার পিণ্ডদানের নিমিত্ত উত্তরাভি-  
মুখ কুশ বিস্তীর্ণ করিবে । যুমুক্ষু ব্যক্তি  
গুরু-প্রদর্শিত পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া

বর্জনা। 'যুগ্মচিহ্নকৃত্যর্থমিগং মজং শতং  
জপেৎ ॥ ২৪৪ ॥' হ্রীং ত্র্যম্বকং যজামহে  
ভুগন্ধিং পুষ্টিবর্জনম্। উর্বারুকমিব বক্ষনান্  
মৃত্যোর্মুগীং মামৃতাং ॥ ২৪৫ ॥ উপাসনামু-  
সারেণ বেদ্যাং মণ্ডলপূর্বকম্। সংস্থাপ্য  
কলসং তত্র গুরু পূজাং সমাবুভেৎ ॥  
২৪৬ ॥ ততস্ত পুরমং ব্রহ্ম ধাত্বা শান্ত্ব-  
বজ্রম্। বিধায় পূজাং ব্রহ্মজ্ঞো বহ্নি-  
স্থাপনমার্চয়েৎ ॥ ২৪৭ ॥ প্রাপ্তস্তসংস্কৃতে  
বহ্নৌ স্বকল্লোক্তাহতিং গুরুঃ। দত্তা শিষ্যং  
সমাহুয় সাক্ষরং হাবুধেৎ 'তু তম্ ॥ ২৪৮ ॥  
আদৌ ব্যাহতিভিত্ত্বা প্রাণহোমং প্রকল্প-  
য়েৎ। প্রাণাপানৌ সমানশ্চৈদানব্যানৌ চ  
বায়বঃ ॥ ২৪৯ ॥ তত্ত্বহোমং ততঃ কুর্যাদ-

প্রাককর্ম সমাপনপূর্বক চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত  
শিবীর 'হ্রীং ত্র্যম্বকং' এই মন্ত্র জপ  
করিবে। ২৩৮—২৪৫। অনন্তর 'গুরু',  
পূজাপদ্ধতি অনুসারে বেদীতে মণ্ডল প্রস্তুত  
করিয়া তদুপরি কলস সংস্থাপনপূর্বক পূজা  
আরম্ভ করিবেন। পরে ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি,  
পরম ব্রহ্মের 'ধ্যানপূর্বক শৈব-পদ্ধতি  
অনুসারে পূজা করিয়া বহ্নি-স্থাপন করি-  
বেন। 'অনন্তর' গুরু পূর্বকথিত সংস্কৃত  
বহ্নিতে স্বকল্লোক্ত আহতি প্রদান করিয়া,  
শিষ্যকে আহ্বানপূর্বক সাক্ষর্য হোম  
করাইবেন। প্রথমতঃ মহাব্যাহতি হোম  
করিয়া প্রাণ-হোম অর্থাৎ প্রাণাদি পঞ্চ-  
বায়ুর হোম করিবে। প্রাণ, অপান, সমান,  
উদান ও ব্যান,—এই 'পঞ্চ প্রাণবায়ু।

দেহাআধ্যাসমুজ্জয়ে। পৃথিবী মলিলং  
বহ্নির্বায়ুরাকাশমৈব চ ॥ ২৫০ ॥ গন্ধো রসশ্চ  
রূপঞ্চ স্পর্শঃ শব্দো যথাক্রমাৎ। ততো  
বাক্পানিপাদাশ্চ পায়ুপর্শো ততঃ পরম্ ॥  
২৫১ ॥ জ্যোত্রে ত্বঙ্ নয়নং জিহ্বা জাগং  
বুদ্ধী জ্ঞানাদি চ। মনো বুদ্ধিশ্চ চিত্তকাহকারো  
দেহজঃ ক্রিয়াঃ ॥ ২৫২ ॥ সর্বগীন্দ্রিয়কর্মানি  
প্রাণকর্মানি যানি চ। এতানি মে-পদান্তে  
চ শুধ্যন্তাং পদমুচ্চরেৎ ॥ ২৫৩ ॥ হ্রীং  
জ্যোতিবহং বিবজা বিপাপমা ভুয়ামং  
দ্বিষ্ট ইত্যপি ॥ ২৫৪ ॥ চতুর্বিংশতিতত্ত্বানি

অনন্তর দেহে আত্মার আধ্যাসের অর্থাৎ  
দেহকে আত্মা বলিয়া যে ভ্রম হয়, তাহার  
বিনিবৃত্তির নিমিত্ত তত্ত্বহোম করিতে হইবে।  
'পৃথিবী' ইত্যাদি "প্রাণকর্মানি" পর্যন্ত  
সমস্ত বস্তু নির্দেশ করিয়া, "এতানি মে"  
পদের অন্তে "শুধ্যন্তাং" পদ উচ্চারণ  
করিবে; পরে 'হ্রীং' জ্যোতিবহং বিবজা  
বিপাপমা ভুয়ামং স্বাহা' ইহা বলিবে (ইহা  
তত্ত্বহোমের মন্ত্র)। অর্থ এই,—পৃথিবী,  
মলিল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, গন্ধ, রস, রূপ,  
স্পর্শ, শব্দ, বাক্য, পানি, পাদ, পায়ু,  
উপশ্র, জ্যোত্রে ত্বঙ্ নয়ন জিহ্বা জাগ—  
এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়,—মন, বুদ্ধি, চিত্ত,  
আহকার, দেহজ সমুদায় কার্য, সমুদায়  
ইন্দ্রিয়কার্য, যে সমুদায় প্রাণ-কার্য—এই  
এই সকল আমার শুদ্ধ হউক; জ্যোতিঃ-  
স্বরূপ আমি ব্রহ্মঃ ও পাপমুক্ত হই।  
এইরূপে চতুর্বিংশতি তত্ত্ব ও সমুদায়

কর্মানি দৈহিকানি চ । হুত্বাণ্যো নিষ্ক্রিয়ো  
দেহং যুতবচ্চিস্তয়েৎ ততঃ ॥ ২৫৫ ॥ বিভাব্য  
যুতবৎ কাযং রহিতং সর্বকর্ষণা । আরংস্তং  
পরমং ব্রহ্ম যজ্ঞহুত্বং সমুচ্চরেৎ ॥ ২৫৬ ॥  
ঐং ক্লীং হুংস ইতি মন্ত্রেণ স্বকাত্ত্বার্থ্য  
মম্ববিৎ । যজ্ঞহুত্বং করে কৃত্বা পাঠিত্বা  
বাহুতিত্রয়ম্ । বহিঃস্বায়াং সমুচ্চাৰ্য্য দ্বতাক্ষ-  
মনসে নিপেৎ ॥ ২৫৭ ॥ হুত্বৈবমুপবীতক  
কামবীজং সমুচ্চরন । ছিত্বা শিখাং করে  
কৃত্বা যুতমধ্যে নিযোজয়েৎ ॥ ২৫৮ ॥ ব্রহ্ম-  
পুত্রি শিখে তুং হি । বালরূপা তপস্বিনী ।  
দীর্ঘতে পাবকে স্থানং গচ্ছ দেবি নমোহস্ত

দৈহিক কর্ম অগ্নিতে হোম করিয়া নিষ্ক্রিয়  
হইয়া পরে নিজ শরীর যুতবৎ চিত্ত  
করিবে । ২৫৬—২৫৭ । এইরূপে নিজ  
শরীর যুতবৎ ও সর্ব-কর্ম-রহিত ভাবনা  
করিয়া সেই পরম-ব্রহ্ম স্মরণ করত গলদেশ  
হইতে যজ্ঞহুত্ব উচ্চত করিবে,—বক্ষঃস্থল  
হইতে ব্রহ্মদেশে রাখিবে । অনন্তর তজ্জ  
ব্যক্তি “ঐ” ক্লীং হুং” এই মন্ত্র পাঠপূর্বক  
ব্রহ্ম হইতে যজ্ঞহুত্ব উচ্চারণ ও হস্তে ধারণ,  
বাহুতিত্রয় পাঠ এবং স্বাহা এই পদ  
উচ্চারণ করিয়া যুত-সংযুক্ত ঐ যজ্ঞোপবীত  
অগ্নিতে নিষ্কোপ করিবে । এইরূপে যজ্ঞো-  
পবীত হোম করিয়া কামবীজ অর্থাৎ “ক্লীং”  
উচ্চারণ করত শিখাচ্ছেদনপূর্বক হস্তে ধারণ  
করিয়া যুতমধ্যে স্থাপন করিবে । হে  
ব্রহ্মপুত্রি । হে শিখে ! তুমি কেশরূপা  
তপস্বিনী । হে দেবি ! তোমাকে অগ্নিতে

তে ॥ ২৫৯ ॥ কামং মায়াং কুর্চ্চমন্ত্রং বহিঃ-  
জায়ামুদীবয়ন । তস্মিন্ হুসংস্কৃতে বহৌ  
শিখাংহোমং সমাচরেৎ ॥ ২৬০ ॥ শিখামাতিত্যা  
পিতরো দেবী দেবর্ষয়স্তথা । সর্বকর্ষণা-  
শ্রমকর্মানি নিবসন্তি শিখেপরি ॥ ২৬১ ॥  
অতঃ সন্তপ্য তাঃ সর্বা দেবর্ষি-পিতৃ দেবতাঃ ।  
শিখাহুত্বপরিত্যাগাদেহী ব্রহ্মময়ো ভবেৎ ।  
যজ্ঞহুত্ব-শিখাত্যাগাৎ সন্ন্যাসঃ শ্রাদ্ধ দ্বি-  
জয়নাম্ ॥ ২৬২ ॥ শূদ্রাণামিতরেযাক শিখাং  
হুত্বৈব সংস্ক্রিয়া । ততো যুক্তশিখাহুত্রেঃ প্রণ-  
মেদত্তবদগুরুম্ ॥ ২৬৩ ॥ গুরুস্থাপ্য তং  
শিখাং দক্ষকর্ণে বদেদিদম্ । তত্ত্বমসি মহা-

স্থান দিতেছি, তুমি গমন কর ; তোমাকে  
নমস্কাব । পরে কাম, মায়া, কুর্চ্চ, “যজ্ঞ”  
এবং বহিঃজায়া অর্থাৎ “ক্লীং ক্লীং হুং ফট্  
স্বাহা” এই মন্ত্র পাঠ করিয়া সেই হুসংস্কৃত  
অগ্নিতে শিখা-হোম করিবে । পিতৃগণ,  
দেবগণ ও দেবর্ষিগণ শিখা আশ্রয় করিয়া  
অবস্থান করেন এবং সমুদায় আত্মার  
কর্ম সকল শিখার উপরি অবস্থান করে ;  
অতএব দেবর্ষিগণ, পিতৃগণ এবং দেবতা-  
গণ—সকলকেই সন্তপিত করিয়া দেহী,—  
শিখা ও যজ্ঞহুত্ব পরিত্যাগ করিবামাত্র ব্রহ্ম-  
ময় হইয়া থাকে । যজ্ঞহুত্ব ও শিখা পরি-  
ত্যাগ করিলেই বিজগণের সন্ন্যাস হয় ।  
শূদ্র ও সামান্তজাতিগণের শিখা-হোম করি-  
লেই সংস্কার হয় । অনন্তর শিখা ও যজ্ঞহুত্ব  
ত্যাগ করিয়া গুরুকে দত্তবৎ প্রণাম  
করিবে । ২৬০—২৬৩ । গুরু, শিখাকে

প্রাজ্ঞঃ হংসঃ সোহং বিভাবয় । নির্মমো  
নিরহকারঃ স্বভাবেন । সুখং চর ॥ ২৬৪ ॥  
ততো যটকং বহিষ্কৃত্ব বিস্কৃত্য ব্রহ্মতত্ত্ববিৎ ।  
আত্মস্বরূপং তৎ মত্বা প্রণমোচ্ছিবস । গুরুঃ ॥  
২৬৫ ॥ নমস্তুভ্যৈ নমো মহাত্মন্যে মহাত্মন্যে  
নমো নমঃ । তমেব তৎ তত্ত্বমেব বিশ্বরূপ  
নমোহস্ত তে ॥ ২৬৬ ॥ ব্রহ্মমজ্ঞোপাসকানাং  
তত্ত্বজ্ঞানাং জিতাশ্রনাম্ । স্বমজ্ঞেন শিখা-  
চ্ছেদাৎ সম্যাসগ্রহণং ভবেৎ ॥ ২৬৭ ॥  
ব্রহ্মজ্ঞানবিশুদ্ধানাং কিং যজ্ঞেঃ শ্রাদ্ধ-  
পূজ্যৈঃ । স্বেচ্ছাচারপরিণামস্ত প্রত্যয়ো ন  
বিদ্যতে ॥ ২৬৮ ॥ ততো নিরুদ্ধরূপোহসৌ

উত্থাপিত করিয়া দক্ষিণকর্ণে হঁহা বসিবেন  
যে, “হে মহাপ্রাজ্ঞ । সেই ব্রহ্ম তুমিই ।  
তুমি ‘হংসঃ’ ও ‘সোহং’ ভাবনা কর ।  
তুমি ‘অহংকার’ ও ‘মমতা’ রহিত হইয়া  
নিজের শুদ্ধভাবে সুখে বিচরণ কর ।” অন-  
ন্তর ব্রহ্মতত্ত্বের গুরু, যট ও অগ্নি বিসর্জনে-  
পূর্বক শিষ্যকে আত্মস্বরূপ বিবেচনা করিয়া  
মস্তক দ্বারা প্রণাম করিবেন । মন্ত্র যথা ;—  
তোমাকে ‘নমস্কার’, আমাকে ‘নমস্কার’ ।  
তোমাকে ও আমাকে বারম্বার ‘নমস্কার’ । হে  
‘বিশ্বরূপ’ । তুমিই তাহা অর্থাৎ জীব এবং  
‘তাহাই’ অর্থাৎ জীবই তুমি ; তোমাকে  
‘নমস্কার’ করি । জিতেদ্রিয় ও তত্ত্বজ্ঞান-  
সম্পন্ন ব্রহ্ম-মজ্ঞোপাসকদিগের নিজ মন্ত্র  
পাঠপূর্বক শিখাচ্ছেদনেই সম্যাস গ্রহণ  
করা হয় । ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা বিশুদ্ধ ব্যক্তি-  
দিগের রক্ত, পূজা ও শ্রাদ্ধাদিতে লগ্নোজ্জন

নিকাগন্ধিরমানসঃ । বিহরেৎ স্বেচ্ছয়া  
শিষ্যঃ । শাস্তাদ্ভ্রমায়ো ভূষি ॥ ২৬৯ ॥  
আত্মস্বরূপপর্যায়ং সঙ্গপেণ বিভাবয়ন্ ।  
বিসারমাগরূপানি ধ্যায়মাখানমাখানি ॥ ২৭০ ॥  
অনিকৈতঃ স্ফুটায়ন্তো নিঃশব্দঃ সঙ্গবর্জিতঃ ।  
নির্মমো নিরহকারঃ সম্যাসী বিহরেৎ শিষ্যো  
॥ ২৭১ ॥ যুক্তো বিধিনিষেধেভ্যো নির্দোশ-  
ক্লেমঃ আত্মবিৎ । সুখদুঃখসমো ধীরো  
জিতাত্মা বিগতস্পৃহঃ ॥ ২৭২ ॥ শিবায়া  
প্রাপ্তদুঃখোহপি সুখে প্রাপ্তোহপি নিঃস্পৃহঃ ।

কি ? তাঁহারা স্বেচ্ছাচার-পরায়ণ, তাঁহাদের  
প্রত্যবায় নাই । ২৬৪—২৬৮। অনন্তর শিষ্য  
সুখ-দুঃখাদিরূপ স্বদ্বরহিত, কামনারহিত,  
স্তিরচিত্ত ও মায়াং ব্রহ্মময় হইয়া ভূতলে  
স্বেচ্ছানুসারে বিচরণ করিবেন । তিনি  
ব্রহ্ম হইতে স্তম্ভ অর্থাৎ ভূগুচ্ছ পর্যন্ত  
সমুদায় বিশ্ব সংস্বরূপ চিন্তা করিবেন ;  
নাম-রূপ বিস্মৃত হইয়া আত্মাতে আত্মার  
ধ্যান করত আবাসশূন্য, কামানীল, নিঃশব্দ-  
হৃদয়, সংসর্গশূন্য, মমতাপূর্ণ, অহংকারশূন্য  
ও সম্যাসী হইয়া ভূমণ্ডলে বিচরণ করিবেন ।  
তিনি শাস্ত্রীয় বিধি-নিষেধ হইতে মুক্ত  
হইবেন । তিনি লজ্জা বিষয়ের সঙ্গ ও  
অলজ্জা বিষয়ের লাভ করিবার চেষ্টা করি-  
বে না । তিনি সুখ-দুঃখে সমান, ধীর,  
জিতেদ্রিয় এবং স্পৃহারহিত হইবেন । চূর্ণ  
উপস্থিত হইলেও তাঁহার অন্তঃকরণ স্থির  
থাকিবে, সুখ উপস্থিত দেখিলেও তিনি  
তাহাতে স্পৃহা করিবে না । তিনি শরীরা

সদানন্দঃ শুচিঃ শান্তো নিরপেক্ষো নিরা-  
কুলঃ ॥ ২৭৩ ॥ নোদ্বৈজকঃ শ্রাজ্জীবানাং  
সদা প্রানিহিতে রতঃ । বিগতামর্ষভীদাভ্যো  
নিঃসঙ্কলো নিরুদ্যমঃ ॥ ২৭৪ ॥ শোকদ্বৈষ-  
বিমুক্তঃ শ্রাক্ষত্রো মিত্রে সমো ভবেৎ ।  
শীতবাতাতপসহঃ সমো মানাপমানয়োঃ ॥  
২৭৫ ॥ সমঃ শুভাশুভে তুষ্টো যদৃচ্ছাপ্রাপ্ত-  
বস্তনা । নিদ্রৈশুণ্যো নির্বিকলো নির্লোভঃ  
শ্রাদসংযমী ॥ ২৭৬ ॥ যথা সত্যগুণাশ্রিত্য  
মৃষা বিখ্যং প্রতিষ্ঠতি । আত্মাশ্রিতস্তথা  
দেহো জ্ঞানমেবং সুখী ভবেৎ ॥ ২৭৭ ॥

জ্ঞানন্দযুক্ত, শুচি, শান্ত, নিরপেক্ষ ও  
আকুলতাপূর্ণ হইবেন । তিনি কোন জনকে  
উদ্ভিগ্ন করিবেন না । সর্বদা সর্বপ্রাণীর হিত-  
করনে রত হইবেন, তিনি ক্রোধ ও ভয়শূন্য,  
সঙ্কল্পশূন্য, উদ্যমশূন্য হইবেন । শোকশূন্য,  
দ্বৈষশূন্য এবং শত্রুগিত্রে সমদর্শী হইবেন ।  
তিনি শীত, বাত, আতপ প্রভৃতির কষ্ট সহ  
করিতে সমর্থ হইবেন, তিনি মান ও অপ-  
মান তুল্য জ্ঞান করিবেন । ২৬৯—২৭৫ ।  
তিনি শুভ-অশুভে সমদর্শী হইবেন ।  
যদৃচ্ছাপ্রাপ্ত বস্তুতেই পরিতুষ্ট থাকিবেন ।  
তিনি ত্রিগুণাতীত, নির্বিকল, লোভশূন্য ও  
সংযমবিত্ত হইবেন । জগৎ মিথ্যাস্বরূপ  
হইয়াও যেমন একমাত্র সত্যস্বরূপ পরমা-  
ত্মাকে আশ্রয় করিয়া সত্যবৎ প্রতীয়মান  
হইতেছে, তাহার স্থায় আত্মাকে আশ্রয়  
করিয়া মিথ্যাত্ব এই দেহ, আত্মবৎ প্রতীত  
হইতেছে,—সম্যাসী ইহা জ্ঞাত হইয়া সুখী

ইন্দিয়ানোব কুর্কতি স্বং স্বং কর্ম পৃথক  
পৃথক । আত্মা সাক্ষী বিনির্লিপ্তো জ্ঞাতৈত্ববৎ  
মোক্ষভাগ্যভবেৎ ॥ ২৭৮ ॥ ধাতুপ্রতিগ্রহং  
নিন্দামনুতং ক্রীড়নং ত্রিমা । রেতস্ত্যাগ-  
মহুযাক সম্যাসী পরিবর্জ্যয়েৎ ॥ ২৭৯ ॥  
সর্বত্র সমদৃষ্টিঃ শ্রায় কীটে দেবে তথা নরে ।  
সর্বং ব্রজেতি জানীয়াৎ পরিব্রাট সর্ব-  
কর্মসু ॥ ২৮০ ॥ বিপ্রামং স্বপচামং বা  
যস্যাত্মস্যং সমাগতম্ । দেশং কালং তথা  
পাত্রমগ্নীয়াদবিচারয়ন ॥ ২৮১ ॥ অধ্যাত্ম-  
শাস্ত্রাধ্যায়নং সদা তত্ত্ববিচারণৈঃ । অবদুতো  
নয়েৎ কালং স্বেচ্ছাচারপরায়ণঃ ॥ ২৮২ ॥

হইবেন । ইন্দিয়গণই পৃথক পৃথক স্ব স্ব  
কর্ম করিতেছে; আত্মা—সাক্ষী ও নিলিপ্ত,  
—সম্যাসী ইহা জ্ঞাত হইয়া মোক্ষভাগী  
হন । সম্যাসী,—ধাতুস্বা-প্রতিগ্রহণ, পর-  
নিন্দা, মিথ্যা-ব্যবহার, ক্রীলোকের সহিত  
ক্রীড়া, শুক্রত্যাগ ও অহুয়া পরিত্যাগ করি-  
বেন । পরিব্রাট সম্যাসী,—দেবতা, মহুয়া বা  
কীটে—সর্বত্র সমদর্শী হইবেন; সর্বকর্মেই  
সমুদায় জগৎকে ব্রহ্ম বলিয়া জানিবেন ।  
ব্রাহ্মণের অন্ন হউক বা চাণ্ডালের অন্ন  
হউক, যে কোন ব্যক্তির অন্ন যে কোন দেশ  
হইতে সমাগত, তাহা দেশ-কাল-বিচার না  
করিয়া ভোজন করিবেন । ২৭৬—২৮২ ।  
অবদুত ব্যক্তি স্বেচ্ছাচার-পরায়ণ হইয়াও  
বেদান্তপ্রভৃতি অধ্যাত্মশাস্ত্র অধ্যয়ন এবং  
সর্বদা আত্মতত্ত্ব-বিচার দ্বারা সময় আতিপাত  
করিবেন । সম্যাসীদিগের মৃতদেহ কখনই

সম্যাসিনাং যতঃ কামঃ দাহ্যেণ কদাচন ।  
সংপূজ্য গন্ধপুষ্পাদ্যৈর্মিথ্যৈশ্বরাণু যজ্ঞয়েৎ ॥  
২৮৩ ॥ অপ্রাপ্তযোগমর্ত্যানাং সদা কামাভি-  
লাষিণাম্ । স্তবজাজ্ঞায়তে দেবি প্রবৃত্তিঃ  
কর্মসঙ্কলে ॥ ২৮৪ ॥ তদ্ব্যপিতে মাতুরক্তা  
ধানার্চাজপসাধনে ॥ শ্রেয়স্তদেব জ্ঞানস্ত  
ততৈব দৃঢ়নিশ্চয়াঃ ॥ ২৮৫ ॥ জ্ঞাতঃ কর্ম-  
বিধানানি প্রোক্তানি চিত্তশুদ্ধয়ে । নামরূপং  
বহুবিধং তদর্থং কল্পিতং যয়া ॥ ২৮৬ ॥  
ব্রহ্মজ্ঞানাদৃতে দেবি কর্মসম্যাসনং বিনা ।  
কুর্মান্ কল্পশতং কর্ম ন ভবেৎ স্কিত্তাগুজনঃ ॥  
২৮৭ ॥ কুলাবধূতস্তব্রজে জীঃশুভেন নরা-

দাহ করিবে না । ঐ দেহ গন্ধ-পুষ্পাদি দ্বারা  
অর্চিত করিয়া, মিথ্য অর্থাৎ ভূমিতে  
প্রোথিত করিবে, অথবা স্বপ্নে নিমজ্জিত  
করিবে । হে দেবি । সর্বদা কামাভি-  
লাষী অপ্রাপ্ত-যোগ মনুষ্য সকলের স্তব-  
জাই কর্মকাণ্ডে প্রবৃত্তি হয় । এই সকল  
ব্যক্তি সেই কর্মকাণ্ডে মনুরক্ত হইয়া ধ্যান,  
পূজা, জপ প্রভৃতি সাধন দ্বিষয়ে দৃঢ়নিশ্চয়  
হইয়া সেই ধ্যান, পূজা, জপকে শ্রেয় বলিয়া  
জানুন । এই কারণে আমি চিত্তশুদ্ধির  
নিমিত্ত কর্মকাণ্ডের বিধান বলিয়াছি । এই  
কারণেই আমি বহুবিধ নাম-রূপ কল্পনা  
করিয়াছি । হে দেবি । ব্রহ্মজ্ঞান ব্যতি-  
তকে প্রথম কর্ম-সম্যাস ব্যতিরেকে শত-  
সংখ্যাপি কর্ম করিলেও কোন জন মুক্তি-  
ভাগী হইতে পারিবে না । ব্রহ্মজ্ঞান-সম্পন্ন  
কুলাবধূত, মনুষ্যকৃতি হইয়াও জীঃশুভ

কৃতিঃ । সাক্ষামারায়ণং মত্ব গৃহস্থভ্যং  
প্রপূজয়েৎ ॥ ২৮৮ ॥ যতেদ দর্শনমাত্রেণ বিমুক্তঃ  
সর্বপাতকায় । তীর্থ-ব্রত-তপো-দান-সর্ব-  
বজ্রফলং লাভেৎ ॥ ২৮৯ ॥

ইতি শ্রীমহানির্ঝারণভঙ্গে বর্ণাশ্রমাচারধর্ম-  
কর্ণনং নামাষ্টম উল্লাসঃ ॥ ৮ ॥

### নবম উল্লাসঃ ।

শ্রীমদাশ্বিন উবাচ । বর্ণাশ্রমাচারধর্ম-  
কথিতান্তব শ্রুতে । সংস্কারান্ সর্ববর্ণানাং  
শৃণুয গদতো যম ॥ ১ ॥ সংস্কারেণ বিনা  
দেবি দেহশুদ্ধির জায়তে । নামসংস্কৃতোহপি-  
কারী ছাদৈবৈ পৈত্রো চ কর্মবি ॥ ২ ॥

গৃহস্থ তাঁহাকে সাক্ষাৎ আরায়ণ বোধ করিয়া  
পূজা করিবেন । মনুষ্যপণ, যতিকে দর্শন  
করিবামাত্র সমুদায় পাতক হইতে মুক্ত হইয়া  
তীর্থ, ব্রত, তপস্বী, দান ও সমুদায় বজ্রা-  
নুষ্ঠানের ফললাভ করে । ২৮২—২৮৯ ।

অষ্টম উল্লাস সমাপ্ত ॥ ৮ ॥

### নবম উল্লাসঃ ।

শ্রীমদাশ্বিন কহিলেন,—হে শ্রুতে !  
বর্ণ ও আশ্রম সকলের আচার ও ধর্ম  
তোমার সমীপে কথিত হইয়াছে । সমস্ত  
বর্ণের সংস্কার, যজ্ঞ আদ্য হইতে প্রদত্ত কর ।  
হে দেবি । সংস্কার বিনা দেহশুদ্ধি হয় না ।  
অসংস্কৃত ব্যক্তি দৈব ও পৈত্র কর্ম-অধিকার

অতো বিপ্রাদিত্তির্বর্ণৈঃ স্বপদধর্মেণৈকমংস্টিয়াঃ ।  
 কর্তব্যঃ সর্বথা যত্নৈরিহামুত্র হিতৈশ্চুতিঃ ॥  
 ৩ ॥ জীবসৈকঃ পুংসবনং সীমন্তোন্নয়নং  
 তথা । জাত-নামী নিষ্ক্রমণম্নানশনমন্তঃ পরম্ ।  
 চূড়োপনয়নোদাহাঃ সংস্কারাঃ কথিতা দশ ॥৪॥  
 শূদ্রাণাং শূদ্রজ্ঞানানামুপবীতং ন বিদ্যতে ।  
 তেযাং নৈব সংস্কারা বিজাতীনাং দশ  
 স্মৃতাঃ ॥ ৫ ॥ নিত্যানি সর্বকর্মাণি তথা  
 নৈমিত্তিকানি চ । কাম্যান্যপি বরারোহে  
 কুর্বাচ্ছ্রীভূষধর্ম্মানি ॥ ৬ ॥ যানি যানি  
 বিধীনানি যেষু যেষু চ কৰ্ম্মসু । পুৰৈব

হইতে পারিবে না । এইহেতু ইহলোকে  
 ও পরলোকে হিতাভিলাষী বিপ্রাদি বর্ণের  
 সর্বথা বহুপ্রযত্নে স্ব স্ব বর্ণবিহিত সংস্কার  
 করা কর্তব্য । জীবসৈক অর্থাৎ গর্তাধান,  
 পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন, জাতকর্মা, নামকরণ,  
 নিষ্ক্রমণ, অন্নপ্রাশন, অনন্তর চূড়াকরণ, উপ-  
 নয়ন ও বিবাহ,—দশ সংস্কার বলিয়া কথিত  
 হইয়াছে । \* শূদ্রজাতি ও শূদ্রজাত অর্থাৎ  
 সামান্তজাতির উপনয়ন নাই । তাহাদের  
 নয়টি মাত্র সংস্কার এবং বিজগণের দশ  
 সংস্কার স্মৃত হইয়াছে । হে বরারোহে ।  
 নিত্য-নৈমিত্তিক এবং কাম্য—সকল কৰ্ম্মই  
 শত্ৰুপ্রশান্তি মার্গ দ্বারা করিবে । ১—৬। হে  
 প্রিয়ে । ৭ যে যে কৰ্ম্মে যে যে বিধান নির্দিষ্ট

\* মূল—“অভিঃপব” শব্দের অর্থ “অনন্তর”  
 ইহা প্রত্যেক সংস্কার-নামের পব অনুবর্তিত  
 হইবে ; তাহাতে ‘সংস্কারের’ ক্রম-নির্ণয়  
 নিঃসন্দেহ হইবে ।

ব্রহ্মরূপেণ তান্মুক্তানি ময়া প্রিয়ে ॥ ৭ ॥  
 সংস্কারেষু চ সর্বেষু তথৈবাত্মৈশ্চ কৰ্ম্মসু ।  
 বিপ্রাদিবর্ণভেদেষু ক্রমাম্রজাশ্চ দার্শিতাঃ ॥  
 ৮ ॥ সত্যত্রেতাধাপরেষু তত্ত্বকৰ্ম্মসু  
 কালিকে । প্রণবাদ্য্যস্ত তান্ মজ্জান্  
 প্রয়োগেষু নিয়োজয়েৎ ॥ ৯ ॥ কলৌ তু  
 পরমেশানি তৈবেব মমুভির্নরাঃ । মায়াদৈত্যঃ  
 সর্বকর্মাণি কুর্য্যঃ শকবশাসনাৎ ॥ ১০ ॥  
 নিগমাগমতন্ত্রেষু বেদেষু সংহিতাসু চ ।  
 সর্বৈ মজা ময়ৈবোক্তাঃ প্রয়োগো যুগ-  
 ভেদতঃ ॥ ১১ ॥ কলাব্রহ্মগতপ্রাণা মানবা  
 হীনতেজসিঃ । তেযাং হিতায় কল্যাণি  
 কুলধর্ম্মা নিরূপিতাঃ ॥ ১২ ॥ কলিচুর্কল-

আছে, পূর্বেই ব্রাহ্মরূপে তৎসমস্ত কৰ্ম্মসু  
 কর্তৃক ব্যক্ত হইয়াছে । সমস্ত সংস্কার ও  
 অন্যান্য কৰ্ম্ম এবং ব্রাহ্মণ প্রভৃতি বর্ণভেদ  
 অনুসারে ক্রমে মজ্জা আমাকর্তৃক দার্শিত  
 হইয়াছে । হে কালিকে । সত্য, ত্রেতা ও  
 দ্বাপরযুগে সেই সেই কৰ্ম্ম সকলের অনুষ্ঠান-  
 কালে আদিতে প্রণব যোগ করিয়া মজ্জা ব্যব-  
 হার করিবে । হে পরমেশানি । শকবশ-  
 আদেশক্রমে কলিযুগে আদিতে ঐকারের  
 পরিবর্তে মায়াবীজ ( হ্রীং ) যুক্ত তত্ত্ব মজ্জা  
 দ্বারা সকল কৰ্ম্ম করিবে । নিগম, আগম,  
 তন্ত্র, বেদ ও সংহিতাতে সমুদায় মজ্জা আমা-  
 কর্তৃক উক্ত হইয়াছে, যুগভেদে প্রয়োগ-  
 ভেদও উক্ত হইয়াছে । হে কল্যাণি ।  
 কলিকালেব মনুষ্যাগণ অগত-প্রাণ, শূদ্রাণ-  
 হীনতেজাঃ । তাহাদিগেব হিতেব নিমিত্তই

জীবানাং প্রায়শাশক্তচেতসাম্ । সংস্কারাদি-  
ক্রিয়াশ্চেযাং সংক্ষেপেণাপি বচমি তে ॥১৩॥  
সর্কেষাং শুভকার্যানামাদিতুতা কুশতিকা ।  
তস্যানাদৌ প্রবক্ষ্যামি শৃণু তাং দেববর্নিতৈঃ ॥  
১৪ ॥ রম্যৈঃ পরিকৃতে দেশৈঃ তুয়ঙ্গাদি-  
বর্জিতৈঃ । হস্তমাত্রপ্রমানেন হস্তিগণং রচয়েৎ  
স্থধীঃ ॥ ১৫ ॥ তিস্রো রেখা বিধাতব্যঃ  
প্রাগ্র্যাস্ত্রমণ্ডলে । কূর্চেনাত্যক্ষ্য তাঃ  
সর্কা বহিনা বহির্গাহরৈঃ ॥ ১৬ ॥ অনীয়  
বহিঃ তৎপার্শ্বে স্থাপয়েদ্বাগ্ভবং স্যবন্ ॥ ১৭ ॥  
ততস্তস্যাজ্জ্বলদারু গৃহীত্বা দক্ষপাণিনা ।  
ক্রীং ক্রব্যাদ্যো নমঃ স্বাহা ক্রব্যাদংশং

কুলধর্ম্য নিরূপিত হইয়াছে । কলিযুগেব  
কুলধর্ম্য জীব, পরিভ্রম সহ করিতে অসমর্থ,  
তাহাদিগের সংস্কার প্রভৃতি ক্রিয়া সংক্ষেপে  
তোমার নিকট বলিতেছি । যে পুস্তকবর্ণিত ।  
কুশতিকা, সকল শুভকর্মের আদিভূতা ।  
অতএব প্রথমতঃ তাহা বলিতেছি,—শ্রবণ  
কর । ১—১৪ । বিচক্ষণ ব্যক্তি, তুয়ঙ্গাদি-  
প্রভৃতি-রহিত রমণীয় পরিকৃত স্থানে এক  
হস্ত পরিমিত হস্তিগণ রচনা করিবে । সেই  
মণ্ডলের পূর্বাংশে তিনটি রেখা বিধেয় । কূর্চ  
( হুং ) মন্ত্র দ্বারা উহা অভ্যুক্ষিত করিয়া বহিঃ  
বীজ ( রং ) মন্ত্র দ্বারা বহিঃ আনয়ন করিবে ।  
পরে বহিঃ আনয়ন করিয়া বাগ্ভব অর্থাৎ  
ঐং মন্ত্র স্মরণ করত মণ্ডল-পার্শ্বে স্থাপন  
করিবে । তৎপরে দক্ষিণ-হস্ত দ্বারা তাহা  
হুইতে জলস্ত কাষ্ঠ লইয়া “ক্রীং ক্রব্যাদ্যো  
নমঃ স্বাহা” এই মন্ত্র উচ্চারণপূর্বক দক্ষিণ-

পরিত্যজেৎ ॥ ১৬ ॥ ইত্যং প্রতিষ্ঠিতং  
বহিঃ পানিভ্যামাগ্নিসমুৎপন্নম্ । উদ্ধৃত্য তাং  
বেখাস্থ মায়াদ্যাং ব্যাহতিং স্মরন্ ॥ ১৯ ॥  
সংস্থাপ্য তুণ-দারুভ্যাং প্রবলীকৃত্য পাবকম্ ।  
সমিধে হে যতাস্তে চ ছত্ৰা তস্মিন্ হতশনে ।  
স্বকর্ম্যবিহিতং নাম কৃত্বা ধ্যায়েক্ষনজ্ঞানম্ ॥ ২০ ॥  
বালাকাকরণসম্ভাষণং সপ্তজিহ্বং ধিমস্তকম্ ।  
অজারুঢ়ং শক্তিধরং জটামুকুটমণ্ডিতম্ ॥  
২১ ॥ ধ্যাত্ত্বং প্রাজ্জলিত্ত্বাবাহয়েকব্য-  
বাহনম্ ॥ ২২ ॥ মায়ামেঘেহি-পদতঃ সর্কাগর  
বদেৎ প্রিয়ে । হব্যবাহপদাভ্যে চ মুনিভিঃ  
স্বগণৈঃ সহ । অধ্বরং বক্ষ্য রুদ্রেতি  
নমঃ স্বাহা ততো বদেৎ ॥ ২৩ ॥ ইত্য-

দিকে বাসসের অংশ পরিত্যাগ করিবে ।  
এইরূপে প্রতিষ্ঠিত জ্বালি, পানিযুগল দ্বারা  
উদ্ধৃত করিয়া, মায়াদ্যা অর্থাৎ আদিতে ক্রীং-  
মুক্তা ব্যাহতি স্মরণ করত আপনার সমুখে  
ঐ রেখাক্রমে সংস্থাপন ও তুণ-কাষ্ঠ দ্বারা  
ঐ অগ্নিকে উজ্জ্বল করিয়া সেই হতশনে  
যতাস্ত হুইটী সমিধ আহুতি প্রদানপূর্বক  
কর্ম্যানুসারে বিহিত নাম করণানন্তর অগ্নিকে  
ধ্যান করিবে । ১৫—২০ । “বালাক সপ্তশ  
অরুণবর্ণ, সপ্তজিহ্ব, ধিমস্তক, ছাগে আরুঢ়,  
শক্তিধারী, জটা ও মুকুটে বিভূষিত । এইরূপ  
ধ্যান করিয়া কৃতাজলপুটে অগ্নিকে আবাহন  
করিবে । আবাহনের মন্ত্র যথা ;—হে প্রিয়ে ।  
মায়াবীজ ( ক্রীং ) উচ্চারণ করিয়া “এথেহি”  
পদের পর “সর্কাগর” পদ বলিবে । পরে  
“হব্যবাহ” পদের অন্তে “মুনিভিঃ-স্বগণৈঃ

বাহু হব্যবাহুগম্যং তে যোনিরুচ্চরন ।  
 যথোপচারৈঃ সৎপূজ্য সন্তুজিহ্বাং প্রপূজ-  
 য়েৎ ॥ ২৪ ॥ কালী কপালী চ মনোজবা  
 চ সুলোহিতা চৈব সুধূমবর্ণা । স্কুলিঙ্গিনী  
 বিশ্বনিরূপিণী চ লোলায়মানেন্তি চ সন্তু-  
 জিহ্বাঃ ॥ ২৫ ॥ ততোহাগ্নেঃ পূর্বমারভ্য  
 সহ কৌলানপাণিনা । উত্তরান্তং মহেশানি-  
 ত্রিধা প্রোক্ষণমাচরেৎ ॥ ২৬ ॥ তথৈব  
 যাম্যমারভ্য কোবেরান্তং হতামিতুঃ । ত্রিধা  
 পশ্চিমং কুর্ঘ্যাৎ ততো যজ্ঞীয়বস্তনঃ ॥  
 ২৭ ॥ পরিস্তরেৎ ততো দর্ভৈঃ পূর্ব-  
 ম্যাহুস্তরাবধি । উদকসংস্ফেদনস্তরাগ্ৰৈঃ প্রাগ-  
 ঐরশ্চাদিক্শিতৈঃ ॥ ২৮ ॥ অগ্নিং দক্ষিণতঃ

সহ অধুবরং রক্ষ রক্ষ" ইহার পর "নমঃ  
 শ্রীহা" উচ্চারণ করিবে। এইরূপে অগ্নিকে  
 আবাহন করিয়া, (বহে।) "অয়ং তে  
 যোনিঃ" এইপদ উচ্চারণ করত যথা-  
 উপস্থিত উপচার দ্বারা পূজা করিয়া সন্তু  
 জিহ্বার পূজা করিবে। কালী, কপালী,  
 মনোজবা, সুলোহিতা, সুধূম্বা, স্কুলিঙ্গিনী,  
 বিশ্বনিরূপিণী, লোলায়মানা এই সন্তুজিহ্বা ।  
 হে মহেশ্বর। অগ্নির পূর্বদিক্ হইতে  
 আরম্ভ করিয়া উত্তরদিক্ পর্য্যন্ত তিনবার  
 প্রোক্ষণ করিবে; পরে যজ্ঞীয় বস্তুরও তিন  
 বার প্রোক্ষণ করিবে। ২১—২৭। তৎপরে  
 মণ্ডলের পূর্বদিক্ হইতে আরম্ভ করিয়া  
 উত্তরদিক্ পর্য্যন্ত কুশ দ্বারা আচ্ছাদন  
 করিবে। উত্তরদিকে স্থিত কুশগুলি উত্তর-  
 মুখ এবং অঙ্গদিকের কুশগুলি পূর্ব-

কুশা গতা ব্রহ্মাসনান্তিকম্ । বামোচ্চ  
 কনিষ্ঠান্তাং ব্রহ্মণঃ কজিতামনাং ॥ ২৯ ॥  
 গৃহীত্বা কুশপত্রৈকং হ্রীং নিরস্তঃ পরাবহুঃ  
 ইত্যুক্ত্বাগ্নেদং জিহ্বান্তাং নিক্ষিপেচ্ছ্রুং করাদিনা  
 ৩০ ॥ সীদ বৃজপতে ব্রহ্মসিদ্ধং তে কজিতা  
 মনম্ । সীদামীতি বদন ব্রহ্মা বিশেষ  
 তজ্জোস্তিরামুখঃ ॥ ৩১ ॥ সৎপূজ্য গন্ধপুষ্পাদি  
 ব্রহ্মাণং প্রার্থয়েদিদম্ ॥ ৩২ ॥ গোপায় যজ্ঞঃ  
 যজ্ঞেশ যজ্ঞং পাহি বৃহস্পতে । মাধ  
 যজ্ঞপতিং পাহি কশ্যপাশ্বিন নমোহস্ত তে  
 ৩৩ ॥ গোপায়ামি বদেদ্ ব্রহ্মা ব্রহ্মান্তাং

মুখ হইবে। অগ্নিকে দক্ষিণ-বরিয়্যা অর্থাৎ  
 অগ্নির বাম-দিক্ দিয়া ব্রহ্মাসন-সমিধায়ে  
 গমনপূর্বক বামহস্তের অঙ্গুষ্ঠ ও কনিষ্ঠ  
 অঙ্গুলি দ্বারা ব্রহ্মার কজিত আসন হইবে  
 একটি কুশপত্র গ্রহণ করিয়া "হ্রীং নিরস্ত  
 পরাবহুঃ" এই বলিয়া অগ্নির দক্ষিণদিকে  
 নিক্ষেপ করিবে। "হে যজ্ঞপতে।" হে  
 ব্রহ্মন্। এই তোমার আসন প্রস্তুত-  
 উপবেশন কর" বলিবে। ব্রহ্মা, "সীদামি  
 অর্থাৎ উপবেশন করিতেছি" ইহা বলিয়া  
 উত্তরমুখ হইয়া তাহাতে উপবেশন করি-  
 বেন। গন্ধ-পুষ্পাদি দ্বারা ব্রহ্মাকে পূজা  
 করিয়া এইরূপ প্রার্থনা করিবে,—  
 "হে যজ্ঞেশ্বর। যজ্ঞ রক্ষা কর। হে বৃহস্পতে  
 যজ্ঞ রক্ষা কর। আমি যজ্ঞপতি, আমি কেশ  
 রক্ষা কর। হে কশ্যপাশ্বিন। তোমাতে  
 নমস্কার।" ২৮—৩৩। ব্রহ্মা বলিবেন, "রক্ষা  
 করিতেছি"। ব্রহ্মা না থাকিলে স্বয়ং ঐ

স্বয়ং বেদে ॥ তত্র দর্ভময়ং বিপ্রং কল্পয়েদ-  
যজ্ঞসিদ্ধয়ে ॥ ৩৪ ॥ ততো ব্রহ্মসিহাগচ্ছা-  
গচ্ছিত্যবাহ সাধকঃ ॥ পাদ্যাদিত্যিচ্চ  
সংপূজ্য যুবিদ্যজ্ঞসমাপনম্ ॥ তাবদ্যজ্ঞিঃ  
হাত্যামিতি প্রার্থ্য সন্ময়ে ॥ ৩৫ ॥  
সৌদকেন কল্পেণাগ্নেয়ীশানাদ্ভক্ষণোৎকম্  
ত্রিধা পর্য্যক্ষ্য বহিক ত্রিঃ প্রোক্ষ্য তদন-  
ন্তরম্ ॥ ৩৬ ॥ আগত্য বর্ষনা তেন  
স্বপশিচ্চ নিজসিনে ॥ হৃদিলস্তোত্রে  
দর্ভমুদগ্ধান্তসংস্কৃত্য ॥ ৩৭ ॥ তেযু  
যজ্ঞীয়বস্তুনি সর্কপ্যামাদয়েৎ সুধীঃ  
সৌদকং প্রোক্ষণীপাত্রমাজ্যাহনীসমিধ-  
কুশান্ ॥ ৩৮ ॥ আসাদ্য অকুক্ষ্যাদীনি দ্বাং

যক্ষ্য বলিবেন এবং “আগচ্ছাগচ্ছ” অর্থাৎ  
এখানে আইস, এখানে আইস, এইরূপে  
আবাহন করিয়া অনন্তর পাদ্য প্রভৃতি দ্বারা  
পূজা করিয়া “যে পর্য্যন্ত যজ্ঞ সমাপ্তি, সে  
পর্য্যন্ত আপনাকে এখানে অবস্থান করিতে  
হইবে” এই প্রার্থনা করিয়া তৎপরে নমস্কার  
করিবে। অগ্নির উপশানকোণ হইতে আরম্ভ  
করিয়া ব্রহ্মার নিকট পর্য্যন্ত তিনবার সজল  
হস্ত দ্বারা পর্য্যক্ষণ করিয়া এবং পরে তিনবার  
অগ্নিকে প্রোক্ষিত করিয়া, অনন্তর সেই  
অর্থাৎ পূর্বাগত পথ দিয়া প্রত্যাবৃত্ত হইয়া  
নিজ আসনে উপবেশন করিবে এবং  
মণ্ডলের উত্তরদিকে কতকগুলি কুশ উত্তরা-  
ভিমুখ করিয়া বিছাইবে। অনন্তর সুধী  
সাধক, তাহাতে সজল প্রোক্ষণীপাত্র, আজ্য-  
হালী, সমিধ ও কুশ প্রভৃতি সকল যজ্ঞীয়

স্বীয় মিতিমন্তকৈঃ ॥ দিব্যদৃষ্ট্যা প্রোক্ষণেন  
সংস্কৃত্য তদনন্তরম্ ॥ ৩৯ ॥ পৃথিব্যাং দক্ষিণং  
জায় পাতয়িত্বা অবে অচা ॥ যতমাদায়  
মতিমাংসিচ্চয়নু হিতমাস্তনঃ ॥ স্বীয় বিক্ষণে  
স্থিতিভেন প্রদদ্যা দাহতিত্ৰয়ম্ ॥ ৪০ ॥ তথৈব  
যতমাদায় ধায়নু দেবং প্রজাপতিম্ ॥  
বায়ব্যাং দক্ষিকোণান্তং জুহুয়া দাজ্যধায় ॥ ৪১ ॥  
পুনরাজ্যং সমাদায় ধায়নু দেবং পুরন্দরম্ ॥  
নৈঋতাদীনাং কোণান্তং জুহুয়া দাজ্যধায় ॥  
৪২ ॥ ততোহগ্নিকুন্তরে ধাম্যে মধো চ

বস্ত স্থাপন করিবে। পরে অকুক্ষ্যাদি  
স্থাপন করিয়া “হ্রীং হ্রীং হ্রুং” এই মন্ত্র পাঠ,  
দিব্য-দৃষ্টি অর্থাৎ অমিমিয়-নয়নে অবলোকন  
এবং প্রোক্ষণ দ্বারা সংস্কার করিয়া, তদনন্তর  
বিচক্ষণ সাধক ভূমিতে দক্ষিণজায় পাতিয়া  
অবনামক যজ্ঞীয়-পাত্রস্থিত ঘৃত, অকু দ্বারা  
গ্রহণপূর্ব্বক আপনার হিতচিত্তা করত “স্বীয়  
বিক্ষণে,” অস্তে স্থিতি অর্থাৎ “স্বাহা” মন্ত্র দ্বারা  
তিনবার আহুতি প্রদান করিবে। ৩৪—৪০।  
সেইরূপ অর্থাৎ অকু দ্বারা অগ্নি-স্থিত ঘৃত  
লইয়া প্রজাপতি দেবের ধ্যান করত বায়ুকোণ  
হইতে আরম্ভ করিয়া অগ্নিকোণ পর্য্যন্ত  
ঘৃতধারা দ্বারা হোম করিবে। \* ত্রৈলোক্যে  
পুনর্ব্বার ঘৃত গ্রহণ করিয়া পুরন্দর দেবের  
ধ্যান করত নৈঋতকোণ হইতে আরম্ভ

\* হোমস্থলে বিশেষ মন্ত্র কথিত না হইলে  
প্রথমতঃ “হ্রীং” পরে যত্নদেশে হোম করিতে  
হইলে, তাহার চতুর্থটি নাম, অথবা “স্বাহা”,  
দ্বিতীয়;—“হ্রীং প্রজাপত্যে স্বাহা” ইত্যাদি।

পরমেশ্বরী। অগ্নিঃ সোমমগ্নীষোমৌ সমু-  
ল্লিখ্য যথাক্রমাৎ ॥ ৪৩ ॥ সচতুর্থী-নমো-  
হন্তেন মায়াদ্যোনাহতিত্ৰয়ম্ । হস্তা বিধেয়-  
কর্মোক্তং হোমং কুর্যাদ্বিচক্ষণঃ ॥ ৪৪ ॥  
আহতিত্ৰয়দানান্তং ধারাহোমং প্রচক্ষতে ॥  
৪৫ ॥ যদুদ্ভিষ্টাহতিং দদাদেয়োদেদেদো-  
হপি । তৎকৃত্যে । সমাপ্য প্রকৃতং কর্ম  
। দ্বিষ্টিকৃত্যমমাচরেৎ ॥ ৪৬ ॥ ১০ প্রায়শ্চিত্ত-  
। একো হোমঃ কলৌ শাস্তিঃ । বরাননে ।  
দ্বিষ্টিকৃত্য ন্যাহতিভিঃ প্রায়শ্চিত্তং বিদীয়তে ॥  
৪৭ ॥ পূর্ববক্তবিরাদায় ত্রক্ষাণং মনসা শ্রবন্ ।

করিয়া ঈশানকোণ পর্য্যন্ত হস্তধারা প্রদান  
করিবে। হে-পরমেশ্বরী! অনন্তর-অগ্নির  
উত্তরে, দক্ষিণে, এবং মধ্যো যথাক্রমে  
। অগ্নি, সোম ও অগ্নীষোমের উল্লেখ করিয়া  
তাহাতে চতুর্থী, অস্তে নমঃ ও আদিত্যে  
মায়া : অর্থাৎ “হ্রীং” এই যোগ-নিপ্পন্ন  
। “হ্রীং অগ্নয়ে নমঃ” “হ্রীং সোমায় নমঃ”  
। “হ্রীং অগ্নীষোমাত্মায় নমঃ” এই মন্ত্র দ্বারা  
। তিনবার আহতি প্রদানানন্তর বিচক্ষণ ব্যক্তি  
। বিধেয়-কর্মোক্ত হোম করিবে। আহতিত্ৰয়  
দান পর্যান্ত কর্মকে ধারা-হোম কহে। যে  
দেবতার উদ্দেশে আহতি প্রদান করিবে,  
দেয়বস্তুর উল্লেখও সেই দেবতার উদ্দেশে  
করিতে হইবে। যথা ; হ্রীং বিধেয় স্বাহা  
হবিরিদ্ । এইরূপে প্রকৃত কর্ম সমাপন  
করিয়া দ্বিষ্টিকৃত্য হোম করিবে। ৪১—৪৬ ।  
হে বরাননে । কলিকালে প্রায়শ্চিত্ত-হোম  
নাই, দ্বিষ্টিকৃত্য ও ন্যাহতি হোম দ্বারা-

অগ্নিনু কর্ম্মনি দেবেশ প্রমাদাদ্রুমতোহাপ  
বা । ন্যূনাদিকং কৃতং যচ্চ সর্বং দ্বিষ্ট-  
কৃতং কুরু ॥ ৪৮ ॥ মায়াদ্যোনাহুনা দেবি  
স্বাহান্তেনাহতিং হনেৎ ॥ ৪৯ ॥ ত্রয়মে  
সর্বলোকানাং পাবনঃ দ্বিষ্টিকৃত্য প্রভুঃ । যজ্ঞ-  
শাকী ক্ষেমকর্তা সর্বান কামান্ প্রপুরয় ॥ ৫০ ॥  
জ্ঞানেন হবনং কুর্যামায়মা বহিঃপ্রায়মা ।  
ইখং দ্বিষ্টিকৃত্য হোমং সমাপ্য । ত্রু-  
সাধকঃ ॥ ৫১ ॥ কর্ম্মণোহস্ত পরত্রক্ষয়শ্চ  
বিহিতকং যৎ । তচ্ছান্ত্যৈঃ যজ্ঞসম্পষ্টৈঃ

প্রায়শ্চিত্ত হইয়া থাকে। পূর্ববৎ হবি  
গ্রহণ করিয়া অর্থাৎ, অগ্নিহোম হবি অগ্নি  
দ্বারা গ্রহণ করিয়া ত্রক্ষাকে মনে মনে শ্রবণ  
করত “হে দেবেশ । প্রমাদ-বশতঃ বা-  
বশতঃ এই কার্য যাহা কিছু ন্যূনাদিক  
হইয়াছে, তৎসমুদায়কে আমার উত্তম ফল-  
দায়ক কর” হে দেবি। এই অর্থাৎ মূলমন্ত্র  
“অগ্নিনু—কুরু” মন্ত্র আদিত্যে মায়া ( হ্রীং )  
অন্তে “স্বাহা” যোগে পাঠ করিয়া আহতি  
প্রদান করিবে। হে অগ্নে! তুমি সকল  
লোকের পবিত্রতাজনক, অতীষ্ট-কর্তা, প্রভু,  
যজ্ঞের শাকী, এবং মঙ্গল-কর্তা; তুমি  
আমার সমুদায় কামনা পূর্ণ কর। আদিত্যে  
মায়াবীজ ও শেষে “স্বাহা” পদ যোগে এই  
অর্থাৎ মূলমন্ত্র “ত্রয়মে—পুরয়” মন্ত্র দ্বারা  
আহতি প্রদান করিবে। যজ্ঞসাধক এইরূপে  
দ্বিষ্টিকৃত্য হোম সমাধা করিয়া “হে  
পরত্রক্ষন! এই কর্ম্মের যাহা কিছু অযুক্ত  
কৃত হইয়াছে, হে বিভো! তাহা শাস্তির

বাহ্যত্যা কৃত্যতে বিভো ॥ ৫২ ॥ মায়াদি-  
বহিঃপ্রায়ৈর্ভূর্ভুবঃস্বরিতি ত্রিভিঃ । আছতি-  
ত্রিতয়ং দদ্যাৎ ত্রিতয়েন তথৈব চ ॥ ৫৩ ॥  
হত্যাগ্নৌ যজুমানেন দদ্যাৎ পূর্ণাহতিং বুধঃ ।  
স্বয়ং চেৎ কর্মকর্তা জ্ঞানী যুগ্মদেবাহতিং  
ক্ষিপেৎ ॥ ৫৪ ॥ অভিষেকবিধানানামেব-  
মেব নিধিঃ স্মৃতঃ । আদৌ মায়াং সমুচ্চাৰ্য্য  
ততো যজ্ঞপাঠে • বদেৎ ॥ ৫৫ ॥ পূর্ণো  
ভবতু যজ্ঞো • মে জুযাক্ত যজ্ঞদেবতাঃ ।  
ফলানি সমাগু যচ্ছক্য বহ্নিকান্তাবধির্শুভঃ ॥  
৫৬ ॥ যজ্ঞোপনীনেন মতিমানুষ্ঠায় সুসমাহিতঃ ।

নিমিত্ত এবম্ভ্যক্ত-সম্পত্তিব-নিমিত্ত ব্যাহতি  
দ্বারা হোম কবিত্তেছি বলিবে। আদিত্তে  
“মায়া” (হ্রীং) এবং অন্তে বহ্নিজায়া  
(স্বাহা) যুক্ত “ভুঃ” “ভুবঃ” “স্বঃ” এই তিন  
মন্ত্র (হ্রীং “ভুঃ স্বাহা” ইত্যাদি) দ্বারা  
তিনবার অহিতি দিবে ও ত্রিতয় (হ্রীং  
ভূর্ভুবঃ স্বঃ স্বাহা) মন্ত্র দ্বারা অহিতি প্রদান  
করিয়া জ্ঞানী যজ্ঞকর্তা যজমানের সহিত  
পূর্ণাহতি প্রদান করিবে। যদি যজমান  
স্বয়ং কর্মকর্তা হন, তাহা হইলে স্বয়ং  
আছতি প্রদান করিবেন। ৪৭—৫৪ ।  
অভিষেক-বিধানাদিত্তেও এইরূপ বিধি  
স্মৃত আছে। প্রথমতঃ মায়াবীজ উচ্চারণ  
করিয়া তদনন্তর ‘যজ্ঞপাঠে’ এই পদ উচ্চারণ  
করিবে। অনন্তর “পূর্ণো ভবতু যজ্ঞো মে  
জুযাক্ত যজ্ঞদেবতাঃ ফলানি সমাগু যচ্ছক্য”  
শেষে বহ্নিকান্তা (স্বাহা) ;—ইহা পূর্ণ-  
হতির মন্ত্র। অর্থাৎ “হে যজ্ঞেশ্বর । আমার

ফলভাঙ্গুলসহিতাহতিং দদ্যাৎ তামনে ॥  
৫৭ ॥ দত্তপূর্ণাহতিবিদ্বান্ শান্তিকর্ম সমা-  
চরেৎ । প্রোক্ষণীপাত্রতোয়েন কুর্শৈঃ সন্ধ্যা-  
র্জ্জয়েচ্ছিরঃ ॥ ৫৮ ॥ আপঃ সুমিত্রিয়াঃ সন্তা-  
তবজ্ঞোযধয়ো মম । আপো রক্ষন্ত গাং  
নিত্যমাপো নারায়ণঃ স্বয়ম্ ॥ ৫৯ ॥ আপো-  
হিষ্ঠাময়োভুবন্তান উর্জ্জৈঃ ॥ দধাতনঃ ।  
ইত্যাত্যাং মার্জ্জনং কৃত্বা ভূমৌ বিন্দু-  
বিনিক্ষিপেৎ ॥ ৬০ ॥ যে বিযন্তি চ গাং  
নিত্যং যাংচ দ্বিগো নরান্ বহম্ । আপো

এই যজ্ঞ পূর্ণ হউক, যজ্ঞ-দেবতারা পরিতুষ্ট  
হউন, এই যজ্ঞেব সম্পূর্ণ ফল প্রদান  
করুন। জ্ঞানী ব্যক্তি দত্তায়মান হইয়া  
একাগ্র-চিত্তে এই মন্ত্র দ্বারা ফল ও তাহাশ্রব  
সহিত আছতি হত্যাগ্নে প্রদান করিবে।  
বিদ্বান্ ব্যক্তি পূর্ণাহতি দান করিয়া শান্তিকর্ম  
আচরণ করিবে। প্রথমতঃ প্রোক্ষণীপাত্র  
হইতে কুশ দ্বারা গৃহীত জল দ্বারা মস্তক-  
সন্ধ্যার্জ্জন করিবে। “জল আমার উত্তম বস্তু  
স্বরূপ হউন; আমাব পক্ষে ওষধি স্বরূপ  
হউন, জল আমাদিগকে নিত্য রক্ষা করুন,  
জল স্বয়ং নারায়ণ। হে মলিল । তুমি সুখ  
প্রদান করিয়া থাক, তুমি আমাদিগকে  
ঐহিক বিষয় প্রদান কর।” এই মন্ত্রবল  
দ্বারা মস্তক সিক্ত করিয়া ভূমিতে জল বিন্দু  
নিক্ষেপ করিবে। ৫৫—৬০ । “স্বাহা”  
নিয়ত আগাদেব ধ্যেয় করে, আগরা যে  
সকল লোকের ধ্যেয় করিয়া থাকি, তাহাদের  
পক্ষে জল শরৎস্বরূপ হইয়া তাহাদিগকে

হৃদিত্রিয্যাস্তেষাং সঙ্গ ভক্ষত্ব তানপি ॥  
৬১ ॥ অনেনেনানদিগুভগে বিন্দু প্রক্ষিপ্য  
তান কুশান ॥ হিষ্টা কৃতাজলিভুতা প্রার্থ-  
য়েদ্রব্যবাহনম্ ॥ ৬২ ॥ বুদ্ধিঃ বিদ্যাঃ বলঃ  
মেধাঃ শ্রদ্ধাঃ প্রজ্ঞাঃ যশঃশ্রিয়ম্ । আরোগ্যং  
তেজঃ আয়ুষ্যঃ ॥ দেহি মে হব্যবাহন ॥  
৬৩ ॥ ইতি প্রার্থ্য কীতিহোত্রং বিহঙ্গেনমুনা  
শিবে ॥ ৬৪ ॥ যজ্ঞ যজ্ঞপতিঃ গচ্ছ যজ্ঞং গচ্ছ  
হতানন । স্বাঃ বোনিঃ গচ্ছ যজ্ঞেশ পুরা-  
ন্যনামোরথম্ ॥ ৬৫ ॥ অগ্নে ক্ষমস্ব স্বাহেতি  
মন্ত্রেণায়েদ্রব্যদগ্নিশি । দত্তা দ দ্বাহতিঃ বহিঃ  
দক্ষিণশ্রাং বিচালয়েৎ ॥ ৬৬ ॥ ব্রহ্মণে

ভক্ষণ করুন” এই মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক কুশ  
দ্বারা কুশানকোণে জলবিন্দু নিষ্ক্ষেপ করিয়া,  
কুশ-সমুদায়ও পরিভ্যাগ করিয়া পরে কৃত-  
জলিপুটে হতাননের নিকট প্রার্থনা করিবে ;  
“হে হব্যবাহন । আনাকে বুদ্ধি অর্থাৎ  
শ্রদ্ধাদি তত্ত্বজ্ঞান, বল অর্থাৎ শক্তি, মেধা  
অর্থাৎ ধারণাশক্তি, প্রজ্ঞা অর্থাৎ সারাসার-  
বিবেক নৈপুণ্য, শ্রদ্ধা, যশঃ, শ্রী, আরোগ্য,  
তেজঃ, আয়ু — এতৎ সমুদায় প্রদান করুন”  
হে শিবে । অগ্নির নিকট এইরূপ প্রার্থনা  
করিয়া এই মন্ত্র দ্বারা অগ্নিকে বিসর্জন  
করিবে । “হে যজ্ঞ । তুমি যজ্ঞপুরুষ বিযুক্ত  
গমন কর ; হে হতানন । তুমি যজ্ঞে  
প্রবিষ্ট হও । হে যজ্ঞেশ্বর । তুমি স্বস্থানে  
গমন কর এবং আমার মনোরথ পূর্ণ করিয়া  
দাও । “অগ্নে ক্ষমস্ব স্বাহা” এই মন্ত্র পাঠ  
পূর্ব্বক অগ্নির উত্তরদিকে দধি দ্বারা আহুতি

দক্ষিণাং দত্তা ভুক্ত্যা ॥ ৬৭ ॥  
ততস্ত তিলকং কুর্ঘ্যাৎ জ্বলন্তলমঙ্গমনা ॥  
৬৮ ॥ মায়াং কামং সমুচ্চাৰ্য্য সর্ব্বশান্তিকরো  
ভব । ললাটে ० তিলকং কুর্ঘ্যামঙ্গোপায়েন  
যাজ্তিকঃ ॥ ৬৯ ॥ শান্তিরস্ত শিবকান্তিঃ বাসবা-  
গিপ্রসাদতঃ । মরুতাং ব্রহ্মণৈশ্চ বহু-  
কজ-প্রজাপতেঃ ॥ ৭০ ॥ অনেন মনুনাযুযাং  
ধারয়ন মন্ত্রকোপরি । ক্ষমস্বা দক্ষিণাং  
দদ্যাক্ষোম-প্রকৃতকর্ম্মণোঃ ॥ ৭১ ॥ ইতি তে  
কথিতা দেবি সর্ব্বকর্ম্মকুশলিকা । প্রাথোজ্যা  
শুভকর্মাণো যজ্ঞতঃ কুলসাধকৈঃ ॥ ৭২ ॥

প্রদান করিয়া অগ্নিকে দক্ষিণদিকে চালিত  
করিবে । ৬১—৬৬ । অনন্তর ব্রহ্মাকে  
দক্ষিণা প্রদান করিয়া ভক্তি-সহকারে নম্র-  
দ্বারপূর্ব্বক বিসর্জন করিবে । পরে জ্বল-  
নামক যজ্ঞপাত্র-সংলগ্ন জ্বা দ্বারা তিলক  
করিবে । মায়া অর্থাৎ ক্রীং কাম অর্থাৎ  
ক্রীং, উচ্চারণ করিয়া “সর্ব্বশান্তিকরো ভব”  
বলিবে । এই মন্ত্র দ্বারা যজ্ঞকর্ত্তা ললাটে  
তিলক ধারণ করিবে । “ইন্দ্র, অগ্নি, ব্রহ্মা,  
প্রজাপতি, বহুগণ, কজগণ ও মরুতাদের  
প্রসাদে শান্তি হউক ও মঙ্গল হউক”  
এই মন্ত্র পাঠ করিয়া মন্ত্রকের উপর আয়ু-  
বুদ্ধিকর তিলক ধারণ করিয়া হোমের ও  
প্রকৃত কর্ম্মের যথাশক্তি দক্ষিণা প্রদান  
করিবে । হে দেবি । এই আমি তোমার  
নিকট সর্ব্বসংকর্ম্মের কুশলিকা কহিলাম ।  
কুলসাধকগণ, শুভকর্ম্মের অগ্নে যজ্ঞপূর্ব্বক  
ইহার অমুষ্ঠান করিবে । হে শিবে । যং

প্রকৃতে কৰ্ম্মণি নিবে চরুধ্বাং কুলাগমঃ ।  
সিদ্ধার্থঃ কৰ্ম্মণাং তেষাং চরুকৰ্ম্ম মিগদ্যতে ॥  
৭২ ॥ চরুহালী প্রকৃতিয়া তাত্ৰী বা মুক্তি-  
কোত্তবা ॥ ৭৩ ॥ কুশপিত্তিকোত্তবিধিনা জগা-  
সংস্করণাবিধিঃ কুশা কৰ্ম্ম চরুহালীমানয়ে-  
দাঙ্গসমুদে ॥ ৭৪ ॥ অক্ষতামন্ত্রণাং দৃষ্টা-  
প্রাদেশপরিমাণকম্ । পবিত্রকুশমেকক হালী-  
মধ্যে নিযোজয়েৎ ॥ ৭৫ ॥ আশীষ তত্ৰাং  
স্বত্ৰ সংস্থাপ্য হস্তিলাভিকৈ । যশিন কৰ্ম্মণি  
যে দেবাঃ পূজনীয়াঃ সুরাচ্চিত্তে ॥ ৭৬ ॥  
তত্তনাম চতুর্থ্যন্তমুক্তা তাজুষ্টিমীরয়ন ॥ গৃহ্মি  
নিৰ্গপামীতি প্রোক্ষয়ামি ক্রমাধন ॥ ৭৭ ॥

ক্রমে যাঁহাদের প্রকৃত কৰ্ম্মে চরু করিবার  
নিয়ম আছে, তাঁহাদের কৰ্ম্ম-সিদ্ধির নিমিত্ত  
চরু-কৰ্ম্ম বলিতেছি । ৭৭—৭২ । প্রথমতঃ  
তাত্ৰময়ী বা মুময়ী চরুহালী প্রস্তুত করিতে  
হইবে । পরে কুশপিত্তিকোত্ত বিধি অনুসারে  
জগা-সংস্কার অবধি সমুদায় কৰ্ম্ম সম্পাদন  
করিয়া আপনার সমুদে চরুহালী স্থানয়ন  
করিবে । পরে ঐ চরুহালী অক্ষত ও  
অত্রণ দেবিয়া প্রাদেশ-প্রমাণ একটী পবিত্র  
কুশ-হালী-মধ্যে নিযুক্ত করিবে । হে  
সুববস্মিতে ! তৎপরে যজ্ঞস্থলে ততুল  
আবয়ন করিয়া হস্তিলের নিকট সংস্থাপন  
পূর্বক, যে কৰ্ম্মে যে দেবতার পূজা করিবার  
রীতি আছে, চতুর্থী-বিভক্ত্যন্ত তত্তনাম  
উল্লেখ করিয়া “তাজুষ্টিম্” এই কথা বলিয়া  
ক্রমশঃ “গৃহ্মি” ( লইতেছি ), “নিৰ্গ-  
পামি” ( হালীতে রাখিতেছি ), “প্রোক্ষয়ামি”

গৃহ্মি । নিৰ্গপেৎ হাল্যাং প্রোক্ষয়াম্য-  
বিন্দুনা । প্রত্যেকং চতুরো মুষ্টিন্ দেবযুগ্মিণ্য  
ততুলান ॥ ৭৮ ॥ ততো হুগং সিতাকৈব  
দত্তা পাকবিধানতঃ । হুপচেৎ সংস্কৃতে  
বহেঁ সাবধানেন হুত্রেতে ॥ ৭৯ ॥ হুপকং  
কোমলং জ্ঞাত্বা দদ্যাৎ তত্র দ্বতক্রবম্ ॥ ৮০ ॥  
অগ্নেয়স্তরতঃ পাত্রেণ বিনিধায় কুশোপরি ।  
পুনঃস্থিধা দ্বতং দত্তা হালীমাচ্ছাদয়েৎ  
কুশৈঃ ॥ ৮১ ॥ ততঃ ক্রবে চরুহাল্যা দ্বতা-  
ধারণপূর্বকম্ । কিঞ্চিচ্চরুং সমাদায় জাহু-  
হোমং সমাচরেৎ ॥ ৮২ ॥ দ্বারা-হোমং  
ততঃ কুশা প্রধানীভূতকৰ্ম্মণি । যত্র যে

( জলসেক করিতেছি ) বলিয়া প্রত্যেক  
দেবতার উদ্দেশে চারি চারি মুষ্টি ততুল  
গ্রহণ করিবে, হালীতে রাখিবে এবং জল-  
সিক্ত করিবে । হে হুত্রেতে । অনন্তর  
তাহাতে হুগ ও চিনি প্রদান করিয়া সমা-  
হিত-কদয়ে হুসংস্কৃত বহিতে পাক-বিধি  
অনুসারে উহা উত্তমরূপে পাক করিবে ।  
৭৩—৭৯ । পরে যখন জানিবে,—ঐ অন্ন  
হুপক ও কোমল হইয়াছে, তখন তাহাতে  
দ্বত-ক্রব নিয়োগ করিবে । অনন্তর অগ্নির  
উত্তরদিকে কুশোপরি চরুপাত্র স্থাপন  
করিয়া তাহাতে পুনঃ চতুর্বার দ্বত প্রদান-  
পূর্বক কুশ দ্বারা চরুহালী আচ্ছাদন করিবে ।  
তৎপরে চরুহালী হইতে জগা-সংস্কৃত  
যজ্ঞপাত্রে কিঞ্চিৎ চরু লইয়া তাহাতে দ্বত  
প্রদানপূর্বক জাহু-হোম করিবে । অনন্তর  
দ্বারা-হোম করিয়া প্রধানীভূত কৰ্ম্মে যে স্থলে

বিহিতা দেবান্তম্ভৈরাহুতিঃ হমেৎ ॥ ৮৩ ॥  
 সমাপ্য প্রকৃতং হোমং স্টিষ্টিক্কোমপূর্ব্বকম্ ।  
 প্রায়শ্চিত্তকং হতা কুৰ্য্যৎ কৰ্ম্মসমাপনম্ ॥  
 ৮৪ ॥ সংস্কারেষু প্রতিষ্ঠাষু বিধিরেষ  
 প্রকীৰ্ত্তিতঃ ॥ বিধেয়ঃ শুভকৰ্ম্মাদৌ কৰ্ম্ম-  
 সংসিদ্ধিহেতবে ॥ ৮৫ ॥ অথোচ্যতে মহা-  
 মায়ে গৰ্ভাদানোদিতাঃ ক্রিয়াঃ । তদাদা-  
 যুতসংস্কারঃ কথ্যতে ক্রমতঃ শৃণু ॥ ৮৬ ॥  
 কৃতনিত্যক্রিয়াঃ শুভক পঞ্চ দেবানু সমর্চয়েৎ ।  
 ব্রহ্মা হুর্গা গণেশশ্চ গ্রহা দিকৃপতন্তুধা ॥  
 যুত্তিলস্ত্রেদিগ্ভাগে ষটেভেতানু প্রপূজ-  
 য়েৎ ॥ ৮৭ ॥ ততস্ত্র মাতৃকাঃ পূজ্যা গোষ্ঠ্যাভ্যাঃ

যে দেবতা পূজ্য, সেই দেবতার মন্ত্র দ্বারা  
 আছতি প্রদান করিবে। এইরূপে প্রকৃত  
 হোম সমাপন করিয়া স্টিষ্টিক্কোম সমা-  
 পনপূর্ব্বক প্রায়শ্চিত্ত-হোম করিয়া কৰ্ম্ম  
 সমাপন করিবে। ৮০—৮৪। দশবিধ  
 সংস্কার সময়ে এবং প্রতিষ্ঠা সময়ে এইরূপ  
 বিধি কথিত হইল। শুভ-কৰ্ম্মের আদিতে  
 কৰ্ম্মসিদ্ধির নিমিত্ত ইহা বিধেয়। হে মহা-  
 মায়ে! অতঃপর গৰ্ভাদান প্রভৃতি ক্রিয়া  
 সকল উক্ত হইতেছে। তদাথো ক্রম  
 অনুসারে প্রথমতঃ ঋতু-সংস্কার কথিত  
 হইতেছে—শ্রবণ কর। নিত্য-কৰ্ম্ম সমাপন-  
 পূর্ব্বক শুভকৰ্ম্মীয় হইয়া ব্রহ্মা, হুর্গা,  
 গণেশ, গ্রহগণ ও দিকৃপতিগণ—এই  
 পঞ্চদেবতার পূজা করিবে। যুত্তিলের  
 পূর্ব্বদিকে ষটের উপর এই সমুদায় দেবতার  
 পূজা করিয়া পরে ক্রমে গৌরী প্রভৃতি

যোড়শ ক্রমাৎ । গৌরী পদ্মা শচী মেধা  
 সাবিত্রী বিজয়া জয়া ॥ ৮৮ ॥ দেবসেনা  
 স্বধা স্বাহা । শান্তিঃ পুষ্টিবৃদ্ধিঃ ক্ষমা ॥  
 আত্মনো দেবতা চৈব তথৈব কুলদেবতাঃ ॥  
 ৮৯ ॥ আয়াত্ন মাতরঃ সর্বাঙ্গিদানন্দ-  
 কারিকাঃ । বিবাহ-ব্রত-যজ্ঞানাং সর্বাভীষ্টং  
 প্রকর্ষাতাম্ ॥ ৯০ ॥ যানশক্তিসমাক্রাণ্টাঃ  
 সৌম্যগুৰ্ত্তিধরাঃ সদা ॥ আয়াত্ন মাতরঃ  
 সর্বা যজ্ঞোৎসবসমুদয়ো ॥ ৯১ ॥ ইত্যাবাহ-  
 মাতৃগণানু স্বশক্ত্যা পরিপূজ্য চ । দেহল্যাং  
 নাভিমাভ্যাং প্রাদেশপরিমাণতঃ । সপ্ত বা  
 পঞ্চ বা বিন্দুম্ দদ্যৎ সিন্দুরচন্দনৈঃ ॥ ৯২ ॥  
 প্রত্যেকবিন্দুং মতিমানু কামং মায়াং রমাং

যোড়শ মাতৃকার পূজা করিবে। মাতৃগণ  
 যথা;—গৌরী, পদ্মা, শচী, মেধা, সাবিত্রী,  
 বিজয়া, জয়া, দেবসেনা, স্বধা, স্বাহা, শান্তি,  
 পুষ্টি, বৃদ্ধি, ক্ষমা, আত্মদেবতা ও কুল-  
 দেবতা। “হে দেবগণের আনন্দ-দায়িনী  
 সমস্ত মাতৃগণ। আপনারা আগমন করুন।  
 বিবাহ, ব্রত ও যজ্ঞের সমুদায় অভিলেপিত  
 ফল প্রদান করুন। হে সমুদায় মাতৃগণ।  
 স্ব স্ব যান ও শক্তি-সমাক্রাণ্ট হইয়া সদা  
 সৌম্যগুৰ্ত্তি ধারণ করিয়া, যজ্ঞোৎসব-সমুদয়ের  
 নিমিত্ত আগমন করুন।” এই প্রকারে  
 মাতৃকাগণকে আবাহন ও যথালক্ষি পূজা  
 করিয়া নাভি-পরিমিত উচ্চ দেহলীতে  
 প্রাদেশ-পরিমিত স্থানে সিন্দুর ও চন্দন  
 দ্বারা সাতটী বা পাঁচটী বিন্দু প্রদান করিবে।  
 ৮৫—৯২। জ্ঞানী ব্যক্তি,—কাম, মায়া,

সারন । তদধারামবিচ্ছিন্নাং দস্তা তত্র বহুং  
যজ্ঞে ॥ ৯৩ ॥ বহুধারাঃ প্রকল্যেবং ময়োক্তে-  
নৈব বর্জনা । বিরচ্য হুত্তিগং ধীরো বৃষ্টি-  
স্থাপনপূর্বকম্ । হোমজব্যনি সংস্কৃত্য  
পচেচ্চক্ষুসমুত্তমম্ ॥ ৯৪ ॥ প্রোজাপত্যচক্ৰ-  
শত্রে বায়ুনাগা হতশনঃ । সমাপ্য ধারা-  
হোমাত্তং কৃত্যমার্ত্তবহারভেৎ ॥ ৯৫ ॥ ক্রীং  
প্রোজাপত্যে স্বাহা । চক্ৰণৈবাহতিজয়ম্ ।  
প্রদায়ৈকাহতিং দদ্যাদিমং মন্ত্রগুদীরয়ন ॥  
৯৬ ॥ বিষ্ণুর্ধোমিৎ কল্লয়তু তষ্টা রূপানি  
পিংশত । আসিকতু প্রোজাপতির্ধাতা গর্ভং  
দধাতু তে ॥ ৯৭ ॥ সাজ্যেন চক্ৰণী বাপি

রমা অর্থাৎ ক্রীং ক্রীং ক্রীং এই বীজত্রয়  
স্বয়ং করত প্রত্যেক বিদ্যুকে প্রদান করিয়া  
অবিচ্ছিন্ন হুতধারা প্রদান করিয়া তাহাতে  
গঙ্গাপুপ্পাদি ধারা বহু নামক দেবতার পূজা  
করিবে । ধীর-ব্যক্তি মন্ত্র পকতি অনু-  
সারে এইরূপে বহুধারা রচনা করিয়া  
হুত্তিগ-বিরচনান্তর বহিঃস্থাপনপূর্বক  
হোমজব্যসমুদায় সংস্কার করিয়া অতঃপুস্ত  
চক্ৰ পাক করিবে । এই পুস্তসংস্কার-কার্যে  
প্রোজাপত্য নামা চক্ৰ ; ইহাতে বায়ুনাগা  
বহিঃ ধারা-হোম পর্ধ্যঃ কার্য্য-সমুদায়  
সমাধা করিয়া পুস্তসংস্কার-কর্ম আরম্ভ  
করিবে । “ক্রীং প্রোজাপত্যে স্বাহা” এই  
মন্ত্র পাঠপূর্বক চক্ৰ দ্বারা আহতিজয় প্রদান  
করিয়া এই অর্থাৎ বহুমান মন্ত্র (বিষ্ণু—তে  
৯৭) পাঠ করত এক আহতি প্রদান  
করিবে । বিষ্ণু উৎপত্তি-স্থান রচনা করুন :

সাজ্যেন চক্ৰণাপি বা । সূর্য্যঃ প্রোজাপতিং  
বিষ্ণুং ধায়মাহতিমুৎসজ্যে ॥ ৯৮ ॥ গর্ভং  
ধেহি সিনীবাণি গর্ভং ধেহি সরস্বতী । গর্ভং  
তে অশ্বিনৌ দেববাণস্তাং পুঙ্করজলৌ ॥  
৯৯ ॥ ধাতা দেবীং সিনীবাণীং সর-  
স্বত্যশ্বিনৌ তথা । স্বাহাত্তমমুমানেন দদ্যা-  
দাহতিমুত্তমায় ॥ ১০০ ॥ ততঃ কামং বধুং  
মায়াং রমাং কুর্চ্চং সমুচ্চরন । অমৃষ্যে  
পুত্রকামাভ্যে গর্ভমাধেহি সর্দিষ্টম্ । উক্তা  
ধাতা রবিং বিষ্ণুং জুহুয়াং সংস্কৃতেন্নগে ॥  
১০১ ॥ যথেষ্ট পৃথিবী দেবী হাত্তানা গর্ভ-

তষ্টা রূপকে পরিকৃত করুন ; প্রোজাপতি  
নিবেক করুন ; ধাতা তোমার গর্ভ পোষণ  
করুন ॥ ৯৩—৯৭ ॥ অনন্তর সূর্য্য, প্রোজা-  
পতি ও বিষ্ণুর ধ্যান করত হুত ধারা,  
চক্ৰ দ্বারা বা সমুত চক্ৰ দ্বারা আহতি প্রদান  
করিবে । “তুমি সিনীবাণী প্ররূপা হইয়া  
গর্ভধারণ কর । তুমি সরস্বতী স্বরূপা হইয়া  
গর্ভধারণ কর । পদ্মপুপ্প-মালাধারী অশ্বিনী-  
কুমারদ্বয় তোমার গর্ভ আধান করুন ॥”  
দেবী সিনীবাণী, সরস্বতী ও অশ্বিনীকুমার-  
দ্বয়ের ধ্যান করিয়া স্বাহাত্ত এই মন্ত্র (গর্ভং  
—অজৌ স্বাহা) দ্বারা উত্তম আহতি  
প্রদান করিবে । অনন্তর কাম, বধু, মায়া,  
রমা ও কুর্চ্চ অর্থাৎ ক্রীং ক্রীং ক্রীং ক্রীং  
হুৎ উচ্চারণ করিয়া “অমৃষ্যে পুত্রকামাভ্যে  
গর্ভমাধেহি স্বাহা” এই মন্ত্র পাঠপূর্বক সূর্য্য  
ও বিষ্ণুর ধ্যান করিয়া সংস্কৃত হুতান্নে  
আহতি প্রদান করিবে । “এই উক্তা ধরণী

নাদধে । তথা ত্বং গৰ্ভমাধেহি দশমে মাসি  
সুতয়ে । স্বাহাভ্যেনামুনা বিষ্ণুং ধ্যায়নাত্তি-  
মাচরেৎ ॥ ১০২ ॥ পুনঃপূজাং সমাদায়  
ধ্যাত্বা বিষ্ণুং পরাংপরম্ । বিষ্ণো জ্যেষ্ঠেন  
রূপেণ নার্য্যামস্তাং বরীয়সম্ । সুতমাধেহি  
ঐন্দ্রমুত্তম্ বহৌ হবিস্ত্যজেন ॥ ১০৩ ॥  
কামেন পুটিতাং মায়াং মায়ায়া পুটিতাং  
বধুম্ । পুনঃ কামক মায়াক পটিতাস্তাঃ  
শিরঃ স্পৃশেৎ ॥ ১০৪ ॥ পতিপুত্রবতীভিঃ  
নারীভিঃ পরিবেষ্টিতঃ । শিরশ্চালভ্য হস্তাভ্যাং  
বধবাঃ ক্রোড়াকলে পতিঃ ॥ ১০৫ ॥ বিষ্ণুং

দেবী যেমন গর্ভধারণ করিয়াছিলেন, সেই-  
রূপ দশম মাসে প্রসব করিবার নিমিত্ত তুমি  
গর্ভধারণ কর" স্বাহান্ত এই মন্ত্র (মূল,  
“যথেষৎ—সুতয়ে স্বাহা”) পাঠপূর্ব্বক বিষ্ণুর  
ধ্যান করত আত্মা প্রদান করিবে ।  
পুনর্বার সুত লইয়া পরাংপর বিষ্ণুর ধ্যান-  
পূর্ব্বক “হে বিষ্ণো । তুমি জ্যেষ্ঠ রূপ দ্বারা  
এই নারীতে জ্যেষ্ঠ সন্তান আধান কর ।  
এতদর্থক মন্ত্র,—“বিষ্ণো—ধেহি” ও ঐন্দ্রমু-  
ত্তম অর্থাৎ “স্বাহা” পদ উচ্চারণ করিয়া অধিতে  
আত্মা প্রদান করিবে । ১০২—১০৩ ।  
অনন্তর কামবীজ-পুটিত মায়া অর্থাৎ ক্রীং  
ক্রীং ক্রীং এবং মায়া-পুটিত বধু অর্থাৎ  
ক্রীং ক্রীং ক্রীং ও পুনর্বার কামবীজ (ক্রীং)  
মায়াবীজ (ক্রীং) পাঠ করিয়া ইহার  
(ভাধ্যার) মস্তক স্পর্শ করিবে । পরে  
পতি-পুত্রবতী রমণীরূপে পরিবেষ্টিত হইয়া  
স্বামী হুই হস্ত দ্বারা বধুর মস্তক স্পর্শ

হুর্গাং বিধিৎ সূর্য্যং ধ্যাত্বা সূর্য্যং ফল-  
ত্রয়ম্ । ততঃ স্থিষ্টিকৃতং ছত্বা প্রায়শ্চিত্তা  
সমাপয়েৎ ॥ ১০৬ ॥ যদা প্রদোষসময়ে  
গৌরীশঙ্করপূজনাৎ । ভাস্কর্য্যপ্রদানাত্ত  
দম্পত্যোঃ শোধনং ভবেৎ ॥ ১০৭ ॥ আর্জবং  
কথিতং কস্ম্য গুর্ভাধানমথো শৃণু ॥ ১০৮ ॥  
মদ্রোত্রীষজ্ঞরাক্রৌ বা যুগ্মায়াং নিনি ভাধ্যয়া ।  
সদনাত্ত্যক্তরং গত্বা ধ্যাত্বা দেবং প্রজ্ঞাপতিম্ ॥  
১০৯ ॥ স্পৃশন পত্নীং পঠেত্তজ্ঞা মায়াবীজ-  
পুংসরম্ । আবয়োঃ সুশ্রজাতৈ ত্বং শয্যে  
শুভকরী ভব ॥ ১১০ ॥ আকুহ ভাধ্যয়া  
শয্যাং প্রাঙ্কুথো ধাপ্যদঙ্কুথঃ । উপবিশ

পূর্ব্বক বিষ্ণু, হুর্গা, বিধি ও সূর্য্যের ধ্যান  
করিয়া তাহার ক্রোড়াকলে ফলত্রয় অর্জন-  
পূর্ব্বক স্থিষ্টিকৃত হোম করিয়া প্রায়শ্চিত্ত-  
হোম দ্বারা কস্ম্য সমাপন করিবে । অথবা  
সায়ংকালে গৌরীশঙ্কর পূজা করিয়া  
সূর্য্যার্য্য প্রদান করিলে দম্পতীর শোধন  
হইবে । এই তোমার নিকট প্রাশোধন  
কর্ম্ম কহিলাম, এক্ষণে গর্ভাধান বলিতেছি—  
শ্রবণ কর । সেই ঋতুসংস্কারের প্রাক্তিতে  
অথবা অষ্ট কোন যুগ্ম-প্রাক্তিতে ভাধ্যার  
সহিত গৃহাভ্যন্তরে গমন করিয়া প্রজ্ঞাপতি-  
দেবকে ধ্যান করিয়া ত্ত্বা পত্নীকে স্পর্শ  
করত মায়াবীজ (ক্রীং) উচ্চারণপূর্ব্বক  
পাঠ করিবে যে, “হে শয্যে । আমাদের  
উত্তম সন্তানের নিমিত্ত তুমি শুভকরী হও  
(“ক্রীং আবয়োঃ—ভব” এই মন্ত্র) ।  
১০৮—১১০ । অনন্তর ভাধ্যার সহিত

জিহ্বা পশ্চাদ্ হস্তমাধায় মস্তকে । বামেণ  
পাণিনালিঙ্গ্য স্থানে স্থানে মন্তুং জপেৎ ॥  
১১১ ॥ দীর্ঘে কামং শত্রুং জপ্ত্বা চিবুকে  
বাগ্ ভবং শতমু । কণ্ঠে রমাং বিংশতিধা  
স্তনদ্বয়ে শতং শতমু ॥ ১১২ ॥ হৃদয়ে দশধা  
মায়াং নাভৌ ত্রীং পঞ্চবিংশতিমু । জপ্ত্বা-  
ঘোনৌ করং দত্তা কামেন সহ বাগ্ ভবমু ॥ ১১৩ ॥  
শতমষ্টোত্তরং জপ্ত্বা লিঙ্গে হৃদয়োঃ সমা-  
চরনু । বিকাশা মায়ায়া যোনিং জিহ্বাং গচ্চেৎ  
হুতাপ্তয়ে ॥ ১১৪ ॥ রেতঃসম্পাতসময়ে ধাত্তা  
বিশকৃতং পতিঃ । নাক্ষত্রধস্তাচ্চিৎকুণ্ডে

শয্যাতে আক্লেষণ করিয়া পূর্বমুখ বা উত্তর-  
মুখ হইয়া উপবেশনপূর্বক পত্নীকে দর্শন  
করতঃ পত্নীর মস্তকে হস্ত আধান করিয়া  
বামহস্ত দ্বারা আলিঙ্গন করণান্তে স্থানে  
স্থানে মন্ত্রজপ করিবে । মস্তকে একশত  
বার কামবীজ ( ক্লীং ) জপ করিয়া চিবুকে  
একশত বার বাগ্ ভব ( ঐং ), কণ্ঠে রমা  
( ক্রীং ) বীজ বিংশতিবার, স্তনদ্বয়েও ক্লীং  
বীজ এক এক শতবার, হৃদয়ে দশবার  
মায়া ( হ্রীং ) বীজ, নাভিতেও হ্রীং  
বীজ পঞ্চবিংশতি বার জপ করণানন্তর  
যোনিতে হস্ত প্রদান করিয়া, কামবীজের  
সহিত বাগ্ ভব অর্থাৎ “ক্লীং ঐং” এই  
মন্ত্র অষ্টোত্তর শত জপ করিয়া লিঙ্গে  
ত্রীকুপ অর্থাৎ “ক্লীং ঐং” এই মন্ত্র  
একশত আটবার জপ করার পর “হ্রীং”  
এই মন্ত্র পাঠপূর্বক যোনিকে বিকাশিত  
করিয়া সন্তান-কামনায় পত্নীগমন করিবে ।

রক্তিকায়ান্ প্রপাতয়েৎ ॥ ১১৫ ॥ শুক্র-  
সেকান্তরে বিধানিমং মন্ত্রমুদীরয়েৎ ॥ ১১৬ ॥  
যথাগ্নিনা সগর্ভা ভূদর্গাধবা বজ্রধারিণা ।  
বায়ুনা দিগ্ গর্ভবতী তথা গর্ভবতী ভব ॥  
১১৭ ॥ জাত্রে গর্ভে ঋতৌ তস্মিন্মন্ত্রাশ্রয় বা  
মহেশ্বরী ॥ তৃতীয়ে গর্ভমাসে তু চরেৎ পুংস-  
বনং গৃহী ॥ ১১৮ ॥ কৃতনিত্যক্রিয়ো ভর্তা  
পঞ্চ দেবান্ সমার্চয়েৎ । গৌর্যাদিমাতৃকা-  
শ্চৈব বসোর্থারান্ প্রকল্পয়েৎ ॥ ১১৯ ॥  
বুদ্ধিশ্রীং ততঃ কৃত্বা পূর্বোক্তবিধিনা স্ত্রীঃ ।  
ধারাহোমাত্তমাপাদ্য কুর্য্যান্ পুংসবনক্রিয়াম্ ॥  
১২০ ॥ প্রোজাপত্যশ্চক্ৰস্তত্র চন্দ্রনামা হতা-

পতি রেতঃপাত সময়ে প্রোজাপতিকে ধ্যান  
করিয়া নাভির নিম্নে চিৎকুণ্ডে রক্তিকা-  
নাভীতে বীজ নিষ্ক্ষেপ করিবে । বিদ্যানু-  
যুক্তি শুক্র-ত্যাগ সময়ে এই মন্ত্র পাঠ  
করিবে,—“যেমন পৃথিবী অগ্নি দ্বারা  
গর্ভবতী হইয়াছেন, অমরাবতী যেমন ইন্দ্র  
দ্বারা গর্ভবতী হইয়াছেন, তদ্বৎ যেমন  
বায়ু দ্বারা গর্ভবতী হইয়াছেন, সেইরূপ  
তুমিও গর্ভবতী হও ।” ( ইহা মন্ত্রের অর্থ ;  
মন্ত্র যথা ;—“যথা—ভব” ) । হে মহেশ্বরী ।  
সেই ঋতুতে অথবা তম্র ঋতুতে গর্ভ হইলে,  
গৃহস্থ গর্ভাধান হইতে তৃতীয় মাসে পুংসবন  
সংস্কার করিবে । ভর্তা নিত্যকর্ম সমাপন  
করিয়া পঞ্চদেবতার পূজা করিবে । পরে  
গৌর্যাদি ষোড়শ মাতৃকার পূজা করিয়া  
বমুধারা দিবে । ১১১—১১৯ । তৎপরে স্ত্রী  
ব্যক্তি বুদ্ধিশ্রীং করিয়া পূর্বোক্ত বিধি

ধর্মঃ ॥ ১২১ ॥ গর্ভো দধি যবকৈকং যো মায়া-  
বপিনিকিপেৎ ॥ পতিঃ পৃচ্ছেৎ ত্রিযং ভদ্রে-  
কিং হুং পিবসিত্রিকৃতম্ ॥ ১২২ ॥ ততঃ শীম-  
ভিনী জ্ঞানায়ামা পুংসবনং ত্রিধা ॥ প্রকৃতিং-  
জীন্ পিরেমারী যবমাযযুতং দধি ॥ ১২৩ ॥  
জীবৎসু ভাতির্নিমিত্তং যোগস্থানং সমানয়েৎ ॥  
সংস্থাপ্য বামভাগেতাং চক্ৰহোমং সমাচরেৎ ॥  
১২৪ ॥ পূর্ববচ্চক্ৰমাদায় মায়াং কুর্চৎ সমু-  
চরন্ ॥ য়ে গর্ভবিদ্বকর্তারো য়ে চ গর্ভ-  
বিনামিকাঃ ॥ ১২৫ ॥ ভূতাঃ প্রেতাঃ পিশাচাশ্চ  
বেতালা যালবাতকাঃ ॥ তান্ সর্শান্ মাশয়-

অনুমারে ধারা-হোমাস্ত কৰ্ম সম্পাদন করিয়া  
পুংসবন-ক্রিয়া করিবে ॥ তাহাতে প্রাজাপত্য-  
নামা চক্ৰ এবং চলনামা হতামন  
অনন্তর স্বামী গব্য-দধিতে একটী যব এবং  
তুইটী মাষকলায় নিক্ষেপ করিয়া পত্নীকে  
তিনবার জিজ্ঞাসা করিবে,—“হে ভদ্রে ।  
তুমি কি পান করিতেছ ?” অনন্তর পত্নী  
তিনবার বলিবে যে, “হ্রীং পুংসবনম্” অর্থাৎ  
পুত্র-প্রসবের হেতু ভূত বস্ত্র পান করিতেছি ।  
পরে নারী তিন প্রহতি যব ও মাষকলায়  
যুক্তা দধি পান করিবে ॥ অনন্তর স্বামী  
জীবৎসু ভাতির্নিমিত্তং সহিত বনিতাকে  
যোগস্থানে আনিয়ন করিবে এবং বামভাগে  
উপবেশন করাইয়া চক্ৰ-হোম আরম্ভ করিবে ॥  
প্রথমতঃ পূর্বের জ্ঞানচক্ৰ লইয়া মায়া কুর্চ  
অর্থাৎ হ্রীং হুং উচ্চারণপূর্বক বলিবে,—  
“গর্ভবিদ্বকর্তা য়ে সকল এবং গর্ভনাশক য়ে  
সকল ভূত, প্রেত, পিশাচ, বেতালা ও বলি-

দাদং গর্ভরক্ষকি কুরু দিষ্টঃ ॥ ১২৬ ॥ ময়েনা-  
মেন রক্ষোয়ং চিত্তয়িত্বা হতামনম্ ॥ রক্ষং  
প্রজাপতিং ধ্যায়ন্ প্রদদাদদ্বাদশাহতীঃ ॥  
১২৭ ॥ ততো মায়াচক্ৰমসে সমবেত্যাহতি-  
পকবম্ ॥ দধা ভাঘ্যাজ্জিদি স্পষ্টায়ায়াং লক্ষীং  
শতং জপেৎ ॥ ১২৮ ॥ ততঃ দ্বিষ্টিকৃতং হত্যা  
প্রায়শ্চিত্তং সমাপয়েৎ ॥ ততস্ত পঞ্চমে  
মাসি দদ্যাৎ পঞ্চামৃতং ত্রিযৈ ॥ ১২৯ ॥  
শর্করা মধু দুগ্ধক দুতং দধি সমাশ্বকম্ ॥  
পঞ্চামৃতমিদং প্রোক্তং দেহভক্ষো বিদীয়তে ॥  
১৩০ ॥ বাগ্ ভবৎ গদনং লক্ষীং মায়াং

বাতক, তাহাদের সকলকে বিনষ্ট কর, গর্ভ-  
রক্ষা কর” ( ইহা মন্ত্রার্থ ) ॥ পরে “স্বাহা”  
এই পদ উচ্চারণ করিতে হইবে ॥ মন্ত্র  
যথা,—হ্রীং হুং য়ে—কুরু স্বাহা ॥ এই মন্ত্র  
দ্বারা রক্ষোহতামনের ধ্যান করিয়া রক্ষ ও  
প্রজাপতির ধ্যান করত দ্বাদশ আহতি প্রদান  
করিবে ॥ ১২০—১২৭ ॥ অনন্তর মায়া অর্থাৎ  
“হ্রীং” বীজের পর “চক্ৰমসে স্বাহা” এই মন্ত্র  
দ্বারা পঞ্চ আহতি প্রদান করিয়া স্পষ্টপূর্বক  
ভাঘ্যার জদয়ে একশত বার মায়া, লক্ষী  
অর্থাৎ “হ্রীং লীং” এই মন্ত্র জপ করিবে ॥  
অনন্তর দ্বিষ্টিকৃত-হোম করিয়া প্রায়শ্চিত্ত-  
হোম দ্বারা পুংসবন-কৰ্ম সমাধা করিবে ॥  
পরে পঞ্চম মাসে ভাঘ্যাকে পঞ্চামৃত প্রদান  
করিবে ॥ শর্করা, মধু, দুগ্ধ, দুত, দধি,—  
সমভাগ এই পঞ্চ দ্রব্য পঞ্চামৃত বলিয়া উক্ত  
হইয়াছে ; ইহা দেহভক্ষির নিমিত্ত বিহিত ।  
হে শিবে ॥ স্বামী পূর্বোক্ত পঞ্চ দ্রব্যের

কর্তব্যং পুরোহিতম্ । পঞ্চবোপরি শিবে  
প্রজপ্য পঞ্চ পঞ্চা । একীকৃত্যমৃত্যুত্র  
প্রাণৈরেন্দ্রিয়তাং পতিঃ ॥ ১৩১ ॥ সীমন্তো-  
ন্নয়নং কুর্যাদ্বাসি ষষ্ঠ্যষ্টমেব পিতৃবা । যাবম  
জায়তেহপত্যং দাবৎ সীমন্তনক্ষিত্রা ॥ ১৩২ ॥  
পূর্বোক্তধারাহোমাত্মং কৰ্ম্ম কৃত্বা স্ত্রিয়া সহ  
উপবিশ্যাসনো প্রোক্তঃ প্রদদ্যাৎ দাহতিত্রয়ম্ ।  
বিক্ষবে ভাস্বতে ধাত্রে বহিষ্জায়াঃ সমুচ্চরন ॥  
১৩৩ ॥ ততঃ চন্দ্রমসং ধ্যায়া শিবমাসি ততঃ প্রানে  
সপ্তধা হবনং কুর্যাদ্বাসি মোমমুদ্গিষ্টা মানবঃ ॥  
১৩৪ ॥ অগ্নিনো বাসবঃ রিমুং শিবং তুর্গাং  
প্রজাপতিম্ । ধ্যায়া প্রত্যেকতোদ দ্যাদীহতীঃ

প্রত্যেকের উপর বাগ্ভব, মদন, লক্ষ্মী,  
মাক্ষিক, ও ইন্দ্র অর্থাৎ ঐং ক্রীং ক্রীং  
ক্রীং ক্রুং, লং এই বীজ কয়েকটি পাঁচ পাঁচ  
বার জপ করিয়া পঞ্চমৃত একত্র কুরিয়া পঞ্চম  
মাসে পত্নীকে পান করাইবে । ষষ্ঠ মাসে  
বা অষ্টম মাসে সীমন্তোন্নয়ন করিবে । যে  
পর্যন্ত সন্তান প্রসূত না হয়, তাহার মধ্যে  
সীমন্তোন্নয়ন-সংস্কার কর্তব্য । ১২৮—১৩২ ।  
জ্ঞানবান্ ভর্তা পূর্বোক্ত ধারাহোম পর্যন্ত  
কৰ্ম্ম করিয়া ভার্গ্যার সহিত আসনে  
উপবেশনপূর্বক, 'বিক্ষবে' 'ভাস্বতে' 'ধাত্রে'  
বহিষ্জায়া অর্থাৎ 'বিক্ষবে স্বাহা' ইত্যাদি  
এই মন্ত্র উচ্চারণপূর্বক তিনবার আহুতি  
প্রদান করিবে । অনন্তর মামব চন্দ্রমার  
ধ্যান করিয়া শিব নামক ছত্ৰাশনে চন্দ্রের  
উদ্দেশে সাতবার আহুতি প্রদান করিবে ।  
হে শিবে । অগ্নিনীকুমারহয়, ইন্দ্র, বিষ্ণু,

পঞ্চাশিবে ॥ ১৩৫ ॥ স্বর্ণবস্ত্রিকাং ভর্তা  
গৃহীত্বা দক্ষিণে করে । সীমন্তাধিকেশাভঃ  
কেশপাশে নিবেশয়েৎ ॥ ১৩৬ ॥ শিবং  
বিষ্ণুং বিধিৎ ধ্যায়নু মায়াবীজং সমুচ্চরন ।  
ভার্ঘ্যে কল্যাণি সুভগে দশমে মাসি সুভতে ॥  
১৩৭ ॥ সুপ্রসূতা ভব প্রীতা প্রসাদান্নিশ-  
কৰ্ম্মণঃ । আয়ুষ্যতী কক্ষতিকা বক্ষর্চদী তে  
শুভং কুরু ॥ ১৩৮ ॥ ততঃ সমাপয়েৎ কৰ্ম্ম  
দ্বিষ্টিকৃৎকবনাদিভিঃ ॥ ১৩৯ ॥ জাতমাত্রং সূতং  
দৃষ্ট্বা দত্তা স্বর্ণং গৃহান্তরে । পূর্বোক্তবিধিনা  
ধীরো ধারাহোমং সমাপয়েৎ ॥ ১৪০ ॥ ততঃ

শিব, তুর্গা, প্রজাপতি,—ইহাদিগের ধ্যান  
করিয়া প্রত্যেককে পঞ্চ পঞ্চ আহুতি প্রদান  
করিবে । অনন্তর ভর্তা দক্ষিণ-করে সুবর্ণময়  
কক্ষতিকা ( চিরুণী ) গ্রহণ করিয়া সীমন্ত  
হইতে বক্ষ কেশের ( খোঁপার ) অন্তর্বর্তী  
কেশপাশে প্রবেশ করাইবে । ১৩৩—১৩৬ ।  
শিব, বিষ্ণু ও বিধিকে ধ্যান করণানন্তর  
মায়াবীজ অর্থাৎ "ক্রীং" এই বীজ উচ্চারণ  
করিয়া "ভার্ঘ্যে—কুরু" এই মন্ত্র পাঠ করিবে ।  
তাহার অর্থ,—হে ভার্ঘ্যে । হে কল্যাণি ।  
হে সুভগে । হে সুভতে । তুমি দশম মাসে  
উৎসব সন্তান প্রসব করিয়া প্রীত ও আয়ুষ্যতী  
হও এবং বিশ্বকর্ম্মার প্রসাদে কক্ষতিকা  
তোমার তেজোবর্জিনী হউক । তুমি শুভ-  
কার্যের অনুষ্ঠান কর । অনন্তর দ্বিষ্টিকৃৎ-  
হোমানি ধারা-কৰ্ম্ম সমাপন করিবে । সন্তান  
উৎপন্ন হইবামাত্র ধীর-বাক্তি স্বর্ণ প্রদান-  
পূর্বক পুত্রের মুখ দর্শন করিয়া স্তুতিপাঠ

পঞ্চাঙ্গতীর্থে দীপনিসিদ্ধিং প্রজাপতিম্ । বিধান  
 দেবাংচ ত্রিঙ্গাণমুদ্ভিষ্ট তদনন্তরম্ ॥ ১৪১ ॥  
 মধু সর্পিঃ কাংস্তপাত্রে সমানীয় সমাধনকম্ ।  
 বাগ্ভবং শতধা জপ্তা প্রাশয়েৎ তনয়ং  
 পিতা । দক্ষহস্তানামিকয়া মন্ত্রমেমং সম-  
 চরন ॥ ১৪২ ॥ আয়ুর্ভূতে বলং মেধা বর্জিতাং  
 তে সদা শিশো । ইত্যায়ুর্জননং কৃত্বা  
 ওপ্তং নাম একস্ময়েৎ ॥ ১৪৩ ॥ কৃতোপনয়নে  
 পুত্রোভেন নামা সমাহবয়েৎ । প্রাশুচিভা-  
 নিকং কৃত্বা জাতকর্ম্ম সমাপয়েৎ । নাল-  
 চ্ছেদং ততো ধাত্রী কুর্য্যাহুংসাহপূর্ব্বকম্ ॥  
 ১৪৪ ॥ বাব্রু চ্ছিদ্যতে নালং তাবচ্ছৌচং

ভিন্ন অস্ত গৃহে পূর্ব্বোক্ত বিধানানুসারে ধারা-  
 হোম সমাপন করিবে । পরে অগ্নি, ইন্দ্র,  
 প্রজাপতি, বিশ্বদেবগণ ও ত্রিঙ্গা,—ইহাদের  
 উদ্দেশে পঞ্চ জাততি প্রদান করিবে ।  
 তদনন্তর পিতা কাংস্ত-পাত্রে সমভাগ মধু ও  
 মৃত লইয়া তাহাতে বাগ্ভব অর্থাৎ “ঐং”  
 এই বীজ একশতবার জপ করিয়া দক্ষিণ-  
 হস্তের অনামিকা দ্বারা বক্ষ্যমাণ মন্ত্র  
 উচ্চারণ করত পুত্রকে উছাপান করাইবে ।  
 মন্ত্র যথা, আয়ুঃ—শিশো । তাহার অর্থ,—  
 হে শিশো । তোমার আয়ুঃ, তেজঃ, বল ও  
 মেধা নিরন্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হউক । এইরূপ  
 আয়ুষ্কর কাণী করিয়া বালকের একটা ওপ্ত  
 নাম রাখিতে হইবে । ১৪২—১৪৩ । পরে  
 পুত্র উপনীত হইলে, তাহাকে ত্রি-পুত্র নাম  
 দ্বারা আহ্বান করিবে । তদনন্তর প্রায়-  
 শ্চিত্তাদি হোম সমাধান করিয়া জীতকর্ম্ম

ন বাধতে । প্রাগেব নাড়ীচ্ছদাঈদেবীং  
 পৈত্ৰীং ক্রিয়াং চরেৎ ॥ ১৪৫ ॥ কুমার্যা-  
 পুত্রাণি কণ্ঠব্যমেবমেবমমন্ত্রকম্ । যষ্ঠে বা  
 চাষ্টমে মাসি নাম কুর্য্যাহুং প্রকাশতঃ ॥ ১৪৬ ॥  
 জাপয়িত্বা শিশুং মাতা পরিধাপ্যাম্বরে শুভে ।  
 ভক্তুঃ পার্থং, সমাগত্যপ্রাজুখং স্থাপয়েৎ  
 সূতম্ ॥ ১৪৭ ॥ অভিবিক্রেচ্ছিশোর্ম্মিঃ সহি-  
 রণ্য-কুশোদকৈঃ । জাহ্নবী, যমুনা, রেবা,  
 সুপবিত্রা, সরস্বতী ॥ ১৪৮ ॥ নর্ম্মদা, বরদা,  
 কুন্তী, সাগরাশ্চ সরাসি চ । এতে দ্ব্যমভি-  
 যিক্তে ধর্ম্মকামাধিসিদ্ধয়ে ॥ ১৪৯ ॥ ঔ ক্লীং

সমাপন করিবে । তদনন্তর ধাত্রী উৎসাহ-  
 পূর্ব্বক নাড়ীচ্ছদ করিবে । যে পর্য্যন্ত  
 নাড়ীচ্ছদ না হয়, সে পর্য্যন্ত শিশু নাড়িত  
 হয় না, অর্থাৎ অশৌচ হয় না ; ততএব  
 নাড়ীচ্ছদের পূর্বে দৈবী ও পৈত্ৰী ক্রিয়া  
 আচরণ করিবে । কণ্ঠারও এইরূপ সমস্ত  
 কর্ম্ম অমন্ত্রক সম্পাদন করিবে । যষ্ঠ বা  
 অষ্টম মাসে প্রকাশ্যে-নামকরণ করিবে ।  
 ১৪৪—১৪৬ । নামকরণের সময় জননী  
 শিশুপুত্রকে ধ্যান করাইয়া এবং উক্ত মন্ত্র-  
 যুগল পরিধান করাইয়া তত্ত্বার নিকটে  
 আগমনপূর্ব্বক পুত্রকে পূর্ব্বমুখ করিয়া  
 বসাইবে । তদনন্তর পিতা, সুবর্ণমোহিত  
 কুশোদক দ্বারা শিশুর মস্তকে জলসেক  
 করিবে । ( ১ ) “জাহ্নবী, যমুনা, রেবা,  
 সুপবিত্রা, সরস্বতী, নর্ম্মদা, বরদা, কুন্তী,  
 সাগর সকল, সরসী সকল—ইহারা ধর্ম্ম,  
 কাম ও অর্থসিদ্ধির নিমিত্ত তোমাকে

আপো হিষ্টা ময়োভূবন্তা ন উজ্জ দধাতম ।  
মহেরণায় চক্ষমে ॥ ১৫০ ॥ ও যো বঃ  
শিবতমো রসন্তস্ত ভাঙ্করতেহু নঃ । ষষ্ঠী-  
রিব মাতরঃ ॥ ১৫১ ॥ ও তস্যা অরং গম্যাম  
বো যস্ত ক্ষয়্যি জিহ্বা । আপো জনয়থা  
চ নঃ ॥ ১৫২ ॥ অভিষিচ্য ত্রিভির্মহৈঃ পূর্ব-  
বহ্নিহিমংগি গাম্ । কৃত্ব সম্পাদ্য ধারান্তঃ  
দদ্যাৎ পকাতীঃ সুমীঃ ॥ ১৫৩ ॥ অগ্নয়ে  
ঋতমঃ দত্তা বাসবায় ততঃ পরম্ । ততঃ  
প্রজাম্পিতয়ে বিশ্বদেবেভ্য এব চ ॥ ১৫৪ ॥  
ব্রহ্মণে চাহতিৎ দদ্যুর্হিহৌ পার্থিবসংজ্ঞকে ॥  
১৫৫ ॥ ততোহকৈ পুত্রমাদায় আবয়ে-

যুক্ত করুন ।" (২) "হে জল । তোমরা  
যেহেতু মুখদাতা, অতএব আমাদিগের ইহ-  
কালের অন্ন-সংস্থান ও পরকালে আমা-  
দিগকে পরমব্রহ্মের সহিত মিলিত করিও" ।  
(৩) "মাতার ত্রায় নৈহুক্ত" তোমরা আমা-  
দিগকে উত্তম মঙ্গলকর-রস-ভাগী কর । হে  
জল সকল । তোমরা যে রস দ্বারা জগদ্বৎসল  
পরিভূত করিতেছ, আমরা যাহাতে পরিভূত  
হই ; সেই রস আমাদিগকে সন্তোগ  
করিও ॥ ১৪৭—১৫২ ॥ জ্ঞানবান পিতা  
এই মন্ত্রের দ্বারা শিশুর অভিষেক করিয়া,  
পূর্ববৎ বহ্নিসংস্কার করিয়া ধারা-হোমাত্ত  
সমুদায় কার্য সম্পাদন করণানন্তর পক  
আহুতি প্রদান করিবে । পার্থিব নামক  
অগ্নিতে উক্ত পক আহুতি দিবার সময়  
প্রথমতঃ অগ্নিকে, পরে বাসবকে, তৎপরে  
প্রজাপতিকে, তৎপরে বিশ্বদেবগণকে এবং

দক্ষিণপ্রান্তে । স্বজামগ্নং সুখোচ্চাৰ্য্য  
ভুভ নাম বিচক্ষণঃ ॥ ১৫৩ ॥ আবয়িত্বা ত্রিণা  
নাম ব্রাহ্মণেভ্যো নিবেদ্য চ । ততঃ সগা-  
পয়েৎ কৰ্ম কৃত্বা স্থিষ্টিকৃদানিকম্ ॥ ১৫৭ ॥  
কথায়াক্ষমো নাস্তি বৃদ্ধিপ্রাক্ষং ন  
বিদ্যাতে । নামায়প্রাপনং চুড়াং কুর্ধ্যাক্ষীমান-  
মজ্জকম্ ॥ ১৫৮ ॥ চতুর্থে মাসি ষষ্ঠে বা  
কুর্ধ্যাক্ষীমণঃ শিশোঃ ॥ ১৫৯ ॥ কৃতনিত্য-  
ক্রিয়ঃ স্নাতঃ সম্পূজ্য গণনায়কম্ । প্রাপ-  
য়িত্বা তু তন্নয়ং ব্রজালঙ্কারভূষিতম্ । শংখাপ্য  
পূরতো বিদ্যানিমং মজ্জমুদীরয়েৎ ॥ ১৬০ ॥

তৎপরে ব্রহ্মাকে আহুতি প্রদান করিবে ।  
অনন্তর বিচক্ষণ ব্যক্তি পুত্রকে ক্রোড়ে  
লইয়া তাহার দক্ষিণ কর্ণে স্বজামগ্ন সুখো-  
চ্চাৰ্য্য তদীয় শুভ নাম আবণ করাইবে ।  
এইরূপে তিনবার নাম আবণ করাইয়া স্থিষ্টি-  
কৃত-হোম প্রভৃতি সমাধানপূর্বক ব্রাহ্মণ-  
গণকে নিবেদন করিয়া কৰ্ম সম্পাদন  
করিবে ॥ ১৫১—১৫৬ ॥ কথ্য-সন্তানের  
মিজ্জগণ নাই, বৃদ্ধিপ্রাক্ষও নাই ; ধীমান  
ব্যক্তি, — নামকরণ, প্রাপ্যপ্রাপন ও চুড়াধারণ  
অমঙ্গল সম্পাদন করিবেন । চতুর্থ মাসে  
বা ষষ্ঠ মাসে শিশুর নিজামণ-সংস্কার  
সম্পাদন করিবে । এই নিজামণ-সংস্কারের  
সময় স্নাত ও কৃত-নিত্যক্রিয় হইয়া গণেশের  
পূজা করণানন্তর বিদ্যান পিতা শিশুকে  
স্নান করাইয়া বস্ত্র ও অলঙ্কার দ্বারা ভূষিত  
করিয়া সমুপরে প্রাপনপূর্বক এই অর্ণাৎ  
বহ্মামণ মজ্জ উচ্চারণ করিবেন ॥ "ব্রহ্মা-

ব্রহ্মা বিষ্ণুঃ শিবো ভূর্গা গণেশো ভাস্করস্তথা ।  
 ইন্দ্রো বায়ুঃ কুবেরশ্চ বরুণোহগ্নিবৃহস্পতিঃ ।  
 শিশোঃ ততঃ প্রকৃর্বন্ত রক্ষন্ত পথি সর্বদা ॥  
 ১৬১ ॥ ইত্যুক্তাক্ষে সমাদায় গীতবাদ্য-  
 পুরঃসরম্ । বহির্নিষ্ক্রাময়েদ্বালং সানন্দৈঃ  
 সঙ্গমৈঃ সহ ॥ ১৬২ ॥ গতাধ্বনি কিয়দূরং  
 নিশ্চয়ং সূর্য্যং নিরীক্ষয়েৎ ॥ ১৬৩ ॥ তুং দ্বীং  
 তচ্চক্ষুর্দেহহিতং পুরস্তাচ্চক্ষুর্মুচরং । পশ্যেৎ  
 শরদঃ শতং জীবৈশ্চ শরদঃ শতম্ ॥ ১৬৪ ॥  
 ইত্যাদিত্যং দর্শয়িত্বা সমাগত্য নিজালয়ম্ ।  
 অর্ঘ্যং দত্ত্বা দিনেশায় সজ্জনানু ভোজয়েৎ পিতা ॥  
 ১৬৫ ॥ ষষ্ঠে মাসি কুমারস্ত মাসি বাপাষ্টমে

বিষ্ণু, মহেশ্বর, ভূর্গা গণেশ, দিবাকার, ইন্দ্র,  
 বায়ু, কুবের, বরুণ, বহ্নি, বৃহস্পতি—ইহারা  
 সকলে শিশুর মঙ্গল করুন এবং পথে  
 ইহাকে সর্বদা রক্ষা করুন ।” মন্ত্র যথা ;—  
 “ব্রহ্মা—সর্বদা” । পিতা এই মন্ত্র পাঠ করিয়া  
 শিশুকে কোড়ে লইয়া আনন্দপূর্ণ সজ্জন-  
 গণে পরিবৃত্ত হইয়া গীত-বাদ্যপূর্ব্বক  
 বালককে বাহিরে লইয়া যাইবেন ।  
 ১৬১—১৬২ ॥ পথের কিয়দূর গমন করিয়া  
 বালককে সূর্য্য দর্শন করাইবেন । “শুক্রকে  
 অতিক্রম করিয়া দেবগণেরও হিতকর  
 সূর্য্যরূপ যে চক্ষু বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাহা  
 আমরা একশত বৎসর দর্শন করি এবং  
 একশত বৎসর বাঁচিয়া থাকি ।” পিতা  
 এই ( তৎ—শতম্ ) মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক  
 কুমারকে সূর্য্য দর্শন করাইয়া নিজ ভবনে  
 প্রত্যাগমনপূর্ব্বক সূর্য্যকে অর্ঘ্য প্রদান

শিবে । পিতৃভ্রাতা পিতা বাপি স্যাদম্মাশন-  
 ক্রিয়াম্ ॥ ১৬৬ ॥ পূর্ব্ববন্দেবপূজাদি বহি-  
 সংস্করণং তথা । এবং ধারাত্তকর্মাণি  
 সম্পাদ্য বিধিবৎ পিতা ॥ ১৬৭ ॥ সদ্যং  
 পকাত্তীকৃত্য শুচিন্যি ছতশনে । অগ্নি-  
 মুদ্दिष्ट প্রথমাং দ্বিতীয়াং বাসবং সারম্ ॥  
 ১৬৮ ॥ ততঃ প্রজ্ঞাপতিং দেবং বিবান  
 দেবানু ততঃ পরম্ । ব্রহ্মাণক সমুদ্दिष्ट  
 পকামীমাহতীং ত্যজেৎ ॥ ১৬৯ ॥ ততো-  
 হগ্নাবনদাং ধাত্বা দত্তপকাত্তিঃ পিতা ।  
 তত্ৰাধবা গৃহেহগ্নমিনু বজ্রালঙ্কার-  
 শোভিতম্ । কোর্ডে নিধায় তময়ং ত্রাশিয়েৎ  
 পায়সামৃতম্ ॥ ১৭০ ॥ পকপ্রদাত্তৈর্মন্তৈ-

করিয়া আত্মীয়-সজ্জনগণকে ভোজন করাই-  
 বেন । হে শিবে ! কুমারের ষষ্ঠ মাসে  
 অথবা অষ্টম মাসে পিতা বা মাতৃভ্রাতা  
 তাহার অন্নপ্রাশন সংস্কার করিবেন । পূর্ব্ব-  
 বৎ দেবপূজা প্রভৃতি ও বহিসংস্কার করিয়া,  
 যথাবিধানে ধারা-হোম পর্য্যন্ত কৰ্ম্ম সমাধা  
 করিয়া শুচি নামক ছতশনে পক আত্মি  
 দিবেন । অগ্নির উদ্দেশে প্রথম আত্মি,  
 বাসবের উদ্দেশে দ্বিতীয় আত্মি, প্রজ্ঞাপতি  
 দেবের উদ্দেশে তৃতীয় আত্মি, বিশ্বদেব-  
 গণের উদ্দেশে চতুর্থ আত্মি, ব্রহ্মার  
 উদ্দেশে পঞ্চম আত্মি প্রদান করিতে  
 হইবে । অনন্তর পিতা অগ্নিতে অন্নদা-  
 দেবীর ধ্যান করিয়া তাহার উদ্দেশে “পক  
 আত্মি প্রদানপূর্ব্বক সেই গৃহে বা অগ্ন  
 গৃহে বজ্রালঙ্কার-ভূষিত কুমারকে কোড়ে

ভোজ্যবিভা তু পঞ্চম। ভোজ্যভক্ষণা-  
নীমাং দত্তা কিকিচ্ছিশোমুখে ॥ ১৭১ ॥  
শ্রুত্যাতিবোধেন প্রায়শ্চিত্ত্য সমাপয়েৎ।  
ইত্যমপ্রাশনং প্রোক্তং চূড়াবিধিমতঃ শৃণু ॥  
১৭২ ॥ তৃতীয়ে পক্ষে বর্ষেকুলাচারাঙ্গসারতঃ।  
চূড়াকর্ম শিশোঃ কুর্যাদানসংস্কারসিকুরে ॥  
১৭৩ ॥ দেবপূজাদিধারাত্ত্বকর্ম নিষ্পাদ্য  
সাধকঃ। সত্যধৈর্যকরে দেশে যুগোময়-  
পুরিতম ॥ ১৭৪ ॥ তিলাগোধূমসংযুক্তং  
শরাবং স্থাপয়েদুৎকৃতং। কবোমং সলিলকাপি

লইয়া পায়সামৃত পান করাইবেন।  
১৬৬—১৭০। “প্রাণায় স্বাহা” “অপানায়  
স্বাহা,” “সমনায় স্বাহা,” “উদানায় স্বাহা,”  
“বিনিমায় স্বাহা” এই পঞ্চ প্রাণাজতি মন্ত্র  
পাঠপূর্বক শিশুর মুখে পাঁচবার পায়সামৃত  
প্রদান করিয়া পশ্চাৎ সমুদায় অন্ন-ব্যঞ্জন  
প্রভৃতি হইতে কিকিৎ কিকিৎ লইয়া ঐ  
শিশুর মুখে প্রদান করিবে। পরে শ্রুত-  
ত্বাদির দ্বারা ধ্যান করিয়া প্রায়শ্চিত্ত-হোম  
সমাপনপূর্বক ক্রিয়া সমাপন করিবে। এই  
ভোগার নিকট অন্নপ্রাশন-বিধি কহিলাম।  
অতঃপর চূড়াকরণ-বিধি বলিতেছি— প্রবণ  
কর। জন্মকাল হইতে কুলাচারাঙ্গসারে  
তৃতীয় বর্ষ বা পঞ্চম বর্ষে সংস্কার-সিদ্ধির  
নিমিত্ত বালকের চূড়াকর্ম করিবে।  
১৭১—১৭৬। বিচক্ষণ সাধক, দেবপূজা  
অর্ঘ্য ধারা-হোম পর্যন্ত সমুদায় কর্ম  
দক্ষতার করিয়া সত্য নামক অগ্নির উত্তরদিকে  
গোময়-পুরিত তিলা ও গোধূম-সংযুক্ত

ক্ষুরমেকং স্থাপনিতম ॥ ১৭৫ ॥ আসাদ্য  
তনয়ং তত্র জনকঃ স্ত্রীস্বামতঃ। সংস্থাপ্য  
জননীক্রেড়ে কবোমং সলিলৈশ্চৈকং ॥ ১৭৬ ॥  
বাকুণ্যং দশধা জপ্তা স্যাক্ষিক্য শিশুর্জগন্মুখা।  
মাত্রয়া কুলপত্রোজ্যং জুষ্টিমেকাং প্রোক্তয়েৎ ॥  
১৭৭ ॥ মায়াং লক্ষ্মীং ত্রিধা জপ্তা। হৃদীত্যা  
লৌহজং ক্ষুরম্। ছিত্ব তু জুষ্টিকামূলং মাতৃ-  
হস্তে নিবেশয়েৎ ॥ ১৭৮ ॥ কুমারমাতা  
হস্তাত্যাসাদ্য গোময়াদিতে। শরাবে স্থাপয়েৎ  
জুষ্টিং নাপিতায় পিতা বদেৎ ॥ ১৭৯ ॥ ক্ষুর-  
মুণ্ডিন শিশোঃ ক্ষৌরং কুণ্ডং সাধয় ঠধম্ ॥

একটি নবশরাব, অন্ন উষ্ণ জল এবং এক-  
ধানি স্থাপনিত ক্ষুর রাখিয়া দিবে। অন্ন-  
স্তর পিতা, সেই স্থানে স্ত্রী স্বামদিকে  
বালককে জননীর ক্রেড়ে রাখিয়া সেই  
সমস্ত ঐষত্বক সলিল দ্বারা “বৎ” এই  
বকুণ-রীজ দশবার জপ করণানন্তর বালকের  
কেশ মার্জিত করিয়া মায়া অর্থাৎ “স্ত্রীং”  
এই মন্ত্র পাঠপূর্বক ছইটি কুলপত্র দ্বারা  
মস্তকে একটি জুষ্টি (বুটি) রচনা করিবে।  
মায়া, লক্ষ্মী অর্থাৎ “স্ত্রীং স্ত্রীং” এই মন্ত্র  
তিনবার জপ করিয়া লৌহময় ক্ষুর গ্রহণ-  
নন্তর জুষ্টিকামূল ছেদন করিয়া মাতার হস্তে  
নিবেশিত করিবে। ১৭৪—১৭৮। কুমারের  
মাতা হস্তদ্বয়ে গ্রহণ করিয়া গোময়-যুক্ত  
শরাবে জুষ্টি স্থাপন করিবে। পরে পিতা,  
নাপিতকে বলিবে—“হে ক্ষুরমুণ্ডিন।  
(নাপিত।) তুমি স্থখে এই শিশুর ক্ষৌর-  
কর্ম কর (মূলম্ “ক্ষুর—সাধয় ঠধম্”) ॥

পঠিত্ব নাপিতং পশ্চাদ্ সত্যনামনি পাবকে ।  
 প্রজাপতিং সমুদ্ভিত্ব । প্রদদ্যাৎ হতিত্রয়ম্ ॥  
 ১৮০ ॥ নাপিতেন কৃতক্কেৱং নাপয়িত্বা  
 শিশুং ততঃ । বস্ত্রালঙ্কারমাল্যেণ ভূষয়িত্বাগ্নি-  
 সন্নিধৌ ॥ ১৮১ ॥ স্ববামভাগে সংস্থাপ্য  
 দ্বিষ্টিকৃচ্ছামমাচরেৎ । প্রায়শ্চিত্তং ততঃ কৃত্বা  
 দদ্যাৎ পূর্ণাহুতিং পিতা ॥ ১৮২ ॥ মায়া  
 শিশোঃ তে কুশলং কুরুতঃ বিশ্বকৃদ্ভিতুঃ ।  
 পঠিত্বৈতৎ শিশোঃ কর্ণে স্তব্ধময়ী শলাকয়া ।  
 রাজত্যা লৌহময়ী বা কর্ণবেধং প্রকল্পয়েৎ ॥  
 ১৮৩ ॥ আপোহিষ্ঠেতি মন্ত্রেণ অভিষিচ্য  
 স্তুতং ততঃ । শান্ত্যাদিদক্ষিণাং কৃত্বা

পিতা এই মন্ত্র পাঠ করিয়া নাপিতকে  
 অবলোকন করত প্রজাপতিকে উদ্দেশ্য  
 করিয়া সত্য নামক হতাশনে আহুতিত্রয়  
 প্রদান করিবে । অনন্তর নাপিত, বালকের  
 ক্কেৱকর্ষ করিলে, পিতা সেই বালককে  
 স্থান করাইয়া বস্ত্র, অলঙ্কার ও মালা দ্বারা  
 ভূষিত করিয়া অগ্নি-সন্নিপে আপনার বাম-  
 ভাগে রাখিয়া দ্বিষ্টিকৃৎ-হোম করিবে ।  
 পরে প্রায়শ্চিত্ত-হোম করিয়া পূর্ণাহুতি  
 প্রদান করিবে । মায়া অর্থাৎ 'হ্রীং'  
 "শিশো-বিভুঃ" (মূলঃ), অর্থাৎ হে  
 শিশো ! বিভু-বিশ্বঅষ্টা তোমার মঙ্গল  
 করুন । এই মন্ত্র পাঠ করিয়া স্তব্ধময়ী,  
 রজতময়ী অথবা লৌহময়ী শলাকা দ্বারা  
 শিশুর কর্ণবেধ করিবে । পরে "আপোহিষ্ঠা-  
 ময়োভুধ" এই মন্ত্র দ্বারা পুত্রকে অভিষিক্ত  
 করিয়া শান্তি-কর্ম ও দক্ষিণা প্রদান করিয়া

চূড়াকর্ম সমাপয়েৎ ॥ ১৮৪ ॥ গর্ভাধানাদি-  
 চূড়ান্তং সমানং সর্বজাতিম্ । শূদ্র  
 সামান্যজাতীনাম্ সর্বমেতদমন্ত্রকম্ ॥ ১৮৫ ॥  
 জাতকর্ষাদিচূড়ান্তং কুমার্যাশ্চাপ্যমন্ত্রকম্ ।  
 কর্তব্যং । লক্ষ্যভির্বেগৈরেকং । নিষ্ক্রমণং  
 বিনা ॥ ১৮৬ ॥ অথোচ্যতে দ্বিজাতীনাং  
 উপবীতক্রিয়াবিধিঃ । যস্মিন্ কৃতে দ্বিজ-  
 যানো দৈবতপৈত্র্যধিকারিণঃ ॥ ১৮৭ ॥  
 গর্ভাষ্টমেহষ্টমে বাক্ষ্যে কুর্ধ্যাহুপনয়ং শিশোঃ ।  
 যোড়শাদিকো নোপনেতব্যো নিষ্ক্রিয়োরহপি  
 সঃ ॥ ১৮৮ ॥ কৃতনিত্যক্রিয়ো বিদ্বান্

চূড়াকর্ম সমাপন করিবে । ১৮৯—১৮৪ ।  
 গর্ভাধান অবধি চূড়াকরণ পর্য্যন্ত সংস্কার-  
 কর্ম, সকল জাতির সমান । শূদ্র ও সামান্ত  
 জাতির এই সকল সংস্কার অমন্ত্রক ।  
 ব্রাহ্মণ প্রভৃতি পঞ্চ বর্ণেরই কন্ডার একমাত্র  
 নিষ্ক্রমণ ব্যতীত জাতকর্ষাদি চূড়াকরণ  
 পর্য্যন্ত সংস্কার অমন্ত্রক কর্তব্য । অনন্তর  
 দ্বিজগণের উপনয়ন-কর্ম-বিধি বলিতেছি ;  
 যে কার্য করিলে দ্বিজগণ, —দৈব ও পৈত্র্য  
 কর্মে অধিকারী হইবেন । গর্ভাষ্টমে অথবা  
 অষ্টম বৎসর বয়ঃক্রম সময়ে বালকের  
 অর্থাৎ ব্রাহ্মণ-বালকের উপনয়ন সংস্কার  
 হইবে ; যাহার যোড়শ বৎসর অতীত হই-  
 য়াছে, তাহার আর উপনয়ন হইতে পারে  
 না । সে দৈব ও পৈত্র্য কর্মে অধিকারী  
 নহে । তাৎপর্য্য এই যে, অষ্টম বৎসর  
 হইতে যোড়শবর্ষ পর্য্যন্ত কাল উপনয়নে  
 অপর্য্যদন্ত, তবে গোপ-মুখ্য ভেদ আছে ।

পঞ্চ দেবান্ সমর্চয়েৎ । গোষ্ঠাদিমাতৃকা-  
শৈব বসুধারং প্রকল্পয়েৎ ॥ ১৮৯ ॥ বুদ্ধি-  
প্রাক্তং ততঃ কুষ্ঠাদেবতাপিতৃতৃপ্তয়ে । কুষ্ঠা-  
শিকোকোভবিধিনা ধারাহোমাস্তম্যচরেৎ ॥ ১৯০ ॥  
প্রাতঃ কৃতাননং ধানং সূক্ষ্মাতং সূক্ষ্মকৃতম্ ।  
শিখাংবিনা কৃতকোঁরং কোঁমাস্তরবিভূষিতম্ ॥  
১৯১ ॥ ছায়ামণ্ডপমানীয় সমুদ্ভবহতানিতুঃ ।  
সমীপে চাত্মনো বামে সংস্থাপ্য বিমলাসনে ॥  
১৯২ ॥ শিখাং বদেদব্রহ্মচর্য্যং কুরু বৎস  
ততঃ শিশুঃ । ব্রহ্মচর্য্যং করোমীতি  
গুরুবে বিনিবেদয়েৎ ॥ ১৯৩ ॥ ততো গুরুঃ

বিদ্বান্ পিতা শিষ্যক্রিয়া করিয়া, পঞ্চদেব-  
তার পূজা করিবেন । গোষ্ঠী প্রভৃতি  
যৌক্তিক মাতৃকারও পূজা করিবে । তৎপরে  
বসুধা দিবে । ১৮৫ - ১৮৯ । অনন্তর  
দেবগণের ও পিতৃগণের তৃপ্তির নিমিত্ত  
বুদ্ধিশ্রদ্ধ করিবে, পরে কুষ্ঠাশিকোক্ত বিধি  
অনুসারে ধারা-হোম পর্য্যন্ত সমুদায় কর্মের  
অনুষ্ঠান করিবে । প্রাতঃকালে সূক্ষ্মাত,  
কৃতাহাব, উত্তম অলঙ্কারে ভূষিত, পঞ্চ  
শিখামাত্র ব্যক্তিকে সম্পূর্ণরূপে মুণ্ডিত,  
কোঁমগুস্ত্রে ভূষিত বালককে ছায়ামণ্ডপে  
আনয়নপূর্ব্বক সমুদ্ভব নামক বহির্বা সমীপে  
আপনার বামদিকে সুবিমল আসনে  
উপবেশন করাইয়া, গুরু ঐ শিষ্যকে  
বলিবেন,—“হে বৎস । ব্রহ্মচর্য্য কর ।”  
তৎপরে শিশু “ব্রহ্মচর্য্য ক্রিতে আরম্ভ  
করিলাম” ইহা গুরুর নিকট নিবেদন  
করিবে । অনন্তর গুরু প্রসন্ন-হৃদয় হইয়া

প্রসন্নাত্মা শিশুবে শান্তচেতনে । কাষায়-  
বাসসী দদ্যাদীর্ঘায়ুদ্বায় বর্চসে ॥ ১৯৪ ॥  
মৌজীং কুশময়ীং বাপি ত্রিবৃত্তিঃ প্রস্থি-  
সংযুতাম্ । তুম্বীক মেখলাং দদ্যৎ কাষায়-  
স্বরধারিণে ॥ ১৯৫ ॥ মায়ামুচ্চার্য্য সূক্তগা  
মেখলা শ্রাচ্ছূভপ্রদা - ইত্যাক্ষা মেখলাং  
বজ্রা মৌনী ভিষ্ঠেদৃগৈরোঃ পুরঃ ॥ ১৯৬ ॥  
যজ্ঞোপবীতং পরমং পবিত্রং বৃহস্পতিত্বং  
সহজং পুরস্তাৎ । আয়ুযামগ্রাং প্রতিমুখা  
স্তভ্রং যজ্ঞোপবীতং বলমস্ত তেজঃ ॥ ১৯৭ ॥  
মজ্জেনানেন শিশুবে দদ্যৎ কৃষাজিনাযিতম্ ।  
যজ্ঞোপবীতং দণ্ডকং বৈশ্বং খাদিরকং বা ।

প্রশান্ত-হৃদয় শিশুকে দীর্ঘায়ুঃ ও তেজোবৃদ্ধির  
নিমিত্ত কাষা-রঞ্জিত বস্ত্রযুগল প্রদান করি-  
বেন । কাষায়-বসনধারীন্দ্রী বালককে গুরু,  
মুঞ্জময়ী বা কুশময়ী প্রস্থিযুক্ত ত্রিবৃত্তি মেখলা  
মৌন অবলম্বনপূর্ব্বক দিবেন । বালক, মায়ামুচ্চার্য্য  
অর্থাৎ “হ্রীং” উচ্চারণ করিয়া, “এই সূক্তগা  
মেখলা আমার কল্যাণদায়িনী হউন” এই  
মন্ত্র ( হ্রীং সূক্তগা - প্রদা ) পাঠপূর্ব্বক  
মেখলা বদান করিয়া মৌন অবলম্বনপূর্ব্বক  
গুরুর সম্মুখে অবস্থান করিবে । ১৯০—১৯৩।  
“এই যজ্ঞোপবীত পরম পবিত্র । পূর্ব্ব যাহা  
বৃহস্পতির সহজ অর্থাৎ স্বাভাবিক ছিল ।  
অ যুগ্ম, শ্রেষ্ঠ, স্তভ্র এই যজ্ঞোপবীত তুমি  
ধারণ কর । তোমার বল ও তেজ বৃদ্ধি  
হউক” গুরু এই মন্ত্র পাঠ করিয়া বালককে  
কৃষাজিন-যুক্ত যজ্ঞোপবীত এবং বৈশ্ব-  
নির্ম্মিত, খরিত-কাষ্ঠ-নির্ম্মিত, পলাশ-কাষ্ঠ-

পাশাশমণবা দদামি স্বীববৃক্ষসমুদ্ভবম্ ॥১৯৮॥  
আপোহিষ্ঠাতি মল্লেন মায়ায়া পুটিভেন চ ।  
ত্রিবারুজ্যা কুশাভ্যোভিধ্বন্দ্বোপসীতিনম্ ॥  
১৯৯ ॥ তদজ্জতিং দিনেনায় দাতাং ব্রহ্ম-  
চারিণম্ । তচ্চক্ষুরিতি মল্লেন দর্শয়েত স্বরং  
শুরং ॥ ২০০ ॥ দৃষ্ট্বা ভাস্কবমাচ ধ্যেয়া বদে  
মাণবকং ততঃ ॥ ২০১ ॥ মম ব্রহ্মে মনো  
ধেহি মম চিত্তং দদামি তে জুয়ৈষকমন'  
বৎস মম বাচোহস্ত তে শিবম্ ॥ ২০২ ॥  
হৃদি স্পৃষ্ট্বা, পঠিতৈমং কিংনামাসীতি তৎ

নির্শিত অথবা স্বীববৃক্ষ-নির্শিত দণ্ড প্রদান  
করিবেন । অনন্তর শুর, —দণ্ড ও উপবীত-  
ধারী বালককে মায়া অর্থাৎ “দ্বীং” এই  
বীজ কর্তৃক পুটিত অর্থাৎ তাহার আদি  
অংশে যুক্ত “আপোহিষ্ঠা” এই মন্ত্র তিনবার  
উচ্চারণপূর্ব্বক কুশজল দ্বারা অভিষিক্ত  
করিবেন, অনন্তর জল দ্বারা বালককে জঞ্জলি  
পূর্ণ করিবেন । অনন্তর ব্রহ্মচারী সেই  
জলাঞ্জলি সূর্য্য উদ্দেশে প্রদান করিলে পর,  
ঐ ব্রহ্মচারীকে “তচ্চক্ষুর্দেবহিতং” এই মন্ত্র  
পাঠপূর্ব্বক শুর, সূর্য্য দর্শন করাইবেন ।  
পরে অ্যচার্য্য, দৃষ্ট সূর্য্য বালককে বলিবেন  
যে, “তুমি আমার ব্রহ্মে মনোনিবেশ কর ।  
আমি তোমাকে আমার চিত্ত প্রদান  
করিতেছি । হে বৎস । তুমি একমনা  
হইয়া আমার ব্রহ্ম অচরণ কর । আমার  
বাক্যে তোমার কল্যাণ হউক ।” শুর এই  
মন্ত্র পাঠ করিয়া বালককে হৃদয় স্পর্শপূর্ব্বক  
“বৎস । তোমার নাম কি ?” ইহা তাঁহাকে

বদেৎ । শিষ্যস্তমুকশর্মা হৃৎ উবন্তমভি-  
বাদযে ॥ ২০৩ ॥ কস্ত ত্বং ব্রহ্মচারীতি শ্রুতৌ  
পূচ্ছতি পূর্ব্বতি । শিষ্যঃ সাবহিতো ব্রহ্ম দ-  
ভবতো ব্রহ্মচার্য্যহম্ ॥ ২০৪ ॥ ইত্যুত ব্রহ্মচারী  
ত্বমাচার্য্যস্তু হস্তাশনঃ । ইত্যুত সদ্গুরুঃ  
পশ্চাদ্বেদেন্যস্তং সমর্পয়েৎ ॥ ২০৫ ॥ ত্বং  
প্রজাপতৌ বৎস সবিত্র বরুণায় চ ।  
পৃথিব্যৈ বিশ্বদেবেভ্যঃ সর্কদেবেভ্য এব চ ।  
সমর্পয়ামি তে সর্কৈ বহকু ত্বাং নিরন্তবম্ ॥  
২০৬ ॥ ততো মাণবকো বহিঃ দক্ষিণাবর্ত্ত  
যোগতঃ । শুরং প্রদক্ষিণীকৃত্য স্বাসনে পু-  
নরা-

বলিবেন । শিষ্য কহিবে যে, আমি আপনার  
শিষ্য । আমি অমুক শর্মা, আপনাকে  
প্রণাম করিতেছি ॥ ১৯৭—২০৩ ॥ হে  
পার্ব্বতি । পরে শুর “তুমি কাহাব ব্রহ্ম  
চারী ?” ইহা জিজ্ঞাসিলে, শিষ্য সাবধন  
হইয়া কহিবে যে, “আমি আপনারই ব্রহ্ম-  
চারী ।” “তুমি ইন্দ্রের ব্রহ্মচারী, হস্তাশন  
তোমার আচার্য্য” সদ্গুরু এই বাক্য বলিয়া  
পশ্চাৎ সেই শিষ্যকে দেবতাদিগের নিকট  
সমর্পণ করিবেন । দেবতাদিগে নিকট  
সমর্পণের মন্ত্র, যথা ;—হে বৎস । তোমাকে  
প্রজাপতির নিকট, সবিতার নিকট, বরুণের  
নিকট, পৃথিবীর নিকট, বিশ্বদেবগণে  
নিকট এবং সমুদায় দেবতার নিকট সমর্পণ  
করিতেছি । তাঁহারা সকলে নিরন্তর  
তোমাকে রক্ষা করুন । অনন্তর “মাণবক  
দক্ষিণাবর্ত্ত-যোগে বহিকে এবং শুরকে  
প্রদক্ষিণ করিয়া পুনর্বার আপনার আসনে

বিশেষঃ ॥ ২১৭ ॥ গুরুঃ শিষ্যেণ সংস্পৃষ্টঃ  
সমুত্তবহুতানি। পঞ্চ দেবান্ সমুদ্दिश  
দদ্যাৎ পঞ্চাহতীঃ প্রিয়ে। প্রজাপতিস্তথা  
শক্রেণ বিষ্ণুর্ভ্রূক্ষা শিবস্তথা ॥ ২১৮ ॥ মায়াজি-  
বহিঃপ্রায়ান্তেজুর্জয়াৎ স্বস্বনামভিঃ। অনন্ত-  
মন্ত্রে সর্বান বিন্ধয়েৎ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ২১৯ ॥  
ততো জুগা মহালক্ষ্মীঃ জুগদ্রী ভুবনেশ্বরী।  
ইন্দ্রাদিশদিবপালা ভাস্করাদিনবগ্রাণাঃ ॥  
২২০ ॥ প্রত্যেকনামা তত্বেতান্ বাসনামাচ্ছাদ্য  
বালকম্। পৃচ্ছমাণবকং প্রাজ্ঞা ব্রহ্ম-  
চর্য্যাভিমানিনম্। কো বাশ্রমস্তে তনব ব্রাহ্ম

উপবেশন করিবে। হে প্রিয়ে। পবে গুরু,  
শিষ্যকর্ত্তক স্পৃষ্ট হইয়া, সমুত্তব নামক  
হুতশনে প্রজাপতি, শক্রে, বিষ্ণু, ভ্রূক্ষা, শিব  
—এহ পঞ্চদেবের উদ্দেশে পঞ্চ আহুতি  
প্রদান করিবেন। আদিতে মায়াজি অর্থাৎ  
জুগ অস্ত্রে বহিঃপ্রায়ান্তেজুর্জয়াৎ স্বস্ব-  
নামভিঃ নিজ নিজ নামোল্লেখ করিয়া  
আহুতি দিবে। যথা,—“জুগ প্রজাপত্যে  
স্বাহা” ইত্যাদি। যে মন্ত্রে কোন বিধি  
উক্ত হয় নাই, সে মন্ত্রেও এই প্রকার বিধি  
কথিত হইল অর্থাৎ নামের পূর্বে জুগ,  
শেষে-স্বাহা বলিতে হইবে। অনন্তব জুগা,  
মহালক্ষ্মী, জুগদ্রী, ভুবনেশ্বরী, ইন্দ্রাদিশদি-  
বপাল, ভাস্করাদিনবগ্রাণাঃ,—প্রত্যেকের  
নাম উল্লেখপূর্ব্বক ইহাদিগকে আহুতি  
প্রদান করিয়া বালককে বস্ত্র দ্বারা আচ্ছা-  
দিত করিয়া প্রাজ্ঞ গুরু ব্রহ্মচর্য্যাভিমানী ঐ  
মাণবকে প্রিজ্ঞাগিবেন,—“হে তনব।

কিং তে মনোগতম্ ॥ ২২১ ॥ ততঃ শিষ্যঃ  
সাবাহতো যুতা গুরুপদদয়ম্। কনোতু  
মামাশ্রমিণং ব্রহ্মবিদ্যোপদেশতঃ ॥ ২২২ ॥  
এবং প্রার্থয়মানস্ত দক্ষকর্ণে শিশোস্তদা।  
প্রাবিশ্বা ত্রিধা তারং সর্বমগ্গময়ং শিবৈ।  
ব্যাহতিত্রয়মুচ্চাৰ্য্য সাবিত্রীং প্রাবয়েদুগ্ধমঃ ॥  
২২৩ ॥ ঋষিঃ সদাশিবঃ প্রোক্ষতদগ্নিষ্টু-  
বুদ্ধজতম্। অধিষ্ঠাত্রী তু সাবিত্রী মোক্ষার্থে  
বিনিয়োগিতা ॥ ২২৪ ॥ আদৌ তৎ সবিভূঃ  
পশ্চাদ্বরেণ্যং পদমুচ্চরেৎ। ভূর্গপদান্তে  
দেবস্ত ধীমহীতি পদং বদেৎ ॥ ২২৫ ॥  
তত্তস্ত পবমেশানি ধিয়ো যো নঃ প্রচৌ-

এক্ষণে তোমার কি আশ্রম এবং তোমার  
মনোগত ভাব কি, তাহা বল ০৮—২২১।  
অনন্তব শিষ্য সাবধান হইয়া গুরুর পদদয়  
ধারণপূর্ব্বক বলিবে,—“ব্রহ্মবিদ্যোপদেশ প্রদানে  
দ্বারা আমাকে আশ্রম করুন।” হে শিবে।  
এইরূপ প্রার্থনাকারী শিশুর দক্ষিণ-কর্ণে  
গুরু, সর্ব-মগ্গময় প্রণব তিনবার প্রণব  
করাইয়া “ভুর্ভুবঃ স্বঃ” এই ব্যাহতিত্রয়  
উচ্চারণপূর্ব্বক সাবিত্রী প্রণব করাইবেন।  
সদাশিব এই সাবিত্রীর ঋষি বাসনা কথিত  
হইয়াছেন; ত্রিষ্টুপ—ভুগঃ; সবিদ্যো—  
অধিষ্ঠাত্রী দেবী বলায়া উক্ত হইয়াছেন;  
মোক্ষার্থে বিনিয়োগ। প্রথমতঃ “তৎ  
সাবিত্রী” পশ্চাৎ “বরেণ্যং” এই পদ উচ্চা-  
রণ করিবে। পরে “ভূর্গঃ” এই পদের পর  
“দেবস্ত ধীমহি” এই পদ পাঠ করিবে। হে  
পরমেশ্বর। তৎপরে “ধিয়ো যো নঃ প্রচৌ-

দয়াৎ । পুনঃ প্রণবমুচ্চাৰ্য্য সাবিত্র্যর্থং গুরু-  
বদেৎ । ত্র্যক্ষরাশ্চকতাবেণ পরেশঃ প্রতি-  
পাদ্যতে ॥ ২১৬ ॥ পাতা হর্জাচ সংশ্রুত্বা যো  
দেবঃ প্রকৃতিঃ পরঃ । অসৌ দেবত্ৰিলোকায়া  
ত্রিগুণং ব্যাপ্য তিষ্ঠতি ॥ ২১৭ ॥ অতো  
বিশ্বময়ঃ ব্রহ্ম বাচ্যং ব্যাহতিভিজ্জিভিঃ ।  
তারব্যাহতিবাচ্যো যঃ সাবিত্র্যা জ্যেষ্ঠ এব  
সঃ ॥ ২১৮ ॥ জগদ্রূপস্ত সবিভূঃ সংশ্রুত্ব  
দীব্যতো বিভোঃ । অন্তর্গতং মহদ্বর্জ্যং বর-  
ণীয়ং যতাজ্জিভিঃ ॥ ২১৯ ॥ ধ্যায়েম তৎ পরং  
সত্যং সৰ্বব্যাপি সনাতনম্ ॥ ২২০ ॥ যো  
ভুগঃ সৰ্বসাক্ষীশো মনোবুদ্ধীন্দ্রিয়ানি নঃ ।  
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষেষু প্রেরয়েদ্বিনিযোজয়েৎ ॥

২২১ ॥ ইখমর্থযুতং ব্রহ্মবিদ্যামাদিত্য  
সদগুরুঃ । শিষ্যং নিযোজয়েদেবি গৃহস্থা-  
শ্রমকর্ম্মম্ ॥ ২২২ ॥ ব্রহ্মচর্য্যোচিতং বেশং  
বৎসৈদানীং পরিত্যজ । শান্তবোধিতমার্গেণ  
দেবান্ পিতৃনু সমর্চয় ॥ ২২৩ ॥ ব্রহ্ম-  
বিদ্যোপদেশেন পবিত্রং তে কলেশ্বরম্ ।  
প্রাপ্তং গৃহস্থাশ্রমিতা তদুক্তং কর্ম্ম কৰ্ম্মম্ ॥  
২২৪ ॥ উপবীতব্রহ্মং দিব্যবজ্রং লক্ষরশ্মিনি  
চ । গৃহাণ পাছুকাচ্ছত্রং গন্ধমালাম্বুলেপ-  
নম্ ॥ ২২৫ ॥ ততঃ কাষায়বসনং কৃষ্ণাজিন-  
সমধিতম্ । যজ্ঞহুত্রং মেথলাক দণ্ডং  
ভিক্ষাকরওকম্ ॥ ২২৬ ॥ আচারাদর্জিতাং  
ভিক্ষাং সমর্প্য গুরুবে শিবে । শুদ্ধোপবীত-

দয়াৎ" এবং পুনর্বার প্রণব উচ্চারণ করিয়া  
গুরু শিষ্যকে গাছতীরে অর্থ বলিবেন;—  
"ত্র্যক্ষরাশ্চক প্রণব দ্বারা পরমেশ্বর প্রতি-  
পাদিত হন, সৃষ্টি-স্থিতি প্র-র-বর্ত্তা যে দেব  
প্রকৃতি হইতেও প্রোষ্ঠ, সেই দেব ত্রিলো-  
কের অত্মা । তিনি ত্রিগুণ । অর্থাৎ সত্ত্ব,  
রজঃ ও তমকে ব্যাপ্ত করিয়া অবস্থান  
করিতেছেন । অতএব ভূ ভু : স্বঃ এই  
ব্যাহতিত্রয়ের বাচ্য ব্রহ্ম । যিনি প্রণব এবং  
ব্যাহতির বাচ্য, তিনিই সাবিত্রী দ্বারা জ্যেষ্ঠ  
সবিতা অর্থাৎ জগদ্রূপ বস্তুর সৃষ্টিকর্ত্তা ।  
দীপ্ত্যাদি জিয়্যশ্রয় বিভূর অন্তর্গত যোগী-  
দিগের বরণীয় সৰ্বব্যাপী ও সনাতন সেই  
মহাজ্যোতিকে ধ্যান করি; যে মহাজ্যোতি  
সৰ্বসাক্ষী ও সৎস্বর । আগাদিগের মন,  
বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়-সমুদায়কে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও

মোক্ষে প্রেরণ করুন অর্থাৎ বিনিযোজিত  
করুন ।" হে দেবি । সদগুরু এই প্রকার  
অর্থ-সহিত ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ দিয়া  
শিষ্যকে গৃহস্থাশ্রম কর্ম্মে নিযুক্ত করিবেন ।  
২১২—২২২ । "হে বৎস । এক্ষণে ব্রহ্ম-  
চর্য্যোচিত বেশ পরিত্যাগ কর । শত্ৰু-  
প্রদর্শিত পথ অনুসারে দেব ও পিতৃগণকে  
সম্যাক্রূপে অর্চিত কর । ব্রহ্মবিদ্যার উপ-  
দেশে এক্ষণে তোমার কলেশ্বর পবিত্র  
হইয়াছে । তুমি গৃহস্থাশ্রম প্রাপ্ত হই-  
য়াছ । অতএব তুমি গৃহস্থাশ্রম-বিহিত কর্ম্ম  
কর । উপবীতব্রহ্ম, দিব্যবজ্র, অলঙ্কার, পাছুকা,  
ছত্র, গন্ধ, মালা এবং অম্বুলেপন গ্রহণ  
কর । অনন্তর কৃষ্ণাজিন-সমধিত কাষায়-  
বসন, যজ্ঞহুত্র, মেথলা, দণ্ড, ভিক্ষাপাত্র ও  
আচার অনুসারে উপার্জিত ভিক্ষা গুরুকে

যুগলং পরিধায়াম্বরে শুভে ॥ ২২৭ ॥ গন্ধ-  
মালাধরকৃষ্ণে তিষ্ঠেদাচার্য্যসন্নিধৌ । ওতো  
গৃহস্থশ্রমিনঃ শিষ্যমেতদ্বদেৎগুরুঃ ॥ ২২৮ ॥  
জিভেন্দ্রিয়ঃ সত্যবাদী ব্রহ্মজ্ঞানপরো ভব ।  
স্বাধ্যায়শ্রমকর্ম্মানি যথাধর্ম্মেণ সাধয় ॥ ২২৯ ॥  
ইত্যাদিশ্রু বিজ্ঞং পশ্চাৎ সমুদ্ভবজ্ঞতানমে ।  
মায়াদিপ্রণবাস্তেন ভূভুবঃস্বয়ং চ ॥ ২৩০ ॥  
হাথয়িত্বা ত্রিধাচুর্ধাঃ স্থিষ্টিক্রোমমাচরন ।  
দত্তা পূর্বাভিঃ ভজে ব্রতকর্ম্ম সমাপয়েৎ ॥  
২৩১ ॥ জীবসেকাদিসংস্কারা ব্রতাত্তাঃ  
পিতৃভো নব । উদাহঃ পিতৃভো বাপি স্বতো-

সমর্পণ করিয়া শুদ্ধ যজ্ঞোপবীত-যুগল ও  
উত্তম বস্ত্রযুগল পরিধান করিয়া, গন্ধ ও  
মালা ধারণপূর্ব্বক আচার্য্য-সমীপে মৌনাব-  
লম্বী হইয়া থাকিবে । আচার্য্য, গৃহস্থশ্রমী  
শিষ্যকে ইহা কহিবেন,—‘তুমি জিভেন্দ্রিয়,  
সত্যবাদী ও ব্রহ্মজ্ঞান-পর হও । তুমি  
ধর্ম্মশাস্ত্র শঙ্কন না করিয়া অধ্যয়ন ও গৃহস্থা-  
শ্রমের কর্ম্ম সকল সম্পাদন কর ।’ গুরু,  
দ্বিজ শিষ্যকে এইরূপ আদেশ করিয়া,  
প্রথমতঃ মায়া, সর্ক্সশেষে প্রণব উচ্চারণ-  
পূর্ব্বক “ভুঃ ভুবঃ স্বঃ” এই মন্ত্রত্রয় দ্বারা  
সমুদ্ভব নামক জ্ঞতানকে তিনবার হোম  
করাইয়া স্থিষ্টিক্রোম-হোম আচরণ করত, হে  
ভজে । পূর্বাভি প্রদানানন্তর উপনয়ন-ক্রিয়া  
সমাপ্ত করিবেন । হে শ্রিয়ৈ । জীবসেক  
কবধি উপনয়ন পর্যান্ত নয়টি সংস্কার পিতা  
দ্বারাই সম্পাদিত হইয়া থাকে ; উদাহ-  
সংস্কার পিতা অথবা স্বয়ং নিষ্পাদিত

হপি সিধ্যতি শ্রিয়ৈ ॥ ২৩২ ॥ বিবাহাহি কৃত-  
জ্ঞানঃ কৃতনিত্যক্রিয়ঃ কৃতী । পবঃ দেবানু  
সমভ্যর্চ্য গোষ্ঠ্যা দিমাতৃকাস্তথ ৷ বসোর্ধাণাং  
বজ্রয়িত্বা বুদ্ধিশ্রাজ্ঞং সমাচরয়েৎ ॥ ২৩৩ ॥  
রাত্রে প্রাত্তিকৃতং পাত্রং গীতবাদ্যপুঃসরম্ ।  
ছায়ামণ্ডপমানীয় উপবেশ্য বরামনে ॥ ২৩৪ ॥  
বাগবাভিমুখঃ দাতা পশ্চিমাভিমুখো বিশেষঃ ।  
আচম্য স্তম্ভিমুদ্ধিক কথয়েদ্ভ্রাজ্ঞপৈঃ সহ ॥  
২৩৫ ॥ সাদু-প্রণং বরং পূজেদর্চনাপ্রণ-  
মেব চ । বরাং প্রমোক্তবং নীত্বা পাদ্যাদৈ-  
বরমর্চয়েৎ ॥ ২৩৬ ॥ সমর্পয়ামি বাক্যেন  
দেয়জব্যং সমর্পয়েৎ । পাদয়োঃ সমর্পয়েৎ পাদ্যং

করিতে পারেন । কার্য্যকুশল ব্যক্তি, বিবাহ-  
দিবসে জ্ঞানান্তে নিত্যক্রিয়া করিয়া পবঃ-  
দেবের অর্চনাপূর্ব্বক গোষ্ঠী প্রভৃতি যোড়শ  
মাতৃকার পূজা করিবে । পরে বস্ত্রধারা  
দিয়া বুদ্ধিশ্রাজ্ঞ করিবে । ২২৩—২৩৩ ।  
পূর্ব্ব-প্রাত্তিকৃত বর-পাত্র গীতবাদ্য-সহকারে  
নিশাকালে আগত হইলে তাহাকে জাচা-  
মণ্ডপে আনয়নপূর্ব্বক বরামনে পূর্বাভিমুখ  
করিয়া উপবেশন করাইবে । দাতা  
পশ্চিমাভিমুখ হইয়া উপবেশন করিবেন ।  
কথাদাতা প্রথমতঃ আচমন করিয়া  
ভ্রাজ্ঞপণের সহিত স্তম্ভি ও বুদ্ধি  
বশিবেন । অনন্তর কথাদাতা বরের নিকট  
সাদু-প্রণ ও অর্চনা-প্রণ করিয়া প্রণের  
উত্তর শইয়া পাদ্যাদ দ্বারা বরের অর্চনা  
করিবেন । “সমর্পয়ামি” বাক্য দ্বারা দেয়-  
জব্য সমর্পণ করিবে । চরণদ্বয়ে পাদ্য

শিরস্ত্রয়াং নিবেদয়েৎ ॥ ২৩৭ ॥ আচম্যঃ  
বদনে দদ্যাদাক্ষং মাত্র্যং স্বাসমী । দিব্যা-  
ভরণং তানি যজ্ঞশূদ্রে সমর্পয়েৎ ॥ ২৩৮ ॥  
তত্ত্বস্ত ভাডনে কাংস্তে কৃত্বা দধি ঘৃতং মধু ।  
সমর্পয়াম বাক্যেন মধুপর্কং কবেহপ্যয়েৎ ॥  
২৩৯ ॥ বরোহপি পাত্রমাদায় বামে পাণৌ  
নিধায় চ দক্ষচ্যুতানামিকাত্যাং প্রাণা-  
ত্বত্বাক্ষমন্ত্রকৈঃ ॥ ২৪০ ॥ পঞ্চদাজায় তৎ  
পাত্রমুদীচ্যাং দিশি ধাবয়েৎ । মধুপর্কং  
সমর্পেয়াৎ পুনরাচাময়েদগম্ ॥ ২৪১ ॥ দূর্ক-  
জাত্যায় জামাতুর্বিধৃত্য জালু দক্ষিণম্ ।  
স্মৃত্বা বিষ্ণুং তৎসং দাঁত মাসপঞ্চতিথৌ-

এবং মন্ত্রকে অথবা সমর্পণ করিবে। মুখে  
আচমনীয় প্রদান করিয়া উত্তম বসন-গুণল,  
গন্ধমাল্য, উত্তম আভরণ, রত্ন ও যজ্ঞশূত্র  
সমর্পণ করিবে। পর্বে কাংস্তপাত্রে দধি,  
ঘৃত ও মধু রাখিয়া, এই মধুপর্ক “সমর্পয়ামি”  
অর্থাৎ সমর্পণ করিতেছি, এই বাক্য পাঠ-  
পূর্বক হস্তে প্রদান করিবে। এবং সেই  
মধুপর্ক-পাত্র গ্রহণ করিয়া বাম-হস্তে রাখিয়া  
প্রাণাহুতি মন্ত্র—“প্রাণায় স্বাহা” ইত্যাদি  
পাঠ করিয়া দক্ষিণ-হস্তের অঙ্গুষ্ঠ ও  
অনামিকা দ্বারা পাঁচবার আভ্রাণ লইয়া  
সেই পাত্র উত্তরদিকে স্থাপন করিবে।  
এইরূপে মধুপর্ক সমর্পণ করিয়া বরকে  
পুনরাচমন করাইবে। অনন্তর দূর্ক ও  
আতপতগুল হস্তে লইয়া জামাতার দক্ষিণ-  
জালু ধরিয়া বিষ্ণুকে স্মরণ-পূর্বক “তৎ সৎ”  
এই বাক্য উচ্চারণ এবং মাগ, পক্ষ ও তিথি

স্তবঃ ॥ ২৪২ ॥ সমুদ্ভিখ্য নিমিস্তানি রণুয়া-  
ধরমুস্তমম্ । গোত্রপ্রবরনামানি ত্র্যতোকং  
প্রাপিতামহাং ॥ ২৪৩ ॥ যষ্ঠ্যন্তানি সমুচ্চাৰ্য্য  
বরস্য ভজকানঘি । দ্বিতীয়াস্তং বৎস ক্রয়াদ্-  
গোত্রপ্রবরনামভিঃ ॥ ২৪৪ ॥ তথৈব কন্ডা-  
মুল্লিখ্য ক্রোচ্ছোদ্বাহেন পর্কিতঃ । দাঁতুং ভবন্ত-  
মিত্যুক্ত্বা বৃণেহহমিতি কীংয়েৎ ॥ ২৪৫ ॥  
বৃতোহস্মীতি বরো ক্রয়াৎ ততো দাতা বদে-  
ধরম্ । যথাবিহিতমিত্যুক্ত্বা বিবাহকর্ম  
কুর্বিষতি । বরো ক্রয়াদ্‌যথাজ্ঞানং কববাণি

উল্লেখ করিয়া বরকে প্রাপিতামহ হইতে  
পিতা পর্যন্ত ত্র্যতোকের গোত্র-প্রবর-সহিত  
যষ্ঠ্যন্ত নাম উচ্চারণ, ঐরূপ গোত্র-প্রববাদি-  
সহিত বরের দ্বিতীয়াস্ত নাম উল্লেখপূর্বক  
উত্তম বরকে নংণ করিবে। ২৩৪—২৪৮  
পরে ঐরূপ কন্ডার প্রাপিতামহ অবধি পিতা  
পর্যন্ত তিন পুরুষের যষ্ঠ্যন্ত নাম, গোত্র ও  
প্রবরের সহিত উচ্চারণ করিয়া, ঐরূপ  
গোত্র-প্রবর-সহিত দ্বিতীয়াস্ত কন্ডার নাম  
উল্লেখপূর্বক, “ব্রাহ্ম বিবাহ দ্বারা কন্ডাদান  
করিবার নিমিত্ত তোমাকে আমি বরণ কর-  
তোছি” ইহা বিদ্বান্ কন্ডাদাতা বলিবেন।  
অনন্তর বর বলিবে,—“বৃতোহস্মি” অর্থাৎ  
বৃত হইলাম। পরে কন্ডাদাতা বরকে  
“যথাবিহিতং” ইহা বলিয়া “বিবাহকর্ম  
কুরু” অর্থাৎ যথাবিধানে বিবাহ কার্য্য কর,  
ইহা বলিবেন। বর তদন্তরে বলি-  
বেন,—“যথাজ্ঞানং করবাণি” অর্থাৎ আমার  
যে রূপ জ্ঞান আছে, তদনুসরণ করিতেছি।

তদুত্তরম্ ॥ ২৪৬ ॥ ততঃ কণ্ঠাৎ সমানীয়  
বস্ত্রালঙ্কারভূষিতাম্ । বস্ত্রান্তরেণ সচ্ছদ্য  
স্থাপয়েদবসনুখম্ ॥ ২৪৭ ॥ পুনর্বস্ত্রং সম-  
ভ্যর্চ্য বদুঃসাহস্রলবণাদিভিঃ । বসন্ত্য দক্ষিণে  
পার্শ্বে কণ্ঠাপানিং নিষেজয়েৎ ॥ ২৪৮ ॥  
তন্মধ্যে পঞ্চবস্ত্রানি • ফলভাস্কুলমেব বা ।  
দক্ষার্চয়িত্বা তনুচ্যং ববায় বিদুষেহপম্যৈঃ ॥  
২৪৯ ॥ প্রাথং ত্রিপুরাখানং নিমিত্তাখ্যান-  
মেব চ । আশ্বনঃ কামমুদ্दिष्ट চতুর্থান্তং  
বরং বদেৎ ॥ ২৫০ ॥ কণ্ঠাভিধাং দ্বিতী-  
য়াস্তামর্চিত্য সঙ্গলঙ্কৃতাম্ । সাক্ষাদনাং  
প্রজাপতিদেবতাকামুদীরয়ন্ ॥ ২৫১ ॥ তুভ্য-

পরে বস্ত্র ও অলঙ্কারে বিভূষিতা কণ্ঠাকে  
আনিয়া অন্য বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া  
বরের সম্মুখে সংস্থাপন করিবে । পরে  
কণ্ঠাদাতা পুনর্বস্ত্র বস্ত্র ও অলঙ্কারাদি  
দ্বারা বরের অর্চনা করিয়া বরের দক্ষিণ-  
হস্তে কণ্ঠার হস্ত সংস্থাপন করিবে এবং  
সেই হস্ত মধ্যে ফল, তাম্বুল ও পঞ্চবস্ত্র  
প্রদান করিয়া অর্চনাপূর্বক সেকি বিদ্বান্  
ববকে কণ্ঠা-সমর্পণ করিবে । ঐ কণ্ঠা-  
সমর্পণ কবিরাব কালে প্রথমে নিজ কামনা  
উল্লেখ করিয়া তিন পুরাণের নাম উল্লেখ-  
পূর্বক নিমিত্ত কীর্তন করিয়া চতুর্থী-  
বিভক্ত্যন্ত বরের নাম উল্লেখ করিতে হইবে ।  
পরে ঐকপ তিন পুরাণের নাম উল্লেখপূর্বক  
বস্ত্রার দ্বিতীয়াস্ত্র নাম এবং “অর্চিত্তাম্  
সঙ্গলঙ্কৃত্যং সাক্ষাদনাং প্রজাপতিদেবতাকাং”  
এই পদ উচ্চারণ করিতে হইবে ।

মহাগিতি প্রোচ্য দদ্যাৎ সস্ত্রাদদে বসন ।  
বঃ স্ত্রীতি স্ত্রীকৃৎ সস্ত্রাদাতা বরং  
বদেৎ ॥ ২৫২ ॥ ধর্ম্য চার্ষে চ কামে চ  
ভবতা ভার্য্যা সহ । বর্তিতব্যং বরো বদ-  
মুক্তা কামস্ততিং পঠেৎ ॥ ২৫৩ ॥ দাতা  
কামো গ্রন্থীতাপি কামায়াদাচ্চ কামিনীম্ ।  
কামেন ত্বাং প্রণুহামি কামঃ পূর্ণোহস্ত  
চাবয়োঃ ॥ ২৫৪ ॥ ততো বদেৎ সস্ত্রাদাতা  
কণ্ঠাং জামাতবৎ প্রতি । প্রজাপতিপ্রসাদেন  
যুবরোরভিবাঞ্ছিতম্ । পূর্ণমস্ত্র শিবকান্ত ধর্ম্যং

পরে “তুভ্যমহং” এই বাক্য কথনাতে  
“সস্ত্রাদদে” এই বাক্য পাঠ করিয়া কণ্ঠা  
দান করিবে । বর “স্বস্তি” এই কথা বলিয়া  
প্রতিগ্রহ করিবে । সস্ত্রাদাতা বরকে  
বলিবে,—“তুমি ধর্ম্য বিষয়ে, অর্থ বিষয়ে,  
ও কাম বিষয়ে, ভার্য্যার সহিত একত্র  
মিলিত হইয়া কার্য্য করিবে । বর “বার্হ-  
বর্তিতব্যং” অর্থাৎ তাহাই কবির—এই  
কথা বলিয়া এইরূপ কাম-স্ত্রীতি পাঠ করিবে,  
—“কাম সস্ত্রাদান করিতেছেন, কামই  
প্রতিগ্রহ করিতেছেন, কামই কামেতে  
কামিনী গ্রহণ করিয়াছেন । হে ভার্য্যা ।  
আমি কামজন্তু তোমাকে গ্রহণ করিতেছি,  
তোমাদের উভয়ের কাম পূর্ণ হউক ।”  
২৪৫—২৫৪ । পরে কণ্ঠা-সস্ত্রাদাতা,—  
কণ্ঠা ও জামাতার প্রতি বলিবে,—“প্রজা-  
পতি-প্রসাদে তোমাদের অর্চিত্ত পূর্ণ হউক  
এবং তোমাদের কল্যাণ হউক ; তোমরা  
উভয়ে একত্র হইয়া ধর্ম্য পার্শ্বন কর ।”

পালয়ন্তং যুবাম্ ॥ ২৫৫ ॥ তত আচ্ছাদ্য  
বস্ত্রেন সম্প্রদাতা স্তুমজ্জটৈঃ । পরস্পরশুভা-  
লোকং কাবরৌদর-কল্যাণাঃ ॥ ২৫৬ ॥ ততো  
হিরণ্যরত্নানি যথামন্ত্রানুসারতঃ । জামাত্যে  
দক্ষিণাং দদ্যাদচ্ছিদ্রমবধ-রয়েৎ ॥ ২৫৭ ॥  
বরস্ত ভাৰ্য্যা সার্কং তজাতৌ দিবসেহপি  
বা । কুশতিকোকিলবিধিনা বহ্নিহ্যাপনয়াচরেৎ ॥  
২৫৮ ॥ যোজকাখাঃ পাবকোহত্র প্রাজাপত্য-  
শচকুঃ স্মৃত । ধারান্তং বর্ষ সম্পাদ্য দদ্যাৎ  
পঞ্চাহতীৰ্বৎ ॥ ২৫৯ ॥ শিবং জুর্গাং তথা  
বিষ্ণুং ব্রহ্মাণং বজ্রধারিণম্ । ধ্যাত্বৈকৈকং  
সমুদ্दिष्ट জুহুয়াৎ সংস্কৃতোহনলে ॥ ২৬০ ॥

অনন্তর সম্প্রদাতা মঙ্গল-গীত-বাদ্য শব্দ  
প্রভৃতি ধ্বনিপূর্বক কল্যাণ ও বরকে বস্ত্র  
আচ্ছাদিত করিয়া পরস্পরের শুভদৃষ্টি  
করাইবেন । পরে যথামন্ত্র জামাতাকে  
কাধন ও বজ্র দক্ষিণা দিয়া অচ্ছিদ্রাবধারণ  
করিবেন । পরে সেই রাত্রিতে বা তৎপব  
দিবসে বর, ভাৰ্য্যাব সহিত একত্রে হইয়া  
কুশতিকোকিল-বিধানানুসারে বহ্নি হ্যাপন  
করিবে । এই কুশতিকা স্থলে যোজক  
নামক বহ্নি এবং প্রাজাপত্য নামক চকু  
নির্দিষ্ট আছে । বর ধারাহোম পর্য্যন্ত  
সকল কার্য্য সম্পাদন করিয়া ( নিয়মিধিত-  
মতে ) পঞ্চ আহুতি প্রদান করিবে । শি,  
জুর্গা, বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও চন্দ্র,—এই পঞ্চ  
দেবতার ধ্যান করিয়া প্রত্যেকের উদ্দেশে  
এক এক আহুতি সংস্কৃত হতাননে দিবে ।  
২৫৫—২৬০ । অনন্তর এই মন্ত্র পাঠ

ভাৰ্য্যায়াঃ পানিযুগলং গৃহীত্বাদিত্যদীরয়ন ।  
পানিং গৃহ্ণামি স্তুভগে গুরুদেববতা ভব ।  
গার্হস্থ্যং কৰ্ম্ম ধর্ম্মেণ যথাবদমুশীলয় ॥ ২৬১ ॥  
দ্ব্যতেন আমিদন্তেন লাজৈর্ভ্রাতৃভ্যুতৈঃ শিবে ।  
প্রজাপতিং সমুদ্दिष्ट দদ্যাদ্বেদাহতীৰ্বৎ ॥  
২৬২ ॥ প্রদক্ষিণীকৃত্বা বহ্নিমুখায় ভাৰ্য্যায়া  
মহৎ জুর্গাং শিবং রমাং বিষ্ণুং ব্রাহ্মীং  
ব্রহ্মাণমেব চ । যুগাং যুগাং সমুদ্दिष्ट ত্রিপ্রিধা  
হবনং চরেৎ ॥ ২৬৩ ॥ অশ্বামগুলিকাসপ্তা-  
রোহণে কুর্য্যাদমঙ্গলকম্ । নিশায়াকেৎ তদা  
জীভিঃ পশোদৃষ্ণবমরুদ্রভীম্ ॥ ২৬৪ ॥ প্রত্যা-

করত বর, ভাৰ্য্যার পানিযুগল গ্রহণ  
করিবে;—“হে স্তুভগে । আমি তোমার  
পানিগ্রহণ করিতেছি ; তুমি গুরুভক্তি  
দেবতা-ভক্তি-পরায়ণা হইয়া, ধর্ম্মানুসারে  
যথাবিধানে গৃহস্থ-কর্ম্মের আচরণ কর ।” মন্ত্র  
যথা;—পাণং—শীলয় । হে শিবে । পরে  
বধু, আমিদন্ত দ্ব্যত এবং ভ্রাতৃদন্ত লাজ দ্বারা  
প্রজাপতির উদ্দেশে চারিবার আহুতি  
প্রদান করিবে । পরে বর, ভাৰ্য্যার সহিত  
উপানপূর্বক আমি প্রদক্ষিণ করিয়া, জুর্গা,  
লক্ষ্মী, শিব, বিষ্ণু, ব্রাহ্মী ও ব্রহ্মা—ইহা-  
দের যুগা যুগা উদ্দেশে করিয়া, অর্থাৎ  
প্রত্যেক দম্পতীর উদ্দেশে তিম তিনবার  
করিয়া আহুতি প্রদান করিবে । অনন্তর  
মন্ত্র পাঠ না করিয়া, শিলারোহণ ও মণ্ডপদী  
গমন করিবে । যদি বিনাহ-রাত্রিতেই  
কুশতিকা হয়, তাহা হইলে বর ও বধু,  
পুরজীগণের সহিত মিলিত হইয়া অরুদ্রভী

বৃত্ত্যামনে সম্যাপবিশ্ব বরস্তথা । স্থিষ্টি-  
ক্লোমতঃ পূর্বাভ্যন্তেন সমাপয়েৎ ॥ ২৬৫ ॥  
ব্রাহ্মো বিবাহো বিহিতো দেবযশীনঃ স্ববর্ণয়া ।  
কুলধর্ম্মানুস্মারেণ গোত্রভিন্নাসাপিত্তয়া ॥ ২৬৬ ॥  
ব্রাহ্মোদাহেন য়া গ্রাহ্য সৈব পত্নী গৃহেখরী ।  
তদনুজ্ঞাং বিনা ব্রাহ্মবিবাহং নাচরেৎ  
পুনঃ ॥ ২৬৭ ॥ তস্মা অপত্যে তৎসংশ  
বিদ্যমানে কুলেশ্বরী । শৈবোত্তবানুপত্যান  
দায়ার্হাণি ভবন্তি ন ॥ ২৬৮ ॥ শৈবোত্তবদ্বয়া-  
শৈব ভভেরন ধমভাজিনঃ । যথাযিতব-  
মাচ্ছাদ্য গ্রাসক পরমেশ্বরী ॥ ২৬৯ ॥

দর্শন করিবে । পরে বর প্রতিনিবৃত্ত হইয়া,  
আসনে যথারীতি উপবেশনপূর্ব্বক স্থিষ্টিক্রমে  
হোম অবধি পূর্ণাভি পৰ্য্যন্ত সকল কার্য  
সমাপন করিবে । ২৬১—২৬৫ । ভিন্ন-  
গোত্রা অসাপিত্তা সর্ব্বণার সহিত কুল-ধর্ম্মানু-  
সারে বিহিত ব্রাহ্ম-বিবাহ নির্দোষ । যে  
ভাৰ্য্যা ব্রাহ্ম-বিবাহ দ্বারা পরিগৃহীত হয়,  
সেই ভাৰ্য্যাই গৃহেখরী হইয়া থাকেন ।  
এই পত্নীর অনুমতি ব্যতিরেকে কোন ব্যক্তি  
পুনর্ব্বার ব্রাহ্ম-বিবাহ করিতে পারিবে না ।  
হে কুলেশ্বরী । ব্রাহ্মবিবাহে বিনাহিত পত্নীর  
গর্ভ-সজ্জত সন্তান অথবা তৎসংশীয় কেহ  
বিদ্যমান থাকিতে, শৈব-বিবাহে বিবাহিত  
ভাৰ্য্যার গর্ভজাত সন্তান ধনাধিকারী হইতে  
পারে না । হে পরমেশ্বরী । শৈব-বিবাহ  
দ্বারা বিবাহিত স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান অথবা  
তৎসংশীয় সন্তানগণ, ধনাধিকারী ব্যক্তির  
নিকট সম্পত্তি অনুসারে গ্রাসাচ্ছাদন প্রাপ্ত

শৈবো বিবাহো দ্বিবিধঃ কুলচক্রে বিধীয়তে ।  
চক্রেণ নিয়মেনৈকো দ্বিতীয়ো জীবনাবধি ৭০  
চক্রানুষ্ঠানসময়ে অগণৈঃ শ্রাদ্ধসাধকৈঃ ।  
পরস্পরেচ্ছয়োদ্বাহং কুর্যাদ্বীরঃ সমাহিতঃ ॥  
২৭১ ॥ ভৈরবীবীরবান্দেয়ু শ্রাদ্ধপ্রায়ং  
নিবেদয়েৎ । আবয়োঃ শ্রাদ্ধবোধোহে ভবতি-  
বহুমন্ত্যতাম্ ॥ ২৭২ ॥ তেযামনুজ্ঞামাদায়  
জপ্তা সপ্তাঙ্করং মনুযু । আট্টোত্তরশতাবৃত্ত্যা  
প্রণমেৎ কালিকাং পরাম্ ॥ ২৭৩ ॥ ততো  
বদেৎ ত্রাং রমণীং কোলানাং সন্নিধৌ শিবে ।  
অকৈতবেন চিত্তেন পতিভাবেন মাং বৃণু ॥  
২৭৪ ॥ গন্ধপুষ্পাদিতৈর্বৃতা সা কোলা

হইয়া থাকে । ২৬৬—২৬৯ । শৈব-বিবাহ  
দুই প্রকার । কুল-চক্রেই এরূপ বিবাহ  
সম্পাদিত হইয়া থাকে । চক্রেয় নিয়মানু-  
সারে এক প্রকার ; খাৎজীবন-স্বায়ী দ্বিতীয়  
প্রকার । চক্রানুষ্ঠান সময়ে বীরাচারী  
একান্তচিত্তে শ্রাদ্ধ-সাধক স্বজনবর্গে পারিবৃত্ত  
হইয়া, পরস্পরের ইচ্ছাক্রমে বিবাহ করিবে ।  
ভৈরবী এবং বীরাচারিগণের নিকট স্থায়  
অভিপ্রায় নিবেদন করিবে,—“আমাদের  
উভয়ের শৈব-বিবাহ বিষয়ে আপনারা অনু-  
মতি করুন ।” তাঁহাদিগের অনুমতি গ্রহণ-  
পূর্ব্বক, সপ্তাঙ্কর মন্ত্র অর্থাৎ “পরমেশ্বরী  
স্বাহা” এই মন্ত্র একশত আটবার জপ  
করিয়া, পরমা কালিকাকে প্রণাম করিবে ।  
হে শিবে ! অনন্তর কোলবর্গের নিকটে  
সেই রমণীকে বলিবে যে, “আমাকে  
অকপট-চিত্তে পতিভাবে বরণ কর ।” হে

দয়িতং ভতঃ । স্ত্রীদানাদেবেশি করৌ  
দদ্যাৎ করোপরি ॥ ২৭৫ ॥ ভোজ্যভিক্ষিকৈ-  
চ্চক্রেশো মন্ত্রোণেনৈব দম্পতী । তদা চক্র-  
স্থিতাঃ কোলা ক্রবুঃ স্বস্তীতি সাদরম্ ॥ ২৭৬ ॥  
রাজরাজেশ্বরী কালী তারিণী ভুবনেশ্বরী ।  
বগলা কমলা নিত্য যুগাং রক্ষতু ভৈরবী ॥  
২৭৭ ॥ অভিষিক্তাদশবা মধুনা বার্ষ্যপাথমা ।  
ততস্তৌ প্রণতৌ বিদ্বান্ জ্ঞানয়েদ্বাগ্ভবং  
রমাম্ ॥ ২৭৮ ॥ যদ্যদঙ্গীকৃতং তত্র ভোজ্যং  
পাল্যং প্রযত্নতঃ । শাস্ত্রবোদ্ধবিধানেন কুলো-

দেবেশি ! পরে সেই কোলা-কামিনী,  
অভিশয় প্রদান্যতা হইয়া, গন্ধ, পুষ্প ও  
অঙ্কত দ্বারা প্রিয়তম পতিকে বরণ করিয়া  
তাহার হস্তে উপব হস্ত প্রদান করিবে ।  
অনন্তর চক্রেশ্বর, এই মন্ত্র দ্বারা সেই দম্প-  
তীকে অভিষেক করিবেন । সেই সময়ে  
চক্রাঙ্কত সমুদায় বীরগণ আদর-সহকারে  
“স্বস্তি” এই বাক্য বলিবেন । ২৭০—২৭৬  
“রাজরাজেশ্বরী, কালী, তারিণী, ভুবনেশ্বরী,  
বগলা, কমলা, নিত্য ও ভৈরবী—ইহারা  
তোমাদের উভয়কে রক্ষা করুন ( ইহা অর্থ;  
মন্ত্র যথা ;—রাজ — ভৈরবী )” এই মন্ত্র  
পাঠপূর্ব্বক মদ্য অথবা অর্ঘ্যাজল দ্বারা  
দ্বাদশবার উভয়ের অভিষেক করিবেন ।  
পরে সেই দম্পতী প্রণাম করিলে, জ্ঞানী  
চক্রেশ্বর, তাহাদিগকে বাগ্ভব, রমা অর্থাৎ  
“ত্রীং ত্রীং” এই বীজময় শ্রবণ করাইবেন ।  
হে কুলেশ্বর ! সেই কুলীন দম্পতী, সেই  
শৈব-বিবাহ-স্থলে যাহা যাহা অঙ্গাকার করি-

নাভ্যাং কুলেশ্বরী ॥ ২৭৯ ॥ যয়োবর্ণবিচরো-  
হান শৈবোদ্ধাহে ন বিদ্যতে । অসপিণ্ডাং  
ভক্তহীনামুদহেচ্ছুভামনাং ॥ ২৮০ ॥ পরি-  
ণীতা শৈবধর্ম্মে চক্রনির্দারণেব যা । অপত্যার্থ-  
বাহুং দৃষ্ট্বা চক্রাঙ্গীতে স্তু তাত্ তাজেৎ ॥  
২৮১ ॥ শৈবভার্য্যোক্তাপত্যবল্লভোমেব মাতৃ-  
বৎ । সমাচরেদ্রিণোমেব তত্তু মাগাভ্যজাতি-  
বৎ ॥ ২৮২ ॥ এযাং মঙ্গলজাতানাং সর্ব্বত্র  
পিতৃকর্ম্মসু । ভোজ্যপ্রদানং কোলামাং  
ভোজনং বিহিতং ভবেৎ ॥ ২৮৩ ॥ নৃণাং  
স্বভাবজং দেবি প্রিয়ং ভোজন-মৈখনম্ ।

বেন, তাহা শিবোক্ত-বিধানানুসারে তাহা-  
দিগকে প্রায়স্ দ্বারা পালন করিতে হইবে ।  
এই শৈব বিবাহ-স্থলে বয়স ও বর্ণ-নির্দিষ্ট  
নাই । শত্রুর আদেশক্রমে ভক্তহীনা ও  
অসপিণ্ড হইলেই বিবাহ করিবে । যে  
স্ত্রী শৈবধর্ম্ম-চক্র-নিয়মানুসারে বিবাহিতা,  
সস্তানার্থী বীর তাহার নিয়মিত ঋতুকাল  
দেখিয়া চক্র-নির্দৃষ্টি কালে তাহাকে পরি-  
ত্যাগ করিতে পারিবেন । অনুশোম-ক্রমে  
অর্থাৎ বর উচ্চ জাতীয়, কন্যা নীচ-জাতীয়া  
—এমন স্থলে ঐ কন্যার গর্ভজ সন্তানকে  
মাতার যে জাতি, সেই জাতবৎ ব্যবহার  
করিবে । বিশোমক্রমে অর্থাৎ পাত্র নীচ-  
জাতীয় ও কন্যা উচ্চ-জাতীয়া হইলে, তদগর্ভ  
সমুৎপন্ন অপত্যকে সমান্ত জাতির স্থায়  
ব্যবহার করিবে । এই সমুদায় মঙ্গল-জাতির  
পিতৃশ্রাদ্ধাদিতে কোল ব্যক্তিদিগকে ভোজ্য-  
অব্য-প্রদান ও ভোজন করাইতে হইবে

সংক্ষেপায় হিতার্থায় শৈবধর্মো নিরূপিতম্ ॥  
২৮৪ ॥ অতএব মহেশানি শৈবধর্মনিষে-  
বণাৎ । ধর্মার্থকামমোক্ষাণাং প্রভূর্তবতি  
নাশ্রুতা ॥ ২৮৫

ইতি শ্রীমহানির্বাণতন্ত্র কুশস্তিকা-দশবিধ-  
সংস্কারবিধির্নাম নবম উল্লাসঃ ॥ ৯ ॥

### দশম উল্লাসঃ ।

শ্রীদেবুবাচ । কুশস্তিকাবিধির্নাম সংস্কা-  
রাশ্চ দশ শ্রুতাঃ । বুদ্ধিশ্রদ্ধাবিধিং দেব

দেবী । ভোজন ও মৈথুন মানবগণের  
সম্ভাবতই প্রিয় । অতএব তাহার সংক্ষে-  
পের নিমিত্ত এবং হিতসাধনের নিমিত্ত  
শৈবধর্মো তাহার সীমা নিরূপিত হইল ।  
অতএব হে মহেশ্বরী ! শিবপ্রবর্তিত ধর্মের  
সেবন হেতু মানব,—ধর্ম, অর্থ, কাম ও  
মোক্ষের সম্পূর্ণ অধিকারী হয়—সন্দেহ  
নাই । ২৭৭—২৮৫ ।

নবম উল্লাস সমাপ্ত ॥ ৯ ॥

### দশম উল্লাস ।

• দেবী কহিলেন,—হে নাথ । তোমার  
নিকট দশবিধ সংস্কার ও কুশস্তিকা-বিধি  
শ্রবণ করিলাম । এক্ষণে কৃপা করিয়া  
আমার নিকট বুদ্ধিশ্রদ্ধা বিধান প্রকাশ

কৃপয়া মে প্রকাশয় ॥ ১ ॥ কস্মিন্ কস্মিংশ্চ  
সংস্কারে প্রতিষ্ঠাস্থ চ কাসপি । কুশস্তিকা-  
বিধানঞ্চ বুদ্ধিশ্রদ্ধঞ্চ শঙ্কর ॥ ২ ॥ কর্তব্যং  
বা ন কর্তব্যং তস্মাচ্চক্ষু উজ্জতঃ । মন-  
প্রীত্যে মহেশান জীবানাং মঙ্গলায় চ ॥ ৩ ॥  
শ্রীমদাম্বিব উবাচ । জীবসেকাধিবাহাস্তদশ-  
সংস্কারকর্ম্মসু । যত্র যদ্বিহিতং ভদ্রে সবি-  
শেষং প্রকীর্ত্তিতম্ ॥ ৪ ॥ তদেব কার্য্যং  
মুখৈকান্তভূজৈর্হিতমিচ্ছতিঃ । অমৃতং যাদিধা-  
ভব্যং তচ্ছগুণং বরাননে ॥ ৫ ॥ বাপী-কৃপ-  
তড়াগানাং দেবপ্রতিকৃতেস্তথা । গৃহারাম-  
ত্রতাদীনাং প্রতিষ্ঠাকর্ম্মসু প্রিয়ে ॥ ৬ ॥  
সক্সত্র পঞ্চদেবানাং মাতৃগামপি পূজনম্ ।

কর । হে শঙ্কর ! কোন সংস্কারে অথবা  
কোন প্রতিষ্ঠাতে কুশস্তিকা ও বুদ্ধিশ্রদ্ধা  
কর্তব্য ও অকর্তব্য, তাহা আমার প্রীতির  
নিমিত্ত এবং জীবগণের মঙ্গলের নিমিত্ত  
যথার্থরূপে আমার নিকট বল । শ্রীমদাম্বিব  
কহিলেন,—হে ভদ্রে ! গর্ভাধান অবধি  
বিনাহ পর্য্যন্ত দশবিধ সংস্কারের মধ্যে যে  
কার্য্যে যাহা বিহিত আছে, তাহা আমি  
সবিশেষ বলিয়াছি । হে বরাননে ! আমি  
উক্ত প্রকারে যে স্থলে যদৃশ বিধান করি-  
য়াছি, হিতকাজক্ষা তত্ত্বস্ত মানবগণ, সেই  
রূপই অনুষ্ঠান করিবেন । তদ্বিত্ত অমৃত  
স্থলে যেক্রপ বিধান হইবে, তাহা বলিতেছি,  
শ্রবণ কর । ১—৫ । হে প্রিয়েন সকল  
বাপী, কৃপ, তড়াগ, দেব-প্রতিমা, গৃহ,  
উদ্যান, ত্রত প্রভৃতির প্রতিষ্ঠা-কার্য্যে পঞ্চা-

বসোর্থারা চ কর্তব্য। বুদ্ধিশ্রদ্ধ-কুশলিত্বকে ॥৭॥  
 জীবাং বিধেয়কৃত্যে বুদ্ধিশ্রদ্ধং ন বিদ্যাতে ।  
 দেবতাপিতৃতৃত্বার্থং ভোজ্যমেকং সমু-  
 যজ্ঞে ॥ ৮ ॥ দেবমার্জার্কনং তত্র বসুধারা  
 কুশলিত্বা । ভক্ত্যা জিয়া বিধাতব্য। ঋত্বিজা  
 কমলাননে ॥ ৯ ॥ পুত্রশ্চ পৌত্রো দৌহিত্রো  
 জাতয়ো ভগিনীমুতঃ । জামাতর্জিগৃদৈব-  
 পিত্রে শস্তাঃ প্রতিনিধৌ শিবে ॥ ১০ ॥ বুদ্ধি-  
 শ্রদ্ধং প্রবক্ষ্যামি তত্ত্বতঃ শৃণু কালিকে ॥ ১১ ॥  
 কৃত্বা নিত্যোদিতং কর্ম মানবঃ সুসমাহিতঃ  
 গজাং যজ্ঞেশ্বরং বিষ্ণুং বাঙ্গীশং ভূপতিং  
 যজ্ঞে ॥ ১২ ॥ ততো দর্ভগয়ান্ বিপ্রান

দেবতার পূজা, মাতৃগণের পূজা, বসুধারা,  
 বুদ্ধিশ্রদ্ধ ও কুশলিত্ব, কর্তব্য। যে কর্ম  
 জীজাতি কর্তৃক নিষ্পাদিত হইবে, তাহাতে  
 বুদ্ধিশ্রদ্ধ নাই; কেবল দেবগণের ও পিতৃ-  
 গণের তৃপ্তির নিমিত্ত একটী ভোজ্য উৎসর্গ  
 করিবে। হে কমলাননে! জীলোক পুত্রো-  
 হিত দ্বারা ভক্তি-সহকারে দেব ও যোড়শ-  
 মাতৃকার অর্চনা, বসুধারা-দান এবং কুশ-  
 লিত্ব করিবে। হে শিবে! প্রতিনিধি পঞ্চ-  
 পুত্র, পৌত্র, দৌহিত্র, জাতি, ভাগিনেয়,  
 জামাতা ও পুরোহিত,—দৈব ও পৈত্র কর্মে  
 প্রবৃত্ত। হে কালিকে! যথাযথরূপে বুদ্ধি-  
 শ্রদ্ধ বলিতেছি, শ্রবণ কর। মানব, নিত্য-  
 কর্ম সমাধান করিয়া, জাতী। একাগ্রতা  
 সহকারে গজা, যজ্ঞেশ্বর, বিষ্ণু, বাঙ্গদেব ও  
 ভূবামীর অর্চনা করিবে। অনন্তর প্রথক-  
 স্মরণ করত দর্ভগয়ান্ ব্রাহ্মণ নির্মাণ করিবে।

কজায়েৎ প্রণবং সারম্ । পঞ্চাশদধাতুবাণ  
 মপ্তাভিষ্ঠাভিরেব বা ॥ ১০ ॥ নির্গঠৈশ্চ  
 কুর্নৈঃ শাঠৈশ্চ মিলাবর্ত্তযোগতঃ । সার্কচয়া-  
 বর্ত্তনেন উর্জগৈঃ রচায়দ্বিজান ॥ ১১ ॥ বুদ্ধি-  
 শ্রদ্ধে পার্শ্বনাথৌ যদুবিপ্রাঃ পরিকীর্তিতাঃ ।  
 একোদ্বিষ্টে তু কথিত এক এব দ্বিধঃ শিবে ॥  
 ১২ ॥ ততো বিপ্রান্ কুশময়ানেকশিম্বেব  
 ভাজনে । কোবেরাভিমুখান্ কৃত্বা শাপয়েদ-  
 মনা সুধীঃ ॥ ১৩ ॥ হ্রীং শমো দেবীরতীষ্টয়ে  
 শমো ভবত পীতয়ে । শংযারভিশবত নঃ ॥  
 ১৪ ॥ ততঃ গন্ধপুষ্পাভ্যাং পুজয়েৎ, কুশ-

পাঁচ গাছ, নয় গাছ, মাত গাছ, বা তিন  
 গাছ গর্ভশূন্য মাগ্নী কুশপত্র দ্বারা দক্ষিণাবর্ত্ত-  
 যোগে সাক্ষর্য বেষ্টন করিয়া, অর্থাৎ আড়াই  
 পেঁচ দিয়া, উক্ত ব্রাহ্মণ রচনা করিবে।  
 হে শিবে! বুদ্ধিশ্রদ্ধে এবং পার্শ্বনাথ  
 শ্রদ্ধে ছয়টি ব্রাহ্মণ কীর্তিত হইয়াছে;  
 কিন্তু একোদ্বিষ্ট শ্রদ্ধে একটীমাত্র ব্রাহ্মণ  
 কথিত হইয়াছে। ৬—১৫। অনন্তর জ্ঞানী  
 ব্যক্তি, কুশময় ব্রাহ্মণগণকে একপাত্রে  
 উত্তরমুখ করিয়া স্থাপনপূর্বক এই অর্থাৎ  
 নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিয়া স্নান করাইবে।  
 মন্ত্র যথা—“শমো—নঃ”, অর্থাৎ জলদেবতা  
 আমাদের অর্ভাষ্ট-সিদ্ধির নিমিত্ত মঙ্গল-  
 বিধান করুন। জলদেবতা আমাদের পানের  
 নিমিত্ত মঙ্গল বিধান করুন। জলদেবতা  
 আমাদের সর্বভোক্তাবে কল্যাণ বর্ষণ করুন।  
 অনন্তর ঐ কুশময় ব্রাহ্মণগণকে  
 দ্বারা পূজা করিবে। পরে জ্ঞানী ব্যক্তি

ভূম্বানু ॥ ১৮ ॥ পশ্চিমে দক্ষিণে চৈব যুগ্ম-  
যুগ্মমাং সুধীঃ । যট্ট পাত্ৰাণি সদৰ্ভাণি  
স্থাপয়েৎ তুলসীতিলৈঃ ॥ ১৯ ॥ পাত্ৰদ্বয়ং  
পশ্চিমায়াং শ্ৰোমো পাত্ৰচতুষ্টয়ম্ । পূৰ্ব্বা-  
শ্চানুত্তরমুখান্ যদ্ভু বিপ্রীনুপবেশয়েৎ ॥ ২০ ॥  
দৈবপক্ষং পশ্চিমায়াং দক্ষিণে বামভাগে ॥  
পিতৃমাতামহাশ্চাপি পক্ষৌ ধৌ বিদ্ধি পার্শ্বতি  
॥ ২১ ॥ নান্দীমুখাশ্চ পিতরো নান্দীমুখাশ্চ  
মাতরঃ । মাতামহাদয়োহপ্যেবং মাতামহা-  
দয়োহপি চ । আক্ষে নাভ্যভ্যুদয়িকৈ সমু-  
ল্লেক্ষ্য বরাননে ॥ ২২ ॥ দক্ষাবর্ষেনোত্তরাশ্চো

দৈবং কৰ্ম্ম সমাচরেৎ । বামাবর্ষেন দক্ষাশ্চ  
পিতৃকৰ্ম্মাণি সাধয়েৎ ॥ ২৩ ॥ সূৰ্য্যং কৰ্ম্ম  
প্রকুর্বীত দৈবাদিক্রমতঃ শিবৈ । লজ্জনা-  
মাতৃমাতৃণাং আক্ষে তদ্বিফলং ভবেৎ ॥ ২৪ ॥  
কৌণ্ডেরাভিমুখোহনুজ্ঞাবাক্যং দৈবে প্রকল্প-  
য়েৎ । যাম্যাশ্চ কল্পয়েদ্বাক্যং পিত্রে মাতা-  
মহেহপি চ । তত্রাগৌ দৈবপক্ষে ভু বাক্যং  
শৃণু শুচিস্মিতে ॥ ২৫ ॥ কালাদীনি নিমি-  
স্তানি সমুল্লিখ্য ততঃ পরম্ । তত্ত্বংকৰ্ম্মাভ্যু-  
দয়ার্থমুক্তা সাধকসম্মতঃ ॥ ২৬ ॥ পিত্রাদীনাং  
ত্রয়াণ্যম্ মাত্রাদীনাং তথৈব চ । মাতামহা-

পশ্চিমদিকে ও দক্ষিণদিকে তুলসীপত্র ও  
—তিলা সহিত দুইটি দুইটি একত্র করিয়া,  
সদৰ্ভ ছয়টি পাত্ৰ স্থাপন করিবে । পশ্চিম-  
দিকে স্থাপিত দুইটি পাত্রে ও দক্ষিণদিকে  
স্থাপিত পাত্ৰ-চতুষ্টয়ে যথাক্রমে পূৰ্ব্বাশ্চ ও  
উত্তরাশ্চ ছয়টি ব্রাহ্মণকে উপবেশন করাইবে  
অর্থাৎ পশ্চিমদিকে স্থাপিত পাত্ৰদ্বয়ে দুইটি  
ব্রাহ্মণকে পূৰ্ব্বমুখ করিয়া এবং দক্ষিণদিকে  
স্থাপিত পাত্ৰ-চতুষ্টয়ে চারিটি ব্রাহ্মণকে  
উত্তরমুখ করিয়া উপবেশন করাইবে ।  
১৬—২০ । হে পার্শ্বতি । পশ্চিমদিকে  
দৈবপক্ষ, দক্ষিণদিকের বামভাগে পিতৃপক্ষ  
এবং দক্ষিণভাগে মাতামহ-পক্ষ জানিবে ।  
হে বরাননে । আভ্যুদয়িক আক্ষে পিতৃগণকে  
'নান্দীমুখ' এবং মাতৃগণকে 'নান্দীমুখী' পদে  
বিশেষিত করিয়া উল্লেখ করিতে হইবে ।  
মাতামহ প্রভৃতি ও মাতামহী প্রভৃতিরও  
এইরূপ উল্লেখ করা কর্তব্য । দক্ষিণাবর্ষ

দ্বারা উত্তরমুখ হইয়া দৈবকৰ্ম্ম করিবে এবং  
বামাবর্ষ দ্বারা দক্ষিণাশ্চ হইয়া পিতৃকৰ্ম্ম  
সাধন করিবে । হে শিব । এইরূপ দৈবাদি  
ক্রমে সমুদায় কৰ্ম্ম করিবে । মাতার মাতা-  
পিতাদিগকে লজ্জন করিয়া আক্ষে করিলে  
তাহা নিষ্ফল হইবে । তাৎপর্য্য এই যে,  
পিতৃকৰ্ম্মে দক্ষিণাবর্ষ দ্বারা দক্ষিণাশ্চ হইবে  
না । দৈবকৰ্ম্মের সময় উত্তরাভিমুখ হইয়া  
অনুজ্ঞাবাক্য পাঠ করিবে এবং পৈত্ৰ ও  
মাতামহাদির কৰ্ম্মকালে দক্ষিণাশ্চ হইয়া  
অনুজ্ঞাবাক্য বলিবে । হে শুচিস্মিতে !  
প্রথমে দৈবপক্ষের বাক্য শ্রাবণ কর ।  
২১—২৫ । হে প্রিয়ে । সাধক-শ্রেষ্ঠ,  
প্রথমতঃ কাল ও নিমিস্তের উল্লেখ করিয়া  
পশ্চাৎ "তত্ত্বংকৰ্ম্মাভ্যুদয়ার্থং" এই কথা  
বলিয়া পিতৃপ্রভৃতি তিনজন অর্থাৎ পিতা,  
পিতামহ, অপিতামহ,—মাতৃপ্রভৃতি তিনজন  
অর্থাৎ মাতা, পিতামহী, অপিতামহী,—

নাঞ্চ মাতামহাদীনামপি প্রিয়ে ॥ ২৭ ॥  
 যষ্ঠ্যন্তঃ কীর্তয়েন্নাং গোত্রোচ্চারণপূর্বকম্ ।  
 বিশেষার্থকং দেবানাং শ্রাদ্ধং পদমুদীরয়েৎ ॥  
 ২৮ ॥ কুশনির্ধিতয়োঃ পশ্চাদ্বিপ্রায়োরহ-  
 মিভ্যপি । করিষ্যে পরমেশানীতানুজ্ঞাবাক্য-  
 গীরিতম্ ॥ ২৯ ॥ বিশ্বান্ দেবান্ পরিত্যজ্য  
 পিতৃপক্ষে তু পার্শ্বতি । তথা মাতামহস্যপি  
 পক্ষেহনুজ্ঞা প্রকীৰ্ত্তিতা ॥ ৩০ ॥ ততো জপেদ্-  
 ব্রহ্মবিদ্যাং গায়ত্রীং দশধা শিবৈ ॥ ৩১ ॥  
 দেবতাজ্যঃ পিতৃভ্যঃ মহাযোগিত্য এব চ ।

মাতামহপ্রভৃতি তিনজন অর্থাৎ মাতামহ,  
 প্রমাতামহ, বৃদ্ধপ্রমাতামহ এবং মাতামহী  
 প্রভৃতি তিনজনেব \* অর্থাৎ মাতামহী,  
 প্রমাতামহী, বৃদ্ধপ্রমাতামহীর গোত্রোচ্চারণ  
 পূর্বক যষ্ঠী-বিভক্ত্যন্ত নাম কীর্ত্তন করিবে ।  
 ইহার পব “বিশেষং দেবানাং শ্রাদ্ধং” এই  
 পদ উচ্চারণ করিতে হইবে । হে পরমে-  
 শ্বর । পরে, “কুশনির্ধিতয়োঃ পশ্চাদ্বিপ্রায়োরহ-  
 মিভ্যপি” ইহা বলিবে । ইহার  
 নাম অনুজ্ঞাবাক্য । হে পার্শ্বতি ! পিতৃ-  
 পক্ষে এবং মাতামহ-পক্ষে “বিশেষং  
 দেবানাং” এই পদ পরিত্যজ্য কবিয়া  
 অনুজ্ঞাবাক্য কীর্ত্তিত হইয়াছে । ২৬—৩০  
 হে শিবৈ । অনন্তর দশধার ব্রহ্মবিদ্যা গায়ত্রী  
 জপ করিবে । “দেবতাজ্যকে, পিতৃগণকে,  
 মহাযোগিগণকে, পুষ্টিকে এবং স্বাহাকে

\* ইহাণা যথাক্রমে পিতৃজয়, মাতৃজয়,  
 মাতামহজয় এবং মাতামহীজয় নামে কোন  
 কোন স্থলে উল্লিখিত হন ।

নমোহস্ত পুষ্টি স্বাহাথে নিত্যমৈব ভাজিতি  
 ॥ ৩২ ॥ পার্শ্বতৈনং ত্রিধা হস্তে জলমাদায়  
 সন্তমঃ । ১৭ হুং ফড়িতি মন্ত্রেণ শ্রাদ্ধস্যাপি  
 শোধয়েৎ ॥ ৩৩ ॥ স্বাগ্বেণাং পাত্রমেকম্  
 সংস্থাপ্য কুর্গন্যসিকৈ । বন্ধোন্নমমৃতং প্রোচ্য  
 যজ্ঞরক্ষাং কুরুষ মে ॥ ৩৪ ॥ ইত্যুক্ত্বা ভাজনে  
 তস্মিন্জলমৌদলমমৃতম্ । নিধায় সলিলং  
 দেবি দেবাদিক্রমতঃ সূরীঃ । বিশ্রোভ্য  
 জলগণ্ডুষং দত্ত্বা দদ্যাৎ কুশাসনম্ ॥ ৩৫ ॥  
 ততঃ আবাহয়েদ্বিহানু বিশ্বান্ দেবান্ পিতৃ-  
 স্তথা । মাতৃমাতামহং চাপি তথা মাতামহীঃ  
 শিবৈ ॥ ৩৬ ॥ আবাহ্য পুজয়েদ্বাদৌ বিশ্বান্

নমস্কাব । এইরূপ শুভাদিত্যিক-কার্য্য নিম্ন-  
 হউক ( ইহা মন্তব্য ) । মন্ত্র যথা ;—দেব—  
 ভাজিতি ) ” মাতৃ-যজ্ঞি, এই মন্ত্র তিনবার  
 পাঠ করিয়া হস্তে জল গ্রহণপূর্বক “১৭ হুং  
 ফট্” এই মন্ত্র দ্বারা শ্রাদ্ধদ্রব্য সংল শোধন  
 করিবে, অর্থাৎ সেই মন্ত্রপুঞ্জ-জলে শোধিত  
 করিবে । হে কুশন্যসিকে । পরে অগ্নি-  
 কোণে একটি পাত্র স্থাপন করিয়া “বন্ধোন্ন-  
 মমৃতং” বলিয়া “মম যজ্ঞরক্ষাং কুরুষ” ইহা  
 বলিয়া, সেই পাত্রে তুলসীপত্র-যুক্ত জল  
 রাখিয়া, হে দেবি । সূর্য্যকি শ্রাদ্ধকর্ত্তা,  
 দেবপক্ষ হইতে আবশ্য করিয়া কুশীময়  
 ব্রহ্মপদিককে দেবাদি ক্রমে জলগণ্ডুষ  
 প্রদান করিয়া কুশাসন প্রদান করিবে ।  
 ৩১—৩৫ । হে শিবৈ । অনন্তর বিশ্বান্  
 ব্যক্তি,—বিশ্বদেবগণকে, পিতৃজয়কে, মাতৃ-  
 জয়কে, মাতামহজয়কে এবং মাতামহীজয়কে

দেবাংস্ততো যজেন । পিতৃভ্যং তথা মাতৃ-  
ভ্যং মাতামহীভ্যং ॥ ৩৭ ॥ মাতামহীভ্য-  
ক্যপি পাদ্যার্ঘ্যাচমনাদিভিঃ । ধূপদীপৈশ্চ  
বাসোভিঃ পূজন্তি বরাননে । পাত্ৰাণ্যং  
পাতনপ্রাণং ॥ ৩৮ ॥  
মণ্ডপং রচয়েদেকং মায়া চত্বস্রকম্ ।  
য়ে দে চ মণ্ডলে কুৰ্য্যাৎ তদং পঞ্চময়ো-  
রপি ॥ ৩৯ ॥ বাক্ষগপ্রোক্ষিতেষু পাত্ৰাণ্য-  
সাদ্য মাধবঃ । তেন জ পিতৃপাত্রেযু মর্কোপ-  
করণৈঃ সহ । পানার্থপাথদানানি ক্রমেণ  
পরিবেশয়েৎ ॥ ৪০ ॥ ততো মধুযবান্ দত্তা

আবাহন করিবে । আবাহন করিয়া প্রথমতঃ  
বিশ্বদেবগণের পূজা করিবে; পরে পিতৃভ্যং  
~~মাতৃভ্যং~~ মাতামহভ্যং ও মাতামহীভ্যকে  
পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, ধূপ, দীপ, বস্ত্র  
প্রভৃতি দ্বারা পূজা করিবে হে বরাননে । হে  
শিব । পূজা করিয়া দেবপক্ষ হইতে আরম্ভ  
করিয়া পাত্র-পাত্রে প্রদান করিবে । অনন্তর  
মায়াবীজ অর্থাৎ হ্রীং উচ্চারণ করিয়া দেব-  
পক্ষে একটী চতুষ্কোণ ২ গুণ বচনা করিবে ।  
পরে পিতৃপক্ষে এবং মাতামহ-পক্ষে ত্রৈকুণ  
ক্রোড় উচ্চারণপূর্বক দুই দুইটী মণ্ডপ বচনা  
করিবে । মাধক বনগবীজ অর্থাৎ বং মন্ত্র  
দ্বারা প্রোক্ষিত ঐ মণ্ডলে ক্রমশঃ পাত্র  
সমুদায় স্থাপিত করিয়া, বীজ দ্বারা প্রক্ষিপ্ত  
পাত্র সমুদায়ে উপকরণের সহিত ও পানার্থ  
জলের সহিত ক্রমশঃ অন্ন পরিবেশন  
করিবে । ৩৬--৪০ । পরে অন্ন-সমুদায়ে  
মধু এবং যব প্রদান করিয়া "ক্রোড় ক্রোড় ফট"

ক্রোড় ফটিক্রোড়ৈঃ । মণ্ডপ্রোক্ষ্যদানি  
সর্গাণি বিশ্বান্ দেবাংস্তথা পিতৃন ॥ ৪১ ॥  
মাতৃমাতামহান্ মাতামহীকুলিণাং চত্বরিং ।  
নিবেদ্য দেবীং গায়ত্রীং দেবতাত্যজিধা-  
পঠেৎ ॥ ৪২ ॥ শেযান্ন-পিণ্ডয়োঃ প্রোক্ষ্য  
কুৰ্যাদাদ্যে ততঃ পরম্ ॥ ৪৩ ॥ দত্তশেষে-  
বস্ত্রতাদৈর্ম লুব্ধগনসমিতান্ । দ্বিজাংশ্চাপ্রো-  
ক্ষ্যঃ পিণ্ডান্ রচয়েদ্বাদশ প্রিয়ে ॥ ৪৪ ॥  
অন্তান্ত কলযেদেকং পিণ্ডং তৎসমমস্থিকে ।  
আস্তরেমৈকং তে দর্ভান্ মণ্ডলে যবসংযুক্তান্ ॥  
৪৫ ॥ যে মে কলে লুপ্তপিণ্ডাঃ পুত্রগার-  
বিবার্জিতাঃ । অগ্নিদহ্মাশ্চ যে বেহপি ব্যান-  
ব্যান্ধতাশ্চ যে ॥ ৪৬ ॥ বেহাংকথা বান্ধবা বা

এই মন্ত্র পাঠপূর্বক সমুদায় অন্ন প্রোক্ষিত  
অর্থাৎ জন-সমুহ করিয়া তত্ত্ব ব্যক্তি,  
বিশ্বদেবগণকে, পিতৃগণকে, মাতৃগণকে,  
মাতামহগণকে, মাতামহীগণকে উল্লেখ  
করিয়া সমুদায় অন্ন ক্রমশঃ নিবেদন করি-  
বে । পরে গায়ত্রী ও 'দেবতাত্যজঃ' এই  
মন্ত্র তিনবার পাঠ করিবে । দেহ আদ্যে ।  
তৎপরে শেযান্ন-প্রদান ও পিণ্ড প্রদান করিবে ।  
হে প্রিয়ে । ব্রাহ্মণের নিকট প্রণেয় উত্তর  
প্রাপ্ত হইয়া দত্তাবশিষ্ট ভক্ষ্যাদি দ্বারা বিশ্ব-  
সদৃশ দ্বাদশটী পিণ্ড রচনা করিবে । হে  
অস্থিকে । তাদৃশ অপর একটী পিণ্ড রচনা  
করিতে হইবে । পরে নৈকান্ত-কোণে  
মণ্ডলোপরি যবসংযুক্ত দর্ভ নিছাইবে ।  
"মাহাদেব পিণ্ড লোপ হইয়াছে, আমার  
মহাশয় মাহাবা ঙ্গী-পুত্র-রহিত, যাহারা অগ্নি-

যেহুজ্ঞাননি বাক্যঃ । মদন্তপিত্তোয়াভ্যাং  
তে যাস্ত তৃপ্তিমক্ষ্যামু ॥ ৪৭ ॥ দত্তা পিতৃম-  
পিণ্ডেভ্যোঃ সজাভ্যাং সুরবন্দিত । প্রাক্ষাল্য  
হস্তাবাচাতঃ সারিত্রাং প্রজপৎস্ততাঃ দেবতা-  
ভ্যস্ত্রিধা জপ্তা মণ্ডলানি প্রকল্পয়েৎ ॥ ৪৮ ॥  
উচ্ছিষ্টপাত্রপূরতঃ পূর্ব্বোক্তবিধিনা বুধঃ ।  
হে হে চ মণ্ডলে দেবি রচয়েৎ পিতৃতঃ  
ক্রমাৎ ॥ ৪৯ ॥ পূর্ব্বমজ্ঞেয় সংপ্রোক্ষ্য  
কুশাংস্তেষাম্বরেৎ কৃতী । অভ্যাক্ষ্য বায়ুনা  
দর্ভান পিতৃদর্ভক্রমাচ্ছিবে । উর্দ্ধে মূলে চ

দক্ষ, অথবা ঘাঁহারা সর্প-ব্যভ্রাদি কর্তৃক  
নিহত, ঘাঁহারা আমার অবাকব, বাকব বা  
ঘাঁহারা অম্বজ্ঞে আমার বাকব, তাঁহার  
আমাকর্তৃক দত্ত এই পিণ্ড ও জল দ্বারা  
অক্ষয় তৃপ্তি লাভ করেন ।” ৪১—৪৭ । হে  
সুরবন্দিত ! এই (যে মে—ক্ষ্যামু)  
মজদ্বয় পাঠ করত অপিত্তদিগকে পিণ্ড দান  
করিয়া, হস্ত প্রক্ষালনান্তর কৃত্যচমন হইয়া  
গায়ত্রী জপ ও ‘দেবতাভ্যঃ’ এই মন্ত্র তিন-  
বার জপ করিয়া মণ্ডল রচনা করিবে । হে  
দেবি । প্রাজ্ঞ জ্ঞানকর্তা, পিতৃপক্ষ হইতে  
আরম্ভ করিয়া উচ্ছিষ্টপাত্রের সম্মুখে  
পূর্ব্বোক্ত বিধি অনুসারে দুইটী দুইটী মণ্ডল  
রচনা করিবেন । হে শিব । বিচক্ষণ  
জ্ঞানকর্তা পূর্ব্বমন্ত্র অর্থাৎ বৎ বীজ দ্বারা ঐ  
সকল মণ্ডল প্রোক্ষিত করিয়া তাহাতে কুশ  
আস্তীর্ণ করিবে । পরে বায়ুবীজ ( বৎ ) দ্বারা  
দর্ভ সকল অভ্যক্ষিত করিয়া পিতৃদর্ভক্রমে  
অর্থাৎ তাঁহা হইতে আরম্ভ করিয়া দর্ভের

মধ্যে চ ত্রীংজীর্ন পিণ্ডান্ নিবেদয়েৎ ॥ ৫০ ॥  
আগন্ত্বেন প্রোত্যেকং নামে প্রার্থ্য মহেশ্বর ।  
দধয়া বিতরেৎ পিতৃং যম ধ্বোকসংযুতম্ ॥  
৫১ ॥ পিণ্ডাংস্তে পিণ্ডাশ্চ যম ধ্বোকসংযুতম্ ॥  
ভাজিনঃ । প্রীণয়েৎ করলেপেন নৈকো-  
দ্বিষ্টেষৎ বিধিঃ ॥ ৫২ ॥ দেবতাপিতৃ-  
তৃপ্ত্যর্থং সারিত্রাং দধয়া জপেৎ । দেব-  
তাভ্যস্ত্রিধা জপ্তা পিণ্ডান্ সংপূজয়েৎ ততঃ ॥  
৫৩ ॥ প্রজ্ঞান্য ধূপং দীপকং নিমাল্য নয়ন-  
ধরম্ । দিব্যদেহধরান্ পিতৃগণতঃ কব্য-

মূলে, মধ্যে এবং উর্দ্ধে ( পিতৃগণ, মাতৃগণ,  
মাতামহগণ, মাতামহীত্রয়কে ) তিন ভিটা  
পিণ্ড প্রদান করিবে । হে মহেশ্বর ।  
প্রোত্যেকং সম্বোধনান্ত নাম উচ্চারণ করিয়া  
পঞ্চা পটপূর্ব্বক প্রোত্যেককে যম-মধু সংযুক্ত  
পিণ্ড প্রদান করিবে । এইরূপে পিণ্ডদানান্তে  
পিণ্ড-শেষ ছড়াইয়া করলেপ দ্বারা অর্থাৎ  
অম্বুজ হস্ত কুশে বর্ষণ করিয়া লেপভোজী  
অর্থাৎ চতুর্থ হইতে মন্ত্রম পুরুষকে প্রীতি-  
যুক্ত করিবে । একোদ্বিষ্ট প্রোত্যেক এই বিধি  
অর্থাৎ লেপভোজি-পিতৃগণ-প্রীণন-বিধি  
নাই । দেবতাদিগের ও পিতৃগণের পরি-  
তৃপ্তির নিমিত্ত দধীবার গায়ত্রী জপ ও তিন-  
বার ‘দেবতাভ্যঃ পিতৃভ্যাং’ এই মন্ত্র পাঠ  
করিয়া পিণ্ডের পূজা করিবে ; তৎপরে  
ধূপদীপ প্রজালনাতে নয়নধর মুদ্রিত করিয়া  
“দিব্যদেহধারী পিতৃগণ যজ্ঞস্থলে কব্য অর্থাৎ  
স্ব-উদ্দেশে দত্তদ্রব্য ভোজন করিতেছেন”  
ভাবনা করিয় পরে বুজিমান ব্যক্তি এই

মধুরে । বিভাব্য প্রণমেদানিমাং মজ্জমুদীর-  
য়েৎ ॥ ৫৪ ॥ পিতা মে পরমো ধর্ম্যঃ পিতা  
মে পরমং তপঃ । স্বর্গঃ পিতা মে ভূতপ্তৌ  
তৃপ্তমন্ত্যখিলং জগৎ ॥ ৫৫ ॥ ততো নির্মালা-  
মাপ্য প্রার্থয়েদানিমাং পিতৃন ॥ ৫৬ ॥  
আশিষো মে প্রদীয়ন্তাং পিতৃনঃ করুণাময়াঃ  
বেদাঃ সন্ততয়ো নিত্যং বর্জিতাং বাঙ্কবা মম ॥  
৫৭ ॥ দাতারো মে বিবর্জিতাং বহুত্মানি  
সন্ত মে । যাচিতারঃ সদা সন্ত মা চ যাচামি  
কখন ॥ ৫৮ ॥ দৈবাদিতো দ্বিজান্ পিতৃন  
বিস্ত্রেৎ তদনন্তরম্ তথৈব দক্ষিণাং কুর্য্যৎ

পাশ্চাত্য ত্রিযু তদ্বিৎ ॥ ৫৯ ॥ গায়ত্রীং  
দশধা জপ্ত্বা দেবতাত্যোহপি পঞ্চধা দৃষ্ট্বা  
বহ্নিং রবিং বিশ্রামিদং পৃচ্ছেৎ কৃতাজ্ঞাণিঃ ॥  
৬০ ॥ ইদং শ্রাক্ষং সমুচ্চর্য্য সাজং জাত-  
মুদীরয়েৎ । দ্বিজো বদেৎ সমাগেব সাজঃ  
জাতং বিধানতঃ ॥ ৬১ ॥ অঙ্গবৈশ্বাশান্তিার্থং  
প্রণবং দশধা জপন ॥ অচ্ছিন্নাভিবিধানেন  
কুর্য্যৎ কর্ম্মসমাপনম্ ॥ ৬২ ॥ পাত্রীয়ায়ানি  
পিতৃভ্যাং চ ব্রাহ্মণায় নিবেদয়েৎ । বিশ্রান্তাবে  
গবাজেভ্যঃ সলিলে বা বিনিষ্কিপেৎ ॥ ৬৩ ॥  
বুদ্ধিশ্রাক্ষমিদং প্রোক্তং নিত্যমংস্কারকর্ম্মণি ।

অর্থাৎ নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক পিতৃগণকে  
প্রণাম করিবে । “পিতাই আমার পবন  
বর্গ, পিতাই আমার পরম তপস্তা, পিতাই  
আমার স্বর্গ ; পিতৃগণ তৃপ্ত হইলে  
নিখিল জগৎ পরিতৃপ্ত হয় ।” ( মন্ত্র  
যথা ;—পিতা—জগৎ ) । ৪৮—৫৫ । পরে  
নির্ম্মালা গ্রহণ করিয়া পিতৃগণের নিকট  
এই আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিবে ;—করুণা-  
ময় পিতৃগণ । আমাকে আশীর্ব্বাদ প্রদান  
করুন । আমার সর্ব্ব বেদজ্ঞান, সন্তান ও  
বান্ধবগণ নিত্য বুদ্ধিপ্ৰাপ্ত হউক । আমাকে  
যাহারা দান করেন, তাঁহারা বিশেষরূপে  
বুদ্ধি প্রাপ্ত হউন । আমার বহু ভগ্ন  
হউক ; আমার নিকট সর্ব্বদা যাজ্ঞা করুন ।  
আমি যেন কোন ব্যক্তির নিকট যাজ্ঞা  
না করি ।” ( মন্ত্র যথা আশিষে—কখন ) ।  
অনন্তর দেবপক্ষ হইতে আরম্ভ করিয়া  
ব্রাহ্মণ ও পিতৃ-সকলকে বিসর্জন করিবে ।

অনন্তর তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি,—দেবপক্ষ, পিতৃপক্ষ  
ও মাতামহপক্ষে দক্ষিণা প্রদান করিবে ।  
পরে দশবার গায়ত্রী ও পাঁচবার ‘দেবতাত্যঃ  
পিতৃভ্যাং’ এই মন্ত্র-জপ করিয়া অগ্নি ও  
সূর্য্য দর্শনানন্তর কৃতাজ্ঞাপুটে ব্রাহ্মণকে  
জিজ্ঞাসা করিবে ;—“ইদং শ্রাক্ষং” ইহা  
উচ্চারণ করিয়া “সাজং জাতম্ ?” ইহা  
বলিবে, অর্থাৎ এই শ্রাক্ষ সকল আজ-কার্য্যের  
সহিত কৃত হইয়াছে ? ব্রাহ্মণ বলিবেন যে,  
“বিধানতঃ সমাগেব সাজং জাতম্ ।” অর্থাৎ  
যথাবিধানে সম্পূর্ণরূপে সকল কার্য্যের সহিত  
কৃত হইয়াছে । পরে অঙ্গবৈশ্বাশান্তির  
নিমিত্ত দশবার প্রণব জপ করিয়া, অচ্ছিন্না-  
ভিবিধান দ্বারা কর্ম্ম সমাপন করিবে ।  
পরে পাত্রীয় ভগ্ন এবং পিতৃ ব্রাহ্মণকে  
দিবে । ব্রাহ্মণ না পাওয়া যাইলে গো  
কিংবা ছাগলকে প্রদান করিবে, অথবা উহা  
জলে নিক্ষেপ করিবে । নিত্য অর্থাৎ অবশ্য-

শ্রাদ্ধে পক্ষিণি কৰ্ত্তব্যে পার্শ্বগণ্ডেন কীৰ্ত্তয়েৎ ॥  
 ৬৪ ॥ দেবতাদিপ্রতিষ্ঠাসু তীর্থযাত্রাপ্রবে-  
 শয়োঃ । পার্শ্বগণেন বিধানেন শ্রাদ্ধমেও-  
 ভূদীরয়েৎ ॥ ৬৫ ॥ নৈতেষু শ্রাদ্ধকৰ্ম্মেষু  
 পিতৃন নান্দীমুখান্ বদেৎ । নমোহস্ত পুষ্ট্যা-  
 গিত্যন্তে স্বধাঠৈ পদমুচ্চরেৎ ॥ ৬৬ ॥ পিতৃাদি-  
 ত্রয়মধ্যে তু ঘো জীবতি বরাননে । তথোক্ত  
 তনমুগ্ধিয্য শ্রাদ্ধং গুর্য্যাদিচক্ষুশঃ ॥ ৬৭ ॥  
 জনকাদিযু জীবৎসু ত্রিষু শ্রাদ্ধং বিবৰ্জ্জয়েৎ ।  
 তেষু শ্রীতেষু দেবেশ শ্রাদ্ধযজ্ঞফলং লভেৎ ॥  
 ৬৮ ॥ জীবৎপিতরি কল্যাণি নাশ্রুশ্রাদ্ধাধি-

কৰ্ত্তব্য সংস্কারে এই বুদ্ধিশ্রদ্ধ কথিত  
 হইল। অমাবস্তা প্রভৃতি পক্ষ উপলক্ষে  
 কৰ্ত্তব্য শ্রাদ্ধকে পার্শ্বগণ্ডাঙ্গ বজিয়া কীৰ্ত্তন  
 করিবে। ৬৬—৬৮। ৭ দেবতাদি-প্রতিষ্ঠা,  
 তীর্থযাত্রা এবং তীর্থপ্রাপ্তিতে পার্শ্বগণ্ডাঙ্গ  
 বিধানানুসারে শ্রাদ্ধ করিবে। এই সমস্ত  
 শ্রাদ্ধ-কার্যে পিতৃগণকে “নান্দীমুখ” বিশেষণে  
 বিশেষিত করিবে না এবং “নমোহস্ত পুষ্ট্যে”  
 এই স্থলে “নমঃ স্বধাঠৈ” এই পদ উচ্চারণ  
 করিবে। হে বরাননে। পিতা প্রভৃতি  
 পুরুষত্রয়ের মধ্যে যিনি জীবিত থাকিবেন,  
 বিচক্ষণ ব্যক্তি তাঁহার উল্লিখন পুরুষের  
 উল্লেখ করিয়া শ্রাদ্ধ করিবেন ( তাঁহার উল্লেখ  
 করিবেন না )। পিতা, পিতামহ, প্রপিতা-  
 মহ,—এই তিন পুরুষই জীবিত থাকিলে  
 শ্রাদ্ধ করিতে হইবে না। হে দেবেশি।  
 তাঁহারী শ্রীত হইগেই শ্রাদ্ধ ও যজ্ঞকল  
 লাভ করিতে পারিবে। হে কল্যাণি। পিতা

কারিতা। মাতুঃ শ্রাদ্ধং বিনা পিতৃশ্রাদ্ধা  
 নান্দীমুখং বিনা ॥ ৬৯ ॥ একোদ্দিষ্টে তু  
 কোণোন্নি বিশ্বদেবান্ ন পূজয়েৎ । একমেব  
 মমুদ্দিষ্ট্যনুষ্ঠাব্যক্তিং একম্বয়েৎ ॥ ৭০ ॥  
 দক্ষিণাভিমুখো দদ্যাদন্নং পিণ্ডং মানবঃ ।  
 যবস্থানে তিল্য দেয়াঃ সৰ্ব্বমশ্বচ্চ পূৰ্ব্ববৎ ॥  
 ৭১ ॥ প্রোঃ শ্রাদ্ধে বিশেষোহয়ং গজাদ্যর্চনং  
 বিবৰ্জ্জয়েৎ । মৃতং সমুগ্ধিথেৎ প্রেতং  
 বাক্যদানেহমপিণ্ডয়াঃ ॥ ৭২ ॥ একমুদ্দিষ্ট্য  
 যজ্ঞাঙ্গমেকোদ্দিষ্টেৎ তুচ্চ্যতে প্রেতস্থানে  
 চ পিণ্ডে চ মৎস্যঃ মাংসং নিযোজয়েৎ ॥  
 ৭৩ ॥ ভীশৌচাত্তাদৃষিভীরেহহি শ্রাদ্ধং যৎ

জীবিত থাকিতে মাতার শ্রাদ্ধ, পিতার শ্রাদ্ধ  
 ও নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ ব্যতিরেকে অন্য-কোন  
 শ্রাদ্ধ কারবার অধিকার নাই। হে কুলেশ্বরী।  
 একোদ্দিষ্টে শ্রাদ্ধ করিবার সময় বিশ্বদেব-  
 গণের পূজা করিবে না। মেষুলে এক  
 ব্যক্তিকে উদ্দেশ করিয়াই অনুজ্ঞা-বাক্য  
 কল্পনা করিবে। ৬৯—৭০। মানব দক্ষিণ-  
 ভিমুখ হইয়া অন্ন ও পিণ্ডদান করিবে।  
 ইহাতে যব স্থানে তিল দিতে হইবে; অপর  
 সমুদায়ই পূর্ব্ববৎ। প্রেতশ্রাদ্ধ স্থলে বিশেষ  
 এই যে, ইহাতে গজাদির পূজা করিবে না  
 এবং বাক্য-রচনা, অন্নদান ও পিণ্ড-দানাদির  
 সময় মৃত ব্যক্তিকে প্রেত বলিয়া উল্লেখ  
 করিবে। এক ব্যক্তির উদ্দেশে যে শ্রাদ্ধ,  
 তাহা একোদ্দিষ্ট নামে কথিত হয়। প্রেত-  
 শ্রাদ্ধে প্রেতের অঙ্গে ও পিণ্ডে মৎস্য ও  
 মাংস প্রদান করিবে। হে কুলনারিক

কুক্ষতে নরঃ । প্রোতপ্রাক্ষং বিজানীহি তদেব  
কুলনাথিকে ॥ ৭৪ ॥ গৰ্ভপ্রাবাজ্জাত্যাদিত্যজ  
মৃতজাতয়োঃ । কুলাচাবানুসারেণ মনিসো-  
হশৌচমাচরিত্ব ॥ ৭৫ ॥ বিজ্ঞাতীনাম্ দশা-  
হেম দ্বাদশাহেন পশ্যতঃ । শূদ্রসামান্যয়োদে বি-  
মাসেনাশৌচকল্পনা ॥ ৭৬ ॥ অসপিণ্ডমৃত  
জাতৌ ত্রিগাত্রাশৌচমিযাতে । শৃণুঃসোহপি  
গতশৌচে সপিণ্ডস্ত মৃতিং শিবে ॥ ৭৭ ॥  
অশুচিনাধিকারী শ্রাদ্ধেবে পিত্রো চ কৰ্ম্মণি ।  
ক্লেতে কুলার্চনাদাদ্যে তুথা প্রারক্কৰ্ম্মণঃ ॥  
৭৮ ॥ পঞ্চবর্ষাধিকান্ মর্ত্যান্ দাহয়েৎ পিতৃ-

কাননে । তত্রাঃ সহ কুলেশানি ন দহেৎ কুল-  
কামিনীম্ ॥ ৭৯ ॥ তব স্বরূপা রমণী জগত্যা-  
ক্ষমবিগ্রহা । মোহান্তর্জুশ্চিত্তারোহিতবেম্বরক-  
গামিনী ॥ ৮০ ॥ ব্রহ্মমজ্জোপামকাঃ স্ত তেষামা-  
জ্ঞানুসারতঃ । প্রবাহয়েদ্বা নিখনোদাহরেদাপি  
কালিকে ॥ ৮১ ॥ পূণ্যক্ষেত্রে চ তীর্থে বা দেব্যাঃ  
পার্শ্বে বিশেষতঃ । কুলীনানাং সমীপে বা  
মরণং শস্ত্রমগ্নিকৈঃ ॥ ৮২ ॥ বিভাবয়নু মত্যাংকং  
বিস্মরনু জগত্যাং ত্রয়ম্ । পরিত্যজতি যঃ  
প্রাণানু ন স্বরূপে প্রতিষ্ঠতি ॥ ৮৩ ॥ প্রোত-

মানবগণ অশৌচান্ত-দ্বিতীয় দিবসে যে শ্রদ্ধা  
করে তাহাই প্রোতপ্রাক্ষ বলিয়া জানিবে ।  
যে স্থলে গৰ্ভপ্রাব হয়, অথবা বাগক ভূমিষ্ঠ  
হইয়াই মৃত হয়, তদতিরিক্ত স্থানে সম্ভান  
জন্মিলে বা মরিলে মনবগণ কুলাচারানুসারে  
অশৌচ গ্রহণ করিলে । ( অশৌচ-কুলাচার  
যথা ) হে দেবি ! ব্রাহ্মণগণের দশ দিন,  
ক্ষত্রিয়গণের দ্বাদশ দিন, বৈশ্যদিগের পঞ্চদশ  
দিন, শূদ্র ও সামান্য জাতির একমাস  
অশৌচ-কল্পনা হইয়াছে । হে শিবে !  
অসপিণ্ড জাতির মৃত্যু হইলে এবং সপিণ্ডের  
মৃত্যু, অশৌচ-কালের পর ( অথচ এক  
বৎসরের মধ্যে ) অবল করিলে, তিন রাত্রি  
অশৌচ হইয়া থাকে । ৭১--৭৭ । হে  
আদ্যে । অশৌচযুক্ত ব্যক্তি কুলপূজা ও  
প্রারক্কৰ্ম্ম ব্যতীত অন্য কোন দৈব বা  
পৈত্র কৰ্ম্ম অধিকারী হইতে পারিবে না ।  
হে কুলেশ্বর ! পঞ্চ-বৎসরের অধিক বয়ঃক্রম

মৃত মানুষকে শাখানে দগ্ধ করিবে । কুল-  
কামিনীকে তত্রাব মহিত দগ্ধ করিবে না ;  
যেহেতু ঐ রমণী তোমাব স্বরূপা,কিন্তু জগতে  
প্রকাশিত-শরীরী । মোহ বশতঃ তত্ত্বের  
চিত্তারোহণ করিতেও নিরয়গামিনী হইয়া  
থাকে । হে কালিকে ! বাহারা ব্রহ্ম-মজ্জো-  
পামক, তাঁহাদের আশ্রয়ানুসারে তাঁহাদের  
মৃত শরীর জলে ভাসাইয়া দিবেন্দ্রা মৃন্তিকায়  
প্রোথিত করিবে, অথবা দগ্ধ করিবে । হে  
অগ্নিকে ! পূণ্যক্ষেত্রে, তীর্থে, বিশেষতঃ  
দেবার সমীপে অথবা কৌলিকদিগের সমীপে  
মরণই প্রশস্ত । যে ব্যক্তি মরণকালে  
জগত্ৰয় বিস্মৃত হইয়া একমাত্র মতাস্বরূপ  
ভাবনা করিতে করিতে প্রাণ পরিত্যাগ  
করেন, তিনি স্বরূপ অর্থাৎ গুণত্রয়ের সম্পদ  
পরিহারপূর্বক নির্লেপ, নির্ভুগ, নিত্যবুদ্ধ  
ইত্যাদি নিজ ভাবে প্রতিষ্ঠিত হন অর্থাৎ  
নির্কারণ প্রাপ্ত হন । ৭৮--৮৩ । প্রোত-  
ভূমিতে মন গাইয়া তাহাকে মৃত্যুস্ত করিয়া

ভূগৌ শবৎ নীত্ব নাপয়িত্বা দ্ব্যতোক্ষিতম্ ।  
 উত্তরাভিমুখং কৃত্বা শায়য়েৎ তৎ চিত্তোপরি  
 ৮৪ ॥ সান্নিধানান্তে তদগোত্রং প্রোতখ্যানং  
 সমুচ্চরন । দত্তা পিতৃং প্রোতমুখে দহেদ্বহ্নি-  
 মনুং স্মরন ॥ ৮৫ ॥ পিণ্ডক রচয়েৎ তত্র  
 সিদ্ধমৈস্তুভূমৈশ্চ ২। যবগোমূমচূর্ণৈর্বা  
 ধাত্রীফলদমং প্রিয়ে ॥ ৮৬ ॥ স্থিতেষু প্রোত-  
 পুত্রেষু জ্যেষ্ঠে প্রাক্কাধিকারিতা । তদভ্যাগে-  
 হস্তপুত্রাদৌ জ্যেষ্ঠে নুক্রমতো ভবেৎ ॥ ৮৭ ॥  
 অশৌচান্তান্তদিবসে কৃত্যনো নরঃ শুচিঃ ।  
 মৃতপ্রোততুমুত্তর্যর্থম্ প্রজয়েৎ তিলকাকনম্ ॥  
 ৮৮ ॥ গোং ভূমিং বসনং যানং পাত্রং ধাতু-  
 বিনির্মিতম্ । ভেদ্যং বহুবিধং দদ্যাৎ প্রোত-

জ্ঞান করাইয়া উত্তরাভিমুখ করিয়া চিত্তার  
 উপর শয়ন করাইবে । পরে প্রোত-গোত্র ও  
 সান্নিধানান্ত প্রোত-নাম উল্লেখ করত প্রোত-  
 মুখে পিণ্ড প্রদানপূর্বক বহ্নিবীজ ( ৪৭ )  
 স্মরণ করত দাহ করিবে । হে প্রিয় !  
 এই স্থলে সিদ্ধম বা তুণ বা যচূর্ণ বা  
 গোমূমচূর্ণ দ্বারা ধাত্রীফল-সদৃশ পিণ্ড করিবে ।  
 প্রোতের বহু পুত্র থাকিলে, জ্যেষ্ঠ পুত্রই  
 প্রাক্কাধিকারী । জ্যেষ্ঠ পুত্রের অভাবে  
 জ্যেষ্ঠাশ্রমে অগ্ন্যায় পুত্রের প্রাক্কাধিকার  
 আছে । মনুষ্য অশৌচান্তের পর-দিবসে  
 কৃতজ্ঞান ও শুচি হইয়া মৃত-ব্যক্তির প্রোত-  
 বিমুক্তির নিমিত্ত তিল-কাকন উৎসর্গ  
 করিবে । সম্পূর্ণ মৃতের অর্থাৎ মৃত পিতার  
 স্বর্গলাভের নিমিত্ত গো, ভূমি, বসন, যান,  
 ধাতু-নির্মিত পাত্র ও বহুবিধ ভোজ্য দান

স্বর্গায় তৎস্বতঃ ॥ ৮৯ ॥ গন্ধং মালাং ফলং  
 তোয়ং শয্যাং প্রিয়করীং তথা । যদ্ব্যং প্রোত-  
 প্রিয়ং দ্রব্যং স্তং স্বর্গায় সমুৎসজেৎ ॥ ৯০ ॥  
 তত্তজ্য বৃষভৈকং ত্রিশূলান্ধেন লাস্ত্রিতম্ ।  
 স্বর্গেনালঙ্কৃতং কৃত্বা ত্যজেৎ তৎস্বরবাস্ত্রয়ে ॥  
 ৯১ ॥ প্রোতপ্রাক্কাধিকারবিধিনা প্রাক্কা কৃত্যতি-  
 ভক্তি তঃ । ব্রহ্মজ্ঞান ব্রাহ্মণান্ কৌলান্  
 ক্ষুধিতানপি ভোজয়েৎ ॥ ৯২ ॥ দানেশশস্ত্রো  
 মনুজঃ কুর্ষন প্রাক্কাৎ স্বশক্তি তঃ । বুভুক্ষিতান্  
 ভোজয়িত্বা প্রোতত্বং মোচয়েৎ পিতৃং ॥ ৯৩ ॥  
 আদ্যৈকোদিষ্টমেতত্ত্ব প্রোতত্বশুদ্ধিকারণম্ ।  
 বর্ষে বর্ষে মৃততিথৌ দদ্যাৎ দমং গতা-

করিবে । গন্ধ, মালা, ফল, জল, প্রিয়করী-  
 শয্যা এবং যে যে দ্রব্য ( জীবিতাবস্থায় )  
 প্রোত-ব্যক্তির প্রিয় ছিল, তৎসমস্ত প্রোতের  
 স্বর্গলাভের নিমিত্ত উৎসর্গ করিবে ।  
 ৮৪—৯০ । অনন্তর তাহার স্বর্গপ্রাপ্তির  
 নিমিত্ত একটী বৃষভকে ত্রিশূল-চিহ্নে চিহ্নিত  
 ও সুবর্ণ দ্বারা অলঙ্কৃত করিয়া উৎসর্গ  
 করিবে । অতীব ভক্তি-সহকারে প্রোত-  
 প্রাক্কাধিকার বিধি অনুসারে প্রাক্কা করিয়া  
 ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণ, কৌল ও অগ্ন্যায় ক্ষুধিত-  
 গণকে ভোজন করাইবে । গো প্রভৃতি  
 দানে অসমর্থ মনুষ্য, স্বশক্তি অনুসারে,  
 প্রাক্কা করিয়া ক্ষুধিতগণকে ভোজন করাইয়া  
 পিতার প্রোতত্ব মোচন করিবে । ইহা  
 আদ্য একোদিষ্ট ও প্রোতত্ব হইতে বিমুক্তির  
 কারণ । অতঃপর বৎসর বৎসর মৃততিথিতে  
 মৃত-ব্যক্তির উদ্দেশে অন্ন-প্রদান করিতে

সংবে ॥ ৯৪ ॥ ব্রহ্মভির্বিধিভিঃ কিংবা কৰ্ম্যভি-  
ব্রহ্মভিঃ কিম্ । সৰ্বসিদ্ধিগৰ্বাপোতি মানবঃ  
কৌলিকার্চনাং ॥ ৯৫ ॥ বিনা হোমাজ্ঞা-  
চ্ছাক্তাং সংস্কারেষু চ কৰ্ম্যম্ । সম্পূৰ্ণকাৰ্য্য-  
সিদ্ধিঃ শ্রাদ্ধেকয়া কৌলিকার্চনয়া ॥ ৯৬ ॥  
শুক্লাং চতুর্থীমারভ্য শুভকৰ্ম্মানি কারয়েৎ ।  
অসিতাং পঞ্চমীং যাবুদ্ভিধিরেয শিবোদিতঃ ॥  
৯৭ ॥ অস্ত্রোপাধি বিব্রজেহহি শুভকৰ্ম্ম-  
কৌলিকার্চনয়া । কৰ্ম্মাণ্যপরিহার্য্যানি কৰ্ম্মার্থী  
বৰ্ত্তুর্মহতি ॥ ৯৮ ॥ গৃহারভ্যঃ প্রবেশঃ যাত্রা  
রত্নাদিধারণম্ । সংপূজ্যাদ্যাং পঞ্চতৈঃ  
কুৰ্ঘ্যাদেতানি কৌলিকঃ ॥ ৯৯ ॥ সংক্ষেপ-

যাত্রামথবা কুৰ্ঘ্যং সাধকসম্মতঃ । ধ্যান-  
দেবীং জপন মন্ত্রং নত্যা গচ্ছেদ্যুথামতি ॥  
১০০ ॥ সৰ্বাস্থ দেবতাৰ্চনায় শারদীয়োৎসব-  
সবাদিযু । তন্ত্ৰকল্পোক্তবিধিনা ধ্যানপূজাং  
সমচরেৎ ॥ ১০১ ॥ আদ্যাপূজোক্তবিধিনা  
বলিহোমং প্রযোজয়েৎ । কৌলিকার্চনং দক্ষি-  
ণাক কৃত্বা কৰ্ম্ম সমাপয়েৎ ॥ ১০২ ॥ গঙ্গাং  
বিষ্ণুং শিবং সূৰ্য্যং ব্রহ্মাণং পরিপূজ্য চ ।  
উদ্দেশ্যমর্চয়েদেৎ সামান্ত্রো বিধিরীরিতঃ ॥  
১০৩ ॥ কৌলিকঃ পরমো ধৰ্ম্মঃ কৌলিকঃ  
পরদেবতা । কৌলিকঃ পরমং তীৰ্থং তস্মাৎ  
কৌলং সদাৰ্চয়েৎ ॥ ১০৪ ॥ সার্কত্রিকোটী-  
তীর্থানি ব্রহ্মাদ্যাঃ সৰ্বদেবতাঃ । বসন্তি

হইবে । ব্রহ্মবিধানে কি ফল, বহু কৰ্ম্মানু-  
ষ্ঠানেই বা কি ফল । মানব, কৌলিক  
সাধকগণের আৰ্চনা দ্বারাই সমুদায় সিদ্ধি  
লাভ করে । হোম, জপ, শ্রাদ্ধ ব্যতীতও  
সংস্কার বা অস্ত্র কৰ্ম্মে একমাত্র কৌলিক  
সাধকের আৰ্চনা করিলে সম্পূৰ্ণরূপে কাৰ্য্য-  
সিদ্ধি হয় । ৯১—৯৬ । শুক্লপক্ষের চতুর্থী  
তিথি হইতে আরম্ভ করিয়া কৃষ্ণপক্ষের  
পঞ্চমী তিথি পর্যন্ত শুভকৰ্ম্ম সমুদায় করিবে,  
ইহা শিবোক্ত বিধি । কৰ্ম্মার্থী ব্যক্তি,  
গুরু, ঋত্বিক ও কৌলিক ব্যক্তি অনুমতি-  
ক্রমে অস্ত্র বিশুদ্ধ দিনেও অপরিহার্য্য কৰ্ম্ম  
সফল করিতে পারে । কৌলিক ব্যক্তি,  
পঞ্চতত্ত্ব দ্বারা আদ্যা দেবীর পূজা করিয়া  
গৃহারম্ভ, গৃহপ্রবেশ, যাত্রা, শজারত্ন প্রভৃতি  
ধারণ,—এই সকল কাৰ্য্য করিবে । অথবা  
সাধক-সম্মত সংক্ষেপ-যাত্রা করিবে ।

সংক্ষেপযাত্রা যথা ;—দেবীকে ধ্যান করত  
মন্ত্র-জপ ও নমস্কার করিয়া যথা ইচ্ছা  
গমন করিবে । শারদীয় উৎসব প্রভৃতি  
সকল দেবতাপূজায় তন্ত্ৰকল্পোক্ত বিধি  
অনুসারে ধ্যান ও পূজা করিবে । আদ্যা-  
কালিকার পূজাহলে উক্ত বিধান অনুসারে  
বলিদান ও হোম করিতে হইবে ; শেষে  
কৌলিক ব্যক্তির আৰ্চনা ও দক্ষিণাত্ম করিয়া  
কৰ্ম্ম সমাপন করিবে । ৯৭—১০২ । গঙ্গা,  
বিষ্ণু, শিব, সূৰ্য্য ও ব্রহ্মাকে পূজা করিয়া  
উদ্দিষ্ট দেবতার পূজা করিবে ; ইহা সামান্ত্র  
বিধি বলিয়া কীৰ্ত্তিত হইয়াছে । কৌলিকই  
পরম ধৰ্ম্ম, কৌলিকই পরম দেবতা,  
কৌলিকই পরম তীৰ্থ ; অতএব সৰ্বদা  
কৌলিক সাধকের আৰ্চনা করিবে । সার্ক  
ত্রিকোটী তীৰ্থ এবং ব্রহ্মাদি সকল দেবতা,

কৌলিকে দেখে কিং ন স্ম্যৎ কৌলিকা-  
 চর্চনাৎ ॥ ১০৫ ॥ পূর্ণাভিমিক্তঃ সংকৌলো  
 যস্মিন দেশে বিরাজতে । ধন্যো মায়াঃ পূর্ণা-  
 তমঃ স দেশঃ প্রার্থিতে সূত্রেঃ ॥ ১০৬ ॥ কৃত-  
 পূর্ণাভিমিক্তস্য সাধকস্য শিবাত্মনঃ । পূণ্য-  
 পাপবিহীনস্ত্র প্রভাবং বেদিত্ব কো ভুবি ॥ ১০৭ ॥  
 কেবলং নররূপেণ তারয়নখিলং জগৎ ।  
 শিফাং লোকযাত্রাক কৌলো বিহরতি  
 ক্ষিতৌ ॥ ১০৮ ॥ শ্রীদেব্যা বাচ । পূর্ণাভি-  
 যিক্তকৌলস্ত্র মাহাত্ম্যং কথিতং প্রভো ।  
 বিধানমভিমিক্তস্য কুপয়া জীবন্ত্য মাং ॥ ১০৯ ॥  
 শ্রীসদানিব উবাচ । বিধানমেতৎ পবনং

কৌলিক-ধরীরে বাস করেন, অতএব  
 কৌলিক সাধকের পূজা করিলে কি না  
 হয়? পূর্ণাভিমিক্ত সংকৌলিক যে দেশে  
 বিরাজ করেন,—ধন্য মায়া পূর্ণাত্ম সেই  
 দেশ দেবগণের আর্চনীয় হয় । পূর্ণাভিমিক্ত  
 সূত্রায় সাংসার নিবন্ধরূপ পাপ-পুণ্য-রহিত  
 সাধকের পৃথিবীতে কোন ব্যক্তি প্রভাব  
 জানেন? অর্থাৎ কেহই জানেন না ।  
 কৌল ব্যক্তি, কেবল নররূপে নিখিল জগৎ  
 উদ্ধারের নিমিত্ত এবং লোকযাত্রা শিফা  
 করাইবার নিমিত্ত ভ্রমশূন্য বিহার করেন ।  
 শ্রীদেবী কহিলেন,—হে প্রভো । পূর্ণাভি-  
 যিক্ত কৌল সাধকের মাহাত্ম্য কথিত  
 হইল; অধুনা কৃপা করিয়া আমাকে  
 উক্ত অভিমিক্তের বিধান জ্ঞাপন করান ।  
 ১০৩-১০৯ । শ্রীসদানিব কহিলেন,—  
 যুগত্রে অর্থাৎ সভ্য, ত্রেতা ও দ্বাপর যুগে,

শুভমাসীদুর্ভাগত্রেয় । শুভভীষেন কুর্কভ্যো  
 নরা মোক্ষং যুগে পুরা ॥ ১১০ ॥ এবল  
 কৌলিকালৌ তু প্রকাশে কুলবর্জিনঃ । নজং  
 বা দিবসে কথ্যাত্ সপ্রকারীভ্যেচম্ ॥ ১১১ ॥  
 অভিমিক্তং বিনা কৌলঃ কেবলং মদ্য-  
 সেবনাত্ । পূর্ণাভিমিক্তঃ কৌলঃ স্রাজ্জ্যো-  
 ধীশঃ কুলার্চকঃ ॥ ১১২ ॥ ত্র্যভিমিক্ত-  
 পূর্বেহহি সর্কবিদ্রোপশাস্ত্রেয় । যথানুগপ-  
 চারেন বিদ্রোপং পুস্তকদুগ্ধং ॥ ১১৩ ॥  
 গুরুশ্চৈমাদিকদ্রী স্রাজ্জ্যপূর্ণাভিমিক্তেন ।  
 তদাভিমিক্তকৌলেন সংস্কারং সাধয়েৎ  
 প্রিয়ে ॥ ১১৪ ॥ ধাত্ত্বান্বিতং বিন্দুসংস্কৃতং  
 বীজমস্ত্র প্রকীর্তিতম্ ॥ ১১৫ ॥ গণকোহস্ত

এই বিধান শুভ ছিল । পূর্বকালে শুভ-  
 ভাবে ইহার অনুষ্ঠান করিয়া মানবগণ  
 মোক্ষ লাভ করিয়াছেন । এবল কলিকালে  
 প্রকাশ্যকালে কুলচরী মানবগণ রাত্রিকালে  
 অথবা দিবসে প্রকাশ্যভাবে অভিমিক্ত  
 করিবেন । বিনা অভিমিক্তে কেবল মদ্য  
 সেবন করিলেই কৌল হয় না; যাহার  
 পূর্ণাভিমিক্ত হইয়াছে, তিনিই কৌল, কুল-  
 ঈর্ষক ও চক্রাধীশ্বর হইবেন । অভিমিক্তের  
 পূর্বদিন গুরু, সর্কবিদ্রোপ-শাস্ত্রের নিমিত্ত  
 যথাসক্তি উপচার দ্বারা বিদ্রোপের অর্থাৎ  
 গণপতির পূজা করিবেন । হে প্রিয়ে । যদি  
 গুরু শুভ পূর্ণাভিমিক্তে অনিকারী না হন,  
 তাহা হইলে পূর্ণাভিমিক্ত কৌল দ্বারা উক্ত  
 সংস্কার করাইবেন । "ধ" বর্ণের অভিমিক্ত  
 অনুসার-মুক্ত অর্থাৎ "গহ" ইহা গণপতির

বসিচ্ছনো নীৰুদ্বিগ্নস্ত দেবতা । কর্তব্য-  
কর্মণো বিঘ্নশাস্তার্থে বিনিয়োগতা ॥ ১১৬ ॥  
যদ্বদীর্ঘযুক্তমুলেন যদুজ্জ্বলি সমাচরেৎ ।  
প্রাণায়ামং ততঃ কৃতা ধ্যাদেদগণপতিং  
নিবে ॥ ১১৭ ॥ সিন্দুরাভং ত্রিনেত্রং পৃথুতর-  
জঠরং হস্তপদ্মেদধানং শঙ্খং পাণাকুলশে-  
ষ্ঠাভ্যুগ্ধকরাবিশমদ্বারাগ্নীপূর্ণকুন্তম্ । বালেন্দু-  
দীপ্তমৌলিঃ করিপতিবদনং বীজপূরার্জগণ্ডং  
ভোগীপ্রাবজভূষণং ভজত গণপতিং রক্ত-  
বস্ত্রাঙ্গরাগম্ ॥ ১১৮ ॥ ধ্যাত্বেৎ মানসৈরিষ্টা  
পীঠশক্তিঃ প্রপূজয়েৎ । তীত্রা চ জালিনী  
নন্দা ভোগদা কামরূপিনী ॥ ১১৯ ॥ উগ্রা

ভেজস্বিনী সত্যা মধ্যো বিঘ্নবিনাশিনী ।  
পূর্বাদিতোহর্চয়িত্তেতাঃ পূজয়েৎ কমলা-  
মনম্ ॥ ১২০ ॥ পূর্বাদিতা গণেশানং পঞ্চভেদো-  
পচারতৈকঃ । অভ্যর্চ্য ভক্তচুর্দিক্ষু গণেশং  
গণনায়কম্ ॥ ১২১ ॥ গণনাথং গণত্রৌড়ং  
যজ্ঞেৎ কোলিকমঙ্গমঃ । একদন্তং রক্তভূক্তং  
লম্বোদরগজাননো । মহোদরকং বিকটং  
ধূম্রাভং বিঘ্ননাশনম্ ॥ ১২২ ॥ ভক্তো ব্রাহ্মী-  
মুখাঃ শক্তিীর্দিকপালাংশচ প্রপূজয়ন্ ।  
তেষামুজ্জাণি মংপূজা বিঘ্নরাজং বিমর্জয়েৎ ॥  
১২৩ ॥ এতং মংপূজা বিঘ্নেশমধিবাসনমা-  
চরেৎ । ভোগদেচ পঞ্চভেদত্রৈকান্তান্ কুল-

বীজ । এই গণপতি-মন্ত্রের ধ্বনি—গণক ;  
‘ছিনঃ নীচঃ’ ; দেবতা—বিঘ্ন ; কর্তব্য-  
কর্মের বিঘ্ন-শাস্তির নিমিত্ত বিনিয়োগ ।  
ছয়টি দীর্ঘস্বর-যুক্ত মূলমন্ত্র ( শাং গীং  
ইত্যাদি ) দ্বারা যদুজ্জ্বল্যাস করিবে । হে  
শিবে । অনন্তর প্রাণায়াম করিয়া গণপতির  
ধ্যান করিবে । ১১০—১১৭ । “সিন্দুরের  
ছায় রক্তবর্ণ, ত্রিনেত্র, অতি সুন্দার,  
করকমণ-চতুষ্টয় দ্বারা লজ্জা পাশ অঙ্কণ ও  
বরধারী, বিশাল শুভ-বিরাজিত-বারুণীপূর্ণ-  
কুন্ত, নব-শনিকলা দ্বারা শোভমান-মৌলি,  
গজরাজ-বদন, বীজপূরার ছায় আর্জ গণ্ডধর,  
সর্পরাজ দ্বারা বিভূষিত, রক্তাঙ্গ ও রক্ত-  
অঙ্গরাগ-যুক্ত গণপতিকে ভজনা কর ।”  
এইরূপ ধ্যান-করণান্তে মানস-উপচার দ্বারা  
পূজা করিয়া পীঠ-শক্তিদিগের পূজা করিবে ।  
পীঠশক্তি যথা ;—তীত্রা, জালিনী, নন্দা,

ভোগদা, কামরূপিনী, উগ্রা, ভেজস্বিনী ও  
সত্যা । পূর্বাদিত্রয়ে এই অষ্ট পীঠশক্তির  
ও মধ্যদেশে বিঘ্ন-বিনাশিনীর পূজা করিয়া  
কমলামনের পূজা করিবে । কোলিকশ্রেষ্ঠ,  
পুনর্বার, গণপতির ধ্যান করিয়া, মঙ্গ-  
শোধিত পঞ্চভেদ রূপ উপচার দ্বারা  
গণেশের পূজা করিয়া, পরে তাঁহার  
চতুর্দিকে গণেশ, গণনায়ক, গণনাথ,  
গণত্রৌড়, একদন্ত, রক্তভূক্ত, লম্বোদর,  
গজানন, মহোদর, বিকট, ধূম্রাভ ও  
বিঘ্ননাশনের পূজা করিবে । অনন্তর ব্রাহ্মী  
প্রভৃতি অষ্টশক্তি এবং দশদিকপালের  
পূজা করণানন্তর তাঁহাদিগের অঙ্গ  
সকলের পূজা করিয়া বিঘ্নরাজকে বিমর্জিত  
করিবে । এইরূপে পঞ্চভেদ দ্বারা বিঘ্ন-  
রাজের পূজা করিয়া অধিবাস করিবে  
এবং ব্রহ্মজ্ঞ কুলসাম্বকদিগকে ভোজন

সাধকান্ ॥১২৪॥ ততঃ পরদিনে স্নাতঃ কৃত-  
নিত্যোদিতক্রিয়ঃ । আজগরুতপাপানাং  
ক্ষয়ার্থং উৎসর্গকামম্ । উৎসর্জেৎ কোণ-  
তৃপ্তার্থং ভোজ্যকৈকমপি ত্রিযে ॥ ১২৫ ॥  
অর্থং দত্ত্বা দিনেশ্বর ত্র্যম্বকশিবগ্রাহন ।  
অর্চনং মাতৃগণান্ বহুধারাং প্রকজয়েৎ ॥  
১২৬ ॥ কৰ্ম্মণোহভ্যুদয়ার্থায় বুদ্ধিশ্রদ্ধাং  
সম্যচরেৎ । ততো গঙ্গা শুবোঃ পার্শ্বং  
প্রণম্য প্রার্থয়েদিদম্ ॥ ১২৭ ॥ ত্রাহি নাথ  
কুলাচার-নলিনীকুমারম্ভজ । ত্বংপাদান্তোরুহ-  
চ্ছায়াং দেহি সুক্টি কৃপানিধে ॥ ১২৮ ॥

করাইবে । ১১৮—১২৪ । অনন্তর পর-  
দিনে স্নাত ও কৃত-নিত্যক্রিয় হইয়া  
স্নানাবধি কৃত পাপবাশি-ক্ষয়ের নিমিত্ত  
। ১-কামন উৎসর্গ করিবে । হে প্রিয়ে ।  
যে দিনের তৃপ্তি নিমিত্ত একটা  
ভোজ্যও উৎসর্গ করিবে । পরে স্বর্ধ্যকে  
অর্থ্য প্রদানপূর্বক ত্র্যম্বক, বিষ্ণু, শিব,  
নবগ্রহ মাতৃগণের পূজা করিয়া,  
বহুধা বে । পরে কৰ্ম্মের অভ্যুদয়-  
কামনায় বুদ্ধিশ্রদ্ধা করিবে । তাহার পর  
গুরু নিকট গমন করিয়া প্রণামপূর্বক  
ইহা প্রার্থনা করিবে;—“হে নাথ । হে  
কুলাচাররূপ পদ্মবনের বগ্নভ । হে কৃপা-  
নিধে । এক্ষণে আমার মস্তকে পাদ-  
পদ্মের ছায়া প্রদান করুন । হে মহাভাগ ।  
আমার শুভ পূর্ণাভিষেক বিষয়ে আপনি  
আজ্ঞা প্রদান করুন । আমি আপনার  
প্রসাদে নিৰ্ব্বিলম্ব কার্যসিদ্ধি লাভ করি ।”

আজ্ঞাং দেহি মহাভাগ শুভপূর্ণাভিষেচনে ।  
নিৰ্ব্বিলম্ব কৰ্ম্মণঃ সিদ্ধিমুপৈমি ত্বংপ্রসা-  
দাৎ ॥ ১২৯ ॥ শিবশক্তিজয়া বৎস কুরু  
পূর্ণাভিষেচনম্ । মানোরথময়ী সিদ্ধির্জায়তাং  
শিবশাসনাৎ ॥ ১৩০ ॥ ইধমাজ্ঞাং শুরোঃ  
প্রাপ্য মৰ্কোণারবশান্তয়ে । আয়ুর্লক্ষ্মা-  
বশাবোগ্যাবাপ্তৌ । সঙ্গম্যচরেৎ ॥ ১৩১ ॥  
ততস্ত কৃতমঙ্গল্যে বস্ত্রালঙ্কারভূষণৈঃ ।  
কারণৈঃ স্তম্ভসহিতৈরভ্যর্চ্য বৃণুয়াৎগুরুম্ ॥  
১৩২ ॥ গুরুম্নোহরে গেহে গৈরিকাদি-  
বিচিত্রভে । চিত্রধ্বজ-পতাকাভিঃ ফলপল্লব-  
শোভিতৈঃ ॥ ১৩৩ ॥ কিস্কিনীজালমালাভি-  
শ্চন্দ্রাতপবিভূষিতৈঃ । সূতপ্রদীপাবলিভিঃ  
মৌলেশবিবর্জিতৈঃ ॥ ১৩৪ ॥ কপূর্বসহিতৈ-

“হে বৎস । শিবশক্তির আজ্ঞানুসারে  
পূর্ণাভিষেক কর । শিবের আদেশে  
তোমাব ইচ্ছানুসরণ সিদ্ধি হউক” গুরুর  
নিকট এইরূপ আশীর্বাদ প্রাপ্ত হইয়া সকল  
উপজব-শাস্তির নিমিত্ত এবং আয়ু, লক্ষ্মী,  
বল ও আরোগ্য-প্রাপ্তির নিমিত্ত সঙ্গম  
করিবে । ১২৫—১৩১ । অনন্তর কৃত-  
সঙ্গম হইয়া বস্ত্র, অলঙ্কার, ভূষণ ও স্তম্ভ  
সহিত কারণ দ্বারা গুরুর আর্চনা করিয়া  
বরণ করিবে । গুরু,—গৈরিকাদি দ্বারা  
চিত্রিত, বিচিত্র ধ্বজ-পতাকাযুক্ত, ফল-  
পল্লবে শোভিত, মালাকুতি-কিস্কিনী-সমূহ-  
যুক্ত, বিচিত্র চন্দ্রাতপে অলঙ্কৃত, প্রজ্বলিত-  
সূতপ্রদীপ-শ্রেণী-প্রভাবে অন্ধকারের লেশ  
মাত্রও বর্জিত, কপূর সহিত ধূপ ও

ধূ পৈৰ্ঘকধূপৈঃ সুবাসিতে । ধ্যজ্ঞনৈশ্চামঠৈ-  
বাইর্দৈর্দর্পণাদৈরীলকৃতে ॥ ১৩৫ ॥ স কীংস্ত-  
মিতাং বেদীমুচ্চকৈশ্চতুঃস্থলানামু । রচয়েন্  
মৃগায়ীং তত্র চূর্ণৈরক্ষতসত্ত্বৈঃ ॥ ১৩৬ ॥ পীত-  
রক্তাসিতশ্বেতশ্চামলৈঃ সূমনোহরম্ মণ্ডপং  
সর্বতোভদ্রং বিদধ্যাং শ্রীংরক্ততঃ ॥ ১৩৭ ॥  
স্বকজোক্তবিধিনা মানসার্চাবধি ক্রিয়াম্ ।  
কৃত্বা পূর্বোক্তমন্ত্রেণ পঞ্চতত্ত্বানি শোধয়েৎ ॥  
১৩৮ ॥ সংশোধ্য পঞ্চতত্ত্বানি পূর্বকল্পিত-  
মণ্ডলে । স্বর্ণং বা রক্ততং তাম্রং মৃগং  
ষট্মেব বা ॥ ১৩৯ ॥ ক্ষালিতকাক্ষবাজেন  
দধ্যাক্তবিচর্চিতম্ । স্থাপয়েদ্ব্রহ্মবীজেন

যজধূপ অর্থাৎ ধূনা দ্বারা সুবাসিত এবং  
তিলবস্ত্র, অমর, ময়ূবপুচ্ছ ও দর্পণাদি  
দ্বারা সুসজ্জিত মনোহর গৃহে চারি অঙ্গুলি  
উচ্চ সার্কহস্ত-পরিমিত মৃগায়ী বেদী রচনা  
করিবেন । অনন্তর ঐ গৃহে পীত, রক্ত,  
কৃষ্ণ, শ্বেত ও শ্যামল-বর্ণ অক্ষত-চূর্ণ দ্বারা  
সূমনোহর সর্বতোভদ্র মণ্ডপ রচনা  
করিবেন । ১৩২—১৩৭ । পরে স্ব স্ব  
কজোক্ত বিধি অনুসারে মানস-পূজা  
অবধি কার্য্য-কলাপ সমাপন করিয়া পূর্ব-  
কথিত মন্ত্র দ্বারা পঞ্চতত্ত্ব শোধন করি-  
বেন । পঞ্চতত্ত্ব শোধনান্তে অগ্নে অস্ত্র  
অর্থাৎ “কটু” এই মন্ত্র দ্বারা প্রক্ষালিত,  
দধি ও অক্ষত দ্বারা লিপ্ত, সুবর্ণনির্মিত,  
রক্তনির্মিত, তাম্রনির্মিত অথবা মৃষ্টিকা-  
নির্মিত ষটে প্রথমে উচ্চারণ করিয়া পূর্ব-  
কল্পিত সর্বতোভদ্র মণ্ডলের উপরি স্থাপন

সিন্দুরেণাক্ষয়েৎ শ্রিয়া ॥ ১৪০ ॥ অকারাষ্ট্র-  
২কাবাষ্ট্রবর্ণৈর্দিনুনিভূষিতৈঃ । মূলমন্ত্র-  
ত্রিজাপেন পুরয়েৎ কারণেন তম্ ॥ ১৪১ ॥  
অথবা তীর্থতোহেন স্তম্ভেন পাথ্যসাপি বা ।  
নবরক্তং সুবর্ণং বা ষট্গম্যো বিনিম্বিপেৎ ॥  
১৪২ ॥ পনসে উদ্ভূতরাশ্মথ-বকুলানামমুস্তবম্ ।  
পল্লবং ওদ্যুখে দদ্যাৎবাগ্ ভবেন কৃপানিধিঃ ॥  
১৪৩ ॥ শরাবং মার্জিতং বাপি ফলাক্ষত-  
সমম্বিতম্ । রমাং মায়াং সমুচ্চার্য্য স্থাপয়েৎ  
পল্লবোপরি ॥ ১৪৪ ॥ বস্ত্রীয়াহস্তমুগোণ ত্রীবাং  
তস্ত বরাননে । শঙ্কো রক্তং শিনে বিকো

করিবে । পরে শ্রী অর্থাৎ “শ্রীং” এই  
বীজ পাঠ করিয়া সিন্দূর দ্বারা অঙ্কিত  
করিবে । অনন্তর অমৃত-বিভূষিত ‘ক্ষ’  
অবধি অকারান্ত পঞ্চাশৎবর্ণের সহিত  
মূলমন্ত্র তিনবার জপ করিয়া কারণ অর্থাৎ  
মদিয়া অথবা তীর্থজল কিংবা বিস্তৃত  
মলিন দ্বারা তাহা অর্থাৎ ষট পূর্ণ করিবে ।  
পশ্চাৎ নবরক্ত বা সুবর্ণ ঐ ষট্ গম্যে  
নিষ্ক্ষেপ করিবে । অনন্তর কৃপানিধি গুরু  
বাগ্ভব (ঐ) বীজ উচ্চারণপূর্বক  
ষট্গম্যে পনস, উদ্ভূত, অশ্মথ, বকুল ও  
আম বৃক্ষের পল্লব স্থাপন করিবে । পরে  
রমা, মায়া অর্থাৎ “শ্রীং ক্রীং” এই মন্ত্র  
উচ্চারণ করিয়া ফল ও আতপতপুষ্ণ-  
সমম্বিত সুবর্ণময়, রক্তময়, তাম্রময় বা  
মৃগায় শরাব পানোপরি রাখিবে । হে  
বরাননে । বস্ত্রদ্বয় দ্বারা ঐ ষটের গ্রীবা  
বদান করিবে । হে শিনে । শক্তিমন্ত্রে ও

শ্বেতবাসঃ পৌর্নিকিতম্ ॥ ১৪৫ ॥ শ্বাং শ্রীং  
মায়াং রমাং স্বাস্তা শ্রীকৃত্য স্বটাক্ষরে  
নির্মিতা পঞ্চতন্ত্রানি নব পাত্রানি বিস্তাসেৎ ॥  
১৪৬ ॥ রাজতঃ শক্তিপাত্রে যাদৃগুরুপাত্রে  
হিরণ্যম্ শ্রীপাত্রস্ত মহামায়াং তাত্ৰাণ্যস্তানি  
বজ্রয়েৎ ॥ ১৪৭ ॥ পাষাণদাক্ষণ্যোহানাং  
পাত্রানি পরিবর্জয়েৎ । শক্ত্যা একময়েৎ  
পাত্রং মহাদেব্যাঃ প্রপূজনে ॥ ১৪৮ ॥  
পাত্রাণাং স্থাপনং কৃত্বা গুপ্তং দেবীং  
প্রতিপূজয়েৎ । উত্তমমুত্তমস্পৃগ্ভটমভ্যর্চয়েৎ  
সুখীঃ ॥ ১৪৯ ॥ দর্শয়িত্বা বৃন্দদীপো সর্ব  
ভুতগণিং হবেৎ । পীঠদেবান্ পূজয়িত্বা

বিষ্ণুমন্ত্রে বস্ত্র ও শ্বেতবস্ত্র কোর্জিত হই  
য়াছে । পরে “শ্বাং শ্রীং” পরে মায়া রমা  
অর্থাৎ “শ্রীং শ্রীং” “শ্রীকৃত্য” এই মন্ত্র  
পাঠ করিয়া শ্রীকৃত্য স্বটাক্ষরে পঞ্চতন্ত্র  
স্থাপনপূর্বক নবটি পাত্র বিস্তাস করিবে ।  
১৪৬—১৪৭ । রাজত দ্বারা শক্তিপাত্র,  
স্বর্ণ দ্বারা গুরুপাত্র, মহামায়া অর্থাৎ  
নর-রূপ-ন দ্বারা শ্রীপাত্র নির্মিত এবং  
অন্য পাত্র সকল তাম্র দ্বারা নির্মিত  
হইবে । মহাদেবীর পূজাতে পাষাণ, কাষ্ঠ  
ও শৌহনির্মিত পাত্র পরিত্যাগ করিবে ;  
সামর্থ্যানুসারে অন্য পদার্থ দ্বারা নির্মিত  
পাত্র করিবে । পরে পাত্র সংস্থাপন  
করিয়া গুরুগণের, ভগবতীর ও আনন্দ-  
ভৈরবাদির তর্পণানন্তর সুখী, অমৃতপূর্ণ  
স্বটের আর্চনা করিবে । পরে বৃন্দ-দীপ  
প্রদর্শন করিয়া সর্বভুতকে বলি প্রদান

যড়জ্ঞাসমাচরেৎ ॥ ১৫০ ॥ প্রাণায়ামং  
ততঃ কৃত্বা ধাত্তাবাহু মহেশ্বরীম্ । স্বশক্ত্যা  
পূজয়েদিষ্টাং বিস্তৃশ চাং বিবর্জয়েৎ ॥ ১৫১ ॥  
হোমাস্তকৃত্যং নিষ্পাদ্য কুমারী-শক্তিমাধ-  
কান্ । পুষ্পচন্দনবাসোর্ভিষর্চয়েৎ সদৃগুরুঃ  
শিবে ॥ ১৫২ ॥ অনন্তরুজ কোলা মে  
শিয়াং প্রতি কুলব্রতাঃ । পূর্বাভিষেক-  
সংস্কারে ভবন্তিঃসুমন্ত্রতাম্ ॥ ১৫৩ ॥ এবং  
পৃচ্ছতি চক্রেণ তৎ স্রষ্টৃগুরুমাদরাৎ ॥ ১৫৪ ॥  
মহামায়াপ্রসাদেন প্রভাবাং পরমাস্তনঃ ।

করিবে । তাহার পর পীঠদেবতানিগের  
পূজাপূর্বক যড়জ্ঞাসম করিবে । তদনন্তর  
প্রাণায়াম করিয়া মহেশ্বরীর ধ্যান ও  
আবাহনপূর্বক নিজের সামর্থ্যানুসারে  
ইষ্টদেবতার পূজা করিবে । পূজাকালীন  
বিস্তৃশাঠ ( অর্থাৎ নিজের যে প্রকার  
ধনাদি আছে, তাহা লুকাইয়া কার্পণ্য  
প্রযুক্ত কিংবা মান প্রত্যাশায় অল্প বা  
বেশী জাঁক-জমক ) পরিত্যাগ করিবে ।  
হে শিবে ! সদৃগুরু, হোম পর্যন্ত কর্ষ  
সম্পাদনাতে পুষ্প, চন্দন ও বস্ত্র দ্বারা  
কুমারী, শক্তি ও সাধকদিগের আর্চনা  
করিবেন । ১৪৭—১৫২ । অনন্তর “হে  
কুলব্রত কোলগণ ! আপনারা আমার  
শিষ্যের উপর অনুগ্রহ করুন এবং  
পূর্বাভিষেক-সংস্কারে অনুমতি করুন”  
চক্রেণ এই প্রকার প্রশ্ন করিলে,  
কোলগণ আদরের সহিত সেই চক্রেণ  
গুরুকে কহিবেন যে, “মহামায়ার প্রসাদে

শিষ্যো ভবতু পূর্ণস্তে পরভূতপরাধণঃ ॥ ১৫৫ ॥  
 শিষ্যো চ গুরুদে বীমর্চনিকার্চিত্তে যটে ।  
 কামং মায়াং রমাং জপ্তা চালয়েবিসমলং  
 যটম্ ॥ ১৫৬ ॥ উত্তিষ্ঠ ব্রহ্মকলশং দেবতা-  
 ত্রয়ং সিদ্ধিদ । তুতোযপ্লবৈঃ সিন্ধুঃ শিষ্যো  
 ব্রহ্মরতোহস্ত মে ॥ ১৫৭ ॥ ইত্যং সকল্য  
 কলশমুত্তরাভিমুখং গুরুঃ । ঋত্বৈরেতৈর্বক্য-  
 মাণৈবভিমুখিকৈঃ কৃপাবিতঃ ॥ ১৫৮ ॥ শুভ-  
 পূর্ণাভিষেকস্ত সদাশিব ঋষিঃ স্মৃতঃ ।  
 ছন্দোহনুষ্ট্রুপেত্যাদ্যা প্রণবং বীজমীযিতম্ ।  
 শুভপূর্ণাভিষেকার্থে বিনিয়োগঃ প্রকী-  
 র্তিতঃ ॥ ১৫৯ ॥ গুরুব্রহ্মাভিমুখস্ত ব্রহ্ম-  
 এবং পবমাত্মার প্রভবে আপনার শিষ্য  
 পরমব্রহ্মতৎপর হইয়া পুন হউন ।”  
 অনন্তর গুরু, শিষ্য দ্বারা দেবীর অর্চনা  
 করাইয়া অর্চিত যটোপরি কাম, মায়া ও  
 রমা অর্থাৎ “ক্লোং হ্রীং স্রীং” এই মন্ত্র  
 জপ করিয়া সেই বিমল যট চালনা  
 করিবেন । যট-চালনার মন্ত্র ;—“উত্তিষ্ঠ—  
 মে” । অর্থাৎ হে সিদ্ধিদেব দেবতাস্বরূপ  
 ব্রহ্মকলশ । তুমি উত্থান কর । ত্বদীয় জগৎ  
 ও পল্লব দ্বারা সিন্ধু হইয়া মদীয় শিষ্য  
 ব্রহ্মনিরত হউক ।” অনন্তর কৃপাবান গুরু  
 এই একাক্ষর কলস সঞ্চালন করিয়া উক্তবা-  
 ভিমুখ শিষ্যকে বক্ষ্যমাণ মন্ত্র সকল দ্বারা  
 অভিষিক্ত করিবেন । শুভ পূর্ণাভিষেকের  
 সদাশিব ঋষি, ছন্দঃ অনুষ্ট্রুপ, আদ্যা দেবতা,  
 বীজ প্রণব, শুভ পূর্ণাভিষেক-রূপ কার্যে  
 বিনিয়োগ কীর্তিত হইয়াছে । ১৫৬—১৫৯ ।  
 (১) “গুরুগণ তোমাকে অভিষিক্ত করুন ।

নিম্ন-মহেশ্বরঃ । জুগা-লক্ষ্মী-ভবাত্মজামভি-  
 যিক্ত মাতরঃ ॥ ১৬০ ॥ খোড়শী তারিণী  
 নিত্য স্বাহা মহিষমর্দিনী । এতাব্রাহ্মভি-  
 যিক্ত মন্ত্রপুতেন বারিণী ॥ ১৬১ ॥  
 জয়হুর্গা বিশালাক্ষী ব্রহ্মাণী চ সরস্বতী ।  
 এতাব্রাহ্মভিযিক্ত বগণ বরদা শিবা ॥ ১৬২ ॥  
 নারসিংহী চ বারাহী বৈষ্ণবী বনমালিনী ।  
 ইন্দ্রাণী বাক্ষণী বৌদ্ধী ভাতিযিক্তা শক্তঃ ॥  
 ১৬৩ ॥ ভৈরবী ভদ্রকালী চ তুষ্টিঃ পুষ্টিকমা  
 ক্ষমা । শ্রদ্ধা কান্তিদয়া শান্তিবভিযিক্তা  
 তে সৃদা ॥ ১৬৪ ॥ মহাকালী মহালক্ষ্মী-  
 মহানীলসরস্বতী । উগ্রচণ্ডা প্রচণ্ডা ভ্রাম-  
 ভিযিক্তা সর্বদা ॥ ১৬৫ ॥ মৎস্তঃ কৰ্ম্মো  
 বরাহঃ নৃসিংহো বামনস্তথা । বামো  
 ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, জুগা, লক্ষ্মী, ভবানী  
 ও মাতৃগণ তোমাকে অভিযিক্ত করুন ।”  
 (২) “মন্ত্রপুত বারি দ্বারা খোড়শী, তারিণী,  
 নিত্য, স্বাহা ও মহিষমর্দিনী, তোমাকে  
 অভিযিক্ত করুন ।” (৩) “জয়হুর্গা, বিশালাক্ষী,  
 ব্রহ্মাণী, সরস্বতী, বগণা, বরদা ও শিবা—  
 ইহারা তোমাকে অভিযিক্ত করুন ।” (৪)  
 “নারসিংহী, বারাহী, বৈষ্ণবী, বনমালিনী,  
 ইন্দ্রাণী, বাক্ষণী ও বৌদ্ধী—এই সকল  
 ক্ষত্রিগণ তোমাকে অভিযিক্ত করুন ।” (৫)  
 “ভৈরবী, ভদ্রকালী, তুষ্টি, পুষ্টি, উমা, ক্ষমা,  
 শ্রদ্ধা, কান্তি, দয়া ও শান্তি—ইহারা মর্ষ  
 সময়ে তোমাকে অভিযিক্ত করুন ।” (৬)  
 “মহাকালী, মহালক্ষ্মী, মহানীল-সরস্বতী,  
 উগ্রচণ্ডা ও প্রচণ্ডা, সর্বদা তোমাকে অভি-  
 যিক্ত করুন ।” (৭) “মৎস্ত, কৰ্ম্ম, বরাহ.

ভার্গবরামজ্জামভিযিক্তং বারিণা ॥ ১৬৩ ॥  
 অগিতাঙ্গো বৃক্ষশ্চণ্ডঃ ক্রোধোন্মত্তো ভয়ঙ্করঃ ।  
 কপালী ভীষণশ্চ জামভিযিক্তং বারিণা ॥  
 ১৬৭ ॥ কালী কপালিনী বুল্লা বুল্লকুল্লা  
 বিরোধিনী । বিপ্রচিন্তা মহোত্তরা জাম-  
 ভিযিক্তং সর্বদা ॥ ১৬৮ ॥ ইন্দ্রোহগ্নিঃ  
 শমনো রক্ষো বক্রণঃ পবনস্তথা । ধনদশ্চ  
 মহেশানঃ সিক্তস্ত্র্যং দিগীশ্বরঃ ॥ ১৬৯ ॥  
 রবিঃ সোমো মঙ্গলশ্চ বুধো জীবঃ সিতঃ  
 শনিঃ । রাজঃ কেতুঃ সনজ্ঞাতা অভিযিক্তং  
 তে গ্রহাঃ ॥ ১৭০ ॥ নক্ষত্রং করণং যোগো  
 বারঃ পক্ষো দিনানি চ । ঋতুর্মাসো  
 হায়নজ্জামভিযিক্তং সর্বদা ॥ ১৭১ ॥ লব-

নুসিংহ, বামন, রাম এবং ভার্গব-রাম, সর্বদা  
 তোমাকে জল দ্বারা অভিযিক্ত করুন ।”  
 (৮) “অগিতাঙ্গ, বৃক্ষ, চণ্ড, ক্রোধোন্মত্ত,  
 ভয়ঙ্কর, কপালী ও ভীষণ, জল দ্বারা  
 তোমাকে অভিযিক্ত করুন ” ১৬০—১৬৬ ।  
 (৯) “কালী, কপালিনী, বুল্লা, বুল্লকুল্লা,  
 বিরোধিনী, বিপ্রচিন্তা ও মহোত্তরা, সর্বদা  
 তোমাকে অভিযিক্ত করুন ।” (১০) “ইন্দ্র,  
 অগ্নি, যম, নৈঋত, বক্রণ, মরুত, কুবের ও  
 মহেশ্বর—এই অষ্ট দিকপাল তোমাকে  
 অভিযিক্ত করুন ।” (১১) “রবি, সোম,  
 মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, রাজ ও  
 কেতু—ভোগ্য নক্ষত্রের সহ এই সকল গ্রহ  
 তোমাকে অভিযিক্ত করুন ।” (১২) নক্ষত্র,  
 করণ (বব আদি), যোগ (বিক্ত আদি),  
 বারগণ (রবি প্রভৃতি), গুরুপক্ষ, কৃষ্ণপক্ষ,

শেষু-সুরা-সর্গিদি বিকৃত-জলাস্তকাঃ । সমুদ্রা-  
 জ্জামভিযিক্তং মজ্জপুত্রেণ বারিণা ॥ ১৭২ ॥  
 গঙ্গা সূর্যাসুতা রেবা চন্দ্রভাগা সরস্বতী ।  
 সরযুগঙ্গকী কুন্তী শ্বেতগঙ্গা চ কৌশিকী ।  
 এতাস্থাযভিযিক্তং মজ্জপুত্রেণ বারিণা ॥ ১৭৩ ॥  
 অনন্তাদ্যামহানাগাঃ সুপর্ণায়াঃ পতঙ্গিণঃ ।  
 তদবঃ কল্পবৃক্ষাদ্যাঃ সিক্তস্ত্র্যং মহীধরাঃ ॥  
 ১৭৪ ॥ পাতালভূতল-বোমচারিণঃ ক্ষেমকারিণঃ  
 পূর্ণাভিষেকসমুদ্রজ্জামভিযিক্তং পাথসা ॥ ১৭৫ ॥  
 দৌর্ভাগ্যং দুর্ঘণো রোগা দৌর্ম্মনস্ত্র্যং ওষা  
 শুচঃ । বিনশ্চাস্ত্রভিষেকেন পরমব্রহ্মতেজসা ॥  
 ১৭৬ ॥ জলক্ষীঃ, কালকর্ণী চ ডাকিষ্ঠো

দিনগণ, ছয় ঋতু, মাস ও বর্ষ, সর্বদা  
 তোমাকে অভিযিক্ত করুন ।” (১৩) লবণ,  
 ইক্ষু, সুরা, ঘৃত, দধি, হৃদ্য ও জলাস্তক নামে  
 সমুদ্র, মজ্জপুত বারি দ্বারা তোমাকে অভি-  
 যিক্ত করুন ।” (১৪) “গঙ্গা, যমুনা, রেবা,  
 চন্দ্রভাগা, সরস্বতী, সরযু, গঙ্গকী, কুন্তী,  
 শ্বেতগঙ্গা ও কৌশিকী, মজ্জপুত বারি দ্বারা  
 তোমাকে অভিযিক্ত করুন ।” ১৬৭—১৭৩ ।  
 (১৫) “অনন্তনাদি মহানাগগণ, গরুড়  
 প্রভৃতি পক্ষী বকল, কল্পবৃক্ষ-আদি বৃক্ষগণ  
 ও পক্ষপতঙ্গ, তোমাকে অভিযিক্ত করুন ।”  
 (১৬) “পূর্ণাভিষেক দর্শনে তুষ্ট পাতাল,  
 ভূতল ও বোমচারী মঙ্গলকারী জীব সকল,  
 তোমাকে বারি দ্বারা অভিযিক্ত করুন ।”  
 (১৭) পূর্ণাভিষেক-লক্ষ পরব্রহ্মের তেজ দ্বারা  
 তোমার দুর্ভাগ্য, ভয়ণ, রোগ, দৌর্ম্মনস্ত্র্য  
 ও শোক সমুদায় বিনষ্ট হউক ।” (১৮)

যোগিনীগণাঃ । বিনশ্চত্বিধৈকেণ কালা-  
বীজেন তাদিতাঃ ॥ ৭৭ ॥ ভূতাঃ প্রোভাঃ পিশা-  
চাশ্চ গ্রহা যেষ্টিষ্টিকারকৃঃ । যিচ্ছান্তে  
বিনশ্চত্ব রমাবীজেন তাদিতাঃ ॥ ৭৮ ॥ অতি-  
চারকৃত দেবী বৈরিমল্লোক্তবাস্চ যে । মনো-  
বাক্যযজ্ঞা দোষা বিনশ্চত্বিধৈকেনাং ॥ ৭৯ ॥  
নশ্চত্ব বিপদঃ সর্গাঃ সম্পদঃ সন্ত সুস্থিরাঃ ।  
অভিষেকণ পূর্ণেন পূর্ণাঃ সন্ত মনোরথঃ ॥  
১৮০ ॥ ইত্যেকাধিকবিংশত্যা মন্ত্রৈঃ  
সংসিক্তসাধকম্ । পশোর্মুখ লক্ষ্যমন্ত্রং পুনঃ  
সংপ্রাবয়েৎ গুরুঃ ॥ ১৮১ ॥ পূর্বোক্তনামা  
সম্বোধ্য জ্ঞাপয়ন্ শক্তিলাভকান্ । দদামদানন্দ-

নাথ শুমাখ্যানং কোলিকো গুরুঃ ॥ ১৮২ ॥  
শ্রুতমন্ত্রো গুরোর্বন্তে সম্পূজ্য নিজদেবতাম্ ।  
পঞ্চতত্ত্বোপচারেণ গুরুমভ্যর্চয়েৎ ততঃ ॥  
১৮৩ ॥ গোভূহিরণ্যবাসাংসি পামালক-  
রণানি চ । গুরুবে দক্ষিণাং দত্ত্বা যজ্ঞেৎ  
কোলান্ শিবাকান্ ॥ ১৮৪ ॥ কৃতকোলার্চনো  
দীরঃ শান্তোহতিবিনয়াদিতঃ । শ্রীগুরোশ্চরণৌ  
স্পৃষ্ট্বা ভক্ত্যা নত্বেদমর্থয়েৎ ॥ ১৮৫ ॥ শ্রীনাথ  
জগতাং নাথ মনাত কল্পণানিধে । পরামৃত-  
প্রদানেন পূর্য্যাম্যামনোরথম্ ॥ ১৮৬ ॥ আত্মা  
মে দীয়তাং কোলাঃ প্রত্যক্ষশিবরূপিণঃ ।  
সচ্ছিত্যয় বিনীতায় দদামি পরমামৃতম্ ॥ ১৮৭ ॥

“অলক্ষ্মী, কালকর্ণী, ডাকিনীগণ ও যোগিনী-  
গণ—ইহারা কালীবীজ দ্বারা তাদিত হইয়া  
অভিষেক দ্বারা বিনষ্ট হউক ।” (১৯)  
“অনিষ্টকারী ভূত, প্রেত ও পিশাচ সকল,  
রমাবীজ-তাদিত ও প্রাকৃত হইয়া বিনাশ  
লাভ করুক ।” (২০) “অভিচার জন্ত,  
বৈর-মন্ত্র-সমুৎপন্ন, মানসিক, বাচনিক এবং  
কাযিক দোষ সকল তোমার অভিষেক-  
প্রভাবে বিনাশ প্রাপ্ত হউক ।” (২১) “এই  
পূর্ণাভিষেক দ্বারা তোমার বিপদ নষ্ট হউক,  
সম্পদ সুস্থিরা হউক ।” এই একবিংশতি  
মন্ত্রাভিষিক্ত সাধক যদি পশুর নিকট পূর্বের  
দীক্ষিত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে কোল-  
গুরু পূর্বকার তাঁহাকে সেই মন্ত্র জ্ঞান  
কল্পাইবেন । ১৭৪—১৮১ । অনন্তর  
কোলিক গুরু, পূর্বোক্ত নাম দ্বারা শিষ্যকে  
সম্বোধনান্তে শক্তি-সাধক সকলকে জ্ঞাপন-

পূর্বক আনন্দ-নাথান্ত নাম প্রদান করিবেন ।  
গুরুর নিকট হইতে মন্ত্র-গ্রহণান্তে শিষ্য,  
মন্ত্রে নিজ দেবতার পূজা করিয়া, পঞ্চতত্ত্বো-  
পচারে গুরুর পূজা করিবে । অনন্তর শিষ্য,  
গুরুকে গো, ভূমি, সর্গ, বস্ত্র, পান (অর্থ্যৎ  
সুখা) ও অলঙ্কার—এই সকল দক্ষিণা  
প্রদানপূর্বক শিবস্বরূপ কোলদিগের পূজা  
করিবেন । পরে শিষ্য, কোলদিগের  
অর্চনানন্তর শান্ত ও বিনয়াদিত হইয়া,  
ভক্তিগহ শ্রীগুরুর চরণ স্পর্শ করিয়া  
নমস্কারান্তে ইহা প্রার্থনা করিবেন ;—“হে  
শ্রীনাথ ! হে জগতের নাথ ! হে আমার  
নাথ ! হে কল্পণানিধে ! আপনার পরমা-  
মৃত প্রদান করিয়া, আমার মনোরথ  
পরিপূর্ণ করুন ।” “হে শিবস্বরূপ কোল-  
গণ ! মদীয় শিষ্যকে আমি পরামমৃত  
দিতেছি, আপনারা সকলে ২ আত্মা

চক্রেণ পরমেশান কোলপদ্বজ্ঞভাব।  
 কৃত্যর্থং কুর্ন সচ্ছিত্যং দেহুঃ কুলামৃতম্ ॥  
 ১৮৮ ॥ আজ্ঞামাদায় কোলানাং পঃমা-  
 মৃতপুণ্ডিতম্ । মস্ত্রিকং পানপাত্রং শিষ্য-  
 হস্তে সমর্পয়েৎ ॥ ১৮৯ ॥ চন্দ্রাক্ষর্য গুরু-  
 দেবীং প্রবসংলগ্নভ্যনা । স্বস্ত্য শিষ্যস্ত-  
 মৌলানাং কুর্চে চ ত্রিগুণং দ্রুমেৎ ॥ ১৯০ ॥  
 ততঃ প্রসাদতত্ত্বানি কোলেভ্যঃ পবিত্রে ন্যস্তু ।  
 চন্দ্রানুষ্ঠানবিধিনা নিদধ্যাৎ পানভোজনম্ ॥  
 ১৯১ ॥ ইতি তে কথিতং দেবি শুভপূর্ণাভি-  
 য়েচনম্ । ব্রহ্মজ্ঞানৈকজননং শিবকৃষ্ণ-  
 সাধনম্ ॥ ১৯২ ॥ নবরাত্রং মন্ত্ররাত্রং পঞ্চ-

করুন"—ইহা কোলগণের নিকট গুরু  
 বধিবেন। কোলগণ কহিবেন,—হে  
 চক্রেস্বর। হে পরমেশান। হে কোল-  
 কমল-দিনকর। আপনি এই মন্ত্র শিষ্যকে  
 কৃত্যর্থ করুন এবং ইহাকে কুলামৃত  
 প্রদান করুন।" ১৮২—১৮৮। অনন্তর  
 কোলদিগের আজ্ঞা গ্রহণপূর্বক স্ত্রী-  
 ম্পন্ন পরমামৃত-পূর্ণ পানপাত্র শিষ্যহস্তে  
 গুরু সমর্পণ করিবেন। পবে গুরু, দেবীকে  
 স্তম্ভদ্বয়ে ধ্যানপূর্বক প্রব-সংলগ্ন ভঙ্গা দ্বারা  
 শিষ্যের ও কোলদিগের ভ্রামধ্যে ত্রিগুণ  
 দিবেন। তৎপরে প্রসাদতত্ত্ব সকল কোল-  
 গণকে পরিবেশন করিষা, চন্দ্রানুষ্ঠানের  
 বিধি অনুসারে পান ও ভোজন করিবে।  
 হে দেবি। এই তোমার নিকট আগা-  
 কর্তৃক ব্রহ্মজ্ঞানের একমাত্র কারণ ও  
 শিবত্ব লাভের উপায় শুভ পূর্ণাভিষেক-

রাত্রং ত্রিবারকম্ । ক্লথবাপ্যেকবারক কুথ্যং  
 পূর্ণাভিষেচনম্ ॥ ১৯৩ ॥ মংক্কাবহমিন্  
 কুলেশানি পঞ্চকলাঃ প্রকীর্তিতাঃ । নবরাত্রো  
 বিধাতব্যং সর্বতোভদ্রমণ্ডলম্ ॥ ১৯৪ ॥  
 নবরাত্রং মন্ত্ররাত্রং পঞ্চরাত্রং পূর্ণরাত্রকে ।  
 ত্রিরাত্রং চৈকরাত্রং চ পদ্মমষ্টদলং ত্রিযে ॥  
 ১৯৫ ॥ মণ্ডলে সর্বতোভদ্রে নবরাত্রোহপি  
 সাধকৈঃ । স্থাপনীয়ানব যুটীঃ পঞ্চাভ্য পঞ্চ-  
 মধ্যাকাঃ ॥ ১৯৬ ॥ বলিনেহষ্টদলে দেবি  
 ষট্ভেকঃ প্রকীর্তিতাঃ । অজাবরণদেবাংশচ  
 কেশরাদিযু পূজয়েৎ ॥ ১৯৭ ॥ পূর্ণাভিষেক-  
 সিদ্ধানাং কোলানাং নির্মলাভ্যনাম্ । দর্শনাং  
 স্পর্শনাদ্ভাণাদ্ভ্যাস্ত্রিবিধীয়তে ॥ ১৯৮ ॥

কথিত হইল। নবরাত্র, মন্ত্ররাত্র, পঞ্চরাত্র,  
 ত্রিরাত্র, অথবা একরাত্র পূর্ণাভিষেক  
 করিবে। হে কুলেশব। এই মংক্কায়ে  
 পাঁচটি কলা কথিত আছে। নবরাত্র-বিহিত  
 আভিষেকে সর্বতোভদ্র মণ্ডল, হে ত্রিযে।  
 মন্ত্ররাত্র-বিহিত আভিষেকে নবরাত্র মণ্ডল,  
 পঞ্চরাত্র-বিহিত আভিষেকে পঞ্চরাত্র মণ্ডল,  
 ত্রিরাত্র ও একরাত্র-বিহিত আভিষেকে অষ্ট-  
 দল পদ্ম রচনা করিবে। ১৮৯—১৯৫।  
 সাধকগণ সর্বতোভদ্র মণ্ডলে এবং নবরাত্র  
 মণ্ডলে নয়টি ষট এবং পঞ্চরাত্র মণ্ডলে  
 পাঁচটি ষট স্থাপন করিবে। হে দেবি।  
 অষ্টদল পদ্মে একটিমাত্র ষট কথিত হই-  
 য়াছে। কেশরাদিতে অজদেবতা ও আবরণ-  
 দেবতাদিগের পূজা করিবে। পূর্ণাভিষেকে  
 নিক নির্মলচেতা কোলদিগের দর্শন, স্পর্শ

শাক্তৈর্বা বৈষ্ণবৈঃ শৈবৈঃ সৌরৈর্গণপতৈ-  
রপি । কৌলধর্ম্মাশ্রিতঃ সাধুঃ পূজনীয়ৈ-  
হত্ৰিয়ভুতঃ ॥ ১৯৯ ॥ শাক্তে শাক্তা গুরুঃ  
শান্তঃ শৈবে শৈবো গুরুর্মতঃ । বৈষ্ণবে  
বৈষ্ণবঃ সৌরে সৌরো, গুরুদাহুতঃ ॥ ২০০ ॥  
গাণপে গাণপতৈশ্চ কৌলঃ সর্বত্র সদৃগুরুঃ ।  
অতঃ সর্বাত্মনা ধীমান্ কৌলাদীক্ষাং সমা-  
চরেৎ ॥ ২০১ ॥ পঞ্চভূতেন যত্নেন ভজ্য  
কৌলান্ যজন্তি যে । উদ্ধৃত্য পুরুষান  
সর্বাংশে যান্তি পরমাং গতিম্ ॥ ২০২ ॥  
পশোর্বিক্রমকমস্তঃ পশুরেব ন সংশয়ঃ ।  
বানাসকদমুখীঃ কৌলাস্তবতি ব্রহ্মবিৎ ॥

এবং ত্রাণ দ্বারা স্রষ্টৃশক্তি বিহিত হইয়াছে ।  
শাক্ত, বৈষ্ণব, শৈব, সৌর কিংবা গাণপত  
সকল উপাসক কর্তৃক অতি যত্ন দ্বারা কুল-  
ধর্ম্মাশ্রিত সাধু পূজনীয় । শাক্তদিগের শাক্ত  
গুরু, শৈবদিগের শৈব গুরু, বৈষ্ণবদিগের  
বৈষ্ণব গুরু, সৌরদিগের সৌর গুরু, গাণপত-  
দিগের গাণপত গুরুই গ্রাহ্য । ১৯৬-২০১ । যাহারা  
যত্নপূর্বক ভক্তি-সহকারে পঞ্চভূত দ্বারা  
কৌলদিগের পূজা করেন, তাহারা আপনাদের  
সকল অর্থাৎ পূর্বাপর পুরুষদিগকে উদ্ধার  
করিয়া পরম গতি প্রাপ্ত হন । পশুর মুখ  
হইতে লব্ধমস্ত ব্যক্তি পশুই, ইহাতে সংশয়  
মাত্র নাই । যিনি বীরের নিকট মস্ত গ্রহণ  
করিয়াছেন, তিনি বীর এবং যিনি কৌলদিগের

২০৩ ॥ শাক্তাভিষেকী বীরঃ স্তাৎ পঞ্চভূতানি  
শোধয়েৎ । শ্রেষ্ঠপূজাবিধাবেব ন তু চক্ষে-  
দ্ববো ভবেৎ ॥ ২০৪ ॥ বীরধাতী বৃথাপায়ী  
বীরাণং স্তৌগমস্তথা । শ্রেষ্ঠী মহাপাতকিন-  
স্তংসংসর্গী চ পঞ্চমঃ ॥ ২০৫ ॥ কুলবর্জ্য  
কুলজবাৎ কুলসাধকমেব চ । যে নিন্দন্তি  
ভূবাত্মনস্তে গচ্ছন্ত্যধমাং গতিম্ ॥ ২০৬ ॥  
নৃত্যন্তি রুদ্রডাকিত্যো নৃত্যন্তি রুদ্রভৈরবাঃ ।  
মাংসান্ধিচর্কণানন্দাঃ সুরাঃ কৌলদ্বিয়াং  
নৃণাম্ ॥ ২০৭ ॥ দয়ালবঃ সত্যনীলাঃ সদা  
পরহিতৈষিণঃ । তান্ গর্হয়ন্তো নরকান্নিকৃতিং

নিকট মস্ত গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি ব্রহ্মজ্ঞ  
হন । যাহার শাক্তাভিষেক হইয়াছে, তিনি  
বীর । স্বীয় ইষ্টদেবতার পূজা-বিধিতেই  
পঞ্চভূত শোধন করিতে পারিবেন, কিন্তু  
চক্ষেণই হইতে পারিবেন না । বীর-হত্যা-  
কারী, বৃথা অর্থাৎ অবৈধ মদ্য-পায়ী, বী-  
রপত্নী গামী এবং চোর অর্থাৎ বিশ্রম মিক  
অনীতিবৃত্তিকাপরিমিত সুবর্ণ-চোর, ইহা বা  
মহাপাতকী এবং এই চতুর্বিধ মহাপাতকীর  
সহিত সংসর্গকারী ব্যক্তিও পঞ্চম মহা-  
পাতকী । যে ভূবাত্মার কুলমার্গ, কুলজবা ও  
কুলসাধকেব নিন্দা করে, তাহার অধোগতি  
প্রাপ্ত হয় । রুদ্র, ডাকিনীগণ ও রুদ্রভৈরব  
দেবগণ, কৌলদ্বৈত মনুষ্যাগণের মৎস ও  
আম্রি কর্ত্তে জানন্দিত হইয়া নৃত্য করিতে  
থাকেন । দয়াশূন্য, সত্যনিষ্ঠ ও সর্বাঙ্গ পর-  
হিতৈষী ব্যক্তিরাও তাহাদিগের অর্থাৎ  
কৌলদিগের নিন্দা করিলে, কোনকালে নরক

যাস্তি ন কচিৎ ॥ ২০৮ ॥ উক্তাঃ প্রয়োগা  
বহবঃ কৰ্ম্মাণি বিবিধানি চ । ত্রৈলোক্যনিষ্ঠ-  
কৌলস্ত ত্যাগানুষ্ঠানয়োঃ সমম্ ॥ ২০৯ ॥  
একমেব পরং ব্রহ্ম জগদাবৃত্য তিষ্ঠতি ।  
নিম্বার্চয়া তদৰ্চ্য শ্রাদ্ধভ্যঃ সৰ্ব্বং তদধিতম্ ॥  
২১০ ॥ ফাগাসক্তাঃ কামপরাঃ কৰ্ম্মজ্ঞানরতাঃ  
প্রিয়ে । পৃথক্ত্বেন যজন্তোহপি তৎ প্রয়াস্তি  
বিশস্তি চ ॥ ২১১ ॥ সৰ্ব্বং ব্রহ্মণি সৰ্ব্বত্র ব্রহ্মৈব  
পরিপশ্যতি । জ্ঞেয়ঃ স এব সৎকৌলো  
জীবন্তুজ্ঞো ন সংশয়ঃ ॥ ২১২ ॥

ইতি-বুদ্ধিপ্রাক্কাদিমৃতক্রিয়া-পূর্ণাভিষেক-  
কথনং নাম দশম উল্লাসঃ ॥ ১০ ॥

হইতে নিস্তার প্রাপ্ত হইবেন না ।  
২০২—২০৮ । বহুবিধ প্রয়োগ ও বিবিধ  
কৰ্ম্ম বলিয়াছি ; একমাত্র ব্রহ্ম-পরায়ণ  
কৌলের কৰ্ম্মত্যাগ ও কৰ্ম্মানুষ্ঠান—উভয়েই  
সমান ফল । একমাত্র পরমব্রহ্ম, ত্রিভুবনকে  
আবরণ করিয়া অবস্থান করিতেছেন, তাতএব  
বিশ্বের অর্চনা করিলে সেই ব্রহ্মেরই পূজা  
করা হয় ; কারণ, সকল বস্তুই ব্রহ্মের  
সহিত অধিত অর্থাৎ অভিন্ন । হে প্রিয়ে !  
ফলে আসক্ত, কাম-পরায়ণ ও কৰ্ম্মকাণ্ডে  
নিরত ব্যক্তিগণ পৃথগ্ভাবে অথবা দেবতাব  
পূজা করিলেও ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেন ও  
ব্রহ্ম মিলিত হন । যিনি সকল বস্তুই  
ব্রহ্মে এবং সকল বস্তুতেই ব্রহ্ম অবলোকন  
করেন, তাঁহাকেই সৎকৌল ও জী যুগ্ম  
জানিবে—সন্দেহ নাই । ২০৯—২১২ ।

দশম উল্লাস সমাপ্ত ॥ ১০ ॥

### একাদশ উল্লাসঃ ।

জাত্বা শাস্ত্রবদধৰ্ম্মাণি বর্ণাশ্রমবিভেদতঃ ।  
অপর্ণা পরয়া প্রীত্যা পশুচ্ছ শঙ্করং  
প্রতি ॥ ১ ॥ ক্রীদেব্যাণাচ । বর্ণাশ্রমাচারধৰ্ম্মাঃ  
সংস্কারা লোকসিদ্ধয়ে । কথিতাঃ কৃপয়া  
মহ্যং সৰ্ব্বজ্ঞেন ত্বয়া প্রভো ॥ ২ ॥ কলৌ  
দুর্বৃত্তয়ো লোকাঃ কামক্রোধাকচেতসঃ ।  
নাস্তিকাঃ সংশয়াজ্ঞানঃ সন্দেহিয়ম্মুখৈমিণঃ ॥  
৩ ॥ ভবন্নিগদিতং বস্তু নানুষ্ঠাশ্চি  
দুর্জিয়ঃ । তেযাং কা গতিরীশান বিশেষা-  
বক্তুমর্হসি ॥ ৪ ॥ ক্রীমদাশিব উবাচ ।  
মাধু পৃষ্টং ত্বয়া দেবি লোকানাং হিত-

### একাদশ উল্লাস ।

অপর্ণা দেবী বর্ণাশ্রম-বিভেদে শৈব-ধৰ্ম্ম  
শ্রবণ করিয়া পরম প্রীতি সহকারে শঙ্করকে  
জিজ্ঞাসা করিলেন,— হে প্রভো ! তুমি  
সৰ্ব্বজ্ঞ । লোকযাত্রা-মিছির জ্ঞাত তুমি  
কৃপা করিয়া আমার নিকট বর্ণ এবং আশ্র-  
মে । আচার, ধৰ্ম্ম ও সংস্কার—সমুদায়  
কহিলে । কলিকালের মনুষ্যাগণ,—দুর্বৃত্ত,  
কাম-ক্রোধাদি দ্বারা মূঢ়চেতা, নাস্তিক,  
সংশয়াপন্ন ও সৰ্ব্বদা ইন্দ্রিয় মুখাভিলাষী  
হে ঈশান । সেই সকল দুর্ভুক্তি লোকের  
তেমার কথিত পথের অনুসারে অনুষ্ঠান  
করিবে না ; তাহাদিগের গতি কি, বিশেষ  
রূপে বল । ১—৪ । ক্রীমদাশিব কহিলেন,  
—হে দেবি । হে লোকের হিতকারিণি ।

কারিণী । ত্বং জগজ্জননী দুর্গা জন্মসংসার-  
মোচনী ॥ ৫ ॥ ত্বাদ্যা জগতাং ধাত্রী পাল-  
য়িত্রী পরাংপরী । ত্বৈব ধার্ম্যতে দ্রোব  
বিশ্বমেতচ্চরাচুঃ ॥ ৬ ॥ ত্বমেব পৃথ্বী ত্বং  
বার ত্বং বায়ুত্বং ছতঃশনঃ । ৭ ॥ ত্বং বিয়ং  
ত্বমহঙ্কারত্বং মহত্ত্বরূপিনী ॥ ৮ ॥ ত্বমেব  
জীবা লোকেহস্মিৎস্বং বিদ্যা পরমদেবতা ।  
ইন্দ্রিয়ানি মনে বুদ্ধিঃশ্রেষ্যাং ত্বং গতিঃ  
স্থিতিঃ ॥ ৯ ॥ ত্বমেব বেদাঃ প্রপবঃ স্মৃতয়-  
স্বং হি সংহিতাঃ । নিগমাগমতত্ত্বানি সর্ব-  
শাস্ত্রময়ী শিবা ॥ ১০ ॥ মহাকালী মহালক্ষ্মী-  
মহানীলসরস্বতী । মহোদরী মহামায়া মহা-  
রৌদ্রী মহেশ্বরী ॥ ১১ ॥ সর্বজ্ঞা ত্বং জ্ঞান-

তুমি উদ্ভব-প্রাণ করিয়াছ । তুমি জগতের  
জননী, জন্ম ও সংসার-বন্ধন-মোচনী দুর্গা ।  
হে দেবি । তুমি আদ্যা, জগতের ধাত্রী,  
পালয়িত্রী ও পরাংপরী । এই চরাচর  
বিশ্বকে তুমিই বিদ্যমান রাখিতেছ । তুমি  
পৃথিবী, তুমিই জল, তুমিই বায়ু, তুমিই  
ছতঃশন, তুমি আকাশ, তুমি অহঙ্কার, তুমি  
মহত্ত্বরূপী । এই লোকে তুমিই সকল  
জীব, তুমি বিদ্যা, তুমি পরমদেবতা, তুমি  
ই স্মৃতি-সমুদায়, তুমি মন, তুমি বুদ্ধি, তুমি  
জগতের গতি ও স্থিতি । তুমিই বেদ সকল,  
তুমিই প্রপব, তুমি স্মৃতি-সমুদায়, তুমি  
মহাভারতাদি সংহিতা-সমুদায়, তুমি নিগম,  
তুমি অগম, তুমি তন্ত্র, ( অধিক কি ) তুমি  
সর্বশাস্ত্রময়ী শিবা । তুমি মহাকালী, মহা-  
লক্ষ্মী, মহানীল-সরস্বতী, মহোদরী, মহামায়া,

ময়া নাস্ত্যবেদ্যং ত্বাঙ্কিতং । তথাপি  
পৃচ্ছমি প্রাজ্ঞে প্রীত্যে কথয়ামি তে ॥ ১২ ॥  
সত্যমুক্তং ত্বয়া দেবি মনুজানাং নিচেষ্টিতম্ ।  
জানন্তোহপি হিতং মত্তঃ পাটপরাশুসুখ-  
প্রদৈঃ ॥ ১৩ ॥ নাচরিয়ান্তি সধর্মা হিতা-  
হিতবহিষ্কৃতাঃ । তেষাং নিঃশ্রেয়সার্থায়  
কর্তব্যং যৎ তদুচ্যতে ॥ ১৪ ॥ অনুষ্ঠানং  
নিষিক্ত্য ত্যাগো বিহিতকর্মণঃ । নৃণাং জন্ম-  
মৃতঃ পাপং ক্লেশশোকাময়প্রদম্ ॥ ১৫ ॥  
শানিষ্ঠমাত্রজননাং পরানিষ্ঠোপপাদনাং ।  
তদেব পাপং দ্বিবিধং জানীহি কুলনায়িকে ॥  
১৬ ॥ পরানিষ্টকরাং পাপানুচ্যতে রাজ্ঞঃ-

মহারৌদ্রী এবং মহেশ্বরী । তুমি সর্বজ্ঞা,  
জ্ঞানময়ী, স্মৃতরাং তোমার নিকটে অবৈদ্য  
কিছুই নাই । হে প্রাজ্ঞে । তথাপি তুমি  
যখন জিজ্ঞাসা করিতেছ, তখন তোমার  
প্রীতির নিমিত্ত বলিতেছি । হে দেবি ।  
কলিযুগের মানবগণের আচরণ তুমি যথার্থ  
রূপেই বলিয়াছ । তাহারা,—হিত বিষয়  
জ্ঞাত থাকিয়াও আস্ত সুখপ্রদ পাপে মত্ত  
হইয়া হিতাহিত-বিবেচনাশূন্য হইয়া সং-  
পথের অনুগমন করিবে না । তাহাদিগের  
মুক্তির নিমিত্ত যাহা কর্তব্য, তাহা কথিত  
হইতেছে । ৫—১০ । নিষিক্ত কর্মের অনু-  
ষ্ঠান এবং বিহিত-কর্মের ত্যাগ—এতদুভয়  
মনুষ্যের দুঃখ শোক-রোগ-জনক পাপ  
জন্মাইয়া দেয় । হে কুলনায়িক । এই  
পাপ দ্বিবিধ ;—একটী ক্রম নিষেধ অনুষ্ঠান-  
জনক ( যথা ;—সকল-আত্মিক না করা

শাসনাৎ । অজ্ঞানানুচ্যুতে মর্ত্যঃ প্রায়-  
শ্চিত্তাৎ সমাধিনা ॥ ১৬ ॥ প্রায়শ্চিত্তাথবা  
মর্দৈওর্ন পুত্রী যে কৃতাত্মসঃ । নরকায়  
নিবর্ত্ততে ইহামৃত বিগর্হিতাঃ ॥ ১৭ ॥  
তত্রাদৌ কথয়াম্যাদ্যো নৃপশাসননির্ণয়ম্ ।  
যজ্ঞজ্ঞানামহেশানি রাজা যাত্যধমাং গতিম্ ॥  
১৮ ॥ ভৃত্যান্ পুত্রান্দাসীনান্ প্রিয়ানপি  
তথাপ্রিয়ান্ । শাসনে চ তথা জ্ঞায়ে সম-  
দৃষ্ট্যাবলোকয়েৎ ॥ ১৯ ॥ স্বয়ং চেৎ কৃত-  
পাপঃ শ্রীৎ পীড়য়েদকৃতাত্মসঃ । উপ-  
বাসৈশ্চ দানৈস্তান্ পরিতোষ্য বিশুধ্যতি ॥  
২০ ॥ বধার্হং যজ্ঞমানঃ স্বং কৃতপাপো

ইত্যাদি) এবং অপরটী পরেরও অনিষ্ট-  
জনক (যথা;—ব্রহ্মহত্যাदि) । রাজদণ্ড  
দ্বারা পরানিষ্টকর পাপ হইতে মুক্তিলাভ  
করিতে পারে । প্রায়শ্চিত্ত ও সমাধি দ্বারা  
অজ্ঞবিধ পাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায় ।  
যে সকল পাপী প্রায়শ্চিত্ত বা রাজদণ্ড  
দ্বারা পবিত্র হয় নাই, তাহারা ইহলোকে  
নিন্দনীয় হইয়া পরলোকে নরক হইতে  
নিবৃত্ত হয় না, অর্থাৎ চির-নবক-বাসী হয় ।  
হে আদ্যো ! প্রথমতঃ রাজশাসনের নির্ণয়  
বলিতেছি ; হে মহেশ্বর ! রাজা যাহা  
লজ্জন করিলে অধমা গতি প্রাপ্ত হন ।  
রাজা,—শাসনে ও জ্ঞায়ে ভৃত্য, পুত্র,  
উদাসীন, প্রিয় বা অপ্ৰিয়—সকলকেই  
সমদৃষ্টি দ্বারা অবলোকন করিবেন । রাজা  
যদি স্বয়ং পাপাচরণ করেন, তাহা হইলে  
উপবাস ও দান দ্বারা শুদ্ধ লাভ করিবেন ।

নরাধিপঃ । তুর্ক্বা রাজ্যং বনং প্রাপ্য  
তপসাজ্ঞানমুকুরেৎ ॥ ২১ ॥ গুরুদণ্ডং নৈব  
রাজা বিদধ্যা'ল্লঘুপাপিষু । ন লঘুং গুরুপাপেযু  
বিনা হেৎবং বিপর্য্যয়ে ॥ ২২ ॥ তস্মিন  
যচ্ছাসনে শাস্তা । অনেকে'স্মার্গবর্ত্তিনঃ ।  
পাপেভ্যো নির্ভয়ে শস্তা লঘুপাপে গুরুদ'মঃ ॥  
২৩ ॥ সত্বং কৃতাপরাধেন সত্রেপে বহুম নিনি ।  
পাপাত্তৌ প্রশস্তঃ শ্রাদ্গুরুপাপে লঘু-  
দ'মঃ ॥ ২৪ ॥ যজ্ঞাপরাধী কোলশ্চৈত্ৰাক্ষণ  
লঘুপাপকৃৎ । বহুমা'ত্মোহ'পি দণ্ডাঃ শ্রাদ্-

যদি রাজা, নিরপরাধ ব্যক্তিদিগের দণ্ড দেন,  
তাহা হইলে দান দ্বারা সেই সকল নিরপরাধ  
ব্যক্তিকে পরিতুষ্ট করিয়া উপবাস ও দান  
দ্বারা শুদ্ধ হইবেন । ১৪—২০ । রাজা যদি  
একপ পাপ করেন যে, যদ্বারা আপনাকে  
আপনি বধার্হ বলিয়া বিবেচনা করেন, তাহা  
হইলে তিনি রাজ্য পরিত্যাগপূর্ব্বক বনে  
গমন করিয়া তপস্যা দ্বারা আপনাকে উদ্ধার  
করিবেন । রাজা, বিপর্য্যয়ে অর্থাৎ বিশেষ  
কারণ ব্যতিরেকে গুরুপাপে লঘুদণ্ড অথবা  
লঘুপাপে গুরুদণ্ড করিবেন না । যাহাকে  
শাসন করিলে বহুসজ্জা কুপথগামী ব্যক্তি  
শাসিত হইতে পারে, তাহার ও পাপভীতি-  
শূন্য ব্যক্তির লঘু অপরাধে গুরুদণ্ড প্রশস্ত ।  
একবার-মাত্র-কৃত অপরাধেই লজ্জানুভূত বহু-  
মানী এবং পাপভীরু ব্যক্তির গুরুপাপে  
লঘুদণ্ডই প্রশস্ত হইবে । যদি বহুমান্য  
কৌল ব্যক্তি অজ্ঞ অপরাধে অপরাধী হন,  
বা তাদৃশ ব্রাহ্মণ লঘুপাপ করেন, তাহা

বচোভিরবনীভূতা ॥ ২৫ ॥<sup>১</sup> জায়ং দণ্ডং  
প্রসাদক বিচার্য সচিবৈঃ সহ । যো ন  
কুর্ঘ্যাশ্বহীপালঃ স মহাপ্রাতকী ভবেৎ ॥ ২৬ ॥  
ন তাজেং পিতরো পুত্রো ন তাজেয়ুর্নপং  
প্রজাঃ । নৈত্যজেং স্বামিনং ভাৰ্য্যা বিনা  
তানতিপাপিনঃ ॥ ২৭ ॥ রাজ্যং ধনং জীবনক  
ধার্মিকম্ মহীপতেঃ । সংরক্ষয়ুঃ<sup>২</sup> প্রজা  
যত্নৈবজ্ঞাথা যাস্ত্যধোগতিম্ ॥ ২৮ ॥ মাতরং  
ভগিনীকপি তথা হুহিতরং শিবে । গন্তারো  
জ্ঞানতো যে চ মহাপুত্রনিবাতকাঃ ॥ ২৯ ॥ কুল-  
ধর্মং সমাশ্রিত্য পুনস্ত্যক্তকুলক্রিয়াঃ । বিশ্বাস-  
বাভিনো লোকা অতিপতকিনঃ স্মৃতঃ ॥ ৩০ ॥  
মাতাপিতৃষস্তুস্তম্ স্মৃতাং শ্রদ্ধাং গুরুজিহম্ ।

হইলে—জ্ঞা। তাঁ হাদিগেরও বাগদণ্ড করিবেন ।  
যে রাজা অমাত্যবর্গের সহিত বিচারপূর্বক  
জায়দণ্ড ও পুরস্কার না করেন, তিনি মহা-  
পাতকী হন । পুত্র, পিতামাতাকে ত্যাগ  
করিবে না এবং বিনয়সম্পন্ন ভাৰ্য্যা, ভর্তাকে  
পরিত্যাগ করিবে না;—তাঁহারা অতি  
পাতকী হইলে পরিত্যাজ্য । প্রজাগণ, যত্ন-  
পূর্বক ধার্মিক রাজার রাজ্য, ধন ও জীবন  
রক্ষা করিবে । অজ্ঞাথা অর্থাৎ রক্ষা না  
করিলে অধোগতি প্রাপ্ত হইবে । ২১—২৮ ।  
হে শিবে । যাহারা জ্ঞানপূর্বক মাতা,  
ভগিনী বা কন্যাগমনকারী কিংবা মহাপুত্র-  
হত্যাকারী অথবা কুলকর্ম আশ্রয় করিয়া  
পুনর্বার কুলক্রিয়ার অনুষ্ঠান-পরিত্যাগকারী  
এবং বিশ্বাসঘাতক লোক, তাহারা অতি-  
পাতকী । হে শিবে । মাতৃষমা, পিতৃষমা,

পিতামহস্ত বনিভাং তথা মাতামহস্ত চ ॥ ৩১ ॥  
মাতরং ভগিনীং কন্যাং গচ্ছতো নিধনং  
দমঃ । তামামপি সকামানাং তন্মব বিহিতং  
শিবে ॥ ৩২ ॥ পিত্রোভ্রাতৃঃ সূতাং জামাতৃং ভ্রাতৃঃ  
পত্নীং সূতামপি । ভাগিনেয়ীং প্রভোঃ পত্নীং  
তনয়াক কুমারিকাম্ । গচ্ছতাং পাপিনাং  
লিঙ্গচ্ছেদো দণ্ডো বিধীয়তে ॥ ৩৩ ॥ আমা-  
মপি সকামানাং দমো নাসানিকুন্তনম্ । গৃহামি-  
ধাপণৈকৈব পাপাদশাস্তিমুক্তয়ে ॥ ৩৪ ॥ মপিগু-  
দারতনয়াঃ স্ত্রিয়ং বিশাসিনামপি । সর্বশ্ব-  
হরণং কেশবপনং গচ্ছতো দমঃ ॥ ৩৫ ॥  
স্ত্রীভরেতাভিরজ্ঞানাত্তেং পণিযো যদি ।

পুত্রবধূ, শ্রদ্ধা, গুরুপত্নী, পিতামহী, মাতামহী,  
মাতা, ভগিনী বা কন্যা-গমনকারী বা সূতাদণ্ড  
বিহিত; এই কার্যে ইচ্ছাবতী মাতৃষমা,  
পিতৃষমা, পুত্রাধু প্রভৃতিরও সেই দণ্ড ।  
পিতৃব্যকন্যা, মাতুলকন্যা, পিতৃব্য পত্নী, মাতুল-  
পত্নী, ভ্রাতৃপত্নী, ভ্রাতৃকন্যা, ভাগিনেয়পত্নী,  
প্রভুপত্নী, প্রভুকন্যা বা কুমারী-গমনকারী  
পাপীদিগের লিঙ্গচ্ছেদ দণ্ড বিহিত হই-  
য়াছে । হুকার্যে স্পৃহায়ুক্ত এই সকল কাগিনী-  
দিগের এই পাপ হইতে মোচনের নিমিত্ত  
নাসিকাচ্ছেদন এবং গৃহ হইতে বহিষ্করণই  
দণ্ড । মপিগুর পত্নী বা কন্যাগামী এবং  
বিশাসী লোকের পত্নী-গমনকারীর সর্বশ্ব-  
হরণ ও মস্তক-মুণ্ডনই দণ্ড । যদি অজ্ঞান  
বশতঃ পূর্বোক্ত কোন নারীর সহিত ব্রাহ্ম  
বা শৈব-পদ্ধতি অনুসারে বিবাহ হয়, তাহা  
হইলে ( এই অকার্য্য ) জানিয়া তৎক্ষণাৎ

ব্রাহ্মণ্যাপি শৈবেন জ্ঞাতা তান্ত্রিকণ্ড  
 ত্যজেৎ ॥৩৬॥ সর্বদায়নু যো গচ্ছেদলোম-  
 পরস্ত্রিয়ম্ । দমস্তস্য ধনাদানং মাতৈকং  
 কণভোজনম্ ৩৭ রাজহুবেশুশূদ্রণং সামা-  
 ত্যনাং বরাননে । ব্রাহ্মণ্যং গচ্ছতং জ্ঞানান্নি-  
 চ্ছেদো দমঃ স্মৃতঃ ॥ ৩৮ ॥ ব্রাহ্মণ্যং বিকৃতং  
 কৃত্বা দেশান্নির্ঘাপয়েন্নৃপঃ । বীজীগামিনাং  
 তাসামেবমেব দমো বিধিঃ ॥ ৩৯ ॥ ছুরাশ্রা  
 যস্ত রমতে শ্রমিলোমপরস্ত্রিয়া । দণ্ডস্তস্য  
 ধনাদানং ত্রিমাसং বণভোজনম্ ॥ ৪০ ॥  
 সকামায়াঃ স্ত্রিযাশ্চাপি দণ্ডস্তদ্বাদায়তে ।

সেই স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিবে। ২৯-৩৬ ।  
 যে ব্যক্তি সজাতীয় পরপত্নীতে গমন করিবে,  
 অথবা যে ব্যক্তি আপন অপেক্ষা হীনজাতীয়  
 পরস্ত্রীতে অর্থাৎ চাণ্ডালাদি অপকৃষ্টজাতি  
 ভিন্ন হীনবর্ণ পরস্ত্রীতে গমন করিবে, তাহাব  
 দণ্ড যথাসম্ভব ধনগ্রহণ ও একমাস কণ-  
 ভোজন । হে বরানন ! জ্ঞানপূরক  
 ব্রাহ্মণী-গমনকঃ ১ ক্ষত্রিয়, ১ শূদ্র বা  
 সামান্যজাতিব নিজচ্ছেদনরূপ দণ্ড স্মৃত  
 হইয়াছে । রাজা, ঐ কর্মে ইচ্ছাযুক্তা ঐ  
 ব্রাহ্মণীকে বিকৃত অর্থাৎ অঙ্গহীনা করিয়া  
 দেশ হইতে বহিস্কৃত করিবেন এবং যাহারা  
 বীরাচারীদিগেব পত্নী গমন করে, তাহা-  
 দিগের নিজচ্ছেদ ও কুক্রিয়াসক্ত বীরপত্নী-  
 দিগকে বিকৃত করিয়া দেশ হইতে বহিস্কৃত  
 করিবেন—ইহাই দণ্ড । যে ছুরাশ্রা প্রাতি-  
 লোম অর্থাৎ উচ্চজাতীয় পরস্ত্রী সহিত  
 কুক্রিয়াসক্ত হয়, তাহার সর্বস্ব-হরণ, তিন

বলাৎকারগতা ভাৰ্য্যা ত্যজ্যা পাল্যা ভবে-  
 চ্ছিবে ॥ ৪১ ॥ ব্রাহ্মী ভাৰ্য্যাথবা শৈবী  
 কামুতো বাপ্লাকামকঃ । সর্বথা হি পরি-  
 ত্যজ্যা ত্যজেৎ পরগতা সক্রমঃ ॥ ৪২ ॥ গচ্ছতং  
 বারনারীযু গুণাদিপশ্যোনিযু । শুদ্ধিভবতি  
 দেবেশি ত্রিরাত্র কণভোজনাৎ ॥ ৪৩ ॥  
 গচ্ছতং কামঃ পুংসঃ স্ত্রিয়াঃ পায়ুং ছুরাশ্র-  
 নাম্ । বধ এষ বিধাতব্যো ভূভূতা শত্ৰুশাস-  
 নাৎ ॥ ৪৪ ॥ বলাৎকাবৈশ যো গচ্ছেদপি

মাস কণভোজনই দণ্ড । \* সকামা ঐ  
 সকল রমণীবও ঐকপ দণ্ড হইবে । হে  
 শিব । যদি ভাৰ্য্যাকে অথো বলাৎকার করে,  
 তাহা হইলে, স্বামী ঐ ভাৰ্য্যাকে পরিত্যাগ  
 করিবে বটে ; কিন্তু তাহার ভরণ-পোষণ  
 করিতে হইবে । ব্রাহ্মী-ভাৰ্য্যা বা শৈবী-  
 ভাৰ্য্যা ইচ্ছাপূৰ্ব্বক হউক বা অনিচ্ছাপূৰ্ব্বক  
 হউক, যদি একবার পরপুরুষ-গতা হয়,  
 তাহা হইলে সে সর্বথা ত্যাগযোগ্য  
 হইবে । হে দেবেশি । বারাজনা বা গো-  
 প্রভৃতি পশুঘোনিতে গমনকারীদিগের ত্রিরাত্র  
 কণভোজনে শুদ্ধি হয় ৩৭-৪৩ যে সকল  
 ছুরাশ্রা, পুরুষ বা স্ত্রীলোকের গৃহদেশে  
 গমন করে, শত্ৰু-শাসন-ক্রমে রাজা তাহা-  
 দিগকে বধদণ্ড করিবেন । যদি কোন ব্যক্তি

\* ৩৮ শ্লোকে ব্রাহ্মণী-গমনে অপবাপর  
 জাতিব দণ্ড বিহিত হইয়াছে । এই শ্লোকে  
 শূদ্রাগমনে সামান্য জাতিব, বৈশ্যাগমনে গৃহের  
 ও ক্ষত্রিয়াগমনে বৈশ্যের দণ্ড উক্ত হইয়াছে ।

চাণ্ডালযৌযিতম্ । বধস্তম্ বিধাতব্যো ন  
ক্ষত্ৰ্য্যঃ কদাপি সঃ ॥ ৪৫ ॥ পরিণীতাস্ত  
যা নার্যো ব্রাহ্মণৈর্বা • শৈববজ্রভিঃ ।  
তা এব দাবা বিজ্ঞেয়া অত্যাঃ সর্বাঃ পর-  
জিয়ঃ ॥ ৪৬ ॥ কামাৎ পরজিয়ং পশুন্ রহঃ  
সন্তাষয়ন্ স্পৃশন্ । পরিষজ্যোপবাসেন  
বিশ্বোধোদ্ দ্বিগুণক্রমাৎ ॥ ৪৭ ॥ কুর্ক্বন্তোবৎ  
সকামা যা পরপুংসা কুলান্ধনা । উভোপ-  
বাসবিধিনা স্বাত্মানং পরিশোধয়েৎ ॥ ৪৮ ॥

বলাৎকার দ্বারা চাণ্ডালকন্যাও গর্ভন করে,  
তাহা হইলে তাহার বধ-দণ্ড করিবে ।  
( বলাৎকার-স্থলে নীচজাতীয়া বলিয়া )  
কদাপি কর্তাকে ক্ষমা করিবে না । যে  
সকল কন্যা, ব্রাহ্ম-বিবাহ দ্বারা বা শৈব-  
বিবাহ দ্বারা পরিণীতা হইয়াছে, তাহারাই  
ভাৰ্য্যা ; তন্নিম্ন সমুদায় জ্ঞাই পরজ্ঞী । যে  
ব্যক্তি সকাম হইয়া পরজ্ঞী দর্শন করিবে, সে  
একদিন উপবাস করিয়া শুদ্ধিলাভ করিতে  
পারিবে । যে ব্যক্তি সকাম হইয়া পরজ্ঞীর  
সহিত নির্জনে আলাপ করিবে, সেই ব্যক্তি  
তুই দিন উপবাস করিয়া ; যে ব্যক্তি পরজ্ঞী  
স্পর্শ করিবে, সেই ব্যক্তি চারি দিন উপবাস  
করিয়া এবং যে ব্যক্তি পরজ্ঞীকে আলিঙ্গন  
করিবে, সেই ব্যক্তি আট দিন উপবাস  
করিয়া শুদ্ধিলাভ করিতে পারিবে । যে  
কুলান্ধনা সকাম হইয়া, পরপুরুষের সহিত  
ঐকম্প করে, সে, কথিত উপবাস-বিধি  
অনুসারে ( অর্থাৎ যে কার্য্যে যেকম উপবাস  
উক্ত হইয়াছে, • যথা ;—দর্শনে এক দিন,

ক্রবন্ নিদ্যং বচঃ জ্ঞীযু পশুন্ শুভং পর-  
জিয়াঃ । হসন্ গুরুতরং মৰ্ত্ত্যোঃ শুভোদ্-  
দ্বিকুপবাসতঃ ॥ ৪৯ ॥ দর্শয়ন্ নগ্নমাত্মনং  
কুর্ক্বন্ নগ্নং তথাপরম্ । ত্রিরাত্রমশনং  
তাত্ত্বা শুদ্ধো ভবতি মানবঃ ॥ ৫০ ॥ পত্যাঃ  
পরাভিগমনং প্রমাণরতি চেৎ পতিঃ ।  
নৃপস্তদা তাং তজ্জারং শাস্ত্রাচ্ছাস্ত্রানুসারতঃ ॥  
৫১ ॥ প্রমাণে যদ্যশক্তঃ শ্রাদ্ধদায়িতোপ-  
পতেঃ পতিঃ । তাত্ত্বা তাং পোষয়েদ্রাশৈম-  
স্তিষ্ঠেচেৎ পতিশাসনে ॥ ৫২ ॥ রমমাণা-

কথোপকথনে তুই দিন ইত্যাদি,—তদনু-  
সারে ) আপনাকে শুদ্ধ করিতে পারিবে ।  
জ্ঞীলোকের প্রতি কুৎসিত-বাক্য প্রয়োগ  
করিলে, জ্ঞীলোকের গোপনীয় স্থান অব-  
লোকন করিলে, জ্ঞীলোক দেখিয়া গুরুতব  
হাস্ত করিলে, তুই দিন উপবাস দ্বারা শুদ্ধি-  
লাভ করিবে । যে ব্যক্তি আপনাকে নগ্ন  
দর্শন করায় এবং যে ব্যক্তি পরকে নগ্ন  
বরে, তাহার ত্রিরাত্র আহার পরিত্যাগ  
করিয়া শুদ্ধ হইবে । ৪৪—৫০ । যদি পতি  
নিজপত্নীর পরপুরুষ-সংসর্গ প্রমাণ করিতে  
পারে, তাহা হইলে রাজা সেই ব্যক্তাবিলী  
জ্ঞীকে এবং তাহার উপপতিকে শাস্ত্রানুসারে  
শাসন করিবে । যদি স্বামী, পত্নীর উপ-  
পতি-সংসর্গ প্রমাণ করিয়া দিতে অসমর্থ  
হয়, তাহা হইলে সেই জ্ঞীকে পরিত্যাগ  
করিয়া ভরণ-পোষণ করিবে,—যদি ঐ জ্ঞী,  
পতির আদেশে অবস্থিতি করে । স্বামী,  
পত্নীকে উপপতিতে রত দেখিয়া তৎক্ষণাৎ

মুপপত্তৌ পশুনং পত্নীং পতিস্তুতা । নিম্নন  
বনিতয়া জারং বধার্হো নৈব ভূভূতঃ ॥ ৫৩ ॥  
ভর্তৃনিবারণঃ যত্র গমনে যেন ভ্রাযণে ।  
প্রয়াণাভ্রাযণাং তত্র ত্যাগার্হো স্ত্রাং কুলা-  
ঙ্গনা ॥ ৫৪ ॥ মৃত্যে পত্যৌ স্বধর্ম্মেণ পতি-  
বন্ধুবেশে স্থিতা । অভাবে পিতৃবন্ধনাং তিষ্ঠন্তী  
দায়মর্হতি ॥ ৫৫ ॥ দ্বিভোজনং পরান্নক  
মৈথুনামিষভূষণম্ । পর্য্যঙ্কং রক্তবাসশ্চ  
বিধবা পরিবর্জ্যয়েৎ ॥ ৫৬ ॥ নাস্তমুদ্বর্ত্তয়ে-  
দ্বাগৈত্রীম্যালাপমপি ত্যজেৎ । দেবপ্রভা  
নয়েৎ কালং বৈধব্যং ধর্ম্মমাস্ত্রিতা ॥ ৫৭ ॥  
ন বিদ্যাতে পিতা যস্য শিশোর্মাতা পিতা-

স্ত্রীর সহিত উপপত্যিকে বিনষ্ট করিলে  
রাজার নিকট বধার্হ হইবে না, অর্থাৎ রাজা  
তাহার কোন দণ্ড করিবেন না । যেখানে  
গমন করিতে বা যাহার সহিত কথা কহিতে  
ভর্তার নিষেধ থাকে, কুপকামিনী সেই স্থানে  
গমন বা তাহার সহিত সস্তাযণ করিলে  
ভর্তার পরিত্যাজ্যা । স্বামীর মৃত্যু হইলে  
পতিবন্ধুনিগের অথবা পতিবন্ধুর অভাবে পিতৃ-  
কুলের বশে থাকিয়া নিজ ধর্ম্ম পালন করিলে,  
স্বামীর সমুদায় সম্পত্তি প্রাপ্ত হইবে ।  
বিধবা দুই বার ভোজন, পরান্ন-ভোজন,  
মৈথুন, আমিয়-ভোজন, ভূষণ, পর্য্যঙ্কে  
শয়ন, রক্তবস্ত্র পরিধান পরিত্যাগ করিবে ।  
বৈধব্য ধর্ম্ম অবলম্বনপূর্ব্বক শ্রুগন্ধি দ্রব্য দ্বারা  
গাত্র উদ্বর্ত্তন করিবে না ; গ্রামা আল্পপ  
পরিত্যাগ করিবে ; সর্ব্বদা দেবপূজা-নিরতা  
হইয়া কালক্ষেপ করিবে । ৫১—৫৭ । যে

মহঃ । নিয়তং পালনে তস্ত মাতৃবন্ধুঃ  
প্রশস্ততে ॥ ৫৮ ॥ মাতুর্মাতা পিতা ভ্রাতা  
মাতুর্ভ্রাতৃঃ সূতাস্তথান্ন মাতুঃ পিতুঃ সৌদ-  
রাশ্চবিজ্ঞেয়া মাতৃবান্ধবাঃ ॥ ৫৯ ॥ পিতুর্মাতা  
পিতা ভ্রাতা পিতুর্ভ্রাতৃঃ স্বমুঃ সূতাঃ । পিতুঃ  
সৌদরাশ্চ বিজ্ঞেয়াপিতৃবান্ধবাঃ ॥ ৬০ ॥  
পিতুর্মাতা পিতা ভ্রাতা পত্ন্যুর্ভ্রাতৃঃ স্বমুঃ  
সূতাঃ । পত্ন্যুঃ পিতুঃ সৌদরাশ্চ বিজ্ঞেয়াঃ  
পতিবান্ধবাঃ ॥ ৬১ ॥ পিত্রে মাত্রে পিতুঃ  
পিত্রে পিতামহে তথা স্ত্রিষু । অযোগ্য-  
শ্রবণে পুত্রহীনমাতামহায় চ ॥ ৬২ ॥ মাতা-  
মহে দরিদ্রেভ্য এভ্যো বাসস্তথামনম্ ।  
দাপয়েম্ পতিঃ পুংসা যথাবিভবস্মিন্মিকে ॥ ৬৩ ॥  
দুর্ধ্বাচ্যং কথ্যশ্চ পত্নীমেকাহমশনং ত্যজেৎ

বালকের পিতা, মাতা বা পিতামহ নাই,  
মাতৃকুলে মাতৃবন্ধু তাহার পালন বিষয়ে  
নিয়ত প্রশস্ত হইতেছে । মাতামহী, মাতা-  
মহ, মাতুল, মাতুলপুত্র এবং মাতামহ-  
সহোদর মাতৃবন্ধু বলিয়া, জ্ঞাতব্য । পিতা-  
মহী, পিতামহ, পিতৃন্য, পিতৃন্যপুত্র,  
পিতৃস্বসেয় এবং পিতামহসহোদর পিতৃবন্ধু  
বলিয়া জ্ঞাতব্য । স্বশ্রী, স্বশ্রুর, দেবরপুত্র,  
ভর্তৃ-ভগিনীপুত্র এবং স্বশ্রুর-সহোদর পতি-  
বান্ধব বলিয়া জ্ঞাতব্য । পিতা, মাতা,  
পিতামহ, পিতামহী, পত্নী, অযোগ্যপুত্র  
কিংবা পুত্রহীন মাতামহ, মাতামহী,—  
ইহারা দরিদ্র হইলে রাজা বিভব অনুসারে  
ইহাদিগকে অন্নবস্ত্র দেওয়াইবেন । নিজ  
পত্নীকে দুর্ধ্বাক্য বলিলে একদিন, পত্নীকে

‘ক্রোধং সন্তাড়য়ন রক্তং পাতয়ন সপ্ত বাস-  
রান্ ॥ ৬৪ ॥ ক্রোধাদ্বা মোহতো ভাৰ্য্যং  
মাতরং ভগিনীং সূতাম্ বধয়ুপোয়াসপ্ল্যাহং  
বিশ্বোধোচ্ছিবশাসনাং ॥ ৬৫ ॥ যন্তেনোদ্ধাহিতাং  
কন্ধ্যাং কালাতীতেহপি পার্থিবঃ । জানমু-  
দ্ধাহয়েদ্ভূয়ো বিধিরেষ শিবোদিতঃ ॥ ৬৬ ॥  
পরিণীতা ন রমিতা কন্ধ্যকা বিধবা ভবেৎ ।  
সাপ্যদ্বাহ্য পুনঃ পিতা শৈবধর্ম্মেণৈব বিধিঃ ॥  
৬৭ ॥ উদ্ধাহাদ্ভাদশে পক্ষে পত্যভাদ্ভাদ-  
হায়নে । প্রসূতে তনয়ং যোগ্যং ন সা পত্নী  
ন বা সূতঃ ॥ ৬৮ ॥ আ গর্ভাৎ পঞ্চমাসান্ত-

গর্ভং বা প্রাবয়েন্নিয়া । তমুপায়কৃতং তাক  
যাতয়েৎ তীব্রতাড়নৈঃ ॥ ৬৯ ॥ পঞ্চমাৎ  
পরতো মাসাদ্ভা প্তী জগৎ প্রপাতয়েৎ । তৎ  
প্রযোক্তুঞ্চ তস্তাঞ্চ পাতকং স্মারোধোচ্ছিবম্ ॥  
৭০ ॥ যো হস্তি জ্ঞানতো মন্ত্যং মানবঃ  
ক্রুরচেষ্টিতঃ । বধস্তস্ত বিধাতব্যঃ সর্বথা  
ধরনীভূতা ॥ ৭১ ॥ প্রমাদাদ্ভ্রমতোহজ্ঞানাদ্-  
ঘন্তং নরমন্দিমঃ । অবিধাদানতস্তীব্র-  
তাড়নৈস্তং বিশোধয়েৎ ॥ ৭২ ॥ স্ততো বা  
পরতো বাপি বধোপায়ং প্রকুর্বতঃ । অজ্ঞান-  
বধিনাং দণ্ডো বিহিতস্তস্ত পাপিনঃ ॥ ৭৩ ॥  
মিথঃ সংগ্রামযোদ্ধারমাততাহিনমাগতম্ ।

প্রহার করিলে ত্রিরাত্র এবং প্রহার করিয়া  
পত্নীর রক্তপাত করিলে সপ্তরাত্র ভোজন  
তাগ করিবে । ক্রোধ বা মোহ বশতঃ  
ভাৰ্য্যাকে মাতা কিংবা ভগিনী বা কন্ধ্যা  
বলিলে সপ্তরাত্র উপবাস করিয়া শিবের  
আজ্ঞা প্রভাবে শুদ্ধি লাভ করিবে । কন্ধ্যা  
নপুংসক কর্তৃক পরিণীতা হইয়াছে—বহু-  
কাল অতীত হইলেও তাহা জানিতে  
পারিলে, রাজা পুনর্বার সেই কন্ধ্যার বিবাহ  
দেওয়াইবেন—ইহা শিবোদিত বিধি । যদি  
কন্ধ্যা পরিণীতা হইয়া পতি-সহবাসের পূর্বে  
বিধবা হয়, তাহা হইলে তাহার পিতা  
তাহার পুনর্বার বিবাহ দিবে—শৈবধর্ম্মে  
এইরূপ বিধি আছে । ৬৮—৬৭ । বিবাহের  
পর দ্বাদশ পক্ষ অর্থাৎ ছয় মাসে অথবা  
স্বামীর মৃত্যুর এক বৎসর পরে, যে নারী  
যে পরিপুষ্ট সন্তান প্রসব করে, উক্ত স্বামীর  
সে নারী—পত্নীও নহে, সে পুত্র—পুত্রও

নহে । গর্ভাধান অবধি পঞ্চম মাসের মধ্যে  
যে নারী জ্ঞানপূর্বক গর্ভপ্রাব করিবে, সেই  
নারীকে এবং যে ব্যক্তি সেই গর্ভপাতের  
উপায় করিয়া দেয়, তাহাকে রাজা তীব্র  
তাড়ন দ্বারা যন্ত্রণাযুক্ত করিবেন । পঞ্চম  
মাসের পর যে নারী গর্ভপাত করিবে,  
তাহার এবং যে ব্যক্তি তাহার উপায় করিয়া  
দিবে, তাহার, বধ-জনিত পাতক হইবে ।  
যে ক্রুবকর্ম্মা মনুষ্য জ্ঞানপূর্বক নরহত্যা  
করে, রাজা তাহার অবশ্য বধদণ্ড করিবেন ।  
প্রমাদ বা ভ্রম বশতঃ অজ্ঞানপূর্বক মনুষ্য-  
হত্যাকারী ব্যক্তিকে অরিন্দম রাজা অর্ধ-  
গ্রহণ এবং কঠিন তাড়না দ্বারা শুদ্ধ  
করিবেন । যে স্ত্রয়ং বা অস্ত্র দ্বারা অস্ত্রের  
বধোপায় করে, সেই পাপীও—অজ্ঞানপূর্বক  
নর-হত্যাকারিগের যে দণ্ড বিহিত আছে,  
সেই দণ্ড হইবে । হে পরমেশ্বর ।

নিহত্য পরমেশানি ন পাপার্হো ভবেন্নরঃ ॥  
 ৭৪ ॥ অঙ্গচ্ছেদে বিধাতব্যং ভূতৃত্ব-  
 নিকৃত্তনম্ । প্রহারে চ প্রহারণং নৃষু পাপং  
 চিকীর্ষু ॥ ৭৫ ॥ বিপ্রান্ গুরুনবগুরেৎ  
 প্রহৃত্বো হুরাসদঃ । ধনাদানাক্ষতদাহাৎ  
 ক্রমতস্তৎ বিশোধয়েৎ ॥ ৭৬ ॥ শস্ত্রাদিক্রত-  
 কায়স্ত যথাসাৎ পততো মৃত্যে । প্রহর্য  
 দণ্ডনীয়ঃ স্তাদ্ধার্হো ন হি ভূতৃত্বঃ ॥ ৭৭ ॥  
 রাষ্ট্রবিপ্লাবিনো রাজ্যং জিহীষুর্ন পৈরিণাম্ ।  
 রহো হিতৈষিনো ভূত্যান্ ভেদকান্ নৃপ-

পরস্পরে যুদ্ধ করিতেছে—তাহার মধ্যে এক  
 জনকে একজন মবিলে বা আততায়ী  
 ব্যক্তিকে মাবিলে দাতক-মনুষ্য পাপ-  
 ভাগী হইবে না । পাপ কবিত্তে  
 ইচ্ছুক ব্যক্তি, অন্যের অঙ্গচ্ছেদ করিলে  
 রাজা তাহার অঙ্গচ্ছেদন ও অন্যকে প্রহার  
 করিলে রাজাও তাহাকে প্রহার করিবেন ।  
 ৬৮—৭৫ । যে পাপাত্মা ব্যক্তি, ব্রাহ্মণের  
 প্রতি বা গুরুর প্রতি প্রহারের জন্ত দণ্ড  
 প্রভৃতি উত্তোলন বা প্রহার করিবে, রাজা  
 যথাক্রমে তাহার ধনসম্পত্তি গ্রহণ এবং  
 হস্ত-দাহন দ্বারা বিপ্লব করিবেন অর্থাৎ  
 প্রহার জন্ত দণ্ড-প্রভৃতি উত্তোলন করিলে  
 ধনসম্পত্তি গ্রহণ এবং প্রহার করিলে হস্ত  
 দাহন করিবেন । শস্ত্রাদি দ্বারা ক্ষত-শরীর  
 ব্যক্তির ছয় মাসের পর মৃত্যু হইলে  
 প্রহারকর্ত্ত দণ্ডনীয় হইবে বটে, কিন্তু বধার্হ  
 হইবে না । রাজ্য বিপ্লাবক, রাজ্যহরণে  
 অস্তিলাষী, গোপনে রাজশত্রুদিগের বিতা-

মৈত্রয়োঃ ॥ ৭৮ ॥ যোদ্ধৃগিচ্ছুঃ প্রজা রাজা  
 শস্ত্রিণঃ পান্থপীড়কান্ । হতা নরপতিভেতান্  
 নৈব কিলিষতাগুভবেৎ ॥ ৭৯ ॥ যো হস্তা-  
 স্তানবৎ ভক্তুরাজ্যাহপরিহার্য্যয়া । ভক্তুবেব  
 বধস্তত প্রহর্যুর্ন শিবাক্ষয়া ॥ ৮০ ॥ অযত্ন-  
 পুংসঃ পশুনা শস্ত্রৈর্বান্ ত্রিয়তে নরঃ । ধন-  
 দণ্ডেন বা কায়দমেনাস্ত বিশোধনম্ ॥ ৮১ ॥  
 বহির্গুণ ন নৃপাক্ষাস্ত নৃপাক্ষে প্রৌঢ়বাদিনঃ ।  
 দূষকান্ কুলধর্ম্মাণাং শাস্ত্রাজ্ঞা বিগর্হিতান্ ॥  
 ৮২ ॥ স্থাপ্যাপহারিণং ক্রুরং বঞ্চকং ভেদ-  
 কারিণম্ । বিবাদয়ন্তঃ লোকাংস্ত দেশান্ধিধা-

কাজক্ষী, বাজার সহিত মৈত্রের ভেদকারী,  
 বাজার সহিত যুদ্ধ করিতে অভিলাষী প্রজা  
 ও শস্ত্রধারী হইয়া পথিকদিগের পীড়ক,—  
 রাজা এই সকল ব্যক্তিকে বিনাশ করিলে  
 পাপভাগী হইবেন না । যে ব্যক্তি প্রভুর  
 অলঙ্ঘনীয় অঙ্গানুসারে নবহত্যা করিবে,  
 সেই স্থলে ঐ ব্যক্তির প্রভুরই বধদণ্ড  
 হইবে; সেই প্রহারকর্ত্তার বধদণ্ড হইবে  
 না । অসাবধান পুরুষের অস্ত্র দ্বারা বা  
 পশু দ্বারা অপরের মৃত্যু হইলে, অর্থদণ্ড  
 দ্বারা তাহার বিশেষরূপে শুদ্ধি লাভ হইবে ।  
 বাজার আত্মপালনে পরাজুখ, রাজার  
 সম্মুখে প্রৌঢ়বাদ-কারী, কুলধর্ম্ম-দূষক,—  
 রাজা এই সকল গর্হিত ব্যক্তিকে শাসন  
 করিবেন । ৭৬—৮২ । গচ্ছিত-ধনাপহারী,  
 ক্রুর, বঞ্চক, ভেদক এবং লোকদিগের  
 পরস্পর বিবাদ বাধাইয়া দিতে তৎপর,—  
 রাজা ইহাদিগকে দেশ হইতে বহিষ্কৃত

পয়েম্পঃ ॥ ৮৩ ॥ শুক্লেন কণ্ডাৎ দাতৃশ্চ  
পুত্রঃ যশে প্রযচ্ছতঃ । দেশানির্ঘ পয়েদ্রাজা  
পতিতান্ হৃক্ষ জাম্বনঃ ॥ ৮৪ ॥ মিথ্যাপবাদ  
ব্যাঞ্জন পুরাদিষ্টে চকার্ষতঃ । যথাপরাধে  
তে শাস্তা ধর্মজ্ঞেন মহীভূতা ॥ ৮৫ ॥ যো  
যৎপরিমিতানিষ্টে কুর্যাৎ তৎসম্যক্তং  
ধনম্ । নৃপতিদাপয়েৎ তেন জনানিষ্ট-  
ভাগিনে ॥ ৮৬ ॥ মণিমুক্তাহিরণ্যাদিধনুনাং  
স্তেধকারিণঃ । করস্ত বাহ্যে ছেদনং বা  
কুর্যামূল্যং বিচাবয়ন ॥ ৮৭ ॥ মহিষাশ্ব-  
গবাদীনাং রত্নাদীনাং তথা শিশোঃ । বলে-  
নাপহৃত্যং নৃণাং স্তেয়িবহিহিতৌ দমঃ ॥  
৮৮ ॥ অমানামজমুশাস্ত্র বস্তনঃ স্তেয়িনং

করিয়েন। যাহাবা শুদ্ধ গ্রহণপূর্বক কথা  
বা পুত্র দান কবে, অথবা (জ্ঞানপূর্বক)  
যশকে পুত্র দান করে, রাজা সেই পাপাত্মা-  
দিগকে এবং পতিতদিগকেও দেশ হইতে  
বহিষ্কৃত করিবেন। মিথ্যাপবাদচ্ছলে পরের  
অনিষ্টাচরণ করিতে অভিলাষী ব্যক্তিগণ,  
ধর্মজ্ঞ রাজা কর্তৃক অপবাদ অনুগারে দণ্ডনীয়  
হইবে। যে ব্যক্তি যে পরিমাণে অনিষ্ট  
করিবে, তাহার সেই পরিমাণে অর্থদণ্ড করিয়া  
অনিষ্টভাগী ব্যক্তিকে রাজা তাহা প্রদান  
করাইবেন। মণি, মুক্তা বা সুবর্ণ প্রভৃতি  
ধাতুগুণ্য বিচার করিয়া চোরের হস্ত বা  
গহবয় ছেদন করিয়া দিবেন। যাহারা  
বলপূর্বক মহিষ, অশ্ব, গো প্রভৃতি পশু,  
জাদি বা শিশু-সন্তান অপহরণকারী,  
গাহাদিগের চোরের জায় দণ্ড বিহিত

নৃপঃ । বিশোধয়েৎ তৎ শঠৈকং মণ্ডাহং  
বাশয়নু কণম্ ॥ ৮৯ ॥ বিশাসঘাতকে পুংসি  
কৃতেন্নে সুরবান্দতে । যতৈস্তত্র তৈস্তপোদানৈঃ  
প্রায়শ্চিত্তৈর্ন নিকৃতিঃ ॥ ৯০ ॥ যে কুট-  
সাক্ষিণো মত্ত্যা মধ্যস্থাঃ পক্ষপাতিনঃ ।  
শাস্তাং তাংস্তীত্রদণ্ডেন দেশানির্ঘাপয়েনু-  
নৃপঃ ॥ ৯১ ॥ যত্ সাক্ষিণঃ প্রমাণং স্যুচ্ছারস্তয়  
এব বা । অভাবে দ্বাবাপ শিবে প্রমিচ্ছৌ যদি  
ধার্মিকৌ ॥ ৯২ ॥ দেশতঃ কালতো বাপি  
তথা বিষয়তঃ প্রিয়ে । পরস্পারমযুক্তধোদ-  
গ্রাহ্যং সাক্ষিণাং বচঃ ॥ ৯৩ ॥ অক্ষানাং  
বাকু প্রমাণং স্ত্রাজধিরাণাং তথা প্রিয়ে ।

হইয়াছে। অন্ন বা অন্নমূল্য-দ্রব্য-চোরকে  
রাজা একপক্ষ বা মণ্ডাহ কণভোজন  
করাইয়া বিশোধিত করিবেন। হে সুর-  
পুঞ্জিতে। বিশাসঘাতক বা কৃতঘ্নদিগের  
যজ্ঞ, ব্রত, তপস্যা ও দান প্রভৃতি কোন  
প্রায়শ্চিত্তেই নিকৃতি নাই। ৮৩—৯০।  
যে সকল মনুষ্য কুটসাক্ষী, যাহারা মধ্যস্থ  
হইয়া পক্ষপাত কবে,—রাজা তীত্র দণ্ড  
দ্বারা তাহাদিগকে শাসিত করিবেন এবং  
দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিবেন। ছয়  
জন, বা চারি জন, অথবা তিন জন সাক্ষী  
প্রমাণ হইবে। হে শিবে! অভাব-পক্ষে  
দুই জন সাক্ষীও প্রমাণ হইবে,—যদি  
তাঁহারা প্রসিদ্ধ ও ধার্মিক হন। হে প্রিয়ে!  
দেশ, কাল-ও বিষয়-বিশেষে পরস্পার-বিরুদ্ধ  
বাক্য বলিলে, সেই সাক্ষীদিগের বাক্য  
অগ্রাহ্য হইবে। হে প্রিয়ে! অক্ষ ও

মুকানাংমেড়মুকানাং শিরসাদীকৃতির্লিপিঃ ॥  
 ৯৪ ॥ লিপিঃ প্রমাণং সর্বেষাং সর্বত্রৈব  
 প্রযুক্তং । বিশেষাণ্যবহারেষু ন বিনষ্টো-  
 চ্চিরং যতঃ ॥ ৯৫ ॥ স্বীয়ার্থমপরার্থকৈঃ  
 কুর্ষতঃ কল্পিতাং লিপিম্ । দণ্ডস্তস্য  
 বিধাতব্যো দ্বিপাদং কুটসাক্ষিণঃ ॥ ৯৬ ॥  
 ভ্রমস্তাপ্রমত্তস্য যদক্ষীকরণং সত্বং ।  
 স্বীয়ার্থে তৎপ্রমাণং স্যাদ্ভ্রমো বহুসাক্ষিণাম্ ॥  
 ৯৭ ॥ যথা তিষ্ঠন্তি পুণ্যানি সত্যমাপ্রিত্য  
 পার্জতি । তথানুতং সমাপ্রিত্য পাতকাত্ম-  
 থিলাশ্রুপি ॥ ৯৮ ॥ অতঃ সত্যবিহীনস্ত

বধিরদিগের বাক্য প্রমাণ হইবে । যাহারা  
 মুক ( বোবা ) বা এড়মুক ( কানাবোবা ),  
 তাহাদিগের মস্তক সকালন দ্বারা স্বীকার ও  
 লিপি, প্রমাণস্থলে গৃহীত হইবে । সকল  
 স্থানে সকলের পক্ষেই লিপি-প্রমাণ প্রযুক্ত,  
 বিশেষতঃ ব্যবহার স্থলে ; যেহেতু, ইহা  
 বহুকালেও নষ্ট হয় না । যে ব্যক্তি আপমার  
 নিমিত্ত বা পরের নিমিত্ত কল্পিত-লিপি  
 ( জাল ) করিবে, তাহার—কুটসাক্ষীর যে  
 দণ্ড, তাহার দ্বিগুণ দণ্ড হইবে । ভ্রমরহিত  
 ও প্রমাদরহিত ব্যক্তি একবারমাত্র স্বীকার  
 করিলে, তাহা নিজ বিষয়ে বহুসাক্ষীর বাক্য  
 হইতেও প্রবল প্রমাণ হইবে । হে  
 পার্জতি ! যেমন সত্য আশ্রয় করিয়া সকল  
 পুণ্য অবস্থান করেন, তাহার স্যায় একমাত্র  
 মিথ্যাকে আশ্রয় করিয়া সকল পাতক  
 অবস্থান করিতেছে । অতএব যে ব্যক্তি  
 সত্যহীন, সেই ব্যক্তি সমুদায় পাপের

সর্বপাপাশ্রয়স্ত চ ॥ তাড়নাদমনাজ্জা ন  
 পাপার্হঃ শিবাজ্জয়া ॥ ৯৯ ॥ সত্যং ব্রবীমি  
 সঙ্কল্য স্পৃষ্ট্বা কোলুং গুরুং দ্বিজম্ । গঙ্গা-  
 তোদং দেবমূর্ত্তিং কুলশাক্তং কুলামৃতম্ ॥  
 ১০০ ॥ দেবনির্ম্মাণ্যমথবা কথনং শপথো  
 ভবেৎ । ত্তানুতং বদনু মর্ত্যঃ কল্মাশুং  
 নরকং ব্রজেৎ ॥ ১০১ ॥ অপাপজনি-  
 কার্য্যাপাং ভ্যাগে বা গ্রহণেহপি বা । তৎ-  
 কার্য্যং সর্বথা মর্ত্যৈঃ স্বীকৃতং শপথেন যৎ ॥  
 ১০২ ॥ স্বীকারোল্লভ্যনাচ্ছুধ্যোৎ পঞ্চমেক-  
 মভোজনৈ । ত্রমেণাপি তমুল্লভ্য দ্বাদ-  
 শাহং কণাশনৈঃ ॥ ১০৩ ॥ কুলধর্ম্মোহপি

আশ্রয় । তাদৃশ পাপাত্মার তাড়ন ও দমন  
 করিলে, শিবের আজ্ঞানুসারে রাজ্য পাপ-  
 ভাগী হন না । ৯১—৯৯ । “আমি যাহা  
 বলিব, তাহা সত্য” এইরূপ সঙ্কল্য করিয়া,  
 কোলগুরু, ব্রাহ্মণ, গঙ্গাজল, দেবমূর্ত্তি,  
 কুলশাক্ত, কুলামৃত, দেবনির্ম্মাণ্য—এই  
 সমুদায় স্পর্শ করিয়া যাহা কথিত হইবে,  
 তাহার নাম শপথ । এই শপথ করিয়া  
 মিথ্যাবাক্য বলিলে, এক কল্প পর্য্যন্ত নরকে  
 বাস করিবে । যে কার্য্য পাপজনক নহে,  
 তাহার ভ্যাগ বা গ্রহণ বিষয়ে যাহা শপথ-  
 পূর্ব্বক স্বীকৃত হইয়াছে, তাহা সর্বথা  
 কর্তব্য । স্বীকৃত বিষয়ের ( ইচ্ছাপূর্ব্বক )  
 লভ্যন করিলে, একপঞ্চ অনাহার দ্বারা শুদ্ধ  
 হইবে । ভ্রমক্রমেও তাহা লভ্যন করিলে,  
 দ্বাদশাহ কণভোজন দ্বারা শুদ্ধ হইবে ।  
 যদি কুলধর্ম্মও সত্য-বিধি অনুসারে সেবিত

সত্যেন বিধিনা চেম সৈবিতঃ । মোক্ষায়  
শ্রেয়সে স স্ত্রীং কোলে পাপায় কেবলম্ ॥  
১০৪ ॥ সুরা অবময়ী তুরা জীব-  
নিস্তারকারিণী । জননী ভোগমোক্ষাণাং  
নাশিনী বিপদাং রুজাম্ ॥ ১০৫ ॥ দাহিনী  
পাপসংখানাং পাবিনী জগতাং ত্রিয়ে ।  
সর্বসিক্তিপ্রদা জ্ঞান-বুদ্ধিবিদ্যাবিবর্জিনী ॥  
১০৬ ॥ মুক্তৈর্মুমুক্তিঃ সিক্তৈঃ সাধকৈঃ  
ক্ৰিতিপালকৈঃ । সেব্যতে সর্বদা দেবৈ-  
রাদ্যে স্বাতীষ্টসিক্তয়ে ॥ ১০৭ ॥ সম্যগ্ধি-  
বিধানেন স সমাহিতচেতসী । পিবন্তি মদিরাং  
মর্ত্য। অমর্ত্য। এব তৈ ক্ৰিভ্যে ॥ ১০৮ ॥  
প্রত্যেকতত্ত্বসীকারাদিধিনা স্তাচ্ছিবো নরঃ ।

না হয়, তাহা হইলে মোক্ষ এবং মঙ্গলের  
নিমিত্ত হয় না ; কেবল কোল ব্যক্তির  
পাপজনক হয় । সুরা—অবময়ী তুরা, অর্থাৎ  
দ্রব-পদার্থরূপে পরিণতা তুরা । সুরা  
জীবগণের নিস্তারকারিণী, ভোগ মোক্ষের  
হারণ এবং রোগ ও বিপদ-নাশিনী । হে  
ত্রিয়ে ! সুরা, পাপ সকলকে দগ্ধ করে,  
হুরা দ্বাবা জগৎ পবিত্র, সুরা সর্বপ্রকার সিদ্ধি  
বিতরণ করে এবং সুরা,—জ্ঞান, বুদ্ধি ও  
বিদ্যার বর্জন করে । হে আদ্যে । মুক্ত, মুমুক্ত  
ও সিক্তগণ, সাধকগণ, রাজগণ এবং দেবগণ  
স্ব স্বাতীষ্টসিক্তির নিমিত্ত সর্বদা এই সুরার  
সবা করিয়া থাকেন । যাহারা শাস্ত্রবিহিত  
নৈয়মে ও সমাহিত-চিত্তে সুরাপান করিয়া  
থাকেন, তাহারা পৃথিবীতে মর্ত্য হইয়াও  
অমর্ত্য অর্থাৎ দেবতুল্য হন । ১০০—১০৮ ।

ন জানে পঞ্চতত্ত্বানাং সেবনাং কিং ফলং  
ভবেৎ ॥ ১০৯ ॥ ইয়ং দেবী দেবী পীতা  
বিধিবিবর্জিতা । নৃণাং বিনাশয়েৎ সর্বং  
বুদ্ধিমাযুষ্মশো ধনম্ ॥ ১১০ ॥ অত্যন্তপান-  
মদ্যস্ত চতুর্বিধপ্রসাদিনী । বুদ্ধিবিবর্জিতা  
প্রায়ো লোকানাং মত্তচেতসাম্ ॥ ১১১ ॥  
বিভ্রান্তবুদ্ধির্মত্তজাং কার্যাকার্যমজানতঃ ।  
শানিষ্টক পরানিষ্টং জায়তেহস্মাৎ পদে  
পদে ॥ ১১২ ॥ অতো নৃপো বা চক্রে শো-  
মদ্যে মাদকং স্তু । অতো সন্তজ্ঞানান্ কায়-  
ধন দত্তেন শোধয়েৎ ॥ ১১৩ ॥ সুরাভেদাদ্-

এই পঞ্চতত্ত্বের প্রত্যেক তত্ত্ব, বিবি দ্বারা  
সেবন করিলেই লোক শিবস্বরূপ হয় ;  
জানি না, যে ব্যক্তি পঞ্চতত্ত্বই সেবন করেন,  
তিনি কতই ফল লাভ করিয়া থাকেন ।  
যদি বিধি ব্যক্তিরকে এই বান্ধনীদেবীকে  
কেহ পান করেন, তাহা হইলে ইনি পান-  
কর্তার বুদ্ধি, আয়ুঃ, যশঃ ও ধন—সমুদায়  
বিনষ্ট করেন । যাহারা প্রমত্তচিত্তে অত্যন্ত  
সুরা সেবন করে, তাহাদের ধর্ম, অর্থ, কাম  
ও মোক্ষ-সাধক জ্ঞান নষ্ট হয় । অতি মদ্যপ  
কার্যাকার্য-বিচার-হীন, বিভ্রান্তবুদ্ধি মত্ত  
প্রতিপদে নিজের এবং পরের অনিষ্ট করিয়া  
থাকে । অতএব মদ্যে বা মাদক-বস্তুতে  
অত্যন্ত আসক্ত ব্যক্তিদিগকে রাজা অথবা  
চক্রেশ্বর, শারীরিক দণ্ড দ্বারা বা অর্থদণ্ড  
দ্বারা শোধন করিবেন । সুরা অধিক পরি-  
মাণে পীত বা অল্প পরিমাণেই পীত হউক,  
সুরাভেদে, ব্যক্তিভেদে, দেশভেদে এবং

ব্যক্তিভেদানুসারেণাপ্যধিকেন বা । দেশ-  
কালবিভেদেন বুদ্ধিভ্রংশো ভবেৎগম্ ॥ ১১৪ ॥  
অতএব সুরামানাদতিপানং ন লক্ষ্যতে ।  
অলঙ্কাপানিপাদগুণতিরতিপানং বিচারয়েৎ ॥  
১১৫ ॥ নেস্ত্রিয়াপি বশে যন্ত মদবিহ্বল-  
চেতসঃ । দেবতা-গুরুমর্যাদোল্লঙ্গিনো ভয়-  
ক্ষাপিণঃ ॥ ১১৬ ॥ নিখিলানর্থযোগ্যস্ত পাপিনঃ  
শিবহাতিনঃ । দেহাজ্জিহ্বাং হরেনর্থ্য-  
স্তাভয়েৎ তক পার্থিবঃ ॥ ১১৭ ॥ বিচলৎ-  
পাদবাকুপানিং ভ্রান্তমুমত্তমুক্তম্ । তমুগ্রং  
হাতয়েজ্জা অবিপক্ষংহবেৎ ততঃ ॥ ১১৮ ॥  
অপরাধাদিনং মন্তং লজ্জাভয়বিরজিতম্ ।  
ধনাদানেন তং শাস্তাং প্রজাপ্রীতিকরো

কালভেদে মনুষ্যের বুদ্ধিভ্রংশ কথিয়া থাকে ।  
অতএব অলিত-বাক্য, অলিত-পানি, অলিত  
পদ ও অলিত-দৃষ্টি দ্বারা অতিরিক্ত পান  
বিচার করিবে ; যেহেতু সুরাব পরিমাণ দ্বারা  
অতিপান লক্ষ্য করা যায় না ১১৪—১১৫ ।  
রাজা,—অবশেষ্ত্রিয়, মদ-বিহ্বলচিত্ত, দেবতা  
ও গুরুর মর্যাদা-লঙ্ঘনকারী ভয়প্রদ,  
সকল অনর্থের যোগ্য, শিবহাতী পাপীর  
জিহ্বা দগ্ধ করিবেন, অর্থ হরণ করিবেন  
এবং তাড়না করিবেন । যাহার চরণ, বাক্য  
ও হস্ত বিচলিত হয়, যে ব্যক্তি ভ্রমযুক্ত,  
উন্মত্ত ও উদ্ধত, সেই উগ্র ব্যক্তির রাজা  
দণ্ডবিধান পূর্ব্বক তাহার ধন গ্রহণ করি-  
বেন । যে ব্যক্তি মন্ত, অলীল-বাক্য-উচ্চারণ-  
কারী এবং লজ্জাভয়-বিহীন,—প্রজা-প্রীতি-  
করক রাজা ধন গ্রহণপূর্ব্বক তাহাকে

নৃপঃ ॥ ১১৯ ॥ শতাভিযুক্তঃ কোলশ্চেদতি-  
পানাৎ কুলেশ্বরী । পশুরেব স্ফ মন্তব্যঃ  
কুলধর্ম্মবহিক্রমঃ ॥ ১২০ ॥ পিবমতিশয়ং  
মদ্যং শোধিতং বাপ্যশোধিতম্ । ত্যাজ্যো  
ভবতি কোলানাং দণ্ডনীয়োহপি ভূভূতঃ ॥  
১২১ ॥ ব্রাহ্মণ্যে ভাৰ্য্যাং সুরাং মন্ত্যঃ পায়সস্তো  
দ্বিজাতয়ঃ । শুভোদ্যভাৰ্য্যা সাক্ষিঃ পঞ্চাহং  
কণভোজনাৎ ॥ ১২২ ॥ অসংস্কৃতসুরা-  
পানাচ্ছুদ্যোহুপবসংস্ত্যাহম্ । ভুক্ত্যপ্য-  
শোধিতং মাংসমুপবাসদয়ং চরেৎ ॥ ১২৩ ॥  
অসংস্কৃতে মীনমুদ্রে খাদমুপবসেদহঃ ।

শাসন করিবেন । হে কুলেশ্বরী । শতাভি-  
যুক্ত কোল যদি অতিপান করেন, তাহা  
হইলে তিনিও কুলধর্ম্ম-বহিক্রম এবং পশু  
বলিয়াই গণ্য হন । মদ্য শোধিতই হউক  
অথবা অশোধিতই হউক, যে ব্যক্তি উহা  
অতিশয় পান করে, সে কোলগণের ত্যাজ্য  
ও ব্রাহ্মণ দণ্ডনীয় । যদি কোন ব্রাহ্মণ  
ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য, মত্ত হইয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম-  
বিধানানুসারে পরিণীতা পত্নীকে মদ্য পান  
করায়, তাহা হইলে ঐ ভাৰ্য্যার সহিত পঞ্চ  
দিন কণভোজন করিয়া শুদ্ধ হইবে ।  
অসংস্কৃত-সুরাপায়ী তিনদিন উপবাস করিলে  
শুদ্ধ হইবে । যদি কোন ব্যক্তি অপরি-  
শোধিত মাংস ভক্ষণ করে, তাহা হইলে  
তাহাকে দুই দিন উপবাস করিতে হইবে ।  
যদি কোন ব্যক্তি অসংস্কৃত মৎস্ত ও মুদ্রা  
ভক্ষণ করে, তাহা হইলে তাহার এক দিবস  
উপবাস কর্তব্য । যদি কোন ব্যক্তি বিধি-

অবৈধং পঞ্চমং কুর্ষনু ০ রাজ্ঞো দণ্ডেন  
শুধ্যতি ॥ ১২৪ ॥ ভুঞ্জানো মানবং মাংসং  
গোমাংসং জ্ঞানতঃ শিবে । উপে যা পক্ষং  
শুদ্ধঃ স্মাৎ প্রায়শ্চিত্তমিদং স্মৃতম্ ॥ ১২৫ ॥  
নরাকৃতিপশোর্ম্যাংসং মাংসং মাংসাদনম্ চ ।  
অত্ৰা শুধোন্নয়ঃ পাপাদুর্পবাসৈশ্চিভিঃ প্রিয়ে ॥  
১২৬ ॥ স্নেহান্নাং স্বপচান্নাক পশুনাং কুল-  
বৈরিণাম্ । খাদয়ন্নং বিশুদ্ধঃ স্মাৎ পক্ষ-  
মেকমুপোষিতঃ ॥ ১২৭ ॥ উচ্ছিষ্টং যদি  
ভুঞ্জীত জ্ঞানাদেয়াং কুলেশ্বরি । শুধ্যো-  
ন্নমোপবাসেনাজ্ঞানাত্ পক্ষোপনাসতঃ ॥ ১২৮ ॥

লজ্জনপূর্বক পঞ্চম তত্ত্বের সেবা করে, তাহা  
হইলে সেই ব্যক্তি রাজদণ্ড দ্বারা শুদ্ধি  
লাভ করিবে । ১১৬—১২৪ । হে শিবে ।  
যদি কোন ব্যক্তি জ্ঞানপূর্বক মনুষ্যমাংস বা  
গোমাংস ভক্ষণ করে, তাহা হইলে এক  
পক্ষ উপবাস করিয়া সে ব্যক্তি শুদ্ধ হইবে,  
—এই তাহার প্রায়শ্চিত্ত । হে প্রিয়ে । যে,  
মনুষ্যাকৃতি পশুব মাংস বা মাংসানী জীবের  
মাংস ভক্ষণ করিবে, তিন দিন উপবাস  
করিলে তাহাব শুদ্ধিলাভ হইবে । যে, স্নেহ,  
যবন, চ'ণ্ডাল, অথবা কুলাচাব-বিবোধী পশুর  
অন্ন ভোজন করিবে, সে একপক্ষ উপবাস  
করিলে শুদ্ধিলাভ করিবে । হে কুলেশ্বরি ।  
যদি কোন ব্যক্তি অন্তর্নেত্রী সক্ষম 'পূর্ব-  
শ্লোকোক্ত ) ব্যক্তির উচ্ছিষ্ট ভোজন করে,  
সে ব্যক্তি এক পক্ষ উপবাস করিলে শুদ্ধ  
হইবে । জ্ঞানপূর্বক ঐ সক্ষম লোকের  
উচ্ছিষ্ট ভোজন করিলে, এক মাস উপবাস

অনুলোমেন বর্ণনামমং ভুক্ত্য সক্ষমং প্রিয়ে ।  
দিনত্রয়োপবাসেন বিশুদ্ধঃ স্মান্নমাজ্ঞয়া ॥  
১২৯ ॥ পশু-স্বপচ-স্নেহান্নামমং চক্রপার্শ্বতঃ  
যদি । বীরহস্তাপার্শ্বতঃ বাপি উদ্যানং নৈব  
পাপভাক্ত ॥ ১৩০ ॥ অন্নভাবে চ দৌর্ভিক্ষে  
বিপদি প্রাণসঙ্কটে । নিষিদ্ধেনাদনেনাপি  
রক্ষনং প্রাণান্ ন পাতকী ॥ ১৩১ ॥ করিপৃষ্ঠে  
তথানেকোদ্ধাহপাশ'বদ ক্লমু । অলক্ষিতেহপি  
দুষ্যাণাং ভক্ষ্যদোষো ন বিদ্যতে ॥ ১৩২ ॥  
পশুনভক্ষ্যমাংসাং চ ব্যাধিগুক্তানপি প্রিয়ে ।

কবিয়া শুদ্ধিলাভ করিতে পারিবে । হে  
প্রিয়ে । যদি কোন ব্যক্তি একবার অনুলোম  
জাতির অর্থাৎ যথাক্রমে নীচজাতির অন্ন  
ভোজন করে (যথা ;—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়  
ভোজন ববে, ক্ষত্রিয় বৈশ্যের ভোজন করে ;  
ইত্যাদি ।) তবে আমার জাজ্ঞা অনুসারে  
তিন দিন উপবাস করিলে শুদ্ধিলাভ করিতে  
পারিবে । যদি পশু চ'ণ্ডাল অথবা স্নেহের  
অন্ন, চক্রে অর্পিত হয়, কিংবা বীর ব্যক্তি  
হস্তে করিয়া তাহা প্রদান করেন, তবে  
তাহা ভোজন করিলে কেহ পাপভাগী  
হইবে না । অন্নভাব, দুর্ভিক্ষ, বিপদকাল  
অথবা প্রাণসঙ্কটেব সময় উপস্থিত হইলে,  
যদি কেহ নিষিদ্ধ অন্ন ভোজন দ্বারা প্রাণ-  
রক্ষা করে, তবে সে পাপভাগী হইবে  
না । ১২৫—১৩১ । হস্তিপৃষ্ঠে, অমেক লোক  
দ্বারা বহনীয় প্রস্তব বা কাষ্ঠাসনে এবং  
দুষ্য-পন্যার্থের লক্ষ্য যদি না থাকে, তাহা  
উচ্ছিষ্টে, ভক্ষ্য-দোষ হয় না । হে প্রিয়ে ।

ন হস্তাদৈবতার্থেহপি হস্তা চ পাতকী ভবেৎ ॥  
 ১৩৩ ॥ কৃচ্ছ্রব্রতং নরঃ কুর্যাদ্গোবধে বুদ্ধি-  
 পূর্ব্বকৈ । অজ্ঞানাদাচরেনর্কং ব্রতং শঙ্কর-  
 শাসনাৎ ॥ ১৩৪ ॥ ন কেশবপনং কুর্যাম্  
 নখচ্ছেদনং তথা । ন ক্ষারযোগং বসনে  
 যাবন ব্রতম'চরেৎ ॥ ১৩৫ ॥ উপবাসৈর্নয়ে-  
 ন্মাসং মাসমেকং কলাশতৈঃ । মাসং  
 তৈক্ষ্ণ্যমময়ীয়াং কৃচ্ছ্রব্রতমিদং শিবে ॥ ১৩৬ ॥  
 ব্রতান্তে বাপিতশিরাঃ কোল ন জাতীৎশ্চ  
 বাধবান্ । ভোজয়িত্বা বিমুক্তঃ স্রাজ্জান-  
 গোবধপাতকাৎ ॥ ১৩৭ ॥ অপালনবধাদিগোশ্চ

যে সকল পশুর মাংস অভক্ষ্য, যে সকল  
 পশু রোগযুক্ত, দেবোদ্দেশেও সে সকল পশু  
 হনন করিবে না ; হনন করিলে পাতকী  
 হইবে। বুদ্ধিপূর্ব্বক গোহত্যা করিলে, কৃচ্ছ্র-  
 ব্রত করিবে। অজ্ঞান বশতঃ গোহত্যা  
 করিলে, শঙ্করের শাসন অনুসারে অর্ধকৃচ্ছ্র-  
 ব্রত আচরণ করিবে। যে পর্য্যন্ত ঐ ব্রত-  
 আচরণ না করিবে, সে পর্য্যন্ত ক্ষৌরকর্ষ্ম,  
 নখচ্ছেদ এবং বস্ত্রে ক্ষারসংযোগ করিবে  
 না। হে শিবে! এক মাস উপবাস করিয়া  
 যাপন, এক মাস কণ্ডক্ষাণ দ্বারা অতিবাহন  
 ও একমাস তৈক্ষ্ণ্যম ভোজন করিয়া যাপন  
 করার নাম কৃচ্ছ্রব্রত। ব্রত শেষ হইলে,  
 মস্তক মুণ্ডন করিয়া লৌল-জ্ঞাপ্তি এবং বন্ধু-  
 দিগকে ভোজন করাইয়া জ্ঞানকৃত গোবধ-  
 জনিত পাতক হইতে বিমুক্ত হইবে। হে  
 শিবে! অপালনকৃত গোবধ-জনিত পাতকী  
 হইলে আট দিন উপবাস দ্বারা শুদ্ধ হইবে।

শ্রোতৃদষ্টোপবাসতঃণ বাহজাদ্যা বিশুদ্ধোদ্যুঃ  
 প দন্যনক্রমাচ্ছিবে ॥ ১৩৮ ॥ গম্ভোষ্ট্রমহিষা-  
 শ্বাৎশ্চ হস্তা কোলিনি কামতঃ । উপবাসৈ-  
 ন্তিহিত্য শ্রোতৃগানিবঃ কৃতকিঞ্চিৎ ॥ ১৩৯ ॥  
 মৃগমেঘাজমার্জ্জারান্ নিঘ্নয় পবসেনহঃ ।  
 ময়ূরশুকহংসাৎশ্চ সৃজ্যোতিব্রশনং ত্যজেৎ ॥  
 ১৪০ ॥ নিহত্য সান্বিজন্তুংশ্চ নজ্জমদ্যা-  
 গিরামিষম্ । নিরস্থিজীবিনো হস্তা মন-  
 স্থাপেন শুধ্যতি ॥ ১৪১ ॥ পশুমীনাশুজান্  
 নিঘ্নয় মৃগয়ায়াং মহীপতিঃ । ন পাপার্হো  
 ভবেদেবি রাজ্ঞো ধর্ম্মঃ সনাতনঃ ॥ ১৪২ ॥  
 দেবোদ্দেশাৎ বিনা জাদ্র হিংসাং সর্কত্র

কিঞ্চ ক্ষত্রিয়—ছয় দিন, বৈশ্য—চারি দিন  
 এবং শূদ্র—দুই দিন উপবাস করিয়া উক্ত  
 পাতক হইতে মুক্তি লাভ করিবে।  
 ১৩২—১৩৮। হে কোলিনি। ইচ্ছাপূর্ব্বক  
 হস্তী, উষ্ট্র, মহিষ, অশ্ব—এই সমুদায় জীব-  
 হত্যা দ্বারা পাপী মানব, তিন দিন উপবাস  
 করিলে সেই পাপ হইতে মুক্তি লাভ  
 করিবে। মৃগ, মেঘ, ছাগ ও মার্জ্জার বধ  
 করিলে, এক দিন উপবাস করিবে এবং  
 ময়ূর, শুক বা হংস বধ করিলে সূর্যোর  
 উদয়াবধি অস্তকাল পর্য্যন্ত উপবাস করিবে।  
 অস্থিযুক্ত-জীব-হত্যা করিলে, এক রাত্রি  
 নিরামিষ ভোজন করিবে। অস্থিহীন জীব-  
 হত্যা করিলে, অনুতাপ দ্বারাই শুদ্ধ হইবে।  
 হে দেবি। রাজা, মৃগয়াকালে পশু, মীন  
 বা অশুভ জীব হত্যা করিলে পাপী হইবেন  
 না, যেহেতু ইহা রাজাদিগের নিত্যধর্ম্ম।

বর্জয়েৎ । কৃত্যায়ৈ বৈধহিংসায়ৈ নরঃ  
পাটৈর্ন লিপ্যতে ॥ ১৪৩ ॥ সঙ্কল্পিতব্রত-  
পূর্তৌ দেবনির্মাল্যলভনে । অশুচৌ দেবতা-  
স্পর্শে গায়ত্রীজপমাচরেৎ ॥ ১৪৪ ॥ মাতা  
পিতা ব্রহ্মদাতা মহাত্মা গুরুঃ স্মৃতাঃ ।  
নিদমেতান্ বদনং ক্রুরং শুধ্যৎ পকোপ-  
বাসতঃ ॥ ১৪৫ ॥ এবম্যান্ গুরুন কোলান্  
বিপ্রান্ গর্হয়পি শ্রিয়ে । সার্কিয়রোপবাসেন  
মুক্তো ভবতি পাতকায় ॥ ১৪৬ ॥ বিজ্ঞার্থী  
মানবো দেশানখিলান্ গচ্ছতীতি । নিষিক-  
কৌলিকাচারং দেশং শাস্ত্রমপি ত্যজেৎ ॥  
১৪৭ ॥ গচ্ছন্ত স্বেচ্ছয়া দেশে নিষিক্কুল-

হে ভদ্রে । দেবোদ্দেশ্য ব্যতিরেকে সকল  
কর্মেই হিংসা বর্জনীয় । বৈধ হিংসা  
করিলে, মনুষ্য পাপে লিপ্ত হইবে না ।  
সঙ্কল্পিত ব্রত সম্পূর্ণ করিতে না পারিলে,  
দেবনির্মাল্য লভন করিলে বা অশুচি-  
কালের মধ্যে দেবপ্রতিমা স্পর্শ করিলে,  
গায়ত্রী জপ করিলে । মাতা, পিতা ও ব্রহ্ম-  
দাতা,—ইহারা মহাগুরু । যে ব্যক্তি ইহা-  
দিগের নিন্দা করিলে, বা নির্ভর বাক্য বলিলে,  
সে পঞ্চ দিবস উপবাস করিয়া করিয়া শুদ্ধ  
হইবে । হে শ্রিয়ে । • যে এইরূপ ভাব  
কোন গুরু, কোল বা ব্রাহ্মণকে নিন্দা  
করিলে, বা কটু বলিলে, সে সার্কিয় দিবস  
উপবাস করিয়া পাতক হইতে মুক্ত  
হইবে । ধনাধী মানবগণ সকল দেশেই  
গমন করিলে পারিলে ; কিন্তু যে দেশে বা  
যে শাস্ত্রে কৌলিচার নিষিদ্ধ, সেই দেশ ও

বহ্নানি । কুলধর্মায় পতেদ্রুয়ঃ শুধ্যৎ পূর্ণা-  
ভিমেকতঃ ॥ ১৪৮ ॥ উপনোদয়মারভ্য যামা-  
ষ্টকমভোজনম্ । উপবাসঃ স বিজ্ঞেয়ঃ প্রায়-  
শ্চিত্তে বিधीয়তে ॥ ১৪৯ ॥ পিবেৎ স্তোত্রাজলি-  
কৈকং জগমপি সমীরণম্ । মানবঃ প্রাণ-  
রক্ষার্থং ন ভ্রশ্যেদুপবাসতঃ ॥ ১৫০ ॥ উপ-  
বাসামমর্থশ্চেদ্রাজা বা জরসাপি বা । তদা  
প্রভুপবাসক ভোজয়েদ্বাদশ দ্বিজান্ ॥ ১৫১ ॥  
পরনিদাং নিজোৎকর্ষং বাসনামুক্তভাষণম্ ।  
অমুক্তং কস্য কুর্বাণো মনস্তাপৈবিনশ্যতি ॥  
১৫২ ॥ অজ্ঞানি যানি পাপানি জ্ঞানাজ্ঞান-  
কৃতানি । নশ্যন্তি জপনাদেব্যঃ সাবিত্র্যঃ

সেই শাস্ত্র পরিত্যাগ করিলে । ১৪৯—১৪৭।  
যে দেশে কৌলিকাচার নিষিদ্ধ, সেই দেশে  
কেহ স্বেচ্ছাক্রমে গমন করিলে, কুলধর্ম  
হইতে পতিত হইবেন ; তিনি পুনর্বার  
পূর্ণাভিমেক দ্বারা শুদ্ধ হইতে পারিবেন ।  
সূর্যোদয় অবধি অষ্টপ্রহর অনাহারের নাম  
উপবাস । প্রায়শ্চিত্তে তাহাই বিহিত ।  
প্রাণধারণের নিমিত্ত এক অঞ্জলি জল পান  
অথবা বায়ু অঙ্গন করিলে, উপবাস হইতে  
ভ্রষ্ট হইবে না । বার্কিক্য বা শারীরিক  
সীড়া নিবন্ধন উপবাস করিতে অসমর্থ  
হইলে প্রত্যেক উপবাসের আনুক্রম্য দ্বাদশটি  
ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে । পরের নিন্দা,  
নিজের প্রশংসা, অথবা দুঃখাজনক অমুক্ত  
বাক্য-কথন, কিংবা অবৈধ কার্য করিলে,  
কেবল অমুক্তাপ দ্বারা শুদ্ধি লাভ করিতে  
পারিলে । এতদ্ব্যতিরিক্ত জ্ঞান বা অজ্ঞান-

কৌলভোজনাং ॥ ১৫৩ ॥ সামান্যনিয়মান  
পুংসাং স্ত্রীষু যথেষ্টমু যোজয়েৎ । যোযিতাস্ত  
বিশেষোহয়ং পতিরেকো মহাশুরুঃ ॥ ১৫৪ ॥  
মহারোগাধিতা যে চ যে নঃশিচিররোগিণঃ ।  
স্বর্ণদানেন পুত্রাঃ স্ত্রীদৈবৈ পিত্রোহধি-  
কারিণঃ ॥ ১৫৫ ॥ অপমৃতমৃতেনাপি দুষিত  
বিদ্যাদগ্নিনা । গৃহং বিশোধয়েদ্ধৌমৈর্ব্যাহৃত্য  
শতসংখ্যকৈঃ ॥ ১৫৬ ॥ বাপীকুপতড়াগেষু  
সাম্রাং শবনিরীক্ষণাং । উদ্ধৃত্য কুণপং  
তেভ্যস্তত্তত্তানু পরিশোধয়েৎ ॥ ১৫৭ ॥ পূর্ণাভি-  
ষেকমমুভিমুদ্রিতৈঃ শুদ্ধবারিভিঃ । পূর্ণোক্ত-

কৃত সকল পাপই গায়ত্রীদেবীর উপাসনা ও  
কৌলভোজন দ্বারা বিনষ্ট হয় । পুরুষের  
প্রতি যে সমুদায় সাধারণ নিয়ম বিহিত  
হইল, তাহা স্ত্রীলোক ও নপুংসকদিগের  
প্রতি যোগ করিবে । কিন্তু স্ত্রীজাতির  
বিশেষ এই যে, তাহাদের তর্জাই মহাশুরু ।  
যাহারা মহাব্যাধিগ্রস্ত ও যাহারা চির-  
রোগী, তাহারা স্বর্ণ দান দ্বারা পবিত্র  
হইয়া দৈব ও পৈত্র কৰ্ম্মে অধিকারী  
হইবে । কোন গৃহ—অপমৃত ব্যক্তি দ্বারা  
অথবা বিদ্যাদগ্নি দ্বারা দুষিত হইলে “ভুঃ  
স্বাহা, ভুঃ স্বাহা, স্বঃ স্বাহা” এই ব্যাহতি  
দ্বারা শতসংখ্যক হোম করিয়া সেই গৃহ  
শোধন করিবে । বাপী, কুপ, ওড়াগ প্রভৃ-  
তিতে অগ্নিযুক্ত শব দেখা যাইলে সেই শব  
উত্তোলনান্তে বাপী কুপ প্রভৃতি শোধন  
করিবে । (উহা শোধন করিবার বিধি এই-  
রূপ যথা, ) একবিংশতি কুস্ত বিশুদ্ধ জল,

সপ্তকুস্তৈস্তানু প্লাবয়েদিত্তি শোধনম্ ॥ ১৫৮ ॥  
যদি দল্লভসান্তে স্ত্র্যাঃ শবদুর্গন্ধদুষিতাঃ ।  
সপদ্ধং সলিলং সর্ষপদুগ্ধত্যাগায়য়েৎ তু তানু ॥  
১৫৯ ॥ মর্জি ভূরীনি তোরনি গজদদ্যানি  
তেযু চেৎ । শতকুস্তজলোদ্ধারিত্যেবেকেন  
শোধয়েৎ ॥ ১৬০ ॥ যদ্যেবং শোধিতা ন  
দ্ব্যমৃতস্পৃষ্টজলাশয়ঃ । অপয়মলিনান্তেষাং  
প্রতিষ্ঠামপি নাচরেৎ ॥ ১৬১ ॥ জ্ঞানমেধু  
জলৈরেবাং কুর্কবু কৰ্ম্ম বৃথা ভবেৎ । দিন-  
মেকং নিরাহারঃ শুধ্যো পক্ষ্যমুভাশনাং ॥  
১৬২ ॥ যাচৎ ধূমিনং দৃষ্ট্বা বীরং যুদ্ধ-

পূর্ণাভিষেক-মন্ত্র দ্বারা মর্জিত করিয়া তদ্বারা  
ঐ বাপী প্রভৃতিতে প্লাবন করিবে । যদি ঐ  
বাপী প্রভৃতিতে জল জল থাকে এবং  
শবের দুর্গন্ধ তাহা দুষিত হয়, তাহা হইলে  
তাহার সমুদায় জল পক্ষের সহিত উদ্ধার  
করিয়া পূর্ণোক্ত প্রকারে তাহাদিগকে  
আপ্লাবন করিবে । ১৫৮—১৫৯ । উক্ত  
জলাশয়ে যদি হস্তি-প্রমাণ বহু জল থাকে,  
তাহা হইলে একশত কুস্ত জল উত্তোলন-  
পূর্বক উক্ত অভিষেক-মন্ত্রপুত একবিংশতি  
কুস্তমলিল দ্বারা প্লাবিত করিয়া তাহাকে  
শোধন করিবে । নবস্পৃষ্ট জলাশয় যদি  
এরূপে শোধিত না হয়, তবে তাহার জল-  
পান কর্তব্য নহে এবং তাদৃশ জলাশয়ের  
প্রতিষ্ঠাও করিবে না । এই জলে জ্ঞান বা  
ইহা দ্বারা কোন কৰ্ম্ম করিলে তাহা বৃথা  
হয় । এই জলে জ্ঞান করিলে বা জল দ্বারা  
কোন কৰ্ম্ম করিলে, তাহারা একদিন নিরা-

পরাধুৰ্ম্ম। দুষকং কুলধৰ্ম্মাণং মদ্যপানক  
কুলজিয়ম্ ॥ ১৬৩ ॥ মিত্রজ্যেহকরং মর্ত্যং  
স্বয়ং পাপরতং বুধম্ । পশুন্ সূৰ্য্যং স্মরন্  
বিমুখং সচেগঃ জ্ঞানমাচরেৎ ॥ ১৬৪ ॥ স্বর-  
কুকটকোলাংষ্ট বিক্রীণস্তো দ্বিজাতয়ঃ ।  
নীচবৃত্তিং চরন্তোহপি শুভোযুক্তিদিনব্রতং ॥  
১৬৫ ॥ দিনমেকং নিরাহারো দ্বিতীয়ং কণ-  
ভোজনঃ । অপরম্ নয়েদন্তিস্তিদিনব্রত-  
মগ্নিকে ॥ ১৬৬ ॥ গৃহেহমুদ্বাটিতধারেহনাহঃ  
প্রবিশন্ নরঃ । বারিতার্থপ্রবক্তাপি পকাহ-

হারে থাকিয়া পকামৃত পান করণানন্তর  
শুদ্ধি লাভ করিবে। যে ধনবান্ হইয়া  
যাজ্ঞা করে, বীর হইয়া সংগ্রাম হইতে  
পরাধুৰ্য্য হয়, যে কুলধর্ম্মের দুষক, যে কুল-  
কামিনী হইয়া সুরাপান করে, যে মিত্রজ্যেহ  
করে বা যে পশিত হইয়া স্বয়ং পাপাচরণে  
রত হয়, তাহাদিগের অগ্রতমকে যে দর্শন  
করিবে, সেই ব্যক্তি সূর্য্য দর্শনপূর্ব্বক বিষ্ণু-  
স্মরণান্তে সেই বস্তুর সহ জ্ঞান করিয়া  
পাপ হইতে মুক্ত হইবে। যে দ্বিজাতি  
হইয়া গর্দভ, কুকট অথবা শূকর বিক্রয়  
করে কিংবা অশ্রু নীচ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়,  
তিন দিন ব্রতানুষ্ঠান করিলে তাহার শুদ্ধি-  
লাভ হইবে। হে অগ্নিকে । তিন দিন ব্রত  
করিবার রীতি এই যে, একদিন অনাহার,  
একদিন কণভোজন ও একদিন জল পান  
করিবে। বারব্রত গৃহে যদি কেহ আহুত  
না হইয়া প্রবেশ করে, অথবা যে কথা  
বলিতে বারণ আছে, সেই কথা বলিয়া

মশনং ত্যজেৎ ॥ ১৬৭ ॥ আগচ্ছতো গুরু-  
দৃষ্টা নোস্তিষ্ঠেদযো মদাষিতঃ । তথৈব কুণ-  
শাস্ত্রানি শুভোদেকোপবাসতঃ ॥ ১৬৮ ॥ এত-  
স্মিন্ শান্তবে শান্ত্রে ব্যক্তার্থপদবৃ-  
হিতে কুটেনাং বজ্রযন্তঃ পতিত্যা যাত্যাদোগতিম্ ।  
১৬৯ ॥ ইদং তে কথিতং দেবি সারংসারং  
পরংপরম্ । ইহামুত্রার্থদং ধর্ম্মাং পানং  
হিতকারকম্ ॥ ১৭০ ॥

ইতি শ্রীমহানির্বাণতন্ত্রে দ্বাপরানিষ্ট-  
জনকপাপপ্রায়শ্চিত্তকথনং নার্মেকাদশ  
উল্লাসঃ ॥ ১১ ॥

ফলে, তাহা হইলে পাঁচ দিন আহার  
ত্যাগ করিতে হইবে। যে গর্দভযুক্ত হইয়া,  
আগমনকারী গুরুজনকে দেখিয়া গাত্ৰোথান  
না করে, অথবা কুলশাস্ত্র আনিতে দেখিয়া  
গাত্ৰোথান না করে, সেই ব্যক্তি এক দিন  
উপবাস করিয়া শুদ্ধ হইবে। সুব্যক্ত অর্থ-  
যুক্ত নিবশ্রীত এই শাস্ত্রে যাহারা কুট অর্থ  
করিবে, তাহারা পতিত হইয়া অধোগতি  
লাভ করিবে। হে দেবি। তোমার নিকট  
যুহা কথিত হইল, ইহা সার হইতে সার,  
উৎকৃষ্ট হইতে উৎকৃষ্ট, ধর্ম্মা, পবিত্রতা  
কারক, হিতকারক এবং ইহলোকে ও পর-  
লোকে পরমার্থপ্রদ। ১৬০—১৭০।

একাদশ উল্লাস সমাপ্ত ॥ ১১ ॥

## দ্বাদশ উল্লাসঃ ।

শ্রীমদাশ্বিনী উবাচ । ভূয়ন্তে কথমা-  
 মাদ্যো ব্যবহারান্ সনাতনান্ । যান্ রক্ষান্  
 প্রবিদান্ রাজা স্বচ্ছন্দং পালয়েৎ প্রজাঃ ॥১॥  
 নিয়মেন বিনা রাজ্ঞো মানবাঃ ধনলোলুপাঃ ।  
 মিথস্তে বিনদিযান্তি গুরু-স্বজন-বন্ধুভিঃ ॥২॥  
 ব্যতিস্তুতি তদা দেবি স্বার্থিনো বিত্তহতবে ।  
 পাপাশ্রয়া ভবিযান্তি হিংসরা চ জিহীর্ষয়া ॥  
 ৩॥ অতস্তেষাং হিতার্থায় নিয়মো ধর্মসম্মতঃ ।  
 নিষোজ্যতে সমাপ্রিত্য ন ভ্রংশ্যুঃ শুভানরাঃ ॥  
 ৪ ॥ দণ্ডয়েৎ পাপিনো রাজা যথা পাপাপ-

## দ্বাদশ উল্লাস ।

শ্রীমদাশ্বিনী কহিলেন,—হে আদ্যো ।  
 অগ্নি পুনর্বার তোমাকে সনাতন ব্যবহার  
 বলিতেছি ; রাজা যে ব্যবহার রক্ষা করিলে  
 এবং বিদিত হইলে স্বচ্ছন্দে প্রজা পালন  
 করিতে পারেন । রাজার নিয়ম ব্যতিরেকে  
 মানবগণ ধনলোলুপ হইয়া গুরুজন, স্বজন  
 ও বন্ধু বান্ধবের সহিত পরস্পর বিবাদ  
 করিবে । হে দেবি । ধনের নিমিত্ত পরস্পর  
 পরস্পরকে প্রহার ও বিনাশ করিবে এবং  
 তাহারা,—হিংসা ও ধনহরণেচ্ছা দ্বারা  
 পাপাবলম্বী হইবে । অতএব আমি মনুষ্য-  
 দিগের মঙ্গলের জন্ত ধর্মসম্মত রাজনিয়ম  
 নিবন্ধ করিতেছি । মানবগণ এই নিয়মের  
 অনুবর্তী হইলে কখনও মঙ্গল হইতে ভ্রষ্ট  
 হইবে না । রাজা পাপ-ধণ্ডনের নিমিত্ত  
 যেমন পাপীদিগের দণ্ডবিধান করিবেন,

কুণ্ডয়ে । তথৈক বিভজেদায়ান্ নৃণাং সম্বন্ধ-  
 ভেদতঃ ॥ ৫ ॥ সম্বন্ধো দ্বিবিধো জ্ঞেয়ো  
 বিবাহাজ্জন্মনস্তথা । তত্রৌষাহিকসম্বন্ধাদ-  
 পত্ন্যা বলবর্তরঃ ॥ ৬ ॥ দায়ে তুর্জাতনাজ্জায়ান্  
 সম্বন্ধোহধস্তনঃ শিবে । অধউর্জক্রমাৎ জীতঃ  
 পুমান্ মুখ্যতরঃ স্মৃতঃ ॥ ৭ ॥ তত্রাপি সন্নি-  
 কর্ষেণ সম্বন্ধী দায়মর্হতি । অনেন বিধিনা  
 ধীরা বিভজেয়ুঃ ক্রমাঙ্কনম্ ॥ ৮ ॥ মৃতস্ত  
 পুত্রে পৌত্রে চ কন্যাসু পিতরি দ্বিতে ।  
 ভার্গ্যায়ামপি দায়ার্হঃ পুত্র এব ন চাপরঃ ॥  
 ৯ ॥ বহুবস্তনয়া যত্র সর্বে তত্র সমাংশিনঃ ।  
 জ্যেষ্ঠে রাজ্যাধিকারিত্বং তৎ তু বংশানু-

মেই প্রকার মনুষ্যদিগের সম্বন্ধভেদে দায়  
 বিভাগ করিয়া দিবেন । বিবাহ ও জন্ম-  
 ভেদে সম্বন্ধ দুই প্রকার । ইহার মধ্যে  
 বৈবাহিক সম্বন্ধ অপেক্ষা জন্মাদীন সম্বন্ধ  
 অতিশয় বলবান্ । হে শিবে । ধনাধিকার  
 বিষয়ে উর্জতন সম্বন্ধ অপেক্ষা অধস্তন সম্বন্ধ  
 শ্রেষ্ঠ । এইরূপ অধ-উর্জ ক্রমে জীজাতি  
 অপেক্ষা পুরুষজাতিই শ্রেষ্ঠ । ইহার মধ্যে  
 অধিকতর নিকট সম্বন্ধক্রমে দায়াদিকারী  
 হইবে । পণ্ডিতগণ এই বিধানানুসারে  
 যথাক্রমে ধনবিভাগ করিবেন । ১—৮ । মৃত  
 ব্যক্তির যদি পুত্র, পৌত্র, কন্যা, পিতা ও  
 ভার্গ্যা প্রভৃতি জীবিত থাকে; তাহা হইলে  
 পুত্রই ধনাধিকারী হইবে, অতঃ কেহ হইবে  
 না । যে স্থলে বহু সন্তান আছে, সে  
 স্থলে সকল পুত্রই সমান অংশ প্রাপ্ত  
 হইবে ; কিন্তু বংশানুক্রমে জ্যেষ্ঠ পুত্রই

সারতঃ ॥ ১০ ॥ ঋণং যৎ পৈতৃকং তচ্চ  
শোধয়েৎ পৈতৃকৈর্ধনৈঃ । তস্মিন্ দ্বিতে  
বিভাগার্হং ন ভবেৎ পৈতৃকং বহু ॥ ১১ ॥  
বিভজ্য যদি গৃহীযুর্বিভবং পৈতৃকং নরঃ ।  
তেভ্যস্তদনমাহীত্য পিতৃণাং দাপয়েন্নৃপঃ ॥  
১২ ॥ যথা স্বকৃতপাপেণ নিরয়ং যান্তি  
মানবাঃ । ঋণেনাপি তথা বন্ধঃ স্বয়মেব ন  
চাপরঃ ॥ ১৩ ॥ সাধারণং ধনং যচ্চ শ্রাবরং  
শ্রাবরেতরম্ । অংশিনঃ প্রাপ্তুমর্হন্তি স্বং  
স্বমংশং বিভাগতঃ ॥ ১৪ ॥ অংশিনাং  
সম্মতাবেব বিভাগঃ পরিষিদ্ধতি । তেষাম-  
সম্মতো রাজা সমদৃষ্ট্যক্ষমাচরেৎ ॥ ১৫ ॥

রাজ্যাধিকারী হইবে । যদি পৈতৃক ঋণ  
থাকে, ছবে পৈতৃক ধন হইতেই তাহা শোধ  
করিতে হইবে, যেহেতু পৈতৃক ঋণ থাকিলে  
পৈতৃক ধন বিভাগযোগ্য হয় না । যদি পৈতৃক  
ঋণ থাকিতে পুত্রেরা পৈতৃক ধন বিভাগ  
করিয়া লয়, তাহা হইলে রাজা তাহাদের  
নিকট সেই ধন গ্রহণ করিয়া পৈতৃক ঋণ  
পরিশোধ করাইবেন । আপনি পাপ করিলে  
যেমন আপনাকেই নরকে যাইতে হয়,  
সেইরূপ নিজকৃত ঋণে নিজকেই বন্ধ হইতে  
হয় ; অপর কেহই বন্ধ হয় না । শ্রাবর  
বা অশ্রাবর যাহা কিছু সাধারণ ধন,  
অংশীরা বিভাগানুসারে তাহা হইতে  
আপন আপন অংশ প্রাপ্ত হইতে পাবেন ।  
অংশীদিগের সম্মতি হইলেই বিভাগ সিদ্ধ  
হইবে ; তাহাদিগের অসম্মতি হইলে  
রাজা পক্ষপাতশূন্য দৃষ্টিতে, অংশ করিয়া

শ্রাবরশ্চ চরশ্চাপি বিভাগানর্হবক্ষনঃ । মূল্যং  
বা তদুপস্বত্বমংশিনাং বিভজেন্নৃপঃ ॥ ১৬ ॥  
বিভক্তেহপি ধনে যন্ত সীয়াংশঃ প্রতি-  
পাদয়েৎ । পুনর্বিভজ্য তদুপস্বত্বমপ্রাপ্তাংশায়  
দাপয়েৎ ॥ ১৭ ॥ কৃতে বিভাগে অব্যাপা-  
মংশিনাং সম্মতো শিবে । পুনর্বিবাদয়ন্তত্র  
শাস্ত্রো ভবতি ভূতঃ ॥ ১৮ ॥ দ্বিতে প্রোক্ত  
পৌত্রে চ ভার্ঘ্যস্বাক পিতৃ্যপি । পৌত্র  
এব ধনার্হঃ স্তাদধস্তাজ্জমগৌরবাৎ ॥ ১৯ ॥  
অপুত্রশ্চ দ্বিতে তাতে সে দরে চ পিতা-  
মহে । জমাতঃ সমিকর্ষণে পিতৈবাস্ত ধনং

দিবেন । যে শ্রাবর অশ্রাবর বিভাগ করিতে  
পারা যায় না, রাজা তাহার মূল্য বা উপস্বত্ব  
অংশীদিগকে বিভাগ করিয়া দিবেন । ধন  
বিভক্ত হইবার পরেও যে ব্যক্তি ঐ ধনে  
আপন অংশ প্রমাণিত করে, রাজা সেই  
ধন পুনর্বার বিভাগ করিয়া সেই অলক্ষ-  
অংশ ব্যক্তিকে দেওয়াইবেন । হে  
শিবে । সমুদায় অংশীর সম্মতি-ক্রমে  
ধন বিভাগ করিবার পর ( পূর্বকৃত  
বিভাগ অস্বীকারপূর্বক ) ঐ বিভাগে পুন-  
র্বার বিবাকারী ব্যক্তি, রাজার নিকটে  
দণ্ডনীয় হইবে । মৃত ব্যক্তির পৌত্র,  
ভার্ঘ্য ও পিতা বিদ্যমান থাকিলে ঐ  
পৌত্রই অধস্তনরূপ গৌরব নিবন্ধন  
ধনাধিকারী হইবে । ১—১৯ । অপুত্র মৃত  
ব্যক্তির পিতা, মহোদর ও পিতামহ  
থাকিলে, জন্ম অনুসারে নৈকট্য বশতঃ  
পিতাই তাহার ধনাধিকারী হইবে । হে

হরেৎ ॥ ২০ ॥ , বিদ্যমানাঃ কষ্টাঃ সন্নি-  
কৃষ্টাঃপি শ্রিয়ে । মৃতস্ত পৌত্রো ধনভাগ-  
যতোমুখ্যতরঃ পুমান্ ॥ ২১ ॥ ধনং মৃতেন  
পুত্রেন পৌত্রেন যতি পিতামহাৎ । অতোহত্র  
গীয়তে লোকৈঃ পুত্ররূপঃ স্বয়ং পিতা ॥ ২২ ॥  
ঔদ্ধাহিকৈঃপি সমক্ষে ব্রাহ্মী ভাৰ্য্যা বরী-  
য়নী । অপুত্রস্য হরেৎকুখং পত্ন্যদেহাঙ্ক-  
হারিণী ॥ ২৩ ॥ পতিপুত্রবিহীনা তু সংপ্রাপ্য  
স্বামিনো ধনম্ । নৈব দাতুং ন বিক্রেতুং  
সমৰ্থা স্বধনং বিনা ॥ ২৪ ॥ পিতৃভিঃ পুস্তরৈ-  
র্বাপি দত্তং যক্ষ্মণস্যাতম্ । স্বকৃত্যোপা-  
জ্জিতং যচ্চ স্ত্রীধনং তৎ প্রকীৰ্ত্তিতম্ ॥ ২৫ ॥  
তস্মাৎ মৃতায়ামকুখং তৎ পুনঃ স্বামিপদং

শ্রিয়ে । কষ্টা অতি সন্নিকৃষ্টা হইলেও মৃত  
ব্যক্তির ঐ কষ্টা বিদ্যমান থাকিতে পৌত্র  
ধনাধিকারী হইবে; যেহেতু স্ত্রী অপেক্ষা  
পুরুষই মুখ্যতর । মৃত পুত্র সোপান করিয়া  
ধন পিতামহ হইতে পৌত্রে গমন করিবে ।  
এইজন্য লোকে কীৰ্ত্তিত হয় যে, পিতা  
স্বয়ংই পুংস্বরূপ । ঔদ্ধাহিক সমক্ষে ব্রাহ্মী  
বিধি অনুসারে নিবাহিতা ভাৰ্য্যাই শ্রেষ্ঠা ।  
ভর্তার অঙ্গাস্বরূপা সেই ব্রাহ্মী ভাৰ্য্যাই  
অপুত্র স্বামীৰ ধনাধিকারিণী হইবে । পতি-  
পুত্র-বিহীনা নারী স্বামিধন প্রাপ্ত হইলেও  
দান বা বিক্রয় করিতে পারিবে না; কেবল  
স্ত্রীধন দান-বিক্রয় করিতে পারিবে । পিতৃ-  
কুলের বা পুস্তর-কুলের দত্ত ধন অথবা ধর্ম্ম-  
ানুসারে নিজ কার্য্য দ্বারা উপার্জিত যে ধন  
তাহা "স্ত্রীধন" বলিয়া কথিত । ঐ নারী

ব্রজেৎ । তদামৃতরো দিকুখমধ-উক্কক্রমা-  
করেৎ ॥ ২৬ ॥ মৃতো পতৌ স্বদর্শনো পতি-  
বন্ধুবশে স্থিতা । তদভাবে পিতৃবন্দ্যোস্তিষ্ঠতী  
দায়মহতি ॥ ২৭ ॥ শক্তিভ্যাভিচারাপি ন  
পত্ন্যদায়াভাগিনী । লভতে জীবনং মাত্রং  
ভর্তৃবিভবহারিণঃ ॥ ২৮ ॥ বহব্যাশেচন-  
নিতাস্তস্য স্বর্ঘ্যতুর্ধন্যতংপর্য্যঃ । ভজেরন  
স্বামিনো বিত্তং সমাশ্রয়ন শুচিশ্রিতে ॥  
২৯ ॥ পত্ন্যধনহরায়াস্ত মৃতৌ ভর্তৃহতা-  
স্থিতৌ পুনঃ স্বামিপদং গতা ধনং হৃদিতরং

মৃত্যু হইলে প্রাপ্ত স্বামি-ধন পুনর্বার স্বামি-  
ধন-স্থানীয় হইবে, অর্থাৎ ঐ স্ত্রীর অধিকারে  
আসিগা পূর্বে যেমন ছিল, সেইরূপ হইবে,  
(বিত্ত সে স্বামী না থাকায়) উক্কতন  
অনুসারে অতি নিকটবর্তী ব্যক্তি ঐ ধন  
প্রাপ্ত হইবে । ২০—২৬ । স্বামীর মৃত্যুর  
পর নারী স্বধর্ম্ম অনুসারে থাকিয়া পতি-  
বন্ধুদিগের বশবর্ত্তিনী হইয়া, তদভাবে পিতৃ-  
বন্ধুদিগের বশবর্ত্তিনী হইয়া, আত্মহান করিলে,  
ধনাধিকারিণী হইবে । যে নারীর প্রতি  
ব্যভিচারের শঙ্কাও হইবে, সে ভর্তৃধন প্রাপ্ত  
হইবে না । যে ব্যক্তি তাহার স্বামি-ধনে  
অধিকারী হইকে, তাহার নিকট বিত্তর  
অনুসারে জীবিকামাত্র প্রাপ্ত হইবে । হে  
শুচিশ্রিতে । যদি স্বর্গ-প্রাপ্ত ব্যক্তির বহু  
পত্নী থাকে, তাহা হইলে তাহার সকলেই  
সমান অংশ করিয়া সেই ভর্তৃধন লইবে ।  
স্বামি-ধন-ভাগিনী পত্নীর মৃত্যু হইলে এবং  
ভর্তার কষ্টা বিদ্যমান থাকিলে, সেই ধন

অন্তঃ ॥ ৩০ ॥ এবং দ্বিতীয়াং কন্যায়া-  
মুখ্যং পুত্রাধ্বনং । তদাত্তো স্বামিনঃ  
প্রাপ্য পুত্রাং তৎসুতামিমাং ॥ ৩১ ॥  
তথা পিতামহে মৃত্যে বিস্তং মাতৃগতং শিবে  
তদাত্তো মৃত্যুয়াং পুত্রাং ভক্তা পুত্রগতং  
ভবেৎ ॥ ৩২ ॥ মৃত্যোক্তগতং বিস্তং যথা  
প্রাপ্যতি তৎপিতা । জনমপি তৎপৌতি  
পতিহীন ভবেদ্যদি ॥ ৩৩ ॥ অতঃ সত্যং  
জনমাত্ত বিমাতা ন ধনং হরেৎ । মৃত্যে জন-  
মাত্ত প্রাপ্য পিতা গচ্ছেদ্বিমাতরম্ ॥ ৩৪ ॥  
অধস্তনানাং বিবহাদযথা বিকৃতং ন যাত্যধঃ ।  
যেনৈবাস্তনং প্রাপ্তং তেনৈবোক্তং মতদা

পুনর্বার ভর্তৃধন-স্থানীয় হইয়া দুহিতগামী  
হইবে । এইরূপ কন্যা বর্তমানে পুত্রবধূগতধন  
পুত্রবধূমৃত্যু হইলে পুনর্বার স্বামীকে প্রাপ্ত  
হইয়া পুত্রগত, পুত্র হইতে সেই ধন  
কন্যা প্রাপ্ত হয় । হে শিবে । এইরূপ পিতা-  
মহ বিদ্যমান থাকিতে যদি ধন মাতৃগামী  
হয়, মাতার মৃত্যুর পর সেই ধন মাতার  
ভর্তা, অথচ পিতামহের পুত্রের ধনস্থানীয়  
হইয়া পিতামহগামী হইবে । মৃত ব্যক্তির  
উক্তগত ধন যেমন পিতা প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ  
পতিহীনা মাতাও প্রাপ্ত হইয়া থাকে ।  
জননী বর্তমান থাকিতে বিমাতা ধনভাগিনী  
হইবে না । জননীর মৃত্যু হইলে, পুত্রকে  
অজ্ঞায় করিয়া পিতা দ্বারা বিমাতাও ধন-  
ভাগিনী হইবে । অধস্তন অধিকারীর  
অভাব হইলে, ধন অধোগামী হয় না,  
পুত্রকে সেই ধন যে ক্রমে অধোগামী হইয়া-

অন্তঃ ॥ ৩৫ ॥ অতঃ দ্বিতী পিতৃব্যস্ত ধনং  
স্বগতকং সৎ । পত্যৌ দ্বিতেনপত্যয়া  
মৃত্যৌ পিতৃব্যমাত্তয়েৎ ॥ ৩৬ ॥ উক্তাধ্বনমধঃ  
প্রাপ্য পুমাংসমবলম্বতে । অতঃ সত্যং  
সোদরায়াং বৈমাত্রেয়ো ধনং হরেৎ ॥ ৩৭ ॥  
দ্বিতীয়াং সোদরায়াং বিমাতৃঃ পুত্রসন্ততো ।  
বৈমাত্রেয়গতং বিস্তং বৈমাত্রেয়ায়য়ো ভক্তেৎ ।  
৩৮ ॥ মৃত্যু সোদরো ভাতা বৈমাত্রেয়স্তথা  
শিবে । ধনং পিতৃগতত্বেন বিভক্তোঃ সমাং-  
শিনো ॥ ৩৯ ॥ কন্যায়াং জীবিতায়াক তদ-

ছিল অর্থাৎ মৃত ব্যক্তি পর্যন্ত আসিয়া-  
ছিল, সেই ক্রমেই উক্তগামী হইবে ।  
২৭—৩৫ । অতএব পিতৃব্য থাকিতে ধন  
ভগিনীগামী হইলেও কন্যা-পুত্র-রহিতা ঐ  
ভগিনীর পতি বিদ্যমান থাকিতে মৃত্যু  
হইবার পর সেই ধন পিতৃব্যই প্রাপ্ত  
হইবে । ধন উক্ত হইতে অধোগামী  
হইয়া, প্রথমে পুত্রকে আশ্রয় করে ;  
অতএব সহোদরা ভগিনী বর্তমান  
থাকিতেও বৈমাত্রেয় ভাতা ধনধিকারী  
হইবে । সহোদরা ভগিনী ও বৈমাত্রেয়  
ভাতার সম্মান বিদ্যমান থাকিলেও  
বৈমাত্রেয়-ভাতৃগত ধন বৈমাত্র ভাতার  
সম্মানই প্রাপ্ত হইবে । হে শিবে । মৃত  
ব্যক্তির ধন সহোদর ও বৈমাত্রেয় ভাতা  
উভয়ে সমান বিভাগ করিয়া লইবে ;  
কিন্তু, ঐ ধন, মৃত ব্যক্তির পিতৃ-ধন-স্থানীয়  
হয় । কন্যা জীবিত থাকিতে তাহার পুত্র  
ধনধিকারী হইবে না । যে স্থলে যে ধনধি-

পত্যং ন দায়ভাক্তৃ । যত্র যদ্বাদিতং বিভক্তং  
তস্মৈ তাবপন্নং ব্রজেৎ ॥ ৪০ ॥ বিভক্তেযু হু-  
তবঃ পুত্রাভাবে পিতৃবৎ ॥ উদাহরন্ত্যোহনু-  
চাঁক পিতুঃ সাধারণৈর্ধনৈঃ ॥ ৪১ ॥ অসমুভ্য-  
মুদ্রায়াম্ চ জীধনং স্বামিনং ব্রজেৎ । অমৃত-  
তু অবিধং যস্যাদাপ্তং তৎপদমাশ্রয়েৎ ॥ ৪২ ॥  
শ্রোতলক্ষ্যধনৈর্নারী বিদধ্যাদাপ্যপোষণম্ ।  
পুণ্যমুত্তমপদৈর্ধনং শক্তা দানবিক্রয়ে ॥ ৪৩ ॥  
পিতামহস্যুদায়াকং সত্যং তাত্ত্ববিমাতরি ।  
পিতামহগতং রিকুথং তৎপুত্রেণ সুষাং  
ব্রজেৎ ॥ ৪৪ ॥ পিতামহে পিতৃব্যে চ তথা

কারের বাধক, সেই স্থলে তাহার মৃত্যুর  
পর অপরকে আশ্রয় করিবে, (এখানে কন্যা,  
দৌহিত্রের ধনাধিকারের বাধক, স্ত্রীর  
কন্যার মৃত্যুর পর দৌহিত্র অধিকারী) ।  
অবিবাহিতা ভগিনীর বিবাহ, সাধারণ  
পৈতৃক ধন দ্বারা দিয়া, পুত্র না থাকিলে  
কন্যার পিতৃধন বিভাগ করিয়া লইবে ।  
সমুত্তি-রহিতা মৃত নারীর জীধন স্বামী প্রাপ্ত  
হইবে । জীধন ভিন্ন অমৃত ধন যাহার  
উত্তরাধিকার-স্বত্বে প্রাপ্তি হইয়াছিল, সেট  
ব্যক্তির উত্তরাধিকারী তাহা প্রাপ্ত হইবে ।  
নারী, উত্তরাধিকারিতা সম্বন্ধে যে ধন শ্রোত  
হইতে প্রাপ্ত হইবে, তাহা হইতে আপনার  
অপোষণ করিবে এবং তাহার উপস্বত্ব  
দ্বারা পুণ্য কর্ম করিবে, কিন্তু দান-বিক্রয়  
করিতে পারিবে না । পিতৃব্য-পত্নী ও  
পিতৃ-বিমাতা বিদ্যমান থাকিলে, ধন পিতা-  
মহগামী হইয়া পশ্চাৎ পিতৃব্য দ্বারা

ভাতরি জীবতি । অধোভবানাং মুখ্যত্বাদ-  
ভাতৈব ধনভাগভবেৎ ॥ ৪৫ ॥ পিতৃব্য-  
সম্বন্ধেহত্র তুল্যো ভাতৃপিতামহৌ । ধন-  
পিতৃপদং গতা প্রাপ্তভাতৃভাবং ব্রজেৎ ॥ ৪৬ ॥  
শ্রোতপ্যপত্যে হুহিতুঃ শ্রোতস্ত পিতরি  
শ্রিতে । হুহিতপত্যং ধনভাগিনং যস্যাদিধো-  
মুখম্ ॥ ৪৭ ॥ স্বপ্রয়াতুঃ শ্রিতে তাত্তে তথা  
মাতরি কালিকে । পুংসৌ মুখ্যতরত্বেন ধন-  
হারী ভবেৎ পিতা ॥ ৪৮ ॥ শ্রিতে স্বপিতৃ-  
সাপিত্তো বর্ত্তমানেহপি মাতুলে । শ্রোতস্ত  
ধনহারী ত্বাং পিতুঃ সম্বন্ধগৌরবাৎ ॥ ৪৯ ॥  
অধস্তাদিগমনাভাবে " ধনমূর্কভবং গতম্ ।

পিতৃব্য-পত্নীকেই আশ্রয় করিবে । পিতা-  
মহ, পিতৃব্য ও ভাতা জীবিত থাকিলে,  
অধ ন পুরুষের প্রধানতা হেতু ভাতাই  
ধনভাগী হইবে । পিতৃব্য অপেক্ষা ভাতা  
ও পিতামহ উভয়েই সমান সম্বন্ধে,  
ঈদৃশ স্থলে মৃত ব্যক্তির ধন পিতৃধন-  
স্থানীয় হইয়া ভাতৃগামী হইবে । ৪৬—৪৭ ।  
মৃত ব্যক্তির দৌহিত্র ও পিতা বর্ত্তমান  
থাকিলে, দৌহিত্রই ধনাধিকারী হইবে,  
যেহেতু ধন স্বভাবতই অধোগামী । হে  
কালিকে । স্বর্গগত ব্যক্তির পিতা ও মাতা  
বিদ্যমান থাকিলে পুরুষের মুখ্যতরত্ব হেতু  
পিতাই ধনাধিকারী হইবে । মৃত ব্যক্তির  
মাতুল জীবিত থাকিলেও পিতৃসম্বন্ধের  
গৌরব হেতু পিতৃসপিত্ত ব্যক্তিই ধন  
প্রাপ্ত হইবে । হে শ্রিবে । ধন অধো-  
গামী হইতে না পারিলে, উর্দ্ধতন পুরুষকে

তত্রাপি পুংসাং মুখ্যত্বাদিতং পিতৃকুলং  
শিবে । অতোহত্র সন্নিকটোহপি মাতুলো  
নাপ্ন যাক্ষনম্ ॥ ৫০ ॥ জীবিতপিতৃকঃ পৌত্রঃ  
পিতৃব্যঃ সহ পার্শ্বতি । পিতামহস্য ত্রিবিধঃ  
স্বপিতৃদায়মহতি ॥ ৫১ ॥ ভ্রাতৃহীনা তথা  
পৌত্রী পিতৃব্যঃ সমভাগিনী । পিতামহধনং  
সৌম্যা হরেচ্ছেদ্য তমাতৃকা ॥ ৫২ ॥ সত্যং  
পৌত্রাঃ পিতামহঃ পৌত্র্যাঃ পিতৃসমর্থাপি ।  
বিস্তে পিতৃগতে দেবি পৌত্রী তত্রাধিকারিনী ॥  
৫৩ ॥ অধোগামিযু বিস্তেযু পুমান্ জ্যায়ানধ-  
স্তনঃ । উর্দ্ধগামিধনে শ্রেষ্ঠঃ পুমানুর্দ্ধোভবো  
ভবেৎ ॥ ৫৪ ॥ অতঃ সূত্রায়ং পৌত্র্যাক

প্রাপ্ত হয় ; তন্মধ্যে পুরুষদিগেব প্রধানতা  
প্রযুক্ত অত্রে ধন পিতৃকুলেই গমন করে ;  
এই কারণে এ স্থলে মাতুল সন্নিকটে  
হইলেও ধনভাগী হন না । হে পার্শ্বতি ।  
মৃতপিতৃক পৌত্র ও পুত্র বিদ্যমান থাকিলে  
মৃতপিতৃক পৌত্র পিতামহের ধন হইতে  
পিতার প্রাপ্য অংশ প্রাপ্ত হইবে । পৌত্রী  
যদি ভ্রাতৃহীনা, পিতৃমাতৃহীনা ও স্বধর্ম্মানু-  
বর্ত্তিনী হয়, তাহা হইলে পিতামহধনে  
পিতৃব্যের সহিত সমভাগিনী হইবে । হে  
দেবি । পৌত্রীর পিতামহী ও পিতৃমহা  
জীবিত থাকিলেও পিতৃগত ধনে পৌত্রীই  
অধিকারিনী হইবে অর্থাৎ ধনীর কন্যা,  
জননী, ভগিনীর মধ্যে কন্যাই উত্তরাধি-  
কারিনী । অধোগামী ধনে স্বধস্তন পুরুষেরই  
প্রাধান্য এবং উর্দ্ধগামী ধনে উর্দ্ধস্তন  
পুরুষেরই প্রাধান্য হইবে । হে প্রিয়ে ।

সত্যং দ্বিহিতরি প্রিয়ে । প্রেতস্য বিস্তবৎ হর্ষে  
নৈব শকোতি তৎপিতা ॥ ৫৫ ॥ যদা পিতৃ-  
কুলে ন স্যাদ্ মৃতস্য ধনভাজনম্ । পূর্ব্বোক্ত-  
বিধিনা বিকৃতং মাতামহকুলং ভজেৎ ॥ ৫৬ ॥  
মাতামহগতং বিস্তং মাতুলৈশ্চৈব সূতাদিভিঃ ।  
অবদেউর্দ্ধক্রমেণৈবং পুংসাং স্ত্রিয়মাজ্ঞয়েৎ ॥  
৫৭ ॥ ব্রাহ্মণ্যযয়ে বিদ্যমানে পিত্রোঃ সাপিণ্ডেন  
স্থিতে । মৃতস্য শৈবীতনয়ো ন পিতৃদায়ভাগ-  
ভবেৎ ॥ ৫৮ ॥ শৈবী পত্নী চ তৎপুত্রা লভেরন্  
ধনভাগিনঃ । গ্রাসমাচ্ছাদনং ভদ্রে স্বঃপ্রয়াতু-  
র্ঘথাধনম্ ॥ ৫৯ ॥ শৈবোদাহং প্রকুর্কভীং

এই কারণে পুত্রবধূ, পৌত্রী বা কন্যা জীবিত  
থাকিতে মৃত ব্যক্তির ধন মৃত ব্যক্তির পিতা  
গ্রহণ করিতে পারিবে না । যদি মৃত ব্যক্তির  
পিতৃকুলে কেহ উত্তরাধিকারী না থাকে,  
তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত বিধি অনুসারে সেই  
ধন মাতামহ-কুলকে আশ্রয় করিবে ।  
মাতামহ-কুলগত ধন মাতুল, মাতুলপুত্র  
প্রভৃতি দ্বারা প্রথমতঃ অধস্তন, তদভাবে  
উর্দ্ধস্তন এবং পুরুষজাতি, তদভাবে নারী-  
জাতিকে আশ্রয় করিবে । ব্রাহ্মণ বিবাহে  
বিবাহিতা পত্নীর সন্তান বিদ্যমান থাকিলে  
এবং পিতৃসপিণ্ড বা মাতৃসপিণ্ড থাকিতে,  
শৈব বিবাহে বিবাহিতা আর্ধ্যার সন্তান, মৃত  
ব্যক্তির ধনভাগী হইবে না । হে ভদ্রে ।  
শৈব বিবাহে বিবাহিতা আর্ধ্যা ও তাহার  
পুত্রগণ ধন্যধিকারীর নিকট মৃত ব্যক্তির  
সম্পত্তি অনুসারে গ্রাসাচ্ছাদন প্রাপ্ত  
হইবে । ৪৭—৫৯ । হে প্রিয়ে । শৈব

শৈবভট্টৈঃ পালয়েৎ । সৌম্যাক্ষেমাধিকারো-  
 দ্যঃ পিতৃদীনাম্ ধনে প্রিয়ে ॥ ৬০ ॥ অতঃ  
 সংকু জ্ঞানবন্তাঃ শৈবৈকদ্বয়ান পিতা  
 ক্রোধাদ্বা লোভতো বাপি স ভবোল্লাস-  
 গর্হিতঃ ॥ ৬১ ॥ শৈবী-তদবগ্রাভাবে সোদকো  
 ব্রহ্মদো নৃপঃ । হরৈযুঃ ক্রমতো বিস্তং মৃত্যু  
 শিবশাসনাৎ ॥ ৬২ ॥ পিতৃদাতাঃ সপ্ত পুরুষাঃ  
 সপিতৃঃ কথিতাঃ প্রিয়ে । সোদকা দর্শনাত্মাঃ  
 স্যান্তঃ কেবলগোত্রজঃ ॥ ৬৩ ॥ বিভক্তং  
 দ্রবিলং যচ্চ সংসৃষ্টং স্বেচ্ছয়া তু চেৎ ।  
 অবিভক্তবিধানেন ভাজয়ন্তনং পুনঃ ॥ ৬৪ ॥

বিবাহে বিবাহিত ভাৰ্য্যাকে শৈব ভট্টাই  
 পালন করিবে,—সে যদি ব্যভিচারিণী  
 না হয় । এই শৈবী ভাৰ্য্যা,—পিতা  
 মাতা প্রভৃতির ধনে অধিকারিণী হয় না ।  
 পিতা ক্রোধ হেতু বা লোভ হেতু  
 সংকুগমভূতা কস্তার শৈব বিবাহ দিলে  
 লোক-সমাজে নিন্দিত হইয়া থাকেন ।  
 শৈবী ভাৰ্য্যা ও তাহার বংশ না থাকিলে  
 শিবের শাসন-হেতু ক্রমে অর্থাৎ পূর্ব-পূর্বা-  
 ভাবে সমানোদক, আচার্য্য ও রাজা মৃত  
 ব্যক্তির ধন গ্রহণ করিবেন । হে প্রিয়ে ।  
 পিতৃদাতা হইতে সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত  
 সপিতৃশব্দে কথিত । অষ্টম হইতে দশম  
 পুরুষ পর্য্যন্ত সমানোদক । অনন্তর কেবল  
 গোত্রজ বলা যায় । যে ধন একবার  
 বিভাগ করিয়া তাহা যদি পশ্চাৎ স্বেচ্ছা-  
 ক্রমে মিশ্রিত করা হয়, তাহা হইলে সেই  
 ধন অবিভক্ত বিধানানুসারে পুনর্বার বিভাগ

অবিভক্তে বিভক্তে বা যশ্চ যাদৃশিভাগিতা ।  
 মৃত্যুতপি তস্ম দায়াদাস্তাদৃশিভবভাগিনঃ ॥ ৬৫ ॥  
 যে যশ্চ ধনহৃত্তারো-ভবৈকজীবনাবধি । দহ্যঃ  
 পিতৃং ত এবাশ্চ শৈবভাৰ্য্যাসুতং বিনা ॥  
 ৬৬ ॥ লোকেহস্মিন্ জন্মদশকাদ্যথশৌচং  
 বিধীয়তে । ধনভাগিত্বসম্বন্ধাৎ ত্রিরাত্রং  
 বিহিতং তথা ॥ ৬৭ ॥ পূর্বেহশৌচেহথবাপূর্বে  
 তৎকালান্তান্তরে ক্রতে । অবগচ্ছবদিবসৈ-  
 বিস্তাধ্যায়ুর্বিজাদয়ঃ ॥ ৬৮ ॥ কালাতীতে তু  
 বিভ্রাতে যথশৌচং ন বিদ্যতে । পূর্বেত্রিরাত্রং  
 বিহিতং ন চেৎ সংবৎসরাৎ পশু ॥ ৬৯ ॥

করিবে । অবিভক্ত বা বিভক্ত ধনে যাহার  
 যেরূপ অংশ নির্দিষ্ট আছে, সেই ব্যক্তি মৃত  
 হইলে তাহার উত্তরাধিকারিগণ সেইরূপ  
 অংশ প্রাপ্ত হইবে । যাহারা যাহার ধনে  
 অধিকারী হইবে, তাহারা যাবজ্জীবন তাহার  
 পিতৃদান করিবে ;—শৈব-ভাৰ্য্যার পুত্র  
 ব্যতীত । এই লোকের জন্মদশকহেতু  
 যেমন অশৌচ বিহিত হয়, সেইরূপ উত্তরা-  
 ধিকারিত্ব সম্বন্ধেও ত্রিরাত্র অশৌচ বিহিত  
 আছে । পূর্বাশৌচ অথবা যথশৌচ,  
 নির্দিষ্ট অশৌচ-কালের মধ্যে ক্রত হইলে  
 অশৌচ-কালের যে কয়েক দিন অবশিষ্ট  
 থাকিবে, দ্বিজাদি সকল বর্ণই সেই  
 কয়েক দিনেই শুদ্ধ হইবে । অশৌচকাল  
 অতীত হইলে পর যথশৌচ ক্রত হইলে  
 অশৌচ হইবে না ; কিন্তু পূর্বাশৌচ ক্রত  
 হইলে তিন দিন অশৌচ হইবে—যদি  
 এক বৎসরের পর না হয় । এক বৎসর

১০০ ৷ দ্বিতীয়েহপি চেমাতুঃ পিতৃণা মরণক্রান্তে ।  
ত্রৈলোক্যমুচিঃ পুত্রস্তথ ভর্তুঃ পতিব্রতা ॥ ১০০ ॥  
অশৌচাভ্যস্তরে যম্মশৌচাভ্যস্তরমাপতেৎ ।  
ওষ্মশৌচেন মর্ত্যানাং শুদ্ধিস্তত্র বিধীয়তে ॥  
১০১ ॥ অশৌচানাং গুরুত্বং কালব্যাপিত্ব-  
গৌরবাৎ । ব্যাপ্যব্যাপকয়োর্মধ্যে গরীয়ো  
ব্যাপকঃ স্মৃতম্ ॥ ১০২ ॥ যদ্যশৌচান্তদিবসে  
পতেদপরমৃতকম্ । পূর্বাশৌচেন শুদ্ধিঃ  
স্বাদান্যবক্ষ্যা দিনদ্বয়ম্ ॥ ১০৩ ॥ তাবৎ পিতৃ-  
কুলশৌচং যাবনোদ্বহনং স্ত্রিয়াঃ জ্ঞাতে  
পরিণয়ে পিত্রোর্মৃতো ত্রাহমুকাহুতম্ ॥ ১০৪ ॥

অতীত হইলে পুত্র—পিতার বা মাতার  
এবং পতিব্রতা পত্নী—ভর্তার মরণ অবগণ  
করিলে ত্রিরাত্র অশৌচ হইবে । যেহলে এক  
অশৌচের মধ্যে অন্য একটী অশৌচ হয়,  
সেই স্থলে গুরু অশৌচ দ্বারা মানবদিগের  
শুদ্ধি বিহিত আছে । ১০০—১০১ দীর্ঘকাল-  
ব্যাপিত্বরূপ গৌরব হেতুই অশৌচের গুরুত্ব ।  
ব্যাপ্য-অশৌচ ও ব্যাপক-অশৌচের মধ্যে  
ব্যাপক-অশৌচই গুরুতর । যদি মরণ-  
শৌচের বা জননাশৌচের শেষ দিবসে  
অঁহোরাত্র মধ্যে অপর কোন মরণ-জনিত  
বা জন্ম-জনিত ঋণশৌচ উপস্থিত হয়,  
তাহা হইলে পূর্ব অশৌচ দ্বারাই সেই  
অশৌচ ঘাইবে অর্থাৎ ঋণশৌচ গ্রহণ  
করিতে হইবে না । যদি পূর্ণশৌচ হয়,  
তাহা হইলে পূর্বাশৌচের পর দুই দিন  
অশৌচবুদ্ধি হইবে । জীলোকের যে পর্য্যন্ত  
বিবাহ না হয়, সে পর্য্যন্ত পিতৃকুলে অশৌচ

বিবাহানন্তরং নারী পতিগোত্রেণ গোত্রিনী ।  
তথা গ্রহীতৃগোত্রেণ দত্তপুত্রস্ত গোত্রিতা ॥  
১০৫ ॥ স্মৃতমাদায় সন্মত্যা জনন্যা জনকস্ত  
চ । স্বগোত্রনামানুযায়িত্বা সংস্কৃত্য স্বজনৈঃ  
সহ ॥ ১০৬ ॥ উরসেহপি যথা পিত্রোর্থনে  
পিণ্ডেহধিকারিতা । আদাত্তোদত্তকে তদ্বদ-  
যতোহস্ত পিতরৌ হি তৌ ॥ ১০৭ ॥ আপকাস্তং  
শিশুং গৃহ্নন্ মবর্ণাং পরিপালয়েৎ । পক-  
বর্ষাধিকে বালো দত্তকো ন প্রশস্ততে ॥ ১০৮ ॥  
ভাতৃপুত্রোহপি দত্তশ্চেদ গ্রহীতৃত্বং ভবেৎ  
পিতা । উপাদকঃ পিতৃব্যঃ স্ত্রাৎ সর্গ-

হইবে । বিবাহ হইলে পর পিতা-মাতার  
মরণে ত্রিরাত্র অশৌচ হইবে । বিবাহের  
পর নারী পতিগোত্র প্রাপ্ত হইবে । এইরূপ  
দত্তকপুত্র, দত্তকগ্রহীতার গোত্র প্রাপ্ত  
হইবে । জননী ও জনক—উভয়ের সন্মতি-  
ক্রমে পুত্র গ্রহণ করিয়া গ্রহীতা আপনার  
গোত্র ও নাম উল্লেখ করিয়া স্বজনবর্গের  
সহিত ঐ দত্তকপুত্রের সংস্কার করিবে ।  
যেদ্রুপ উরস পুত্রে পিতামাতার ধন এবং  
পিণ্ডাধিকার আছে, সেইরূপ দত্তক পুত্রেও  
দত্তক-গ্রহীতা স্ত্রী-পুরুষের ধন ও পিণ্ডাধি-  
কার আছে ; কারণ, তাহারাই ঐ দত্তকের  
পিতামাতা । পঞ্চম বর্ষ পর্য্যন্ত বয়স্ক  
বালককে সর্বগের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়া  
প্রতিপালন করিবে । দত্তক-গ্রহণ-বিষয়ে  
পঞ্চমবর্ষাধিক-বয়স্ক বালক প্রশস্ত নহে ।  
হে কালিকে । ভাতৃপুত্রও যদি দত্তক হয়,  
তাহা হইলে দত্তকগ্রহীতাই ঐ দত্তক-

কৰ্ম্মসু কালিকে ॥৭৯॥ যো যন্ত ধনহৰ্ত্তা স্তাৎ  
স তৎকৰ্ম্মানি পালয়েৎ । সংরক্ষেমিহমাং-  
স্তন্ত তৎকৰ্ম্মণ্ পরিতোষয়েৎ ॥ ৮০ ॥ কানীন  
গোলকাঃ কুণ্ডা অতিপাতকিমশ্চ যে  
ন'শৌচং মরণে তেষাং নৈব দায়াধিকারিতা ॥  
৮১ ॥ লিঙ্গচ্ছেদো দমো যেষাং যাসাং নাসা-  
নিকুল্লনম্ । মহাপাতকিনাঞ্চাপি মূর্ত্তে  
ন'শৌচম'চরেৎ ॥ ৮২ ॥ নৃণামুদ্দেশহীনানাং  
পরিবারান ধনাচ্চাপি । পালয়েজ্জফয়েজ্জা  
তাদৃশদশবৎসরম্ ॥ ৮৩ ॥ দ্বাদশাক্ষে গতে

পুত্রের পিতা হইবে এবং তাহার জন-  
দাতা সকল কার্য্যেই পিতৃ হইবে ।  
যে ব্যক্তি তাহার ধনাধিকারী হইবে,  
সেই ব্যক্তিই তাহার ধর্ম্ম পালন করিবে  
ও নিয়ম রক্ষা করিবে এবং তাহার বহু-  
দিগকে পরিতুষ্ট করিবে । ৭২—৮০ । যাহারা  
কানীন, গোলক, কুণ্ড \* ও অতিপাতকী,  
তাহাদের মরণে অশৌচ হইবে না এবং  
তাহাদিগের ধনাধিকারিতাও হইবে না ।  
যে সকল পুরুষের লিঙ্গচ্ছেদরূপ দণ্ড  
হইয়াছে, অথবা যে সকল নারীর রাজসও  
দ্বারা নাসিকাচ্ছেদন হইয়াছে, অথবা যাহারা  
মহাপাতকী ; তাহাদের মরণে অশৌচ  
গ্রহণ করিবে না । ৭১ সকল ব্যক্তি নিষ্ক-  
দ্দেশ হইয়াছে, রাজা তাহাদের পরিবার

\* কষ্টকালে উৎপন্ন পুত্র "কানীন"  
উপপত্তি কর্তৃক বিধবার গর্ভে উৎপাদিত পুত্র  
"গোলক" । উপপত্তি কর্তৃক গর্ভবার গর্ভে  
উৎপাদিত পুত্র "কুণ্ড" ।

তেষাং দৰ্ভদেহান্ বিদাহয়েৎ । ত্রিরাাত্রান্তে  
তৎসুতাদৈর্য্যপ্রোতত্বং পরিমোচয়েৎ ॥ ৮৪ ॥  
ততস্ত্বং পরিবারেভ্যঃ পুত্রাদিক্রমতো ধনম্ ।  
বিভজ্য নৃপতিদ্যাদিত্বা পাতকী ভবেৎ ॥  
৮৫ ॥ ন কোহপি রক্ষিতা যন্ত দীনস্তাপ-  
দগতস্ত চ । তশ্চৈব নৃপতিঃ পাতা যতো  
ভূসঃ প্রীতাপ্রভুঃ ॥ ৮৬ ॥ যদ্যাগাচ্ছনুদ্দিষ্টো  
বিভাগান্তেহপি কালিকে । তশ্চৈব দায়াঃ  
পুত্রাশ্চ ধনং তশ্চৈব নাক্তথা ॥ ৮৭ ॥ ন সমর্থঃ  
পুমান্ দাতুং পৈতৃকং শ্বাবরকং যৎ স্বজনা-  
য়াথবাশ্রমৈশ্চ দায়াদীন্মুমতিং বিনা ॥ ৮৮ ॥ যৎ তু

এবং ধন দ্বাদশ বৎসর পর্য্যন্ত রক্ষা করি-  
বেন । দ্বাদশ বৎসর অতীত হইলে, ঐ  
অনুদ্দিষ্ট ব্যক্তিদিগের কুশলয় দেহ দাহ  
করাইবেন । ত্রিরাত্রের পর ঐ ব্যক্তির  
পুত্রাদি দ্বারা প্রোতত্ব মোচন করাষ্টবেন ।  
অনন্তর নৃপতি, ঐ অনুদ্দিষ্ট ব্যক্তির ধন  
বিভাগ করিয়া, পুত্রাদিক্রমে যথাসম্ভব  
তাহার পরিবারদিগকে প্রদান করিবেন ;  
অন্তথা তিনি পাপী হইবেন । যাহার কেহ  
রক্ষক নাই, তাহার এবং দীন, বিপদগ্রস্ত-  
দিগের রাজাই রক্ষাকর্ত্তা হইবেন ; কারণ,  
রাজাই প্রজাগণের প্রভু । হে কালিকে ।  
অনুদ্দিষ্ট ব্যক্তি যদি বিভাগের পরেও  
আগমন করে, তাহা হইলে তাহারই স্ত্রী-  
পুত্র, তাহারই ধন ; ইহার অন্তথা হইবে  
না । অংশিগণের সম্মতি ব্যতীত পুরুষ  
জাতিও পৈতৃক শ্বাবর ধন স্বজনকে  
অথবা অল্প ব্যক্তিকে দান করিবে

স্বোপার্জিতং রিক্তং শ্রাবণং শ্রাবণেতরং ।  
অশ্রাবণং পৈতৃককং স্বেচ্ছয়া দাতুমর্হতি ॥  
৮৯ ॥ স্মিতে পুত্রৈহংক্যা পত্ন্যাং কন্যায়াং  
তৎসুতেহপি বা । জনকে চ জনন্তাং বা  
ভ্রাতৃর্ঘোবং স্বসর্গাপি ॥৯০॥ স্বার্জিতং শ্রাবণ-  
ধনমশ্রাবণধনকং যৎ । অশ্রাবণং পৈতৃককং  
দাতুং সর্গং স্বগে ভবেৎ ॥ ৯১ ॥ ধনমেবং  
বিধানেন দত্তং বা ধর্ম্মদাতৃ কৃতম্ । পুংসা  
তদন্তথা কর্তুং পুত্রদৈর্ঘ্যৈর্নৈব শক্যতে ॥৯২॥  
ধর্ম্মার্থং শ্রাপিতং রিক্তং দাতা রক্ষিতু-  
মর্হতি । ন প্রভুঃ পুনরাণাতুং ধর্ম্মো হস্ত  
যতঃ প্রভুঃ ॥ ৯৩ ॥ মূলং বা তদুপস্থিতং  
যথাসম্ভবমশ্বিকে । স্বয়ং বা তৎপ্রতিনিধি-

পারিবে নঃ ॥ যে শ্রাবণ বা অশ্রাবণ ধন  
স্বোপার্জিত, তাহা এবং পৈতৃক অশ্রাবণ  
সম্পত্তি স্বেচ্ছামত দান করিতে পারিবে ।  
পুত্র অথবা পত্নী ; কিংবা কন্যা, দৌহিত্র ;  
অথবা জনক, জননী ; কিংবা ভ্রাতা বা  
ভগিনী, বর্তমান থাকিলেও যে শ্রাবণ ও  
অশ্রাবণ ধন স্বোপার্জিত এবং পৈতৃক  
সকল অশ্রাবণ ধন, তাহা দান করিতে  
পারিবে । এইরূপ ধন, পুরুষ এইরূপে দান  
বা অস্ত্র কোম ধর্ম্মা কার্যে ব্যয় করিলে  
তদীয় পুত্রাদি তাহার অন্তথা করিতে  
পারিবে না । ধর্ম্মার্থে নিয়োজিত শ্রাপিত  
ধনের দাতাই রক্ষা করিবে, কিন্তু তাহা পুন-  
র্বার গ্রহণ করিতে পারিবে না ; কারণ,  
ধর্ম্মই সেই ধনের প্রভু । হে অশ্বিকে । স্বয়ং  
অথবা প্রতিনিধি দ্বারা সকল অঙ্গুলারে মূল-

ধর্ম্মার্থে নিয়োজয়েৎ ॥ ৯৪ ॥ স্বোপার্জিত-  
ধনশ্রাবণং দায়াদায়াপি চেকনী । দদ্যাৎ  
স্নেহেন তচ্চাত্মো নাশ্রথাকর্তুমর্হতি ॥ ৯৫ ॥  
যদি স্বোপার্জিতশ্রাবণমেকস্মৈ ধনহারিদাম্ ।  
দদাত্যন্তোচ দায়াদৈঃ প্রতিরোদ্ধুং ন  
শক্যতে ॥ ৯৬ ॥ একেন পিতৃবিশ্বেন যত্র  
বিশ্বমুপার্জিতম্ । পিত্রো সমাংশা দায়াদা  
ন ভাতৃর্হা বিনার্জকম্ ॥ ৯৭ ॥ পৈতৃকানি  
চ বিস্তানি নষ্টেহপ্যক্ষারয়েৎ তু যঃ ।  
দায়াদানাং তদ্বনেভ্য উদ্ধর্তা দ্যাংশমর্হতি ॥  
৯৮ ॥ পুণ্যং বিত্তকং বিদ্যা চ নাপ্রয়েদ-  
শরীরিণম্ । শরীরন্ত পিতৃর্ঘস্যো কিং ন

ধন বা উপস্থিত ধর্ম্মার্থে নিয়োজিত করিবে ।  
৮৯—৯৪ । ধনী যদি স্নেহ বশতঃ কোন  
উত্তরাধিকারীকে স্বোপার্জিত ধনের  
অর্দ্ধাংশ প্রদান করে, তাহা হইলে অস্ত্র  
কোন ব্যক্তি তাহার অন্তথা করিতে পারিবে  
না । যদি উত্তরাধিকারিগণের মধ্যে এক  
ব্যক্তিকেই স্বোপার্জিত ধনের অর্দ্ধাংশ  
প্রদান করে, তাহা হইলে অস্ত্র উত্তরাধি-  
কারীরা তাহার প্রতিরোধ করিতে পারিবে  
না । যেহেতু বহু ভ্রাতার মধ্যে এক ভ্রাতা,  
পৈতৃক ধন দ্বারা ধন উপার্জন করিয়াছে,  
সেইহেতু ঐ পৈতৃক ধনেই সকল ভ্রাতাই  
সমভাগী ; উপার্জক ব্যতীত উপার্জিত  
ধন অপর কেহ প্রাপ্ত হইবে না ; যে ভ্রাতা,  
পৈতৃক নষ্টপ্রায় উদ্ধার করে, উত্তরাধিকারি-  
গণের মধ্যে সেই ব্যক্তি হই অংশ গ্রহণ  
করিবে । শরীর-শুভ ব্যক্তিকে পুণ্য, ধন এবং

শ্রাৎ পৈতৃকং বস্তু ॥ ১০০ ॥ পৃথগ্ভৈঃ  
পৃথগ্ভৈর্মুজৈর্ঘটু শার্জিতম্ । সৰ্বং তং  
পিতৃসংক্রান্তং তদা সোপার্জিতং কুতঃ ॥  
১০০ ॥ অতো মহেশি স্মার্যাসৈর্ঘেন  
বন্ধনমর্জিতম্ । সোপার্জিতং তদেব শ্রাৎ  
স তৎস্বামী ন চাপরঃ ॥ ১০১ ॥ মাতরং  
পিতরং দেবি গুরুকৈব পিতামহান্ । মাতা-  
মহান্ করেণাপি গ্রহবন্মৈব দায়ভাকু ॥  
১০২ ॥ নিম্নমুদ্যানপি প্রাণৈর্ন তেষাং ধন-  
মাপ্নুয়াৎ । হতানামুদায়াদা ভবেয়ুর্ধন-  
ভাগিনঃ ॥ ১০৩ ॥ নপুংসকাঃ পঙ্গবশ্চ  
গ্রাসাচ্ছাদনমস্মিকে । যাবজ্জীবনমহন্তি ন

বিদ্যা আশ্রয় কবে না । এই শরীর যেহেতু  
পিতৃ-সম্বন্ধী, সুতরাং কোন ধন পৈতৃক না  
হইবে? মানবগণ পৃথগম ও পৃথগ্নন  
হইয়াও যাহা উপার্জন করিবে, তৎ-  
সমস্তই পিতৃসংক্রান্ত ; সোপার্জিত ধন  
কিরূপে মত্তব হয়? অতএব হে মহেশ্বরী ।  
যে ব্যক্তি নিজ পরিশ্রম দ্বারা যে ধন উপা-  
র্জন করিবে, তাহা তাহারই সোপার্জিত—  
সেই ব্যক্তি সেই ধনের স্বামী, অন্য কেহ  
নহে । হে দেবি । মাতা, পিতা, গুরু,  
পিতামহ বা মাতামহকে কর দ্বারাও গ্রহণ  
করিলে, সে তাহাদিগের ধনভাগী হইবে  
না । অন্য কোন সম্বন্ধী ব্যক্তিকেও প্রাণে  
বিনষ্ট করিলে, বিনষ্ট ব্যক্তির ধন প্রাপ্ত  
হইবে না । অপর কোন উত্তরাধিকারী  
সেই ব্যক্তির ধনে অধিকারী হইবে । হে  
অস্মিকে । নপুংসক ও পঙ্গু যাবজ্জীবন

তে হ্যদায়ভাগিনঃ ॥ ১০৪ ॥ সম্বাসিকং  
প্রাপ্তধনং পথি বা যত্র স্ত্রীচিৎ । নৃপস্তৎ-  
স্বামিনে প্রাপ্ত্বা দাপয়েৎ সুবিচারয়ন্ ॥  
১০৫ ॥ অস্বামিকানাং জীবানামস্বামিকধনশ্চ  
চ । প্রাপ্তা তত্র ভবেৎ স্বামী দশমাংশং  
নৃপেহর্পয়েৎ ॥ ১০৬ ॥ শ্রাবরং ধনমুদ্যৈ  
স্থিতে সান্নিধ্যবর্তিনি । যোগ্যে ক্রেতরি  
বিক্রেতৃং ন শক্তঃ শ্রাবরাধিপঃ ॥ ১০৭ ॥  
সান্নিধ্যবর্তিনাং জ্ঞাতিঃ সর্বণো বা বিশি-  
যাতে । তয়োরাভাবে সূহৃদো বিক্রেত্রিচ্ছা  
গরীষসী ॥ ১০৮ ॥ নির্ণীতমূল্যেহপ্যন্তেন  
শ্রাবরস্ত ক্রয়োদ্যমে । তন্মূল্যং চেৎ সমী-

গ্রাসাচ্ছাদন প্রাপ্ত হইবে, ধনভাগী হইবে  
না । পথে বা অন্য কোন স্থানে কেহ  
সম্বাসিক ধন প্রাপ্ত হইলে, রাজা সুবিচার-  
পূর্বক সেই ধন গ্রহীতা দ্বারা ধনস্বামীকে  
দেওয়াইবেন । অস্বামিক জীব বা অস্বামিক  
ধন প্রাপ্ত হইলে, সেই ব্যক্তি তাহার  
অধিকারী হইবে, রাজাকে তাহাব দশমাংশ  
অর্পণ করিবে । ১০৫—১০৬ । নিকটে যোগ্য  
ক্রেতা উপস্থিত থাকিতে শ্রাবর-স্বামী শ্রাবর  
ধন অন্য ব্যক্তিকে বিক্রয় করিতে পারিবে  
না । নিকটস্থ ক্রেতানগ্নের মধ্যে জ্ঞাতি  
অথবা সর্ব প্রাপ্ত ; তদভাবে বন্ধু । বহু  
বন্ধু ক্রেয়েচ্ছু থাকিলে, বিক্রেতার ইচ্ছাই  
গরীষসী, অর্থাৎ ইচ্ছামত বিক্রয় করিবে ।  
অপর ব্যক্তি শ্রাবর ধনের মূল্য নির্ধারণ  
করিয়া ক্রয় করিতে উদ্যত হইলে, নিকটস্থ  
ব্যক্তি যদি সেই মূল্য দেয়, তাহা হইলে এই

‘পশ্চো রীতি ক্রেতা ন চাপরঃ ॥১০৯॥ মূনাং  
দাহুমশস্তেচৈব স্যাতো বিক্রয়হপি বা  
সমিধিস্তন্যাত্যৈগৃহী নিকোহতিবিক্রেয়ে ॥  
১১০ ॥ ক্রীতং ৫২ স্থাবরং দেবি  
পবোক্ষে প্রতিবাসিনঃ । অথাক্ষো তন্মুখং  
দত্তংসো প্রাপ্তুমর্হতি ॥ ১১১ ॥ ক্রেতা  
তত্র গৃহারামান্বিনির্মাতি ভনক্তি বা  
মুখং দত্তাপি নাপ্নোতি স্থাবরং সমিধি  
স্থিতঃ ॥ ১১২ ॥ করহীনাপ্রতিহতা বস্ত্রা  
রণ্যতিহুর্গমা । অনাদিষ্টেহপি ত্রাং ভূমিঃ  
সম্পদাং কর্তুমর্হতি ॥ ১১৩ ॥ বহুপ্রয়াস-  
সাধ্যাযাস্ত্রা ভূমের্মহীভূতে । দত্তা দদ্যাৎশং

ব্যক্তিই ক্রেতা হইবে, অপব ব্যক্তি হইবে না । যদি নিকটস্থ ব্যক্তি মূল্যদানে অসমর্থ অথবা অশ্রের নিকট বিক্রয় করিতে সম্মত হয়, তাহা হইলে গৃহস্থ অপর ব্যক্তির নিকটেও বিক্রয় করিতে সমর্থ হইবে । হে দেবি ! প্রতিবাসীর অজ্ঞাতমারে অপবে যদি স্থাবর-সম্পত্তি ক্রয় কবে, তাহা হইলে ঐ প্রতিবাসী শ্রবণ কবিয়াই সেই মূল্য দিয়া প্রাপ্ত হইতে পারিবে । কিন্তু ক্রেতা যদি তাহাতে গৃহ বা উপবন নির্মাণ কবে কিংবা ভগ্ন করে, তাহা হইলে নিকটস্থ ব্যক্তি-মূল্য প্রদান করিলেও স্থাবর ঘম প্রাপ্ত হইবে না । জল অথবা বন হইতে উদ্ধিত, অতি হুর্গম, অনিবারিত ভোগ এবং রাজস্ব-শূন্য ভূমিকে রাজাজ্ঞা ব্যতিরেকেও উর্বরা করিতে পারিবে । সেই ভূমি যদিও বহু, প্রয়াস-সাধ্য তথাপি তাহা হইতে

ভূমীয়াং ভূমিস্বামী যতো নৃপঃ ॥ ১১৪ ॥  
বাণী-কূপ-তড়াগানাং খননং বৃক্ষরোপণম্ ।  
পরানিষ্টকবে দেশে ন গৃহং কর্তুমর্হতি ॥  
১১৫ ॥ দেবার্থং দত্তকুপাদৌ তথা জ্যোত-  
স্বতীজলে । পান্যাদিকারিণঃ সর্ব্বে সেচনে-  
হত্তিকবাসিনঃ ॥ ১১৬ ॥ যন্তোয়সেচনার্লোকা  
ভয়েযুর্জলকাতরাঃ । ন সিক্ষেযুর্জগৎ তস্মাদপি  
সমিধিবির্জিনঃ ॥ ১১৭ ॥ ধনানামবিতস্তানা-  
মংশিনাং সম্যক্তিং বিনা । তথানির্ণাতবিস্তা-  
নামসিক্তৌ জ্ঞাসবিক্রয়ো ॥ ১১৮ ॥ স্থাপ্যানাং  
বদ্ধবিত্তানাং জ্ঞানানিষ্টেহপ্যযত্নতঃ । তন্মূল্যং

উৎপন্ন বস্ত্রব দশমাংশ রাজাকে প্রদান করিয়া ভোগ করিবে; কারণ, রাজাই সমুদায় ভূমির স্বামী । যে স্থানে পবের অনিষ্ট হইতে পারে, সে স্থানে বাণী, কূপ, তড়াগ-খনন, বৃক্ষ-রোপণ অথবা গৃহ করিতে পারিবে না । দেবোদ্দেশে উৎসৃষ্ট কুপাদি ও নদীব জল সকলেই পান করিতে অধিকারী এবং ঐ জলাশয়ের নিকটস্থ ব্যক্তিগণ সেচন করিতে অধিকারী । যে জলাশয়ের জল সেচন করিলে লোকেবা জলের জন্ম কাতর হইবে, নিকটস্থ লোকেবাও তাহা হইতে জল সেচন করিতে পারিবে না । ১০৭—১১৭ । অশ্লীদিগেব সম্যক্তি ব্যতিরেকে অবিভক্ত সম্পত্তি,—গচ্ছিত রাখা ও বিক্রয় করা অমিষ্ট এবং যে সম্পত্তির অধিকারিতা অথবা পরিমাণ নির্দিষ্ট হয় নাই, তাহার বিক্রয় বা বন্ধক অমিষ্ট হইবে । গচ্ছিত বা বন্ধক-বস্ত্র জ্ঞানপূর্ব্বক অগ্নি

দাপয়েৎ তেনাশ্বামিনে সৰ্ব্বথা নূপঃ ॥ ১১৯ ॥  
 অভিমত্যা হ্যাপকন্ত পশাদিশ্রুস্তবস্তনাম্ ।  
 যাবহাবে ক্লতে তত্র ধার্তা সম্পাযয়েৎ পশুনা ॥  
 ১২০ ॥ যান্তে নিযোজয়েদ্যত্র হ্যাবরাদানি  
 মানবঃ । নিয়মেন বিনা কাল-লাভয়োৰুত্থা  
 ভবেৎ ॥ ১২১ ॥ সাধাবণানি বস্তুনি লাভার্থং  
 নৈব যোজয়েৎ । মূতে পিতরে সৰ্ব্বেষা-  
 মংশিনাং সম্মতিং বিনা ॥ ১২২ ॥ ক্রমহ্যত্যয়-  
 মূল্যান ত্রব্যাপাং বিক্রয়ে সতি । নূপস্তদ-  
 ত্থা কত্বং ক্রমো ভবতি পার্জতি ॥ ১২৩ ॥  
 জননকপি মরণং শরীরাণাং যথা সকৃৎ  
 দাক্ষ্য ভুতৈব কত্বায়া ত্রাস্কোদ্বাহঃ সকৃৎ

বশতঃ নষ্ট হইলে, রাজা ঐ নষ্টকারী ব্যক্তি  
 হইতে ধনস্বামীকে তাহার মূল্য সৰ্ব্বতো-  
 ভাবে দেওয়াইবেন । ন্যাসকর্তার সম্মতি-  
 ক্রমে স্ত্রুস্ত পশু প্রভৃতি বস্তুর ব্যবহার  
 করিলে ব্যবহৃত্তাই পশুদিগকে পোষণ  
 করিবেন । যেম্বলে মানব,—কাল ও  
 লাভের নিয়ম ব্যতীত লাভের নিমিত্ত  
 হ্যাবরাহ্যাবর সম্পত্তি বিনিযুক্ত করিবে, সেই-  
 ম্বলে সেই লাভ অকৃত্থা হইবে । পিতার  
 মৃত্যু হইলে সকল জ্ঞানীর সম্মতি  
 ব্যতিরেকে সাধারণ সম্পত্তি, লাভার্থ বিনি-  
 যুক্ত করিতে পারিবে না । হে পার্জতি । যদি  
 বহুগুণা বস্ত্র অজগুণ্য বা অজগুণ্য বস্ত্র বহু-  
 মূল্যে বিক্রীত হয়, তাহা হইলে রাজা  
 তাহার অকৃত্থা করিতে সক্ষম হইবেন  
 যেরূপ ধন ও মৃত্যু, শরীরের একবারমাত্র,  
 সেইরূপ দান ও কত্বার ত্রাস্ক বিবাহ এক-

সকৃৎ ॥ ১২৪ ॥ 'নৈকপুত্রঃ সূতং দদ্যাদৈক-  
 স্ত্রীকস্তথা স্ত্রিয়ম্ । নৈককন্তাঃ সূতাং শৈবো-  
 দ্বাহে পিতৃহিতঃ শ্রুগান্ ॥ ১২৫ ॥ দৈবে  
 পিত্র্যে চ বাণিজ্যে রাজদ্বারে বিশেষতঃ ।  
 যদ্বিদধ্যাৎ প্রতিনিধিস্তমিস্কঃ কৃতির্ভবেৎ ॥  
 ১২৬ ॥ ন দত্তার্হঃ প্রতিনিধিস্তথা দূতো-  
 নপি সূত্রতে । নিযোজ্যকৃতদোষেণ বিধিরেখ  
 সনাতনঃ ॥ ১২৭ ॥ শ্বশ্রে ক্রাৰ্থা চ বাণিজ্যে  
 তথা সৰ্ব্বেষু কৰ্ম্মসু । বদ্যদঙ্গীকৃতং লোকৈ-  
 স্তং কার্য্যং ধৰ্ম্মসম্মতম্ ॥ ১২৮ ॥ অধীশে-  
 নাবিতং বিশং নাশং যাতি নিনজ্জবঃ ।

বারই হইবে । যাহার একটীমাত্র পুত্র আছে,  
 সে পুত্র-দান করিতে পারিবে না ; যাহার  
 একটীমাত্র স্ত্রী আছে, সে স্ত্রী-দান করিতে  
 সমর্থ হইবে না ; যিনি পিতৃলোকের হিতা-  
 কাজ্যলী হইবেন, তাঁহার যদি একটীমাত্র  
 কন্তা থাকে, তাহা হইলে সেই কন্তার  
 শৈব বিবাহ দিতে পারিবেন না । দৈবকার্য্যে,  
 পিতৃকার্য্যে, বাণিজ্যে, বিশেষতঃ রাজদ্বারে  
 প্রতিনিধি যাহা করিবেন, তাহা সেই  
 নিয়োগ-কর্ত্তারই করা হইবে । হে সূত্রতে !  
 প্রতিনিধি-নিয়োগকর্ত্তার দোষে প্রতিনিধি  
 বা দত্ত দত্তার্হ হইবে না, ইহা নিত্য বিধি ।  
 শ্বশ্রে, কৃষিকার্য্য, বাণিজ্য এবং অত্যাচ্ছ সকল  
 কার্য্যে ধৰ্ম্ম-সম্মত যাহা অঙ্গীকার করিবে,  
 তাহা কৰ্ত্তব্য হইবে । জগদীশ্বর জগৎ  
 কৰ্ত্তা করিতেছেন । যাহারা এই জগৎ নাশ  
 করিতে অভিলাষী, তাহারা স্বয়ং বিনষ্ট  
 হইয়া থাকে । ঐশ্বরপালিত-জগৎ-রক্ষক-

তৎ পাতনু পাত বশেষস্তম্যাক্লোকহিতো  
ভবেৎ ॥ ১২৯ ॥

ইতি শ্রীমহানির্বাণতন্ত্রে সনাতনব্যবহারঃ  
কথনং নাম দ্বাদশ উল্লাসঃ ॥ ১২ ॥

### ত্রয়োদশ উল্লাসঃ ।

ইতি নির্গদিতবক্তং দেবদেবং মহেশং  
নিখিলনিগমসারং স্বর্গমোটকবীজম্ । কলি-  
মলকলিতানাং পাবনৈকান্তচিন্তা ত্রিভুবন-  
জনমাতা পার্শ্বতী গ্রাহ তন্ত্রা ॥ ১ ॥ শ্রীমদেবা-  
বাচ । মহদু্যোনেরাদিশক্তৈর্মহাকালো মহা-  
হাতেঃ । হৃদ্যাতিহৃদ্যভূতান্যঃ কথং রূপ-

দিগকে জগদীশ্বর রক্ষা করিয়া থাকেন ।  
অতএব সর্বদা জগতের হিতসাধনে তৎপর  
হইবে । ১১৮—১২৯ ।

দ্বাদশ উল্লাস সমাপ্ত ॥ ১২ ॥

### ত্রয়োদশ উল্লাসঃ ।

দেবদেব মহেশ্বর,—সকল নিগমের  
সার এবং স্বর্গ ও মোক্ষের একমাত্র কাবণ-  
স্বরূপ এই বাক্য কহিলে পর, কলিমল-  
সংযুক্ত জীবগণের পবিত্রতার জন্য একাগ্র-  
চিন্তা ত্রিভুবন-জনমাতা পার্শ্বতী ভক্তি-সহ-  
কারে কহিতে লাগিলেন,—মহদু্যোনি  
অর্থাৎ মহত্ত্বের উৎপাদিকা, আদিশক্তি  
অর্থাৎ মূলপ্রকৃতি, মহাত্ম্যতি এবং হৃদ্য

নিরূপণম্ ॥ ২ ॥ রূপং প্রকৃতিকার্য্যানাং  
সাত্ত্বসাক্ষাৎ পরাংপরী । এতন্ময় সংশয়ং  
দেব বিশেষ্যচ্ছেদুমর্হসি ॥ ৩ ॥ শ্রীমদাশ্বিন-  
উবাচ । উপাসকানাং কার্য্যায় পুত্রৈব কথিতং  
প্রিয়ে । গুণক্রিয়ানুসারেণ রূপং দেব্যাঃ  
প্রকল্পিতম্ ॥ ৪ ॥ শ্বেতপীতাদিকো বর্ণো যথা  
কৃষ্ণে বিলীয়তে । প্রবিশন্তি তথা কাল্যাং  
সর্বভূতানি শৈলজে ॥ ৫ ॥ অতস্তম্ভাঃ কাল-  
শক্তে নির্গুণায়া নিরাকৃতেঃ । হিতায়াঃ প্রাপ্ত-  
যোগানাং বর্ণঃ কৃষ্ণো নিরূপিতঃ ॥ ৬ ॥  
নিত্যায়াঃ কালরূপায়া অব্যয়ায়াঃ শিবায়নঃ ।

হইতেও হৃদ্য। অর্থাৎ নিত্য হৃদ্যের  
মহাকালীর রূপ নিরূপণ কিরূপে হইবে ?  
হে দেব । প্রকৃতি-কার্য্যের অর্থাৎ ঘট পট  
প্রভৃতিবহি রূপ আছে; কিন্তু মহাকালী  
সাক্ষাৎ পরাংপরী অর্থাৎ প্রকৃতিরূপা,  
সুতরাং রূপ থাকা অসম্ভব । আমার এই  
বিষয়ে নিশ্চয়রূপ সংশয় আছে, হে দেব ।  
তাপনি আমার এই সংশয় বিশেষরূপে  
ছেদন করুন । শ্রীমদাশ্বিন কহিলেন, প্রিয়ে ।  
পূর্বেই কথিত হইয়াছে যে, উপাসক-  
দিগের কার্য্যের নিমিত্ত গুণ ও ক্রিয়ানুসারে  
দেবীর রূপ কল্পিত হইয়াছে । হে শৈলজে ।  
শ্বেত পীত প্রভৃতি বর্ণসমূদায় যেমন বৃক্ষবর্ণে  
বিলীন হয়, তাহার দ্বারা সর্বভূতই কালীতে  
প্রবৃষ্ট হইয়া থাকে, এই হেতু সেই নির্গুণা,  
নিরাকারা যোগিগণের হিতকারিণী কাল-  
শক্তির বর্ণ 'কৃষ্ণ' বলিয়া নিরূপিত হইয়াছে ।  
নিত্যা, কালরূপা, অব্যয়া ও কল্যাণরূপা

অমৃতত্বাশ্রয়ল্যাঃ শশিচিহ্নং নিরূপিতম্ ॥  
 ৭ ॥ শশিচিহ্নাশ্রয়িত্বিনির্ভেদ্যধিলং কালকং  
 জগৎ । সম্প্রাপ্তি যতন্তস্মাৎ কল্পিতং নমুন-  
 ত্রয়ম্ ॥ ৮ ॥ গ্রাসনাৎ সর্গসত্ত্বানাৎ কাল-  
 দত্তেন চর্ষণাৎ । তদ্রক্তসত্ত্বা দেবেশ্বা  
 বাসোরূপেণ ভাষিতম্ ॥ ৯ ॥ সময়ে সময়ে  
 জীবরক্ষণং বিপদঃ শিবে । প্রেরণং স্ব-  
 কার্যেণ বরশ্চাত্তমগীরিতম্ ॥ ১০ ॥ রজো-  
 জনিতবিঘ্নানি বিষ্টভ্য পরিতিষ্ঠতি । অতো  
 হি কথিতং ভদ্রে রক্তপদ্মাসনস্থিতা ॥ ১১ ॥  
 ত্রৌড়ন্ত কালিকং কালং পীত্বা মোহময়ীং  
 সুরাম্ । পশুপ্তী চিগয়ী দেবী সর্গসাক্ষি-

স্বরূপিণী ॥ ১২ ॥ এবং গুণানুসারেণ রূপাণি  
 বিবিধানি চ । কল্পিতানি হিতপীয় ভক্তানা-  
 মঙ্গমেদমাম্ ॥ ১৩ ॥ শ্রীদেবীবাচ । ধ্যানং  
 যৎ কথিতং কাল্যা জীবনিস্তারহেতবে ।  
 তথানুরূপভৌ মূর্ত্তিং মৃগময়ীং বা শিলাময়ীম্ ॥  
 ১৪ ॥ দীর্ঘ-ধাতুময়ীং বাপি নির্মায়ে যদি  
 সাধকঃ । বিচিত্রভবনং কুত্বা বস্ত্রালঙ্কারভূষি-  
 তম্ । স্থাপয়েৎ উত্র দেবেশীং কিং ফলং  
 তস্য জায়তে ॥ ১৫ ॥ প্রতিষ্ঠা কেন বিধিনা  
 তথাঃ প্রতিকৃতেঃ প্রভো । কর্তব্য্য উদশেষেণ  
 কুপয়া মে প্রকাশ্যতাম্ ॥ ১৬ ॥ বাপী কুপ-  
 গৃহারাম-দেবপ্রতিকৃতেপ্তথা । প্রতিষ্ঠা স্চিতি

এই কালীর ললাটে চন্দ্রকলা চিহ্ন, অমৃত  
 প্রযুক্ত কল্পিত হইয়াছে । যেহেতু নিত্য-  
 স্বরূপ চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নি দ্বারা কালসমুত্ত  
 নিখিল জগৎ সন্দর্শন করেন, এই কারণে  
 তাঁহার নয়নত্রয় কল্পিত হইয়াছে । সমুদায়  
 প্রাণিকে গ্রাস করেন ও কালদত্ত দ্বারা  
 চর্ষণ করেন বলিয়া সর্গপ্রাণীর কধির-সমূহ  
 সেই মহেশ্বরীর রক্তবসনরূপে কথিত  
 হইয়াছে । হে শিবে । সময়ে সময়ে  
 বিপদ হইতে জীবকে রক্ষা করা এবং নিজ  
 নিজ কার্য্যে জীবগণকে প্রেরণ করা, তাঁহার  
 বর ও অভয়রূপে কথিত হইয়াছে । ১—১০।  
 হে ভদ্রে । তিনি রজোগুণজনিত বিশেষ  
 অধিষ্ঠান করিতেছেন, এই কারণে কথিত  
 হইয়াছে যে, তিনি রক্ত-কমলাসন-স্থিতা ।  
 জ্ঞানস্বরূপা, সর্গজনের সাক্ষি-স্বরূপিণী সেই  
 দেবী, মোহময়ী সুরা পান করিয়া, ক্রৌড়া-

কারী কাল-সমুত্ত জগৎকে দেখিতেছেন ।  
 অজবুদ্ধি ভক্তবৃন্দের হিতানুষ্ঠানের নিমিত্ত  
 উক্ত প্রকার গুণানুসারে সেই ভগবতীর  
 বহুবিধ রূপ কল্পিত হইয়াছে । শ্রীদেবী  
 কবিলেন,—জীবগণের নিস্তারের নিমিত্ত  
 আপনি যে আদ্যা কালিকার ধ্যান কীর্ত্তন  
 করিয়াছেন, যদি সেই ধ্যানানুসারে মৃগময়ী,  
 শিলাময়ী, কাষ্ঠময়ী বা ধাতুময়ী মূর্ত্তি নির্মাণ  
 করিয়া, সাধক ব্যক্তি,—বস্ত্র ও অলঙ্কারে  
 ভূষিতা দেবেশীর ঐ মূর্ত্তিকে, বিচিত্র  
 রমণীয় গৃহ নির্মাণ করিয়া তাহাতে  
 স্থাপন করে, তাহা হইলে তাহার কি  
 ফল হইবে ? হে প্রভো । বিরূপ বিধি  
 অনুসারে সেই প্রতিমূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করিতে  
 হইবে, তাহা কুপা করিয়া সম্পূর্ণরূপে আমার  
 নিকট ব্যক্ত কর । তুমি পূর্বে বাপী, কুপ,  
 গৃহ, উপবন ও দেব-প্রতিমূর্ত্তির প্রতিষ্ঠার

পূৰ্ণং গদিতা ন বিশেষতঃ ॥ ১৭ ॥ তদ্বিধান-  
মপি শ্রোতুমিচ্ছামি তস্য ধ্যানমুচ্ছাৎ । কথ্যতাং  
পৰমেশ্বরান কৃপয়া যদি রোচিতে ॥ ১৮ ॥  
শ্রীসদাশিব উবাচ । শুভমেতৎ পরং তত্ত্বং  
যৎ পৃষ্ঠং পরমেশ্বরী । কথ্যামি তব স্নেহাৎ  
সমাহিতমনঃ শৃণু ॥ ১৯ ॥ সকামাশৈচবু  
নিকামা দ্বিবিধা ভূমি মানবঃ । অকামানাং  
পদং মোক্ষঃ কামিনাং ফলমুচ্যতে ॥ ২০ ॥  
যো য দ্ব্যপ্রতিষ্ঠিতঃ প্রতিষ্ঠাপন্নতি শ্রিয়ে ।  
স তল্লোকমবাপ্নোতি ভোগান্ধপি তদুত্তমং ॥  
২১ ॥ মুনয়ে প্রতিতিষ্ঠেচ্ছুভং বজ্রমুত্ত-  
মং দিব্যং । দারু-পাৰাণ-ধাতুনাং ক্রোদাদশগুণা-

স্মৃচনা করিয়াছে, কিন্তু বিশেষরূপে বল নাই ।  
হে পরমেশ্বর । আমি তোমার মুখ বিন্ধ  
হইতে তাহার বিধানও শ্রবণ করিতে ইচ্ছুক  
হইয়াছি । যদি তোমার অভিলাষ হয়, ত  
কৃপা করিয়া বল । ১১—১৮ । শ্রীসদা-  
শিব কহিলেন,—হে পরমেশ্বর । তুমি  
যে সমুদয় তত্ত্ব হিঙ্কসা করিলে, তাহা  
অভিনয় গোপনীয় । তোমার প্রতি স্নেহ  
প্রযুক্ত আমি বলিতেছি, তুমি একাগ্র-  
চিত্ত হইয়া শ্রবণ কর । এই ক্ষুদ্রগুণ সমূহ  
মানব দ্বৈব,—সকাম ও নিকাম । নিকাম-  
দিগের মোক্ষপদ । কামিগণের যেকোন  
ফল, তাহা কথিত হইতেছে । হে শ্রিয়ে ।  
যে ব্যক্তি যে দেবতার প্রতিমূর্তি প্রতিষ্ঠা  
করে, সেই ব্যক্তি সেই দেবতার এবং  
তল্লোকভোগ্য বস্তু প্রাপ্ত হইয়া থাকে ।  
মুমূর্ষী প্রতিমা প্রতিষ্ঠিত করিলে, দশ সহস্র

ধিকম ॥ ২২ ॥ তৃণ-কাষ্ঠাদিরচিতং ধ্বজ-বাহন-  
সংযুতম্ । মন্দিরং দেবমুদ্दिष्टं কামমুদ্दिष्टं বা  
নরঃ । সংস্কৃত্য তুংস্বজেশ্বাপি তচ্চ পুণ্যং  
নিশাময় ॥ ২৩ ॥ তৃণাদিনির্মিতং গেহং যো  
দদ্যাৎ পরমেশ্বরী । বর্ষকোটিমহত্ৰাণি স  
বদেদেববেশ্যামি ॥ ২৪ ॥ ইষ্টকাগৃহদানে তু  
তস্মাচ্ছতগুণং ফলম্ । ভূতোহযুতগুণং  
পুণ্যং শিলাগেহপ্রদানতঃ ॥ ২৫ ॥ সেতু  
সংক্রমদাতাদ্যো যমলোকং ন পশ্যতি । সুখং  
সুরালয়ং প্রাপ্য মোদতে স্বর্নিবাসিভিঃ ॥ ২৬ ॥

কল্প স্বর্গে বাস করে । দারুময়ী, পাষাণময়ী  
ও ধাতুময়ী প্রতিমা প্রতিষ্ঠাতে ক্রমে দশ দশ  
গুণ অধিক ফল হয়, অর্থাৎ দারুময়ী প্রতিমা  
প্রতিষ্ঠায় লক্ষ কল্প স্বর্গবাস ইত্যাদি । যে  
ব্যক্তি দেবতার প্রীতির উদ্দেশ্যে অথবা কোন  
কামনা কথিয়া ধ্বজ ও বাহনের সহিত  
তৃণ কাষ্ঠাদি-নির্মিত গৃহ উৎসর্গ করিলে,  
বা ঐরূপ উৎসর্গ গৃহেব সংহার করিয়া  
দিবে, তাহার পুণ্য শ্রবণ কর । হে পর-  
মেশ্বর । যে ব্যক্তি তৃণাদি-নির্মিত গৃহ দান  
করিলে, সেই ব্যক্তি বহুসংখ্য কোটি বৎসর-  
দেবলোকে বাস করিলে । ইষ্টক-নির্মিত  
গৃহদানে ইহা হইতে শতগুণ ফল । প্রস্তর-  
নির্মিত-গৃহ-প্রদানে উহা হইতে অযুত-গুণ  
পুণ্য । হে আদ্যো । সেতু এবং সংক্রম  
অর্থাৎ সেতু-বিশেষের নির্মাণকর্তাকে, যম-  
লোক দর্শন করিতে হয় না ; পরমসুখে  
সুরালয় লাভ করিয়া স্বর্গবাসীদিগের সহিত  
আয়োদ করে । বৃক্ষ ও উপবন-প্রতিষ্ঠা-

বৃক্ষারামপ্রতিষ্ঠাৰ্হা গতা ত্রিদশমন্দিরম্ । বজ্র-  
পাদপবৃক্ষেষু নিবসন্ দিব্যবেশ্যানি । ভূঃস্তে-  
মনোরমন্ ভোগান্ মনসো যানভীপিতান্ ॥  
২৭ ॥ প্রীত্যে সৰ্ব্বমদ্বানাং যে প্রদত্বার্জনাশ্রমে  
বিধূতপাপাস্তে প্রাপ্য ব্রহ্মলোকমনামম্ ।  
নিবসেয়ুঃ শতং বর্ষানন্তমাং প্রতিদীকরম্ ॥  
২৮ ॥ যো দদ্যাৎ বাহনং দেবি দেবতাপ্রীতি-  
কারকম্ । স তেন রক্ষিতো নিত্যং তল্লাকে-  
নিবসেচ্চিঃ ॥ ২৯ ॥ মৃগয়ে বাহনে দত্তে  
যং ফলং জায়তে ভুবি । দারুণে তদশগুণং  
শিলাজে তদশাধিকম্ ॥ ৩০ ॥ রিক্তিকা-কাংস্ত-

ভাষাদিনির্ম্মিতে দৈববাহনে । দন্তে খল-  
মবাপ্নোতি ত্রমাচ্ছতগুণাধিকম্ ৩১ ॥ দেব্যা-  
গারে মহাসিংহং বৃষভং নক্ষরালয়ে । গরুড়ং  
কৈশবে গৃহে প্রদদ্যাৎ সাধকোত্তমঃ ॥ ৩২ ॥  
তীক্ষ্ণদন্তঃ কুরালাক্ষ্যঃ শটামোতিতকক্ষরঃ ।  
চতুঃস্তম্বঃ স্বৰ্ণম্ৰোঃ মহাসিংহঃ প্রকীৰ্ত্তিতঃ ॥  
৩৩ ॥ শৃঙ্গমুখঃ শুভকায়ঃ চতুষ্পাদসিৎক্ষুঃ ।  
বৃহৎককুৎ কক্ষপুচ্ছঃ শ্রামঙ্গলো বৃষঃ স্মৃতঃ ॥  
৩৪ ॥ গরুডঃ পক্ষিজজ্ঞস্তু নরাশ্চো দীর্ঘ-  
নাসিকঃ পদসঙ্কে চমৎকিষ্টঃ পক্ষযুক্তঃ  
কৃতাজ্জলিঃ ॥ ৩৫ ॥ পাতাকাধ্বজদ'নেন দেব-

কর্তা, দেবলোকে গমন করিয়া কল্পপাদপ-  
বৃক্ষ-সম্বিহিত দিব্যগৃহে বাস করিয়া, যে  
সকল মনের অভিলষিত, সেই সমস্ত  
মনোরম ভোগ্য বস্তু উপভোগ করিয়া  
থাকে । সৰ্ব্বপ্রাণীর প্রীতির নিমিত্ত যাহারা  
জলাশয় উৎসর্গ করে, তাহারা নিপ্পাপ  
হইয়া অনাময় ব্রহ্মলোকে গমন করে এবং  
সেই জলাশয় মধ্যে যতগুলি জলকণা  
ধাক্বে, তত শত বৎসর ব্রহ্মলোকে বাস  
করিবে । হে দেবি । যে ব্যক্তি দেবতার  
প্রীতিকারক কোন বাহন প্রদান করিবে, সে  
সেই বাহনকর্তৃক নিয়ত পরিরক্ষিত হইয়া  
সেই দেবলোকে চিরকাল বাস করিবে ।  
এই ভূমণ্ডলে মৃগয় বাহন দান করিলে যে  
ফল হয়, কাষ্ঠনির্ম্মিত বাহন-দানে তাহার  
দশগুণ ফল হইয়া থাকে এবং প্রস্তর-নির্ম্মিত  
বাহন দান করিলে তাহা হইতেও দশগুণ  
অধিক ফল পাও হয় । পিত্তল, কাংস্ত ও

ভাত্র প্রভৃতি ধাতু দ্বারা নির্ম্মিত দেববাহন  
দান করিলে ত্রয়ে শতগুণ করিয়া অধিক  
ফল হয় অর্থাৎ প্রস্তর হইতে পিত্তলে শত-  
গুণ, পিত্তল হইতে কাংস্তে শতগুণ ইত্যাদি ।  
সাধকগ্রেষ্ঠ, ভগবতীর গৃহে মহাসিংহ,  
শিবমন্দিরে বৃষভ এবং বিষ্ণুমন্দিরে গরুড়  
নির্ম্মাণ করিয়া প্রদান করিবেন । ১৯—৩২ ।  
যাহার দন্ত সকল তীক্ষ্ণ, যাহার বদনমণ্ডল  
ভীষণ, যাহার কক্ষব কেশর-সমূহ দ্বারা  
সুশোভিত, যে চতুষ্পদ এবং যাহার মথ  
বক্রমদৃশ, সে মহাসিংহ বলিয়া কীৰ্ত্তি  
হয় । শৃঙ্গমুখী যাহার অস্ত, যাহার শরীর  
শুভবর্ণ, যে চতুষ্পদ, যাহার খর কক্ষবর্ণ,  
যাহার বৃহৎ ককুদ আছে, যাহার পুচ্ছ  
কক্ষবর্ণ, যাহার ক্ষুদ্রদেশ শ্রামবর্ণ, সে বৃষভ  
বলিয়া স্মৃত হইয়াছে । যাহার জজ্ঞা পক্ষীর  
জায়, বদনমণ্ডল মণ্ডবোর জায়, নাসিকা  
দীর্ঘ এবং যে পক্ষযুক্ত, কৃতাজ্জলি ও

প্রীতিঃ শতং সমাঃ । ধ্বজদণ্ডস্ত কৰ্ত্তব্যো  
দ্বাত্রিংশদঙ্গমমিতঃ ॥ ৩৬ ॥ সুদৃঢ়শিউস-  
রহিতঃ সৰলঃ স্তম্ভশ্চৰ্ম্মিতঃ । বেষ্টিতো রক্ত-  
বস্ত্রাণ কোটী চক্রসমমিতঃ । পতাকা তত্র  
সংযোজ্যা তন্ত্রবাহনচিহ্নিতা ॥ ৩৭ ॥ প্রশস্তমূল্য  
স্থম্মাশ্রা দিব্যবস্ত্রাবিনিৰ্মিতা । শোভমানা  
ধ্বজাগ্রে যা পতাকা সা প্রকীর্তিতা ॥ ৩৮ ॥  
বাসোভূষণপৰ্যাক্ষদ্যনসিংহাসনানি চ । পান-  
প্রাশন-ভাস্কুলভাজনানি পতঙ্গগ্রহম্ ॥ ৩৯ ॥  
গণিযুক্তাপ্রবালাদিরত্নভাষ্মাপ্রদক যৎ । যো  
দদ্যাদৌমুদিশ্চ শ্রদ্ধাভক্তিঃ সমমিতঃ । স

পদদ্বয় সমুচ্চিত করিয়া উপবিষ্ট, সে গুরুত্ব  
হইবে । দেবালয়ে ধ্বজ-পতাকা দান  
করিলে দেবতার শতবর্ষ-ব্যাপিনী প্রীতি  
হয় । ( উচ্চ ) . দ্বাত্রিংশৎ হস্ত পরিমিত  
চিত্র-বিচিত্র, সুদৃঢ়, ছিদ্ররহিত, সুদৃঢ়, রক্ত-  
বস্ত্র দ্বারা বেষ্টিত ও অগ্রভাগে বিষ্ণুচক্রযুক্ত  
ধ্বজদণ্ড নির্মাণ করিবে । তাহাতে অর্থাৎ  
ধ্বজদণ্ডের অগ্রভাগে তন্ত্র-দেবতার বাহন-  
চিহ্নে পতাকা সংযুক্ত করিতে হইবে ।  
যাহার, মূলদেশ প্রশস্ত ও অগ্রভাগ স্থম্মা,  
যাহা রমণীয় বস্ত্র দ্বারা নির্মিত ও ধ্বজাগ্রে  
শোভমানা হইবে, তাহাই পতাকা বলিয়া  
কথিত হইয়াছে । যিনি,—পু, অক্ষদ্যব,  
পর্যাক্ষ, যান, সিংহাসন, পানপাত্র, ভোজন-  
পাত্র, ভাস্কুলপাত্র, পিকদান, গণি যুক্ত  
প্রবাণ প্রভৃতি রত্ন ও ভাষ্মা নিজপ্রিয় বস্তু  
দেবতার উদ্দেশে শ্রদ্ধা ও ভক্তি সমমিত  
হইয়া দান করিবেন, তিনি সেই দেবতার

তল্লোকং সমাসাদ্য তন্ত্রং কোটিগুণং  
লাভেৎ ॥ ৪০ ॥ কামিনাং দামমিত্যুক্তং  
ক্ষয়িত্ব স্বপ্নবাস্তবম্ । নিকামাপ্তস্ত নিক্রাণং  
পুনরাবৃত্তিবর্জিতম্ ॥ ৪১ ॥ জ্ঞানশয়গৃহা-  
রাগ-সেতুসংক্রমশাখিনাম্ । দেবতানাং  
প্রতিষ্ঠায়াং বাস্তবদৈত্যং প্রপূজয়েৎ ॥ ৪২ ॥  
অনর্চয়িত্বা যো বাস্তং কুর্য্যৎ কৰ্ম্মাণি  
মানবঃ । বিদ্বৎ তস্মাচরৈবাস্তং পরিবার-  
গণৈঃ মহ ॥ ৪৩ ॥ কপিলাস্তঃ পিঙ্গকেশো  
ভীষণো রক্তলোচনঃ । কোটরাশ্মো লম্বকর্ণো  
দীর্ঘজডো মহোদরঃ ॥ ৪৪ ॥ অশ্বতুণ্ডঃ  
কাককর্ণো বজ্রবাহুঃ তান্তকঃ । এতে পরি-  
করা বাস্তোঃ পূজনীয়াঃ প্রযত্নতঃ ॥ ৪৫ ॥ মণ্ডলং  
শৃণু বক্ষ্যামি যত্র বাস্তং প্রপূজয়েৎ ॥ ৪৬ ॥

স্থানে গমন করিয়া, সেই দল বস্ত্র কোটি-  
গুণ লাভ করিবেন । কামিদিগের 'কল,  
স্বপ্নরাজ্যমদৃশ ক্ষয়শীল, ইহা কথিত  
হইয়াছে । নিকামদিগের পুনরাবৃত্ত বর্জিত  
নির্বাণ মুক্তি হয় । জ্ঞানশয়, গৃহ, আরাম,  
সেতু, সংক্রম, বজ্র ও দেবপ্রতিষ্ঠার সময়  
বাস্তবদৈত্যের পূজা করিবে । যে ব্যক্তি  
বাস্ত-পূজা না করিয়া দেবপ্রতিষ্ঠা প্রভৃতি  
কর্ম্ম করিবে, বাস্তদেব পরিবারগণের সহিত  
তাহার তৎকর্মে দ্বন্দ্ব করিয়া দিবেন ।  
কপিলাস্ত, পিঙ্গকেশ, ভীষণ, রক্তলোচন,  
কোটরাশ্ম, লম্বকর্ণ, দীর্ঘজড, মহোদর,  
অশ্বতুণ্ড, কাককর্ণ, বজ্রবাহু এবং তান্তক—  
এই সকল বাস্তদেবতার পরিবার যত্নপূর্বক  
পূজনীয় । ৩৩—৪৫ । যে মণ্ডলে বাস্ত

বেদ্যাং বা সমদেশে বা শস্ত্রান্তিরূপ-  
লেপিতে। বায়ীশকোণযোর্মধো হস্তমাত্র-  
প্রমাণতঃ। সূত্রপাতক্রমেণৈব রেখামেকাং  
প্রকল্পয়েৎ ॥ ৪৭ ॥ ঈশানাদগ্নিপৰ্য্যাস্তমপরং  
রচয়েৎ তথা। অগ্নেয়ানৈঋতং যাবনৈঋতা-  
দায়বাবধি ॥ ৪৮ ॥ দত্তা বেখাং চতুষ্কোণ-  
মেকং মণ্ডলমালিখেৎ ॥ ৪৯ ॥ কোণসূত্রে  
পাতয়িত্বা চতুর্ক। বিভাজেৎ তু তৎ। যথা তত্র  
ভবেদেবি মংস্তপুচ্ছচতুষ্টিয়ম্ ॥ ৫০ ॥ ততো  
ভিত্তা মুচ্ছমূলং বাকুণাধাসবাবধি। কোবে-  
রাদ্ বাম্যপর্য্যাস্তং দদ্যাৎপ্রোথ দ্বয় - সূত্রীঃ ॥  
৫১ ॥ ততশ্চতুর্য় কোণেষু কোণবেখাঘিতে-

দেবতার পূজা ক্রিতে হইবে, তাহা  
বলিতেছি,—প্রবণ কর। বেদী বা প্রশস্ত  
জল দ্বারা উপলেপিত কোন সমতল ভূমিতে  
বায়ুকোণ হইতে ঈশানকোণ পর্য্যন্ত এক  
হস্ত পরিমিত একটী সূত্রপাত ক্রমে অর্থাৎ  
সরল রেখা করিবে। ঈশানকোণ হইতে  
অগ্নিকোণ পর্য্যন্ত ত্রৈরূপ আর একটী রেখা  
করিবে। পরে অগ্নিকোণ অবধি নৈঋত-  
কোণ পর্য্যন্ত এবং নৈঋতকোণ অবধি  
বায়ুকোণ পর্য্যন্ত রেখাঙ্কন করিয়া একটী  
চতুষ্কোণ মণ্ডল লিখিবে। হে দেবি।  
ঐ মণ্ডলের এক কোণ হইতে অপর কোণ  
পর্য্যন্ত রেখা দুইটী টানিয়া সেই মণ্ডলকে  
এরূপে চারিভাগে বিভক্ত করিবে যে,  
যাহাতে সেইমূলে চারিটী মংস্তপুচ্ছের  
আকার হইয়া উঠে। অনন্তর সূত্রী ব্যক্তি  
উক্ত পুচ্ছমূল ভেদ করিয়া পশ্চিমাদিক্

ষপি। কর্ণকর্ণিণ্যয়োগেন চ সমেদেখাচতু-  
ষ্টিয়ম্ ॥ ৫২ ॥ এবং সঙ্কেতবিধিনা কোষ্ঠানাং  
যোড়শং লিখনু। পঞ্চবর্গ চতুর্ন ৩ চয়েদ্-  
যন্ত্রমুদ্রমম্ ॥ ৫৩ ॥ চতুর্য় মধ্যকোষ্ঠেষু পদাং  
কুর্ধ্যান্ননোহরম। চতুর্দশং পীতবস্ত্রকর্ণিকং  
রক্তকেশরম্ ॥ ৫৪ ॥ দলানি শুকবর্ণানি যদ্বা  
পীতানি কদায়েৎ। যতঃস্তং পূরয়েৎ পদ্যমপি  
স্থানানি বর্ণ টীঃ ॥ ৫৫ ॥ শাস্ত্রবৎ কোষ্ঠ-  
মারভ্য কোষ্ঠানাং দ্বাদশ ক্রমাৎ। শ্বেত-কৃষ্ণ-  
পীত-বটৈস্তম্ চতুর্দশৈঃ প্রপূবেৎ ॥ ৫৬ ॥

হইতে পূর্বাদিক্ পর্য্যন্ত এবং উত্তরাদিক্  
হইতে দক্ষিণাদিক্ পর্য্যন্ত ৮ দুইটী রেখা  
দিবে। অনন্তর কোণ-বেখাযুক্ত চতুষ্কোণে  
কর্ণকর্ণি চারিটী রেখা এবং ৮ মধ্যস্থলে  
পশ্চিম হইতে পূর্ব পর্য্যন্ত দুইটী ও  
উত্তর হইতে দক্ষিণ পর্য্যন্ত দুইটী রেখা  
করিবে। এইরূপে সঙ্কেত অনুসারে ঐ  
মণ্ডলে যোলাটী কোষ্ঠ লিখিয়া পঞ্চবর্ণের  
শুভা দ্বারা উত্তম যন্ত্র রচনা করিবে।  
অনন্তর মধ্যস্থিত কোষ্ঠচতুষ্টিয়ে একটী  
সুম্ননোহর চতুর্দশ পদ্য অঙ্কিত করিবে।  
তাহার কর্ণিকা পীত ও রক্তবর্ণ এবং  
কেশের রক্তবর্ণ করিবে। তৎপরে পদ্যের  
দল সকল শুকবর্ণ বা পীতবর্ণ করিবে।  
তৎপরে পদ্যের সন্ধিস্থান ইচ্ছামত  
বর্ণ দ্বারা পূরণ করিবে। অনন্তর ঈশান-  
কোণের কোষ্ঠ হইতে আরম্ভ করিয়া  
দ্বাদশ কোষ্ঠ ক্রমাৎ শ্বেত, কৃষ্ণ, পীত,  
রক্ত,—এই চতুর্দশ দ্বারা পূরিত করিবে।

দক্ষিণাবর্তযোগেন কোষ্ঠীনাং পূরণং প্রিয়ে ।  
বামাবর্তে দেবানাং পূজনং তেযু সাধয়েৎ ॥  
৫৭ ॥ পশ্চাদ্ভাগে সর্বদৈত্যাস্তদৈত্যং বিঘ্নোপ-  
শান্তয়ে । ঈশাদিবাদশে কোষ্ঠে কপিলীশাদি-  
দানবান্ ॥ ৫৮ ॥ কুশলিকোক্কবিধিনা কুর্কম-  
নলমংস্কৃতিম্ । যথানিষ্ঠাভ্যুত্থিতং দত্ত্বা বাস্ত-  
বমুদং সমাপয়েৎ ॥ ৫৯ ॥ ইতি তে কথিতা  
দেবি বাস্তপূজা শুভপ্রদা । যাং সাধয়ন্ নরঃ  
কপি বাস্তবৈর্ন বাধাতে ॥ ৬০ ॥ শ্রীদেবী-  
বাচ । মন্ত্রং কথিতং বাস্তোর্বিধানমপি  
পূজনে । ধ্যানং ন গমিতং নাথ তদিদানীং  
প্রকাশয় ॥ ৬১ ॥ শ্রীমদাম্বিক উবাচ । ধ্যানং

হে প্রিয়ে । দক্ষিণাবর্তযোগে এই মমুদায়  
কোষ্ঠ পূরণ করিতে হইবে । পরে তাহাতে  
বামাবর্তযোগে দেবগণের পূজা করিবে ।  
৫৬—৫৭। প্রথমঃ বিঘ্নহান্তির নিমিত্ত পশ্চাদ্ভাগে  
বাস্তদৈত্যের এবং ঈশানকোণাবধি আরম্ভ  
করিয়া ( বামাবর্তে ) দ্বাদশ কোষ্ঠে কপিলীশ  
প্রভৃতি দানবগণের পূজা করিবে । পরে  
কুশলিকোক্ক বিধি অনুসারে অগ্নি সংস্কার  
করিয়া যথানিষ্ঠা অভ্যুত্থিত প্রদান পূর্বক  
বাস্তবজ্ঞ সমাপন করিবে । হে দেবি ।  
তোমার নিকট এই মঙ্গলদায়িনী বাস্তপূজা  
কথিত হইল ; মনুষ্য যাহা করিলে বাস্ত-  
বিলে পীড়িত হন না । দেবী কহিলেন,—  
হে নাথ । বাস্তদেবের মন্ত্র ও বাস্তপূজার  
বিধান কথিত হইলে বটে, কিন্তু বাস্তদেবের  
ধ্যান কথিত হয় নাই, এখানে তাহা প্রকাশ  
কর । শ্রীমদাম্বিক কহিলেন,—হে মহেশ্বরী ।

যচ্চি মহেশানি জায়তাং বাস্তরক্ষসঃ ।  
যচ্চানুশীলনাং সদো নশ্চান্তি সকলাপদঃ ॥  
৬২ ॥ চতুর্ভুজং মহাকাযং জটামস্তিতমস্তকম্ ।  
ত্রিলোচনং করালাস্ত্রং হারকুণ্ডলাশোভিতম্ ॥  
৬৩ ॥ লম্বোদরং দীর্ঘকর্ণং লোমশং পীত-  
বাসমম্ । গদা-ত্রিশূল-পবন-খট্টাঙ্গং দধতং  
কঠৈঃ ॥ ৬৪ ॥ অসিচর্ম্মধরৈর্বীরৈঃ কপিলী-  
শাদিভির্বৃতম্ । শত্রুণামস্তকং সাম্বাহুদ্যদা-  
দিত্যসগ্নিস্তম্ ॥ ৬৫ ॥ ধ্যায়ৈদেবং বাস্তপতিং  
কুর্মপদ্যাসনস্থিতম্ । মারীভয়ে রোগভয়ে  
ডাকিন্যাভয়ে তথা ॥ ৬৬ ॥ ঔৎপাতিকা-  
পতাদোষে ব্যালরক্ষোভয়েহপি চ । ধ্যাত্তেবং  
পূজয়েদ্বাস্তং পুরিবারসমম্বিতম্ । তিলাজ্য-

বাস্ত-রাক্ষসের ধ্যান বলিতেছি,—প্রবল কর ।  
যাহার অনুশীলনে তৎক্ষণাৎ সকল আপদ  
নষ্ট হয় । “চতুর্ভুজ, মহাকায, জটাজুট  
দ্বারা বিভূষিত-মস্তক, ত্রিনয়ন, করাল-বদন,  
হার-কুণ্ডল দ্বারা জলধৃত, লম্বোদর, দীর্ঘ-  
কর্ণ, লোমশ, পরিধানে পীতবস্ত্র, ভুজ-চতুর্ভুজ  
দ্বারা গদা ত্রিশূল পবন ও খট্টাঙ্গ-দারী,  
খড়্গাচর্ম্মধারী কপিলীশ প্রভৃতি বীরগণ  
কর্তৃক বেষ্টিত, শত্রুদলহারকারী, সাম্বাহু  
উদয়-কালীন সূর্যাসদৃশ, কুর্মোপরি পদ্যাসনে  
উপবিষ্ট বাস্তপতি দেবকে ধ্যান করিবে ।”  
মারীভয়, রোগভয়, ডাকিনীভয়, ঔৎপাতিক  
ভয়, মন্ত্রানের দোষ, সর্পভয় বা রাক্ষসভয়  
উপস্থিত হইলে এইরূপে ধ্যান করিয়া  
পরিবার-সমম্বিত বাস্তদেবের পূজা করিবে ।  
পরে তিল, ঘৃত ও পায়স দ্বারা হোম করিয়া

পায়দৈর্জ্ঞা সর্কশান্তিমবাপুয়াৎ ॥ ৬৭ ॥  
 যথা বাস্তবঃ পূজনীয়ঃ প্রোক্তকর্মসু সূত্রেতে ।  
 গ্রহাশ্চাপি তথা পূজ্যঃ দশদিকৃপতি ত্রিযুতঃ ॥  
 ৬৮ ॥ ব্রহ্মা-বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ বাণী লক্ষ্মীশ্চ  
 শঙ্করী । মাতাঃ মগধেশাশ্চ মংপূজ্যা বস৷  
 স্তথা ॥ ৬৯ ॥ পিতরো যদাতপ্তাঃ সূঃ  
 কর্মস্বতেষু কালিকে । সর্কং তদ্য  
 ভবেদ্যর্থং বিয়কপি পদে পদে ॥ ৭০ ॥  
 অতো মহেশি যত্নেন প্রোক্তমংস্কার-  
 কর্মসু । পিতৃণাং তৃপ্ত্যেহেত্বাভ্যাদয়িকং  
 আকমাচরেৎ ॥ ৭১ ॥ গ্রহযন্ত্রং প্রবক্ষ্যামি  
 সর্কশান্তিবিধায়কম্ । যত্র মংপূজিতাঃ সেনা  
 গ্রহা যচ্ছান্তি বাঞ্ছিতম্ ॥ ৭২ ॥ ত্রিকোণেন-

সর্ক বিষয়ে শান্তিলাভ করিতে পারিবে ।  
 ৬৮—৬৭ । হে সূত্রে । পূর্বোক্ত কর্ম-  
 সমূহে যেমন বাস্তবপুত্র পূজ্য, সেইরূপ দশ-  
 দিকৃপাল-সহিত নবগ্রহও পূজ্য এবং ব্রহ্মা,  
 বিষ্ণু, রুদ্র, বাগেশ্বরী, লক্ষ্মী, শঙ্করী, মাতঙ্গন,  
 গণেশ ও বসুগণও পূজনীয় । হে কালিকে ।  
 পূর্বোক্ত সমুদায় কর্মে যদি পিতৃগণ তৃপ্ত  
 না হন, তাহা হইলে কর্তার সকলই ব্যর্থ  
 হয় এবং পদে পদে তাঁহার বিদ্ব হয় ;  
 অতএব হে মহেশ্বরী । যত্নপূর্বক পূর্বোক্ত  
 মংস্কার-কর্মে এবং ইহাতে পিতৃগণের  
 তৃপ্তির নিমিত্ত আভ্যাদয়িক আক করিবে ।  
 এক্ষণে সর্কশান্তিবিধায়ক গ্রহযন্ত্র বলিতেছি ।  
 ইহাতে গ্রহগণ ও ইন্দ্রাদি দিকৃপালগণ  
 পূজিত হইয়া অভিলষিত বর প্রদান করেন ।  
 ৬৮—৭২ । তিনটি ত্রিকোণ যত্র লিখিমা-

লিখেদ্যন্ত্রং তদ্বহিকৃৎসমালিখেৎ । বিদধ্যাদ-  
 বৃন্তগণানি দশদিকৃষ্টৌ চ তদ্বহিঃ চতুর্দ্বারী-  
 যিঃ কুর্যাদ্ভূপুং মনোহরম্ ॥ ৭৩ ॥  
 বাসবেশানয়োম্যযো ভূপুং বহিঃস্থলে ।  
 বৃন্তং বিচচয়েদেকং প্রাদেশাণাং মীলকম্ ॥ ৭৪ ॥  
 রসোবাকরণযোর্মিধ্যো চোপরং কলয়েৎ তথা ॥  
 ৭৫ ॥ নবগ্রহণং বর্ণেন নব কোণানি  
 পুরেৎ । মধ্যত্রিকোণো দ্বৌ পার্শ্বৌ  
 মধ্যম কণতেদতঃ ॥ ৭৬ ॥ শ্বেতপীতৌ বিদ্যা-  
 ভব্যৌ পৃষ্ঠভাগঃ সিতেতরঃ । অষ্টদিকৃ-  
 পতিবর্ণেন পর্ণাভ্যষ্টৌ প্রপুংয়েৎ ॥ ৭৭ ॥  
 মিতরজ্জগমিতৈশ্চ চৈব পুং প্রোকারমাচরেৎ ।  
 পুরো বহিঃস্থে দে বৃন্তে দেবি প্রাদেশ-

তাহার বহির্ভাগে একটি গোলাকর মণ্ডল  
 লিখিবে । সেই মণ্ডলের বহির্দেশে ত-  
 সংলগ্ন আটটি দল করিবে । তদ্বহির্দেশে  
 চতুর্দ্বারযুক্ত একটি মনোহর ভূপূর করিবে ।  
 ভূপূরের বহির্দেশে পূর্বদিকে ও ঈশান-  
 কোণের মধ্যে প্রাদেশ-পরিমিত একটি  
 বৃন্ত রচনা করিবে । পরে পশ্চিমদিক ও  
 নৈঋতকোণের মধ্যে ঐরূপ আর একটি  
 মণ্ডল প্রস্তুত করিবে । পরে নবগ্রহের  
 বর্ণ দ্বারা ঐ যন্ত্রের নব কোণ প্রপুত্রিত  
 করিবে । মধ্যস্থিত ত্রিকোণের দক্ষিণ ও  
 বাম দুই পার্শ্ব শ্বেত ও পীতবর্ণ করিবে ।  
 তাহার পৃষ্ঠদেশে কৃষ্ণবর্ণ করিবে । অষ্ট-  
 দিকৃপালের বর্ণ দ্বারা অষ্টদল পূরণ  
 করিবে । শুক্র, রক্ত ও কৃষ্ণবর্ণ চূর্ণ দ্বারা  
 ভূপূরের প্রাচীর করিবে । হে দেবি ।

সম্মিতি ॥ ৭৮ ॥ উপধাধঃক্রমেণৈব রক্ত-  
শ্বেতে বিধায়িত্ব । সম্মিহানানি যন্ত্রাণ্য শ্বেচ্ছয়া  
রক্তয়েৎ সুধীঃ ॥ ৭৯ ॥ যৎকোষ্ঠে যো গ্রহঃ  
পূজ্যো যৎপূজ্যে যন্ত দিকৃপতিঃ । যদ্বাবে-  
হবহিতা যে চ তৎক্রমং শূন্যে সাংপ্রায়ম্ ॥  
৮০ ॥ মধ্যাকোণে যজ্ঞেৎ সূর্য্যং পার্শ্বদ্বোরূপং  
শিখাঃ । পশ্চাৎ চতুর্দোদর্ভিতো পূজয়েদম্বু-  
মালিনঃ ॥ ৮১ ॥ অন্তর্ভাকোণে পূর্বাশ্রমর্চয়েৎ  
জনীকরম্ । আগ্নেয়ে মঙ্গলং যাতো বুধং  
নৈঋতকোণকে ॥ ৮২ ॥ বৃহস্পতিং বারুণে  
চ দৈত্যাদ্যাং প্রপূজয়েৎ । শনৈশ্চরক  
বায়বো কোবেরেশানঘোঃ ক্রমাৎ । রাহুং

ভূপূরুর বহির্দিকৃপতিত প্রাদেশ পরিমিত  
বৃত্তদ্বয় উপরিভাগ ও অধোভাগ ক্রমে রক্ত-  
বর্ণ ও শ্বেতবর্ণ করিয়া অর্থাৎ উপনিভাগ  
রক্তবর্ণ ও অধোভাগ শ্বেতবর্ণ করিয়া সুধী-  
ব্যক্তি সম্মিহান সমুদায় শ্বেচ্ছামত বর্ণ দ্বারা  
পূরণ করিবে । যে প্রাকোষ্ঠে যে গ্রহের  
ও যে দলে যে দিকৃপানের পূজা করিতে  
হইবে, যে ঘাটে যে দেবতার আশ্রিত  
হইবে, তাহার ক্রম একে একে বলিতেছি,—  
অগ্নি কর । মধ্যাকোণে সূর্য্যের অর্চনা  
করিবে । তাহার পার্শ্বদ্বয়ে অশ্রণ ও শিখার  
পূজা করিবে । সূর্য্যের পশ্চাত্তম্বে প্রাচ্য  
ও দোদর্ভের অর্চনা করিতে হইবে ।  
৭৩—৮২ । সূর্য্যের উর্দ্ধকোণে পূর্বাধিকে  
চন্দ্রের পূজা করিবে । পরে আগ্নিকোণে  
মঙ্গলের, দক্ষিণদিকে বুধের, নৈঋতকোণে  
বৃহস্পতির, উপনিমদিকে শুক্রের পূজা

কৃত্ব যজ্ঞেচ্ছয়ং পরিত্যক্তারকাগণান্ ॥  
৮৩ ॥ সূর্যো রক্তঃ শনী শুক্রো মঙ্গলো-  
হরুণবিগ্রহঃ । বুধজীর্ণো পাতুর্জীর্ণো শ্বেতঃ  
শুক্রো হমিতঃ শনিঃ । রাহুকেতু বিচিত্রাভৌ  
গ্রহবর্গাঃ প্রাকীর্ত্তিতাঃ ॥ ৮৪ ॥ চতুর্ভুজং  
রবিং ধ্যায়েৎ পদ্মদ্বয়ব্রাহ্মণৈঃ । চিত্তয়েচ্ছ-  
নিনং দানমুদ্রাহমতকরাস্বভম্ ॥ ৮৫ ॥  
কুজমীষৎকুজতনুং হস্তান্যং দণ্ডধারিণম্ ।  
ধ্যায়েৎ সোমাত্মজং বালং ভাস্কলোলিত-  
কুন্তলম্ ॥ ৮৬ ॥ যক্ষসুত্রাদি তং ধ্যায়েৎ  
পুস্তকাক্ষরং গুরুম্ । এবং দৈত্যগুরুকাপি

করিবে । বায়ুকোণে শনির, উত্তরদিকে ও  
ঈশাকোণে যথাক্রমে রাহু কেতুর এবং  
চন্দ্রের চতুর্পার্শ্বে মঙ্গল-মণ্ডলের পূজা  
করিবে । সূর্য্য রক্তবর্ণ, চন্দ্র শ্বেতবর্ণ, মঙ্গল  
অরুণদেহ, বুধ পাতুবর্ণ, বৃহস্পতি গীতবর্ণ,  
শুক্র শুক্লবর্ণ, শনি কৃষ্ণবর্ণ, রাহু এবং  
কেতু নানাবর্ণ,—এই গ্রহগণের বর্ণ কীর্ত্তিত  
হইল । দুই হস্তে পদ্মদ্বয় এবং দুই হস্তে  
বর ও অমর, এই ভূজচতুর্ভুজাত রবিকে  
ভাবনা করিবে \* । কব-কমলদ্বয়ে বরমুদ্রা  
ও অমৃতধারী চন্দ্রকে চিত্তা করিবে । ঈষৎ  
কুজদেহ ও হস্তদ্বয় দ্বারা দণ্ডধারী মঙ্গলকে  
চিত্তা করিবে । বালক এবং ললাট-সিপতিত-  
কুন্তল বুধকে ধ্যান করিবে । যজ্ঞোপবীত-  
মুক্ত এবং হস্তদ্বয় দ্বারা পুস্তক ও অক্ষমালা  
ধারী বৃহস্পাতকে ধ্যান করিবে । শুক্রকেও

\* রবি প্রভৃতির বিশেষণগুলি মিত্রাচনার্থ ।

কাণঃ খণ্ডঃ শনৈশ্চরম্ ॥ ৮৭ ॥ রাজকেতু-  
শিরঃকার্যো বিকৃতো তুরচেষ্টিতো । সৈঃ  
সৈবদৈনন্দ্যে হানিষ্টো যজ্ঞেদিদ্রুদিদিকৃপতীন্ ॥  
৮৮ ॥ দলেশ্বরঃ পূর্বাদিক্রমতঃ সাধকো-  
ত্তমঃ । সহস্রাণ্যং যজ্ঞেদাদৌ পীতকৌষেয়-  
বাসন ॥ ৮৯ ॥ বজ্রপাণিঃ পীতকুচিং  
স্থিতমৈবাবতোপরি । বজ্রাণ্যং তাগবাহনঃ  
শক্তিহস্তঃ ছত্ৰাশনম্ ॥ ৯০ ॥ ধাতুঃ কাণঃ  
লুণাপন্থঃ দক্ষিণঃ কৃষ্ণবর্ণম্ । নিম্নে ত্রি-  
খণ্ডেহস্তকঃ শ্যামাঃ বাজিগাহনম্ ॥ ৯১ ॥  
বরুণঃ মকরাশ্রয়ঃ পাশহস্তঃ সিতপ্রভম্ ।  
ধাতুঃ কৃষ্ণত্বিৎ বায়ুঃ মৃগশৃঙ্গাশ্রয়ম্ ॥  
৯২ ॥ কুবেরঃ কনকাকারঃ ব্রহ্মসিংহাসন-

এইরূপ ধ্যান করিবে । কাণ ও খণ্ড  
শনিকে ভাবিবে । ৮৩—৮৮ । বিকৃত, তুর-  
কর্মা, মন্তকার রাজকে এবং বিকৃত, তুর-  
কর্মা, দেহরূপী কেতুকে ধ্যান করিবে ।  
সাধকোত্তম, নিজ নিজ ধ্যান দ্বারা গ্রহগণের  
পূজা করিয়া পূর্নাদিক্রমে আষ্টদলে ইন্দ্রাদি  
দিকৃপালের পূজা করিবে । প্রথমে পীত-  
কৌমবস্ত্র-পরিধান, বজ্রহস্ত, পীতবর্ণ,  
ত্রৈলোক্যরূপ সহস্রাঙ্গের ( ধ্যানপূর্বক )  
পূজা করিবে । বজ্রবর্ণ, ছগবাহনে আরুঢ়,  
শক্তিহস্ত ছত্ৰাশনকে এবং মহিষবাহন, দণ্ড-  
ধারী, কৃষ্ণদেহ যমকে ধ্যান করিবে ; খণ্ডা-  
ধারী, শ্যামবর্ণ, অশ্বারূঢ় নিকৃতিকে ; মকর-  
বাহন, পাশধারী, শুক্রবর্ণ মকরকে ; কৃষ্ণবর্ণ,  
মৃগবাহন, \* অক্ষুণ্ণধারী—এইরূপে বায়ুকে ;  
সুবর্ণকান্তি, ব্রহ্মসিংহাসনারূঢ়, সকল যক্ষ-

স্থিতম্ । স্তম্ভঃ যক্ষগণৈঃ সর্পৈঃ পাশাকুল-  
করাশ্রয়ম্ ॥ ৯৩ ॥ ঈশানঃ ব্যাভারূঢ়ঃ  
ত্রিশূলবরধারিণম্ । ব্যাভাচর্ম্মপরিধরং পূর্ণেন্দু-  
সদৃশপ্রভম্ ॥ ৯৪ ॥ ধাতু চৈতান্য ক্রমাদিষ্টা  
ব্রহ্মানন্তো পুরো বহিঃ । উর্দ্ধাধো বৃন্তয়োর্চ্যো  
ততোহর্জ্য দ্বারদেবতাঃ ॥ ৯৫ ॥ উগ্রো ভীমঃ  
প্রচণ্ডশো পূর্বদ্বাঃ প্রকীর্তিতাঃ ।  
জয়ন্তঃ ক্ষেত্রপালশ্চ নকুলেশো বৃহচ্ছিরাঃ ।  
যাম্যদ্বাবে পশ্চিমে চ বৃকশ্চানন্দভূজয়াঃ ॥  
৯৬ ॥ ত্রিশিরাঃ পুরুজিহ্বেচ ব ভীমনাদো  
মহোদবঃ । উত্তরদ্বারপাশ্চাতে সার্ষে  
শস্ত্রাশ্রপাণ্ডিঃ ॥ ৯৭ ॥ লোহিতাঃ ব্রহ্মণো-

গণের স্তম্ভ, করকমলদ্বয় দ্বারা পাশাকুল-  
ধারী কুবেরকে এবং ব্যাভারূঢ়, ত্রিশূলব-  
ধারী, ব্যাভাচর্ম্ম-পরিধান, পূর্ণচন্দ্রের আয়-  
স্করণ ঈশানকে ধ্যান করিবে । এই  
সকল দিকৃপালকে ধ্যানপূর্বক যথাক্রমে  
পূজা করিয়া ভূপূর্বের বহির্দিকে উর্দ্ধ ও  
অধোবৃন্তদ্বয়ে ব্রহ্মা ও অনন্তকে পূজা  
করিবে । তদনন্তর দ্বারদেবতাগণ পূজনীয় ।  
৮৯—৯৬ । দ্বারদেবতাগণ যথা ;—উগ্র,  
ভীম, প্রচণ্ড এবং ঈশ—এই চারিজন  
পূর্বদ্বারী বলিয়া কীর্তিত । বজ্রহস্ত, ক্ষেত্র-  
পাল, নকুলেশ এবং বৃহৎশিবাঃ—ইহারা  
দক্ষিণদ্বারী ; বৃক, অশ্ব, আমল্য এবং  
ভূজয়াঃ—পশ্চিমদ্বারী । ত্রিশিরাঃ, পুরুজিহ্বা,  
ভীমনাদ এবং মহোদব—উত্তরদ্বারী ;  
ইহারা সকলেই শস্ত্রধারী । হে ছত্রতে ।  
ব্রহ্মা এবং অনন্তের ধ্যান অবশ্য কর ।

ধানমনস্তথাপি স্তব্ধে ॥ ৯৮ ॥ রক্তোৎপল-  
পলিতৈঃ বগ্না চতুর্ভাষ্যচতুর্ভুজজঃ । হংসা-  
ক্কাটা বরাভীতি-পুস্তকপাণিকঃ ॥ ৯৯ ॥  
হিমকুন্দপুষ্পঃ - সহস্রাণাং সহস্রপাং ।  
সহস্রপাণিবদনো ধোয়োহনন্তঃ সুরাসুতৈঃ ॥  
১০০ ॥ ধ্যানং পূজাং চাপি যজ্ঞক কথিতং  
শ্রিয়ে । বাজাদিক্রমতো হোয়ং ময়ানপি  
শৃণু শ্রিয়ে ॥ ১০১ ॥ ঋকারো হব্যবাহুঃ যজু-  
দীর্ঘস্বরসংযুতঃ । ভূমিতো নাদবিন্দুভ্যং  
বাস্তমজঃ যজ্ঞকঃ ॥ ১০২ ॥ তারং ময়াং  
তীর্থাংশো ভেদস্তমারোগাদঃ বদেৎ । বহি-

“ব্রহ্মা,—ব্রহ্মপদ্যের কায় প্রতাসম্পন্ন,  
চতুর্ভুজ, চতুর্ভুজ, হংসবাহন এবং তাঁহার  
চতুর্ভুজের বর, অময়, অক্ষমাণা ও পুস্তক-  
বর্তমান রহিয়াছে ।” “হিম কুন্দপুষ্প এবং  
চন্দ্রাব জায় শুক্রাণ, মঃ অচর্য, সহস্রহস্ত,  
সহস্রগুণ, অনন্ত সুরাসুরগণের ধোয় ।”  
হে শ্রিয়ে ! ধ্যান, পূজা পরিপাটী এবং যজ্ঞ  
কথিত হইয়াছে । এক্ষণে বাস্তপ্রভৃতি  
অনন্ত পর্ষান্ত সকল দেবতার মন্ত্রও প্রবণ  
কর । ছয়টি দীর্ঘস্বর ( আ, ঐ, উ, ঐ, ঐ, ঐ,  
অঃ ) যুক্ত হব্যবাহু ( ঐকে ) স্থিত ঋকার,  
নাদ ( চন্দ্রাবিন্দু ) এবং বিন্দু ( অমুস্বার )  
ভূষিত হইলে যজ্ঞক ( ঋঃ ঋঃ  
ইত্যাদি ) বাস্ত মন্ত্র হইবে । তার ( ঐ )  
ময়া ( ঐঃ ) “তি গ্যরশ্চো” ( অনন্তর )  
চতুর্থা-বিভক্তির একবচনান্ত আরোগ্যদ  
অর্থাৎ “আরোগ্যদায়” বলিবে । অনন্তর  
বহিঃজায়া ( স্বাহা ) দিয়া সূর্য্যমন্ত্র উচ্চত

জায়াং ততো নত্যা সূর্য্যমন্ত্রং সমুচ্চরেৎ ॥  
১০৩ ॥ কামো ময়া চ বাণী চ ততোহমৃত-  
করেতি চ । অনন্তং প্রাবয়দ্ব্যং স্বাহা  
সে মমমুর্মতঃ ॥ ১০৪ ॥ ঐঃ হ্রাঃ ক্রীঃ  
সর্বপদাদুষ্টান্ নাশয় নাশয় । স্বাহাবমানো  
মন্ত্র হযং মঙ্গল্য ঐকীর্তিতঃ ॥ ১০৫ ॥  
ক্রীঃ ক্রীঃ সৌম্যপদোকে ‘জু’ সর্বান্ কামাং-  
স্ততো বদেৎ । পুৰাণান্তে বহিকান্তামেষ  
সৌম্যপদে মন্ত্রঃ ॥ ১০৬ ॥ তান্বেণ গুটিতা  
বাণী ততঃ সুরগুরোঃ পদম্ । অভীষ্টং যচ্ছ  
যচ্ছৈতি স্বাহা মন্তো বৃহস্পতিঃ ॥ ১০৭ ॥ শাং  
শীং শূং শৈং ততঃ শৌং শঃ শুক্রমন্ত্রঃ  
সমোরিতঃ ॥ ১০৮ ॥ হ্রং হ্রাং ক্রীং ক্রীং  
সর্বপদান্ দিত্যবয়বপদদ্বয়ম্ । মার্ত্তণ্ডম্বে

করিবে । কাম ( ঐঃ ), ময়া ( ঐঃ ), বাণী  
( ঐঃ ), অনন্তর “অমৃতকর” এই পদ,  
পরে “অমৃতং প্রাবয় প্রাবয় স্বাহা” ইহা  
সৌম্যমন্ত্ররূপে জ্ঞাত হইয়াছে । ১০৭—১০৮ ।  
“ঐঃ হ্রাং ক্রীং সর্ব, পদের পর “হুষ্টান্  
নাশয় নাশয়”, অন্তে “স্বাহা” এই মঙ্গলের  
মন্ত্র কাঙ্ক্ষিত হইল । “ক্রীং ক্রীং সৌম্য” এই  
পদ বলিয়া অনন্তর “সর্বান্ কামান্” বলিলে,  
পরে “পুঃ”, অন্তে বহিকান্তা ( স্বাহা )  
বলিবে, ইহা বুদ্ধেব মন্ত্র । তার দ্বারা আচ্ছা-  
দিত বাণী অর্থাৎ “ঐ ঐঃ ঐ” অনন্তর  
“সুরগুরো” এই পদ, পরে “অভীষ্টং” যচ্ছ  
যচ্ছ স্বাহা” ইহা বৃহস্পতির মন্ত্র । “শাং  
শীং শূং শৈং” অনন্তর “শৌং শঃ” এই  
শুক্রমন্ত্র কথিত হইল । “হ্রাং হ্রাং হ্র

পশ্চাদ্ভোগমুক্তঃ শনৈশ্চরে ॥ ১০৯ ॥ রাং  
ক্রৌং ভ্রৌং ক্রীং সোমনস্ত্রো শত্রুং বিধ্বংসয়  
ধম্ম । রাহবে নম ইত্যেয রাহোর্মুদ্রাদা-  
হুঃ ॥ ১১০ ॥ ক্রুং ক্রুং ক্রৈং কেতবে  
স্বাহা কেতোর্মুদ্রাঃ প্রকীৰ্ত্তিতাঃ ॥ ১১১ ॥ লং  
লং লুং লুং লুং যমিতি ক্ষং হৌং ক্রীমিতি  
ক্রমাৎ । ইত্যাদ্যানন্তঃ দশদিকপালং দশ মন্ত্রাঃ  
সমাপ্রিতাঃ ॥ ১১২ ॥ অগ্নেয়াং পরিবারাণাং  
নামমন্ত্রাঃ প্রকীৰ্ত্তিতাঃ । অগ্নুস্তমন্ত্রে সৰ্ব্বত্র  
বিধিরেষ শিবোদিতঃ ॥ ১১৩ ॥ নমে হস্ত-  
মন্ত্রে দেবেণি ন নমো দেভ্যেৎ বুধঃ ।

ক্রৌং সৰ্ব্বদেবানু বিম্বাবয় বিম্বাবয় মার্ত্ত-  
সুনবে" পরে "নমঃ" ইহা শনৈশ্চরের মন্ত্র ।  
"রাং ক্রৌং ভ্রৌং ক্রীং সোমনস্ত্রো শত্রুং বিধ্বং-  
সয় বিধ্বংসয় রাহবে নমঃ" এই রাহুর মন্ত্র  
কথিত হইল । "ক্রুং ক্রুং ক্রৈং কেতবে স্বাহা"  
এই কেতুর মন্ত্র কীৰ্ত্তিত হইল । ১০৯—১১১  
(১) 'লং', (২) 'লুং', (৩) 'লুং', (৪) 'লুং', (৫)  
'লুং', (৬) 'লুং', (৭) 'লুং', (৮) 'লুং', (৯)  
'লুং' (১০) 'লুং' এই দশটি মন্ত্র যথাক্রমে  
ইন্দ্র প্রভৃতি অনন্ত পর্যন্ত দশদিকপালকে  
কথিত হইয়াছে । (দশদিকপালগণের নাম  
যথাক্রমে নির্দিষ্ট হইতেছে, যথা—ইন্দ্র,  
বহু, যম, নিখাত, বরুণ, বায়ু, কুবের,  
ঈশান, ব্রহ্মা, অনন্ত) । অত্র সকল  
পরিবারের নামই মন্ত্র বলিয়া কীৰ্ত্তিত  
হইয়াছে । যে যে স্থলে মন্ত্র উক্ত হই  
নাই, সেই সকল স্থানেই এই নির্দিষ্ট  
অর্থার্থ নামই মন্ত্র, নিঃ স্ত্রীং স্ত্রীং

স্বাহাভ্যেহপি তথা মন্ত্রে ন দদ্যাদ্বহি-  
ব্রাহ্মণ ॥ ১১৪ ॥ গ্রাহাদিত্যঃ গ্রাহাতব্যং  
পুষ্পং বাসন্ত ভূষণম্ । অগ্নিঃ বর্ণানুরূপেণ  
নাম্যথা প্রীত্যে ভবেৎ ॥ ১১৫ ॥ কুশ-  
তিকোক্তাবিধিনা বহিঃ সংস্থাপনং সুধীঃ ।  
পুষ্পকুচ্চাবর্চেষ্টয়া । সমিদ্ধিহোমমাচরেৎ ॥  
১১৬ ॥ শান্তিকার্য্যনি পুষ্টৌ চ বরদো  
হব্যবাহনঃ । প্রতিষ্ঠায়াং গোহিতোক্ষঃ শত্রুহা  
ক্রুরকর্ম্মনি ॥ ১১৭ ॥ শান্তৌ পুষ্টৌ মহে-  
শানি তথা ক্রুরেহপি কর্ম্মনিঃ গ্রহবাগং  
প্রকুর্ব্বণো বাস্ত্বিগর্ভমবাগুয়াৎ ॥ ১১৮ ॥ যথা  
প্রতিষ্ঠাকার্য্যে দেবার্চা পিতৃতর্পণম্ ।

হইয়াছে । যে মন্ত্রের অন্তে 'নমঃ' শব্দ  
আছে, পণ্ডিত ব্যক্তি তাহার সাহিত্যে 'নমঃ'  
শব্দ যোজিত করিবে না । এইরূপ স্বাহাও  
মন্ত্রে বহির্বিষয় (স্বাহা) শব্দ দিবে না ।  
গ্রাহাদিত্যের নিজ নিজ বর্ণানুরূপ পুষ্প, বস্ত্র  
এবং ভূষণ দিবে । অগ্নিও গ্রাহাদিত্যের  
প্রীতির নিমিত্ত হইবে না । জ্ঞানী ব্যক্তি  
কুশতিকোক্ত বিধি অনুসারে বহিঃস্থাপন  
করিয়া নানাবিধ পুষ্প ও সমিধ দ্বারা হোম  
করিবে । শান্তিকার্য্য ও পুষ্টিকার্য্যে বরদ-  
নামা অগ্নি । প্রতিষ্ঠাকার্য্যে গোহিতোক্ষনামা ;  
ক্রুরকর্ম্মে অর্থাৎ অভিচারাদি কার্য্যে  
শত্রুহাননামা । হে মহেশানি । শান্তিকর্ম্ম,  
পুষ্টিকার্য্য এবং ক্রুরকর্ম্মে গ্রহবাগ করিলে  
অভীষ্টার্থ লাভ করিবে । প্রতিষ্ঠাকার্য্যে  
যে রূপ দেবপূজা এবং পিতৃতর্পণ অর্থাৎ

বাস্তোধ্যাগে গ্রহাণাক ভদ্রদেব বিধীয়তে ॥  
১১৯ ॥ যদ্যেকমিনু দিনে বিদ্বিঃ প্রতিষ্ঠা  
যাগকর্ম চ । যজ্ঞেন তত্র\* দেবার্চ্যপিতৃ-  
প্রাক্কাগ্নিসংষ্টিয়াঃ ॥ ১২০ ॥ জলাশয়-গৃহ-  
রাম-সেতু-সংক্রম-শাখিনঃ । বাহনাসন-  
যানানি বাসোহলক্ষরণানি চ ॥ ১২১ ॥ পান-  
শনীযপাত্রাণি দেয়ত্বেনি যাত্ৰাপি । অসংক-  
তানি দেবায় ন প্রদদ্যুঃ কলেশ্বরঃ ॥ ১২২ ॥  
কাম্যে কশ্মণি সর্ষদ্ব বুধঃ সঙ্কল্পমাচরেৎ ।  
বিধিবাক্য-সম্মায়েণ সম্পূ জিকৃত্যশ্নয়ে ॥ ১২৩ ॥  
সংস্কৃত্যর্চিতিং জ্বাং নামোচ্চারণ-  
পূর্ব্বকম্ । সম্প্রদানান্তিধাকৌতুকা দত্তা সম্যক  
ফলং লভেৎ ॥ ১২৪ ॥ জলাশয়গৃহারাম-

আভ্যুদয়িক প্রাক্ কর্তব্য, বাস্ত্যযোগ ও  
গ্রহযোগে সেইরূপই দেবপূজাদি করিতে  
হইবে । যদি একদিনে দুই তিনটি প্রতিষ্ঠা  
ও বাস্ত্যযোগাদি হয়, তাহা হইলে সেই সকল  
কার্য্যে তন্ত্রতঃ অর্থাৎ একবার দেবপূজা,  
পিতৃপ্রাক্ ও আগ্নিসংস্কার করিলেই হইবে ।  
১১২-১২০ । ফলাকাজ্যগী ব্যক্তিগণ,—  
জলাশয়, গৃহ, উপবন, সেতু, সংক্রম, বুধ,  
বাহন ও অশ্বাদি যে সকল দেয় বস্তু, তাহা  
প্রোক্ষণ না করিয়া দেবতাকে দিবে না ।  
পশ্চিমে বাস্তি সকল কাম্য কার্য্য সম্পূর্ণ  
ফললাভের জন্য বিধিবাক্য অনুসারে সঙ্কল্প  
করিবে । শোণিত ও অর্চিত ত্র্য নামো-  
ল্লেকপূর্ব্বক সম্প্রদানের অর্থ, বহুদেশে দান  
করবে, তাহার নাম উচ্চারণ করিয়া, দান  
করিলে, সম্যক ফল লাভ করিবে । জলাশয়,

সেতু-সংক্রমশাখিনাম্ । কথ্যন্তে প্রোক্ষণে  
মজাঃ প্রযোজ্যা ব্রহ্মবিদ্যায়া ॥ ১২৫  
জীবনাধার জীবনাং জীবনপ্রদ বাক্ষণ  
প্রোক্ষণে তব তৃণ্যজ জল-ভূচর-খেচরাঃ  
১২৬ ॥ তৃণকাষ্ঠাদিসমুত্ত বাসেয় ব্রহ্ম-  
প্রিয় । ত্বাং প্রোক্ষয়ামি তোয়েন প্রীতঃ  
ভব সর্বদা ॥ ১২৭ ॥ ইষ্টকাদিসমুদ্ভূত  
বস্ত্রবস্ত্রিষ্টকাময়ে ॥ ১২৮ ॥ ফলৈঃ পটৈঃ  
শাখাদৈশ্চায়াভিচ্চ প্রিৎকরাঃ । যচ্ছয়  
মেহখিলান্ কামান্ প্রোক্ষিতাস্তীর্থ-

গৃহ, উপবন, সেতু, সংক্রম অর্থাৎ সেতু-  
বিদ্যায় ও বুধের প্রোক্ষণ মন্ত্র সকল  
কথিত হইতেছে ; এই সকল মন্ত্র, ব্রহ্মবিদ্যা  
অর্থাৎ গাথত্রীর সহিত প্রয়োগ করিলে ।  
জলাশয় প্রোক্ষণের মন্ত্র যথা ;—(মূল,—জীৱ-  
—চরাঃ) হে জলাধার । হে প্রাণিগণের  
জীবন-দাতা । হে বাক্ষণ । তোমার প্রোক্ষণে  
জলচর, ভূচর এবং খেচর সকলে তৃপ্তিলাভ  
করুক । গৃহ-প্রোক্ষণের মন্ত্র যথা ;—  
(মূল,—তৃণ—সর্বদা), হে তৃণকাষ্ঠাদি-  
সমুত্ত । হে বাসযোগ্য । তুমি ব্রহ্মার  
প্রিয়, তোমাকে তোয় দ্বারা প্রোক্ষিত  
করিতেছি, সর্বদা আমার প্রীতির নিমিত্ত  
হও । ইষ্টকাময় গৃহ হইলে, (‘তৃণ-  
কাষ্ঠাদি সমুদ্ভূত’ এই পদের পরিবর্তে)  
‘ইষ্টকাদি-সমুদ্ভূত’ অর্থাৎ ইষ্টকাদি দ্বারা  
নির্মিত—এই কথা বলিবে । আরাম-  
প্রোক্ষণের মন্ত্র যথা ;—(ফলৈঃ—বারিভিঃ)  
ফল, পত্র, শাখাদি এবং ছায়া দ্বারা প্রিয়

বারিভিঃ ॥ ১২৯ ॥ সেতুস্তং ভব নিধুনাং  
পারদঃ পথিকপ্রিয়ঃ । ময়া সংপ্রোক্ষিতঃ  
সেতো যথোক্তফলদোভব ॥ ১৩০ ॥ সংক্রম  
স্তাং প্রোক্ষয়ামি লোকানাং সংক্রমং যথা ।  
দদামীহ তথা স্বর্গে সংক্রমো মে প্রদীয়-  
তাম্ ॥ ১৩১ ॥ অরামপ্রোক্ষণে মন্ত্রো  
য এষ কথিতঃ প্রিযে । স এব শাখি-  
সংস্কারে প্রযোক্তব্যো মনীষিভিঃ ॥ ১৩২ ॥  
প্রণবো বারুণকাক্তং বীজুত্ৰিতয়মসিকৈ । সর্ব-  
সাধারণদ্রব্যপ্রোক্ষণে বিনিবেজয়েৎ ॥ ১৩৩ ॥  
স্বাপন ইং বাহনকেং জাপমেদ্রমবিদ্যায়া ।

কারকগণ তীর্থজল দ্বারা প্রোক্ষিত হইয়া  
আমাকে সকল ভাটীষ্টে প্রদান করুন । সেতু-  
প্রোক্ষণের মন্ত্র যথা ;—( সেতুঃ—ভব ) হে  
সেতু । তুমি ভবনিধুব পারদাতা, সেতু  
পথিকদিগের প্রিয় ; তুমি মং কর্তৃক  
প্রোক্ষিত হইয়া যথোক্ত ফলদাতা হও ।  
সংক্রম-প্রোক্ষণের মন্ত্র যথা ;—( সংক্রম—  
প্রদীয়তাম্ ) হে সংক্রম । আমি তোমাকে  
প্রোক্ষিত করিতেছি, ইহলোকে যেকণ সকল  
লোককে মংরূপ করিতে দাতা, সেইরূপ  
স্বর্গে আমায় গতিশক্তি প্রদান কর ।  
১২১—১৩১ । হে প্রিযে । আরাম প্রোক্ষণে  
যে মন্ত্র উক্ত হইয়াছে, পণ্ডিতগণ বৃক্ষ-  
সংস্কারে সেই মন্ত্রই প্রয়োগ করিবেন । হে  
অসিকৈ । সর্বসাধারণ জবা প্রোক্ষণে  
প্রণব ( ওঁ ), বারুণ ( বং ), অস্ত্র ( যট্ ),  
এই তিন বীজ প্রয়োগ করিবে । বাহন  
যদি জান করাইবার যোগ্য হয়, তাহা

অস্ত্রজৈবার্থাতোয়েন কুশাগ্রোণ বিশোধয়েৎ ॥  
১৩৪ ॥ প্রাণপ্রতিষ্ঠামাচার্য্য তন্ত্রবাহন-  
সংজ্ঞয়া । পুজিতোহলঙ্কৃতো বাহো দেয়ো  
ভবাতি দেবতে ॥ ১৩৫ ॥ জলাশয়ে পূজনীয়ো  
বরণো বাদমাঙ্গুভিঃ । গৃহে প্রজাপতিব্রহ্ম-  
রামে সেতো চ মংক্রমে । পূজ্যো বিষ্ণু-  
র্জগৎপাতা সর্বাঙ্গা সর্বদৃষ্টিভুঃ ॥ ১৩৬ ॥  
শ্রীদেবুবাচ । বিধিধানি বিধানানি কথি-  
তান্যুক্তকর্ম্মহু । ত্রয়ো ন দর্শিতো যেন  
মানবঃ কর্ম্ম সাধয়েৎ ॥ ১৩৭ ॥ ক্রমব্যত্য-  
কর্ম্মাণি হুয়াসাকৃতান্যপি । ন যচ্ছক্তি যস্য  
সম্যক্ নৃণাং কর্ম্মানুষ্ঠীতিনাম্ ॥ ১৩৮ ॥  
শ্রীমদাশ্বিন উবাচ । যহুস্তং উপদেশানি

হইলে ঐ বাহনকে গায়ত্রী দ্বারা জলি করা-  
ইবে,—অস্ত্র, অর্ধাং জান করাইবার যোগ্য  
না হইলে কুশাগ্র-গৃহীত অর্ধা-জল দ্বারা  
শোধিত করিবে । প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া তন্ত্র-  
বাহনের নামোচ্চারণপূর্ব্বক পুজিত ও অলঙ্কৃত  
বাহন, দেবতাকে প্রদান করিবে । জলাশয়-  
প্রতিষ্ঠাতে জলজন্তুদিগের অধিপতি ব্রহ্ম—  
( প্রদানভাবে ) পূজনীয় । গৃহপ্রতিষ্ঠাতে  
ব্রহ্ম প্রজাপতি ; আরাম, সেতু এবং  
সংক্রম-প্রতিষ্ঠাতে ত্রিভুবন-রক্ষক সর্বাঙ্গা  
সর্বজ্ঞ প্রভু বিষ্ণু, পূজনীয় । দেবী বলিলেন,  
—নানাবিধ বিধান বলিলে বটে, কিন্তু উক্ত  
কর্ম্মসমূহে ক্রম বলালে না যে, মনুষ্যাগুণ  
কর্ম্ম আচরণ করিবে ? ক্রমনহিত বর্ষা বহু-  
আরামপূর্ব্বক করিলেও কর্ম্মফলচ্ছু মানব-  
গণের সম্পূর্ণ ফলপ্রাপ্ত হয় না । ১৩২—১৩৮ ।

মাত্রেব হিতকারিণি । শিশুশ্রেয়সং তয়ো-  
কানাং ফলমাপ্ত্যচ্যুতমাম্ ॥ ১৩৯ ॥ এতয়া-  
মুক্তকৃত্যানামনুষ্ঠানং পৃথক পৃথক বাস্ত-  
বাপক্রেমাদেব কথ্যমায়াবদীয়তাম্ ॥ ১৪০ ॥  
পূর্বেহি নিয়তাহারঃ যঃ প্রাতঃ নান-  
মাচরেৎ । কৃত্বা পূর্বাঙ্কুরং কৰ্ম্ম শুরুৎ  
নারায়ণং যজ্ঞৎ ॥ ১৪১ ॥ ততঃ স্বকাম-  
মুদ্দিগ্য বিধির্নশিতীর্ণনা কৃতমক্ষমাকো মন্ত্রী  
গণেশাদীনু সমর্চয়েৎ ॥ ১৪২ ॥ বদুকাতং  
ত্রিনেত্রং দ্বিরদবরমুখং নাগবাক্সোদবীতং  
শঙ্খাং চক্রং রূপমং বিমলাগরমিজং হস্ত-  
পদৌদধানম্ । উদ্যদ্বলেন্দুমৌলিং মিনকর-

শ্রীমদাশ্বিন বালিলেন,- হে পরমেশ্বর ।  
মাত্রেব হিতকারিণি । তুমি যাহা অর্থাৎ  
ক্রমানুসারে কার্য্য করা বিহিত, এই কথা  
বলিয়াছ, ফলমুক্তচিত্ত লোকদিগের পক্ষে  
তাহা মঙ্গলকর । হে দেবি । এই সকল  
উক্ত কার্য্যের পৃথক পৃথক অনুষ্ঠান  
বাস্তবায়ন হইতে আরম্ভ করিয়া বলিতেছি,  
মনোযোগ কর পূর্বদিন আহারের সংযম  
করিয়া পবদিন প্রাতঃস্নান করিবে,  
অনন্তর পৌর্নবাসিক কার্য্য সম্পন্ন করিয়া  
শুরু ও নারায়ণের পূজা করিবে । অনন্তর  
কর্ম্মকর্ত্তা নিজ কামনা উত্তমপূর্বক বিধি-  
নির্দিষ্ট মঙ্গলক্রমে মঙ্গল কবিয়া গণেশাদির  
পূজা করিবে । ১৩৯—১৪২ “বদুকপুষ্পার  
স্তায় রক্তবর্ণ, ত্রিনেত্র, গজেন্দ্রবদন, সর্পময়-  
বজ্রপবীত-ধারী, করকমল চতুর্ভুজে শঙ্খা,  
চক্র, অশি এবং প্রাণ-পূজা ধারী, উদয়কাদীন

কিরণোদ্গীপ্তবস্ত্রাচ্ছন্দোভম্ । নানালঙ্কারযুক্তং  
ভজন্ত গণপতিং রক্তপদোপবিষ্টম্ ॥ ১৪৩ ॥  
এবং ধাত্তা যথালঙ্ক্য পূজয়িত্বা, গণেশম্ ।  
ব্রহ্মাণক ততো ধারীং বিষ্ণুং লক্ষ্মীং সম-  
র্চয়েৎ ॥ ১৪৪ ॥ শিবং দুর্গাং গ্রহাংশ্চাপি  
তথা যোড়শমাতৃকাঃ । যুতধারাপি বসুনিষ্ঠা  
কুর্ধ্যাং পিতৃক্রিয়াম্ ॥ ১৪৫ ॥ ততঃ প্রোক্ত-  
বিধানেন মণ্ডলং বাস্তরঙ্গমঃ । নির্মাণ  
পূজয়েৎ তত্র বাস্তদৈত্যং গঠণঃ সহ ॥ ১৪৬ ॥  
ততস্ত হুত্তিগং কৃত্বা বহ্নিং সংস্কৃত্য পূর্ববৎ ।  
ধারাহোমাস্তমার্চ্য বাস্তহোমং সমারভেৎ ॥  
১৪৭ ॥ যথালঙ্ক্যাহতীস্তমো পরিবারগণাং

নব-শশি শোভিত-মৌলি, দিবাকর-কিরণবৎ  
অভ্যাজ্জপ-বস্ত্র এবং অভ্যাজ্জল-দেহকাণ্ডি,  
নানালঙ্কার-ভূষিত, • রক্ত-পদে উপবিষ্ট  
গণপতিকে ভজনা কর ।” এই গণপতির  
ধ্যান করিয়া যথালঙ্ক্য পূজা করিবে, অনন্তর  
ব্রহ্মা, সরস্বতী, বিষ্ণু এবং লক্ষ্মীর পূজা  
করিবে । শিব, দুর্গা, নবগ্রহ, যোড়শমাতৃকা  
এবং যুতধারাতে বসুগণের পূজা করিয়া,  
আত্মাদয়িক করিবে । অনন্তর উক্ত বিধি  
অনুসারে বাস্ত-রাক্ষসের মণ্ডল নির্মাণ  
করিয়া, তাহাতে মপরিবার বাস্তদেবের  
পূজা করিবে । তদনন্তর হুত্তিগ করিয়া,  
পূর্ববৎ অর্থাৎ কুশস্তিকৈকান্ত-বিধি অনু-  
সারে বহ্নিসংস্কার ও ধারাহোমাস্ত কার্য্য  
সমাপনপূর্বক বাস্ত-হোম আরম্ভ করিবে ।  
জাঁহাকে অর্থাৎ বাস্তকে, বাস্তপরিবারগণকে  
এবং পূজিত দেবতাদিগকে যথালঙ্ক্য

চ। তথা পূজিতদেবেভ্যো দত্তা কৰ্ম্ম সমা-  
পযেৎ ॥ ১৪৮ ॥ বাস্তব্যাগে পৃথক্ কার্য্যে এয  
তে কথিতঃ ক্রমঃ । অনেনৈব গ্রাহণাক  
যজ্ঞোহপি বিহিতঃ প্রিয়ে ॥ ১৪৯ ॥ গ্রাহণামত্র  
মুখ্যত্বান্নিতেন প্রপূজনম্ । সঙ্গজানন্তবৎ  
কার্য্যং বস্তুর্চনমিতি ক্রমঃ ॥ ১৫০ ॥  
গণেশাদর্চনং সৰ্ব্বং বাস্তব্যাগবিধানবৎ ।  
গ্রাহণাং যন্ত্রমাতৌ চ ধ্যানং প্রাগেব কীর্ত্তি-  
তম্ ॥ ১৫১ ॥ প্রসঙ্গঃ কথিতৌ তদ্রে গ্রাহ  
বাস্তবত্বকর্ম্মৌ । অথ প্রস্তুতকৃত্যানামুচ্যতে  
কূপসংক্ষিপ্তা ॥ ১৫২ ॥ সঙ্গজং বিধিবৎ কৃত্বা  
বাস্তবপূজনমাচরেৎ । মণ্ডলে কপসে বাপি  
শালগ্রামে যথামতি ॥ ১৫৩ ॥ ততঃ পূজ্যো

অজ্জতি দিয়া, কৰ্ম্ম সমাপন করিবে ।  
পৃথক্ভাগে কৰ্ম্মব্য বাস্তব্যাগে এই ক্রম  
তোমার নিকট কথিত হইল । হে প্রিয়ে ।  
গ্রাহযজ্ঞও এই ক্রমানুসারে বিহিত ।  
ইহাতে অর্থাৎ গ্রাহ্যাগে, গ্রাহদিগেব প্রাধান্ত  
হেতু অঙ্গভাবে পূজা নিষিদ্ধ এবং সঙ্গজের  
পব অঙ্গভাবে বাস্তবদৈত্যের পূজা কণ্ডব্যা ।  
ইহা ( বিশেষ ) ক্রম । গণেশাদি দেব-  
পূজাদি সমস্ত কার্য্যই বাস্তব্যাগ বিধানানু-  
সারে হইবে । গ্রাহদিগের যজ্ঞ, মন্ত্র এবং  
ধ্যান পূর্বেই কীর্ত্তিত হইয়াছে । হে  
ভদ্রে । প্রসঙ্গক্রমে গ্রাহ্যাগ ও বাস্ত-  
ব্যাগেব ক্রম কথিত হইল । অনন্তর পূর্বে  
প্রস্তাবিত কৰ্ম্মসমুদায়ের মধ্যে কপসংস্কার,  
বিধি বলিতেছি । যথাবিধি সঙ্গল করিয়া,  
মণ্ডলস্থাপিত ঘট কিংবা শালগ্রাম,  
( ইহার মধ্যে ) বাহাতে অভিকৃতি হয়,

গণপতিব্রহ্মা বানীহরী রমা । শিবো ভূগা  
গ্রাহাশ্চাপি পূজ্যো দিব্যপতঙ্গজা ॥ ১৫৪ ॥  
মাতৃবো বসবোহষ্টৌ চ ত্রয়ো কার্য্যো পিতৃ-  
ক্রিয়য়া প্রাধান্তিং বকণ্যাত্ত ম হি পূজ্যো  
বিশেষতঃ ১৫৫ ॥ নানোপহাটৈর্বক্লেণমর্চয়িত্বা  
দশাতিতঃ । বিধিবৎ/সংস্কৃতে বাহুণ্যে বাক্ষণং  
হোমমাচরেৎ ॥ ১৫৬ ॥ পূজিতেষাম্ভ্যশ্চ দেবেভ্যো  
দত্তা প্রত্যেকমাহুতিম্ । পূর্ণাহত্যন্তকৃত্যোন  
হোমকৰ্ম্ম সমাপযেৎ ॥ ১৫৭ ॥ ততো ধ্বজ-  
পতাকাভাগুগন্ধমিন্দুর্চর্চিতম্ । উক্তপ্রোক্ষণ-  
মন্ত্রেণ প্রোক্ষয়েৎ কূপমুদনম্ ॥ ১৫৮ ॥ ততঃ  
স্বকামমুদ্दिष्टा देवमुद्दिष्टा वा नवः । सर्ववृत्त-

ভাহাতে বাস্তপূজা করিবে । ১৫৩ — ১৫৩ ।  
তদনন্তর গণপতি, ব্রহ্মা, সবসতী, হনি,  
লক্ষ্মী, শিব ও ভূগা পূজা করিবে । আর  
নবগ্রাহ দশাদিকূপাল, মাতৃগণ এবং অষ্টগমুও  
পূজনায । "অনন্তঃ পিতৃকৰ্ম্ম করিবে ।  
ইহাতে অর্থাৎ কপসংস্কারে বকণেব প্রাধান্ত,  
সুতরাং বকণদেবেব বিশেষরূপ পূজা  
করিবে । নিম্ন নীতি অনুসারে বিধি  
উপহাব দ্বারা বরুণকে পূজা করিয়া,  
যথাবিধি সংস্কৃত মনলে বরুণদেবতোরদশে  
হোম করিবে । পূজিত দেবগণের প্রত্যেককে  
অজ্জতি দিয়া, "পূর্ণজতি পর্যন্ত সকল  
বর্ষ্য হইলে, হোমকার্য্য সমাপিত করিবে ।  
অনন্তর ধ্বজ-পতাকা-মাণ্য-চন্দন-মিন্দু-  
র্চর্চিত উক্তম জলাশয়কে পূর্বেজ্ঞ প্রোক্ষণ-  
মন্ত্র দ্বারা প্রোক্ষিত করিবে । অনন্তর নিজ  
কামনা উদ্দেশ করিয়া কিংবা দেবতা-প্রীতি  
উদ্দেশ করিয়া, সর্বকাল প্রাণিগণের

শ্রীমদাখ্যোক্তঃ কৃপা জলাশয়ঃ ॥ ১৫৯ ॥  
কৃত্তাপি পুটো ভূত প্রার্থয়েৎ সাধকপ্রণীঃ ॥  
১৬০ ॥ সূত্রীঃ সর্গভূতা নো ভূতায়-  
বাসিনঃ । উৎসর্গঃ সর্গভূতায়ো মুমৈত-  
জ্ঞানঃ স্মৃগমু ॥ ১৬১ ॥ তস্যৈক সর্গভূতানি  
জ্ঞানপানাবগাহনৈঃ । স্মৃগমু সর্গভূতায়ো  
ময়া - দত্তমিদং স্মৃগমু ॥ ১৬২ ॥ ১যে চ  
কেচিৎপিদ্যন্তে , সৎকর্মবিপাকতঃ । ৩২-  
পাটৈর্ন প্রাপ্যোহহং সফলান্ত মম ক্রিয়াঃ ॥  
১৬৩ ॥ তত্ত্ব দক্ষিণং কৃত্তা কৃত্তাপ্য দিক-  
ক্রিয়াঃ । ব্রাহ্মণান্ মোক্ষয়েৎ কোলান্ দান-  
নপি বুভুক্ষিতান্ ॥ ১৬৪ ॥ জপাশযপ্রতিষ্ঠাসু

শ্রীমদেব উক্ত কৃপাদি জলাশয় উৎসর্গ  
করিবে । সাধকপ্রণী, বৃত্তাপি পুট হইয়া  
প্রার্থনা করিবে যে, ( প্রার্থনামন্ত্র,— সূত্রী—  
১ত্রয়াঃ তাহার অর্থ ) “বৃচর, ভূচর,  
জলচর, সকল প্রাণীই সূত্রীত হউক, সকল  
প্রাণীই উদ্দেশে আমি এই উৎসর্গ জল  
উৎসর্গ করিলাম । সকল প্রাণীই জ্ঞান,  
জ্ঞান প্রাপ্তিলাভ, পান এবং অবগাহন দ্বারা  
তৃপ্ত হউন । আমি এই জল সামান্যতঃ  
সর্গভূত উদ্দেশে দান করিলাম, অর্থাৎ  
আমি এমন ভাবে দান করিলাম যে, ইহাতে  
সকল জীবের সমান অধিকার হইল । নিজ  
মিজ কর্মফলে যে কোন ব্যক্তি ( ইহাতে )  
দেহত্যাগ করিবে, আমি সে পাপের ত্রিগুণ  
হইব না, আমার ক্রিয়া ফলা হউক ”,  
অনন্তর দক্ষিণান্ত করিয়া, শান্তিকর্ম কবিবার  
পূর্ব ব্রাহ্মণ, কোল এবং ক্ষুধিত দরিদ্রগণকে

সর্গভূতৈষ ক্রমঃ শিবে । তড়াগাদৌ চ কর্তব্য  
নাগপুস্তজলচরৈঃ ॥ ১৬৫ ॥ মীন-মণ্ডুক-  
মকর-কূর্ম্যাস্ত জলজন্তবঃ । কার্য্য ধাতুময়া-  
শেষে কৃত্তবিত্তাসুসাবতঃ ॥ ১৬৬ ॥ মৎস্তো  
পূর্ণমযো কূর্ম্যাদুকাবপি হেমাজো । বাজতো  
মকরো কূর্ম্যমিথুনং তামরিত্তিকমু ॥ ১৬৭ ॥  
এতৈর্জনচরৈঃ সার্জং তড়াগমপি দীর্ঘিকামু ।  
মাগবক স্মৃগমুহ্ম প্রার্থয়ন্ নাগমর্চয়েৎ ॥ ১৬৮ ॥  
অনন্তো বাসুকিঃ পদো মহাপদাশ্চ তক্ষকঃ ।  
কুলীকঃ কর্কটঃ শৃঙ্গাঃ পাথমাঃ বক্ষকা ইমে ॥  
১৬৯ ॥ ইত্যেতৌ নাগনামানি তিথিতাপথ-  
পল্লবে । স্মৃতা প্রণবনায়ন্তৌ বটমধ্যে

হোজন করাইবে । হে শিবে । সকল  
জলাশয়-প্রতিষ্ঠাতেই এই ক্রম । তড়াগাদি-  
প্রতিষ্ঠাতে ( বিশেষ এই ) নাগ, পুস্ত এবং  
জলচর নির্মাণ করিতে হইবে । মৎস্ত,  
মণ্ডুক, মকর ও কূর্ম্য,—এই সকল জলজন্তু  
বা জলচর, বর্তার সম্পত্তি-অনুসারে ধাতুময়  
করিবে । মৎস্ত-মিথুন পূর্ণময়, মণ্ডুক-  
মিথুন ও পূর্ণময়, মকর-মিথুন বজ্রতময়,  
কূর্ম্য মিথুন তাম্র বা পিত্তলময় করিবে ।  
১৬৪—১৬৭ । এই সকল জলচরের  
সহিত তড়াগ, দীর্ঘিকা, বা মাগব উৎসর্গ  
করিয়া, পূর্বোক্ত ( সূত্রীঃ—ক্রিয়াঃ )  
কতিপয় মন্ত্র দ্বারা প্রার্থনা করিবার পর  
নাগ-পূজা করিবে । অনন্ত, বাসুকি, পদা,  
মহাপদা, তক্ষক, কুলীক, কর্কট শৃঙ্গা  
এই সকল নাগ জলরক্ষক । ( আটটা )  
অথ পল্লবে এই নাগগণের আটটা নাগ

বিনিম্বিপেৎ ॥ ১৭০ ॥ চন্দ্রাকৌ সাক্ষিপৌ  
কৃত্বা বিলোড়ৈকং যুক্তং ২ ৥ ততোত্তীর্ণতি  
যো নাগস্তং কুর্ধ্যৎ তোযরক্ষকম্ ॥ ১৭১ ॥  
স্তম্ভমেকং সমানীয় বিংশহস্তমিতং স্তম্ভম্ ।  
সরলং দক্ষজং তৈলৈরুক্ষিতঞ্চ হরিজয়া ॥  
১৭২ ॥ জাপয়েৎ তীর্থতোয়েন ব্যাহৃত্য প্রণ-  
বেন চ । তত্র ক্রীতীক্ষমাশান্তিসহিতং নাগ-  
মর্চয়েৎ ॥ ১৭৩ ॥ নাগ ত্বং বিমুগ্ধযাদি মহা-  
দেববিভূষণ । স্তম্ভসেনমধিষ্ঠায় জলবক্ষাৎ  
কুরুষ মে ॥ ১৭৪ ॥ ইতি প্রার্থ্য ততো নাগস্তম্ভ-  
মধোজলাশয়ম্ । সমারোপ্য তড়াগঞ্চ কত্রী  
কুর্ধ্যাৎ প্রদক্ষিণম্ ॥ ১৭৫ ॥ যুপেচ্চৎ স্থাপিতঃ

লিখিয়া প্রণব ও গাছত্রা মরন-পূর্বক  
(সেই সকল পল্লব) খটমধ্যে নিষ্কপ  
করিবে। চন্দ্র-সূর্য্যকে সাক্ষী করিয়া খট-  
মধ্যে বিলোড়নপূর্বক একটী পল্লব উদ্ধৃত  
করিবে, তাহাতে যে নাগ অর্থাৎ যে নাগ-  
নামযুক্ত পল্লব উঠিবে, তাহাকে জলাক্ষক  
করিবে। তৈল-হরিজা দ্বারা লিপ্ত, দাক্ষসজুত,  
সরল, বিংশতিহস্ত একটী স্তম্ভস্তম্ভ আনয়ন  
কাবয়া বাহুতি ও প্রণব পাদপূর্বক তীর্থ-  
জল দ্বারা স্নান করাইবে; সেই স্থাপিত স্তম্ভে  
ক্রী, শ্রী, ক্ষমা ও শান্তির সহিত নাগকে  
পূজা করিবে। “হে নাগ। তুমি বিমুগ্ধ  
শয্যা এবং মহাদেবর অলঙ্কার; এই স্তম্ভ  
অধিষ্ঠান করিয়া আমার জল রক্ষা কর”  
(ইহা অর্থ। মন্ত্র যথা;—নাগ—মে) ।  
এই মন্ত্রপাঠ করত প্রার্থনা করিয়া অনন্তর  
সেই নাগাদিষ্ঠিত স্তম্ভ জলাশয় মধ্যে

পূর্বক তদা নাগা খটেহর্চয়নু । ওজ্জলং  
তত্র নিক্ষিপ্য নিষ্কং কৰ্ম সমাপয়েৎ ॥ ১৭৬ ॥  
এবং গৃহপ্রতিষ্ঠায়াং কৃতমর্চকো দুখঃ ।  
বাস্তাদিগ্নপুণ্যেৎ প্রত্যাং বস্তু চ কপাৎ ॥  
১৭৭ ॥ বিবাবাণে বিনেয়ে। যজ্ঞদেবং প্রজা-  
পতিম্ । প্রাজাপত্যঞ্চ হনং কুর্ধ্যাৎ সাবক-  
সম্মুখং ॥ ১৭৮ ॥ গৃহং পূর্বেভ্যস্তম্ভেণ  
প্রোক্ষ্য গন্ধাদিনার্চয়নু । ঈশানাভিমুখা  
ভূত্বা প্রার্থয়েন্নিসিতাঞ্জলিঃ ॥ ১৭৯ ॥ প্রজা-  
পতিপতে গেহ পুষ্পমাগ্যাতিভূষিতঃ ।  
অস্মাকং স্তম্ভমাগাং সর্ষথা সূৰ্য্যদো ভব ॥  
১৮০ ॥ ততস্ত দক্ষিণাং কৃত্বা শান্ত্যানীৰ্ব্বাদ-

স্থাপনপূর্বক কৰ্মকত্রী তড়াগ প্রদক্ষিণ  
করিবে। স্তম্ভ যদি পূর্বকই স্থাপিত হইয়া  
থাকে, তাহা হইলে, নাগকে খটে পূজা  
করিয়া সেই খটেব জল তড়াগে নিষ্কপ  
করিয়া, প্রার্থন কৰ্ম সমাপন করিবে।  
পণ্ডিত ব্যক্তি এইরূপ গৃহপ্রতিষ্ঠাতেও  
কৃতমঙ্গল হইবা কৃৎপ্রতিষ্ঠার জায় বাস্তপূজা  
হইতে বসুধারা-দান ও আভ্যুদয়িক কৰ্ম  
সমাপনপূর্বক এই কৰ্মে (স্বর্ণের পরিবর্তে)  
প্রজাপতিদেবকে বিশেষরূপে পূজা করিবে  
এবং সাবকশ্রেষ্ঠ প্রাজাপত্য হোম করিবে।  
পূর্বেভ্যস্তম্ভ দ্বারা গৃহকে প্রোক্ষিত ও  
গন্ধাদ দ্বারা আর্চিত করিয়া ঈশানাভিমুখ-  
মুখ হইয়া, কৃতাজলিপুটে প্রার্থনা করিবে,—  
“হে প্রজাপতি-দামিক গৃহ । তুমি পুষ্প-  
মাগ্যা দ্বারা ভূষিত হইয়া আমাদিগের  
স্তম্ভকর নামের জন্ত সর্বতোভাবে স্তম্ভনাভ

গাচরেৎ । বিপ্রাণ কুলানানু দীনান্ভ জোজ্ঞে  
‘হেদ স্বাধিক্তিতঃ ॥ ১৮১ ॥ ‘অন্যার্থক প্রতিষ্ঠে  
চেৎ তদ্বাসারিত্র যোজযেৎ । দেবতাকৃত  
গেহস্ত বিধানং শৃণু নৈলজো ॥ ১৮২ ॥ ইত্যং  
সংস্কৃত্য ভবনং শজ্জাহু্যাদিনিব্বনৈঃ ।  
দেবতাসমিধিং গজা প্রার্থয়েদ্বিত্তিত্তিত্তিঃ ॥  
১৮৩ ॥ উত্তিষ্ঠ দেবদেবেশ ভক্তানাং বাঞ্ছিত-  
প্রদ । আগত্য জমুমাফল্যং কুরু মে কুরু-  
নিধে ॥ ১৮৪ ॥ ইত্যুভয়র্থা গৃহভাগে দেব-  
মানীয় সাধকঃ । উপস্থাপ্য গৃহদ্বারি পুরতো

হও” ॥ ১৮৮—১৮০ ॥ ‘অনন্তর দক্ষিণ হস্ত  
কবিতা শান্তি ও আশীর্বাদ করিবে ।  
স্বশক্তি অনুসারে ব্রাহ্মণ, কোল ও দলিত  
দিগকে ভোজন করাইবে । হে নৈলজো ।  
যদি অপরের জন্ত গৃহপ্রতিষ্ঠা হয়, তাহা  
হইলে এই গৃহপ্রতিষ্ঠা-সম্বন্ধে তাহার নামো-  
ল্লেখপূর্বক “স্বাক্ষর বাসায়” অর্থাৎ  
অমকের বাসের জন্ত এই কথাটি যোজিত  
করিবে । দেবতার নিমিত্ত নির্মিত গৃহ-  
প্রতিষ্ঠার বিধান শ্রবণ কর । এইরূপ  
অর্থাৎ পূর্ববৎ গৃহ-সংস্কার করিয়া  
শজ্জাহু্যাদি বাদ্যধ্বনি পুরঃসর দেবতার  
নিকট গমন করিয়া কৃতাজ্জলিপুটে প্রার্থনা  
করিবে,—“হে দেবদেবেশ । হে ভক্ত-  
বাঞ্ছিতপ্রদ । হে করুণানিধে । উত্থান করুন,  
আমার ভবনে আগমন করত মদীগ্র জন্ম  
সকল করুন ।” সাধক, এইরূপে আচার্যনা  
করিয়া, গৃহ-সমাপ্তে দেবতানয়ন করত  
স্থাপনপূর্বক দেবতার পুরোভাগে বাহন

বাহনং স্থাপয়েৎ ॥ ১৮৫ ॥ ত্রিশূণমথবা চক্রং  
ত্রিভুজ ভবনোপরি । রৌপ্যের্মন্দিরেশানে  
সপতাকং ধ্বজং স্থবীঃ ॥ ১৮৬ ॥ চন্দ্রাতপৈঃ  
কিকিণীভঃ পুষ্পস্ফুটপল্লবৈঃ । শোভিত্তি  
গৃহং সম্যক্ ছাদয়েদ্যবাসম ॥ ১৮৭ ॥  
উত্তরাভিমুখং দেবং বক্ষ্যমাণ বিধানতঃ ।  
স্বাপবেদ্বিহিতৈর্জৈবোত্তমক্রমং বচমিত্যে শৃণু ॥  
১৮৮ ॥ ঐ হ্রীং শ্রীমিতি মন্ত্রান্তে ‘মু’ মন্ত্রং  
সমুচ্চানু । তুন্ধেব স্বাপয়ামি ত্বাং মাতেব  
পরিপালয় ॥ ১৮৯ ॥ প্রোক্তবীজত্রয়শাস্ত্রে

স্থাপন করিবেন । স্থবী, ত্রিশূণ বা চক্র,  
গৃহোপরি স্থাপনপূর্বক মন্দিরেব ঈশান-  
কোণে পতাকায়ুক্ত ধ্বজ বোপণ করিবেন ।  
চন্দ্রাতপ, সূক্ষ্ম স্বর্গা, পুষ্পমালা ও ভজ-  
পল্লব দ্বারা গৃহকে সম্যক্ প্রকাশে শোভিত  
করিয়া দিব্য-বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদন করিবেন ।  
বক্ষ্যমাণ বিধি অনুসারে বিহিত ভা । সকল  
দ্বারা উত্তরাভিমুখে স্থাপিত দেবকে জ্ঞান  
করাইবে ; তাহার ক্রম তোমাকে বলি-  
তেছি,—শ্রবণ কর । ( ১ ) “ঐং হ্রীং শ্রীং”  
মন্ত্রান্তে মূলমন্ত্র উচ্চারণপূর্বক ‘তুন্ধে দ্বারা  
তোমায় জ্ঞান করাইতেছি ; জনন্য জ্ঞান  
তুমি রক্ষা কর” এতদর্থক ‘তুন্ধে—পালয়’  
মন্ত্র পাঠ করত তুন্ধে দ্বারা জ্ঞান করাইবে ।  
( ২ ) পূর্বোক্ত বীজত্রয়েব আস্ত্রে মূলমন্ত্র  
যোগ কবিয়া, “তোমাকে অন্য দধি দ্বারা  
জ্ঞান করাইতেছি, তুমি ভবতাপহর হও”  
এতদর্থক “দধা—ভব মন্ত্রে” দধি দ্বারা জ্ঞান  
করাইবে । ( ৩ ) পূর্ববৎ বীজত্রয় মূল-

তথা মূলং নিযোজয়ন্ । দত্তা জ্ঞাং জাপয়া-  
 ম্যাদ ভবতাপহরৌ ভব ॥ ১৯০ ॥ পুনর্বীজ-  
 ত্রয়ং মূলং সর্বানন্দকরৈতি চ । মধুনা  
 জাপিতঃ শ্রীতো মামানন্দময়ং কুরু ॥ ১৯১ ॥  
 প্রাণমূলং সমুচ্চাৰ্য্য মাৰিচীং অণং আবন্ ।  
 দেবপ্রিয়েণ হবিষা আয়ুঃশুভ্রেণ তেজসা ।  
 জ্ঞানং তে কল্যায়ামীশ মাঅরোগং সদা কুরু ॥  
 ১৯২ ॥ তদমূলঞ্চ গায়ত্রীং ব্যাহতিং  
 সমুদীরয়ন্ । দেবেশ শর্করাতোমৈঃ জাতো  
 মে যচ্ছ বাঞ্জিতম্ ॥ ১৯৩ ॥ তথা মূলং  
 সমুচ্চাৰ্য্য গায়ত্রীং বারুণং মনুম্ । বিধাতা  
 নিম্বিতৈর্দিতৈঃ প্রিযৈঃ । অষ্টৈরলৌকিকৈঃ ।

মন্ত্র উচ্চারণ করত “হে সর্বানন্দকর ।  
 তুমি মধু দ্বারা জাপিত ও শ্রীত হইয়া  
 আমাকে অনন্দময় কর” এতদর্থক “সর্ব-  
 কুরু” মন্ত্র বলিয়া মধু দ্বারা জ্ঞান করাইবে ।  
 ১৮১—১৯১ । ( ৪ ) পূর্ববৎ মূলমন্ত্র  
 গায়ত্রী ও অণব স্মরণান্তে “হে ঈশ । দেব-  
 প্রিয়, আয়ুঃ শুভ্র ও তেজঃস্বরূপ হও দ্বারা  
 তোমাকে জ্ঞান করাইতেছি, আমাকে শর্করা  
 নীরোগ কর” এতদর্থক “দেব-কুরু” মন্ত্র  
 পাঠান্তে দ্বত দ্বারা জ্ঞান করাইবে । ( ৫ )  
 পূর্ববৎ মূলমন্ত্র, ব্যাহতি ও গায়ত্রী উচ্চারণ  
 পূর্বক “হে দেবেশ । শর্করাজম্ব দ্বারা জাত  
 হইয়া আমায় বাঞ্জিত প্রদান কর” এতদর্থক  
 “দেবেশ—বাঞ্জিতম্” মন্ত্রে শর্করোদক দ্বারা  
 জ্ঞান করাইবে । ( ৬ ) পূর্ববৎ মূলমন্ত্র, গায়ত্রী  
 ও বারুণ বীজ অর্থাৎ “বৃ” এই মন্ত্র  
 সমুচ্চারণ করত বিধাতৃ-নির্মিত, দিব্য, প্রিয়,

নারিকেলোদকৈঃ জ্ঞানং কল্যায়ামি নমোহস্ত  
 তে ॥ ১৯৪ ॥ গায়ত্রী মূলমন্ত্রেণ জাপয়ে-  
 দিম্বুদৈঃ রমৈঃ ॥ ১৯৫ ॥ কামবীজং তথা  
 তারং মাৰিচীং মূলমীরয়ন্ । কপূরাণ্ডক-  
 কাশ্মীর-কলুরীচন্দনোদকৈঃ । জুজাতো ভব-  
 সুশ্রীতো তুষ্টিমুক্তৌ প্রযচ্ছ মে ॥ ১৯৬ ॥  
 ইত্যঙ্গ কলমৈঃ জ্ঞানং কারয়িত্বা জগৎপতিম্ ।  
 গৃহাভ্যন্তরমানীষ জাপয়েদাগনোপরি ॥ ১৯৭ ॥  
 জাপনান্না ন চেদর্জা তদ্ব্যজ্রে বাপি তন্ননৌ ।  
 শালগ্রামশিলায়াং বা জাপয়িত্বা প্রপূজয়েৎ ॥  
 ১৯৮ ॥ অশঙ্কৌ মূলমন্ত্রেণ জাপয়েচ্ছঙ্ক-

শিঙ্ক এবং অলৌকিক নারিকেল-জল দ্বারা  
 তোমায় জ্ঞান করাইতেছি, তুমি আমায় নমস্কার”  
 এতদর্থক “বিধাতা—তে” মন্ত্রে নারিকেলজল  
 দ্বারা জ্ঞান করাইবে । ( ৭ ) গায়ত্রী ও মূল-  
 মন্ত্র পাঠ কৃত্তে ইন্দুরস দ্বারা জ্ঞান করাইবে ।  
 ( ৮ ) কামবীজ (ক্রীং), তার (ওঁ) গায়ত্রী ও মূল  
 মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া কপূর, অণ্ডক, কাশ্মীর  
 ( কুসুম ), কলুরী ও চন্দনের জল দ্বারা  
 জুজাত হইয়া সুশ্রীত হও ; আমায় ভোগ  
 ও মোক্ষ প্রদান কর” এতদর্থক “কপূরা—  
 মে” মন্ত্রে উক্ত কপূবাদিজল দ্বারা জ্ঞান  
 করাইবে । এইরূপে অষ্ট কলম দ্বারা জ্ঞান  
 করাইয়া, জগৎপতিকে গৃহাভ্যন্তরে আনয়ন  
 করত আগনের উপর স্থাপন করিবে । দেব-  
 প্রতিমা যদি জ্ঞান করাইবার উপযুক্ত না হন,  
 তাহা হইলে যজ্ঞে অথবা দেবতার মূলমন্ত্রে  
 কিংবা শালগ্রাম শিলাতে জ্ঞান করাইয়া  
 পূজা করিবে । শুদ্ধি দ্বারা পূর্বোক্ত

পাথমাম্ । অষ্টভিঃ কলমৈর্ঘণ্টা পঞ্চাভিঃ  
সপ্তভির্ঘণ্টা ॥ ২৯৯ ॥ ঘটপ্ৰমাণং প্রাগেব  
কথিতং চক্রপূজনে ॥ সৰ্বভোগমকুতোযু  
ম্ এব বিহিতো ঘটঃ ॥ ২০০ ॥ ততো যজ্ঞে-  
মহাদেবং স্বপূজাবিধানতঃ । তত্রোপ-  
চারানু বধ্যাগ্নি শৃণু দেবিশপরাংপরে ॥২০১॥  
আমনং আগত্য পাদ্যমৰ্য্যমাচমনীয়ম্ ।  
মধুপৰ্কস্তথাচম্যং স্নানীয়ং স্নাত্ত্বঘণে ॥২০২॥  
গন্ধপুষ্পে ধূপদীপৌ নৈবেদ্যং বন্দনং তথা ।  
দেবার্চনাস্থ নিৰ্দ্ধিতা উপচারাস্চ যোড়শ ॥  
২০৩ ॥ পাদ্যমৰ্য্যমাচমনং মধুপৰ্কচমৌ তথা ।  
গন্ধাদিপৰ্ককৈকোতে উপচারে দশ স্মৃতাঃ ॥  
২০৪ ॥ গন্ধপুষ্পে ধূপদীপৌ নৈবেদ্যমপি

প্রকারে স্নান করাইতে অশঙ্ক হইলে যথা  
শক্তি শুদ্ধশাস্ত্রপূৰ্ণ অষ্ট, সপ্ত কিংবা পঞ্চ  
কলম দ্বারা স্নান করাইবে । পূৰ্বেই চক্র  
পূজন স্থলে ঘট-পরিমাণ কথিত হইয়াছে,  
আগমোক্ত সকল প্রকার কৰ্ম্মেই সেই  
প্রকার ঘট বিহিত । তাহার পর স্ব স্ব পূজা-  
বিধানানুসারে সেই মহাদেবকে পূজা করিবে,  
তাছাতে যথাবিধি উপচার সকল বলিতেছি,  
হে পুরাংপরে । তুমি শ্রবণ কর ।  
১৯৭—২০১ । আসন, আগত্য, পাদ্য, অৰ্ঘ্য,  
আচমনীয়, মধুপৰ্ক, পুনরাচমনীয়, স্নানীয়,  
বস্ত্র, ভূষণ, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য  
ও বন্দন,—এই যোড়শ প্রকার উপচার  
দেবপূজাতে কথিত হইয়াছে । পাদ্য, অৰ্ঘ্য,  
আচমন, মধুপৰ্ক, পুনরাচমন, গন্ধ, পুষ্প,  
ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্য, ইহাই দশোপচার  
বলিয়া স্মৃত হইয়া থাকে । গন্ধ, পুষ্প, ধূপ,

কানিকে । পক্ষোপচারঃ কথিতা দেবতয়াঃ  
প্রপূজনে ॥ ২০৫ ॥ অস্ত্রোপচারাস্তস্মা দেব্যং  
প্রোক্ষ্য ধেনুং প্রদর্শয়ন্ । সংপূজ্য গন্ধপুষ্পা-  
ভ্যাং দেব্যাত্মানং সমুদ্রিষেৎ ॥২০৬॥ বস্ত্রা-  
মাণমন্ত্রং স্মৃতা মূলম্ দেবতাভিধাম্ ।  
চতুর্থীং সমুচ্চাৰ্য্য ত্যাগার্থং বচনংপঠেৎ ॥২০৭॥  
নিবেদনবিধিঃ প্রোক্তো দেবে দেয়েষু বস্ত্রযু ।  
অনেন বিধিনা বিদ্বান্ দেব্যং দদ্যাদ্ভিবো-  
কমে ॥ ২০৮ ॥ আদ্যার্চনবিধৌ পূৰ্ব্বং  
পাদ্যমৰ্য্যাদিনিবেদনম্ । অৰ্ঘ্যং কার্ণা-  
দীনং সৰ্ব্বমেব প্রদর্শিতম্ ॥ ২০৯ ॥ অমৃত-  
মজ্জা যে তত্র তদেবাত্ম শৃণু শ্রিয়ে । আসনা-  
হ্যুপচারানাং প্রদানে বিনিযোজয়েৎ ॥২১০॥

দীপ ও নৈবেদ্য,—দেবতাপূজনে ইহাই  
পক্ষোপচার বলিয়া উক্ত হইয়াছে । “ফট্”  
এই মন্ত্র অৰ্ঘ্যপাত্রস্থ জল দ্বারা অভি-  
ষেক করত ধেনুমুদ্রা প্রদর্শনাতে, গন্ধ-পুষ্প  
দ্বারা পূজা করিয়া দেয় দেব্যের নাম উল্লেখ  
করিবে । বধ্যমাণ মন্ত্র এবং মূলমন্ত্র স্মরণ-  
পূৰ্ব্বক চতুর্থী-নিভাক্ষিমুক্ত দেবতার নাম  
উচ্চারণ করিয়া ত্যাগার্থ বচন পাঠ করিবে ।  
দেব-উদ্দেশে দেয়-বস্ত্র সকলের নিবেদন-  
বিধি উক্ত হইল । এই বিধি দ্বারা বিদ্বান্,  
দেবতাকে দেব্য প্রদান করিবে । পূৰ্বে  
আদ্যা-পূজার বিধান কালে, পাদ্য-অৰ্ঘ্যাদির  
নিবেদন-বিধি ও কার্ণাদির অৰ্ঘ্য-প্রকার  
সুকলই প্রদর্শিত হইয়াছে । সেই স্থলে  
যে সকল মন্ত্র অমৃত হইয়াছে, তাহা এই  
স্থলে বলিতেছি,—শ্রবণ কর । এই সকল  
মন্ত্র আসনাহ্যুপচার প্রদানে প্রয়োগ

সর্বভূতান্তবাহ্যে সর্বভূতান্তরাগ্নে । কলযা-  
ম্যুপবেশ্যামাসনং তে নমো নমঃ ॥ ২১১ ॥  
উচ্চক্রমেণ দেবেশি প্রদায়ামনমুত্তমম্ ।  
কৃতাজ্জলিপুটে ভুজা আগত্য প্রার্থয়েৎ  
ততঃ ॥ ২১২ ॥ দেবঃ সাতাষ্টসিদ্ধার্থং যচ্চ  
বাঞ্ছন্তি দর্শনম্ । সুসাগত্য সাসত্য মে  
তস্মৈ তে পামায়নে ॥ ২১৩ ॥ অদ্য মে  
সফলং জ্ঞান জীবনং সফলাঃ ক্রিয়াঃ ।  
সাগত্য যৎ ত্বয়া তস্মৈ তপসাং ফলমাগতম্ ॥  
২১৪ ॥ দেবমামন্ত্য সংপ্রার্থ্য সাগত্যগ্না-  
মস্মিক । বিহিতং পাদ্যমাদায় মন্ত্রমেন-

করিবে । ‘সর্বভূতান্তবাহ্যে ও সর্ব-  
ভূতের অন্তরাগ্না স্বরূপ তোমার উপবেশনের  
জন্ত আমন প্রদান করিতেছি ; তোমায়  
বাৎসবীর নমস্কার’ ( মন্ত্র যথা ;—সর্ব-  
—নমঃ ) । হে দেবেশি ! উচ্চ ক্রমে  
উত্তম আমন প্রদানান্তে কৃতাজ্জলি হইয়া  
সাগত্য প্রার্থনা করিবে,—‘দেবতা সকল  
স্বকীয় ইষ্টসিদ্ধি নিমিত্ত যাহার দর্শন  
প্রার্থনা করেন, সেই পরমাত্মা স্বরূপ  
তোমাকে আমার সাগত্য সুসাগত্য । অদ্য  
আমাব জ্ঞান, জীবন ও ক্রিয়া সকল সফল ;  
যেহেতু তোমার সাগত্য স্বরূপ আমার ২৪  
তপস্কার ফল আগত্য হইয়াছে’ ( মন্ত্র  
যথা ;—দেবাঃ—গতম্ ) । হে অস্মিকে !  
এইরূপে দেবতাকে আমন্ত্রণ এবং সাগত্য  
প্রদান করিয়া বিহিত পাদ্য গ্রহণ করিয়া  
এই ( বক্ষ্যমাণ ) মন্ত্র উচ্চারণ করিবে ।  
২০২—২১৫ । “যে চরণের জলস্পর্শে

মুদীরয়ৎ ॥ ২১৫ ॥ যৎপাদজলসংস্পর্শা-  
চ্ছুদ্ধিগাপ জগজ্জয়ম্ । তৎপাদাক্রমোক্ষণার্থং  
পাদাৎ তে কুজায়াম্যহম্ ॥ ২১৬ ॥ পরমানন্দ-  
সন্দোহো জায়তে যৎপ্রসাদতঃ । তস্মৈ  
সর্বভূতভূতায় আনন্দার্থ্যং সমর্পয়ে ॥ ২১৭ ॥  
জাতীলবঙ্গককৌলৈর্জগৎ কেবলমেব বা ।  
প্রোক্ষিতার্চিতমাদায় মন্ত্রেণানেন চার্চয়েৎ ॥  
২১৮ ॥ যচ্ছুদ্ধিপূর্ণমুখং শুদ্ধিমত্যা-  
খ্যৈঃ জগৎ তস্মৈ মুখারবিদায় অচমৎ  
কস্যামি তে ॥ ২১৯ ॥ মধুপর্কং সমাদায়  
ভুক্ত্যানেন সমর্পয়েৎ ॥ ২২০ ॥ তাপনৈ-  
বিনাশার্থমখণ্ডানন্দং তেবে । মধুপর্কং দদা-

ত্রিঃ ১৭ পবিত্র হইরাছে, তোমার সেই  
পাদস্পর্শাভিষেক নিমিত্ত আমি পাদ্য প্রদান  
করিতেছি” ( মন্ত্র যথা ;—যৎ—হম্ ) ।  
“যাহার প্রসাদাৎ পরমানন্দ-পরস্পরা হয়,  
সকলের আনন্দরূপী তাঁহাকে আমি অর্ঘ্য  
প্রদান করিতেছি” এই বলিয়া অর্ঘ্য দিবে  
( মন্ত্র যথা ;—পর—পর্পে ) । জাতী-  
লবঙ্গ ককৌল-মুক্ত কিংবা শুদ্ধ, প্রোক্ষিত  
ও আর্চিত জল গ্রহণ করিয়া এই ( বক্ষ্য-  
মাণ ) মন্ত্র দ্বারা অর্পণ করিবে,—“যাহার  
উচ্ছিষ্ট স্পর্শে অখিল জগৎ শুদ্ধি প্রাপ্ত  
হয়, তোমার সেই মুখ-পদে আচমন  
প্রদান করিতেছি” ( মন্ত্র যথা ;—যচ্ছুদ্ধি-  
তে ) । মধুপর্ক গ্রহণপূর্বক ভক্তিসহকারে  
এই ( বক্ষ্যমাণ ) মন্ত্র দ্বারা অর্পণ করিবে,—  
“তৈবিশ-তাপ-বিনাশার্থ অখণ্ডানন্দের কারণ-  
স্বরূপী তোমাকে মধুপর্ক দান করিতেছি ।

মাদ্য প্রমীদ পরমেশ্বর ॥ ২২১ ॥ অশুচিঃ  
শুচিত্যমেতি ॥ যৎস্পৃষ্টস্পর্শমাত্রাৎ ॥  
অস্মিন্শ্চ বদনাভ্যন্তরে পুনরাচমনীয়কম্ ॥  
২২২ ॥ জ্ঞানার্থং জগদাদায় তায়ং প্রোক্ষিত-  
মর্চিতম্ । নিধায় দেবপুস্তোতু মন্ত্রমেন-  
মুদীরয়েৎ ॥ ২২৩ ॥ যন্তোজসা জগদ্ব্যাপ্তং  
যতো জাতমিদং জগৎ । তস্মৈ তে জগদান-  
ধার জ্ঞানার্থং তোয়মর্পয়ে ॥ ২২৪ ॥ জ্ঞানে  
বস্মৈ চ নৈবেদ্যে দদ্যাদাচমনীয়কম্ ।  
অন্তঃপ্রদানান্তে দদ্যৎ তোয়ং সকৃৎ  
সকৃৎ ॥ ২২৫ ॥ বস্ত্রমানীয় দেবাগ্রে শোধিতং  
পূর্ববৎ নমঃ । ধৃত্বা করত্য়ামুত্তোল্য পাঠে-

হে পরমেশ্বর । প্রসন্ন হও" ( মন্ত্র যথা ;—  
তাপ—স্বরণ ) । "য হার স্পৃষ্ট স্পর্শমাত্রাৎ  
অশুচিও শুচি হয়, তোমার তাদৃশ এই  
বদনাস্থজে পুনরাচমনীয় অর্পিত হইল"  
এই বলিয়া পুনরাচমনীয় দিবে, ( মন্ত্র  
যথা ;—অশুচিঃ—সকম্ ) । পূর্ববৎ প্রোক্ষিত  
ও আর্চিত জল লইয়া দেবতার  
অগ্রভাগে রাখিয়া এই ( বক্ষ্যমাণ )  
মন্ত্র উচ্চারণ করিবে,—“য হার তেজ দ্বারা  
জগৎ ব্যাপ্ত এবং ঘাহা হইতে জগৎ  
উৎপন্ন হইয়াছে, হে দেবদাদা । সেই  
তোমাকে জ্ঞানের জ্ঞান জল প্রদান  
করিতেছি” ( মন্ত্র যথা ;—যন্তোজসা—পর্পে ) ।  
জ্ঞান, বস্ত্র এবং নৈবেদ্য প্রদানান্তে আচ-  
মনীয় দিবে ; এতদ্বিধ দণ্ড প্রদানান্তে  
এক একবার জল দিবে । দেবাগ্রে পূর্ব-  
রীতিতে শোধিত বস্ত্র আনুগুন করিয়া, হস্তদ্বয়

দেহে মনুং সুধীঃ ॥ ২২৬ ॥, সর্বাভরণ-  
হীনায় মায়াপ্রচ্ছন্নভেজমে । বাসনী পরি-  
ধায়া কজাগমি নমোহস্ত জে ॥ ২২৭ ॥  
নানাতরঙ্গমাদায় স্বর্ণরৌপ্যাदिनिर्मিতম্ ।  
প্রোক্ষ্যার্চিতমিচ্ছা দেবায় দদ্যাদেহমং সমু-  
চ্চবন্ ॥ ২২৮ ॥ বিশ্বাতরনভূতায় বিশ্ব-  
শৌভৈকযোনয়ে । মায়াবিজ্রহভূয়ার্থং ভূষ-  
পানি সমর্পয়ে ॥ ২২৯ ॥ গন্ধাত্মাজ্ঞয়া সৃষ্টা  
যেন গন্ধধরা ধবা । তস্মৈ পরাধানে তুভ্যং  
পরমং গন্ধমর্পয়ে ॥ ২৩০ ॥ পুষ্পং মনোহরং  
রম্যং সুগন্ধং দেবনির্মিতম্ । ময়া নিবেদিতং  
ভক্ত্যা পুষ্পমেতৎ প্রগৃহ্যতাম্ ॥ ২৩১ ॥ বন-

দ্বারা উত্তোলনপূর্বক ধারণ করিয়া এই  
( বক্ষ্যমাণ ) মন্ত্র পাঠ করিবে,—“সর্ব  
প্রকার আবরণ-বিহীন অবিদ্যা-প্রচ্ছন্নভেজঃ-  
স্বরূপ তোমার পদ্বিধান জঙ্ঘা মোস্তরীয়  
বস্ত্র প্রদান করিতেছি ; তোমাকে নমস্কার”  
( মন্ত্র যথা ;—সর্ব—তে ) । স্বর্ণ-রৌপ্যাদি  
নির্মিত নানা প্রকার আভরণ গ্রহণ করিয়া,  
প্রোক্ষণ ও আর্চনান্তে এই ( বক্ষ্যমাণ ) মন্ত্র  
উচ্চারণ করিবে । ২২৬—২২৮ ) । “বিশ্বের  
আভরণ স্বরূপ ও বিশ্বশোভার একমাত্র  
কারীভূত তোমাকে, তোমার মায়ায়  
পরীর ভূষণ জঙ্ঘা ভূষণসমূহ অর্পন করি-  
তেছি” ( মন্ত্র যথা ;—বিশ্বা—পর্পে ) । “যৎ-  
কর্তৃক গন্ধাত্মজ দ্বারা গন্ধবর্তী পৃথিবী  
সৃষ্ট হইয়াছে, সেই পবমানস্বরূপ তোমাকে  
পুন্নম গন্ধ সমর্পণ করিতেছি” এই বলিয়া  
গন্ধ অর্পণ করিবে ( মন্ত্র যথা ;—গন্ধ—

স্পতিরসো দিব্যো গন্ধাঢ্যঃ স্তম্ভনোহরঃ ।  
 আশ্বেয়ঃ সৰ্বভূতানাং ধূপো জ্ঞানায় তেহ-  
 প্যৰ্পিত ॥২৩২॥ সুপ্রকাশো মহাদীপ্তঃ সৰ্বক-  
 ত্তিমিরাপহঃ । সবাছ্যাত্তরজ্যোতির্দীপো যঃ  
 প্রতিগৃহ্যতাম্ ॥২৩৩॥ নৈবেদ্যং স্বাস্থ্যমুৎক-  
 র্ণানামভক্ষ্যসমমিতম্ । নিবেদয়ামি ত্বন্ত্যদং  
 জুযাণ পরমেশ্বর ॥ ২৩৪ ॥ পানার্থং সলিলং  
 দেব কপূৰ্বাদিস্থাসিতম্ । সৰ্বভূত্বিকরং

পিয়ে । “মনোহর, রম্য, স্তম্ভনযুক্ত দেব-  
 নিৰ্ম্মিত এই ধূপ ভক্তি-সংকারে নিবেদিত  
 হইল, ইহা তোমা কর্তৃক গৃহীত হইক”  
 এই বলিয়া ধূপ প্রদান করিবে ( মন্ত্র  
 যথা ;—ধূপং—তাম্ ) “নিষ্পাত্তরস,  
 স্বর্গীয়, গন্ধযুক্ত, স্তম্ভনোহর ও সফল  
 প্রাণীরই ‘আজ্ঞাপ্রদো ধূপ তোমার  
 আশ্রয় জন্ত অর্পিত হইতেছে” এই বলিয়া  
 ধূপ প্রদান করিবে ( মন্ত্র যথা ;—  
 বম—প্যৰ্পিত ) । “সুপ্রকাশ, মহাদীপ্ত-  
 শালী, সফল দিব্য অন্ধকার-নাশক, বায়ু  
 ও আত্মগত জ্যোতিষ্মান এই দীপ প্রতি-  
 গৃহীত হউক” এই বলিয়া দীপ প্রদান  
 করিবে ( মন্ত্র যথা ;—সুপ্র—গৃহ্যতাম্ ) । স্বাস্থ্য-  
 জব্যযুক্ত, নানা প্রকার ভক্ষ্যসমমিত এই  
 নৈবেদ্য ভক্তিপূর্ব্বক নিবেদন করিতেছি,  
 হে পরমেশ্বর । গ্রহণ কর” এই বলিয়া  
 নৈবেদ্য দিবে ( মন্ত্র যথা ;—নৈবে—দ্যতাম্ ) ।  
 “হে দেব । কপূৰ্বাদি-স্থাসিত সৰ্বভূত্বিক-  
 জনক, স্বচ্ছ পানীয় জল অর্পণ করিতেছি ;  
 তোমার ‘সমস্বাদ’ এই বলিয়া পানার্থ জল

সচ্ছমর্পয়ামি ॥২৩৫॥ ততঃ  
 কপূৰ্বং যদিগন্ধবৈজ্ঞান্যাদিভির্ভূতম্ । তান্মূলং  
 পুনরাচম্যং দত্ত্বা বন্দন্যমাচবেৎ ॥২৩৬॥ উপা-  
 চারিধারদাতা সাধা ‘দ্যায়মুজ্জথৎ । দদ্যাচ্চ  
 পৃথগাধাৎ তত্তমাম সমুচ্চাস্ত ॥ ২৩৭ ॥  
 ইথা মর্জিতদেবায় দত্ত্বা পুষ্পাঞ্জলিত্রয়ম্ ।  
 সার্চ্ছাদনং গৃহং প্রোক্ষ্য পঠেদেনং কৃত-  
 ঙ্গাদিঃ ॥ ২৩৮ ॥ মেহং ত্বং সৰ্বলোকানাং  
 পূজ্যঃ পুণ্যযশঃপ্রদঃ । দেবতাস্থিতিদানেন  
 স্তম্ভেরুমদৃশো ভব ॥ ২৩৯ ॥ ত্বং কৈলাসগ-  
 বৈকুণ্ঠজং ত্রাসাত্তবনং গৃহ । যৎ ত্বয়া বিধতো  
 দেবভক্ষ্যং ত্বং স্তুরবদিতঃ ॥ ২৪০ ॥ যন্ত

দিবে ( মন্ত্র যথা ;—পানার্থং—ভে ) । তাহার  
 পব কপূৰ্ব, যদিগ, লবঙ্গ ও এলাচাদি-যুক্ত  
 তান্মূল এবং পুনরাচমনীয় প্রদানপূর্ব্বক  
 বন্দনা করিবে । উপচারাদি দান কালে  
 ‘সাগান’ অর্থাৎ “তৈজসাদার-সহিত”  
 ইত্যাদি যথাসম্ভব বলিয়া দেবতার নাম  
 করিবে । কিংবা সেই আধারের নামোচ্চা-  
 রণ বলিয়া আধার পৃথক প্রদান করিবে ।  
 তৎপরে পুঙ্খিত দেবতাকে পুষ্পাঞ্জলিত্রয়  
 প্রদান করিয়া আচ্ছাদনযুক্ত গৃহ প্রোক্ষণ-  
 পূর্ব্বক কৃতাজলি হইয়া এই ( বক্ষ্যমাণ )  
 মন্ত্র পাঠ করিবে,—“হে গৃহ ! তুমি ঙ্গকল  
 লোকের পূজ্য ; পুণ্য ও কীর্ত্তিপ্রদ ; দেব-  
 তার স্থিতি প্রদান করিয়া স্তম্ভেরু-সদৃশ হও ।  
 হে গৃহ । তুমি কৈলাস ; তুমি বৈকুণ্ঠ ;  
 তুমি ত্রাসাত্তবন । যেহেতু তুমি দেবকে  
 ধারণ করিয়াছ ; সেই জন্ত তুমি দেব-

কুম্ভো জগৎ সৰ্বং বরীজুষ্টি চরাচরম্ ।  
মায়াবিম্বতদেহত্ব ত্বা মূর্ত্তিনিধাংনাং ॥  
২৪১ ॥ দেবমাতৃমগ্নস্তু ই সৰ্ব্বতীৰ্থময়-  
স্তথা । সৰ্ব্বকামপ্রদো ভূঃ শান্তিঃ যে  
কুরূ তে নমঃ ॥ ২৪২ ॥ ইত্যর্থ্য জিহ্বাভ্যর্চ্য  
গৃহং চক্রাদিসংস্কৃতম্ । ১ অঙ্গীঃ কাম-  
মুদিত দম্যাদোয় মাধকঃ ॥ ২৪৩ ॥ শিশা-  
বাসায় বাসায় গৃহং তে বিনোদিতম্ ।  
অঙ্গীকুরূ মহেশান কুপয়া মানদীয়তাম্ ॥  
২৪৪ ॥ ইত্যুক্ত্যর্পিতগেহায় দেবার দত্ত-  
মক্ষিণঃ । শ্রীতুর্ধ্যাদিষৌষেস্তং স্থাপয়ে-  
দ্বৈদিত্যপরি ॥ ২৪৫ ॥ ১ স্মৃতি দেবপদুদ্বন্দ্বং

মূলমন্ত্রং সমুচ্চরন্ । স্থাং স্থীং শ্বিরো  
ভবেজ্যত্না বাসস্তে কলিতো ময়া ॥  
ইতি দেবং স্থিগাকৃত্য ভবনং প্রার্থয়েৎ  
পুনঃ ॥ ২৪৬ ॥ গৃহ দেবানবাসায় সৰ্ব্বথা  
প্রীতিদো ভব । উৎসৃষ্টে ত্বয়ি মে শোকঃ  
শ্বিবাঃ সন্ত নিরাময়াঃ ॥ ২৪৭ ॥ দ্বিমপ্তাতীত-  
পুরুষান্ দ্বিমপ্তানাগভানপি । মাক মে  
পরিবারাংচ দেবভাগি নিবাসয় ॥ ২৪৮ ॥  
যজ্ঞানং সর্কযজ্ঞানং সৰ্ব্বতীৰ্থনিষেবণং ।  
যং ফলং তৎ ফলং মেহদ্য ভোগ্যং ক্র-  
ত্যাংদতঃ ॥ ২৪৯ ॥ যৎস্বপ্নদ্বারা তিষ্ঠেদ্বাব-  
দেতে ধরাধরাঃ । যাবদ্বিবানিশানার্থো ভাবয়ে

গণেরও বানিত । যাহার উদরে নিখিল  
জগৎ ঘূত হইতেছে, মায়া-গৃহীত শরীর  
সেই ত্রৈলোক্য মূর্ত্তি ধারণ করিতেছে বলিয়া  
তুমি দেবমাতৃভূমি এবং সঙ্কল ভীণের  
উৎপত্তিস্থান । তুমি সৰ্ব্বকামপ্রদ হইয়া  
আমার শান্তি কর ; তোমাকে নমস্কার”  
( মন্ত্র যথা ;—গেহ—নমঃ ) ২২৯—২৪২  
এইরূপে তিনবার অভ্যর্থনান্তে মাধক  
আপনার অভিলাষ উদ্দেশ করিয়া সেই  
চক্রাদিগুরু গৃহ দেবকে প্রদান করবে ।  
“বিশ্ববাস-স্বরূপ তোমাকে বাসের জন্ত এই  
গৃহ বিনিবেদিত হইল । হে মহেশান !  
অঙ্গীকার অর্থ্য গ্রহণ কর এবং কৃপাপূর্ব্বক  
ইহাতে সন্নিহিত হও” ( মন্ত্র যথা ;—বিশ্বা-  
—দীয়তাম্ ) এই মন্ত্র পাঠান্তে গৃহার্ণ  
হইলে দেবোদ্দেশে দক্ষিণা প্রদান করিয়া  
শ্রীতুর্ধ্যাদি শব্দ পুরসের বৈদিকার উপর

দেবকে স্থাপন করিবে । দেবতার পদদ্বয়  
স্পর্শ করিয়া মূলমন্ত্র উচ্চারণ করত “স্থাং  
স্থীং শ্বিরো ভব” অর্থ্যং শ্বির হও, এই  
বলিয়া তোমার বাস আম কর্তৃক কলিত  
হইল” ( বাস—ময়া ) এই মন্ত্রে দেবতাকে  
শ্রিব করিয়া পুনর্বার ১২২০ নিকট প্রার্থনা  
করিলে, “হে গৃহ ! দেবানবাসের জন্ত  
সর্কপ্রকারে প্রীতিপ্রদ হও । তুমি উৎসৃষ্ট  
হইলে আমার শোক সকল নিরাময় হউক ।  
আমার জাতীত চতুর্দিশ পুরুষ ও ভবিষ্যৎ  
চতুর্দিশ পুরুষকে আমাকে এবং মদীয়  
পরিবারবর্গকে দেবধামনামা কর । সর্কযজ্ঞ  
ও সৰ্ব্বতীৰ্থ নিষেবণ করিলে যে ফল হয়,  
তোমার অনুগ্রহে আমার অদ্য সেই ফল  
হউক । যতকাল পৃথিবী থাকিবে,  
যতকাল এই পর্ব্বত সকল থাকিবে ও  
যতকাল চন্দ্র সূর্য থাকিবু ; তত-

বৰ্ত্তমান কুলম্ ॥ ২৫০ ॥ ইতি প্রার্থ্য চত্বিং  
প্রজ্ঞাঃ পূৰ্ণদেবং সমর্চয়ন্তু । দৰ্পণাদ্যস্ত-  
বস্ত্রান ধ্বজকাপা নিবেদয়েৎ ॥ ৫১ ॥ ততঃ  
বাহনং দদ্যাৎ যশ্মান্ দেবে যথোদিতম্ ।  
শিবায় বুযভং দত্ত্বা প্রার্থয়েদ্বিজিতাজ্জলিঃ ॥  
২৫২ ॥ বুযভং মহাকাশস্তোক্ষশ্চ জ হবি-  
ষাতকঃ । পৃষ্ঠে বহসি দেবেশঃ পূজ্যো হসি  
ত্রিদশৈরপি ॥ ২৫৩ ॥ শ্রুত্বৈষু সৰ্ব্বতীর্থানি  
গোমি বেদাঃ সনাতনাঃ । নিগমাগমভঙ্গ্যানি  
দশনাগ্রে বসন্তি তে ॥ ২৫৪ ॥ তুঙ্গি দত্তে  
মহাভাগ স্ত্রীতঃ পার্শ্বতীপতিঃ । বাসং  
দদাতু কৈলাসে ত্বং মাং পালয় সৰ্ব্বদা ॥  
২৫৫ ॥ সিংহং দত্ত্বা মহাদেবো গরুড়ং

দিন যেন আমায় কুল বৰ্ত্তমান থাকে”  
( মন্ত্র যথা ;—গৃহ—কুলং ) । প্রাপ্ত এই  
প্রকারে গৃহকে প্রার্থনা করিয়া পুনর্বার  
দেবার্চনপূর্ব্বক দৰ্পণ প্রভৃতি অস্ত্রাঙ্ক বস্ত্র  
ও ধ্বজ নিবেদন করিবে । তাহাব পৰ, যে  
দেবের যাহা যোগা, সেই প্রকার বাহন দান  
করিবে ; তদ্বোধো মহাদেবকে বুযভ-দানান্তে  
কৃতাজ্জলি হইয়া প্রার্থনা করিবে । ২৪৩—  
২৫২ । “হে বুযভ । তুমি—মহাশরীৰ,  
তীক্ষ্ণশৃঙ্গ ও শত্রুহাতক । তুমি দেবেশকে  
পৃষ্ঠে বহন কর, তাতএব দেবকর্তৃকও পূজ্য ।  
তোমার গুরুসমূহে সকল তীর্থ, বোমানিবহে  
সনাতন বেদচতুষ্টয় ও দশনাগ্রে নিগমাগম  
ওক্ত সকল বাস করিতেছে । হে মহাভাগ-  
তুমি দত্ত হইলে পর পার্শ্বতী-পতি স্ত্রীত  
হইয়া কৈলাসে আমায় বাস প্রদান করুন :

বিষ্ণবে তথা । যথা সূর্য্যামহেশানি তন্মে  
নিদাদতঃ শুনু ॥ ২৫৩ ॥ , সুরাসুরনিযুক্তম্  
মহাবলপরাক্রমঃ । দেবানাং জয়দো ভীমো  
দানুজানি বিনাশকঃ ॥ ২৫৭ ॥ সদা দেবী-  
প্রিয়ে হসি ত্বং ব্রহ্মবিম্বনিবপ্রিয়ঃ । দেবো  
সমর্পিতঃ ভক্তা জহি শত্রুন নমে হস্ত তে ॥  
২৫৮ ॥ গরুড়ং পতগশ্রেষ্ঠে ত্রীপতিপ্রীতি-  
দায়ক । বজ্রচক্রে তীক্ষ্ণনখ তব পক্ষা  
হিংসা ॥ নমস্তেহস্ত খগেন্দ্রায় পক্ষিবাজ  
মোহস্ত তে ॥ ২৫৯ ॥ যথা কবপাটন ত্বং  
সংস্থিতো বিম্বনিবো । তথা মারিদর্পয়

তুমি সৰ্ব্বদা আমাকে পালন কর” ( মন্ত্র  
যথা, বুযভ—সৰ্ব্বম ) । মহাদেবীকে সিংহ  
ও নিম্বকে গরুড় প্রদান করিয়া যেকদে শব্দ  
ক’রবে, তাহা আমি যথাক্রমে বলিতেছি,—  
প্রাণ বহু । “হে সিংহ । সুরাসুর-  
তুমি মহাবলপরাক্রম, দেবদিগেব জয়প্রদ,  
ভয়ঙ্কর ও আব্রবগণের বিনাশকারী । তুমি  
—সৰ্ব্বদা দেব ও ব্রহ্ম-বিম্ব-নিব-প্রিয় ;  
ভক্তিসহকারে দেবীর উদ্দেশে অর্পিত  
হইলে, আমার বৈরী সকল হনন কর ;  
তোমাকে নমস্কার” ( মন্ত্র যথা ;—সুরা—  
তে ) । “হে গরুড় । হে পক্ষিরাজ ।  
হে নারায়ণ-প্রীতিপ্রদ । হে বজ্রচক্রে ।  
হে তীক্ষ্ণনখ । তোমার পক্ষ সকল সূৰ্য্যময় ।  
হে খগেন্দ্র । হে পক্ষিরাজ । তোমায় বারং-  
বার নমস্কার । হে আরিদর্পয় । তুমি যে  
প্রকার বিম্বমুদ্রিধানে কৃতাজ্জলিপুটে অবস্থিতি  
কর, আমাকেও সেইরূপ বিম্বর আশ্রয় বাস

বিষেদানগ্রে নিয়াময় ॥ ২৬০ ॥ ত্বরি প্রীতে  
জগদ্ব্যংগঃ প্রীতঃ সিক্তিঃ প্রযচ্ছতি ॥ ২৬১ ॥  
দেবায় দত্তদ্রাঘাণাং দদ্যাদেবায় দক্ষিণাম্ ।  
তথা কর্ণফলকাপি ভক্ষ্যা তন্মৈ সমর্পয়েৎ ॥  
২৬২ ॥ নৃত্যেগীতৈশ্চ বাদিতৈঃ সামাত্যৈঃ  
সহবান্ধবঃ । বেষ্মাপ্রদক্ষিণং কৃত্বা দেবং নত্বা-  
শয়েদ্বিজান ॥ ২৬৩ ॥ দেবাগারপ্রতিষ্ঠায়াং  
যঃ স্য কথিতঃ ক্রমঃ । স্যামসেতুসংক্রম-  
শাখিনাগীবিতোহপি সঃ ॥ ২৬৪ ॥ বিশে-  
ষণাত্র কৃত্যু পূজ্যা বিষ্ণুঃ সনাতনঃ  
পূজাহোমৌ তথা সর্ষং গৃহদানবিধানবৎ ॥  
২৬৫ ॥ অপ্রতিষ্ঠিতদেবায় নৈব দদ্যাদ্গৃহী-

করাও । তুমি প্রীত হইলে জগন্নাথ প্রীত  
হইয়া নিকি প্রদান করেন" ( ইহা গরুড়-  
স্ততি । মন্ত্র যথা ;—গরু—তি ) । দেবো-  
দোশ দত্ত দ্রব্যসমূহের দক্ষিণা দেবতাকে  
প্রদান করিবে । এইরূপ ভক্তি সহকারে  
কর্ণফলও দেবতাকে প্রদান করিবে । নৃত্য,  
গীত ও বাদ্য করিতে করিতে অমাত্য ও  
বান্ধবগণের সহিত গৃহ-প্রদক্ষিণান্তে দেব-  
তাকে নমস্কার করিয়া ব্রাহ্মণ সকলকে  
ভোজন করাইবে । দেবগৃহ-প্রতিষ্ঠাতা যে  
এই ক্রম কথিত হইল ; উপবন, মেতু,  
সুক্রম, অর্থাৎ মেতু-নিষেধ ও বৃক্ষ-  
প্রতিষ্ঠাতেও এই ক্রম বিহিত । নিষেধতঃ  
এই সকল কর্মে সনাতন বিষ্ণু পূজা । পূজা,  
হোম ও অন্ন সকল কার্য্য গৃহদানবিধি  
অনুসারে করিবে । ২৫৩—২৬৫ । অপ্রতি-  
ষ্ঠিত দেবতাকে গৃহাদি কিছুই দিবে না ;

দিকম্ । প্রতিষ্ঠিতেহর্জিতে দেবে পূজা-  
দানং বিধীয়তে ॥ ২৬৬ ॥ অথ তত্র স্ত্রীমদাদ্যা-  
প্রতিষ্ঠাক্রম উচ্যতে । যেন প্রতিষ্ঠিতা দেবী  
তুর্লং যচ্ছতি বাঞ্ছিতম্ ॥ ২৬৭ ॥ তদ্দিনে  
সাধকঃ প্রীতঃ স্নাতঃ শুচিরদযুধঃ । সঙ্কল্পং  
বিধিবৎ কৃত্বা যজ্ঞেদ্বাত্মাশরং ততঃ ॥  
২৬৮ ॥ গ্রহ-দিকপতি-হেরমাদ্যর্চনং পিতৃ-  
কর্মাণ্য বিধায় সাধকৈর্বিপ্রৈঃ প্রতিমা-  
সন্নিধিং ব্রজেৎ ॥ ২৬৯ ॥ প্রতিষ্ঠিতগৃহে  
যদ্বা কুত্রচিচ্ছোভনশ্বলে । আনীয়ার্চা-  
মর্চনং কৃতা সাপরেৎ সাধকোত্তমঃ ॥ ২৭০ ॥  
ভস্মান প্রথমং স্নানং ততো বস্ত্রীকমু স্নয়া ।  
বরাহ-দন্তিদন্তোথ-মুক্তিকাভিস্ততঃ পরম্ ।

প্রতিষ্ঠিত ও অর্চিত দেবেরই পূজা ও দান  
বিহিত হইয়াছে । অনন্তর তাহার মধ্যে  
আদ্যা-প্রতিষ্ঠা ক্রম বলিতেছি ; যে ক্রম  
দ্বারা দেবী প্রতিষ্ঠিতা হইলে শীঘ্র বাঞ্ছিত  
ফল প্রদান করেন । সেই আদ্যা-প্রতিষ্ঠা-  
দিনে সাধক স্নাত ও শুচি হইয়া বিধিবৎ  
সঙ্কল্পপূর্বক বাস্তবপতির অর্চনা করিবে ।  
গ্রহ, দিকপাল ও গণেশাদির পূজা এবং  
পিতৃকর্মা ( আত্ম্যাদ্যধিক ) সম্পাদন করিয়া  
সাধক যিথ্য সকলের সন্নিধিতে প্রতিমা-সন্নি-  
ধানে গমন করিবে । প্রতিষ্ঠিত গৃহে অথবা  
কোন শোভন স্থলে সাধকোত্তম প্রতিমাকে  
আনয়ন করত পূজাপূর্বক স্নান করাইবে ।  
প্রথম—ভস্ম দ্বারা, ততো—বস্ত্রীক-মুক্তিকা  
দ্বারা, তৎপরে যথাক্রমে বরাহ-দন্ত মুক্তিকা,  
হস্তিদন্ত-মুক্তিকা বেড়াধারের মুক্তিকা ও

বেশ্যাদিষুদা চাপি প্রহ্মায়ুজ্ঞজাতয়া ॥ ২৭১ ॥  
 ততঃ পককষায়েন পকপুষ্পস্তম্ভপত্রকৈঃ ।  
 কারিত্ব গন্ধতৈলৈঃ স্নাপয়েৎ প্রতিমাং  
 সুধীঃ ॥ ২৭২ ॥ ব্যাট্যাণ বদরীজমুগকুলঃ শালগাণী  
 তথা । তে নিগদিতাঃ স্নানে কষায়াঃ  
 দ্বিভূতঃ ॥ ২৭৩ ॥ করবীরং তথা জাতী  
 চম্পকং সরসীরহম্ । পাটলীকুম্ভমকাপি  
 পকপুষ্পং প্রকীৰ্ত্তিতম্ ॥ ২৭৪ ॥ বর্ষুবা-  
 হুগমো-নিম্বং পত্রদ্রব্যমুদাহৃতম্ ॥ ২৭৫ ॥  
 গ্রহেষু প্রোক্তদ্রব্যৈশ্চ জগৎযোগো বিধীয়তে ।  
 পকামৃতে গন্ধতৈলে তোয়াযোগং বিবর্জয়েৎ ॥  
 ২৭৬ ॥ সয্যাস্তিত্বং সপ্রণবাং গায়ত্রীং  
 মূলমুচ্চরন্ । এতদ্ভ্যাম্ভ্য তোয়েন স্নাপয়ামি  
 যমো বদেৎ ॥ ২৭৭ ॥ ততঃ প্রাক্তুক্তবিধিনা

প্রহ্মায়ুজ্ঞজাত মুগিকা দ্বারা স্নান করাইবে ।  
 তাহার পর পককষায়, পকপুষ্প ও ত্রিপত্র  
 দ্বারা স্নান করাইয়া গন্ধতৈল দ্বারা স্নান  
 করাইবে । ব্যাট্যাণ, বদরী, জম্বু, বহুল ও  
 শালগাণী,—এই পাঁচ প্রকার বৃক্ষ, স্নান-  
 প্রকরণে পককষায় বলিয়া কথিত হইয়াছে ।  
 করবীর, জাতী, চম্পক, পদ্ম ও পাটলী  
 পুষ্প,—এই পকপুষ্প প্রকীৰ্ত্তিত হইল ।  
 বর্ষুবা, তুলা ও বিধ — এই পত্রদ্রব্য ত্রিপত্র  
 বলিয়া উদাহৃত হইল । এই সকল পক-  
 কষায়াদি দ্রব্যে জল মিলাইয়া স্নান বিহিত ;  
 কিন্তু পকামৃত ও গন্ধ-তৈলে জল মিশাইবে  
 না । ব্যাস্তিত্বের সহিত প্রণব, গায়ত্রী ও মূল  
 চৈতরুপপূর্বক “অমুক জ্যেষ্ঠ জল দ্বারা  
 তোমায় স্নান করাইতেছি ; “নমস্কার” এই

ছন্দাভ্যাস্তিত্ববিহিতঃ । কষায়াসলিলৈশ্চাপি  
 স্নাপয়েৎ প্রতিমাং বৃধঃ ॥ ২৭৮ ॥ সিত-  
 গেদুমচূর্ণেন তিলকেন বা শিবাম্ ।  
 শালীতপ্পচূর্ণেন মার্জজিত্ব বিবর্জয়েৎ ॥ ২৭৯ ॥  
 তীর্থাস্তমামষ্টকটৈঃ স্নাপয়িত্বা সুবাসমা ।  
 সম্মার্জিতাঙ্গীং প্রতিমাং পূজাস্থানং সমা-  
 নয়েৎ ॥ ২৮০ ॥ অশক্তৌ শুদ্ধতোয়ানাং  
 পকবিংশতিসংখ্যাকৈঃ । কলসৈঃ স্নপয়ে-  
 দর্চনাং ভক্ত্যা সাধকসম্মতঃ ॥ ২৮১ ॥  
 স্নানে স্নানে মহাদেব্যঃ শক্ত্যা পূজনমাচরেৎ ॥  
 ২৮২ ॥ ততো নিবেশ্য প্রতিমাস্নানে  
 সুপরিফুতে । পাদ্যার্থাদৈরর্চয়িত্বা প্রার্থয়ে-  
 দ্বিহিতাঙ্গলিঃ ॥ ২৮৩ ॥ নমস্তে প্রতিমে

বলিয়া স্নান করাইবে । তাহাতে পূর্ব-  
 কথিত-বিধানানুসারে চুন্ধাদি আষ্ট খট দ্বারা  
 এবং ঈষৎক্ষণ জল দ্বারা, পঙ্কিত, প্রতিমাকে  
 স্নান করাইবে । শ্বেত গোদুম-চূর্ণ দ্বারা  
 কিংবা তিল-কঙ্ক (খইল) দ্বারা বা শালি-  
 তপ্প-চূর্ণ দ্বারা মার্জজন করিয়া কঙ্ক  
 করিবে । তীর্থজলপূর্ণ ঋষ্ট খট দ্বারা স্নান  
 করাইয়া সুন্দর বস্ত্র দ্বারা সম্মার্জিতাঙ্গী  
 প্রতিমাকে পূজাস্থানে লইয়া যাইবে । ২৮৬  
 —২৮০ । যদি তীর্থজল সংগ্রহ করিতে  
 না পারা যায়, তবে শুদ্ধ পকবিংশতি খট  
 পরিমিত জল দ্বারা ভক্তিসহকারে সাধকো-  
 ক্তম প্রতিমা স্নান করাইবে । যদি সমর্থ্য  
 থাকে, তবে প্রতি স্নানান্তেই পূজা করিবে ।  
 তাহার পর সুপরিফুত আদনে প্রতিমাকে  
 নিবেশিত করিয়া, পাদ্যার্থাদি দ্বারা পূজা-

ভূভাং বিশ্বকর্ষ্যবিনির্মিতে । নমস্তে দেবতা-  
বাসে ভক্তাভীষ্টপ্রদে নমঃ ॥ ২৮২ ॥ জয়ি  
সংপূজ্যামাদ্যাং পরমেশীং পুরাংপনাম্ ।  
শিজদোষাবিশিষ্টাং সম্পন্নং কুর্মা তে নমঃ ॥  
২৮৫ ॥ তত্ত্বস্তম্ভতিমামুদ্রি পাবিঃ বিজ্ঞায়  
বাগ্‌যতঃ । অষ্টোত্তরমর্ত্তং মূর্ধনং জপ্তা  
গাত্রাবি সংস্পৃশেৎ ॥ ২৮৬ ॥ যড়ঙ্গমাতৃক-  
ছাসং প্রতিমাং প্রণিহমান্ । যড়দীর্ঘ-  
ভাজা মূর্ধন যড়ঙ্গছাসমাচরেৎ ॥ ২৮৭ ॥  
তাঃসার্য্যারমাদ্যেচ নমোহন্তৈবিন্দুগংঘুতৈঃ ।  
অষ্টবর্গৈদেবতাং বর্ণছাসং প্রকল্পয়েৎ ॥  
২৮৮ ॥ মুখে স্বগান্ কবর্গক কণ্ঠদেশে

পূর্বক কৃতাজলি হইয়া প্রাণনা করিবে,—  
“হে বিশ্বকর্ষ্যবিনির্মিতে প্রতিমে । তোমা  
নমস্কার, হে দেবতাবাসে । তোমা নমস্কার,  
হে ভক্তাভীষ্টপ্রদে । তোমা নমস্কার ।  
তোমার উপর পরাংপরা পরমেশী আদ্যাকে  
অদ্য পূজা করিতেছি, এই হেতু, শিজদোষ  
প্রযুক্ত অবশিষ্ট অঙ্গ সম্পন্ন কুর ; তোমাকে  
নমস্কার।” তৎপরে বাগ্‌যত হইয়া, প্রতি-  
মার মস্তকে হস্ত বিজ্ঞাস করত, অষ্টোত্তর  
মর্ত্ত মূলমন্ত্র জপ করিয়া, প্রতিমার গাত্র  
সকল স্পর্শ করিবে । তৎপরে প্রতিমাং  
যড়ঙ্গ মাতৃকা ছাস করিয়া, আকারাদি যড়-  
দীর্ঘ-স্বর-যুক্ত মূল-মন্ত্রে, যড়ঙ্গ ছাস  
করিবে । ‘নমঃ’ পদান্ত বিন্দুযুক্ত ওঁকার,  
মায়াবীজ ও রমাবীজ, আদিতে যোগ করত,  
অষ্টবর্গ দ্বারা বর্ণ ছাস করিবে । মুখে স্বর  
সকল । কণ্ঠদেশে কবর্গ ছাস করিবে ।

হৃদয়ে দুঃখ । চবর্গমুদরে দক্ষবাহো টাদ্য-  
মাব্যি চ ॥ ২৮৯ ॥ উদর্গক বামবাহো  
দক্ষবাহোরুগ্নায়োঃ । পদর্গক যবর্গক শবর্গ  
মস্তক হৃদয়ে ॥ ২৯০ ॥ বর্ণছাসং বিধায়েৎ  
তত্ত্বছাসং সমাচরেৎ ॥ ২৯১ ॥ পাদয়োঃ  
পৃথিবীতত্ত্বং ত্রায়তত্ত্বক নিজকে । তেজ-  
স্তত্ত্বং নাভিদেবে ন যতত্ত্বং হৃদয়স্থে ॥ ২৯২ ॥  
আয়ে গগনতত্ত্বক চক্ষুয়ো রূপতত্ত্বকম্ ।  
ভ্রাণয়োগ্যতত্ত্বক শব্দতত্ত্বং প্রতিমুখে ॥ ২৯৩ ॥  
জিহ্বায়াং রসতত্ত্বক স্পর্শতত্ত্বক বিজ্ঞয়েৎ ।  
মনস্তত্ত্বং ক্রবোর্মধ্যে সহস্রদশপঞ্চজে ॥  
২৯৪ ॥ শিবতত্ত্বং জ্ঞানতত্ত্বং পরতত্ত্বং তথো-  
রসি জীবপ্রকৃতিতত্ত্বং চ দিগ্‌গেৎ সাধকা-  
ত্রয়ীঃ ॥ ২৯৫ ॥ মহাশব্দমহাকারতত্ত্বং সর্ব-  
প্রাণীঃ ॥ ২৯৬ ॥

পশ্চিম, উদরে চবর্গ, দক্ষিণ-বাহুতে টাদি  
অক্ষর ছাস করিবে । বাম-বাহুতে তবর্গ,  
দক্ষিণ ও বাম উরুদ্বয়ে যথাক্রমে পবর্গ ও  
যবর্গ এবং মস্তকে শবর্গ ছাস করিবে  
২৮১—২৯০ । এইরূপে বর্ণ ছাস করিয়া,  
তত্ত্ব-ছাস করিবে । পাদদ্বয়ে পৃথিবী-তত্ত্ব,  
নিজদেশে ত্রায়তত্ত্ব, নাভিদেবে তেজস্তত্ত্ব,  
হৃদয়াস্থে বায়ুতত্ত্ব, মুখে গগনতত্ত্ব, চক্ষুর্‌য়ো  
রূপতত্ত্ব, ভ্রাণদ্বয়ে গন্ধতত্ত্ব, শব্দদ্বয়ে শব্দ-  
তত্ত্ব, জিহ্বাতে রসতত্ত্ব ও ত্বকে স্পর্শতত্ত্ব  
ছাস করিবে এবং ক্রমধ্যে সহস্রদশ-পঞ্চো  
মনস্তত্ত্ব ছাস করিবে । এইরূপ বর্ণাঙ্কনে  
শিবতত্ত্ব, জ্ঞানতত্ত্ব, পরতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব ও  
প্রকৃতিতত্ত্ব, সাধকপ্রার্থে বিজ্ঞাস করিবে । এই  
প্রকার সর্বদেবে যথাক্রমে মহাতত্ত্ব ও অহ-

জকে ক্রমাৎ । তারমায়ারমাদ্যেণ তে নমো-  
হস্তেন বিজ্ঞমেৎ ॥ ২৯৬ ॥ সর্বিদুমাতৃকাবর্ণ  
পুটিতং মূলমুচ্চরন । নমোহস্তং মাতৃকাস্থানে  
মন্ত্রস্থাসং প্রযোজয়েৎ ॥ ২৯৭ ॥ সর্বযজ্ঞ-  
ময়ং তেজঃ সর্বভূতময়ং বপুঃ । ইমং তে  
কল্পিতা মূর্তিরন ধ্যায়াম্যাহম্ ॥ ২৯৮ ॥  
ততঃ পূজাবিধানেন ধ্যানমাবাহনাদিকম্ ।  
প্রাণপ্রতিষ্ঠাং সম্পাদ্য পূজয়েৎ পরদেব-  
তাম্ ॥ ২৯৯ ॥ দেবগেহপ্রদানে তু যে যে  
মন্ত্রঃ সমীৰিতাঃ । ত এবাত্র প্রযোক্তব্য  
মন্ত্রলিঙ্গেন পুছনে ॥ ৩০০ ॥ বিবিধং সংস্কৃতে  
বহুবর্ত্তিতেভ্যোহর্চিতাহতিঃ । আবাহ

স্মারতত্ত্ব বিজ্ঞাস করিবে । আদিতে ধনব,  
মায়া ও রমাবীজ অস্ত্রে তে ( চতুর্থীর এক-  
বচন ) “নমঃ” যোগ করিয়া, তত্ত্ব সকল  
বিজ্ঞাস করিবে, যথা :—ওঁ হ্রীং ক্রীং  
পৃথিবীতন্ত্রায় নমঃ, ইত্যাদি । বিন্দুসহ  
মাতৃকাবর্ণ-পুটিত ‘নমঃ’ পদাত্ত মূল উচ্চারণ  
করত মাতৃকাস্থানে মন্ত্র-স্থাস প্রয়োগ  
করিবে । ২৯১—২৯৭ । “তোমার তেজঃ  
সর্বযজ্ঞময় ও সর্বীব সর্বভূতময়, তোমার  
এইরূপ মূর্তি কল্পিত হইল, এইস্থলে  
তোমাকে স্থাপন করিতেছি” এই বলিয়া  
প্রার্থনা করিবে । তৎপরে পূজাবিধানে  
ধ্যান আবাহনাদি ও প্রাণ-প্রতিষ্ঠা সম্পা-  
দনস্ত্রে, পরম-দেবতাকে পূজা করিবে ।  
দেবগেহ-প্রদানে যে যে মন্ত্র মাল কাথিত  
হইয়াছে, এই মন্ত্র-সম্পাদ্য পূজা-স্থলে সেই  
সকল প্রয়োগ করিবে । বিবিধং সংস্কৃতে

দেবীং সম্পূজ্য জাতকর্মাণিসাধয়েৎ ॥ ৩০১ ॥  
জাত-নামী নিষ্কামমন্ত্রপ্রাশনমেব চ ।  
চূড়োপনয়নবৈতে যট্ট সংস্কারঃ শিবোদিভঃ ॥  
৩০২ ॥ প্রণবং বাহুতিধৈব গায়ত্রীং মূল-  
মন্ত্রকম্ । সামন্ত্রপাতিধানং তে জাতকর্মাণি  
নাম চ ॥ ৩০৩ ॥ সম্পাদয়াম্যগ্নিকান্তাং  
সমুচ্চার্য বিধানমিৎ । পঞ্চপঞ্চাত্তৌর্দিত্যাং  
প্রতি সংস্কারকর্মাণি ॥ ৩০৪ ॥ দন্তনামাহতি-  
শতং মূলোচ্চারণপূর্বকম্ । দেট্য দস্তাহতে-  
রংমং প্রতিমামূর্কি নিষ্কিপেৎ ॥ ৩০৫ ॥  
প্রারম্ভিষ্ঠাদিভিঃ শেষং কর্মসম্পাদয়নু সুধীঃ ।  
ভোজয়েৎ সাধকন বিপ্রান দীনানাথান্চ

বহিতে অর্চিত দেব সকলকে আহতি  
প্রদান করত দেবীকে অম্বাহন করিয়া  
জাতকর্মাণি করিবে । জাতকর্ম, নামকরণ,  
নিষ্কামর্গ, মন্ত্রপ্রাশন, চূড়া ও উপনয়ন,—  
এই ষড়্বিধ সংস্কার শিবোক্ত । প্রণব  
( ওঁ ), বাহুতি ( ভূভুবঃ স্বঃ ), গায়ত্রী,  
মূলমন্ত্র, সমুদ্রনাভ নাম ( হে আদ্যে ! )  
তোমার ( তে ) জাতকর্মাণি অর্থাৎ  
সংস্কারবিশেষে তত্ত্ব সংস্কারের নাম উল্লেখ  
করত “সম্পাদয়ামি স্বাহা” অর্থাৎ সম্পাদন  
করিতেছি বলিয়া পাঁচ পাঁচ আহতি প্রদান  
করিবে । পূর্বোক্ত নামোন্মেষ করত মূলমন্ত্র  
উচ্চারণপূর্বক দেবীকে আহতি শত প্রদান  
করিয়া আহতিব্রহ্মাংশ প্রতিমাসমুদকে নিম্নোপ  
করিবে । সুধী প্রারম্ভিষ্ঠাদি দ্বারা অবশিষ্ট  
কর্ম সম্পন্ন করিয়া, সাধক ও বিপ্রদিগকে  
ভোজন করাইবে এবং অনাথ ও দীনদিগকে

তোষ্যে ॥ ৩০৬ ॥ উক্তকর্মসমস্তাং  
পাথমং সপ্তভির্ভৈঃ । জাপদ্বিজ্ঞান  
নৃত্যগা আবেশ্যাম দেবতাম্ ॥ ৩০৬ ॥ ইতি  
তে শ্রীমাদাদ্যায়ঃ প্রতিষ্ঠা কথিতা প্রিষ্ঠা ।  
এবং দুর্গ দিব্যদ্যানামহেনাদিদিবৌকসম্ ॥  
৩০৭ ॥ চমতঃ শিবলিঙ্গম্ প্রতিষ্ঠায়াং  
বিধিঃ । অযোক্তব্যো বিধানজৈষ্ঠ্যল্লোমাং  
পূর্বকম্ ॥ ৩০৮ ॥

ইতি শ্রীমহানির্বাণতলে সর্বভোগোক্তমা-  
ন্তমে সর্বধর্মনির্বাণসারে শ্রীমদাদ্য সপ্তাশ্ব  
সংবাদে আদ্যাকামী প্রতিষ্ঠাযুক্তানে বাস্ত-  
প্রহাগ জগদাদ্যাদি প্রতিষ্ঠা-দেবগৃহদানা-  
সর্বদেব প্রতিষ্ঠা কথনং নাম ত্রয়োদশ  
উল্লাসঃ ॥ ১৩ ॥

তুষ্ট করিবে। উক্ত কর্ত্ত্ব যদি অশক্ত হয়,  
তবে সপ্তষট্ জগ দ্বারা প্রতিমাকে মান  
করাইয়া শক্তানুসারে পূজাপূর্বক দেবতাকে  
নাম জ্ঞাপন করাইবে। হে প্রিয়ে। এই  
শ্রীমদাদ্যার প্রতিষ্ঠা-বিধি, তোমাকে বর্ণি-  
লাম। এই প্রকারে দুর্গাদি বিদ্যা সকলের  
ও মহেশাদি দেবতার প্রতিষ্ঠা করিবে।  
মচল শিবলিঙ্গের প্রতিষ্ঠাতেও বিধানজ্ঞ  
ব্যক্তি সকল, অমোহপূর্বক মন দ্বারা  
এই বিধি প্রয়োগ করিবে। ২৯৮-৩০৯।

ত্রয়োদশ উল্লাস সমাপ্ত ॥ ১৩ ॥

### চতুর্দশ উল্লাসঃ ।

শ্রীদেবীবাচ । আদ্যশক্তের দুর্গ নামে কৃপয়া  
ভূমিসাধনম্ । কথিতং মে কৃপানাথ তুম্যাম্মি  
তব ভাবতঃ ॥ ১ ॥ মচলশ্চৈবলিঙ্গম্ প্রতিষ্ঠা-  
বিধিরীরিতঃ । অচলম্ প্রতিষ্ঠায়াং কিং ফলং  
বিধিবৈব কঃ । কথ্যতাং জগতাং নাথ শিব-  
শেষেণ সাঙ্গাতম্ ॥ ২ ॥ ইদং হি পরমং  
তত্ত্বং প্রভুং বদ বৃণোমি কম্ । ত্বন্তঃ কো  
বাস্ত সর্বজ্ঞো দয়ালুঃ সর্ববিদ্বিভুঃ । আশু-  
তোষো দীননাথো মমানন্দবিবর্জনঃ ॥ ৩ ॥  
শ্রীমদাশ্ব উবাচ । শিবলিঙ্গস্থাপনম্

### চতুর্দশ উল্লাসঃ ।

শ্রীদেবী কহিলেন,—হে কৃপানাথ ।  
আদ্যশক্তি কালিনার প্রদক্ষে তুমি কৃপা  
করিয়া আমার নিকট বহুবিধ সাধন  
কহিলে। আমি তোমার ভাবে তৃপ্তা  
হইয়াছি। তোমাকর্ত্ত্বক মচল শিবলিঙ্গের  
প্রতিষ্ঠাবিধান কথিত হইয়াছে; পরন্তু  
অচল শিবলিঙ্গের প্রতিষ্ঠাতে ফল কি এবং  
বিধিই বা কিরূপ, তাহা সস্ত্রাতি বিশেষরূপে  
কীর্ত্তন কর। হে জগতীনাথ। এই পরম  
তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিবার নিমিত্ত আর  
কাহাকে বরণ করিব বল ? তোমা অপেক্ষা  
মূর্খজ্ঞ কোন ব্যক্তি আছে ? তুমি দয়া-  
বিনিষ্ট এবং সর্বজ্ঞ, বিভু, আশুতোষ,  
দীননাথ ও আমার আনন্দবর্জনক। শ্রীমদা-  
শ্ব কহিলেন,—শিবলিঙ্গস্থাপনের মাহাত্ম্য

মাহাত্ম্যং বিৎ সৰ্বমি তে । যৎস্থাপনামহা-  
পাটপূজ্ঞো যাতি পরং পদম্ ॥ ৪ ॥ ঈর্ষ-  
পূর্ণমহাদেবো নাজিমেধায়ুত উৰ্জনাং নিমেষ্যে  
তোহ কবণাদিনোভ পবিত্রোষনাং ॥ ৫ ॥ যৎ  
ফলং লাভতে মর্ত্যাস্তস্য কোটিগুণং ফলম্  
শিবলিঙ্গপ্রতিষ্ঠায়াং লভতে নাত্রে মৎস্যঃ ॥ ৬ ॥  
লিঙ্গরূপী মহাদেবো যত্র তিষ্ঠাত কালিকে ।  
তত্র ত্রয়ো চ বিমুক্তে মোক্ষাস্তিষ্ঠন্তি দেবতাঃ ॥  
৭ ॥ সার্কিত্রিকোটীতীর্থানি দৃষ্টাদৃষ্টানি যানি  
চ । পুণ্যক্ষেত্রানি সৰ্ব্বানি বর্তন্তে শিব-  
সম্মিধৌ ॥ ৮ ॥ লিঙ্গরূপদরং শত্ৰুং পরিতো  
দিশিদিগু চ । শতহস্ত প্রমাণেন শিবক্ষেত্রে

তোমার নিকট কি বলিব । যাহার স্থাপনে  
মনুষ্য মহাপাতক-বিমুক্ত হইয়া পরম পদ  
প্রাপ্ত হয় । ঈর্ষপূর্ণ পৃথিবী দান করিলে, দশ  
সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞ করিলে, লিঙ্গরূপ প্রদোষে  
জলাশয় খনন করিলে এবং দীন ও জাতুর  
ব্যক্তিদিগকে পবিত্রোষণ নিবন্ধন মানবগণ  
যে ফল লাভ করে, শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিলে  
তাহার কোটিগুণ ফল লাভ হয়, তাহাতে  
সন্দেহমাত্র নাই । হে কালিকে ! যে স্থানে  
লিঙ্গরূপী মহাদেব অবস্থান করেন, ত্র্যম্বক,  
বিষ্ণু ও ইন্দ্র সহ অশ্রুগত দেবগণ সেই  
স্থানে বাস করিয়া থাকেন । সার্কি ত্রিকোটি  
তীর্থ এবং গুপ্ত ও প্রকাশিত পুণ্যক্ষেত্র  
সকল শিবসম্মিধানে বাস করেন । লিঙ্গরূপী  
শিবের সৰ্ব্বদিকে শত হস্ত পর্য্যন্ত শিবক্ষেত্র  
বলিয়া কীৰ্ত্তিত হইয়াছে । এই শিবক্ষেত্রে  
মহাপুণ্যজনক ও সৰ্ব্বতীর্থ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ

প্রাকীৰ্ত্তিতম্ ॥ ৯ ॥ ঈশক্ষেত্রে মহাপুণ্যমসৰ্ব-  
তীর্থোক্তমাস্তমম্ । যত্রামরা বিরাজন্তে সৰ্ব-  
তীর্থানি সৰ্ব্বদা ॥ ১০ ॥ স্থানমাত্রং শিবক্ষেত্রে  
যৌ বসেস্তাবতঃপরঃ । স সৰ্ব্বপাপনিম্মুক্তো  
যাত্যন্তে শঙ্করায়ম্ ॥ ১১ ॥ অত্র যৎ  
কৃত্যং কৰ্ম্ম জগৎ বা বহুজং তথা । প্রভা-  
বাক্ষুর্জটেশ্বর্য উক্তং কোটিগুণং ভবেৎ ॥  
১২ ॥ যত্র তত্র কৃত্যং পাপানুচ্যতে শিব-  
সম্মিধৌ শৈবক্ষেত্রে কৃত্যং পাপং বজ্রলেপ-  
সমং ত্রিয়ে ॥ ১৩ ॥ পুরঃচর্য্যং জপং দানং  
প্রাক্ষং তর্পণমেব চ । যৎ করোতি শিবক্ষেত্রে  
তদনীন্তায় কল্যাণে ॥ ১৪ ॥ পুরঃচর্য্যান্ততং

তম, তাহাতে দেবতাগণ ও সমুদায় তীর্থ  
সৰ্ব্বদা বিরাজ করিয়া থাকেন । যে ব্যক্তি  
ক্ষণকালমাত্র শিবভাব-পরায়ণ হইয়া শিব-  
ক্ষেত্রে বাস করেন, তিনি সৰ্ব্বপাপ-  
নিবিন্মুক্ত হইয়া অন্তকালে শিবলোকে গমন  
করিয়া থাকেন । ১—১১ । এই শিবক্ষেত্রে  
জগৎ বা বহুপরিমাণে যে কৰ্ম্ম কৃত হয়,  
মহাদেবের প্রভাবে তাহা কোটিগুণ হয় ।  
হে ত্রিয়ে । যেসে-স্থানে কৃতপাপ, হইতে  
শিবসম্মিধানে মুক্ত হয়, শিবক্ষেত্রে কৃত পাপ  
বজ্রলেপ-সমান হয়, অর্থাৎ তাহার মোচন  
হয় না । পুরঃচরণ, জপ, দান, প্রাক্ষ, এবং  
তর্পণ প্রভৃতি যে কোন কৰ্ম্ম শিবক্ষেত্রে  
করা হয়, তাহা অনন্ত ফলের নিমিত্ত কল্পিত  
হয় । চন্দ্র বা সূর্য্যগ্রহণে শত পুরঃচরণ  
করিলে যে ফল হয়, শিবসম্মিধানে একবার  
মাত্র জপ করিলে সেই ফল প্রাপ্ত হয় ।

কৃতা গ্রহে শিশিনেন্দ্রোঃ । যঃ  
তদবাপ্নোতি সঙ্কল্পেণ নিবাস্তিকে ॥ ১৫ ॥  
গয়াগঙ্গ প্রয়াগেযু কোটিপিতৃপ্রদান নরঃ । যঃ  
প্রাপ্নোতি তদনৈব সঙ্কল্পে পিতৃপ্রদানতঃ ॥ ১৬ ॥  
অতিপাতকিনো যৈ চ মহাপাতকিনশ্চ যৈ ।  
শৈবতীর্থে কৃতপ্রাক্ষাতেহপি যান্তি পরাং  
গতিম্ ॥ ১৭ ॥ লিঙ্গরূপী জগদ্রাধো দেব্যা  
শ্রীতুর্গয়া সহ । যস্মিন্তি তত্র তিষ্ঠন্তি ভুব-  
নানি চতুর্দশ ॥ ১৮ ॥ স্থাপিতেশ্চ মহাত্ম্যং  
বিবিশেভ্যং প্রকাশিতম্ । অনাদিভূত-  
ভূতেশমহিমা বাগনোচরঃ ॥ ১৯ ॥ মহাপীঠে  
তদর্চনামস্পৃশ্যস্পর্শদুশ্চরম্ । বিদ্যতে স্মৃত্যুতে  
নৈতল্লিঙ্গরূপধরেহরে ॥ ২০ ॥ যথা চক্রার্চনে

গয়া, গঙ্গা ও প্রয়াগে কোটি পিতৃ প্রদান  
করিলে যে ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, এই  
শিবক্ষেত্রে একবার মাত্র পিতৃ প্রদান  
করিলে সেই ফল হইয়া থাকে । যাহারা  
অতিপাতকী বা যাহারা মহাপাতকী, তাহা-  
দিগেরও এই শিবক্ষেত্রে একবার মাত্র  
প্রাক্ষরিলে পরমগতি লাভ হয় । লিঙ্গ-  
রূপী জগদ্রাধ শ্রীতুর্গার মাগত যে স্থান  
অবস্থিত :—তাহা, সেই স্থানে চতুর্দশ ভূ-  
বাস করেন । এই তোমার নিকট স্থাপিত  
মহাদেবের মাহাত্ম্য কিঞ্চিৎ বর্ণনা করিলাম :  
যে মহাদেব অনাদিলিঙ্গ, তাহার মহিমা  
বাক্যেরও অগোচর । হে স্মরণে । মহা-  
পীঠ স্থানে ও তোমার পূজাতে অস্পৃশ্য-  
স্পর্শদোষ আছে, পরক লিঙ্গরূপী মহেশ্বরে  
ইহা নাই । হে দেবি ! হে কালিকে !

দেবি কোহপি দোষো ন বিদ্যতে । শিবক্ষেত্রে  
মহাতীর্থে তথা জানীহি কালিকে ॥ ২১ ॥  
বৎসাত্ম কিমুক্তেন তথাগ্রে সম্যগুচ্যতে ।  
প্রভাবঃ শিবলিঙ্গস্ত ময়া বক্তুং ন শক্যতে ॥  
২২ ॥ "অযুক্তবেদিকং লিঙ্গং যুক্তং বেদিক-  
য়াপি বা । সাধকঃ পূজয়েচ্ছ্রীয়া স্বাতীষ্ট-"  
ফলসিদ্ধয়ে ॥ ২৩ ॥ প্রতিষ্ঠাপূর্বসারাহে  
দেবতাং যোহধিবাসয়েৎ । সেহশ্বমেধা-  
যুক্তফলং লাভতে সাবকোত্তমঃ ॥ ২৪ ॥  
মহী গন্ধঃ শিলা ধাতুঃ দূর্জা-পুষ্পফলং  
দধি । দ্রুতং স্বস্তিকং সিন্দূরং শাদা-বজ্রল-  
রোচনাঃ ॥ ২৫ ॥ সিদ্ধার্থঃ কাঞ্চনং রৌপ্যং  
তাম্রং দীপস্ত দর্পণম্ । অধিবাসবিধৌ বিংশদ-

চক্রার্চনে কালে যেমন কোন দোষ হয় না,  
তাহার ক্ষায় মহাতীর্থে স্বরূপ শিবক্ষেত্রে  
স্পর্শদোষ নাই জানিবে । আমি এ বিষয়ে  
অধিক আর কি বলিব ! তোমার নিকট  
সত্য বলিতেছি, শিবলিঙ্গের প্রভাব সমুদায়  
ব্যক্ত করিতে আমার শক্তি নাই । শিব-  
লিঙ্গ গোবীপট-সংযুক্ত থাকুক বা নাই  
থাকুক, সাধক নিজ অভীষ্ট-সিদ্ধির নিমিত্ত  
তাহা ভক্তি-সহকারে পূজা করিবেন । যে  
সাধকপ্রোক্ত, দেবতাপ্রতিষ্ঠার পূর্বদিবস  
সময়কালে দেবতার অধিবাস করিবেন,  
তিনি দশমহত্ব অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ  
করবেন । ১২-২৪ । মহী, গন্ধ, শিলা,  
ধাতু, দূর্জা, পুষ্প, ফল, দধি, দ্রুত, স্বস্তিক,  
সিন্দূর, শাদা, বজ্রল, রোচনা, শ্রেণ্ডসর্বপ,  
সুবর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, দীপ ও দর্পণ,—এই

দ্রব্যাদ্যেতানি যোজয়েৎ ॥ ২৬ ॥ প্রত্যেকং  
দ্রব্যাদায় মায়য়া ব্রহ্মবিদ্যয়া । অনেনামুযা  
পদতঃ শুভমঙ্গলধিবাসনম্ ॥ ২৭ ॥ ইতি  
স্পৃশেৎ সাদ্যভালং মহাটমঃ সর্ববস্ত্রিঃ ।  
ততঃ প্রশস্তিপাত্রেণ ত্রিধৈবগধিবাসয়েৎ ॥  
২৮ ॥ অনেন বিধিনা দেবগধিবাস্য বিধান-  
বিৎ । গৃহদানবিধানেন হুঙ্কটৈঃ স্পৃশেৎ  
ততঃ ॥ ২৯ ॥ সম্যাক্ষ্যা বাসসা সিজং স্পা-  
য়িতামনোপরি । পূজানুষ্ঠানবিধিনা গণেশ-  
দীন সমর্চয়েৎ ॥ ৩০ ॥ প্রণবেন করতাসৌ  
প্রণায়ামং বিধায় চ । ধ্যায়েৎ সদানিবং  
শান্তং চক্ষুঃকোটিসমপ্রভম্ ॥ ৩১ ॥ ব্যাঘ্রচর্ম-

বিংশতি প্রকার দ্রব্য অধিবাস-বিধিতে  
বিনিয়ুক্ত করিবে । এই বিংশতি দ্রব্যের  
মধ্যে এক এক দ্রব্য গ্রহণপূর্বক মায়ী  
(হ্রীং) ও গায়ত্রী পাঠ করিয়া শেষে  
বলিবে যে, “এই দ্রব্য দ্বারা এই দেবতার  
শুভাধিবাসন হউক ।” এই মন্ত্র পাঠপূর্বক  
মহী প্রভৃতি প্রত্যেক বস্তু দ্বারা দেবতার  
ললাটদেশ স্পর্শ করিবে । এইরূপে প্রশস্তি-  
পাত্র দ্বারা তিনবার অধিবাস করিবে । বিধা-  
নজ্ঞ সাধক এই বিধি দ্বারা দেবতার অধি-  
বাস করিয়া গৃহপ্রতিষ্ঠা-বিধান-ক্রমে হুঙ্কাদি  
দ্বারা সেই দেবতাকে স্নান করাইবে । স্নান  
করাইবার পর বস্ত্র দ্বারা শিবলিঙ্গকে মর্জিত  
করিয়া আমনোপরি সংস্থাপনপূর্বক পূজা-  
নুষ্ঠানের বিধি অনুসারে গণেশাদি দেবতার  
অর্চনা করিবে । প্রণব দ্বারা করাজ্ঞান ও  
প্রণায়াম করিয়া “শান্ত ও কোটিচক্ষুঃ

পরীধানং নাগযজ্ঞোপবীতিনম্ । বিভূতিলিপ্ত  
সর্বাঙ্গং নাগালঙ্কারভূষিতম্ ॥ ৩২ ॥ ধূম-  
পীতাকরণশ্বেতরৈক্তঃ পঞ্চভিরাননৈঃ । যুক্তং  
ত্রিনয়নং বিলজ্জটাজুটধরং রিতুম্ ॥ ৩৩ ॥  
গজাধরং দশভুজং শশিনোভিতমস্তকম্ ।  
কপালং পাবকং পাশং পিনাকং পরশুং বটৈঃ  
॥ ৩৪ ॥ বামৈর্দধানং দক্ষিণে শূলং বজ্রং  
শরম্ । বরদং বিভ্রতং সর্করৈর্দে বৈশ্বানরৈঃ  
স্বতম্ ॥ ৩৫ ॥ পরমানন্দসন্দোহে স্তম্ভকুটিললো-  
চনম্ ॥ ৩৬ ॥ হিমকুন্দেন্দুসম্ভাষং বৃষাসনং বিরাজি-  
তম্পরিতঃ সিন্ধুগর্ভকৈরঙ্গরোত্তিরহর্নিশম্ ।  
গীষমানমুমাকান্তমেকান্তশরণপ্রিয়ম্ ॥ ৩৭ ॥

প্রভাসম্পন্ন ; ব্যাঘ্রচর্ম-পরিধান ; নাগযজ্ঞো-  
পবীত-বিশিষ্ট ; বিভূতি-লিপ্ত-সর্বাঙ্গ ; নাগ-  
রূপ অলঙ্কার দ্বারা ভূষিত ; ধূম, পীত,  
অরণ, শ্বেত ও রক্তবর্ণ (এই পঞ্চ বর্ণের)  
পঞ্চ-মুখযুক্ত, ত্রিনয়ন ; জটাজুটধারী ; বিভূ ;  
গজাধর ; দশভুজ ; শশিকল-নোভিত-  
মৌলি ব-গ-কর-পঞ্চক দ্বারা কপাল,  
পাবক, পাশ, পিনাক ও পরশুধারী ; দক্ষিণ-  
হস্ত-পঞ্চক দ্বারা শূল, বজ্র, অঙ্কুশ, শর ও  
বরদার ; সমুদায়-দেবগণ ও সমুদায় মূলি-  
শ্রেষ্ঠগণ কর্তৃক স্বত ; পরম আনন্দসন্দোহে  
সমুদায়-কুটিল-লোচন ; হিম, কুন্দ ও  
চন্দ্র সদৃশ শ্বেতবর্ণ ; বৃষরূপ আসনে বিরাজি-  
ত চতুর্দিকস্থিত সিন্ধুগণ, গর্ভগণ ও  
অঙ্গরোগণ কর্তৃক ভূষমান ; উমাকান্ত এবং  
একান্ত-শরণাগত-ভক্তগণ-প্রিয় সদাশিবকে  
ধ্যান করিবে ।” বিধানজ্ঞ ব্যক্তি মহাদেবের

ইতি ধ্যানা মহেশানং মানসৈরুপচারকৈঃ ।  
সংপূজ্যাহু তান্নৈঃ যজ্ঞৈচ্ছ্রুত্যা বিধান-  
বিৎ ॥ ৩৮ ॥ আসনোপচারঃ দানে মজাঃ  
পুরোদিতাঃ । মূলমন্ত্রমমুং বক্ষ্যে মহেশং  
মহামন্ত্রঃ ॥ ৩৯ ॥ মায়া ভারঃ শব্দবীজং  
সাক্ষ্যাত্মাকরাধিতম্ । অর্দ্ধেন্দুবিদ্যুৎচ্যুতং  
শিববীজং প্রকীৰ্ত্তিতম্ ॥ ৪০ ॥ সূক্ষ্মপুষ্প-  
মাণ্ডলেন বাসমাচ্ছাদ্য শব্দম্ । নিষে-  
দ্যৈশ্বর্য্যায় বেদীমেবং বিশোধয়েৎ ॥ ৪১ ॥  
বেদ্যাং প্রপূজয়েদেবীমেবমেব বিধানতঃ ।  
মায়াত্র করতাসৌ প্রাণায়ামং সমাচরেৎ ॥  
৪২ ॥ উদ্যানাসংস্রজকান্তিমমলাং বহুবর্ণ-  
চন্দ্রোক্ষণাং মুক্তাবলিতৈমকুণ্ডলমণ্ডলান-

এইরূপ ধ্যান করিয়া মানসিক উপচার দ্বারা  
পূজাপূর্ব্বক সেই লিঙ্গের উপরি আবাহন  
করিয়া যথাশক্তি পূজা করিবে । আসনাদি  
উপচার সকল প্রদানের মন্ত্র পূর্ব্বক বলি-  
য়াছি । এক্ষণে মহাত্মা মহেশ্বরের মূলমন্ত্র  
বলিতেছি । ২৫-৩৯ । মায়া ( হ্রীং ),  
প্রাণ ( ওঁ ), শব্দবীজ ( ঔ ), সাক্ষ্যাত্মাকর  
( হ ) এবং অর্দ্ধেন্দুবিদ্যু অর্থাৎ “হ্রীং  
ওঁ হৌ” ইহা শিববীজ কথিত হইল ।  
অনন্তর সূক্ষ্মপুষ্পমালা দ্বারা ও বস্ত্র দ্বারা  
শিবকে আচ্ছাদন করিয়া দিব্য শয্যায়  
সংস্থাপনপূর্ব্বক গৌরীপট্ট শোধন করিবে ।  
ঐ গৌরীপট্টের উপরি এইরূপ বিধানা-  
নুসারে দেবীর পূজা করিবে । যথা,—প্রথ-  
মতঃ হ্রীং বীজ পাঠপূর্ব্বক করতাস ও  
প্রাণায়াম করিবে । পরে দেবীর এইরূপ  
ধ্যান করিবে যে, “যাহার কান্তি উদয়কালীন

নাভোদ্ধাহাম্ । হস্তাভ্যঙ্গুরভয়ং বরঞ্চ দধতীং  
চক্রং তথাভুজং দধৎ পীনোত্তুঙ্গপদোদধরাং  
ভয়হরাং পীতাম্বরাং চিত্তয়ে ॥ ৪৩ ॥ ইতি  
ধ্যাত্বা মহাদেবীং পূজয়েন্নিজশক্তিভ্যঃ ।  
তত্ত্বস্ত দশ দিকৃপালান্ বৃষভক সমর্চয়েৎ ॥  
৪৪ ॥ ভগবত্যা মমুং বক্ষ্যে যেনারাধ্যা  
জগন্ময়ী ॥ ৪৫ ॥ মায়াং লক্ষ্মীং সমুচ্চাৰ্য্য  
সান্তং যত্নস্বরাধিতম্ । বিন্দুযুক্তং উদন্তে চ  
যোজয়েৎসিংহদ্বয়ভাম্ ॥ ৪৬ ॥ পূর্ব্বকং স্থাপয়ন্  
দেবীং সর্ষদেবলিং হরেৎ । দধিমুক্তমায-

সহস্রদিবাকরের সন্মুখ; যিনি নির্মলা;  
বহি, সূর্য্য ও চন্দ্র যাহার ত্রিনয়ন; যাহার  
স্নেহ-হাস্তযুক্ত বদন-কমল মুক্তারাজি-বিরা-  
জিত হেমকুণ্ডলে শোভিত; যিনি কর-  
কমল-চতুর্ভুজ দ্বারা চক্র, পদ্ম, বর ও অভয়  
ধারণ করিয়াছেন; যাহার পদোদধর-মুগল  
পীম ও উত্তুঙ্গ; যিনি পীত বসন পরিধান  
করিয়া রহিয়াছেন, তাদৃশী ভয়হারিনী ভগ-  
বতীকে চিত্তা করি ।” এইরূপ ধ্যান করিয়া  
নিজশক্তি অনুসারে মহাদেবীর পূজা  
করিবে । অনন্তর দশদিকৃপাল ও বৃষভের  
পূজা করিবে । যে মন্ত্র দ্বারা জগন্ময়ী ভগ-  
বতীর আরাধনা করিতে হইবে, তাহা বলি-  
তেছি । মায়া, লক্ষ্মী, যত্নস্বরযুক্ত হকারে  
চন্দ্রবিদ্যু যোগপূর্ব্বক উচ্চাচণ করিয়া অস্ত্রে  
বহিঃস্রাব্য যোগ করিবে, অর্থাৎ “হ্রীং হ্রীং  
হ্রীং স্বাহা” । পূর্ব্বক আর দেবীকে সংস্থাপিত  
করিয়া সর্ষদেবের উদ্দেশে শর্করাদি-সমর্পিত  
দধিমুক্ত মাযভক্ত বলি প্রদান করিবে । ঐ

ভক্ত্যং শর্করাদিসমুদিতম্ ॥ ৪৭ ॥ ত্রৈলোক্যং  
বলিমায়ায় বাক্ষ্যগেন বিশোধয়েৎ । সম্পূজ্য  
গন্ধপুষ্পাত্ম্যং মন্ত্রণানেন চার্গয়েৎ ॥ ৪৮ ॥  
সর্বে দেবাঃ সিন্ধুগণা গন্ধর্ষোঃ রগরাক্ষসঃ  
—পিষাচা মাতরো যক্ষা ভূতান্চ পিতৃরন্তথা ॥  
৪৯ ॥ ঋষয়ো যেহস্তদেবান্চ বলিং গৃহ্মন্ত  
সংযতাঃ । পরিবার্য মহাদেবং তিষ্ঠন্ত  
গিরিজামপি ॥ ৫০ ॥ ততো জপেদমহাদেব্যা  
মন্ত্রমেতৎ যথোপিতম্ । গীতবাদ্যাদিভিঃ  
সন্তির্বিদধ্যানমঙ্গলক্রিয়াম্ ॥ ৫১ ॥ অধিবাসং  
বিধায়েৎ পরেহি বিহিতক্রিয়ঃ । সঙ্কল্পং  
বিধিনং কৃত্বা পঞ্চদেবান্ প্রপূজয়েৎ ॥ ৫২ ॥

বলি অর্থাৎ পূজোপকরণ ঐশানকোণে  
স্থাপন করিয়া বক্ষ্ম-নীল (বৎ) দ্বারা শোধন  
করিবে । পরে গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজা করিয়া  
এই মন্ত্র পাঠপূর্বক উৎসর্গ করিবে,—“সমু-  
দায় দেবগণ, সিন্ধুগণ, গন্ধর্ষগণ, নাগগণ,  
পিষাচগণ, মাতৃগণ, যক্ষগণ, ভূতগণ, পিতৃ-  
গণ, ঋষিগণ ও অন্যান্য দেবগণ সকলে  
সংযত হইয়া বলি গ্রহণ করুন এবং সকলে  
এই মহাদেবকে ও মহাদেবীকে পরিবেষ্টন  
করিয়া অবস্থান করুন” (মন্ত্র যথ’ ;—  
সর্বে—মপি) । ৪১—৫০ । অনন্তর ‘হ্রীং  
ত্রীং হুং স্বাহা’ মহাদেবীর এই মন্ত্র ইচ্ছা-  
মত জপ কারবে । পরে উক্ত গীত-বাদ্যাদি  
দ্বারা মঙ্গলিক ক্রিয়া বিধান করিবে । এই-  
রূপে অধিবাস করিয়া পরদিবস নিত্যক্রিয়া-  
সমাধানপূর্বক যথাবিধি সঙ্কল্প করিয়া পঞ্চ-  
দেবের পূজা করিবে । পরে মাতৃকাপূজা,

মাতৃপূজাং নৈমোক্ষার্থং বুদ্ধিশ্রদ্ধাং সমাচরন্ত  
মহেশ্বরপালাংচ যজ্ঞস্তত্যা সমাহিতঃ ॥  
৫৩ ॥ নন্দী মহাবলঃ কীশবদনো গণনাথকঃ ।  
দ্বারপালাঃ শিবদৈত্যভে মর্ষে শাস্ত্রান্নপাণকঃ ॥  
৫৪ ॥ ততো লিঙ্গং সমানীয় বেদীরূপাৎ  
তারিণীম্ । মণ্ডলে সর্বতোভদ্রে স্থাপয়েদ্বা  
শুভাসনে ॥ ৫৫ ॥ অষ্টভিঃ কলসৈঃ শত্ৰুং  
মল্লনা ত্র্যম্বকেণ চ । স্থাপয়িত্বার্চয়েদস্ত্যা  
যোড়শৈরুপচারকৈঃ ॥ ৫৬ ॥ বেদীক মূল-  
মন্ত্রেণ তদ্বৎ সংস্থাপ্য পূজয়ন্ত । কৃত্যঞ্জলি-  
পুটঃ শাখুঃ প্রার্থয়েচ্ছকরং শিশুম্ ॥ ৫৭ ॥  
আগচ্ছ ভগবন্ত শান্তো সর্বদেবনমস্কৃত ।

বহুধারা ও বুদ্ধিশ্রদ্ধা করিয়া স্তম্ভপূর্বক  
সমাহিত হইয়া মহেশ্বরের এবং নন্দী  
প্রভৃতি দ্বারপালদিগের পূজা করিবে । নন্দী,  
মহাবল, কীশবদন, গণনাথক—ইহারা  
শিবের দ্বারপাল । ইহারা সকলেই অস্ত্র-  
শস্ত্রধারী । অনন্তর বেদীরূপা তারিণী ও  
শিবলিঙ্গ আনয়নপূর্বক সর্বতোভদ্রে  
মণ্ডলে বা উত্তম আসনে স্থাপন  
করিবে । পরে “হ্রীং ওঁ হ্রীং” এই মন্ত্র  
এবং “ত্র্যম্বকং যজামাহে” এই মন্ত্র পাঠ-  
পূর্বক অষ্টকলস জল দ্বারা মহাদেবকে  
শান করাইয়া ভক্তিপূর্বক যে ডোণোপচারে  
পূজা করিবে । পরে ‘হ্রীং ত্রীং হুং স্বাহা’  
এই মন্ত্র দ্বারা বেদী সংস্থাপনপূর্বক  
ডোণো লিঙ্গ স্থাপিত করিয়া পূজা করিবে ।  
পরে শাখু ভক্ত, কৃত্যঞ্জলিপুটে মঙ্গলময়  
শঙ্করের নিকট প্রার্থনা করিবে,—হে ভগবন্ত

পিনাকপাণে সর্বকর্তা মহাদেব নমোহস্ত তে ॥  
৫৮ ॥ আগ্নীচ্ছ মন্দিরে দেব ভক্তানুগ্রহ-  
কারক । ভগবত্যা সহাগচ্ছ কৃপাং কুরু নমো  
নমঃ ॥ ৫৯ ॥ মাতর্দেবি মহামায়ে সর্বকল্যাণ-  
কারিণি । প্রসাদ শত্বনা সার্জ্য নমস্তেহস্ত  
হরপ্রিয়ে ॥ ৬০ ॥ জ্যোতিঃ পরদে দেবি ভবনে-  
হস্মিন্ বরদে । ত্রীতা তব মহেশান সর্ব-  
সম্পৎকরী ভব ॥ ৬১ ॥ উত্তিষ্ঠ দেবদেবেশি  
সৈঃ সৈঃ পরিকবৈঃ সহ । সুখং নিবসত্য  
গেহে প্রীয়েতাং ভক্তবৎসলো ॥ ৬২ ॥ ইতি  
প্রার্থ্য শিবং দেবীং মঙ্গলধনিপূর্বকম্ ।

শস্ত্রো । হে সর্বদেব-নমস্কৃত । হে পিনাক-  
পাণে । হে সর্বকর্তা । হে মহাদেব । আগ-  
মন কর ;—তোমাকে নমস্কার । হে দেব ।  
তুমি মন্দিরে আগমন কর । হে ভক্তানুগ্রহ-  
কারক । কৃপা কর,—ভগবতীর সহিত  
আগমন কর তোমাকে পুনঃপুনঃ নমস্কার ।  
হে মহামায়ে । হে সর্বকল্যাণকারিণি । হে  
হরপ্রিয়ে । হে মাতা । হে দেবি । মহে-  
শ্বরের সহিত তুমি প্রসাদ হও ;—তোমাকে  
নমস্কার । হে বরদে । হে দোষ । এই ভবনে  
আগমন কর । হে বরদায়িনি । ত্রীতা হও ।  
হে মহেশ্বর । আমার সর্ব সম্প্রদায়িনী  
হও । হে দেব । হে দেবেশি । স্ব স্ব পরি-  
বারের সহিত উত্তিষ্ঠ হও । তোমরা ভক্ত-  
বৎসল । তোমরা এই গৃহে যথাস্থে অব-  
স্থান কর ; ত্রীতা হও ( মঙ্গল যথা ;—আগ-  
মলো ) । মহেশ্বর ও মহেশ্বরীর নিকট এইরূপ  
প্রার্থনা করিয়া মঙ্গলধনিপূর্বক তিনবার

প্রদক্ষিণং ত্রিধা বেষ্মা কারয়িত্বা প্রবেশয়েৎ ॥  
৬৩ ॥ পায়ান্থনিত্তে গর্ত্তে ইষ্টকারচিত্তেহপি  
বা । অথস্তিষ্ঠাগ্নিচ্ছ রোপয়েদ্যুগমুচ্চৈনু ॥  
৬৪ ॥ যাবচ্চক্ষাৎ সূর্য্যাস্ত যাবৎ পৃথ্বী চ  
মাগরাঃ । তাবদত্র মহাদেব স্থিরো ভব নমো-  
হস্ত তে ॥ ৬৫ ॥ মজেনাভেন সুদৃঢ়ং কার-  
য়িত্বা সদাশিবম্ । উত্তরাগ্রাং তত্র বেদীং  
মূলেনৈব প্রবেশয়েৎ ॥ ৬৬ ॥ স্থিরা ভব  
জগদ্ধাত্রি সৃষ্টিস্থিত্যঙ্কারিণি । যাবদ্বিবা-  
নিধানার্থো তাবদত্র স্থিরা ভব ॥ ৬৭ ॥  
অনেন সুদৃঢ়াকৃত্য দ্বিজং স্পৃষ্ট্বা পঠেদমম্ ॥  
৬৮ ॥ ব্যাজভূতাঃ পিনাচাস্ত গন্ধর্বাঃ সিক্কা-

গৃহ প্রদক্ষিণ করাইয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ  
করাইবে ৫১—৬৩ । পরে মূলমস্ত পাঠ-  
পূর্বক পায়ান্থনিত্ত গর্ত্তে অথবা ইষ্টকা-  
রচিত্ত গর্ত্তের মধ্যে লিঙ্গের অধঃ তিনভাগ  
প্রোথিত করিবে । “যে পর্য্যন্ত চক্ষু ও সূর্য্য  
থাকিবেন, যে পর্য্যন্ত পৃথিবী ও মাগর  
থাকিবে,—হে মহাদেব । তুমি সেই পর্য্যন্ত  
এই স্থানে স্থির হইয়া থাক ;—তোমাকে  
নমস্কার (মঙ্গল যথা ;—যাবৎ—তে) । এই মস্ত  
পাঠপূর্বক সদাশিবকে দৃঢ়রূপে স্থাপন  
করিয়া, মূলমস্ত পড়িয়া উত্তরমুখীকৃত  
গৌরীপট তাহার উপর দিয়া প্রবেশিত  
করিবে । পরে “হে সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার-  
কারিণি । হে জগদ্ধাত্রি । সুস্থিরা হও ।  
যতকাল চক্ষু-সূর্য্য থাকিবেন, ততকাল তুমি  
এই স্থানে স্থির হইয়া থাক” এই মন্ত্র দ্বারা  
যজুঃসূত্র করিয়া শিবলিঙ্গ স্পর্শপূর্বক এই

চারণাঃ । যক্ষা নীগাশ্চ বেতলা লোকপালা  
মহর্ষয়ঃ ॥ ৬৯ ॥ মাতরা গণনাথাস্চ নিমু-  
ত্রাস্কা বৃহস্পতিঃ । যত্র সিংহাসনে যুক্তা  
ভূচরাঃ খেচরাস্তথা ॥ ৭০ ॥ আবাহয়ামি, ৩২  
দেবং ত্র্যক্ষমীশং মব্যয়ম্ । আগচ্ছ ভগবন্নত্র  
ব্রহ্মনির্গিতযন্ত্রকে । প্রবায় ভব সর্বেযাং  
শুভায় চ সুখায় চ ॥ ৭১ ॥ ততো দেব-  
প্রতিষ্ঠোক্তবিধিনা স্থাপয়ন্ শিবম্ । প্রাণ-  
দ্বাত্মা মানসোপচারৈঃ সম্পূজয়েৎ প্রিয়ে ॥  
৭২ ॥ বিশেষমর্ধ্যাং সংস্থাপ্য সমর্চ্য গণ-  
দেবতাঃ । পুনর্যাত্তা মহেশানং পুষ্পাং  
লিঙ্গোপরি স্মরেৎ ॥ ৭৩ ॥ পাশাঙ্কুশপুট

মন্ত্র পাঠ করিবে,—“ব্যাঘ্রগণ, ভূতগণ,  
পিশাচগণ, গন্ধর্ভগণ, সিদ্ধগণ, চারণগণ,  
যক্ষগণ, মাগগণ, বেতীজগণ, লোকপালগণ,  
মহর্ষিগণ, মাতৃগণ, গণপতিগণ, ভূচরগণ,  
খেচরগণ, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ও বৃহস্পতি,—যাঁহার  
সিংহাসনে যুক্ত আছেন, সেই ত্রিনয়ন  
অব্যয় দেব মহেশ্বরকে আবাহন করিতেছি ।  
হে ভগবন্ ! এই ব্রহ্মনির্গিত যন্ত্রে আগমন  
কর । তুমি সমুদায় ভূতের শ্রবতা কর  
তুমি সকলের মঙ্গল ও সুখ বিধান কর”  
( মন্ত্র যথা ;—ব্যাঘ্র—চ ) । অনন্তর দেব-  
প্রতিষ্ঠোক্ত বিধানানুসারে শিবকে স্থান  
করাইবে । হে প্রিয়ে । পূর্বকৃত্যায় ধ্যান  
করিয়া মানসিক উপচারে পূজা করিবে ।  
পরে বিশেষার্থ্য স্থাপন করিয়া গণদেবতা-  
গণের পূজাপূর্বক পুর্নকার্য্য ধ্যান করিয়া  
লিঙ্গের উপরি পুষ্প প্রদান করিবে । পাশ

শক্তির্বাদিসাত্তাঃ চাবিন্দুকাঃ । হৌং হংস  
ইতি মন্ত্রেণ তত্র লালান্ নিবেদয়েৎ ॥ ৭৪ ॥  
চন্দনাগুরুকাশ্যৈঃ বিলিপ্য গিরিজাপতিম্ ।  
যজ্ঞে প্রাণ্ডোক্তবিধিনা যোড়টাকপচারকৈঃ ॥  
৭৫ ॥ জাডনামাদিসংস্কারান্ কৃত্বা পূর্ব-  
বিধানবৎ । সমাপ্য সর্কং বিধিবদ্দেব্যাং  
দেবীং মহেশ্বরীম্ । অভ্যর্চ্য তত্র দেবশ্র-  
মুর্তারেষ্টৌ প্রপূজয়েৎ ॥ ৭৬ ॥ শর্কঃ ক্ষিতিঃ  
সমুদ্ভিষ্টা ভবো জলমুদাহতা । রুদ্রোঃ অগ্নি-  
রুদ্রো বায়ুঃ শ্রাদ্ধীম আকাশশক্তিঃ ॥ ৭৭ ॥  
পশোঃ পতির্ব্রহ্মানো মহাদেবঃ স্বধা-

( জাং ) ও অঙ্কুশ ( ক্রৌং )- পুটিত মায়া  
উচ্চারণপূর্বক য অবধি স পর্য্যন্ত সাতটি  
অক্ষরে অনুসার যোগপূর্বক পাঠ করিয়া  
পবে “হৌং হংসঃ”—এই মন্ত্র পাঠ করিয়া  
সেই লিঙ্গের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিবে । পরে  
চন্দন, অগুরু ও কাশীর ( ধূক্ষম ) দ্বারা  
গিরিজাপতির অঙ্গ চর্চিত করিয়া পূর্বোক্ত  
বিধান দ্বারা যোড়শ উপচারে পূজা করিবে ।  
পরে পূর্বকথিত বিধানের দ্বারা জাতকর্ম্ম,  
নাগকরণ প্রভৃতি সংস্কার সম্পাদন করত  
যথাবিধানে সমুদায় সম্পন্ন করিয়া বেদীতে  
দেবী মাহেশ্বরী পূজানন্তর তাহাতে দেব-  
দেবের অষ্টমূর্ত্তির পূজা করিবে । ৬৪—৭৬ ।  
অষ্টমূর্ত্ত-পূজার সময় এইরূপ উল্লেখ  
করিতে হইবে যে, ‘শর্কায় ক্ষিতিমুর্ত্বে  
নমঃ, ভবায় জলমুর্ত্বে নমঃ, রুদ্রায় অগ্নি-  
মুর্ত্বে নমঃ, উগ্রায় বায়ুমুর্ত্বে নমঃ, শ্রীমায়  
আকাশমুর্ত্বে নমঃ, পশুপতয়ে যজ্ঞমৌলিমুর্ত্বে

করঃ । ঈশানঃ সূর্য্য ইত্যোতে মূর্ত্তয়োহষ্টৌ  
প্রকীৰ্ত্তিতাঃ ॥ ৭৮ ॥ প্রণবাদিনমোহন্তেন  
প্রত্যেকাঙ্কানপূৰ্ণকম্ । পূৰ্ণাদীশানপর্য্যন্ত  
মষ্ট মূর্ত্তীঃ ক্রমাদৃষ্যজ্ঞে ॥ ৭৯ ॥ ইত্যাদি-  
দিকৃপতীনিষ্টা ব্রাহ্মাদ্যাশ্চাষ্ট মাতৃকাঃ ।  
'বৃষৎ বিতানং' গেহাদি দদ্যানীশায় সাধকঃ ॥  
৮০ ॥ ততঃ কৃতাজ্জলিভক্ত্যৈ প্রার্থয়েৎ  
পার্বতীপতিম্ ॥ ৮১ ॥ গৃহেহস্মিন্ কৈরূপা-  
সিদ্ধো হ্যপিভোহসি ময়া প্রভো । প্রসীদ  
ভগবন্ শস্তো সৰ্ব্বকাবণকারণ ॥ ৮২ ॥ যাবৎ  
সমাগরা পৃথ্বী যাবচ্ছানিদিবাকরৌ । তাবৎ-  
স্মিন্ গৃহে তিষ্ঠ নমস্তে পরমেশ্বর ॥ ৮৩ ॥ গৃহে-

হস্মিন্ যন্ত কতাপি জীবন্ত মরণং ভবেৎ ।  
ন তৎপাটৈঃ প্রণিপোহহং প্রসাদাৎ তব  
ধূৰ্জ্জটে ॥ ৮৪ ॥ ততঃ প্রদক্ষিণীকৃত্য নমস্কৃত্য  
গৃহং ব্রজেৎ । প্রত্যেতে পুনরাগত্য স্নানপ্রে-  
চ্চন্দ্রশেখরম্ ॥ ৮৫ ॥ শুক্লৈঃ পঞ্চামৃতৈঃ স্নানং  
প্রথমং প্রতিপাদয়েৎ ॥ ততঃ স্নানকিতোয়ানাং  
কলসৈঃ শতসংখ্যকৈঃ ॥ ৮৬ ॥ সৎপূজ্য শুং  
যথাসক্ত্য প্রার্থয়েচ্চাক্তভাবতঃ ॥ ৮৭ ॥ বিধি-  
বিধিহীনং ক্রিয়াহীনং ভক্তিহীনং যদ-  
চ্চিতম্ । সম্পূৰ্ণমন্ত তৎ সৰ্ব্বং ত্বৎ  
প্রসাদাচ্ছূমাপতে ॥ ৮৮ ॥ যাবচ্চন্দ্রঃ সূর্য্যশ্চ  
যাবৎ পৃথ্বী চ মাগরাঃ । তাবন্মে কীৰ্ত্তির-

নমঃ, মহাদেৱায় সোমমূর্ত্তয়ে নমঃ, ঈশানায়  
সূর্য্যমূর্ত্তয়ে নমঃ ।" এই প্রকার অষ্টমূর্ত্তি  
কথিত আছে । প্রথমে প্রণব, অস্তে নমঃ  
পদ যোগ করিয়া প্রত্যেক মূর্ত্তির আবাহন  
করিয়া পূৰ্ব্বদিক্ হইতে ঈশানীকোণ পর্য্যন্ত  
যথাক্রমে উক্ত অষ্টমূর্ত্তির পূজা করিবে ।  
পরে সাধক,—ইত্যাদি দশদিকৃপালের ও  
ব্রাহ্মী প্রভৃতি অষ্টমাতৃকার পূজা করিয়া বৃষ  
বিতান গৃহ প্রভৃতি সমুদায় মহেশ্বরের  
উদ্দেশে উৎসর্গ করিবে । অনন্তর কৃতাজ্জলি-  
পুট হইয়া ভক্তিপূৰ্ব্বক পার্বতীপতি মহা-  
দেবের নিকট প্রার্থনা করিবে,—“হেমকরূপা-  
সিদ্ধো । আমি তোমাকে এই গৃহে স্থাপন  
করিলাম । প্রভো । তুমি সৰ্ব্বকারণের  
কারণ । হে ভগবন্ শস্তো । প্রসন্ন হও ।  
হে পরমেশ্বর । যে পর্য্যন্ত সমাগরা পৃথিবী  
থাকিবে, যে পর্য্যন্ত চন্দ্র-সূর্য্য থাকিবে, সেই

পর্য্যন্ত তুমি এই গৃহে অবস্থান কর ।  
তোমাকে নমস্কার । হে ধূৰ্জ্জটে । এই গৃহে  
যদি কাহারও অপমৃত্যু হয়, তোমার প্রসাদে  
আমি যেন সেই পাপে লিপ্ত না হই ।”  
অনন্তর প্রদক্ষিণ করিয়া নমস্কারপূৰ্ব্বক গৃহে  
গমন করিবে । পরদিন প্রাতে সেই স্থানে  
আগমন করত চন্দ্রশেখরকে স্নান করাইবে ।  
প্রথমতঃ শুক্ল পঞ্চামৃত দ্বারা স্নান করাইবে ।  
পরে একশত কলস স্নানকিত সলিল দ্বারা  
পরিপূরিত করিয়া তদ্বারা স্নান করাইবে ।  
অনন্তর ভক্তিভাবে যথাসক্তি পূজা করিয়া  
প্রার্থনা করিবে,—“হে উমাপতে । এই  
পূজার মধ্যে যদি কিছু বিধিহীন বা ভক্তি-  
হীন, ক্রিয়াহীন হইয়া থাকে, তোমার  
প্রসাদে তৎসমুদায় সম্পূৰ্ণ হউক । যে  
পর্য্যন্ত চন্দ্র, সূর্য্য, পৃথিবী ও সমুদ্র সকল  
থাকিবে, সে পর্য্যন্ত ইহলোকে আমার

ভূগা' লোকে, তিষ্ঠতু সৰ্ব্বদা ॥ ৮৯ ॥  
 নমস্কাৰায় কুসুমায় পিনাকবরধারিণে । বিষ্ণু-  
 ব্রহ্মেন্দ্র-সূর্য্যাদৈৱ্যৰ্চিতায় নমো নমঃ ॥ ৯০ ॥  
 ততস্ত দক্ষিণাং দত্ত্বা ভোজয়েৎ কোণিকান্  
 দ্বিজান্ । ভৈক্ষ্যঃ পেটেষ্ট বাগোভিদ'রিজান্  
 পরিতোষয়েৎ ॥ ৯১ ॥ প্রাতঃ পূজয়েদেবং  
 যথাবিভমমাস্তনঃ । শ্রাবরং শিবলিঙ্গম্ ন  
 কদাপি বিচাণয়েৎ ॥ ৯২ ॥ অচলশ্চৈশলিঙ্গম্  
 প্রতিষ্ঠা কথিতেন তে । গংগাপাং পরমে-  
 শানি সৰ্ব্বাগমমগুহ্যত ॥ ৯৩ ॥ শ্রীমদ্রূবাচ ।  
 যদ্যকসাদেবতানাং পূজাবাধো ভবেদ্বিতো ।  
 বিধেয়ং তত্র কিং ভৈক্ষসম্মে কথয় তত্ত্বতঃ ॥  
 ৯৪ ॥ অপূজনীয়া কৈদে ঐষৰ্ত্তবেগুদে বমূৰ্ত্তয়ঃ ।

অতুল কীর্ত্তি হউক । পিনাক-বরধারী ত্রিন-  
 যন রূপকে নমস্কার । ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র,  
 সূর্য্য প্রভৃতি দেবগণ কর্ত্তক পূজিত মহে-  
 শ্বরকে পুনঃপুনঃ নমস্কার করি ।" ৭৭—৯০ ।  
 অনন্তর দক্ষিণা প্রদান করিয়া কোলিক ও  
 ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইবে । পরে  
 দরিদ্রদিগকে ভিক্ষাদ্রব্য, পেট্রব্য ও বস্ত্র  
 দ্বারা পরিতুষ্ট করিবে । পরে আপনার  
 দিগবানুসারে প্রতিদিবস মাহেশ্বরের পূজা  
 করিবে । পরন্তু শ্রাবর শিবলিঙ্গ কখনই  
 বিচালিত করিবে না । হে পরমেশ্বর । আমি  
 সমুদায় 'আগম' হইতে উদ্ধৃত করিয়া  
 সংক্ষেপে অচল-শিবলিঙ্গের প্রতিষ্ঠাবিধি  
 তোমার নিকট কহিলাম । ভগবতী জিজ্ঞাসা  
 করিলেন,—হে বিভো । যদি অকস্মাৎ  
 কোন দিবস দেবতার পূজা না হয়, তাহা

তাহা বা কেন দোষেণ তদুপায়শ্চ ভূগা-  
 তাম্ ॥ ৯৫ ॥ শ্রীমদাশ্বিন উবাচ । একাহ-  
 মর্চনাবাধে দ্বিগুণং দেবমর্চয়েৎ । দিন-  
 স্তয়ে তাদ্বিগুণং দিনত্রয়ে ॥ ৯৬ ॥ তদ্বিগুণং  
 ত্রৈঃ য-গামপর্থাস্তং যদি পূজা ন সম্ভবেৎ ।  
 তদাষ্টকলমুদেবং জাপয়িত্বা যজ্ঞেৎ সূৰ্য্যঃ ॥  
 ৯৭ ॥ য-গামাং পরতো দেবং প্রাকুসংস্কার-  
 বিধানতঃ । পুনঃ সূমংস্কৃতং কৃত্বা পূজয়েৎ-  
 সাধকাগ্ৰণীঃ ॥ ৯৮ ॥ ধন্তিতং স্মৃতিতং ব্যঙ্গং  
 সংস্পৃষ্টং কুষ্ঠরোগিণা । পতিতং দুষ্ট-

হইলে ভৈক্ষরী সেশ্বলে কি করিবে ?  
 আমার নিকট বার্থ্য বিধান বল । কোন  
 দেব উপস্থিত হইলে দেবমূর্ত্তি অপূজ্য ও  
 ত্যাজ্য হয়, তাহাও আমার নিকট বল ।  
 শ্রীমদাশ্বিন কহিলেন,—যদি এক দিবস  
 পূজাবাধ হয়, তাহা হইলে তৎপর-দিবস  
 সেই দেবমূর্ত্তিতে দ্বিগুণ পূজা করিবে । দুই  
 দিবস পূজাবাধ হইলে চতুর্গুণ, তিন দিবস  
 পূজাবাধ হইলে অষ্টগুণ পূজা করিবে । যদি  
 ছয় মাস পর্য্যন্ত পূজাবাধ হয়, তাহা হইলে  
 জ্ঞানী, অষ্ট কলম জল দ্বারা দেবমূর্ত্তিকে  
 স্নান করাইয়া পূজা করিবে । যদি 'ছয়মাস  
 হইতে অধিক কাল পূজা না হয়, তাহা  
 হইলে, সাধকোত্তম পূর্ব্বকথিত গংগার-  
 বিধানানুসারে দেবমূর্ত্তিকে পুনঃসংস্কৃত  
 করিয়া পূজা করিবে । যে দেবমূর্ত্তি ভগ্ন,  
 সচ্ছিন্ন অথবা কুষ্ঠরোগী কর্ত্তক স্পৃষ্ট কিংবা  
 অঙ্গহীন হয়; তাহাকে জলে বিসর্জন  
 করিবে । যে দেবমূর্ত্তি দূষিত ভূমিতে পতিত

ভূম্যানো ন দেবং পূজয়দ্বিধং ॥ ১৯ ॥  
 হীনাঙ্গং স্কুটিভং ভগ্নং দেবং তোয়ে বিস-  
 র্জয়েৎ । স্পর্শাদিদোষহৃষ্টক সংস্কৃত্য পুনর-  
 র্জয়েৎ ॥ ১০০ ॥ মহাপীঠৈহনাদিলিঙ্গৈ  
 সর্বদোষবিসর্জিতৈ । সর্বদা পূজয়েৎ তত্র  
 স্ত্বং স্বমিষ্টং সুখাশ্রয়ে ॥ ১০১ ॥ বদ্বং পৃষ্টং  
 মহামায়ে নৃপাং কৰ্ম্মানুজীবিনাম্ । নিঃশ্রে-  
 ণায় তৎ সর্বং সর্গশৈব প্রকীৰ্ত্তিতম্ ॥ ১০২ ॥  
 বিনা কৰ্ম্ম ন তিষ্ঠন্তি কণার্কমপি দেহিনঃ ।  
 অনিচ্ছন্তোহপি বিবশাঃ কৃষ্যন্তে কৰ্ম্মবায়না ॥  
 -১০৩ ॥ কৰ্ম্মণা স্তম্ভমশ্রিত্য হুংখমশ্রিত্য

কৰ্ম্মণা । জায়ন্তে চ প্রলীযন্তে যন্তন্তে  
 কৰ্ম্মণো বশাৎ ॥ ১০৪ ॥ অতো বহুবিধং  
 কৰ্ম্ম কথিতং সাধনায়িতম্ । প্রবৃত্ত্যহপি-  
 বোধনাং দুশ্চেষ্টিতনিবৃত্তয়ে ॥ ১০৫ ॥ যতো  
 হি কৰ্ম্ম দ্বিবিধং শুভকাস্তভমেব চ ।  
 অশুভাং কৰ্ম্মণো যান্তি প্রাণিনস্তীত্র-  
 যাতনাম্ ॥ ১০৬ ॥ কৰ্ম্মণেহপি স্তভা-  
 দেবি ফলেষাসক্তচেতসঃ । প্রয়াস্ত্যায়ান্ত্য-  
 মুক্তেহ কৰ্ম্মশৃঙ্গলযজ্জিতাঃ ॥ ১০৭ ॥ যাবদ-  
 ক্ষীয়তে কৰ্ম্ম শুভং বাস্তভমেব বা । তীব্র-  
 জায়তে মোক্ষো নৃপাং কল্পশতৈরপি ॥ ১০৮ ॥

হইয়াছে, জ্ঞানী তাহার পূজা করিবে না ।  
 ১০১—১০২ । যে মূর্তি অঙ্গহীন, সচ্ছিন্ন  
 অথবা ভগ্ন হইয়াছে, তাহা জলে বিসর্জন  
 করিবে ; পরন্তু যে দেবমূর্তি স্পর্শাদি-দোষে  
 দূষিত হইয়াছে, তাহার পুনঃসংস্কার করি-  
 যাও অর্চনা করিতে পারিবে । যাহা মহাপীঠ  
 ও অনাদি-লিঙ্গ, তাহাতে অস্পৃশ্যস্পর্শাদি  
 দোষ হয় না, সুতরাং তাহাতে সুখলাভের  
 নিমিত্ত সর্বদা স্ব স্ব অভীষ্ট দেবতার পূজা  
 করিবে । হে মহামায়ে । কৰ্ম্মানুজীবী মনুষ্য-  
 দিগের মঙ্গলের নিমিত্ত তুমি যাহা যাহা  
 জিজ্ঞাসা করিলে, সে সমুদায় সবিশেষ  
 কথিত হইল । মানবগণ কৰ্ম্ম না করিয়া  
 কণার্ককালও থাকিতে পারে না । তাহার  
 অনিচ্ছ হইলেও বিবশ হইয়া কৰ্ম্মরূপ বায়ু-  
 কণ্টক আকৃষ্ট হয় । মনুষ্যেরা কৰ্ম্ম দ্বারা  
 সুখ ভোগ করে, কৰ্ম্ম দ্বারা দুঃখ ভোগ করে,

কৰ্ম্ম দ্বারা জন্ম গ্রহণ করে, কৰ্ম্ম দ্বারা মৃত্যু-  
 মুখে পতিত হয় এবং কৰ্ম্মের বশবর্তী হই-  
 যাই জীবিত থাকে । এই কারণে আমি,  
 অল্পজ্ঞ ব্যক্তিদিগের প্রবৃত্তির জন্ত এবং  
 দুঃপ্রবৃত্তি-নিবৃত্তির নিমিত্ত সাধন-সমেত  
 বহুবিধ কৰ্ম্ম কহিলাম, অর্থাৎ যাহারা বহু-  
 জন্মে বহুকৰ্ম্ম করিয়া তত্ত্বজ্ঞানী হইয়াছে,  
 তাহাদিগের পক্ষে নহে ; তবে যাহারা  
 সংসারী, অবিদ্যা-পূর্ণ, তাহাদিগের পক্ষেই  
 বিহিত হইল । কৰ্ম্ম দুই প্রকার ;—শুভ  
 ও অশুভ । অশুভ কৰ্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে  
 প্রাণিগণ তীত্র যাতনা ভোগ করে । হে  
 দেবি । যাহারা ফলাসক্ত-চিত্ত হইয়া শুভ-  
 কৰ্ম্মের অনুষ্ঠান করে, তাহারাও ঐ কৰ্ম্ম-  
 শৃঙ্গলে বদ্ধ হইয়া ইহলোকে ও পরলোকে  
 গমনাগমন করে । শুভ বা অশুভ কৰ্ম্ম ক্ষয়  
 না হইলে, শত কালেও মনুষ্যের মুক্তি

যথা লৌহমর্দৈঃ পাঠৈঃ পাঠৈঃ স্বর্ণমর্দৈ-  
রপি । তথা বাক্তো ভবেজ্জীবঃ কৰ্ম্মভিচ্চাভুতৈঃ  
শুভৈঃ ॥ ১০৯ ॥ কুর্কানঃ সততং কৰ্ম্ম কৃত্বা  
কৰ্ম্মশতাচ্চপি । তাবদ্য শব্দতে মোক্ষং যাবজ্-  
জ্ঞানং ন বিদতি ॥ ১১০ ॥ জ্ঞানং তত্ত্ব-  
বিচায়েন নিক্ষামেনাপি কৰ্ম্মণা । জ্ঞায়তে  
ক্ষীণতমসাং বিভূষং নির্ম্মলাত্মনাম্ ॥ ১১১ ॥  
ব্রহ্মাদিতৃণপর্য্যন্তং মায়ায়া কল্পিতং জগৎ ।  
সত্যমেকং পরং ব্রহ্ম বিদিত্ত্বৎ সুখী  
ভবেৎ ॥ ১১২ ॥ বিহায় নামরূপাদি নিত্যো  
ব্রহ্মণি নিশ্চলে । পবিনিশ্চিততত্ত্বো যঃ  
স মুক্তঃ কৰ্ম্মবধানাৎ ॥ ১১৩ ॥ ন মুক্তির্জপ-  
নাক্ষোমাদুপবাসশতৈরপি । ব্রহ্মবাহমিতি  
জ্ঞাত্বা মুক্তা ভবতি দেহভূৎ ॥ ১১৪ ॥

জন্মে না। যেমন লৌহ কিংবা স্বর্ণময়  
শৃঙ্গ দ্বারা প্রাণীবা বদ্ধ হয়, জীবও তদ্রূপ  
শুভ বা অশুভ কৰ্ম্ম দ্বারা বদ্ধ হইয়া থাকে ।  
যে পর্য্যন্ত জ্ঞানলাভ না হয়, সে পর্য্যন্ত  
নিরন্তর কৰ্ম্মানুষ্ঠান করিয়া কিংবা শত শত  
প্রকাব কষ্ট কবিয়াও মোক্ষলাভ করিতে  
পারে না । ক্ষীণতমাঃ নির্ম্মলাত্মা পণ্ডিত-  
গণের তত্ত্ববিচার কিংবা নিক্ষাম-কৰ্ম্মানুষ্ঠান  
দ্বারা জ্ঞান জন্মিয়া থাকে । ১০০—১১১ ।  
ব্রহ্মা অবধি তৃণ পর্য্যন্ত সমুদায় জগৎ মায়া  
দ্বারা কল্পিত এবং মিথ্যা ; এক পরম ব্রহ্মই  
সত্য—ইহা জ্ঞাত হইলে সুখী হয় । যিনি  
“আমার নাম অমুক, আমি গৌরবর্ণ”  
ইত্যাদি মিথ্যা জ্ঞান ত্যাগ করিয়া অবিদ্যা-  
শূন্য হইতে অর্থাৎ নিত্য নিশ্চল ব্রহ্মের

আত্মা, সাক্ষী বিভূঃ পূর্ণঃ সত্যোচ্ছৈতৎ পরাৎ-  
পরঃ । দেহম্মোহপি ন দেহম্মো জ্ঞাত্ত্বৎ  
মুক্তিভাগুভবেৎ ॥ ১১৫ ॥ বালকৌড়নবৎ  
সর্ব্বং রূপনামাদিকল্পনম্ । বিহায় ব্রহ্মনিষ্ঠো  
যঃ স মুক্তো নাত্ৰ সংশয়ঃ ॥ ১১৬ ॥ মনসা  
কল্পিতা মুক্তির্নৃণাং চেম্মোক্ষসাধনী । স্বপ্ন-

তত্ত্ব নিরূপণ করিতে পারেন, তিনি কৰ্ম্ম-  
বন্ধন হইতে মুক্ত হন । যতকাল পুত্র বা  
দেহাহিতে ‘আমিত্ত্ব জ্ঞান’ থাকে, ততদিন  
জপ, হোম বা শত শত উপবাস করিলেও  
মুক্ত হয় না । কিন্তু ব্রহ্মই ‘আমি’ ;  
পুত্র, শরীর, ইন্দ্রিয়, মন ইত্যাদি জড়  
পদার্থ “আমি” নহি,—এইরূপ জ্ঞান  
জন্মিলে দেহী মুক্ত হয় । অগ্নি—সাক্ষী  
অর্থাৎ শুভাশুভ-জ্যেষ্ঠী, বিভূ অর্থাৎ সর্ব্ব-  
ব্যাপক, পূর্ণ, অদ্বিতীয়, পরাৎপর ও দেহ-  
সম্বন্ধ হইয়াও দেহধর্ম্মে অনিষ্ট,—ইহা  
জানিলে নব মুক্তিভাসী হয় । যে ব্যক্তি  
নাম-রূপাদি-কল্পনাকে বাল্যকৌড়াবৎ পরি-  
ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মনিষ্ঠ হন, তিনি মুক্তিলাভ  
করেন—ইহাতে সন্দেহ নাই । ইহা তাৎ-  
পর্য্য এই,—যেমন বাল্যকাল অতিক্রম-  
পূর্ব্বক প্রবীণ হইয়া ঐ বাল্যকালের কৌড়া  
পরিত্যাগ করে, সেইরূপ অর্থাৎ সাধনার—  
বাল্যকালে ব্রহ্মের রূপ অর্থাৎ দশভূজাদি,  
নাম অর্থাৎ কালী দুর্গাদি এবং পুরিচ্ছদ  
অর্থাৎ রক্তবস্ত্রাদির কল্পনা ও তদনুসারে  
(১) বাহ্য-পূজা (২) মানস-পূজা ও স্তুতি,  
(৩) ধ্যান—এই সকল কৌড়া ক্রমে ক্রমে-

লক্ষ্যে রাজ্যে রাজ্যে মনোমতঃ ॥ ১১৭ ॥  
মুষ্টিলাভাতুর্নান্দিমুষ্টিবীধবৃদ্ধয়ঃ । ক্রিষ্ণাঙ্ক-

করিয়া ঐ সাধনা-বাণ্য অতি ক্রমশীর্ষক  
সাধনায় প্রবীণ হইয়া ঐ সকল কার্য পরি-  
ত্যাগ করিলে । পরে ব্রহ্মপরাধ হইয়া  
মুষ্টিলাভ করিবে । কিন্তু যেমন বাণ্যকাল  
থাকিতে থাকিতে তৎকালোচিত ক্রীড়া  
পরিত্যাগ করিয়া প্রবীণোচিত কার্য করিতে  
চেষ্টা করিলে অকৃতকার্য হয়, সেইরূপ  
সাধনা-বাণ্য থাকিতে থাকিতে নাম-রূপাদি-  
কল্পনারূপ ক্রীড়া পরিত্যাগ করিয়া সাধনা-  
প্রবীণোচিত ব্রহ্মপরাধ হইতে চেষ্টা কবি-  
লেও অকৃতকার্য হইতে হয় ; সুতরাং বুঝা  
গেল যে, "যেমন বয়সের অজ্ঞতা ও আধিক্য  
অনুসারে কর্ম সকল বিধিত আছে, এইরূপ  
সাধনারও অজ্ঞতা ও আধিক্য অনুসারে  
কর্তব্য নিরূপিত হইল । মনঃকল্পিত মুষ্টি  
অর্থাৎ মনে মনে নির্মিত অশাস্ত্রীয়\* মার্গ  
যদি মনুষ্যগণের মোক্ষ-সাধন হয়, তাহা  
হইলে মানবগণ স্বপ্নলক রাজ্য দ্বারাও প্রকৃত  
রাজ্য হইতে পারে † ১১৩—১১৭ । মৃগয়,  
প্রস্তরময়, ধাতুময় বা কাষ্ঠাদিময় মুষ্টিকে  
ঈশ্বর বোধ করত ক্রেশ পায় ; কেননা,

\* শাস্ত্রীয় আদ্যাশ্রুতির মুষ্টি মোক্ষ-  
সাধনী ;—ইহা পূর্বে উক্ত হইয়াছে ; সুতরাং  
মুষ্টিগোত্রই সে মোক্ষসাধনী নহে, তাহা  
এখানে বলিবার দো নাই ।

† এ শ্লোকের নানাবিধ ব্যাখ্যা হইতে  
পারে ; তাহার উল্লেখ নিম্নোক্ত ।

সুপমা জ্ঞানং বিদ্যা মোক্ষং ন যান্তি  
তে ॥ ১১৮ ॥ আহারসংযমক্লিষ্টা যথেষ্টাহার-  
ভুক্ষিণাঃ । ব্রহ্মজ্ঞান বিহীনান্চৈব মুষ্টি-  
তে ব্রজন্তি কিম্ ॥ ১১৯ ॥ বায়ুপর্ণকণাতোয়-  
ভ্রান্তিনো মোক্ষভাগিনঃ । সন্তি চেৎ  
পমর্গা মুক্তাঃ পশুপক্ষিজলেচরাঃ ॥ ১২০ ॥

তাহারা তপঃসমুত্ত তত্ত্বজ্ঞান ব্যতীত মুষ্টি-  
লাভ কবিত্তে পারে না । তাৎপর্য এই যে,  
যতদিন ঐ সকল মুষ্টিকে ঈশ্বর ভাবিয়া  
পূজাদি কবিত্তে হয়, ততদিনই ক্রেশ পাইতে  
হয় অর্থাৎ পুনর্বার আপাততঃ মনোহর  
স্বর্গাদি সংসার-বন্ধনে বদ্ধ হইতে হয় ; ক্রমে  
ঐ সকল সংকল্প-জনিত তপস্যা-প্রভাবে  
তত্ত্বজ্ঞান লাভ কবিলে মোক্ষপ্রাপ্তি হয় । \*  
মানবগণ আহার সংযত করিয়া ক্রেশ ভোগ  
করুক বা যথেষ্ট আহার দ্বারা পুষ্ট হউক,  
তাহারা যদি ব্রহ্মজ্ঞান-বিহীন হয়, তাহা  
হইলে কখনই মুক্তি লাভ করিতে পারে  
না । বায়ুমাাত্র আহাব কিংবা পর্ণ  
আহার, অথবা কণ-ভক্ষণ বা জলমাাত্র পান-  
রূপ ব্রতধারণ করে, তাহাদের যদি মোক্ষ

\* এই শ্লোকে "তে" অর্থাৎ "তাহারা"  
এই কথাটি আছে বলিয়া ইহা বুঝা যাইতেছে  
যে, তাহারা একপে ক্রেশ পায় নাই, তাহা-  
দিগের তত্ত্বজ্ঞান না হওয়ায় কোমলপেই মুক্তি  
হইবে না ; তাহারা ক্রেশ পাইয়াছে, তাহা-  
দিগেরই তত্ত্বজ্ঞান এবং তৎপ্রভাবে মোক্ষ  
হইবে । অন্তর্য্য অর্থ করিলে "তে" কথাটির  
কোন অর্থ থাকে না ।

উক্তমো ব্রহ্মসত্ত্বো ধ্যানভাবস্ত মধ্যমঃ ।  
স্বতীর্জঃপাংধমো ভাবে বহিঃপূজাধমাদমা ॥  
১১১ ॥ যোগো জীবাত্মনোরৈক্যং পূজনং

হয়, তাহা হইলে গর্ভ, গন্ত, পক্ষী, জল-  
জন্তু—ইহারা সকলেই মোক্ষভাগী হইতে  
পারে। ইহার ভাবার্থ এই যে, মাত্র আত্ম-  
রের নিয়মরূপ সংকল্প করিলেই যে তত্ত্ব-  
জ্ঞান এবং মোক্ষ হয়, তাহা নহে, কিন্তু  
নানা ব্রত, বহু উপরাস এবং বহু জগো  
আরাধনা করিলে চিত্তশুদ্ধি হইবার পর  
তত্ত্বজ্ঞান এবং তৎপশ্চাৎ মোক্ষ হইয়া  
থাকে। ১১৮—১২০। “ব্রহ্মই সত্য, আর  
সমুদায় মিথ্যা” ঈশ্বর ভাবই উক্তম। ধ্যান-  
ভাব মধ্যম। স্তব ও জপ-ভাব অধম।  
বাহ্য-পূজা অধম হইতেছে, অধম। ইহার  
তৎপর্ষ্য,—যেমন বহু-ফল-শোভিত স্বক-  
শাখা-প্রশাখাদি-সম্পন্ন বৃক্ষের গগনস্পর্শী  
অগ্রভাগ, এমন কি, যাহা ভূতলস্থিত ব্যক্তির  
দৃষ্টি-পথাতীত; তাহাতে সকল ফল আপেক্ষা  
উৎকৃষ্ট ফল থাকিলেও অনভিজ্ঞতা নিবন্ধন  
তাহার জন্ত কেহ বৃক্ষে আরুঢ় হয় না;  
কিন্তু উহা অপরাপর ফলের জন্তই হইয়া  
থাকে। অপরাপর ফলের জন্ত স্বক-শাখা-  
প্রশাখাদিতে আরোহণ করিয়া যদি ঐ  
ফলটী দেখিতে পায় এবং তাহা উৎকৃষ্ট  
বসিয়া লোভ করে, তবেই বহু চেষ্টার পর ঐ  
ফল লাভ করিতে পারে অথবা যদি ভূতলে  
থাকিতে থাকিতেই অতি বিপুল ত্বরে  
অগ্রস্থিত ফলের কথা শুনিয়া থাকে এবং

সেবকেশয়োঃ । সর্বং ব্রহ্মে তিবিহুযো ন  
যোগো ন চ পূজনম্ ॥১২১॥ ব্রহ্মজ্ঞানং পরং  
জ্ঞানং যন্ত চিত্তে বিরাজতে । কিং তন্ত জপ-  
যজ্ঞাদৈশ্চপোভিনির্গমত্বেতঃ ॥১২৩॥ সত্যং

ঐ ফলের প্রত্যাশায় বৃক্ষে আরোহণ করিয়া  
স্বকাদিহিত ফললোভে মুগ্ধ হু, হয়, তাহা  
হইলে সেও ঐ ফল লাভ করিতে পারে;  
কিন্তু কোন ব্যক্তিই স্বক-শাখায় আরোহণ  
না করিয়া একেবারে উক্ত ফল পাইতে পাবে  
না। সেইরূপ বহিঃপূজাদিরূপ-স্বকাদি-  
শোভিত কামরূপ মহাবৃক্ষের, মাদৃশ ব্যক্তির  
বুদ্ধিপথাতীত তত্ত্বজ্ঞানরূপ গগনস্পর্শী অগ্র-  
ভাগে, যে মোক্ষ-ফল আছে, তাহা পাইতে  
হইলে প্রথমতঃ বহিঃপূজা, দ্বিতীয়তঃ মান-  
সিক পূজা ও স্ততি, তৃতীয়তঃ ধ্যান; ক্রমে  
এই সকল অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মসত্ত্বাব  
অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানরূপ অগ্রভাগে উঠিতে হয়।  
এইরূপ প্রথমোক্তরূপ দ্বিতীয়োক্তরূপ উপায়  
প্রদর্শনের জন্ত এই শ্লোকটী লিখিত হই-  
য়াছে, স্মরণ্যং বাহ্য-পূজাদি একেবারে না  
করিয়া এক লক্ষে ব্রহ্মসত্ত্বাব জ্ঞান পাওয়া  
যায় না। জীব এবং আত্মার ঐক্যের নাম  
‘যোগ’। সেধক ও ঈশ্বরের ঐক্যের নাম  
‘পূজা’। যাহার একপ জ্ঞান হইয়াছে যে,  
সমুদায়ই ব্রহ্ম; তাহার যোগ বা পূজা  
বিহীন নাই। যাহার হৃদয়ে পরম জ্ঞান  
ব্রহ্মজ্ঞান বিরাজিত হইতেছে, তাহার জপ,  
যজ্ঞ, তপস্যা, নিয়ম, ব্রত প্রভৃতি কিছুই  
অবশ্যক নাই। ১২১—১২৩। যিনি—

বিজ্ঞানমানন্দমেকং ব্রহ্মেতি পশ্যতঃ ।  
 স্বভাবাদ্ভস্মভূতশ্চ কিং পূজা ধ্যানধারণা ॥  
 ১২৪ ॥ ন পাপং নৈব পুণ্যং ন শরণো  
 ন পুনর্ভয়ঃ । নাপি ধ্যায়ো ন বাধ্যতা  
 সর্বং ব্রহ্মেতি জ্ঞানতঃ ॥ ১২৫ ॥ জয়মাত্মা  
 সদা মুক্তো নির্লিপ্তঃ সর্ববস্তু । কিং  
 তস্য বন্ধনং কস্য যুক্তির্মিচ্ছন্তি দুর্জয়ঃ ॥  
 ১২৬ ॥ স্বমীয়ারচিতং বিশ্বমবিতর্ক্যং  
 সূরৈরপি । স্বয়ং বিরাজতে তত্র হৃদয়বিষ্টঃ  
 প্রবিষ্টবৎ ॥ ১২৭ ॥ বহিরন্তর্যথাকশং সর্বৈষ-  
 মেব বস্তুনাম্ ॥ তথৈব ভাতি তদ্রূপা  
 ছাত্মা সাক্ষী স্বরূপতঃ ॥ ১২৮ ॥ ন বাণ্য-

মস্তি বুদ্ধয়ঃ নাত্মনো যৌবনং জয়ঃ । সৈদক-  
 রূপচিন্মাত্তো বিকারপরিবর্তিতঃ ॥ ১২৯ ॥  
 জন্মযৌবনবাক্ক্যং দেহৈশ্চ ন চাত্মনঃ -  
 পশ্যন্তোহপি ন পশ্যন্তি মায়াপ্রাবৃতবুদ্ধয়ঃ ॥  
 ১৩০ ॥ যথা ধরাব-তোয়শ্চ রবিং পশ্যন্ত্য-  
 নেকথা । তথৈব মায়া দেহে বহুধাত্মান-  
 মীদৃশতে ॥ ১৩১ ॥ যথা সলিলচাকলাং  
 যদ্যন্তে তদগতে বিধৌ । তথৈব বুদ্ধে-  
 চাকলাং পশ্যন্ত্যাত্মাকোবিদ্যাঃ ॥ ১৩২ ॥  
 ষট্শ্চ যাদৃশং ব্যোম ষটে ভগ্নেহপি তাদৃ-  
 শম্ । নষ্টে দেহে তথৈবাত্মা সমরূপো  
 বিরাজতে ॥ ১৩৩ ॥ আত্মজ্ঞানমিদং দেবি

সর্বত্র সত্যস্বরূপ, বিজ্ঞানস্বরূপ, আনন্দ-  
 স্বরূপ ও অদ্বিতীয় ব্রহ্ম সাক্ষী করিতেছেন,  
 তিনি 'স্বভাবতঃ ব্রহ্মস্বরূপ' হইয়াছেন;  
 তাঁহার পূজা ও ধ্যান-ধারণা কিছুই নাই ।  
 যিনি 'সমুদায়ই ব্রহ্ম' এরূপ জানিয়াছেন,  
 তাঁহার পক্ষে পাপ নাই, পুণ্য নাই; স্বর্গ  
 নাই, পুনর্জন্ম নাই; ধ্যায় নাই, ধাতাও  
 নাই । এই আত্মা সর্বদাই মুক্ত । তিনি  
 কোন বস্তুতেই লিপ্ত নহেন । তাঁহার বন্ধন  
 কোথায়? কিজন্তুই বা তুর্ক্বকি লোকেরা  
 মুক্তি কামনা করে? এই জগৎ ব্রহ্মের  
 মায়া দ্বারা বিরচিত হইয়াছে । দেবতাগণ  
 কর্তৃক অবিতর্ক্য পরমব্রহ্ম এই জগতে  
 প্রবিষ্ট না হইয়াও প্রবিষ্টের আয় স্বয়ং  
 বিরুদ্ধিত রহিয়াছেন । যেমন সকল বস্তু  
 অন্তরে এবং বাহিরে আকাশ থাকে, তাহার  
 আয় সংস্বরূপ ও সাক্ষিস্বরূপ আত্মা স্বরূপতঃ

সর্বত্র দীপ্ত রহিয়াছেন । আত্মার জন্ম  
 নাই, বাণ্য-ব্রহ্ম নাই, তিনি সর্বদাই  
 একরূপ, চিন্ময় ও বিকার পরিবর্তিত । জন্ম,  
 যৌবন ও বাক্ক্য—দেহেরই হয়, আত্মার  
 হয় না । মনুষ্যাগণের বুদ্ধি মায়া দ্বারা আবৃত  
 বলিয়া তাহারা ইহা দেখিয়াও দেখিতে পায়  
 না । যেমন বহুশরীব-স্থিত সলিলে বহু সূর্য  
 দৃষ্ট হয়, তাহার আয় মায়া-প্রভাবে বহু  
 শরীরে বহু আত্মা লক্ষিত হয় । যেমন সলিল  
 চকল হইলে তাহাতে প্রতিবিন্দিত চন্দ্রের  
 চাকলা বোধ হইয়া থাকে, সেই মত অজ্ঞান  
 ব্যক্তির—বুদ্ধির চাকলা হইলে আত্মাতেই  
 তাহা দেখিতে পায় । যেমন ষট্ ভগ্ন হই-  
 লেও ষট্শ্চ আকাশ পূর্বের আয় অবিকৃতই  
 থাকে, সেই মত দেহ নষ্ট হইলেও আত্মা  
 সর্বদা সমভাবেই বিরাজমান থাকেন । হে  
 দেবি । এই ব্রহ্মজ্ঞানই মোক্ষের পরম

পরং মোক্ষকসাবিনম্ । জাননিহৈব মুক্তঃ  
 স্তাৎ সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ ॥ ১৩৪ ॥ ন কৰ্মণা  
 বিমুক্তঃ স্তান্ সন্তুত্যা ধনেন বা । আশ্রম-  
 আনমাজ্জায় মুক্তো ভবতি মানবঃ ॥ ১৩৫ ॥  
 অশ্রমো হ্যষ্টোহ সর্বেষাং নাপ্ননোহস্ত্যপরং  
 প্রিয়ম্ । লোকেহশ্রমাজ্জানমুক্ত্যন্ত্যন্ত্যন্ত্যে  
 প্রিয়াঃ শিবে ॥ ১৩৬ ॥ জ্ঞানং জ্ঞেয়ং তথা  
 জ্ঞাতা ত্রিতয়ং ভাতি মায়য়া । বিচার্যমাণে  
 ত্রিতয়ে আত্মবৈকাহবশিয়াতে ॥ ১৩৭ ॥  
 জ্ঞানমাত্মৈব চিদ্রূপো জ্ঞানমাত্মৈব চিদ্রূপঃ ।  
 বিজ্ঞাতা সয়মেবাত্মা বো জনাতি স আত্ম-  
 বিৎ ॥ ১৩৮ ॥ এতৎ তে কথিতং জ্ঞানং

কারণ । যিনি ইহা জ্ঞাত হন, তিনি ইহ-  
 লোকেই জীবমুক্ত হইয়া থাকেন, সন্দেহ  
 নাই । ১২৪—১৩৪ । মনুষ্য, কৰ্ম দ্বারা  
 মুক্ত হয় না, সন্তান-উৎপাদন দ্বারা মুক্ত হয়  
 না, ধন দ্বারাও মুক্ত হয় না ; পরন্তু আপনা  
 দ্বারা আপনাকে জানিতে পারিলেই মুক্ত  
 হয় । আত্মা সকল জীবের পরম প্রিয় ।  
 আত্মা হইতে প্রিয়তর অপর কোন বস্তুই  
 নাই । হে শিবে ! ইহলোকে অত্র ব্যক্তি  
 আত্মমুক্ত হেতু প্রিয় হইয়া থাকে । জ্ঞান,  
 জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা,—এই ত্রিতয় মায়া দ্বারাই  
 প্রতিভাত হইতেছে । এই ত্রিতয়ের তত্ত্ব-  
 বিচার করিলে, একমাত্র আত্মাই অবশিষ্ট  
 থাকেন । চিদ্রূপ আত্মাই জ্ঞান, চিদ্রূপ  
 আত্মাই জ্ঞেয় বস্তু এবং স্বয়ং আত্মাই  
 জ্ঞাতা । যিনি ইহা জ্ঞাত হইতে পারেন,  
 তিনিই 'আত্মবিন' । এই আমি তোমাকে

মহানির্বাণকাবণম্ । চতুর্বিধাবধূতানা-  
 মেতদেব পরং ধনম্ ॥ ১৩৯ ॥ শ্রীদেবাবাচ ।  
 দ্বিবিধাবাশ্রমৌ শ্রোতব্যৌ গার্হস্থ্যো বৈশ্বক-  
 শ্চথ্য । কিমিদং শ্রোত চিত্রমবধূতাস্ততু-  
 র্বিধাঃ ॥ ১৪০ ॥ অত্যা বেদিভূমিস্থামি  
 তত্ত্বতঃ কথ্য প্রভো । চতুর্বিধাবধূতানাং  
 লক্ষণং সবিশেষতঃ ॥ ১৪১ ॥ শ্রীমদাম্বিক  
 উব'চ । ব্রহ্মসম্রোপাসকা স্তে ব্রাহ্মণসত্রিয়া-  
 দয়ঃ । গৃহাশ্রমে বসন্তোহপি জ্ঞেয়াস্তে  
 যতয়ঃ প্রিয়ে ॥ ১৪২ ॥ পূর্ণাভিষেকবিধিনা  
 সংস্কৃতা য়ে চ মানবাঃ । শৈবাবধূতাস্তে  
 জ্ঞেয়াঃ পুণ্ডরীয়াঃ কুলার্চিতৈঃ ॥ ১৪৩ ॥ ব্রাহ্মা-

নিকট সাধকঃ মোক্ষের কারণ জ্ঞানে'পদেশ  
 করিলাম । ইহা চতুর্বিধ অবধূতের পরম  
 ধন । শ্রীভগবতী কহিলেন,—কুমি পূর্বে  
 গৃহস্থ ও ভিক্ষুক,—এই দ্বিবিধ আশ্রমের  
 কথা কহিয়াছি ; এক্ষণে কহিতেছি,—অব-  
 ধূত-আশ্রম চতুর্বিধ । ইহাতে আমার  
 আশ্চর্য্য বোধ হইতেছে, ইহা কি ? হে  
 প্রভো । চারি প্রকার অবধূতের লক্ষণ  
 বিশেষরূপে বল, আমি শ্রবণপূর্ব্বক তাহার  
 তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইতে ইচ্ছা করিতেছি ।  
 ১৩৫—১৪১ । শ্রীমদাম্বিক কহিলেন,—হে  
 প্রিয়ে । যে সকল ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় প্রভৃতি  
 জাতিবর্গ ব্রহ্মসম্রের উপাসক, তাঁহারা গৃহ-  
 শ্রামে বাস করিলেও, তাঁহাদিগকেও 'যতি'  
 বলিয়া জানিতে হইবে । হে কুলার্চিতৈঃ ।  
 যে সকল মনুষ্য পূর্ণাভিষেকের বিধানানুসারে  
 সংস্কৃত হইয়াছেন, তাঁহারা শৈবাবধূত ।

বহুতাঃ শৈবান্ চ শ্রামাচারবর্জিনঃ । বিদগ্ধাঃ  
সর্বকর্মানি মহদীরিতবান্ ॥ ১৪৪ ॥  
বিনা ব্রহ্মাণ্ডিতকৈতে তথা চক্রাণ্ডিতং বিনা ।  
নিষিক্ষমমং ত্রয়ো ন গৃহীযঃ কদাচন ॥ ১৪৫ ॥  
ব্রাহ্মাবদুতকৌলানাং কৌলানামভিষেকিণাং ।  
প্রাগেব কথিতো ধর্ম আচারবশতঃ বরাননে ॥ ১৪৬ ॥  
জ্ঞানং সক্ষাশনং পানং দানঞ্চ দারবক্ষ্যম্ ।  
সর্বমগমমার্গেণ শৈবব্রাহ্মাবদুতমোঃ ॥ ১৪৭ ॥  
উক্তাবদুতো দ্বিবিধঃ পূর্ণপূর্ণবিভেদতঃ ।  
পূর্ণঃ পরমহংসাখ্যঃ পরিব্রাড়াপরঃ প্রিয়ে ॥  
১৪৮ ॥ কৃতাবদুতসংস্কারো যদি স্রাজ্জ্ঞান-

দুর্বলঃ । তদা লোকালয়ে তিষ্ঠমাশ্রয়ং স তু  
শোধয়েৎ ॥ ১৪৯ ॥ রক্ষন্ স্বজাতিচিহ্না  
কুর্ষন্ কর্মানি কোণবৎ । সদা ব্রহ্মপরো ভূত্বা  
সাধয়েজ্জ্ঞানমুক্তমম্ ॥ ১৫০ ॥ ওঁ তৎসংস্র-  
মুচ্চর্য্য মোহহমস্মী ৫৩ চিস্তয়ন্ । কুর্ধ্যাদা-  
ত্মো ॥ ৫৩ ৭ কর্ম সদ বৈরাগ্যমাস্রিতঃ ॥ ১৫১ ॥  
কুর্ষন্ কর্মাণ্যনামজ্ঞো নলিনীদলনীরবৎ ।  
যাততাত্ত্বানমুজ্জ্বল্য তত্ত্বজ্ঞানিবিবেকতঃ ॥ ১৫২ ॥  
ওঁ তৎসদিত্তি মজ্জেন যো যৎ কর্ম সমাচরেৎ ।  
গৃহস্থো বাপ্যদাসীনস্তস্মাত্তীষ্ঠায় তত্তবেৎ ॥  
১৫৩ ॥ জপো হোমঃ প্রাতিষ্ঠা চ সংস্কারাদ্য-

তৌহার্য মকলেরই পূজনীয় । ব্রাহ্মাবদুত ও  
শৈবাবদুতগণ নিজ আশ্রমেব ও নিজ অ-  
রের অনুষ্ঠান হইয়া মৎকথিত পথ অব-  
লম্বনপূর্ব্বক সমুদায় কর্ম বিধান করিবেন ।  
ব্রাহ্মাবদুত, ব্রহ্মাণ্ডিত দেবতা প্রতিরেকে ও  
শৈবাবদুত চক্রাণ্ডিত দেবতা প্রতিরেকে কখনই  
নিষিক্ষ অম ও নিষিক্ষ জল গ্রহণ করিবেন  
না । হে বরাননে । ব্রাহ্মাবদুত কৌলদিগের  
এবং অভ্যিক্ত কৌলদিগের আচার ও ধর্ম  
পূর্ব্বকই কথিত হইয়াছে । ১৪২—১৪৬ ।  
জ্ঞান, সক্ষা, ভোজন, পান ও দারবক্ষ্য, এই  
সমুদায় কর্মের অনুষ্ঠান শৈবাবদুত ও ব্রাহ্মা-  
বদুতগণ আগম অনুসারে করিবেন । উক্ত  
শৈবাবদুত ও ব্রাহ্মাবদুত দুই প্রকার ;—পূর্ণ  
ও অপূর্ণ । প্রিয়ে । পূর্ণ শৈবাবদুত ও ব্রাহ্মা-  
বদুতের নাম পরমহংস । অপূর্ণ শৈবাবদুত  
ও ব্রাহ্মাবদুতকে পরিব্রাট বলা যায় । যে  
মানব অবদুত সংস্কার দ্বারা সংস্কৃত হইয়া

ছেন, তিনি যদি জ্ঞান বিষয়ে দুর্বল হন,  
অর্থাৎ যদি তৌহার পূর্ণ অদৈত ভাব না  
অগ্নিয়াথকে, তাহা হইলে তিনি লোকা-  
লয়ে অবস্থান করিয়া আত্ম-শোধন করিবেন  
ও যাহাতে “একমেবাদ্বিতীয়ম্” এই জ্ঞান  
জন্ম, তদ্বিষয়ে যত্ন করিবেন । তিনি স্বজাতি-  
চিহ্ন শিখা সূত্র প্রভৃতি রক্ষা করিবেন এবং  
তিনি কোলের ছায় সমুদায় কর্মের অনুষ্ঠান  
করিতে থাকিবেন । তিনি নিরন্তর ব্রহ্মনিষ্ঠ  
হইয়া জ্ঞান সাধন করিবেন । তিনি সর্বদা  
বীতরাগ হইয়া, “ওঁ তৎসং” এই মন্ত্র উচ্চা-  
রণ করত “মোহহমস্মি” এইরূপ চিন্তা করিয়া  
আপনার উপযোগী কর্মের অনুষ্ঠান করি-  
বেন । তিনি, পদ্যপত্রিত জলের ছায়  
অনাসক্ত হৃদয় হইয়া কর্ম-সমুদায়ের অনু-  
ষ্ঠান করিয়া তত্ত্বজ্ঞান বিচার দ্বারা আপনাকে  
জ্ঞান করিতে ( মোক্ষ পাইতে ) যত্নবান  
হইবেন । গৃহস্থই হউন, বা উদাসীনই

খিলাঃ ক্রিয়াঃ ওঁ তৎসমস্তানি সম্পূর্ণাঃ  
স্থান সংশয়ঃ ॥ ১৫৪ ॥ কিমৈতৎ বহুভির্মন্তৈঃ  
কিমৈতৎ ভূমিসামনৈঃ । ভ্রাতৃশ্রাব্যেনৈঃ সমস্ত  
সর্বকর্মাণি সাধয়েৎ ॥ ১৫৫ ॥ সুখসাধ্যম-  
বাচ্ছল্যং সম্পূর্ণফলদায়কম্ । নাশ্বে তর্জানহা-  
র্মিত্রাতৃপায়ান্তরমঙ্গিকৈঃ ॥ ১৫৬ ॥ পুংঃ প্রদেহে  
দেহে বা লিখিত্য ধারয়েদিমম্ । গেহস্তত্র  
মহাতীর্থং দেহঃ পুণ্যময়ো ভবেৎ ॥ ১৫৭ ॥  
নিগমাগমতন্ত্রাণাং সারাংসারতরো মনুঃ ।

হউন, “ওঁ তৎসৎ” এই মন্ত্র দ্বারা যিনি  
যে কার্যের অনুষ্ঠান করিবেন, তাহা-  
তেই তাঁহার সেই কর্ম অতীষ্ট-ফলপ্রাপ্তির  
নিমিত্ত হইবে। জপ, হোম, স্তুতিষ্ঠা,  
ও সংস্কার প্রভৃতি সমুদায় কর্ম “ওঁ তৎসৎ”  
মন্ত্র দ্বারা নিষ্পন্ন হইলেই সম্পূর্ণ হইবে,  
সম্পন্ন হইবে। অত্যাশ্চর্য বহুমন্ত্রে কি আশ্চর্যক,  
ভূমি সাধনেই বা কি আশ্চর্যক ? “ওঁ তৎসৎ”  
এই ব্রহ্মমন্ত্র দ্বারা সমুদায় কর্ম সাধন  
করিলে। এই মন্ত্র সুখসাধ্য, ইহাতে কোন  
নাশল্য নাই; পরক ইহা সম্পূর্ণ ফলদায়ক।  
হে অন্তিকে। এই মহামন্ত্র ব্যতিরেকে আর  
উপায়ান্তর নাই ॥ ১৫৭-১৫৬ যিনি গৃহের  
দ্বারে অথবা শরীরে “ওঁ তৎসৎ” এই মন্ত্র  
লিখিয়া ধারণ করিবেন, তাঁহার গৃহ মহা-  
তীর্থ স্বরূপ এবং দেহ পুণ্যময় হইবে। ক্ষে-  
দেবি। আমি তোমার সম্মুখে সত্য করিয়া  
বলিতেছি, “ওঁ তৎসৎ” এই মন্ত্র—নিগম,  
আগম ও তন্ত্র-সমুদায়ের মধ্যে সারাংসার।

ওঁ তৎসদিত্তি দেবোমি ত্বাং সত্যমো রিতম্ ॥  
১৫৮ ॥ ব্রহ্মবিম্বমহেশানাম্ ॥ ত্রিভূতা ত-  
লু-  
মিরঃশিখাঃ ৮ প্রাতুর্ভূতোহয়মো তৎসৎ সর্ব-  
মন্ত্রাত্মমোত্তমঃ ॥ ১৫৯ ॥ চতুর্বিধানামমানা-  
মন্ত্রোযামপি বৃক্ষনাম্ । মন্ত্রাষ্টকঃ শোধনেনাপ্য-  
শ্রাচ্চেদেতেন শোধিতম্ ॥ ১৬০ ॥ পশ্যন্ সর্বত্র  
সূদর্শনং জপংস্তৎসৎসংহায়াতম্ । স্বেচ্ছাচারঃ  
শুকচিহ্নঃ স এব ভূবি কৌলরাষ্ট্র ॥ ১৬১ ॥  
জপাদ্য ভবেৎ সিন্ধো মুক্তঃ শ্রাদ্ধচিন্তনাৎ ।  
সাক্ষাদব্রহ্মসমো দেহী সার্থমেনং জপন্  
মনুঃ ॥ ১৬২ ॥ ত্রিপদোহয়ং মহামন্ত্রঃ সর্ব-  
মন্ত্রম্ ॥

সর্ব মন্ত্র হইতে শ্রেষ্ঠতম “ওঁ তৎসৎ” এই  
মন্ত্র—ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের ত্রিলোক, মস্তক  
ও ব্রহ্মরাজ্য ভেদ করিয়া প্রাতুর্ভূত হইয়াছে।  
যদি “ওঁ তৎসৎ” এই মন্ত্র দ্বারা চর্কা,  
চোম, ভক্ষা, লেহ—এই চতুর্বিধ আশ্রয়  
বা অন্ন বস্তুর পোষন করা হয়, তাহা হইলে  
অন্ন কোন বৈদিক বা তান্ত্রিক মন্ত্র দ্বারা  
শোধন করিবার আবশ্যক হয় না। যিনি  
সর্বত্র সৎসৎরূপ ব্রহ্ম প্রত্যক্ষ করেন, যিনি  
“ওঁ তৎসৎ” এই মহামন্ত্র জপ করেন, যাহার  
অঙ্কুরণ পরিভুক্ত হইয়াছে ও যিনি  
স্বেচ্ছাচারী, তিনিই পৃথিবী মধ্যে কৌল-  
শ্রেষ্ঠ। “ওঁ তৎসৎ” এই মন্ত্র জপ করিলে  
মানব মুক্ত হন। ইহার অর্থ চিন্তা করিলে  
মুক্ত হন। যিনি অর্থ-চিন্তাসহ এই মন্ত্র জপ  
করেন, সেই মানব শরীরী হইয়াও সাক্ষাৎ  
ব্রহ্মত্ব লাভন। এই ত্রিপদ মহামন্ত্র সর্ব

কারণকারণম্ । সাধনাদ্য মজ্ঞস্য ভবেম্ তু-  
জ্ঞয়ঃ স্বয়ম্ ॥ ১৬৩ ॥ যুগ্মং যুগ্মপদং নাপি  
অত্যেকপদমেকং বা । জটৈশ্চ তুগ্ম মহেশানি  
সাধকঃ সিদ্ধিভাগুর্ভবেৎ ॥ ১৬৪ ॥ শৈবাব-  
ধূতসংস্কারবিধূতাধিগকর্মণঃ । নাপি দৈবৈ  
নবা পিত্যো নার্ষ্যে কৃতোহধিকারিত্বা ॥ ১৬৫ ॥  
চতুর্গামধূতানাং তুরীয়ো হংস উচ্যতে ।  
তয়োহন্তো যোগভোগিণ্যো মুক্তাঃ সর্কস্ শিবো-  
পমাঃ ॥ ১৬৬ ॥ হংসো ন কুর্ধ্যাৎ জীমদং  
ন বা ধাতুপরিগ্রহম্ । প্রারক্ষণম্ বিংরে-  
নিষেধবিধির্ভজিত্বঃ ॥ ১৬৭ ॥ তজ্জেন স্বজাতি-  
চিহ্নানি কৰ্ম্মানি গৃহমেধিনীম্ । তুরীয়ো

কারণের কারণ । এই মজ্ঞ সাধন করিলে  
স্বয়ং গৃহ্যজ্ঞ হইবে । হে মহেশ্বর । এই  
ত্রিপদ মজ্ঞের "দুইটি দুইটি পদ অথবা এক  
একটি পদ জপ করিলে" সাধক সিদ্ধ হইতে  
পারে । যাহারা শৈবাবধূত-সংস্কার দ্বারা  
সংস্কৃত হইয়াছেন, তাঁহাদের আর কোন  
কাম্য-কর্ম্ম থাকে না, সুতরাং তাঁহারা,—  
দৈবকর্ম্মে, প্রার্ষকর্ম্মে বা পিত্র্যকর্ম্মে অধি-  
কাণী নহেন । চতুর্বিধ অবধূতের মধ্যে  
চতুর্থ অর্থাৎ পূর্ণ ব্রাহ্মাবধূতকে "হংস" বলা  
যায় । অপব ত্রিবিধ অবধূত—যোগ ও  
ভোগ করিয়া থাকেন, পরন্তু চতুর্বিধ অব-  
ধূতই মুক্ত ও শিবভূগ্য । হংস অর্থাৎ পূর্ণ  
ব্রাহ্মাবধূত, জী-সংসর্গ বা ধাতুপরিগ্রহ  
করিতে পারিবেন না ; তিনি বিধি-নিষেধ-  
বর্জিত হইয়া প্রারক্ষ-ভোগকারী হইয়া  
বিহার করিবেন । ১৫৭—১৬৭ । এই তুরীয়

বিচরেৎ কৌণীং নিঃসঙ্গো নিরুদ্যমঃ ১৬৮  
সদাভাবমযুক্তঃ শোকমোহবিবর্জিতঃ । ন-  
মিকেন্তস্তিত্তিমুঃ স্মিঃশকো নিরুপদ্রবঃ ॥ ১৬৯  
নাপর্ণং ভগ্যপেয়াণাং ন তুচ্ছ ধ্যানধারণাঃ ।  
মুগ্ধে হবিরজো নিষন্দো হংসাচারপরো  
যতিঃ ॥ ১৭০ ॥ ইতি তে কথিতং দেবি চতুর্বিধ  
কুলযোগিনাম্ । লক্ষণং সবিশেষেণ সাধুনাং  
মৎস্বরূপিনাম্ ॥ ১৭১ ॥ এতেষাং দর্শন-  
স্পর্শাদাশ্রাণাং পরিতোষণাং । সর্কসীর্থ-  
ফসাবাপ্তিজাহতে মনুজম্ভনাম্ ॥ ১৭২ ॥

পরমহংস স্বজাতি-চিহ্ন শিখা, সূত্র, তিলক  
প্রভৃতি পরিত্যাগ করিবেন । তিনি গৃহ-  
শ্বেদ কর্ম্মও করিবেন না ; তিনি সঙ্গ  
রহিত ও উদ্যম-রহিত হইয়া ভূতলে বিচর  
করিবেন । তিনি সর্বদা আত্ম-ভাবনাতে  
সমৃষ্ট থাকিবেন । তিনি শোক ও মোহ  
অভিভূত হইবেন না । তাঁহার কোন নির্দিষ্ট  
আশাস্থান থাকিবে না । তিনি ভিত্তিকা  
যুক্ত, নিঃশব্দ ও নিরুপদ্রব হইবেন । তিনি  
ভগ্ন্য ও পেয় দ্রব্য কাহাকেও অর্পণ করি  
বেন না । তাঁহার ধ্যান-ধারণা নাই । তিনি  
যুক্ত, বিরাগযুক্ত, নিষন্দ, হংসাচার-পরায়ণ  
ও যতি হইবেন । হে দেবি । এই তোমার  
নিকট এই চতুর্বিধ কুলযোগীর লক্ষণ  
বিশেষরূপে বর্ণন করিলাম । ইহারা সকলেই  
সাধু ও অমার স্বরূপ । মনুষ্যাগণ যদি এই  
কুলযোগীকে দর্শন করে, স্পর্শ করে বা  
ইহাদের সহিত আশ্রাণ করে, অথবা ইহা-  
দিগকে পরিতুষ্ট করে, তাহা হইলে তাহাদের

পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি পুণ্যক্ষেত্রানি যানি  
চ । কুলসম্মানিনাং দেহে সন্তিতানি সঙ্গা  
প্রিয়ে ॥ ১৭৩ ॥ তে ধ্যানেন্তে কৃতার্থাশ্চ তে  
পুণ্যেন্তে কৃতধ্বরাঃ । যৈরার্চিতাঃ কুলজৈবৈ-  
র্মনবৈঃ কুলসাধকৈঃ ॥ ১৭৪ ॥ অশুচির্যাতি  
শুচিভ্যামশুশ্চ : শূন্যতামিহাং । অভক্ষ্যমপি  
ভক্ষ্যং শূদ্রযেষাং সংস্পর্শমাত্রেণ ॥ ১৭৫ ॥  
কিরাতাঃ পাপিনঃ ক্রূরাঃ পুন্ড্রা যবনাঃ  
খমাঃ । শুধ্যন্তি যেষাং সংস্পর্শাৎ তান্ বিনা  
~~কৌলধর্ম্যং পদং ॥ ১৭৬ ॥~~ কুলতত্ত্বৈঃ কুল-  
জৈবৈঃ কৌলিকান্ কুলযোগিনঃ । যৈর্হর্চয়ন্তি  
সকুন্তল্যা তেহপি পূজ্যা মহীতলে ॥ ১৭৭ ॥

কৌলধর্ম্যং পদং ধর্ম্যো নাশ্চৈব কমলা-  
ননে । অস্ত্যজোহপি যমাত্রিভূ পুতঃ কৌল-  
পদং ব্রজেৎ ॥ ১৭৮ ॥ করিপাদে বিলীঘন্তে  
সর্বপ্রাণিপদা যথা । কুলধর্ম্যে নিমজ্জন্তি  
সর্বৈ ধর্ম্যাস্থথা প্রিয়ে ॥ ১৭৯ ॥ অহো  
পুণ্যতমাঃ কৌলাস্তীর্থরূপা ; স্বয়ং প্রিয়ে ।  
যে পুনস্ত্যভ্যাসম্বন্ধান্ স্নেহুধপচপামরান্ ॥  
১৮০ ॥ গঙ্গায়াং পতিতান্ত্যামি যান্তি  
গাঙ্গেয়তাং যথা । কুলাচারে বিশন্তোহপি  
সর্ব গচ্ছন্তি কৌলতাম্ ॥ ১৮১ ॥ যথার্ব-  
গতং বাবি ন নৃথগ্ভাবগাপুয়াৎ । তথা  
কুলানুধৌ মগা ন ভ্রবযুর্জনাঃ পৃথক্ ॥ ১৮২ ॥

সর্বতীর্থ-দর্শনের ফলপ্রাপ্তি হয় । হে  
প্রিয়ে । পৃথিবীতে যে সমুদায় তীর্থ ও পুণ্য-  
ক্ষেত্র আছে, কুলসম্মানীদিগের দেহে তৎ-  
সমুদায় সর্বদাই বিদ্যমান থাকে । যে সকল  
মনুষ্য কুলসাধুদিগকে কুলজব্য দ্বারা অর্চনা  
করেন, তাঁহারা ধর্ম, তাঁহারা কৃতার্থ, তাঁহারা  
পবিত্র ও তাঁহারা সর্বযজ্ঞের ফলভোগী  
হন । কুলযোগীদিগের সংস্পর্শে অশুচি  
ব্যক্তিও শুচি হয়, অশুশ্চ ব্যক্তিও স্পর্শ-  
যোগ্য হয় অভক্ষ্য বস্তুও ভক্ষ্য হইয়া  
থাকে । যে কুলযোগীর সংস্পর্শে কিরাত,  
পাপী, ক্রুর, পুন্ড্র, যবন ও খল, ইহা বাও  
শুদ্ধি লাভ করে, তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া,  
আর কাহার অর্চনা কর্তব্য ? যে সকল  
ব্যক্তি কুলযোগীদিগকে ও কৌলদিগকে  
কুলতত্ত্ব দ্বারা ও কুলজব্য দ্বারা একবস্তুমাত্র  
ভক্তিপূর্বক অর্চনা করিবেন, তাঁহারাও

পৃথিবীর মধ্যে পূজ্য হইবেন । হে কমলা-  
ননে । কৌলধর্ম্য হইতে পরমশ্রেষ্ঠ ধর্ম্য আর  
নাই ; কারণ, অস্ত্যজ ব্যক্তিও এই ধর্ম্য  
আত্মরপূর্বক পবিত্র হইয়া কৌলপদ প্রাপ্ত  
হয় । হে প্রিয়ে । যেমন সমুদায় প্রাণীর  
পদচিহ্ন, হস্তিপদ-চিহ্ন লীন হয়, তাহার  
দ্বায় সমুদায় ধর্ম্য কুলধর্ম্যে বিলীন হইয়া  
থাকে । ১৬৮—১৭৯ । হে প্রিয়ে । স্বয়ং  
তীর্থস্বরূপ কৌলগণ । কি আশ্চর্য্য পবিত্র-  
তম । তাঁহারা আত্মসংসর্গে স্নেহ, নপচ ও  
পামবগণকেও পবিত্র করেন । যেমন গঙ্গা-  
মধ্যে পতিত অস্ত্র প্রলও গঙ্গাপ্রলরূপে পরি-  
ণত হয়, তাহার দ্বায় কুলাচারে প্রবিষ্ট সর্ব-  
জাতীয় মনুষ্যই কৌল হইয়া থাকে । যেমন  
সমুদ্রগত গলিল পৃথক্ভাব প্রাপ্ত হয় না,  
তাহার দ্বায় কুল-সাগরে মগ কোন ব্যক্তিই  
পৃথক্ হইতে পারে না । এই ভ্রমশূল

বিগ্রাহ্যস্ত্যজপৰ্য্যস্তা দ্বিপদা যেহত্র ভূতলে ।  
তে সৰ্ব্বধৰ্ম্মানু কুলাচারে ভেষ্মধৰ্ম্ম-  
'কারিণঃ ॥ ১৮৩ ॥ আচুতাঃ কুলধৰ্ম্মোহস্মিন  
যে ভবন্তি পরাধৰ্ম্মাঃ । সৰ্ব্বধৰ্ম্মপরিজ্ঞেপ্তে  
গচ্ছন্ত্যধমাংগতিম্ ॥ ১৮৪ ॥ আৰ্য্যন্তি কুলা-  
চরং যে কেচিদপি মানবাঃ । তানু বধয়ন্  
কুলীনোহপি যৌৱনং নরকং ব্রজেৎ ॥ ১৮৫ ॥  
চাণ্ডালং যবনং নীচং যত্রা দ্বিগম্যবজ্রয়া ।  
কৌলং ন কুৰ্যাদৃগঃ কৌলঃ মোহযমো-  
যাত্যবৌনতিম্ ॥ ১৮৬ ॥ শতাত্তিমেকাদৃশং  
পুণ্যং পুণ্ডরীক্যশৈতবপিনা তস্মাৎ কোটি-  
শ্রবং পুণ্যমেকস্মিন একাংকে কৃতে ॥ ১৮৭ ॥

মধ্যে ব্রাহ্মণ অবধি অন্ত্যজ পর্য্যন্ত যত  
প্রকার দ্বিপদ জন্ত আছে, তাহারা সকলেই  
এই কুলাচারে অধিকারী হইতে পারিবে ।  
যাহারা কুলধৰ্ম্মে অজ্ঞত হইয়া পরাধৰ্ম্ম হয়,  
তাহারা সৰ্ব্ব ধৰ্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট হইয়া অধম  
গতি লাভ করে । যে কোন মনুষ্য কুলাচার  
আৰ্পণা করিবে, তাহাদিগকে যদি কোন  
কৌল বধনা করেন, তাহা হইলে তিনিও  
যৌৱন নরকে গমন করিবেন । যে কোন  
কৌল ব্যক্তি, কোন কৌল-ধৰ্ম্মাবলম্বী হইতে  
প্রার্থী ব্যক্তিকে জীলোক, নীচলোক, চণ্ডাল  
বা যবন জানিয়া অনজ্ঞা দ্বারা কৌল না  
করেন, তিনি কৌলের মধ্যে অধম এবং  
অজ্ঞকালে তাঁহার অধোগতি হয় । একশত  
অভিমুখে যে পুণ্য-সঞ্চয় হয়, শত পুণ্ডরীক  
করিলে যে পুণ্য-সঞ্চয় হয়, এক শাস্তিকে  
'কৌল করিলে তাহার কোটিশ্রব পুণ্য হইয়া

যে যে বর্ণাঃ ক্ষিতৌ সন্তি যদ্যকস্মদুপা-  
শ্রিতাঃ । কৌলা ভবন্ত্যন্তে পার্শ্বধৰ্ম্মা যান্তি  
পরং পদম্ ॥ ১৮৮ ॥ শৈবধৰ্ম্মাশ্রিতাঃ কৌলা-  
স্তীর্থরূপাঃ শিবাস্ত্রজাঃ । স্নেহেন ব্রহ্মা  
প্রোদা পূজ্যা মাতাঃ । পরস্পরম্ ॥ ১৮৯ ॥  
বহনাত্ত কিমুক্তেন তবাগ্রে সত্যমুচ্যতে ।  
ভবাক্তিতরনে সেতুঃ কুলধৰ্ম্মো হি নাপরঃ ॥  
১৯০ ॥ ত্রিদান্তে সংশয়াঃ সৰ্ব্বৈ জীয়েন্তে  
পাপসঞ্চয়াঃ । দহন্তে কৰ্ম্মজালানি কুলধৰ্ম্ম-  
নিষেবণাৎ ॥ ১৯১ ॥ ~~সংসার-মাগর-পার-হইবার~~  
রূপযানব মানবান । পাবয়ন্তি কুলাচারৈস্তে

থাকে । ভূমণ্ডলে যে যে বর্ণ আছে এবং  
যতপ্রকার ধৰ্ম্মাবলম্বী মনুষ্য আছে, তাহা-  
দের মধ্যে যিনি কৌল হইবেন, তিনিই  
পাশমুক্ত হইয়া পরম পদ লাভ করিতে  
পারিবেন । শিবোক্ত ধৰ্ম্মাবলম্বী কৌলগণ  
সাক্ষাৎ শিবস্বরূপ ও তীর্থস্বরূপ । স্নেহ  
দ্বারা, ব্রহ্মা দ্বারা এবং প্রেম দ্বারা, তাঁহারা  
পরস্পর পরস্পরকে পূজা ও সন্মান করি-  
বেন । আমি আর অধিক কি বলিব !  
তোমার নিকট সত্য করিয়া বলিতেছি, এই  
সংসার-মাগর পার হইবার নিগিত কুলধৰ্ম্মই  
সেতুরূপ । তন্ত্ৰিম সংসার-মাগর পার  
হইবার উপায়ান্তর নাই । কুলধৰ্ম্ম সেবনে  
সমুদায় সংশয় ছেদন হয়, সমুদায় পাপপুঞ্জ  
মগ্ন হয় ও কৰ্ম্মসমূহ দহন হয় ॥ ১৮০—১৯১ ॥  
যাহারা সত্যব্রত ও ব্রহ্মনিষ্ঠ, তাহারা কুপা-  
পরিত্যক্ত হইয়া মানবগণকে আত্মানুপূৰ্ব্বক  
কুলাচার দ্বারা পবিত্র করেন ; সেই সকল

জ্ঞেয়াঃ কৌলিকোক্তমাঃ ॥ ১৯২ ॥ ইতি তে  
কথিতং দেবি সৰ্ব্বকৰ্মবিনিৰ্ণয়ম্ । মহা-  
নিৰ্বাণতন্ত্রম্ পূৰ্ব্বাৰ্দ্ধং লোকপাবনম্ ॥ ১৯৩ ॥  
যেহি সৰ্ব্বাধিকারঃ আবয়েদ্যপি মানবান্ ।  
সৰ্ব্বাধিকারঃ সোহস্তে নিৰ্বাণমালা-  
য়া ॥ ১৯৪ ॥ সৰ্ব্বাধিকারঃ তজ্জাণাং  
সারাসারং পরাৎপরম্ । তজ্জরাজমিদং  
জ্ঞাত্বা জ্ঞাত্তে সৰ্ব্বাধিকারিণে ॥ ১৯৫ ॥ কিং  
তস্মৈ তীৰ্থভ্রমণৈঃ কিং যৈষ্ণবৈর্জপমাধনৈঃ ।  
জ্ঞানমুত্তমহাতমং কৰ্মপাশৈৰ্বিমুক্ত্যতে ॥  
১৯৬ ॥ স বিজ্ঞঃ সৰ্ব্বশাস্ত্রেণ সৰ্ব্বধৰ্মবিদাং

মহাত্মাই কৌলিকশ্রেষ্ঠ বলিয়া বিদিত । যে  
দেবি । এই আমি তোমার নিকট লোক-  
পাবন সৰ্ব্বধৰ্ম-বিনিৰ্ণায়ক মহানিৰ্বাণতন্ত্রের  
পূৰ্ব্বার্দ্ধ কহিলাম । যিনি নিয়ত হইয়া ইহা  
জ্ঞান করিবেন, অথবা মনুষ্যাগণকে শ্রবণ  
করাইবেন, তিনি সমুদায় পাপ হইতে  
বিনিৰ্মুক্ত হইয়া অস্তে মোক্ষপদ প্রাপ্ত হই-  
বেন । সমুদায় আগম ও সমুদায় তন্ত্রের  
মধ্যে পরাৎপর ও সারাসার এই তজ্জরাজ  
পরিজ্ঞাত হইলে মনুষ্য সৰ্ব্বশাস্ত্রম্ব হইবে ।  
যিনি এই মহানিৰ্বাণতন্ত্র পরিজ্ঞাত হইয়া-  
ছেন, তাঁহার তীৰ্থভ্রমণে আবশ্যক নাই,  
যজ্ঞে আবশ্যক নাই, জপ-সাধনাদিতেও  
আবশ্যক নাই ; তিনি একমাত্র মহানিৰ্বাণ-  
তন্ত্র-জ্ঞান দ্বারা কৰ্মপাশ হইতে মুক্তিলাভ  
করিবেন । হে কালিকে । যিনি এই মহা-  
নিৰ্বাণতন্ত্র জ্ঞানেন, তিনি সৰ্ব্বশাস্ত্রে বিজ্ঞ,  
তিনিই সমুদায় ধৰ্ম্মজ্ঞদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ,

বরঃ । স জ্ঞানী ব্রহ্মবিৎ সাধুর্বা এতদ্বৈশ্চি  
কালিকে ॥ ১৯৭ ॥ অলং বেদৈঃ পুরাণৈশ্চ  
স্মৃতিভিঃ সংহিতাদিভিঃ । কিমৈশ্চৈবজ্ঞ-  
স্তজ্জৈর্ভুক্তৈঃ সৰ্ব্ববিন্দবেৎ ॥ ১৯৮ ॥  
আসীদগুহ্যতমং যমো সাধনং জ্ঞানমুত্তমম্ ।  
তব প্রণোনে তজ্জহস্মিৎস্তং সৰ্ব্বং সুপ্রকা-  
শিতম্ ॥ ১৯৯ ॥ যথা কং ব্রহ্মণঃ শক্তির্মম  
প্রাপাদিকা পরা । মহানিৰ্বাণতন্ত্রং মে তথা  
জ্ঞানীহি সুব্রতে ॥ ২০০ ॥ যথা নগেষু হিম-  
বাৎস্তারকাস্থ যথা শলী । ভাস্মাৎস্তেজঃস্থ  
তন্ত্রেণ তজ্জরাজমিদং তথা ॥ ২০১ ॥ সৰ্ব্ব-  
ধৰ্ম্মময়ং তন্ত্রং ব্রহ্মজ্ঞানৈকমাধনম্ । পঠিত্বা

তিনিই সাধু, তিনিই জ্ঞানী ও তিনিই  
ব্রহ্মজ্ঞ । বেদ, পুরাণ, স্মৃতি ও সংহিতা  
প্রভৃতি এবং অগ্ৰাণ্য বহুতন্ত্র-জ্ঞানে কি  
আবশ্যক ? এই একমাত্র মহানিৰ্বাণতন্ত্র  
জ্ঞাত হইলেই সৰ্ব্বজ্ঞ হইবে । যে সমুদায়  
সাধন ও উত্তম জ্ঞান অত্যন্ত গুহ্যতম ছিল,  
তোমার প্রণ অঙ্গুসারে তৎসমুদায় এই মহা-  
নিৰ্বাণতন্ত্রে সুন্দররূপে প্রকাশিত হইল ।  
হে সুব্রতে । তুমি যেমন ব্রহ্মশক্তি ও  
আগার পরম প্রাপাদিকা, এই মহানিৰ্বাণ-  
তন্ত্রও সেইরূপ প্রাপাদিক জ্ঞানিবে । যেমন  
পৰ্ব্বত-সমুদায়ের মধ্যে হিমালয়, নদ্যত্রয়গণের  
মধ্যে চম্পা এবং তেজঃ-পদার্থ মধ্যে সূর্য্য  
শ্রেষ্ঠ ; সেইরূপ সমুদায় তন্ত্রের মধ্যে এই  
তজ্জরাজই শ্রেষ্ঠ । এই তন্ত্র—সৰ্ব্বধৰ্ম্মময় ও  
ব্রহ্মজ্ঞানের একমাত্র সাধন । যে নর  
ইহা শ্রবণ করিবেন বা করাইবেন, তিনি

পাঠ্যিত্যপি ব্রহ্মজ্ঞানী ভবেন্নরঃ ॥ ২০২ ॥  
বিদ্যাতে বস্তু ভবনে সর্বতত্ত্বোত্তমোত্তমম্ ।  
ন তস্য বংশে দেবেশি পশুভবন্তি কহিচিৎ ॥  
২০৩ ॥ অজ্ঞানতিমিরাকোহপি মুখ্যঃ কৰ্ম-  
জড়োহপি বা । শৃণুমেত্তমহাত্ম্যং কৰ্ম-  
বক্ষ্যামিচ্যুতে ॥ ২০৪ ॥ এতত্ত্বস্ত পঠনং  
শ্রবণং পূজনং তথা । বন্দনং পরমেশানি  
নৃণাং কৈবল্যদায়কম্ ॥ ২০৫ ॥ উক্তং  
বহুবিধং তত্ত্বমেকৈকাখ্যানসংযুক্তম্ । সর্ব-  
ধৰ্ম্মাশ্রিতং তত্ত্বং নাতঃ পরতরং কচিৎ ॥  
২০৬ ॥ পাণ্ডালচক্রে-ভুচক্রে-জ্যোতিচক্রে-

ব্রহ্মজ্ঞানী হইবেন । হে দেবেশি । সমুদায়  
তত্ত্ব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম এই তত্ত্ব বাহার গৃহে  
অবস্থিত হইবে, তাহার বংশে কেহ কখন  
পশু হইবে না । ১৯২—২০৩ । যিনি  
অজ্ঞানতিমিরে অন্ধ, মুখ্য ও কৰ্মসাধন-  
বিষয়ে জড়, তিনিও যদি এই মহানিৰ্বাণ  
নামক মহাতত্ত্ব শ্রবণ করেন, তাহা হইলে  
তিনি কৰ্মপাশ হইতে মুক্ত হন । হে পরমে-  
শ্বর । এই মহাতত্ত্বের পাঠ, শ্রবণ, পূজা বা  
বন্দন গুরুষোর কৈবল্য-দায়ক হয় । এক  
এক আখ্যান-সংযুক্ত বহুবিধ তত্ত্ব বলিয়াছি  
এবং সর্বধৰ্ম্মে সংযুক্ত তত্ত্বও আমাকর্তৃক  
উক্ত হইয়াছে, পরন্তু ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ-  
তর আর কোন তত্ত্ব নাই । এই মহা-  
নিৰ্বাণতত্ত্বের উত্তরার্ধে পাণ্ডালচক্রে ও  
জ্যোতিচক্রে-সমস্থিত ভুচক্রে আছে, যিনি

সমস্থিতম্ । পরাৰ্দ্ধমস্ত যো নেতি স সর্বজ্ঞো  
ন সংশয়ঃ ॥ ২০৭ ॥ পরাৰ্দ্ধসংহিতং গ্রন্থ-  
মেনং জাননু নরো ভবেৎ । ত্রিকালবার্তাং  
ত্রৈলোক্যবৃত্তান্তং কথিতুং সক্ষমঃ ॥ ২০৮ ॥  
সত্ত্বিত্ত্বানি বহুধা শাস্ত্রানি বিবিধান্যপি ।  
মহানিৰ্বাণতত্ত্বস্ত কলাং নাইতি যোড়শীম্ ॥  
২০৯ ॥ মহানিৰ্বাণতত্ত্বস্ত মাহাত্ম্যং কি  
ব্রবীমি তে বিদিত্বৈত্তমহাতত্ত্বং ব্রহ্মনিৰ্বাণ-  
মাপ্নুয়াৎ ॥ ২১০ ॥

ইতি শ্রীমহানিৰ্বাণতত্ত্ব-সর্বজ্ঞো-  
ত্তমোত্তমে সর্বধৰ্ম্মনির্গমসারে শ্রীমদাঢ্যাসদা-  
শিবসংবাদে পূৰ্ব্বকাণ্ডে শিবলিঙ্গস্থাপন-  
চতুর্বিধাংগুতবিবরণ-কথনং নাম চতুর্দশ  
উল্লাসঃ ॥ ১৪ ॥

সেই উত্তরার্ধ জ্ঞাত হন, তিনি সর্বজ্ঞ হন,  
সন্দেহ নাই । যে নর পরাৰ্দ্ধ-সহিত এই  
মহানিৰ্বাণতত্ত্ব জানেন, তিনি ত্রিকালবার্তা  
ও ত্রৈলোক্য-বৃত্তান্ত বর্ণন করিতে সমর্থ  
হন । অনেক প্রকার তত্ত্ব আছে, বহুবিধ  
শাস্ত্রও আছে ; পরন্তু কোন শাস্ত্র বা কোন  
তত্ত্ব, এই মহানিৰ্বাণতত্ত্বের ষোড়শ অংশের  
একাংশেরও সমকক্ষ হইতে পারে না ।  
আমি এই মহানিৰ্বাণতত্ত্বের মাহাত্ম্য  
তোমার নিকট কি বর্ণন করিব ? এই মহা-  
তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইলে ব্রহ্মনিৰ্বাণ প্রাপ্ত  
হয় । ২০৪—২১০ ।

চতুর্দশ উল্লাস সমাপ্ত ॥ ১৪ ॥

মহানিৰ্বাণতত্ত্ব সম্পূর্ণ ।

॥ শ্রীঃ ॥